

# ফাতাওয়ায়ে আনমগীরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

বাসনাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আশরাফুল আলমগীর (র)



# ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফার মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর (র)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

*pdf By Syed Mostafa Sakib*



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (দ্বিতীয় খণ্ড)

উন্নয়ন প্রকল্প

সম্পাদক : বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মাহীউদ্দীন আওরংগজেব আলমগীর (র)

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

আষাঢ় ১৪০৮

রবিউল সানি ১৪২২

জুন ২০০১

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৮৩

ইফাবা প্রকাশনা : ২০১০

ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯

ISBN : 984-06-0611-5

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাঁধাই : আল আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৮৫, শরৎগুপ্তরোড, নারিন্দা, ঢাকা

প্রচ্ছদ অংকন : জসিম উদ্দিন

মূল্য: ৫৮০.০০ (পাঁচশত আশি) টাকা মাত্র।

FATAWA-E-ALAMGIREE (2nd Volum) A Commentary on the Islamic Laws :  
Edited by Badshah Abul Muzaffar Muhammad Maheuddin Awrongzeb  
Alamgeer (Rh.) in Arabic, translated and edited by scholar Alem sponsored by  
Islamic Foundation Bangladesh and published by Director, Translation and  
Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon,  
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.  
June-2001

## মহাপরিচালকের কথা

মোগল সম্রাট আওরংজেব 'বাদশাহ আলমগীর' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে এই বিশাল সাম্রাজ্যের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা রোধ করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, সমাজ জীবনে অনাবিল ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মানুষের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে যে সব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বিধৃত হয়েছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত নতুন নতুন যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়নি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সে সব বিষয়ের সমাধান প্রদানের জন্য বাদশাহ আলমগীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমন্বয়ে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি 'ফিকহ বোর্ড' গঠন করেন। তিনি ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান এবং মানব জীবনের উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সমাধান সম্বলিত একখানা ফিকহ গ্রন্থ সংকলনের জন্য এই বোর্ডকে অনুরোধ জানান। দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত বোর্ডের দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম সুবহৎ ছয়টি খণ্ডে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। এই গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

বাংলার জনগণকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষাকল্পে, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত চিরশান্তি ও কল্যাণের ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ফিকহ ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় রচিত ও সংকলিত। এরূপ অবস্থা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগই মূলতঃ এ সব মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে এ দেশের মানুষকে ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম খণ্ড এবার প্রকাশিত হলো ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর দ্বিতীয় খণ্ডের বংগানুবাদ। এটা আমার জন্য এক পরম আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। এ জন্য আমি



[চার]

মহান আল্লাহর দরবারে জানাই অশেষ গুরুত্ব। আমি মুবারকবাদ জানাই বিজ্ঞ অনুবাদককে, যিনি মেধা ও শ্রম ব্যয়ে স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই প্রাজ্ঞ সম্পাদককে। আমি ধন্যবাদ জানাই অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশনার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা আর এদের সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক দু'আ।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!!

মওলানা আবদুল আউয়াল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

### প্রকাশকের কথা

ফাতওয়া হচ্ছে ইসলাম ধর্ম থেকে উদ্ভূত কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের স্বব্যখ্যাত মীমাংসা। 'ফাতওয়া' শব্দটির উৎপত্তি 'ফাতা' থেকে, যার শাব্দিক অর্থ স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি। পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন ও সিহাহ সিন্তাহ হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছাড়াও সীরাত, তাফসীর, ফিকাহ এবং মাসআলা মাসাইল সংক্রান্ত বিশ্ববিখ্যাত আকর গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছে।

বিশ্বখ্যাত ফাতওয়া গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাতওয়ায়ে আলমগীরী অন্যতম। এটি হানাফী মাযহাবের একটি সুবৃহৎ নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য ফাতওয়া গ্রন্থ। এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান পবিত্র কুরআন- হাদীসের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিক নির্দেশনা দানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ইসলামী আইনের একটি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও নন্দিত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সুশৃঙ্খল সমাজ কাঠামো বিনির্মাণেও এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহকে নানা সংকটে দিক নির্দেশনা দান করে আসছে। মোঘল বাদশাহ আলমগীর আওরংজেব ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও মানব জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক সমাধানকল্পে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সেকালের শ্রেষ্ঠ উলামা-মাশায়েখ ও ফিকাহবিদ সমন্বয়ে একটি ফিকাহ বোর্ড গঠন করে ফিকাহ শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ সংকলনের জন্য এই বোর্ডকে অনুরোধ করেন। এই বোর্ডের সাত শত দেশবরেণ্য আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদ একাধারে আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরী' নামে ছয় খণ্ডে সুবৃহৎ এ গ্রন্থ সংকলন করেন।

বিশ্বনন্দিত এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে গুরুত্ব জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই সাথে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মীদের জানাই ধন্যবাদ।



গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে মুদ্রণের চেষ্টায় আমাদের কোনো ক্রটি হয়নি। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এরূপ কোনো ক্রটি-বিচ্ছ্যতি বা মুদ্রণপ্রমাদ সুধীজনের নজরে পড়লে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করবো ইনাশাআল্লাহ।

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

সম্পাদক

মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ



## ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি শরী'আতের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনে একক ও অদ্বিতীয়, যিনি হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী তথা বিধানাবলী সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতাবান সত্তা এবং যিনি উলামা ও ফুকাহায়ে কিরানের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে দিরায়েত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁরা লোকদেরকে পদস্থলনের অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞার আলোকরশ্মিতে রিওয়াযাতের চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন।

সালাত ও সালাম ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি রিসালাতের ময়দানে সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সকলের উর্ধ্বে, যিনি হিদায়াতের পথের অন্তরায় প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করেছেন এবং যিনি উন্মোচিত করেছেন নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাকে। অর্থাৎ তাঁকে উসিলা করে আখিয়ায়ে কিরামকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করার ধারা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। আর রহমত বর্ষিত হোক সেই মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।

বস্তুত ফিকহু হচ্ছে হিদায়াত ও শুমরাহীর মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য-রেখা এবং আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণের এক সঠিক মানদণ্ড। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উদ্ভূত সমস্যাসমূহের গতিময়তা কখনো স্থির থাকে না এবং এর পর্বতশৃঙ্গ এত উর্ধ্বে যা চোখের দৃষ্টিতে ধরা যায় না। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যত গ্রন্থ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে না এবং হচ্ছে না পরিভূপ্ত এতে পিপাসার্ত মন। কারণ কোন কোন গ্রন্থে পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবল বিশেষ কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রমাণ তালাশকারী ব্যক্তি এমনভাবে বিতর্কে জড়িয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন তারকাবিহীন অন্ধকার রজনীতে পানিহীন মরু বিয়াবানে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির তালাশে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনুরূপ যারা ইসলামী বিধি-বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে বে-পরোয়া, তাঁরা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী বিষয়াদি গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে সংকীর্ণমনা, ঐ ব্যক্তির মত যে রাতের আঁধারে নিজের সাগান হারিয়ে এর তালাশে হন্যে হয়ে



দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এমন করে তাদের অধিকাংশই সুন্নাহর আলো ছেড়ে রাতকানা হয়ে খাহিশাতের অগ্নির দিকে ছুটে চলে এবং ধাবমান হয় বিদ্‌আত ও বাতুলতার অকল্যাণকর পথের দিকে। ফলে পার্থক্য করতে পারে না তারা সত্য-মিথ্যা এবং হক ও না হকের মাঝে। আরো প্রয়োজনে তারা এক ময়দানের তীরের পর আরে ময়দানে তীরের দিকে। ফলে খুঁজে পায় না তারা গন্তব্য পথের কোন সঠিক পথ-প্রদর্শক। পায় কেবল এক নির্বোধের পর আরেক নির্বোধকে।

এহেন নাজুক অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলা দানবীর, রণকুশলী, মহাবীর, অপরাধিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাতিলের আতংক, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মহাপণ্ডিত, খোদাভীতি, পরহয়গারী ও দুনিয়াবিস্মৃততার মূর্তপ্রতীক, আমিরুল মু'মিনীন, রঈসুল মুসলিমীন, ইমামুল মুজাহিদীন মহান রাষ্ট্রনায়ক আবু মুজাফ্ফার মুহীউদ্দীন বাহাদুর ওরফে বাদশাহ আওরংজেব আলমগীর গাযীর মাধ্যমে এই উল্লেখ্য প্রতি অনুগ্রহ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন। তাঁর অনুগ্রহকে সকল সৃষ্টির প্রতি ব্যাপক করে দেন এবং হিসাবের দিন তিনি তাঁকে ঐ সমস্ত লোকদের তান্তর্জিত করেন, যারা তাঁদের স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে; আর সংরক্ষণ করেন আল্লাহ তাঁকে ঐ সমস্ত লোক থেকে, যারা পশ্চাৎ দিকে ফিরে যাবে নিশ্চিত ও দ্বিকৃত অবস্থায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ আলমগীর (র)-এর হৃদয়ে এমন একটি বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব সংকলনের বিষয় ইলহাম করেন যাতে এমন দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা হবে না যা হবে বিরজিকর। বরং এতে থাকবে সহীহ বর্ণনাসমূহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিমালা। আর এতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে দুর্বল ও সঠিক অভিমতসমূহ, যাতে লাজীন (কর্তিত পাতা) ও লুজায়ন (রৌপ্য) এবং হিজান (দ্রুতগামী উট) ও হজায়ন (কমীনা)-এর মধ্যে কোনরূপ সংশয় না থাকে। বস্তুত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে-সে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এতো কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং যার নিকট হিদায়াত ও গুমরাহীর পথ স্পষ্ট।

এতদুদ্দেশ্যে বাদশাহ আলমগীর (র) এই বিষয়ের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং সংগ্রহ করেন এ বিষয়ে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহ। তারপর তিনি তাঁদেরকে এ সব কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ সংকলন করার প্রতি ইংগিত করে এবং বলেন এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করতে যাতে থাকবে যাহিরী রিওয়ায়াতসমূহ-যে সব রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত এবং যার ভিত্তিতে ফকীহগণ ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। আর তিনি তাঁদেরকে এমন নাদির-দুর্লভ বর্ণনাসমূহও জমা করার আদেশ করেন-যা আলিমগণ বিনাবাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যাতে আমলের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও পরহয়গারী হাতছাড়া না হয় এবং যাতে এ ক্ষেত্রে বিশ্বতা ও পদস্থলন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাদশাহের নির্দেশে উলামায়ে কিরাম ফিকহ শাস্ত্রের খাযানা থেকে মণি-মুক্তা ও মোতিসমূহ কুড়িয়ে একত্রিত করতে এবং বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ জমা করতে আরম্ভ করলেন আর এমনভাবে মাসআলাসমূহ সংকলন করলেন যে, কোন কাজটি শুদ্ধ ও কোনটি অশুদ্ধ, কোনটি সাওয়াবের কাজ ও কোনটি পাপের কাজ, তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দিলেন এবং

সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে গ্রথিত করলেন ফিকহ-এর ছড়ানো-ছিটানো মাসআলা গুলোকে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁরা 'হিদায়া' গ্রন্থ প্রণেতার অনুসরণ করেছেন এবং স্পষ্টভাষায় মাসআলাসমূহের বিবরণ পেশ করতে তাঁরা আগ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিতাবে যে পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে, তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন দলীল বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ-সূত্রিতার। উল্লেখ যে, সংকলনকারী ফকীহগণ মাসআলা বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহিরী রিওয়ায়াতের<sup>১</sup> মাসআলাসমূহই উল্লেখ করেছেন। নাদির<sup>২</sup> রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের প্রতি তারা বেশী মনোনিবেশ করেননি। তবে কোথাও যাহিরী রিওয়ায়াতে মাসআলার সঠিক সমাধান না পাওয়া গেলে অথবা নাদির রিওয়ায়াত "এর উপর ফাতওয়া" বা "এ জাতীয় কথা সংযুক্ত থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে নাদির রিওয়ায়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিতাবে সংকলকবৃন্দ প্রতিটি মাসআলা মূল কিতাবের ইবারত ও বরাতসহ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোথাও মূল কিতাবের ইবারতে কোনরূপ রদবদল করা হয়নি। তবে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ১৫ আর যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়নি সে ক্ষেত্রে ১৬ শব্দ ব্যবহার করে, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একাধিক সমাধান থাকলে এবং এর প্রত্যেকটির সাথে 'এর উপর ফাতওয়া' বা এ জাতীয় কথা উল্লেখ থাকলে বা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বর্ণিত থাকলে কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ কোন মাসআলার সাথেই না থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে সংকলকবৃন্দ উভয় মতকেই এ কিতাবে হুবহু রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথপ্রদর্শক।

والله الموفق للصواب

১. ইমাম মুহাম্মদ (র) কর্তৃক সংকলিত ১. মাবনূত, ২. যিয়াদাত, ৩. সিয়ারে সাগীর, ৪. সিয়ারে কাবীর, ৫. জামে সাগীর, ৬. জামে কাবীর, এই ছয় কিতাবকে একত্রে 'যাহিরী রিওয়ায়াত' (ظاهر الرواية) বলে হয়।  
২. উপরোক্ত ছয়খানা গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য ফিকহ গ্রন্থের বর্ণনাসমূহকে 'নাদির রিওয়ায়াত' বলা হয়।



## সূচিপত্র

### বিবাহ অধ্যায়

১৯-২২০

প্রথম পরিচ্ছেদ :	নিকাহ-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, রুকন, শর্ত ও হুকুমের বিবরণ	১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	যে সকল শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় এবং যে সকল শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় না	২৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	মুহাররামাত (যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ)-এর বিবরণ	৩৫
প্রথম অনুচ্ছেদ :	নসব তথা রক্ত সম্পর্কের দরুন যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম	৩৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ :	বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম	৩৬
বিবিধ মাসাইল :		৪০
তৃতীয় অনুচ্ছেদ :	দুধ পানের কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম	৪৪
চতুর্থ অনুচ্ছেদ :	দুই মুহাররাম নিকট আত্মীয়কে একত্রে বিবাহ করা এবং চারের অধিক মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম	৪৪
পঞ্চম অনুচ্ছেদ :	আযাদ নারীদের সাথে অথবা তাদের উপর যে যে দাসীদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয় তাদের বিবরণ	৫১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ :	অন্যের হক সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে যে সব নারীদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ	৫৩
সপ্তম অনুচ্ছেদ :	শিরক জনিত কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ	৫৫
অষ্টম অনুচ্ছেদ :	মালিকানার কারণে যে যে মহিলাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ	৫৭
নবম অনুচ্ছেদ :	তালাক ঘটিত কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ	৫৯
সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মাসাইল		৫৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	ওলীর বিবরণ	৬২



পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিবাহের কুফু-সমকক্ষতা বিধানের বিবরণ	৮০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিবাহে উকীল নিয়োগ করার বিবরণ	৯১
অনুচ্ছেদ : বিবাহ ফসখ (ভঙ্গ) হওয়ার মাসাইল	১১০
সপ্তম পরিচ্ছেদ : মহরের বিবরণ	১১২
প্রথম অনুচ্ছেদ : মহরের নিম্নতম পরিমাণ, কোন বস্তু মহর হতে পারে এবং কোন বস্তু মহর হতে পারে না	১১২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যে সব কাজে মহর ও মুত'আ পাকা-পোক্ত হয়	১১৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মহরের মধ্যে মাল এবং এমন বস্তু কোন মাল নয় তা উল্লেখ করা	১২৪
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মহরের সাথে শর্তযুক্ত করা	১২৬
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মহরের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকা	১৩১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : মহরে মুসাম্মার সাথে মহরের গরমিল হলে	১৩৫
সপ্তম অনুচ্ছেদ : মহরের পরিমাণ বাড়ানো কমানো এবং যে সব বস্তু বাড়ানো কমানো যায়	১৩৯
অষ্টম অনুচ্ছেদ : মহরের ক্ষেত্রে আড়ম্বরতা	১৪৬
নবম অনুচ্ছেদ : হস্তান্তর করার পূর্বে মহর নষ্ট হয়ে গেলে মালিকানা প্রকাশের কারণে তা অন্যে নিয়ে গেলে	১৪৭
দশম অনুচ্ছেদ : মহর হিবা করার বিবরণ	১৪৮
একাদশ অনুচ্ছেদ : মহর পরিশোধ না করার কারণে স্ত্রীকে নিজেকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করা হতে বিরত থাকা, মহরের জন্য মেয়াদ ধার্য করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক মাসাইল	১৫১
দ্বাদশ অনুচ্ছেদ : মহরের বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ হলে	১৫৬
ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ : একাধিকবার মহর ধার্য হওয়ার বিবরণ	১৬৬
চতুর্দশ অনুচ্ছেদ : মহরের যামিন হওয়ার বিবরণ	১৭৩
পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ : যিম্মী ও হরবীদের মহরের বিবরণ	১৭৬
ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদ : কন্যার-দান যৌতুকের বিবরণ	১৭৭
সপ্তদশ অনুচ্ছেদ : গৃহের আসবাব পত্রের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হলে	১৮০
অষ্টম পরিচ্ছেদ : ফাসিদ বিবাহ ও তার বিধি-বিধান	১৮৫
নবম পরিচ্ছেদ : ক্রীতদাসের বিবাহ	১৮৮
দশম পরিচ্ছেদ : কাফিরের বিবাহের বিবরণ	২০৫

একাদশ পরিচ্ছেদ : পালা বারীর বিবরণ	২১৪
বিবিধ মাসাইল :	২১৭
দুধপান অধ্যায়	২২১-২৩৪
তালাক অধ্যায়	২৩৫-৭১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : তালাকের সংজ্ঞা, রুকন, শর্ত, হুকুম, সিফাত, প্রকারভেদ এবং যার তালাক পতিত হয় আর যার তালাক পতিত হয় না ইত্যাদির বিবরণ তালাকে সুম্মাহর শব্দমালা	২৪৫
প্রথম অনুচ্ছেদ : যে যে ব্যক্তির তালাক পতিত হয় এবং যে যে ব্যক্তির তালাক পতিত হয় না এর বিবরণ	২৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তালাক পতিত করার বিবরণ	২৫১
প্রথম অনুচ্ছেদ : সরীহ-স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়ার বিবরণ	২৫১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সময়ের সাথে সম্পর্কিত তালাকের বিবরণ	২৮১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : তাশবীহ তালাকের বিবরণ	২৯১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার বিবরণ	২৯৭
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : কিনায়া তালাকের বিবরণ	৩০১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : লিখিত তালাকের বিবরণ	৩১০
সপ্তম অনুচ্ছেদ : ফারসী ভাষায় তালাক দেওয়ার বিবরণ	৩১৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তাফবীহ তালাকের বিবরণ	৩২৮
প্রথম অনুচ্ছেদ : ইখতিয়ারের বিবরণ	৩২৮
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আমর বিল ইয়াদ-এর বিবরণ	৩৩৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : তালাকের সাথে মাশিয়াত (ইচ্ছা করা) শব্দ ব্যবহারের বিবরণ	৩৬৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শর্তের সাথে তালাক দেওয়ার বিবরণ	৩৯৩
প্রথম অনুচ্ছেদ : শর্তের শব্দসমূহ	৩৯৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : 'কুল' ও 'কুল্লামা' শব্দের মাধ্যমে তালাক দেওয়ার বিবরণ	৩৯৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইন, ইয়া ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তালাককে মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত) করার বিবরণ	৪০৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইসতিসনার বিবরণ	৪৭৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির তালাকের বিবরণ	৪৯১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : রাজ'আত (স্ত্রীকে রুজু করে নেওয়া) এবং যে কাজের দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হয়ে যায় তার বিবরণ	৪৯১



অনুচ্ছেদ : যে ভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হয়-এর বিবরণ	৫১৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ : ঈলার বিবরণ	৫২১
অষ্টম পরিচ্ছেদ : খুলা তালাকের বিবরণ	৫৪৫
প্রথম অনুচ্ছেদ : খুলার শর্ত, হুকুম এর আনুসঙ্গিক বিষয়াদি	৫৪৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যে যে বস্তুর খুলার বিনিময় (বদল) হতে পারে এবং যে যে বস্তু খুলার বিনিময় হতে পারে না	৫৫৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মালের বিনিময়ে তালাক প্রদানের বিবরণ	৫৬১
নবম পরিচ্ছেদ : যিহারের বিবরণ	৫৮৫
দশম পরিচ্ছেদ : যিহারের কাফ্ফারার বিবরণ	৫৯৩
একাদশ পরিচ্ছেদ : লি'আন-এর বিবরণ	৬০৩
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ইন্নীনের বিবরণ	৬২১
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ইদতের বিবরণ	৬২৯
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী হারা মহিলার শোক পালনের বিবরণ	৬৪৩
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : নসব সাব্যস্ত হওয়ার বিবরণ	৬৪৯
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ : সন্তান প্রতিপালনের বিবরণ	৬৫৯
অনুচ্ছেদ : লালন-পালনের স্থান	৬৬৪
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : খোরপোষের বিবরণ	৬৬৭
প্রথম অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর খোরপোষের বিবরণ	৬৬৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর বাসস্থানের বিবরণ	৬৮৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইদত পালনকারী মহিলার খোরপোষের বিবরণ	৬৯১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নাবালিগ সন্তানের খোরপোষের বিবরণ	৬৯৭
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : নিকটাত্মীয় স্বজনের খোরপোষের বিবরণ	৭০৬
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : দাস-দাসীদের খোরপোষের বিবরণ	৭১৩

## كتاب النكاح

### বিবাহ অধ্যায়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### নিকাহ-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, রুকন, শর্ত ও হুকুমের বিবরণ

১. মাসআলা : নিকাহ-এর সংজ্ঞা : শরীয়াতের পরিভাষায় 'নিকাহ' এমন একটা চুক্তি যার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয়। (কানুয)

বিবাহের গুরুত্ব : সাধারণ অবস্থায় বিবাহ সুনাতে মুয়াক্কাদা, যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে বিবাহ ওয়াজিব আর যুলুমের আশংকা থাকলে বিবাহ মাকরুহ। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার)।

বিবাহের রুকন : বিবাহের রুকন হলো, ঈজাব ও কবুল। (কাফী) বর বা কনে যে কোন পক্ষ হতে প্রথমে যে প্রস্তাবনা পেশ করা হয় ঐ প্রস্তাবনা বাক্যকে ঈজাব এবং এর প্রত্যুত্তরে অনুমোদন সম্বলিত বক্তব্যকে কবুল বলা হয়। (ইনায়া)।

২. মাসআলা : নিকাহ-এর শর্ত : (১) যে ব্যক্তি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে চায় তাকে জ্ঞানবান, বালিগ এবং আযাদ হওয়া আবশ্যিক। অবশ্য জ্ঞানবান হওয়ার বিষয়টি আকদ সহীহ হওয়ার শর্ত। কাজেই পাগল এবং যে বালক জ্ঞানবান নয় তাদের বিবাহ সহীহ হবে না। আর শেষোক্ত দু'টি বিষয় হচ্ছে, বিবাহের হুকুম জারী করার জন্য শর্ত। এ কারণেই জ্ঞানবান কোন নাবালিগ বাচ্চা যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে এ বিবাহের হুকুম জারী হওয়া ওয়ালীর অনুমতির উপর নির্ভরশীল। (বাদায়ে) (২) বিবাহের পাত্রী বিবাহের যোগ্য হওয়া। অর্থাৎ পাত্রী এমন মহিলা হওয়া যাকে বিবাহ করা শরীয়াত হালাল সাব্যস্ত করেছে। (নিহায়া) (৩) পাত্র-পাত্রী উভয়ের কথা উভয়ের শ্রবণ করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি এমন শব্দ দ্বারা আকদ সম্পন্ন করা হয় যা থেকে বিবাহের কথা বুঝা যায় না; তবুও বিবাহ সহীহ হবে। এটাই পসন্দনীয় মত। (মুখতারুল ফাতাওয়া) (৪) সাক্ষী থাকা। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে এটি বিবাহ জায়েয হওয়ার শর্ত। (বাদায়ে)।

১. এটা হচ্ছে ফয়সালা এবং বিচারের কথা। কিন্তু দিয়ানাত বা তাকওয়ার কথা অনুসারে এরূপ শব্দ দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন করলে বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (উর্দু) : মাওলানা সাইয়িদ আমীর আলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫)



৩. মাসআলা : সাক্ষীর জন্য চারটি শর্ত রয়েছে : (১) আযাদ হওয়া, (২) জ্ঞানবান হওয়া, (৩) বালিগ হওয়া, (৪) মুসলমান হওয়া। অতএব ক্রীতদাসের সাক্ষ্যে তার উপস্থিতিতে বিবাহ সহীহ হবে না। এ ক্ষেত্রে সাধারণ গোলাম, মুদাববার (মুনিবের জীবদশায় যাকে তার মরণোত্তরকালে আযাদ ঘোষণা করা হয়েছে) এবং মুকাতাব (মুক্তিপণের শর্তে যাকে আযাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পাগল এবং না বালিগের সাক্ষ্যে বিবাহ সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে মুসলমানের বিবাহ কাফিরের সাক্ষ্য দ্বারাও সহীহ হবে না। (আল-বাহরুর বায়িক) যদি স্বামী মুসলমান হয় এবং স্ত্রী যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক যারা জিমিয়া কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে) হয়, তবে দুই যিম্মী ব্যক্তির সাক্ষ্যে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। মহিলা এবং সাক্ষীদ্বয় একই ধর্মাদর্শের অনুসারী হোক অথবা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৪. মাসআলা : বর কনে কাফির হলে তাদের বিবাহে সাক্ষীদ্বয়ের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। কাজেই কাফির পুরুষ ও মহিলার বিবাহে দুইজন কাফিরের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে বর-কনে এবং সাক্ষীদ্বয় একই ধর্মের অনুসারী হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (বাদায়ে) দুইজন ফাসিক কিংবা দুইজন অন্ধের সাক্ষ্যেও বিবাহ সহীহ হয়ে যায়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) অনুরূপভাবে অন্যের উপর অপবাদ দেওয়ার অপরাধে যাদের উপর হদ্দ (দণ্ডবিধি) জারী হয়েছে, এমন ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষ্যেও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। যদিও তারা তাওবা না করে থাকে। (আল-বাহরুর বায়িক) এমনভাবে ব্যভিচারের কারণে যাদের উপর দণ্ডবিধি জারী হয়েছে তাদের সাক্ষ্যেও বিবাহ সহীহ হবে (খুলাসা) যাদের সাক্ষ্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় এমন লোকদের উপস্থিতিতেও বিবাহ সহীহ হবে। যেমন কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করল তাদের ঔরশজাত দুই সন্তানের সামনে অথবা কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করল পুরুষের ঔরশজাত দুই পুত্রের সামনে যারা মহিলার ঔরশজাত নয় অথবা মহিলার ঔরশজাত দুই সন্তানের সামনে যারা ঐ পুরুষের ঔরশজাত নয়। (বাদায়ে) এ বিষয়ে মূলকথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজস্ব বেলায়েতের ভিত্তিতে বিবাহে ওলী হওয়ার যোগ্যতা রাখে সে সাক্ষী হওয়ারও উপযুক্ত। আর যে ব্যক্তি তা রাখে না সে সাক্ষী হতে পারবে না (খুলাসা)।

৫. মাসআলা : বিবাহের মধ্যে সাক্ষীর সংখ্যা একাধিক হওয়া শর্ত। সুতরাং একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ সহীহ হবে না। (বাদায়ে) সকল সাক্ষীর পুরুষ হওয়া শর্ত নয়।

১. যিম্মী মূর্তীপূজক হলে হবে না, কিতাবধারী অর্থাৎ আসমানী কিতাবের (যদিও তারা বিকৃত করে ফেলেছে বা তদনুযায়ী জীবন যাপন করে না) দাবীদার অমুসলিম যথা : ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান। (সম্পাদক)
২. খালিদের দুই সন্তান আয়িশার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা বড় হওয়ার পর পিতা তাদের মাকে তালাক দিয়েছে। তারপর তাদের উপস্থিতিতে খালিদ আয়িশাকে পুনরায় বিবাহ করেছে। (সম্পাদক)

কাজেই একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলার সাক্ষী দ্বারা বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে (হিদায়া) কিন্তু পুরুষ ছাড়া কেবল মহিলার সাক্ষীতে বিবাহ সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ ব্যতীত শুধু দুইজন নপুংগকের সাক্ষ্যেও বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : বিবাহের ৫ম শর্ত হল, উভয় সাক্ষী বর-কনের মুখের কথা একই সাথে শ্রবণ করা। (ফাতহুল কাদীর) অতএব দুই ঘুমন্ত ব্যক্তি যারা বর-কনের কথা শ্রবণ করতে সক্ষম হয়নি তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বধির যারা অন্যের কথা শুনে পায় না তাদের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে না। (শারহ জামিইস সাগীর : কাযীখান) তোতলা এবং মূক ব্যক্তি যদি অন্যের কথা শুনে পায় তবে তাদের সাক্ষ্যেও বিবাহ সহীহ হবে। (খুলাসা) সাক্ষীদ্বয় যদি পাত্র-পাত্রীর কোন একজনের কথা শুনে অন্য জনের কথা না শুনে অথবা যদি এক সাক্ষী একজনের কথা এবং অপর সাক্ষী অপর জনের কথা শুনে তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (বাদায়ে) বিবাহ অনুষ্ঠান যদি এমন দুই ব্যক্তির সামনে অনুষ্ঠিত হয় যে, তাদের একজন বধির এবং অপরজন শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন। যার শ্রবণশক্তি আছে যে সে বর-কনের কথা শুনে পেয়েছে কিন্তু বধির ব্যক্তি শুনে পায়নি। এমতাবস্থায় যে সাক্ষী কানে শুনে সে বা অন্য কেউ যদি বধির ব্যক্তির কানের কাছে উচ্চকণ্ঠে বিবাহের কথা ঘোষণা করে তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যতদূর না উভয় সাক্ষী এক সাথে পক্ষদ্বয়ের কথা নিজ নিজ কানে শ্রবণ করবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা : 'নজমুথ্ যানদবীস্তী' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, দুইজন সাক্ষীর একজন যদি শুধু মহিলার কথা শ্রবণ করে এবং অন্য জন পুরুষের কথা শ্রবণ করে, এমতাবস্থায় বর-কনে যদি পুনরায় আক্দের ইনতিজাম করে এবং এক্ষেত্রে প্রথম অনুষ্ঠানে যে সাক্ষী বরের কথা শুনেছিল সে যদি কেবল কনের কথা শ্রবণ করে আর যে সাক্ষী প্রথম অনুষ্ঠানে কনের কথা শুনেছিল সে যদি এ অনুষ্ঠানে কেবল বরের কথা শ্রবণ করে তাহলে দেখতে হবে; যদি বিবাহের উভয় অনুষ্ঠান দুই মজলিসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আর যদি একই মজলিসে হয়ে থাকে তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এ বিবাহ সহীহ হবে না। কোন কোন ফকীহ যেমন আবু সাহল (র) বলেন, বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু ফকীহ 'যানদবীস্তী' (র) বলেন, আমরা আবু সাহল (র) এর মত গ্রহণ করি না। (যখীরা) যদি সাক্ষীদ্বয় পাত্র-পাত্রী উভয়ের কথা শুনে কিন্তু অর্থ বুঝতে না পারে তবে কারো কারো মতে বিবাহ সহীহ হবে। অবশ্য যাহিরী রিওয়ায়েত এর বিপরীত। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত যে, যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে দুইজন তুর্কিস্তানী অথবা দুইজন হিন্দুস্তানী সামনে বিয়ে করে এবং সাক্ষীদ্বয় যদি পাত্র-পাত্রীর কথিত বাক্যের বিশ্লেষণ করতে পারে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।



৮. মাসআলা : সাক্ষীদের জন্য আকদ বোধগম্য হওয়া শর্ত কি না, এ সম্বন্ধে ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, কেবলমাত্র শ্রবণ করাই শর্ত, বোধগম্য হওয়া শর্ত নয়। কাজেই যদি কোন আরব বর-কনে-অনারব সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহের আকদ সম্পন্ন করে তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। অবশ্য ইমাম যহীরুদ্দীন মুরগিনানী (র) বলেন, বোধগম্য হওয়াও শর্ত। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) এটাই বিগত মত। (আল্ জাহাওয়াতুন নায়্যারা) যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে নেশাগ্রস্ত সাক্ষীদের সামনে বিবাহ করে তারা যদি বিবাহের বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হয়, কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর বিবাহের কথা মনে রাখতে না পারে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। (খায়নাতুল মুফতীয়ায়ীন) আবুল লায়স সমরকান্দী (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি একদল লোককে বলল, তোমরা সাক্ষী থাক, 'আমি ঘরের মহিলাকে বিবাহ করলাম'। তখন মহিলাটি বলল, আমি কবুল করলাম। সাক্ষীগণ সকলেই মহিলাটির কথা শুনল, কিন্তু তাকে চোখে দেখল না। এ ক্ষেত্রে ঐ ঘরে যদি মহিলা একাই থাকে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। আর যদি ঘরে তার সাথে আরো মহিলা থাকে তবে বিবাহ জায়েয হবে না।

৯. মাসআলা : একব্যক্তি তার নিজের কন্যাকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিল এবং তারা উভয়েই এক ঘরে ছিল। আর অন্য ঘরে এক দল লোক বসা ছিল। তারা বিবাহের কথাবার্তা শুনতে ছিল। কিন্তু বিবাহদাতা ব্যক্তি তাদেরকে সাক্ষী বানায় নি। এক্ষেত্রে যদি উভয় ঘরের মাঝে এমন কোন খোলা পথ থাকে যে পথ দিয়ে পাত্রীর পিতাকে দেখা যায় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তারা পাত্রীর পিতাকে দেখতে না পায় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (যখীরা) যদি কোন পাত্র একদল মানুষকে পাত্রীর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রেরণ করে এবং (তাদের প্রস্তাবে) পাত্রীর পিতা যদি বলে, আমি প্রস্তাব প্রেরণকারীর সাথে আমার কন্যাকে বিবাহ দিলাম। জবাবে আগত লোকদের মধ্য থেকে একজন যদি পাত্রের পক্ষ হতে তা কবুল করে নেয় তাহলে বিবাহ সহীহ হবে না। কারো কারো মতে বিবাহ সহীহ হবে। এটাই বিগত মত। ফাতাওয়া এর উপরই। (মুহীত : সারাখসী ও তাজনীস)।

১০. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (তাজনীস ও মযীদ) যদি পাত্রী কোন পাত্রকে এ মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি আমাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে নাও। এরপর উকীল যদি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বলে 'আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করে নিলাম'। কিন্তু সাক্ষীগণ তাকে চিনতে পারল না, তবে বিবাহ জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উকীল ঐ মহিলার নাম, তার পিতার নাম এবং তার দাদার নাম উল্লেখ করবে। কেননা সে তো অনুপস্থিত। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির পরিচিতি এভাবে নাম উল্লেখ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। (মুহীত : সারাখসী) কাযী রুকনুল ইসলাম আলী আস্ সাগ্দী (র) প্রথমে দাদার নাম উল্লেখ করার শর্ত আরোপ করেননি। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁর পূর্বের

মত পরিত্যাগ করে দাদার নাম উল্লেখ করার শর্ত আরোপ করেছেন। এটা সহীহ মত এবং এর উপরই ফাতাওয়া। (মুযমারাত) যদি মহিলা উপস্থিত থাকে কিন্তু তার চেহারা নিকাব থাকে এবং সাক্ষীগণ তাকে চিনতে না পারে তবে বিবাহ জায়েয হবে। এটাই সহীহ মত। যদি পাত্র সন্দেহমুক্ত হতে চায় তবে মহিলার নিকাব সরিয়ে দিবে যাতে সাক্ষীগণ তাকে দেখতে পায় অথবা পাত্র মহিলার নাম, তার পিতার নাম এবং তার দাদার নাম উল্লেখ পূর্বক তাকে পরিচিত করিয়ে দিবে।

১১. মাসআলা : যদি সাক্ষীগণ ঐ মহিলাকে চিনে থাকে এবং সে বিবাহকালে অনুপস্থিত থাকে। এ অবস্থায় যদি পাত্র শুধু ঐ মহিলার নাম উল্লেখ করে এবং সাক্ষীগণও এ কথা বুঝে ফেলে যে, তারা যে মহিলাকে চিনে সে তার কথাই বলছে তবে বিবাহ জায়েয হবে (মুহীত : সারাখসী) যদি পিতা কোন ব্যক্তিকে তার না-বালিগা কন্যার বিবাহের জন্য উকীল বানায় এবং সে যদি ঐ মেয়েকে পিতার অনুপস্থিতিতে অন্য কারো নিকট বিবাহ দেয় তবে বিবাহ সহীহ হবে। অন্যথায় সহীহ হবে না। (কানয) ফকীহগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের বাকিরা বালিগা (বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী) কন্যাকে তারই অনুমতিতে কোন পাত্রের সাথে এভাবে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে দেয় যে, উক্ত অনুষ্ঠানে ঐ কন্যা উপস্থিত ছিল এবং তার পিতার সাথে অন্য একজন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে হাজির ছিল তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। আর যদি বিবাহের মজলিসে ঐ মেয়ে অনুপস্থিত থাকে তবে বিবাহ সহীহ হবে না। (মুহীত : সারাখসী)।

১২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি কাউকে উকীল নিয়োগ করে যেন সে তার গোলামকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এমতাবস্থায় উকীল যদি তাকে একজন পুরুষ অথবা দুইজন মহিলার উপস্থিতিতে কোন মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে যদি গোলামও হাজির থাকে তবুও বিবাহ জায়েয হবে না। (তাবয়ীন) মুনীব যদি তার গোলামকে বিয়ে করার জন্য অনুমতি প্রদান করে এবং গোলাম যদি মুনিবের উপস্থিতিতে সে ছাড়া অন্য একজনকে সাক্ষী বানিয়ে বিবাহ সম্পাদন করে নেয়, তবে আমাদের ইমামগণের মতে বিবাহ জায়েয হবে। (তাজনীস) মুনীব যদি তার বালিগ গোলামকে একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কোন মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং বিবাহের অনুষ্ঠানে গোলামও যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে গোলাম যদি অনুষ্ঠানে হাজির না থাকে তবে বিবাহ সহীহ হবে না। দাসীর ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। ফকীহ মুরগিনানী (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (তাবয়ীন) অনুরূপ একটি মাসআলা 'মার্জমূউন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন মহিলা যদি কোন পুরুষ ব্যক্তিকে এ মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, সে যেন তাকে কোন পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। তারপর উকীল ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে কোন পুরুষের নিকট দুই মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে দিয়ে দিল। আকদের অনুষ্ঠানে ঐ মহিলা নিজেও উপস্থিত ছিল। তবে ইমাম নাজমুদ্দীন (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে। (যখীরা)



৮. মাসআলা : সাক্ষীদের জন্য আক্দ্ বোধগম্য হওয়া শর্ত কি না, এ সম্বন্ধে ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, কেবলমাত্র শ্রবণ করাই শর্ত, বোধগম্য হওয়া শর্ত নয়। কাজেই যদি কোন আরব বর-কনে-অনারব সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহের আক্দ্ সম্পন্ন করে তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। অবশ্য ইমাম যহীরুদ্দীন মুরগিনানী (র) বলেন, বোধগম্য হওয়াও শর্ত। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) এটাই বিগত মত। (আল্ জাহাওয়াতুন নায়্যারা) যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে নেশাগ্রস্ত সাক্ষীদের সামনে বিবাহ করে তারা যদি বিবাহের বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হয়, কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর বিবাহের কথা মনে রাখতে না পারে বিবাহ-সহীহ হয়ে যাবে। (খায়নাতুল মুফতীয়ীন) আবুল লায়স সমরকান্দী (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি একদল লোককে বলল, তোমরা সাক্ষী থাক, 'আমি ঘরের মহিলাকে বিবাহ করলাম'। তখন মহিলাটি বলল, আমি কবুল করলাম। সাক্ষীগণ সকলেই মহিলাটির কথা শুনল, কিন্তু তাকে চোখে দেখল না। এ ক্ষেত্রে ঐ ঘরে যদি মহিলা একাই থাকে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। আর যদি ঘরে তার সাথে আরো মহিলা থাকে তবে বিবাহ জায়েয হবে না।

৯. মাসআলা : একব্যক্তি তার নিজের কন্যাকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিল এবং তারা উভয়েই এক ঘরে ছিল। আর অন্য ঘরে এক দল লোক বসে ছিল। তারা বিবাহের কথাবার্তা শুনতে ছিল। কিন্তু বিবাহদাতা ব্যক্তি তাদেরকে সাক্ষী বানায় নি। এক্ষেত্রে যদি উভয় ঘরের মাঝে এমন কোন খোলা পথ থাকে যে পথ দিয়ে পাত্রীর পিতাকে দেখা যায় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তারা পাত্রীর পিতাকে দেখতে না পায় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (যখীরা) যদি কোন পাত্র একদল মানুষকে পাত্রীর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রেরণ করে এবং (তাদের প্রস্তাবে) পাত্রীর পিতা যদি বলে, আমি প্রস্তাব প্রেরণকারীর সাথে আমার কন্যাকে বিবাহ দিলাম। জবাবে আগত লোকদের মধ্য থেকে একজন যদি পাত্রের পক্ষ হতে তা কবুল করে নেয় তাহলে বিবাহ সহীহ হবে না। কারো কারো মতে বিবাহ সহীহ হবে। এটাই বিগত মত। ফাতাওয়া এর উপরই। (মুহীত : সারাখসী ও তাজনীস)।

১০. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (তাজনীস ও মযীদ) যদি পাত্রী কোন পাত্রকে এ মর্মে উকিল নিয়োগ করে যে, তুমি আমাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে নাও। এরপর উকিল যদি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বলে 'আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করে নিলাম'। কিন্তু সাক্ষীগণ তাকে চিনতে পারল না, তবে বিবাহ জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উকিল ঐ মহিলার নাম, তার পিতার নাম এবং তার দাদার নাম উল্লেখ করবে। কেননা সে তো অনুপস্থিত। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির পরিচিতি এভাবে নাম উল্লেখ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। (মুহীত : সারাখসী) কাযী রুকনুল ইসলাম আলী আস্ সাগ্দী (র) প্রথমে দাদার নাম উল্লেখ করার শর্ত আরোপ করেননি। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁর পূর্বের

মত পরিত্যাগ করে দাদার নাম উল্লেখ করার শর্ত আরোপ করেছেন। এটা সহীহ মত এবং এর উপরই ফাতাওয়া। (মুযমারাত) যদি মহিলা উপস্থিত থাকে কিন্তু তার চেহারা নিকাব থাকে এবং সাক্ষীগণ তাকে চিনতে না পারে তবে বিবাহ জায়েয হবে। এটাই সহীহ মত। যদি পাত্র সন্দেহমুক্ত হতে চায় তবে মহিলার নিকাব সরিয়ে দিবে যাতে সাক্ষীগণ তাকে দেখতে পায় অথবা পাত্র মহিলার নাম, তার পিতার নাম এবং তার দাদার নাম উল্লেখ পূর্বক তাকে পরিচিত করিয়ে দিবে।

১১. মাসআলা : যদি সাক্ষীগণ ঐ মহিলাকে চিনে থাকে এবং সে বিবাহকালে অনুপস্থিত থাকে। এ অবস্থায় যদি পাত্র শুধু ঐ মহিলার নাম উল্লেখ করে এবং সাক্ষীগণও এ কথা বুঝে ফেলে যে, তারা যে মহিলাকে চিনে সে তার কথাই বলছে তবে বিবাহ জায়েয হবে (মুহীত : সারাখসী) যদি পিতা কোন ব্যক্তিকে তার না-বালিগা কন্যার বিবাহের জন্য উকিল বানায় এবং সে যদি ঐ মেয়েকে পিতার অনুপস্থিতিতে অন্য কারো নিকট বিবাহ দেয় তবে বিবাহ সহীহ হবে। অন্যথায় সহীহ হবে না। (কানয) ফকীহগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের বাকিরা বালিগা (বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী) কন্যাকে তারই অনুমতিতে কোন পাত্রের সাথে এভাবে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে দেয় যে, উক্ত অনুষ্ঠানে ঐ কন্যা উপস্থিত ছিল এবং তার পিতার সাথে অন্য একজন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে হাজির ছিল তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। আর যদি বিবাহের মজলিসে ঐ মেয়ে অনুপস্থিত থাকে তবে বিবাহ সহীহ হবে না। (মুহীত : সারাখসী)।

১২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি কাউকে উকিল নিয়োগ করে যেন সে তার গোলামকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এমতাবস্থায় উকিল যদি তাকে একজন পুরুষ অথবা দুইজন মহিলার উপস্থিতিতে কোন মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে যদি গোলামও হাজির থাকে তবুও বিবাহ জায়েয হবে না। (তাবয়ীন) মুনীব যদি তার গোলামকে বিয়ে করার জন্য অনুমতি প্রদান করে এবং গোলাম যদি মুনিবের উপস্থিতিতে সে ছাড়া অন্য একজনকে সাক্ষী বানিয়ে বিবাহ সম্পাদন করে নেয়, তবে আমাদের ইমামগণের মতে বিবাহ জায়েয হবে। (তাজনীস) মুনীব যদি তার বালিগ গোলামকে একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কোন মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং বিবাহের অনুষ্ঠানে গোলামও যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে গোলাম যদি অনুষ্ঠানে হাজির না থাকে তবে বিবাহ সহীহ হবে না। দাসীর ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। ফকীহ মুরগিনানী (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (তাবয়ীন) অনুরূপ একটি মাসআলা 'মাজমুউন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন মহিলা যদি কোন পুরুষ ব্যক্তিকে এ মর্মে উকিল নিয়োগ করে যে, সে যেন তাকে কোন পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। তারপর উকিল ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে কোন পুরুষের নিকট দুই মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে দিয়ে দিল। আকদের অনুষ্ঠানে ঐ মহিলা নিজেও উপস্থিত ছিল। তবে ইমাম নাজমুদ্দীন (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে। (যখীরা)



উল্লেখ্য যে, ঈজাব ও কবুলের সময় সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা আবশ্যিক। অনুমতির সময় সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা নিষ্পয়োজন। কাজেই যদি আক্দ্দকে অনুমতির উপর মওকুফ রাখা হয় এবং ঈজাব ও কবুলের সময় সাক্ষীগণ উপস্থিত না থাকে তবে বিবাহ জায়েয হবে না। (বাদায়ে)।

১৩. মাসআলা : (৬) বিবাহের জন্য ৬ষ্ঠ শর্ত হল, পাত্রী রাজী থাকা। যদি সে বালিগা হয়। এ ক্ষেত্রে বাকিরা (কুমারী) ও সাযিয়া (বিবাহিতা) হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের মাযহাব মতে বালিগা পাত্রীকে ওলী বিবাহের জন্য বাধ্য করতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) (৭) বিবাহের আরেকটি শর্ত হল, ঈজাব ও কবুল একই অনুষ্ঠানে সম্পন্ন হওয়া। যদি ঈজাব ও কবুলের মজলিস ভিন্ন হয়ে যায়, যেমন পাত্র-পাত্রী একই মজলিসে ছিল। তারপর এক পক্ষ থেকে ঈজাব হওয়ার পর কবুল না বলেই অপর পক্ষ দাঁড়িয়ে গেল অথবা এমন কোন কাজে লিপ্ত হয়ে গেল যা মজলিস পরিবর্তনের নামান্তর, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে যদি পাত্র-পাত্রী তথা দুই জনের মধ্যে হতে একজন অনুপস্থিত থাকে তাহলেও বিবাহ সহীহ হবে না। কোন মহিলা দুইজন সাক্ষীর সামনে বলল, আমি আমাকে অমুক পুরুষের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করলাম। তখন পুরুষ লোকটি অনুপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ পর তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে সে বলল, আমি কবুল করলাম অথবা কোন ব্যক্তি দুইজন সাক্ষীর সামনে বলল, আমি অমুক মহিলাকে বিয়ে করলাম। তখন ঐ মহিলা অনুপস্থিত ছিল, তারপর তার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছলে সে বলল, আমি তার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলাম, তবে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যদিও এই কবুল দুইজন সাক্ষীর সামনে হয়ে থাকে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

১৪. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি দূতের মাধ্যমে কোন মহিলার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠায় অথবা পত্র প্রেরণ করে এবং মহিলা এমন দুই সাক্ষীর সামনে তা কবুল করে যারা দূতের কথা বা চিঠির ইবারত শুনেছে, তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে বিবাহের মজলিস একটিই রয়েছে। আর সাক্ষীদ্বয় যদি দূত এর পয়গামও চিঠির ইবারত না শুনে থাকে, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিবাহ জায়েয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয হবে। (বাদায়ে) যদি মহিলার কাছে চিঠি পৌঁছার পর সে তা পাঠ কিন্তু চিঠি পৌঁছার মজলিসে নিজেকে পত্র প্রেরকের নিকট সোপর্দ না করে বরং অন্য মজলিসে সাক্ষীদের সামনে সোপর্দ করে এবং সাক্ষীগণ যদি মহিলার কথা এবং চিঠির ইবারত শ্রবণ করে থাকে তবে বিবাহ জায়েয হবে। (খুলাসা)।

১৫. মাসআলা : কোন মহিলা যদি সাক্ষীদের সামনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করার জন্য পয়গাম দিয়েছে। সুতরাং তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি আমাকে তার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা সাক্ষীগণ মহিলা

কর্তৃক প্রস্তাব কবুল করার কথা শ্রবণ করেছে এবং প্রস্তাব এর বক্তব্যও তারা মহিলার মাধ্যমে জানতে পেরেছে। (যখীরা) পুরুষ যদি ঈজাব ও কবুল উভয় কথাই পত্রের মাধ্যমে লিখে দেয় তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (ফাতহুল কাদীর) সংবাদ বহন করার মধ্যে আযাদ, গোলাম, ছোট, বড়, ন্যায়পরায়ণ ও ফাসিক সকলের হুকুম একই। অর্থাৎ সকলেই দূত হতে পারবে। কেননা এটা শুধু প্রেরকের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া মাত্র। (খুলাসা) পায়ে হেঁটে পথ চলার অবস্থায় অথবা সওয়ারীর উপর আরোহণ করে রাস্তা অতিক্রম করার অবস্থায় পাত্র-পাত্রী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলে বিবাহ সহীহ হবে না। অবশ্য চলমান নৌযানে আরোহী অবস্থায় বিবাহের আক্দ্দ সম্পন্ন হলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) ঈজাবের পর সাথেসাথে কবুল হওয়া আমাদের মাযহাবে শর্ত নয়। (আয়নী : শারহুল হিদায়া)।

১৬. মাসআলা : (৮) বিবাহের ৮ম শর্ত হল, কবুল ঈজাবের বিপরীত না হওয়া। কাজেই কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে বলে, আমি আমার কন্যাকে হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম। জবাবে সে ব্যক্তি বলল, আমি কবুল করলাম। কিন্তু মহর কবুল করলাম না তবে এ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি সে ব্যক্তি বলে, আমি বিবাহ কবুল করলাম। আর মহরের ব্যাপারে চুপ থাকে তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়স) 'মাজমুউন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন গোলাম মুনবের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজেকে মহরের দায়ে আবদ্ধ রেখে কোন মহিলাকে বিয়ে করে। এ সংবাদ শুনে মুনীর বলল, আমি বিবাহের অনুমতি দিলাম। কিন্তু গোলামের ব্যক্তি সত্তাকে মহর ধার্য করার অনুমতি দিলাম না, তবে বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু ঐ মহিলা মোহরে মিসল<sup>১</sup> এবং গোলামের মূল্য হতে যা সর্বনিম্ন তা পাবে। (যখীরা) যদি কোন মহিলা নিজেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কোন পুরুষের সোপর্দ করে আর ঐ পুরুষ দুই হাজার অথবা পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে তাকে কবুল করে তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু ফাতওয়া অনুসারে অতিরিক্ত দিরহাম আবশ্যিক হওয়ার বিষয়টি মহিলা কর্তৃক ঐ মজলিসে তা গৃহিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। (আন নাহরুল ফায়িক)।

১৭. মাসআলা : (৯) বিবাহ সহীহ হওয়ার নবম শর্ত হল, বিবাহের সম্বোধন তার সমস্ত অঙ্গ অথবা এমন অঙ্গের প্রতি হওয়া আবশ্যিক যাকে সমগ্র অঙ্গ ধরে লওয়া যায়। যেমন মাথা, ঘাড়, ইত্যাদি।<sup>২</sup> পক্ষান্তরে হাত ও পায়ের হুকুম ভিন্ন। যদি বিবাহকে মহিলার পিঠ ও পেটের দিকে সম্বোধন করা হয় তবে শামসুল আযিম্মা হালওয়ায়ী (র) বলেন, আমাদের মাশাইখে কেঁরাম বলেছেন, আমাদের ইমামগণের অভিমত অনুসারে

১. মহরে মিসল : মা, খালা, ফুফু, প্রমুখের মহরের অনুরূপ মহর ধার্য করা।

২. আরব দেশে মাথা ও ঘাড় উল্লেখ করে সর্বঙ্গ বুঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ ব্যবহার বিদ্যমান নেই। (সম্পাদক)



বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর রাযিক) মহিলার অর্ধাংশের প্রতি বিবাহকে সম্বন্ধ করা হলে, এতে দুই ধরণের মতামত বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও যাহীরিয়া) 'তাকরিক' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি কোন মহিলার অর্ধাংশ বিবাহ করে তবে কারো কারো মতে বিবাহ জায়েয হবে। এটাই পসন্দনীয় মত। (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

১৮. মাসআলা : (১০) বিবাহের দশম শর্ত হচ্ছে, পাত্র-পাত্রী উভয়ই সুনির্দিষ্টভাবে জানা থাকা। সুতরাং কেউ যদি তার কন্যাকে বিবাহ দিল অথচ তার দুই কন্যা ছিল তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। অবশ্য যদি তার কন্যার কোন একজনের বিয়ে ইতিপূর্বে হয়ে থাকে তবে আমার কন্যা বলতে অবিবাহিত কন্যাকেই বুঝাবে এবং বিবাহও শুদ্ধ হবে। (আন নাহরুল ফায়িক) ছোটকালে কোন মেয়ের এক নাম ছিল, বড় হওয়ার পর অন্য নাম রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে ফকীহগণ বলেন, দ্বিতীয় নামটি উল্লেখ করে বিয়ে দিবে। কিন্তু আমাদের মতে বিশুদ্ধতম হল, উভয় নাম উল্লেখ করে বিয়ে দিবে (যাহীরিয়া)। কারো এক কন্যা ছিল। তার নাম ছিল ফাতিমা। বিয়ের সময় মেয়ের পিতা স্বীয় কন্যার দিকে ইশারা না করে পাত্রকে বলল, আমি আমার কন্যা আয়িশাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম। 'ফাতাওয়াল ফায়লীর' বর্ণনা মতে, এ অবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যার একটিই মাত্র মেয়ে, সে যদি কোন পাত্রকে এ কথা বলে যে, আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম, এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু না বলে, তবে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে। (মুহীত) যদি কারো দু'টি মেয়ে থাকে, একটি বড়, তার নাম আয়িশা। আর অপরটি ছোট তার নাম ফাতিমা। সে বড় মেয়েকে বিয়ে দিতে চায়, কিন্তু বিবাহের আক্দের সময় বড় মেয়ের নাম উল্লেখ না করে ছোট মেয়ে ফাতিমার নাম উল্লেখ করল, এ ক্ষেত্রে ছোট মেয়ে ফাতিমার সাথেই বিবাহ সম্পাদিত হয়ে যাবে। আর যদি বলে, আমি আমার বড় মেয়ে ফাতিমাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম তবে দুই মেয়ে কারোর সাথেই বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (যাহীরিয়া)।

১৯. মাসআলা : যদি নাবালিগা কন্যার পিতা বলে, আমি আমার নাবালিগা কন্যা অমুককে অমুকের পুত্রের নিকট বিবাহ দিলাম। তখন নাবালিগ পাত্রের পিতা বলল, আমি আমার পুত্রের পক্ষ হতে তাকে কবুল করলাম, কিন্তু তার নাম উল্লেখ করল না, এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির দুই পুত্র থাকলে কারো বিবাহ সহীহ হবে না। আর যদি একই পুত্র থাকে তবে বিবাহ সহীহ হবে। যদি কন্যার পিতা পাত্রের নাম উল্লেখ করে এভাবে বলে যে, আমি আমার কন্যাকে আপনার পুত্র অমুকের নিকট বিবাহ দিলাম এবং পাত্রের পিতা বলে আমি কবুল করলাম, তবে বিবাহ সহীহ হবে। দুই নাবালিগা নপুংগক এর কোন একজনের পিতা অপর জনের পিতাকে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বলল, আমি আমার এই

কন্যাকে আপনার এই পুত্রের নিকট বিবাহ দিলাম। সাথে সাথেই অপর জনের পিতা তা কবুল করল। পরে দেখা গেল যে, যাকে কন্যা বলা হয়েছিল সে পুত্র আর যাকে পুত্র বলা হয়েছিল সে কন্যা তবে তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে। (যাহীরিয়া ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) নাবালিগার পিতা যদি অপর নাবালিগের পিতাকে বলে আমি আমার কন্যাকে বিয়ে দিলাম, এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু না বলে, এ কথা শুনে না বালিগা পুত্রের পিতা বলল, আমি কবুল করলাম তবে ঐ পুত্রের পিতার সাথে বিবাহ হয়ে যাবে। এটাই পসন্দনীয় মত (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

২০. মাসআলা : বিবাহের হুকুম : বিবাহের ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে এভাবে সম্বোধন করতে পারবে যেভাবে শরীয়াত তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছে। (ফাতহুল কাদীর) স্বামীর এই অধিকার রয়েছে যে, সে স্ত্রীকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখবে। অর্থাৎ তাকে বাইরে বের হওয়া এবং বেপর্দা হওয়া থেকে বারণ করতে পারবে। বিবাহের কারণে স্বামীর উপর মহর এবং খোরপোষ ওয়াজিব হবে। অধিকন্তু এতে উভয়ের মধ্যে নিষিদ্ধ বৈবাহিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার সূত্র স্থাপিত হবে। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের হক আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে স্বামী স্ত্রীকে স্বীয় শয্যায় আহবান করলে তার আহবানে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর উপর অপরিহার্য। এমনকি স্ত্রী যদি স্বামীর কথা না মানে তার প্রতি অব্যাহতা প্রদর্শন করে তবে স্বামী তাকে শাসন করার অধিকার রাখে। স্ত্রীর সাথে সন্তাবে জীবন যাপন করা স্বামীর জন্য মুস্তাহাব। (আল-বাহরুর রাযিক) স্ত্রীর বোন বা যারা এ জাতীয় আত্মীয় তাদের দু'জনকে একত্রিত করা (বিবাহ করা) পুরুষের জন্য হারাম। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্বাজ)।<sup>১</sup>

১. কেউ বলল, আমি তোমার অর্ধাংশ বিবাহ করলাম। (অনুবাদক)

২. কেউ বলল, আমি আমার কন্যাকে বিবাহ দিলাম। (অনুবাদক)

১. এছাড়াও স্বামীর খিদমত করা, খাদ্যাদি রন্ধন করা, সন্তান প্রতিপালন করা ইত্যাদি কার্যসমূহ সম্পাদন করা স্ত্রীর উপর নৈতিক কর্তব্য। অনুরূপ স্ত্রীকে বিনা কারণে তালাক প্রদান করা স্বামীর জন্য অনুচিত। (আলমগীরীর উর্দু অনুবাদক শাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীর আলী, পৃ. ১৩০৬)



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সকল শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় এবং যে সকল শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় না

১. মাসআলা : বিবাহ সংগঠিত হয় ঈজাব ও কবুল দ্বারা। ঈজাব ও কবুল তথা উভয় পক্ষের বক্তব্যের ক্রিয়াপদ হয় অতীতকাল জ্ঞাপক হবে অথবা একটি অতীতকাল জ্ঞাপক এবং অন্যটি অতীতকাল জ্ঞাপক হবে না। বরং তা হবে ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক। যেমন-**أَمْر** (অনুজ্ঞাসূচক) অথবা বর্তমানকাল জ্ঞাপক, যেমন-**مُضَارِع** (আনু নাহরুল ফায়িক) যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলে, আমি তোমাকে এত টাকা মহরের বিনিময়ে বিবাহ করছি, একথা শুনে মহিলা বলল, আমি কবুল করলাম, তবে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। 'আমি কবুল করলাম' স্বামী একথা পুনরায় না বললেও বিবাহ পূর্ণ হয়ে যাবে। (যখীরা)। যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলে, তুমি তোমাকে আমার বিবাহে সোপর্দ করে দাও, একথা শুনে মহিলা বলল, আমি কবুল করলাম, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি পাত্র এ নির্দেশসূচক শব্দ দ্বারা ভবিষ্যতকাল বুঝানোর ইচ্ছা না করে থাকে। (আনু নাহরুল ফায়িক)। বিবাহ বন্ধন যেমন মুখের কথা (ইবারত) দ্বারা সম্পন্ন হয়, তেমনিভাবে বোবা ব্যক্তির জন্য ইশারা দ্বারাও তা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যদি তার ইশারা অর্থবোধক এবং বোধগম্য হয়। (বাদায়ে) তা'আতী<sup>১</sup> দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় না। (নিহারা) যদি পাত্র-পাত্রী উভয়েই মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং মৌখিকভাবে ঈজাব কবুল না করে তারা লিখিতভাবে ঈজাব ও কবুল করে তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যেমন পুরুষ লিখে দিল, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম। এরপর মহিলা লিখল, আমি তা কবুল করলাম, তবে এতে বিবাহ সहीহ হবে না। (আনু নাহরুল ফায়িক)

২. মাসআলা : যে সব শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিবাহ সংগঠিত হয় তা দু' প্রকার : (১) সরীহ (স্পষ্ট, প্রকাশ্য শব্দাবলী) (২) কিনায়া (রূপক বা অস্পষ্ট শব্দাবলী) প্রকাশ্য বা স্পষ্ট শব্দাবলী হল, নিকাহ (نِكَاح) ও তাযভীজ (تَزْوِيج)। এ দু'টো শব্দ ছাড়া অন্য যত শব্দ আছে যা দ্বারা উপস্থিতভাবে যৌন সম্বন্ধের বৈধ অধিকার প্রকাশ পায় তা সবই কিনায়া অর্থাৎ অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য শব্দাবলী। (আনু নাহরুল ফায়িক সূত্র : মাবসূত) হিবা শব্দ দ্বারা ও ইশারা দ্বারাও বিবাহ শুদ্ধ হয়। (হিদায়া) কিন্তু ফুকাহায়ে কিরামের মতে

১. তা'আতী অর্থ : ঈজাব ও কবুলের পরিবর্তে পাত্র-পাত্রীর সামনে মহর রেখে দেওয়ার পর পাত্রী তা তুলে নেওয়া। এরপর পাত্র-পাত্রীকে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়া। আলমগীরী অনুবাদক মওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীর আলী) পৃ. ১৩২।

কোন মহিলা যদি কোন পুরুষকে বলে, আমি আমাকে তোমার নিকট হিবা করলাম। জবাবে পুরুষ বলল, আমি নিয়ে নিলাম। তবে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) অনুরূপভাবে কোন পিতা যদি বলে, আমি আমার কন্যাকে তোমার খিদমতের জন্য হিবা করলাম, জবাবে অপর ব্যক্তি বলল, আমি কবুল করলাম। তবে এতেও বিবাহ সहीহ হবে না (যখীরা)।

৩. মাসআলা : কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে যিনা করার ইচ্ছা করার পর মহিলা বলল, আমি আমাকে তোমার নিকট হিবা করলাম, এ কথা শুনে পুরুষ বলল, আমি কবুল করলাম, এতে বিবাহ সहीহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) তামলীক (تَمْلِيك), সাদাকা (صَدَاقَة) দ্বারা সहीহ মতে বিবাহ শুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ মতে বায় (بَيْع) দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয়। (হিদায়া) খরীদ (شُرَاء) শব্দ দ্বারাও বিগুদ্ধ মতে বিবাহ সংগঠিত হয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে জা'আল (جَعَلَ) দ্বারাও সहीহ মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে। (আয়নী : শারহুল কানয ও তাবযীন) যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলে **كُنْتُ لِي** বা **صِرْتُ لِي** (তুমি আমার হয়ে গেলে) এতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে (যখীরা) আর যদি বলে, একশ টাকার বিনিময়ে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যাও। জবাবে মহিলা বলল, আমি কবুল করলাম, অথবা পুরুষ ব্যক্তি বলল, আমি তোমাকে একশ টাকা এজন্য প্রদান করলাম যেন তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যাও। এ কথার পর মহিলা বলল, আমি কবুল করলাম, তবে বিবাহ সहीহ হয়ে যাবে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৪. মাসআলা : কোন পুরুষ ব্যক্তি বলল যে, হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে তোমার গুণ্ডাঙ্গ সম্বোগের অধিকার আমার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এ কথা শুনে মহিলা বলল, আমি কবুল করলাম, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। (যখীরা) কোন মহিলা বলল, আমি আমাকে তোমার সম্পত্তি হিসাবে সমর্পণ করলাম। মহিলার কথা শুনে পুরুষ বলল, আমি কবুল করলাম, তবে বিবাহ পূর্ণ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) তালাকে বায়িনপ্রাপ্তা মহিলা স্বামীকে বলল, আমি আমাকে তোমার নিকট প্রত্যর্পণ করলাম, উত্তরে স্বামী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বলল, আমি কবুল করলাম তাহলে এতেও বিবাহ হয়ে যাবে। (মুহীত : সরাসী) 'আজনােসে নাতিফী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীকে তিন তালাক বা বায়িন তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে অত টাকার বিনিময়ে ফিরিয়ে নিলাম এবং স্ত্রী যদি এতে রাজী থাকে। আর এ ঘটনা যদি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয় তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। অন্যথায় বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (যখীরা)। যদি এরূপ কথা অপরিচিতা কোন মহিলার ব্যাপারে সাক্ষীদের সামনে বলা হয় যার সাথে কখনো বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি এবং মহিলাও যদি এতে রাজী থাকে তাহলে এতে বিবাহ সম্পন্ন হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে 'তুমি আমার হলে তো?' বলার পর সে বলল, হ্যাঁ, হলো। তবে এতে বিবাহ সংগঠিত হবে না। কিন্তু পুরুষ 'তুমি আমার স্ত্রী



হলে তো? বলার পর মহিলা যদি বলে, হ্যাঁ হলাম, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। উরফের ভিত্তিতেই এটাই যাহিরী কথা। (খুলাসা) যদি কেউ কাউকে বলে যে, তোমার কন্যা আমাকে দিয়ে দাও। সে বলল, দিয়ে দিলাম, তবে বিবাহ হয়ে যাবে। যদিও প্রস্তাবদাতা কবুল করলাম বাক্যটি না বলে। আর যদি বলে যে, আমাকে দিলে তো? জবাবে সন্মোদনকৃত ব্যক্তি বলল, দিলাম, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রস্তাবকারী ব্যক্তি বলবে, 'আমি কবুল করলাম'। কিন্তু প্রস্তাবক যদি 'আমাকে দিলে তো' এর দ্বারা ইয়াকীনের অর্থ বুঝিয়ে থাকে তাহলে 'আমি কবুল করলাম' বলা ছাড়াও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

৬. মাসআলা : 'মাজমুউন্ নাওয়াযিল' গ্রন্থে ইমাম নজমুদ্দীন নাসাফী (র) হতে বর্ণিত আছে যে, 'তোমার কন্যা আমাকে দাও'। এ কথার সাথে আমার স্ত্রী হওয়ার জন্য বলা আবশ্যিক। এর সাথে সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তিরও বলা আবশ্যিক যে, 'আমি আমার কন্যাকে তোমার স্ত্রী হওয়ার জন্যই দিলাম'। এ কথা না বললে কোন কোন ফকীহ-এর মতে বিবাহ সংগঠিত হবে না। কারো কারো মতে বিবাহ সংগঠিত হবে। তবে এ বাক্যসমূহ বাড়ানো আবশ্যিক, যাতে এ মাসআলায় কারো দ্বিমত না থাকে (মুহীত) কোন মহিলাকে বলা হল, স্ত্রী হিসাবে তুমি তোমাকে অমুকের নিকট সোপর্দ করলে কী? জবাবে সে বলল, হ্যাঁ করলাম। তারপর স্বামীকে বলা হল, তুমি তাকে কবুল করলে কী? উত্তরে সে যদি বলে, হ্যাঁ, কবুল করলাম। তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে, যদি মহিলা হ্যাঁ, সোপর্দ করলাম এবং পুরুষ হ্যাঁ, কবুল করলাম, বলে। যদি কোন মহিলাকে বলা হয় যে, তুমি নিজেকে আমার সম্পত্তি হিসাবে সমর্পণ করলে কী? সে বলল, হ্যাঁ করলাম, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলাকে বলা হয় যে, নিজেকে আমার স্ত্রী হিসাবে সমর্পণ করলে তো? সে বলল, করলাম, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। (যখীর)।

৭. মাসআলা : কোন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তুমি তোমাকে অমুক পুরুষের বিবাহে হাওয়ালা করলে তো? জবাবে সে বলল, না। তারপর কথাবার্তা বলার সময় বলল, আমি তাকে চাই। এরপর পুরুষ লোকটি বলল, আমি কবুল করলাম, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। (খুলাসা) ইমাম নাজমুদ্দীন (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বলল, তুমি তোমাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে আমার স্ত্রী হওয়ার জন্য সমর্পণ করলে কী? মহিলা বলল, আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবুল করলাম, তাহলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি কৃতজ্ঞ তাহলে বিবাহ সহীহ হবে না। কেননা তার প্রথম বাক্য স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয় বাক্য অঙ্গীকার স্বরূপ (মুহীত) কোন মহিলা কোন এক পুরুষকে বলল, আমি আমাকে তোমার সাথে বিবাহে আবদ্ধ করলাম, এ কথা শুনে পুরুষ বলল, আমি মুনব বানানোর জন্য তোমার এ প্রস্তাব কবুল করলাম, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। পুরুষ ব্যক্তি যদি মহিলাকে এ কথা না বলে তাকে সাবাস ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তবে তা পরিহাসচ্ছলে না বললে বিবাহ সহীহ হবে। (খুলাসা)

৮. মাসআলা : সহীহ মতে ইজারা (إِجَارَة) শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হয় না। এমনভাবে ই'আরা (إِعَارَة-ধার দেওয়া), ই'বাহা (إِبَاهَة-সুবাহ করা), ইহলাল (إِحْلَال-হলাল করা), তামাত্ত (تَمَتُّع-উপকৃত হওয়া), ইজাযা (إِجَازَة-অনুমতি প্রদান), ও রিয়া (رِيَا-রাযী হওয়া) ইত্যাদি শব্দ দ্বারাও বিবাহ শুদ্ধ হয় না। (তাবরীন) ইকাল (إِقَالَة-বেচাকেনা রদ করে দেওয়া); খোলা (خُلْع-বিবাহ বাতিল করা), সুলহ (سُلْح-সন্ধি) এবং বারাত (بَرَاءَة-সম্পর্কহীনতা) এ জাতীয় শব্দ দ্বারাও বিবাহ সহীহ হয় না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এভাবে শিরকত (شِرْكَة-অংশীদারীত্ব) এবং কিতাবাত (كِتَابَة-লিখে দেওয়া) শব্দ দ্বারা বিবাহ সংগঠিত হয় না। (মুহীতঃ সারাখসী) ইতাক (إِعْتَاق-দাস মুক্তকরণ) ওয়ালা (وَلَاء-বন্ধুত্ব স্থাপন) এবং ইদা (إِدَاء-আমানত রাখা) শব্দ দ্বারাও বিবাহ শুদ্ধ হয় না। (গায়াতুস সুরুজী)। ফিদা (فِدَا-উৎসর্গিত হওয়া) শব্দ দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হয় না। (আল বাহরুর রাযিক)। অসিয়্যত (وَصِيَّة-শব্দ দ্বারাও বিবাহ সহীহ হয় না। কেননা অসিয়্যতের দ্বারা এমন মালিকানা বা অধিকার হাসিল হয় যা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত। (হিদায়া ও কাফী) যদি কেউ বলে, এইক্ষণে আমি আমার দাসীর গুণ্ডাঙ্গ হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে অমুকের জন্য অসিয়্যত করলাম, আর সাথেসাথে সে ও তা কবুল করে নেয় তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। (নিহায়া)।

৯. মাসআলা : পাত্র মেয়ের পিতাকে বলল, তুমি তোমার কন্যা অমুককে অত টাকা মহরের বিনিময়ে আমার নিকট বিবাহ দাও, এ কথা শুন্যর পর নাবালিগার পিতা বলল, তুমি তাকে যথায় ইচ্ছা উঠিয়ে নিয়ে যাও; এতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (খুলাসা) মহিলা কোন পুরুষকে বলল, আমি আমাকে তোমার বিবাহে সোপর্দ করলাম, মহিলার ইচ্ছা ছিল যে, সে আরো বলবে যে, একশ দীনারের বিনিময়ে, কিন্তু তখনও সে ঐ কথা বলতে পারেনি, ইতিমধ্যেই পুরুষ লোকটি বলে ফেলল যে, আমি কবুল করলাম, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (যখীর) এক ব্যক্তি একদল লোককে কোন এক ব্যক্তির কাছে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করল যে, তারা তার নিকট কন্যার বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব করবে। লোকেরা তার নিকট গিয়ে বলল, তুমি তোমার অমুক কন্যা আমাদেরকে দাও। সে বলল, দিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ আগত লোকেরা বলল, কবুল করলাম, এতে বিবাহ সংগঠিত হবে না। কেননা তারা বিবাহের কথা প্রস্তাবকের প্রতি সন্মোদন করেনি। পাত্র-পাত্রী উভয়ে যদি সাক্ষীদের সামনে বিবাহের কথা স্বীকার করে এবং বলে আমরা স্বামী-স্ত্রী তবে এতে বিবাহ সহীহ হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত। (খুলাসা) যদি পুরুষ ব্যক্তি সাক্ষীদের সামনে বলে, এ আমার স্ত্রী এবং স্ত্রী বলে এ আমার স্বামী, অথচ পূর্ব হতে তাদের মধ্যে কোন বিবাহ বন্ধন ছিল না। তবে এ মাসআলায় মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (যহীরিয়া) 'শারহুল জাসাস' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, পসন্দনীয় মত অনুসারে বিবাহ শুদ্ধ হবে। যদি কাযী বিবাহ হয়ে যাওয়ার ফায়সালা করে থাকে অথবা যদি সাক্ষীগণ উভয়কে বলে যে, তোমরা কি একে বিবাহ



সাব্যস্ত করেছে; জবাবে তারা বলল, হ্যাঁ সাব্যস্ত করেছে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

১০. মাসআলা : 'ইয়াতামা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শায়খ আলী সাগদী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে সালাম দিয়ে বলল, হে আমার স্ত্রী। তারপর মহিলা বলল, হে আমার স্বামী। উভয়ের এই কথা সাক্ষীগণ শুনল, শায়খ (র) বলেন, এতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (তাতারখানিয়া)। এক ব্যক্তিকে বলা হল, তুমি কি তোমার কন্যাকে আমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত মনে কর? জবাবে পিতা বলল, হ্যাঁ উপযুক্ত মনে করি, এতেও বিবাহ শুদ্ধ হবে না। নাবালিকা পুত্রের পিতা সাক্ষীদের সামনে বলল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি অমুকের নাবালিকা কন্যার সাথে আমার নাবালিক পুত্রের বিবাহ অত টাকা মহরের বিনিময়ে করিয়ে দিলাম। অতঃপর না বালিকা কন্যার পিতাকে জিজ্ঞাসা করা হল, বিষয়টি কি এমন নয়? জবাবে সে বলল, হ্যাঁ এমনই। অতিরিক্ত আর কিছু বলল না, এ ক্ষেত্রে উত্তম হল বিবাহ নবায়ন করে নেওয়া। অবশ্য নবায়ন না করলেও জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও যহীরিয়া) যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে লক্ষ্য করে বলে, আমি আমাকে হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে তোমার নিকাহতে সমর্পণ করলাম। জবাবে মহিলা বলল, আমি কবুল করলাম। এতেও বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা 'আমাকে তোমার নিকাহতে দিলাম' কথাটি পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (তাজনীস) যদি কেউ কন্যার পিতাকে বলে, তোমার কন্যাকে তুমি কি আমার নিকট বিবাহ দিয়েছ? উত্তরে কন্যার পিতা বলল, বিবাহ দিয়েছি অথবা বলল, হ্যাঁ, তবে এতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তি বলবে যে, আমি কবুল করলাম। কেননা 'তুমি কি তোমার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়েছ?' কথাটি প্রশ্নবোধক বাক্য। এতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : করয (করণ) ও রাহুন (বন্ধক) শব্দ দ্বারা বিবাহ সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। বিগত মতে বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ কেউ বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্যের যুক্তির ভিত্তিতে করয শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে। কেননা তাদের মতে 'করয' (قَرَضَ) শব্দ দ্বারাও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই পসন্দনীয় মত। (মুখতারুল ফাতাওয়া) 'সলম' (سَلَّمَ) শব্দ দ্বারাও কারো কারো মতে বিবাহ শুদ্ধ হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। 'সারফ' (صَرَفَ) শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং কারো মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (আয়নী : শারহুল কান্ব)।

১২. মাসআলা : যদি বিবাহকে কারো বা কোন কিছুর প্রতি সম্বোধিত বা সম্পর্কিত করা হয়, তবে তা সহীহ হবে না। যেমন কেউ বলল, আমার কন্যাকে আগামীকাল তোমার নিকট বিবাহ দিলাম আর যে বিবাহ বুলন্ত অর্থাৎ কোন কিছুর উপর (লটকানো)

তা যদি কোন অতীত কিছুর উপর বুলন্ত থাকে তবে তা সহীহ হবে। কেননা অতীত বস্তুর অবস্থা তো জানা আছে। কারো কন্যার বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব করার পর সে বলল যে, তাকে এর পূর্বে অমুকের সাথে সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এ কথা শুনে প্রস্তাবদাতা তা অস্বীকার করল। তখন সে বলল, যদি তাকে আমি তার সাথে বিয়ে দিয়ে না থাকি তবে তার পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। তারপর পাত্রের পিতা সাক্ষীদের সামনে তা কবুল করে নিল। পরে দেখা গেল যে, কারো সাথেই সে তাকে বিয়ে দেয়নি, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। (আন্ নাহরুল ফায়িক) কেউ যদি সাক্ষীদের সামনে কোন মহিলাকে এ কথা বলে যে, আমি তোমাকে এত টাকা মহরের বিনিময়ে বিয়ে করলাম। তবে শর্ত এই যে, যদি আমার পিতা অনুমতি দেয় বা রাজী থাকে। সে বলল, আমি কবুল করলাম এতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে এই শর্তে বিবাহ করল যে, সে তালাকপ্রাপ্ত অথবা তার তালাকের বিষয়টি তারই হাতে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বিবাহ জায়েয হবে। তালাক বাতিল বলে গন্য হবে এবং তালাকের ব্যাপারে মহিলাকে যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল তাও ধর্তব্য হবে না। ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পুরুষ প্রথমে এ কথা বলে যে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম এই শর্তে যে, তুমি তালাক, কিন্তু মহিলা যদি প্রথমে একথা বলে যে, আমি আমাকে তোমার বিবাহে সমর্পণ করলাম এই শর্তে যে, আমি তালাক অথবা তালাকের বিষয়টি আমার অধিকারে থাকবে। যখনই ইচ্ছা আমি তালাক নিয়ে নিব। এ কথা শুনে স্বামী বলল, আমি কবুল করলাম, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। তবে সাথেসাথে তালাকও পতিত হবে এবং তালাকের ইখতিয়ার মহিলার হাতেই থাকবে। অনুরূপভাবে মুনিব যদি তার নিজের গোলামের সাথে নিজের দাসীর বিবাহ সম্পাদন করে, এ ক্ষেত্রেও গোলাম যদি প্রথমে এ কথা বলে যে, হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে আপনার এই দাসীকে আমার নিকট বিবাহ দিয়ে দিন। তবে শর্ত হল যে, তার তালাকের বিষয়টি আপনার ইখতিয়ারে থাকবে, আপনি যখন ইচ্ছা তালাক সংঘটিত করতে পারবেন। একথার ভিত্তিতে মুনিব তাকে স্বীয় গোলামের নিকট বিবাহ দিয়ে দিল, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। কিন্তু তালাকের বিষয়টি মুনিবের ইখতিয়ারে থাকবে না। আর মুনিব যদি প্রথমে এ কথা বলে যে, আমি আমার দাসীকে তোমার নিকট এই শর্তে বিবাহ দিলাম যে, তার তালাকে আমার ইখতিয়ারে থাকবে। যখন ইচ্ছা আমি তাকে তোমার থেকে তালাক করিয়ে নিব। এ সব কথা শুনে গোলাম বলল, আমি কবুল করলাম তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং তালাকের বিষয়টি মুনিবের অধিকারে থাকবে।

১৪. মাসআলা : গোলাম যদি নিজ মুনিবকে বলে যে, আমি যদি তাকে বিবাহ করি তবে তালাকের অধিকার সর্বদা আপনার হাতে থাকবে। এরপর সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করলে তালাকের ইখতিয়ার সর্বদা মুনিবের হাতেই থাকবে। আর ঐ গোলাম কখনো ঐ



ইখতিয়ার হতে বের হতে পারবে না। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) শামসুল আযিম্বা সারাখসী (র) বলেন, কেউ যদি দিরহাম মহরের বিনিময়ে ফসল কাটা ও মাড়া দেওয়ার সময় তা পরিশোধ করার শর্তে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তবে এ মাসআলার ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। তবে আমার মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং মহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে মেয়াদের যে উল্লেখ রয়েছে ঐ স্যোগও সে পাবে। (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

১৫. মাসআলা : বিবাহের ক্ষেত্রে খিয়ারে রুয়ত, খিয়ারে আয়ব এবং খিয়ারে শর্ত প্রযোজ্য নয়। চাই তা পুরুষের জন্য হোক বা মহিলার জন্য হোক বা উভয়ের জন্য হোক। তিন দিনের জন্য হোক অথবা এর চেয়ে কম বেশী দিনের জন্য হোক। এতদসত্ত্বেও যদি এরূপ শর্তের সাথে বিবাহ হয় তবে বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু শর্ত বাতিল বলে গন্য হবে। অবশ্য যদি পুরুষের জননেত্রী মূল থেকে কাটা থাকে অথবা সে যদি খাসী হয় অথবা পৌরুষত্বহীন হয় তবে মহিলার জন্য ইখতিয়ার হাসিল থাকবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। (শারহুত তাহাজী) স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর একে অন্যের ক্ষেত্রে এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, তার সাথে আমার বিবাহ হবে তবে অবশ্যই তাকে অন্ধ; অবশ, পঙ্গু ইত্যাদি দোষ হতে মুক্ত হতে হবে অথবা বলল, তাকে অবশ্যই সুন্দর হতে হবে, অথবা পুরুষ মহিলার জন্য কুমারী হওয়ার শর্ত আরোপ করল, এ সকল ক্ষেত্রে শর্তের বিপরীত পাওয়া গেলে পুরুষের জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে না। (তাতারখানিয়া) শহরের অধিবাসী হওয়ার শর্তে কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর দেখা গেল যে, সে গ্রামের মানুষ তবুও বিবাহ জায়েয হবে। তবে শর্ত হল, এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ফুফু-সমতা থাকা আবশ্যিক। এ পর্যায়ে মহিলার জন্য কোনরূপ ইখতিয়ার থাকবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আবুল লায়স সমরকান্দী (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে এই শর্তে বিয়ে করল যে, এ ব্যাপারে আমার পিতার ইখতিয়ার থাকবে। এরূপ শর্তের সাথে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবে। তবে তার পিতার জন্য কোন ইখতিয়ার থাকবে না (যখীরা)।

১. খিয়ারে রুয়ত : কোন বস্তু না দেখে খরীদ করলে দেখার পর ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; তা নেওয়া বা না নেওয়ার ব্যাপারে। একে 'খিয়ারে রুয়ত' বলে।

খিয়ারে আয়ব : বিক্রিত বস্তুতে কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে এর মূল্য কমে যাবে এবং ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে তা গ্রহণ করবে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে অথবা বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। একে 'খিয়ারে আয়ব' বলে।

খিয়ারে শর্ত : ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের পক্ষ হতে তিন দিন বা এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে আকদ গ্রহণ করা বা না করার শর্তারোপ করাকে খিয়ারে শর্ত বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ সাইয়্যেদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র), পৃ. ২৮৩)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### মুহাররামাত (যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ) এর বিবরণ

(যে সব মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ তারা নয় ভাগে বিভক্ত)

প্রথম অনুচ্ছেদ : নসব তথা রক্ত সম্পর্কের দরুন যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম

১. মাসআলা : নসব বা রক্ত সম্পর্কের দরুন যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তারা হল, ব্যক্তির মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগ্নী ইত্যাদি। উপরোক্ত মহিলাগণকে বিবাহ করা; তাদের সাথে সহবাস করা অথবা যে কাজে কামোদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় অনুরূপ কোন আচরণ তাদের সাথে করা সব সময়ের জন্য হারাম। এখানে (أُمّهات-মা) বলে, ব্যক্তির দাদী, নানী ও তদুর্ধ্ব মহিলাগণকেও বুঝানো হয়েছে। (بنات-কন্যা) বলে নিজ কন্যা, নাতনী (ছেলে বা মেয়ের দিকের) ও তদনিন সম্পর্কের মহিলাদেরকেও বুঝানো হয়েছে। (إخوات-বোন) বলে, সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রের ভগ্নীদেরকেও বুঝানো হয়েছে। এমনভাবে এর মধ্যে রয়েছে, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নী এবং তদনিন সম্পর্কের মহিলাগণ। ফুফু তিন প্রকার হয়ে থাকে (১) পিতার সহোদরা বোন, (২) পিতার বৈমাত্রেয় বোন (৩) পিতার বৈপিত্রের বোন। অনুরূপভাবে পিতার ফুফু, দাদার ফুফু, মায়ের ফুফু এবং নানীর ফুফুদের অবস্থাও। তাদের সাথে এবং তদুর্ধ্ব মহিলাগণের সাথেও বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ। তবে ফুফুর ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যদি নিকটবর্তী ফুফু আপন ফুফু হয় অথবা বাপের বৈমাত্রেয় বোন হয় তবে ঐ ফুফুর ফুফুও হারাম হবে। আর যদি নিকটবর্তী ফুফু বৈমাত্রেয় ফুফু হয় তবে ঐ ফুফুর ফুফু হারাম হবে না। (أخوات-খালা) বলে আপন খালা, মায়ের বৈমাত্রেয় বোন এবং বৈপিত্রের বোন সকলকেই বুঝানো হয়েছে। পিতা ও মায়ের খালার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং তারা সকলেই চিরস্থায়ীভাবে ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম। আর খালার খালা ক্ষেত্রে হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি নিকটবর্তী খালা আপন খালা হয় অথবা মায়ের বৈপিত্রের বোন হয় তবে খালার খালা তার জন্য হারাম হবে। যদি নিকটবর্তী খালা বৈমাত্রেয় খালা হয় তবে খালার খালা তার জন্য হারাম হবে না। (মুহীত : সারাখসী)।



দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম

১. মাসআলা : বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন যে যে, মহিলা হারাম হয় তারা চার প্রকার : (১) স্ত্রীর মা, দাদী, নানী ও তদুর্ধ্ব সম্পর্কের মহিলা, (২) স্ত্রীর কন্যা, পৌত্রী ও তদনিম্ন সম্পর্কের মহিলা। এক্ষেত্রে হারাম হওয়ার জন্য শর্ত হল, স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়া আবশ্যিক। (হাভী আল-কুদসী) এক্ষেত্রে স্ত্রীর কন্যা তত্ত্বাবধানে থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (শারহু জামিইস সাগীরঃ কাযীখান) আমাদের ইমামগণ স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে বাধামুক্ত নির্জনবাসকে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত বলে গন্য করেননি।<sup>১</sup> (যখীরা : যে অবস্থায় সমস্ত মহর ওয়াজিব হয় এর বিবরণ) (৩) স্ত্রীর পুত্রের স্ত্রী, পৌত্রের স্ত্রী, দৌহিত্রের স্ত্রী ও তদনিম্ন মহিলাগণ। তাদের সাথেও বিবাহ বন্ধন হারাম। এক্ষেত্রে চাই পুত্র স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক। পালক পুত্রের স্ত্রী বাপের জন্য হারাম নয়। (মুহীত : সারাখসী) (৪) স্ত্রীর পিতার স্ত্রী, দাদার স্ত্রী ও তদুর্ধ্ব মহিলাগণ। উপরোক্ত মহিলাগণের সাথে বিবাহ বন্ধন এবং সহবাস সর্বাবস্থায় হারাম। (হাভী : আল-কুদসী) উল্লেখ্য যে, সহীহ (বৈধ) বিবাহের দ্বারা حُرْمَتُ مُصَاهَرَت প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিবাহে ফাসিদ তথা অসঙ্গত বিবাহের দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি বিবাহে ফাসিদের মাধ্যমে কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে শুধু বিবাহের কারণে কন্যার স্বামীর উপর স্ত্রীর মাকে বিবাহ করা হারাম হবে না। এক্ষেত্রে সহবাস করলে হারাম হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) সহবাসের দ্বারা حُرْمَتُ مُصَاهَرَت সাব্যস্ত হয়। চাই তা হালাল পন্থায় হোক কিংবা সন্দেহযুক্ত অবস্থায় হোক অথবা ব্যভিচারের মাধ্যমে হোক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলার সাথে যৌন মিলন করে আর মহিলার বাহ্যদ্বার ও প্রসাবদ্বার যদি একীভূত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ মহিলার মাকে বিবাহ করা তার জন্য হারাম হবে না। কেননা এ মিলন যৌনদ্বার দিয়ে হয়েছে তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু মহিলা যদি এতে গর্ভবতী হয়ে যায় এবং এ কথা জানা যায় যে, ঐ সহবাসের কারণেই মহিলা গর্ভবতী হয়েছে, তাহলে হরমত সাব্যস্ত হবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

৩. মাসআলা : সহবাসের ফলে যেমনিভাবে حُرْمَتُ مُصَاهَرَت প্রমাণিত হয় তেমনিভাবে কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ, চুম্বন এবং লজ্জাস্থানের প্রতি নয়নের ফলেও حُرْمَتُ مُصَاهَرَت প্রমাণিত হয়। (যখীরা) চাই এসব কাজ বিবাহের মাধ্যমে হোক কিংবা মালিকানার মাধ্যমে হোক অথবা পাপাচারের মাধ্যমে হোক। আমাদের মাযহাবে

১. অবশ্য এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বাধামুক্ত নির্জনবাস সহবাসের স্থলাভিষিক্ত বলে বিবেচিত। (অনুবাদক)

এ সবার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে রাবীবা<sup>১</sup> এবং অন্য সকলেই সমান (যখীরা) কামোদ্দীপনার সাথে মুবাহারাত<sup>২</sup> চুম্বনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। মু'আনাকার হুকুমও অনুরূপই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কামভাবসহ মহিলাকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়াও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (খুলাসা)

৪. মাসআলা : কোন মহিলা যদি কামোদ্দীপনার সাথে পুরুষের যৌনাদের প্রতি নয়ন করে অথবা তাকে স্পর্শ করে কিংবা তাকে চুম্বন করে তাহলে এতেও حُرْمَتُ مُصَاهَرَت সাব্যস্ত হবে। (আল-জাওহারা তুন নায়ারা) বিশেষ অঙ্গ ছাড়া বাকী অঙ্গের প্রতি নয়ন করার দ্বারা حُرْمَتُ مُصَاهَرَت সাব্যস্ত হয় না। অবশ্য কামোদ্দীপনার সাথে হলে তাতেও حُرْمَتُ مُصَاهَرَت প্রমাণিত হবে। এমনিভাবে বিশেষ অঙ্গ ছাড়া বাকী অঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারাও حُرْمَتُ مُصَاهَرَت প্রমাণিত হয় না। অবশ্য কামোদ্দীপনার সাথে হলে حُرْمَتُ مُصَاهَرَت প্রমাণিত হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। (বাঁদায়ে) যৌনাদের প্রতি নয়নের ক্ষেত্রে মহিলার গুণ্ডাদের অভ্যন্তরে নয়ন করা হচ্ছে ধর্তব্য বিষয়। (বিদায়া) এর উপরই ফাতওয়া। (যহীরিয়া ও জাওহারা তুল আখলাতী)।

৫. মাসআলা : কোন মহিলা দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল এ সময় কেউ তার যৌনাদের প্রতি নয়ন করলে এতে حُرْمَتُ مُصَاهَرَت সাব্যস্ত হবে না। বস্তুত মহিলা হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় থাকলে তখন যৌনাদের অভ্যন্তরে নয়ন পতিত হয়ে থাকে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) পাতলা পর্দা বা গ্লাসের আড় দিয়ে কামোদ্দীপনার সাথে মহিলার জননেন্দ্রীর প্রতি নয়ন করলে এতে حُرْمَتُ مُصَاهَرَت সাব্যস্ত হবে। আয়নার দিকে তাকানোর পর আয়নার ভিতর মহিলার যৌনাঙ্গ দেখা গেলে এর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকালে এ ব্যক্তির উপর মহিলার মা অথবা কন্যা হারাম হবে না। কেননা সে মহিলার যৌনাঙ্গ সরাসরি দেখেনি। বরং সে তার গুণ্ডাদের প্রতিবিম্ব (ছায়া) দেখেছে। যদি কোন মহিলা হাউজের কিনারায় বা পুলের উপর বসা থাকে এমতাবস্থায় কেউ যদি পানির মধ্যে দৃষ্টিপাত করে এর মধ্যে ঐ মহিলার গুণ্ডা দেখতে পায় এবং এর প্রতি গভীরভাবে নয়ন করে তাতে হরমত সাব্যস্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। (খুলাসা) কোন মহিলা যদি পানিতে থাকে এমতাবস্থায় কেউ যদি তার গুণ্ডাদের প্রতি কামোদ্দীপনার সাথে নয়ন করে তাহলে এতে 'হরমতে মুসাহারা' সাব্যস্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কামভাব ব্যতিরেকে নিজ কন্যার লজ্জাস্থানের প্রতি নয়ন করার পর মনে মনে খেয়াল হল যে, আহা যদি আমার কাছে এরূপ কোন দাসী থাকত। এ সময় তার মনের মধ্যে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হল। এ ক্ষেত্রে মাশাইখে কিরাম বলেন যে, এই কামভাব যদি তার কন্যার প্রতি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার স্ত্রী (অর্থাৎ

১. কোন ব্যক্তির স্ত্রীর আগের সংসারের কন্যাকে 'রাবীবা' বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ : সাইয়িদ মুফতী মুহাম্মদ আগীমুল ইহসান (র.) পৃ. ৩০৩)

২. শরীরের সাথে শরীর স্পর্শিত হওয়া। (আলমগীরী (উর্দু) পৃ. ১৩৯, ২য় খণ্ড)



কন্যার মাতা) তার উপর হারাম হয়ে যাবে। আর যদি এই কামভাব ঐ আকাঙক্ষিত দাসীর প্রতি জাগ্রত হয়ে থাকে তাহলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। কেননা এই অবস্থায় তার কন্যার লজ্জাস্থানের প্রতি তার যে দৃষ্টি নিক্ষেপিত হয়েছে তা কামোদ্দীপনার ভিত্তিতে হয়নি। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান ও যখীর)।

৬. মাসআলা : স্পর্শ করার দরুন হরমত সাব্যস্ত হয় চাই তা ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, জোরপূর্বক হোক বা ভুলক্রমে হোক সবই সমান। (ফাতহুল কাদীর) অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় হোক। (মিরাজুদ দিয়ারা) স্ত্রীর সাথে সহবাস করার জন্য তাকে জাগ্রত করতে গিয়ে যদি কারো হাত নিজ কন্যার গায়ে লাগে এবং কামভাবের সাথে তাকে স্পর্শ করে এই ধারণায় এটা তার মা অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির স্ত্রী আর কন্যাও যদি এমন বয়সের হয় যে, তাকে দেখলে কামভাবের উদ্রেক হয়, তবে এ ব্যক্তির জন্য ঐ বালিকার মা অর্থাৎ তার নিজ স্ত্রী চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলার চুল কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করে এবং তা যদি মাথা সংলগ্ন চুল হয় যা মাথার সাথে মিলিত, তবে হরমত সাব্যস্ত হবে। আর যদি লটকানো বা ঝুলন্ত চুল স্পর্শ করে থাকে তাহলে হরমত সাব্যস্ত হবে না। ফকীহ নাতিফী (র) মাসআলাটি ব্যাখ্যা করা ব্যতিরেকে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। (যহীরিয়া : ওয়াজীয : আল-কুরদুবী ও আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) কামভাবের সাথে নখ স্পর্শ করলেও হরমত সাব্যস্ত হবে। (খুলাসা) উল্লেখ্য যে, অঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা হরমত তখনই প্রমাণিত হবে যদি উভয়ের অঙ্গের মাঝে কাপড়ের কোন বাধা বা আড় না থাকে। যদি উভয়ের অঙ্গের মাঝে কাপড়ের কোন আড় থাকে তবে কাপড় যদি এমন মোটা হয় যে, স্পর্শকারী ব্যক্তির নিকট স্পর্শিত মহিলার অঙ্গের উষ্ণতা অনুভূত হয় না তবে এর দ্বারা হরমত সাব্যস্ত হবে না। যদি ও এ স্পর্শের কারণে পুরুষ ব্যক্তির জননেন্দ্রীর মধ্যে কামোদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় আর কাপড় যদি এমন পাতলা হয় যে, নারী দেহের উষ্ণতা স্পর্শকারীর হাতে অনুভূত হয় তাহলে হরমত সাব্যস্ত হবে। (যখীর)।

৮. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলার মোজার তলা স্পর্শ করে তবে এতেও হরমত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি মোজার তলায় চামড়া লাগান থাকে এবং এর কারণে যদি স্পর্শকারী পুরুষের নিকট মহিলার পায়ের কোমলতা অনুভূত না হয় তবে হরমত প্রমাণিত হবে না। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে চুম্বন করে এবং মাঝখানে কাপড়ের আড় থাকে তবে এ অবস্থায় পুরুষ যদি মহিলার সামনের দাঁতের অথবা ঠোঁটের আদ্রতা অনুভব করে তাহলে এতে চুম্বন ও স্পর্শ করা প্রমাণিত হবে। এবং এতে হরমত সাব্যস্ত হবে (মুহীত) 'হরমতে মুসাহারা' প্রমাণিত হওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ স্পর্শ করে থাকা শর্ত নয়। কাজেই কেউ যদি কোন মহিলার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয় এবং ঘটনাক্রমে তা ঐ মহিলার কন্যার নাকে গিয়ে পতিত হয় আর এতে যদি তার

কামোদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় তবে এই মহিলা উক্ত পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে। যদি সে তৎক্ষণাৎ তার হাত সংকোচিত করে নেয়। (যখীর)।

১০. মাসআলা : 'হরমতে মুসাহারা' প্রমাণিত হওয়ার জন্য মহিলাকে অবশ্যই এমন বয়সের হতে হবে যাকে দেখলে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। (তাবয়ীন) নয় বছরের বয়স্ক কন্যা আসক্তির পাত্রীরূপে বিবেচিত বলে ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে। এর চেয়ে কম বয়স্ক হলে হবে না। (সিরাজুদ দিয়ারা) ফকীহ আবু লায়স (র) বলেন, নয় বছরের কম বয়স্ক কন্যা আশক্তির পাত্রী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। এর উপরই ফাতওয়া। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) শায়খ আবু বকর (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলতেন, মুফতীর জন্য উচ্চ ; 'সাত, আট বছর বয়স্ক বালিকার প্রতি তাকালে এতে হরমত সাব্যস্ত হবে না' বলে ফাতওয়া প্রদান করা। কিন্তু প্রশ্নকারী ব্যক্তি যদি একথা বলে যে, ঐ বালিকাটি অত্যন্ত হুঁপুট দেহের অধিকারী, তবে এই ক্ষেত্রে সাত আট বছর বয়স্ক বালিকার বেলায়ও হরমত সাব্যস্ত হবে বলে ফাতওয়া প্রদান করবে। (যখীর ও মুযমারাত)।

১১. মাসআলা : যে বালিকাকে দেখলে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না এমন বালিকার সাথে সহবাস করলে 'হরমতে মুসাহারা' প্রমাণিত হবে না। (আল-বাহরুর রাযিক) অতি বৃদ্ধা রমনী যে আসক্তির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তার সাথে সহবাস করলেও হরমত সাব্যস্ত হবে। কেননা সে হরমতের সীমানায় প্রবৃষ্ট হয়েছে। অতএব বার্ষিকের কারণে এর থেকে সে বের হতে পারবে না। কিন্তু নাবালিকার বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতর। (তাবয়ীন) 'হরমতে মুসাহারা' সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পুরুষের মধ্যে কামোদ্দীপনা থাকাও শর্ত। সুতরাং চার বছরের কোন বালক যদি নিজের পিতার স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে তবে এর দ্বারা হরমত সাব্যস্ত হবে না। (ফাতহুল কাদীর)।

১২. মাসআলা : যে বয়সের বালক সহবাস করতে সক্ষম এ বয়সের বালকের সহবাস প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহবাসের মতই। অর্থাৎ এ জাতীয় বয়সের কোন বালক সহবাস করলে তাতে 'হরমতে মুসাহারা' সাব্যস্ত হবে। ফকীহগণ বলেন, এমন বালক যার মত বয়সের বালকেরা সহবাস করে থাকে তারা ঐ বালক যারা সাধারণতঃ সহবাস করে থাকে, যাদের মধ্যে কাম চেতনা সৃষ্টি হয় এবং যাদেরকে দেখলে মহিলাগণ লজ্জা পায়, (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) মহিলাকে স্পর্শ করা বা মহিলার প্রতি নয়র করার সময় কামোদ্দীপনা থাকলে তা ধর্তব্য হবে। পরে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হলে তা ধর্তব্য হবে না। সুতরাং স্পর্শ করা ও নয়র করার পর যদি কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এর দ্বারা হরমত প্রমাণিত হবে না। পুরুষের খাশিশাত এবং কামোদ্দীপনার পরিচয় হল এই যে, পুরুষের জননেন্দ্রীয় সোজা ও শক্ত হয়ে যাওয়া। আর পূর্ব হতে শক্ত থাকলে তা আরো বেড়ে যাওয়া। (তাবয়ীন) এটাই সহীহ মত। (জাওয়াহিরুল আখলাতী) এভাবেই ফাতওয়া দেওয়া হয়। (খুলাসা) পুরুষের জননেন্দ্রীয় সোজা ও শক্ত হয়ে যাওয়ার পর সে যদি তার



স্ত্রীকে তলব করে না পেয়ে স্বীয় কন্যার উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তা প্রবেশ করায় তবে এতে এই কন্যার মা তার জন্য পিতার জন্য হারাম হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জননেন্দ্রীয় আরো বেশি শক্ত হয়। (তাবয়ীন) বর্ণিত এই আলামত তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পুরুষ লোকটি যুবক এবং সহবাস করতে সক্ষম হয়। আর যদি কেউ বৃদ্ধ অথবা পৌরুষত্বহীন হয় তবে তার খায়াশাতের আলামত হচ্ছে এই বিষয়ে হৃদয়ে স্পন্দন না থেকে থাকে। কিন্তু যদি এ বিষয়ে হৃদয়ে পূর্ব হতে কোন স্পন্দন থেকে থাকে তাহলে তা আরো বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যিক। (মুহীত)।

১২. মাসআলা : মহিলা এবং জননেন্দ্রীয় কর্তিত পুরুষের খায়াশাতের আলামত হল, মনে স্পন্দন সৃষ্টি হওয়া এবং মন দিয়ে এর স্বাদ আস্বাদন করা। যদি এ ব্যাপারে পূর্ব হতে মনে কোনরূপ স্পন্দন না থেকে থাকে। আর পূর্ব হতে থাকলে তা আরো বর্ধিত হওয়া আবশ্যিক। (শারহুন নিকায়া : শায়খ আবুল মাকারিম) পুরুষ বা মহিলা উভয়ের কোন একজনের মধ্যে কামভাব পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। শর্ত হল, সাথে সাথে বীর্যপাত না হওয়া। যদি স্পর্শ করা বা মহিলার প্রতি নযর করা সাথে সাথেই বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে এতে 'হরমতে মুসাহারা' প্রমাণিত হবে না। (তাবয়ীন) সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, এর উপরই ফাতওয়া (শারহুন নিকায়া : আল্লামা শাসানী র) স্পর্শ করার সাথে সাথেই বীর্যপাত হয়ে গেলে সহীহ মতে, এতে 'হরমতে মুসাহারা' প্রমাণিত হবে না। কেননা বীর্যপাত হওয়ার ফলে এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ স্পর্শকরণ সহবাসের কারণ হিসাবে প্রতিভাত হয়নি। (কাফী) মহিলার নিতম্বের প্রতি তাকালে এতে হরমতে মুসাহারা প্রমাণিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) অনুরূপভাবে বাহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করলে এতেও হরমত সাব্যস্ত হবে না। (তাবয়ীন) এটাই বিগত মত। এর উপরই ফাতওয়া (জাওয়াহিরুল আখলাতী) মৃত মানুষের সাথে সহবাসের ফলে 'হরমতে মুসাহারা' সাব্যস্ত হয় না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

### বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী কেউ যদি হরমতে মুসাহারার কথা স্বীকার করে তবে তা ধর্তব্য হবে এবং সে অনুসারে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি বিবাহের পূর্বে হরমত প্রমাণিত হওয়ার মত কোন কথা স্বীকার করে, যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তোমার সাথে বিবাহের পূর্বে আমি তোমার মায়ের সাথে সঙ্গম করেছি, তবে তার কথা ধর্তব্য হবে এবং সে অনুসারে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। কিন্তু মহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই এ অবস্থায়ও স্বামীর উপর যে মহর ধার্য করা হয়েছে তাই ওয়াজিব হবে। উক্ৰ (যিনার ফী) ওয়াজিব হবে না। এ স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকা শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি এর থেকে রুজু করে এবং বলে আমি মিথ্যা বলেছি তাহলে কাযী তার এ কথা বিশ্বাস করে না। অবশ্য তার

বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর উপরই ন্যস্ত থাকবে। যতদিনে প্রকৃতপক্ষেই তার স্বীকারোক্তির ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'কিতাবুন নিকাহ'তে এ কথা উল্লেখ করছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, এ আমার দুধ মা। তারপর সে তাকে বিবাহ করা ইচ্ছা করে এবং বলে যে, পূর্বে আমি ভুল কথা বলেছি তাহলে ইসতিহসান এর ভিত্তিতে ঐ মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয হবে। উপরোক্ত মাসআলা দু'টির মধ্যে পার্থক্য করার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত বিষয়ে সে নিজের এমন কর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছে যে ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা খুবই কম। তাই তার একথা বিশ্বাস করা হবে না। এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আর দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে সে নিজের এমন সময়ের কর্মের কথা বলেনি যা সাধারণত স্মরণ রাখা হয়। হয়তো সে অন্যের নিকট শুনে এ কথা বলেছে। এর মধ্যে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই এ ক্ষেত্রে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। (তাজনীস : মযীদ)।

২. মাসআলা : যদি কেউ কোন মহিলাকে চুম্বন করার পর বলে যে, সে ঐ মহিলাকে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করেনি অথবা মহিলাকে স্পর্শ করা বা মহিলার প্রতি নযর করা পর যদি বলে যে, কামোদ্দীপনার সাথে এ কাজ করা হয়নি তবে সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, চুম্বনের ক্ষেত্রে হরমত সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে ফাতওয়া দেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একথা প্রমাণিত হবে যে, সে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করেনি। আর মহিলাকে স্পর্শ করা ও মহিলার যৌনাদ্দের প্রতি নযর করার ক্ষেত্রে হরমত সাব্যস্ত না হওয়ার পক্ষে ফাতওয়া দেওয়া হবে না। যতক্ষণ না একথা প্রমাণিত হবে যে, সে কাজ কামোদ্দীপনার কারণেই হয়ে থাকে। কিন্তু স্পর্শ করা ও নজর করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। (মুহীত) এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি গুপ্তাঙ্গ ছাড়া শরীরের অন্য অঙ্গ স্পর্শ করা হয়। কিন্তু যদি গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা হয় তাহলে স্পর্শকারীর কথা বিশ্বাস করা হবে না। (যহীরিয়া)।

৩. মাসআলা : ইমাম যহীরুদ্দীন মুরগিনানী (র) মুখ, গাল এবং মাথা চুম্বন করার ক্ষেত্রে হরমত সাব্যস্ত হবে বলে ফাতওয়া দিতেন। যদিও মহিলা নেকাব পরিহিত অবস্থায় হয় না কেন। তিনি বলতেন, এ ক্ষেত্রে কামোদ্দীপনা ছিল না বলে দাবী করে তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। বাকালীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, স্পর্শ করার ক্ষেত্রে যদি কামভাবের কথা অস্বীকার করে তাহলে তা বিশ্বাস করা হবে। কিন্তু করমর্দন কালে জননেন্দ্রীয় সোজা ও শক্ত থাকলে তার একটা বিশ্বাস করা হবে না। (মুহীত) পুরুষ যদি মহিলার স্তন্য স্পর্শ করে এবং বলে যে, এ অবস্থায় আমার কামভাব ছিল না

১. ইসতিহসান : ইহা শরীয়াতের দলীল চতুষ্টয়ের একটি দলীল, যা কিয়াসে জলী থেকে ভিন্নতর। একে কিয়াসে খফী বলা হয়। যদি এটি কিয়াসে জলীর তুলনায় বলিষ্ঠ হয় তবে এর উপর আমল করা হবে। (কাওয়াইদুল ফিকহ, সাইয়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র), পৃ. ১৭১)



তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। কেননা সাধারণতঃ এ কাজ কামাশক্তির কারণেই করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ যদি মহিলার সাথে সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পুরুষ মহিলা একত্রে সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে পানি পার হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। (ওয়াজীবঃ আল-কুরদুরী) কেউ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক এ মর্মে স্বীকারোক্তি করেছে যে, সে কামভাবের সাথে অমুক মহিলাকে স্পর্শ এবং চুম্বন করেছে তবে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৪. মাসআলা : কামভাবের সাথে স্পর্শ করা ও চুম্বন করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। পসন্দনীয় মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী আল-বায়দুভী (র) এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। (তাজনীসঃ মযীদ) 'নিহাকহুল জামি'-এর মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র) উল্লেখ করেছেন যে, কামভাবের বিষয়টি এমন বিষয় যা কোনভাবে হলেও জানা যায়। যার বিশেষ অঙ্গে স্পন্দন আছে তার অঙ্গের স্পন্দনের মাধ্যমে। আর যার অঙ্গে স্পন্দন নেই তার কামভাব বোঝা যাবে অন্য কোন আলামতের দ্বারা। (যখীরা) এটাই সচরাচর নিয়ম। (জাওয়াহিরুল আখলাতী) কাবী আলী সাগদী (র) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় নিজের কন্যাকে ধরে বসল; তাকে চুম্বন করল এবং তার সাথে সঙ্গম করতে চাইল। তখন তার কন্যা বলল, আমি আপনার কন্যা। এ কথা শুনে সে তাকে ছেড়ে দিল। এখন তার জন্য ঐ মেয়ের মা হারাম হয়ে যাবে। (তাতারখানিয়া) এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল, তুমি তোমার স্ত্রীর মায়ের সাথে কি করলে? সে বলল, আমি তার সাথে সঙ্গম করেছি। এতে 'হরমতে মুসাহারা' সার্যস্ত হবে। প্রশ্ন করা হল, যদি প্রশ্নকারী ও জবাবদাতা উভয়েই উপহাস করে এরূপ বলে থাকে তাহলে কি হবে? আর যদি সে বলে যে, আমি মিথ্যামিথি এরূপ বলেছি তবে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। (মুহীত)।

৫. মাসআলা : কোন ব্যক্তির একটি দাসী ছিল, সে বলল, আমি তার সাথে সঙ্গম করেছি, তবে এ দাসী তার পুত্রের জন্য হারাম হবে না। আর যদি ঐ দাসী ঐ লোকটির মালিকানায় না থাকে এবং তার সম্বন্ধে বলে যে, আমি তার সাথে সঙ্গম করেছি তবে পুত্র এ বক্তব্যের ব্যাপারে তাকে অবিশ্বাস করতে পারবে এবং ঐ দাসীর সাথে সংগত হতে পারবে। কেননা বাহ্যিক অবস্থা পুত্রের পক্ষ সমর্থন করেছে। আর পুত্র যদি পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে কোন দাসী প্রাপ্ত হয় তাহলে পুত্রের জন্য ঐ দাসীর সাথে সংগত হওয়া জায়েয হবে। যতক্ষণ না সে জানবে যে, পিতা তার সাথে সহবাস করেছে। (মুহীতঃ সারাখসী) এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে এই শর্তে বিবাহ করল যে, সে কুমারী। কিন্তু পরে সে তার সাথে সঙ্গম করতে উদ্যত হলে সে তাকে অকুমারী অবস্থায় পেল। এ অবস্থা দেখে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমার এ কুমারীত্ব কে ছিনিয়ে নিয়েছে?

মহিলা বলল, তোমার পিতা। স্বামী যদি স্ত্রীর একথা বিশ্বাস করে তবে সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সে কোন মহর পাবে না। আর যদি তাকে অবিশ্বাস করে তবে মহিলা তার স্ত্রী থাকবে। (যহীরিয়া)।

৬. মাসআলা : যদি কোন মহিলা একথা দাবী করে যে, তার স্বামীর পুত্র তাকে কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করেছে তবে মহিলার কথা বিশ্বাস করা হবে না। বরং স্বামীর পুত্রের কথা বিশ্বাস করা হবে। (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ) কোন ব্যক্তি নিজের পিতা স্ত্রীকে কামভাবসহ চুম্বন করল অথবা পিতা নিজের পুত্রের স্ত্রীকে কামভাব সহকারে চুম্বন করল এবং জোরপূর্বকভাবে মহিলার সাথে এরূপ করল, এক্ষেত্রে স্বামী যদি কামোদ্দীপনার কথা অস্বীকার করে তবে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী তার কথা বিশ্বাস করে তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। তারপর স্বামী জোর প্রয়োগে চুম্বনকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিজের প্রদত্ত মহরের টাকা আদায় করে নিবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, যদি উক্ত ব্যক্তি ফ্যাসাদে ইচ্ছায় এরূপ করে থাকে তাহলে এ জরিমানা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু যদি এরূপ করার ইচ্ছা না করে থাকে তাহলে মহরের টাকা তার থেকে আদায় করতে পারবে না। সঙ্গমের ক্ষেত্রে মহরের টাকা আদায় করতে পারবে না। যদি এ সঙ্গমের দ্বারা ফ্যাসাদের ইচ্ছা করে থাকে। কেননা এ জাতীয় ব্যক্তির উপর হদ্দ (দণ্ডবিধি) ওয়াজিব। আর হদ্দের সাথে আর্থিক জরিমানা ওয়াজিব হয় না।

৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দাসীকে বিবাহ করল। স্বামী এখনও পর্যন্ত তার সাথে সংগত হয়নি। এমতাবস্থায় দাসী যদি তার স্বামীর পুত্রকে চুম্বন করে এবং স্বামী এ কথা দাবী করে যে, সে আমার পুত্রকে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করেছে। কিন্তু মুনীব এ কথা অস্বীকার করে তাহলে উক্ত দাসী তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা তার স্বামী এ কথা স্বীকার করেছে যে, সে আমার পুত্রকে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করেছে। তবে মুনীব যেহেতু কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে তাই সে অর্ধ মহর পাবে। এ ঘটনায় দাসী যদি বলে, আমি কামভাবের সাথে তাকে চুম্বন করেছি তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (মুহীত)।

৮. মাসআলা : ঝগড়া বিবাদের সময় শ্বাশুড়ী যদি জামাতার জনৈকীয় ধরে ফেলে এবং বলে যে, সে কামভাবের সাথে এরূপ করেনি তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। (খাযানাতুল ফাতাওয়া) 'নিকাহুল আমল'-এর মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র) এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, 'হরমতে মুসাহারা এবং রিয়া' আতের কারণে বিবাহ রহিত হবে না বরং ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সংগত হলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। বিষয়টি তার নিকট সন্দেহযুক্ত হোক বা না হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। (যখীরা) কেউ কোন মহিলার সাথে যিনা করার পর তাওবা করলেও ঐ মহিলার কন্যা যিনাকারী পুরুষের উপর হারাম থাকবে। কেননা ঐ



মহিলার কন্যাকে বিবাহ করা ঐ পুরুষের উপর চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে গেছে। সে কখনো তাকে বিবাহ করতে পারবে না। এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হারাম সঙ্গমের দ্বারাও হরমত সাব্যস্ত হয়, যেমনিভাবে নির্ধারিত বিধি মূতাবিক হরমত সাব্যস্ত হয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে তার অন্য স্ত্রীর গর্ভের পুত্রের জন্য ঐ স্ত্রীর অন্য ঘরের কন্যা বা মাতাকে বিবাহ করা দোষনীয় নয়। (মুহীতঃ সারাখসী) ফাতাওয়ায়ে সুগুরার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি তার পুরুষাদে কাপড় পেঁচিয়ে কোন বিবাহিত মহিলার সাথে সঙ্গম করে তবে কাপড় যদি এমন মোটা না হয় যা মহিলার গুণ্ডাদের উদ্ভাওতা পুরুষাদে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে এ মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। আর কাপড় যদি রুমালের মত এমন মোটা হয়, যা মহিলার গুণ্ডাদের উদ্ভাওতা পুরুষাদে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে তবে এ মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (খুলাসা)।

**তৃতীয় অনুচ্ছেদ : দুধ পানের কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম**

১. মাসআলা : রক্ত সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম অনুরূপভাবে দুধপানের কারণেও ঐসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। দুধপান পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। (মুহীতঃ সারাখসী)

**চতুর্থ অনুচ্ছেদ : দুই মুহাররাম নিকট আত্মীয়কে একত্রে বিবাহ করা এবং চারের অধিক মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম**

(একত্রিকরণের কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম সাধারণত : তা দুই প্রকার : ১. অপরিচিতা মহিলাদেরকে একত্রিত করণ ২. দুই মুহাররাম নিকটাত্মীয়কে একত্রিত করণ)

১. মাসআলা : অপরিচিতা মহিলাদেরকে একত্রে বিবাহ করার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে এই যে, কোন পুরুষের জন্য চারের অধিক মহিলাকে একই সাথে নিজের বিবাহধীনে আনয়ন জায়েয নয়। (মুহীতঃ সারাখসী) গোলামের জন্য দুইয়ের অধিক মহিলা বিবাহ করা জায়েয নয়। (বাদায়ে) এক্ষেত্রে মুকাতাব ও মুদাব্বার গোলাম এবং উম্মে ওয়ালাদ (যে দাসী থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাকে উম্মে ওয়ালাদ বলে)। এর অর্থ সন্তানের মা) এর পুত্র সকলেই সমান। (কিফায়া) একজন আযাদ ব্যক্তি যত ইচ্ছা দাসী নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। এর সংখ্যা যত বেশী হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। গোলামের জন্য তার নিয়ন্ত্রণে কোন দাসী রাখা জায়েয নেই। মুনিব অনুমতি দিলেও তা জায়েয হবে না। (হাভী) একজন আযাদ পুরুষ চারজন আযাদ নারী এবং একাধিক দাসী

একই সাথে নিজের বিবাহে রাখতে পারবে। (কিফায়া) আর একজন ক্রীতদাস দুইজন নারীকে একসাথে নিজের দম্পতি হিসাবে রাখতে পারবে। চাই তারা আযাদ হোক অথবা ক্রীতদাসী। (আল-বাহরু ক রাযিক)।

২. মাসআলা : কোন আযাদ ব্যক্তি যদি ক্রমান্বয়ে পাঁচজন মহিলাকে বিবাহ করে তবে প্রথম চারজনের বিবাহ সহীহ হবে। কিন্তু পঞ্চম জনের বিবাহ সহীহ হবে না। যদি পাঁচজনকে একই আক্কে বিবাহ করে তবে সকলের বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন গোলাম যদি তিনজন মহিলাকে একই আক্কে বিবাহ করে তবে তাদের কারো বিবাহই সহীহ হবে না। বরং সকলের বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি কোন হরবী কাফির (শত্রু দেশের কাফির অধিবাসী) যদি পাঁচজন মহিলাকে একত্রে বিবাহ করে এবং তারা যদি সকলে একত্রে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তি এ সব মহিলাকে ক্রমান্বয়ে বিবাহ করে থাকলে প্রথম চার জনের বিবাহ সহীহ থাকবে আর পঞ্চম জনকে তার থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত। আর সকলকে এক সাথে বিয়ে করে থাকলে, ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ঐ পাঁচ মহিলার সকলকেই তার থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। যদি প্রথমে একজনকে বিবাহ করে থাকে এবং পরের এই আক্কে বাকী চারজনকে বিবাহ করে তাহলে প্রথম জনের বিবাহ জায়েয হবে। অন্যদের বিবাহ জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি এক আক্কে এক মহিলাকে বিবাহ করে দ্বিতীয় আক্কে দুইজন মহিলাকে বিবাহ করে এবং তৃতীয় আক্কে তিন জন মহিলাকে বিবাহ করে। এক্ষেত্রে কোন আক্কে আগে হয়েছে আর কোনটি পরে হয়েছে তা যদি সে ভুলে যায় তাহলে প্রথম আক্কে তা সর্বাবস্থায় সহীহ থাকবে এবং আক্কদের মধ্যে যে মহরের কথা বলা হয়েছে ঐ মহর সে পাবে। আর পরবর্তী দুইদল মহিলার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে পুরুষের বক্তব্য ও কাজের ভিত্তিতে। চাই মহিলা জীবিত থাকুক বা না থাকুক। যে মহিলার বিবাহ ফাসিদ হওয়া প্রমাণিত হবে সে মহর পাবে না এবং উত্তরাধিকার সম্পদও পাবে না। (তাতারখানিয়া) যদি কোন মহিলা একই আক্কের দুই পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে একজনের আক্কে চারজন স্ত্রী থাকে তাহলে অপরজনের বিবাহ সহীহ হবে। (মুহীতঃ সারাখসী)।

৪. মাসআলা : দুই মুহাররাম নিকটাত্মীয়কে একত্রে বিবাহ করা হারাম হওয়া সম্বন্ধে বিবরণ হচ্ছে এই যে, দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে একত্র করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে দুই বাদী যারা পরস্পর সহোদরা বোন তাদের সাথেও একত্রে সংগত হওয়া জায়েয নেই। চাই তারা রক্ত সম্পর্কীয় বোন হোক অথবা দুই সম্পর্কীয় বোন হোক। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) এ সম্বন্ধে বিধান হচ্ছে এই যে, দুইজন মহিলা যদি এমন হয় যে, তাদের একজনকে পুরুষ কল্পনা করা হলে অপরজনের সাথে দুধপান জনিত কারণে অথবা রক্ত সম্পর্কের কারণে বিবাহ জায়েয হয় না, তবে এই দুই মহিলাকে বিবাহের



মাধ্যমে একত্রিত করা অর্থাৎ একই ব্যক্তি কর্তৃক এই দুই মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। (সুহীত : সারাখসী) সুতরাং স্ত্রী এবং তার রক্ত বা দুধ সম্পর্কীয় ফুফুকে একই ব্যক্তির বিবাহে একত্র করা যাবে না। খালা ও এই জাতীয় মহিলাদের হুকুম অনুরূপই। স্ত্রী ও তার আগের সংসারের স্বামীর (অন্য কোন মহিলার ঔরশজাত) কন্যাকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয। কেননা এ মহিলাকে পুরুষ কল্পনা করা হলে তার জন্য ঐ কন্যাকে বিবাহ করা জায়েয। কাজেই এ জাতীয় দুইজনকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয, কিন্তু এর বিপরীতে হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। ১. মহিলা এবং তার দাসীকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করা জায়েয। কেননা দুই মহিলার একজনকে পুরুষ কল্পনা করার কারণে নয় (বরং এ ক্ষেত্রে বিবাহ না জায়েয হওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান নেই)। (শারহুন নিকায়া, শায়খ আবুল মাকারিম)।

৫. মাসআলা : যদি কেউ দুই বোনকে একই আক্কে বিবাহ করে তাহলে তাদেরকে তার থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। যদি সংগত হওয়ার আগে এরূপ হয় তবে কেউই কোন মহর পাবে না। আর যদি পরে হয় তবে বিবাহে উল্লেখিত মহর মহরে মিসল এতদুভয়ের মধ্যে যেটি কম হবে তারা প্রত্যেকেই সে পরিমাণ মহরের হকদার হবে। (মুযমারাত) আর যদি দুই আক্কে দুইজনকে বিবাহ করে থাকে তবে দ্বিতীয় জনের বিবাহ ফাসিদ বলে গণ্য হবে। এবং শেষজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া পুরুষ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। যদি মুসলিম বিচারক এরূপ ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পরে তবে তাদেরকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে দিবে। যদি সংগত হওয়ার আগে পৃথক করে দেয় তাহলে তার জন্য কোন হুকুম সাব্যস্ত হবে না। আর যদি সংগত হওয়ার পর পৃথক করে দেয় তাহলে সে মহরের হকদার হবে এবং বিবাহে উল্লেখিত মহর ও মহরে মিসল এতদুভয়ের মধ্যে যেটি কম হবে সে এর হকদার হবে। এমনিভাবে ঐ মহিলার উপর ইদত ওয়াজিব হবে। সে গর্ভবতী হয়ে থাকলে তার বাচ্চার নসব সাব্যস্ত হবে। আর তার বোনের ইদত খতম না হওয়া পর্যন্ত ঐ পুরুষ তার প্রথম স্ত্রী থেকে পৃথক থাকবে। (সুহীত : সারাখসী)

৬. মাসআলা : যদি দুই বোনকে দুই আক্কে বিবাহ করে কিন্তু কাকে আগে বিবাহ করা হয়েছে তা যদি মনে না থাকে তাহলে স্বামীকে এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য বলা হবে। যদি সে এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য দেয় তাহলে তার বর্ণনা মত কাজ করা হবে। আর যদি কোন বর্ণনা না দেয় তবে এ ব্যাপারে কোনরূপ তাহাররী (চিন্তা ভাবনা) করা হবে না। বরং উভয় বোনকে ঐ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। (শারহু তাহাজী) বিবাহের মধ্যে তাদের উভয়ের মহর সমান সমান করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকলে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহরের অর্ধেক করে পাবে। সঙ্গের আগে তালাক দিয়ে থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি উভয়ের মহর সমান সমান না হয় তবে তারা নিজ নিজ মহরের এক চতুর্থাংশ পাবে। যদি আক্কদের সময় মহরের আলোচনা না

হয়ে থাকে তাহলে অর্ধ মহরের পরিবর্তে তারা উভয়ে এক মুত'আ পাবে। আর যদি সহবাসের পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেকেই পূর্ণ মহর পাবে। (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা : আবু জাফর হিন্দওয়ানী (র) বলেন, যদি দুই মহিলার প্রত্যেকেই এ মর্মে দাবী করে যে, প্রথমে আমার সাথে বিবাহ হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কারো নিকটই কোন দলীল নেই, তাহলে তারা অর্ধেক মহর পাবে। আর যদি তারা বলে যে, কার বিবাহ আগে হয়েছে তা আমাদের জানা নেই তাহলে তাদের পরস্পর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যাপারেই কোন ফয়সালা দেওয়া যাবে না। (গায়াতুস সুরুজী) পরস্পরের মধ্যে আপোষের প্রক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তারা উভয়েই কাযীর নিকট এই মর্মে আরজী পেশ করবে যে, এই লোকের নিকট আমাদের মহর পাওনা রয়েছে। আর এ হক আমরাই পাব, অন্য কেউ পাবে না। আমরা মহরের অর্ধেক উসূল করার ব্যাপারে পরস্পর আপোষ করেছি তাহলে কাযী তাদেরকে অর্ধেক মহর পরিশোধের হুকুম দিয়ে দিবে। (নিহায়া)। যদি উভয় স্ত্রী প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবাহ আগে হয়েছে বলে সাক্ষী উপস্থিত করে তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর উভয়ের জন্য অর্ধেক মহর সমান সমান করে ভাগ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে এবং কিতাবুন নিকাহ-এর বর্ণনা মতে, এ বিষয়ে ফকীহগণ সকলেই একমত। আর এটাই যাহিরুর রিওয়ায়েত। (কাফী) দুই বোনের ক্ষেত্রে বর্ণিত উপরোক্ত বিধান ঐ দুই মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যাদেরকে এক পুরুষের বিবাহের মধ্যে আনয়ন করা নিষিদ্ধ (ফাতহুল কাদীর)।

৮. মাসআলা : বিচ্ছেদের পর এই দুই মহিলার কোন একজনকে পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে তা তার জন্য জায়েয হবে। যদি এই বিচ্ছেদ সহবাসের পূর্বে হয়ে থাকে। আর যদি সহবাসের পরে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তাহলে তাদের ইদত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের কাউকে বিবাহ করতে পারবে না। যদি একজনের ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং অপর জন ইদতের মধ্যে থাকে তাহলে যে ইদতের মধ্যে আছে তাকে বিবাহ করতে পারবে অন্য জনকে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই জনের ইদত অতিবাহিত হয়ে যায়। যদি একজনের সাথে সহবাস হয়ে থাকে তবে স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে। অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইদতকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়। সহবাসকৃত স্ত্রীর ইদত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি উভয় মহিলার যে কোন একজনকে বিবাহ করতে পারবে। (তাবয়ীন)।

৯. মাসআলা : সহবাসের মাধ্যমে দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয নেই, যেমন দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করা জায়েয নেই। কেউ যদি দুই দাসী বোনের মালিক হয় তবে তাদের যে কোন একজনের সাথে সংগত হওয়া জায়েয আছে। একজনের সাথে সংগত হওয়ার পর অপরজনের সাথে সংগত হওয়া জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন দাসী খরীদ করে তার সাথে সঙ্গম করে। এরপর তার



সহোদর বোনকে খরীদ করে তবে সে প্রথম জনের সাথেই সঙ্গম করতে পারবে। দ্বিতীয় জনের সাথে সঙ্গম করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রথম দাসীকে নিজের উপর হারাম সাব্যস্ত করবে। আর প্রথম জনকে তার উপর হারাম সাব্যস্ত করা অর্থ হল, কারো নিকট তাকে বিবাহ দিয়ে দেওয়া। মালিকানা থেকে মুক্তি দেওয়া, আযাদ করা, হিবা করা, বিক্রি করা, সাদাকা করা কিংবা মুকাতাবা বানিয়ে দেওয়া যে কোন প্রক্রিয়ায়ই হতে পারে (শারহুত তাহাভী)।

১০. মাসআলা : দাসীর কিয়দাংশ আযাদ করা তাকে পুরোপুরি আযাদ করা মতই। অনুরূপভাবে কিয়দাংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া পুরোপুরি মালিক বানিয়ে দেওয়ার মতই (তাবয়ীন)। দুইবোনের কোন এক বোন সম্বন্ধে যদি স্বামী একথা বলে যে, সে আমার জন্য হারাম, তবে এ অবস্থায়ও দ্বিতীয় বোন তার জন্য হালাল হবে না। যেমন হায়িয, নিফাস, ইহরাম এবং রোজা অবস্থায় হালাল হয় না (গায়াতুস সুরুজী)। দুই বোনের উভয় জনের সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না। যতক্ষণ না অপর জনের লজ্জাস্থানের ব্যবহার নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করবে। কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যদি (কেউ) দুই বোনের মধ্যে কোন একজনকে বিক্রি করে দেয় অথবা অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় বা কাউকে দান করে দেয় এরপর যদি কোন দোষের কারণে বিক্রিত দাসীকে তার নিকট ফেরত দিয়ে দেয় অথবা সে নিজে হেবাকৃত দাসী ফেরত নিয়ে নেয় অথবা স্বামী যদি তার বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার ইদতকাল ও অতিক্রান্ত হয়ে যায় এ অবস্থায় মালিক তাদের কারো সাথেই সঙ্গম করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একজনকে তার নিজের উপর হারাম সাব্যস্ত করবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : যদি কেউ কোন দাসীকে বিবাহ করে, কিন্তু এখনো সে তার সাথে সহবাস করেনি, এমতাবস্থায় সে যদি তার বোনকে খরীদ করে তাহলে এই খরীদকৃত দাসীর সাথে সহবাস করা তার জন্য জায়েয নেই। কেননা বিবাহকৃত দাসীর সাথে সহবাস করা বিবাহের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। এমনি যদি উক্ত ব্যক্তি খরীদকৃত দাসীর সাথেও সঙ্গম করে, তবে এক শয্যায় উভয় বোনকে একত্র করা হয়, যা শরীয়াতে জায়েয নেই। (তাহাভী) যদি কেউ নিজের দাসীর বোনকে বিবাহ করে অথচ সে তার দাসীর সাথেও সহবাস করেছে তবু তার বিবাহ সহীহ হবে। এক্ষেত্রে তার জন্য পুনরায় স্বীয় দাসীর সাথে সহবাস করা জায়েয হবে না। যদিও সে এখন পর্যন্ত বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। এমনিভাবে উক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথেও সহবাস করতে পারবে না। অবশ্য সে যদি তার দাসীকে পূর্বোল্লিখিত কোন উপায়ে নিজের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে, তাহলে বিবাহিত স্ত্রী সাথে সহবাস করতে পারবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি স্বীয় দাসীর সাথে সহবাস না করে থাকে তাহলে বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে (হিদায়া)।

১২. মাসআলা : নিকাহে ফাসিদের মাধ্যমে কেউ যদি তার নিজ বাদীর বোনকে বিবাহ করে, তবে তার ঐ দাসী যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে সে তার জন্য হারাম হবে না। অবশ্য বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকলে পূর্বের বাদী যার সাথে সহবাস করা হয়েছে সে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক) দুইবোনের প্রত্যেকেই যদি এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলে যে, আমি অত টাকা মহরের বিনিময়ে আমাকে তোমার বিবাহে সমর্পণ করলাম এবং একথা তারা যদি একই সাথে বলে আর পুরুষ ব্যক্তি যদি একজনকে গ্রহণ করে নেয় তবে তা জায়েয হবে। আর স্বামী যদি প্রথমে বলে যে, আমি তোমাদের প্রত্যেককে হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। এ কথা শুনে একজনে বলল, আমি রাজী আছি এবং অন্যজন এ প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল এ অবস্থায় তাদের উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। (যখীরা)

১৩. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামি' এতে উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল, যেন সে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এরপর আরেক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যেন সেও তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে উভয় উকীল যদি দুইজন মহিলাকে তাদের অনুমতি ছাড়াই তার নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় অথচ তারা উভয়েই হচ্ছে পরস্পর দুধবোন, এমতাবস্থায় উভয় জনের সাথে কথা একই সময় হয়ে থাকলে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি দুই বিবাহের একটি মহিলার সন্তুষ্টিতে সংগঠিত হয় অথবা যদি উভয়টি তাদের উভয়ের সন্তুষ্টির সাথে হয়ে থাকে তাহলেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত)

১৪. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, উকীল নয় বরং ফুযুলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়) এমন দুই ব্যক্তি যদি দুই বোনকে তাদের রিয়ামন্দীতে এক ব্যক্তির নিকট দুই আক্কে বিবাহ দিয়ে দেয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবক তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে প্রস্তাব দেয়। আর একই সাথে উভয়ের আক্কে সংগঠিত হয় তাহলে এ সংবাদ স্বামীর নিকট পৌছার পর সে যদি একজনের বিবাহকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয় তবে জায়েয হবে। যদি একই আক্কে উভয়কে এক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় যেমন উভয় উকীল একথা বলল যে, অমুককে তোমার নিকট বিবাহ দিয়ে দিলাম এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব করে, থাকে তাহলে তাদের কারো বিবাহই জায়েয হবে না (যখীরা) কোন ব্যক্তি যদি এমন দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করে যাদের একজন কোন ব্যক্তির ইদতের মধ্যে আছে অথবা অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, তাহলে যে ইদতের মধ্যে নেই এবং অন্যের বিবাহিতও নয় তার বিবাহ সহীহ হবে। (মুহীতঃ সারাখসী) যে স্ত্রী ইদতের মধ্যে আছে তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয নেই। চাই তা তালাকে রিজঈর ইদত হোক অথবা তালাকে বায়িনের ইদত হোক কিংবা তিন তালাকের ইদত হোক বা নিকাহে ফাসিদ অথবা সন্দেহজনিত সহবাসের ইদত হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই।



১৫. মাসআলা : যেমনিভাবে স্ত্রী ইদতের মধ্যে থাকা অবস্থায় তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয নেই, অনুরূপভাবে যে সব মুহাররাম মহিলাদের দুইজনকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয নেই তাদের কারো ইদতের অবস্থায় অন্য কাউকে বিবাহ করাও জায়েয নেই। এমনিভাবে প্রথমা স্ত্রীর ইদত পালনকালে তাকে ছাড়া আরও চারজন স্ত্রী গ্রহণ করাও জায়েয নেই। (কাফী) উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করার পর তার ইদত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয নেই। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদের ইদত পালনকালে সে ছাড়া আরো চারজন স্ত্রী গ্রহণ করা জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, অবস্থায় তার বোনকে বিবাহ করাও জায়েয আছে (ফাতহুল কাদীর)

১৬. মাসআলা : যদি স্বামী বলে যে, আমার স্ত্রী আমাকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছে যে, তার ইদত অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, সময়টি যদি এমন কম হয় যে, এমন কম সময়ের মধ্যে ইদত অতিক্রান্ত হতে পারে না, তাহলে পুরুষ মহিলা কারো কথাই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু মহিলা যদি এমন কথা বলে যার সম্ভাবনা রয়েছে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন সে বলল, ভ্রূণটি গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে আকৃতি প্রকাশ হয়েছিল। যদি সময়টি এমন হয় যে, এর মধ্যে ইদত অতিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে মহিলা যদি পুরুষের বক্তব্যকে সত্যায়ন করে বা এ কথা শুনার পর নিরবতা অবলম্বন করে কিংবা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উক্ত পুরুষ ব্যক্তি ঐ মহিলার বোন অথবা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে, যদি সে ইচ্ছা করে। আর মহিলা যদি তার স্বামীর বক্তব্যকে অসত্য মনে করে তবুও আমাদের উলামায়ে কিরামের মতে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। (মাবসূত)

১৭. মাসআলা : মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) মহিলা যদি ধর্মত্যাগ করার পর দারুল হারবে চলে যায়, তাহলে তার ইদত শেষ হওয়ার পূর্বে তার স্বামীর জন্য তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয। যেমন স্ত্রী মরে যাওয়ার অবস্থায় তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয। পরবর্তীতে যদি উক্ত মহিলা যদি মুসলমান হয়ে দেশে ফিরে আসে তবে তার দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো সে তার বোনের বিবাহের পর আসবে অথবা বিবাহের আগে আসবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় তার ফিরে আসার কারণে তার বোনের বিবাহ ফাসিদ হবে না। কেননা ইদত প্রত্যাবর্তিত হয় না। আর শেষোক্ত অবস্থায়ও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার বোনের বিবাহ ফাসিদ হবে না। কেননা ইদত রহিত হয়ে যাওয়ার পর নতুন কোন কারণ ব্যতীত তা প্রত্যাবর্তিত হয় না। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ঐ ব্যক্তির জন্য উক্ত মহিলার বোনকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কেননা তার দারুল হারবে গিয়ে মুসলমান হয়ে ফিরে আসার বিষয়টি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই দারুল হারব থেকে তার ফিরে আসার পর

তার মাল তাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং তার জন্য ইদত পালন করা অপরিহার্য হয়। (ফাতহুল কাদীর)

১৮. মাসআলা : এমন দুই মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয নেই যাদের প্রত্যেক প্রত্যেকের ফুফী। অনুরূপভাবে ঐ দুই মহিলাকেও একত্রে বিবাহ করা জায়েয নেই যাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের খালা। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ফুফী বা খালা হয় এভাবে যে, যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে অপর ব্যক্তির মাকে বিবাহ করে এবং প্রত্যেকের ঔরশে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে কন্যাদ্বয় প্রত্যেকে একে অপরে ফুফী হবে। আর যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে একে অপরের কন্যাকে কন্যার কন্যাকে বিবাহ করে এবং তাদের ঔরশে যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে তারা পরস্পর একে অপরের খালা হবে। (হিদায়া) যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তার সাথে কোন হালাল মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এমন দুই মহিলাকে বিবাহ করল যাদের একজনকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয নয়, যেমন মুহাররাম মহিলা অথবা সধবা মহিলা অথবা অগ্নিপূজক মহিলা কিন্তু দ্বিতীয় জনকে বিবাহ করা জায়েয, তাহলে যাকে বিবাহ করা জায়েয তার বিবাহ সহীহ হবে। কিন্তু যাকে বিবাহ করা জায়েয নয় তাকে বিবাহ করা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর আক্দ্দে উল্লেখিত মহরের হক্দার ঐ মহিলা হবে যাকে বিবাহ করা জায়েয। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর অভিমত (তাবয়িন) উক্ত অবস্থায় যে মহিলার সাথে বিবাহ করা জায়েয নেই, তার সাথে যদি ঐ পুরুষ লোকটি সঙ্গম করে ফেলে তাহলে 'আসল' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এ মহিলা মহরে মিসলের হক্দার হবে তা যতই হোক না কেন। আর যে মহিলা-আক্দ্দে যে মহরের কথা বলা হয়েছে তার হক্দার হবে এটাই ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর বিশুদ্ধতম অভিমত। (ফাতহুল কাদীর)

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : আযাদ নারীদের সাথে অথবা তাদের উপর যে যে দাসীদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয় তাদের বিবরণ

১. মাসআলা : আযাদ মহিলাদের সাথে অথবা তাদের উপর দাসীদের বিবাহ করা জায়েয নয়। (মুহীত : সারাখসী) মুদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালাদের হুকুমও অনুরূপ। (ফাতহুল কাদীর) কেউ যদি একই আক্দ্দে আযাদ ও বাদী দুইজনকে বিবাহ করে তবে আযাদ মহিলার বিবাহ সহীহ হবে, কিন্তু বাদীর বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি এককভাবে দাসীকে বিবাহ করা জায়েয হয়ে থাকে। যদি তার সাথে বিবাহ জায়েয না হয়, তাহলে তার সাথে একত্রে কোন দাসীকে বিবাহ করলে দাসীর বিবাহ বাতিল হবে না। (খুলাসা) কেউ যদি প্রথমে কোন দাসীকে বিবাহ করে এবং এরপর আযাদ রমনীকে বিবাহ করে, তাহলে উভয়ের বিবাহই সহীহ



থাকবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আযাদ মহিলার তালাকে বায়িন অথবা তিন তালাকের ইদতের অবস্থায় যদি কেউ কোন দাসীকে বিবাহ করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জায়েয হবে। আর যদি আযাদ মহিলা রিজঈ তালাকের ইদতের মধ্যে থেকে তাহলে কোন ইমামের মতেই তার বিবাহ জায়েয হবে না (কাফী)

২. মাসআলা : যদি দাসী ও আযাদ মহিলাকে একই সাথে বিবাহ করা হয় অথচ উক্ত আযাদ মহিলা কারো বিবাহে ফাসিদের ইদতের মধ্যে আছে কিংবা সন্দেহজনিত সহবাসের ইদতের অবস্থায় আছে, তবে হাসান ইবন যিয়াদ (র) বলেন, এ অবস্থায়ও ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য অন্যান্য মাশাইখে কিরামের মতে, এ ক্ষেত্রে দাসীর বিবাহ সর্ব সম্মতিক্রমে সহীহ হবে। এটাই সুস্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যশীল বক্তব্য। বাদীর রিজঈ তালাকের ইদতের অবস্থায় কেউ যদি কোন আযাদ মহিলাকে বিবাহ করে এবং এরপর পুনরায় বাদীকে ফেরত নিয়ে নেয় তা জায়েয আছে। (যখীরা) কোন গোলাম যদি কোন আযাদ নারীকে বিবাহ করার পর মুনীবের অনুমতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গম করে, এরপর মুনীবের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন দাসীকে বিবাহ করে, অতঃপর যদি মুনীব উভয় বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তাহলে আযাদ নারীর বিবাহ সহীহ হবে। কিন্তু বাদীর বিবাহ সহীহ হবে না। (মুহীত : দাস-দাসীর বিবাহ অধ্যায় : সারাখসী) কেউ যদি মুনীবের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন দাসীকে বিবাহ করে কিন্তু তার সাথে সহবাস করেনি। তারপর যদি কোন আযাদ মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর মুনীব দাসীর বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তবে দাসীর বিবাহ সহীহ হবে না। আর যদি ঐ দাসীর আযাদ কন্যাকে মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তবে বিবাহ জায়েয হবে। (মুহীত : সারাখসী)

৩. মাসআলা : এক ব্যক্তির এক কন্যা এবং দাসী আছে এবং তারা উভয়েই বালিগা। এ অবস্থায় এ ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে একথা বলে যে, আমি তাদের প্রত্যেককে এত টাকা মহরের বিনিময়ে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম, স্বামী যদি বাদীর ব্যাপারে তার প্রস্তাব কবুল করে নেয়, তবে তা বাতিল বলে গন্য হবে। এ ঘটনার পর যদি সে আযাদ মহিলার বিবাহের প্রস্তাবটি কবুল করে তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে (মুহীত) আযাদ মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পুরুষের জন্য দাসী বিবাহ করা জায়েয। চাই সে মুসলিম হোক বা কিতাবিয়া। (বাদী) অবশ্য সংগতি থাকা অবস্থায় আযাদ নারী বিবাহ না করে, দাসী বিবাহ করা মাকরুহ (বাদায়ে) একই আক্দ্দে চারজন দাসী এবং পাঁচজন আযাদ মহিলাকে বিবাহ করলে দাসীদের বিবাহ সহীহ হবে। (মুহীত : সারাখসী)

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : অন্যের হক সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে যে সব নারীদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ

১. মাসআলা : কোন পুরুষের জন্য জায়েয নেই অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করা। এমনভাবে তালাকের পর যে মহিলা ইদত পালনের অবস্থায় আছে তাকেও বিবাহ করা জায়েয নেই। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) চাই সে ইদত তালাকের কারণে হোক কিংবা স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে হোক বা নিকাহে ফাসিদের মধ্যে সহবাস করার কারণে হোক অথবা সন্দেহজনিত সহবাসের কারণে হোক। (বাদায়ে) যদি অজ্ঞাত অবস্থায় অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং তার সাথে সঙ্গত হয়, তাহলে তার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। আর যে অন্যের স্ত্রী এ কথা জানা না থাকা অবস্থায় অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করে তাহলে ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। এমনকি তার সাথে সহবাস করা তার স্বামীর উপর হারামও নয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আর এ মহিলা যে ব্যক্তির ইদতের মধ্যে আছে এ অবস্থায় তার সাথে তার বিবাহ জায়েয। (মুহীত : সারাখসী) এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ইদত ছাড়া অন্য কোন কিছু বিবাহের জন্য প্রতিবন্ধক না থাকে। (বাদায়ে)

২. মাসআলা : ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ব্যভিচারের কারণে যে মহিলা গর্ভবতী হয়েছে, তাকে বিবাহ করা জায়েয। কিন্তু সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েয নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, এ জাতীয় গর্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। ফাতওয়া ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতের উপর। (মুহীত) এ জাতীয় মহিলার সাথে যেভাবে সঙ্গম করা জায়েয নেই, অনুরূপভাবে যে যে, কাজ সহবাসের জন্য প্রাসংগিক তা করাও জায়েয নেই। (ফাতহুল কাদীর) 'মাজমুউন নাওয়ালিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি এমন মহিলাকে বিবাহ করে যার সাথে সে যিনা করেছে এবং এ কারণে তার পেট বড়ও হয়েছে তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে এ বিবাহ জায়েয হবে; এই পুরুষ উক্ত মহিলাও তার নিকট থেকে খোরপোষের হকদার হবে। (যখীরা)

৩. মাসআলা : কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি তার গর্ভপাত হয় এবং বাচ্চার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন হয়ে গিয়ে থাকে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যদি চারমাস পর গর্ভপাত ঘটে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। আর যদি চেয়ে কম সময়ের মধ্যে ঘটে তবে বিবাহ জায়েয হবে না। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন একশ বিশ দিনের কমে কখনো হয় না। (যহীরিয়া) যে গর্ভবতী মহিলা 'সাবিতুন নাসব' যে স্বামী বা মুনীব কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে, তাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। এ বিষয়ে ইজমা সংগঠিত হয়েছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন মহিলা যদি হরবী কর্তৃক গর্ভবতী



হয়, যেমন উক্ত মহিলা হিজরত করে দারুল ইসলামে আগমন করেছে অথবা দারুল হরব থেকে তাকে কয়েদ করে আনা হয়েছে তবে তাকে বিবাহ করা জায়েয আছে। কিন্তু সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না। এমতটি ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাভী (র)-এর উপর স্বীয় আস্থা ব্যক্ত করেছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর উপর নিজের আস্থা ব্যক্ত করেছেন। এটিই বিশুদ্ধতম এবং নির্ভরযোগ্য অভিমত। (তাবয়ীন)

৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তার উমে ওয়ালাদকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয়, অথচ সে তার দ্বারাই গর্ভবতী হয়েছে, তবে এ বিবাহ বাতিল বলে গন্য হবে। আর যদি সে গর্ভবতী না হয়ে থাকে তাহলে তার বিবাহ সহীহ হবে। (শারহু জামিইস সাগীর : কাযীখান) কেউ যদি স্বীয় দাসীর সাথে সঙ্গম করার পর তাকে অন্য কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় তবে বিবাহ জায়েয হবে। তবে মুনীবের উপর বাঞ্ছনীয় হবে তার গর্ভাশয়কে পাক করা যাতে তার বীর্যের হিফাজত হয়। (হিদায়া)<sup>১</sup> যেহেতু বিবাহ জায়েয সেহেতু ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার গর্ভাশয় পাক-পবিত্র হওয়ার পূর্বেই তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উক্ত মহিলার গর্ভাশয় পাক-পবিত্র হওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করাকে আমি পছন্দ করি না। (হিদায়া) ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতটিতে অধিক সতর্কতা বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এ মতটিই আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। (নিহায়া) এ মতভেদ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুনীব-দাসীর গর্ভাশয়কে পাক-পবিত্র করার পূর্বে তাকে অন্য কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে। যদি বিবাহের পূর্বে তার গর্ভাশয়কে পাক-পবিত্র করে নেওয়া হয় তাহলে পুনরায় পাক পবিত্র করার পূর্বে স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। (ফাতহুল কাদীর)

৫. মাসআলা : কোন মহিলাকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখার পরও যদি তাকে বিবাহ করা হয় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার রেহেম (গর্ভাশয়)-কে পাক পবিত্র করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা হালাল হবে। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, গর্ভাশয়কে পাক-পবিত্র করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করাকে আমি পছন্দ করি না। (হিদায়া) পিতা যদি পুত্রের দাসীকে বিবাহ করে তবে তা আমাদের মাযহাবে জায়েয হবে। (তাতারখানিয়া) যদি কোন মহিলাকে বন্দী করে দারুল হরব থেকে আনা হয় তাহলে বন্দীকারক ছাড়া অন্য লোকের জন্য তাকে বিবাহ করা জায়েয হবে। যদি উক্ত মহিলাকে স্বামী ছাড়া একা বন্দী করে আনা হয়। এ মাসআলাটি 'ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। আর তার উপর ইদত পালন করাও ওয়াজিব হবে না।

১. দাসীর গর্ভাশয়কে পাক-পবিত্র করা মুনীবের উপর ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (শারহুল হিদায়া)

অনুরূপভাবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে যে মহিলা হিজরত করে দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে তাকে বিবাহ করাও জায়েয। এবং তার উপরও ইদত ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর ইদত ওয়াজিব হবে। এবং তাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। এমনিভাবে হায়িযের মাধ্যমে তার গর্ভাশয়কে পাক-পবিত্র প্রমাণ করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা কোন ইমামের মতেই জায়েয হবে না। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। (বাদায়ে)

সপ্তম অনুচ্ছেদ : শিরক জনিত কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ

১. মাসআলা : অগ্নি পূজারী এবং প্রতিমা পূজারী মহিলাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নেই। তারা আযাদ হোক বা দাসী হোক হুকুমের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ) প্রতিমা পূজারীদের মধ্যে সূর্য পূজারী, নক্ষত্রপূজারী এবং ঐ সমস্ত লোক যারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত চবি অংকন করে এর পূজা করে। অনুরূপভাবে মু'আত্তালা (مُعَاتَّلَا) যিন্দীক<sup>১</sup> বাতিনীয়া; ইবাহিয়া সম্প্রদায়<sup>২</sup>। এবং ঐ সমস্ত সম্প্রদায় যারা কুফরী আকীদা পোষণ করে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। (ফাতহুল কাদীর)

২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি মুশরিক বা অগ্নিপূজক মহিলার মালিক হয় তবে তার সাথে সে সংগত হতে পারবে না। কিতাবিয়া (যে মহিলা আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী) মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানের জন্য জায়েয। চাই সে হরবী হোক বা যিম্মী। (মুহীত : সারাখসী) তবে উত্তম হল, এ জাতীয় মহিলা বিবাহ না করা। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাদের যবাইকৃত পণ্ডর গোশত খাওয়া জায়েয নেই। (ফাতহুল কাদীর) যদি মুসলমান পুরুষ কিতাবী কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে স্বামী তার স্ত্রীকে গীর্জায় যাওয়া থেকে বারণ করতে পারবে। (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ) অনুরূপভাবে ঘরে শরাব ইত্যাদি তৈরি করা থেকেও স্বামী তাকে বারণ করতে পারবে। (আন নাহরুল ফায়িক) অবশ্য হায়িয-নিফাসের রক্ত এবং জানাবাত যে অবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব এর গোসলের ক্ষেত্রে স্বামী তাকে বাধ্য করতে পারবে না। (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ)

১. মু'আত্তালা : গ্রীক দার্শনিকদের মতে আল্লাহ তায়ালা বেকার। তাঁর কোন কর্ম নেই। যারা এ মতবাদে বিশ্বাসী তাদেরকেই মু'আত্তালা বলা হয়। যিন্দীক : যারা প্রকাশ্যে ঈমান এবং অন্তরে কুফরী পোষণ করে তাদেরকে যিন্দীক বলা হয়। (আলমগীরী (উর্দু) ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২)

২. বাতিনীয়া : যে সম্প্রদায় কুরআনের বাতিনী অর্থ অনুসন্ধান করে এবং তার উপর আমল করে তাদেরকে বাতিনী সম্প্রদায় বলা হয়। চারশ হিজরী সনে মিসরে তাদের উত্থান ঘটে। ৬৩০ পর্যন্ত তাদের দৌরাভ ছিল। পরে চেঙ্গিজ খানের পুত্র কা'আন এর হাতে এদের পতন ঘটে। ইবাহিয়া সম্প্রদায়ের মতে সর্ব প্রকার পাপাচার বৈধ। তাই এমতের অনুসারীদেরকে ইবাহিয়া বলা হয়। (আলমগীরী (উর্দু) ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২)



৩. মাসআলা : যদি কোন মুসলমান দারুল হরবে কোন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করে তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু মাকরুহ হবে। পরবর্তী সময়ে যদি তারা দারুল হরব থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে তাদের বিবাহ বাকী থাকবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আর যদি মুসলিম স্বামী স্ত্রীকে সেখানে রেখে নিজে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর অবস্থান ভিন্ন দেশে হওয়ার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। (শারহুল মাবসূতঃ ইমাম সারাখসী) মুবায়য়িয পুরুষ মুবায়য়িয়া মহিলাকে ওলী বা সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ পর তারা যদি উভয়ে মুসলমান হয়ে যায় এবং তাদের পূর্ববর্তী ধ্যান ধারণা তথা নিফাক ইত্যাদি পরিহার করে আর স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করে কিন্তু সঙ্গম না করে থাকে, এ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যদি উক্ত মহিলা অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে শায়খ ইমাম আবু বকর, মুহাম্মদ ইবন ফয়ল (র)-এর মতে তারা যদি মনে মনে কুফরী পোষণ করে এবং মুখে মুখে ইসলামের কথা যাহির করে তাহলে তাদের পূর্ব বিবাহ বহাল থাকবে। দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয হবে না। আর তারা উভয়ে যদি কুফরীর কথা প্রকাশ করে বেড়ায় অথবা তাদের একজন যদি নীতি অবলম্বন করে চলে তবে তাদের হুকুম মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) লোকদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের পূর্ব বিবাহ সহীহ হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪. মাসআলা : যারা আসমানী কোন ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী এবং যাদের আসমানী কিতাব রয়েছে, যেমন হযরত ইব্রাহীম ও শীছ (আ)-এর সহীফা এবং হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি নাযিলকৃত যাবুর কিতাব ইত্যাদি। তবে তারা কিতাবী সম্প্রদায় বলে গন্য হবে। তাদের মহিলাদেরকে বিবাহ করা এবং তাদের যবাহকৃত পশু ভক্ষণ করা আমাদের জন্য জায়েয, (তাবয়ীন) মুসলমানদের জন্য 'সাবী' সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে বিবাহ করা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয, তবে মাকরুহ। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তাদের যবাহকৃত পশুর গোশত খাওয়াও বৈধ নয়। এই মতভেদের কারণ হল ইমাম আযম আবু হানীফা (র) মতে, তারা হচ্ছে খ্রিষ্টানদের একটি সম্প্রদায়, তারা যাবুর কিতাব পাঠ করত এবং তারা কোন কোন নক্ষত্রকে এমনভাবে তায়ীম করত যেমন আমরা খানায় কা'বার তায়ীম করি। আর সাহিবাইন (র) তাদের নক্ষত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে নক্ষত্রের ইবাদত হিসাবে গন্য করেছেন। সুতরাং তাঁদের মতে তারা প্রতিমা পূজারীদের অনুরূপ। (কাফী) হিদায়ার অধিকাংশ ব্যাখ্যা গ্রন্থেও অনুরূপ মতামত বর্ণিত রয়েছে।

৫. মাসআলা : যদি কোন মহিলার পিতামাতার কোন একজন কিতাবী এবং অপরজন অগ্নিপূজক হয়ে যায়, তবে এ মহিলা তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং তার

১. তারা ইবাহিয়্যা সম্প্রদায়ের একটি উপদল। তারা সর্বদা সাদা কাপড় পরিধান করে বলে তাদের এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। (আলমগীরী, (উর্দু) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩)

বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কেউ কোন ইয়াহুদী মহিলাকে বিবাহ করার পর সে যদি খ্রিষ্টান হয়ে যায় অথবা খ্রিষ্টান মহিলা যদি ইয়াহুদী হয়ে যায় তবে তার বিবাহ বাতিল হবে না। আর যদি সাবিঈ হয়ে যায়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিবাহ ফাসিদ হবে না। কিন্তু সাহিবায়নের মতে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। (আল-জাওহারাতুন নায্যারা) শায়খ খাজান্দরী (র) বলেন, এ সম্বন্ধে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ের থেকে কোন একজন যদি এ অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তাদের মধ্যে নতুন করে বিবাহ হলে বিবাহ সহীহ হবে না। তাহলে তাদের বৈধ বিবাহও বাতিল হয়ে যাবে। অগ্নিপূজক হওয়ার কারণে যদি বিবাহ বাতিল হয়ে যায় তবে এ কাজ যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়ে থাকে তবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং উক্ত মহিলা মহরের কোন হকদার হবে না। আর এ কাজ স্ত্রী সহবাসের আগে হয়ে থাকলে সে মৃত'আও পাবে না। যদি স্বামীর পক্ষ থেকে এ কাজ হয়ে থাকে এবং তা যদি সহবাসের পূর্বে হয়ে থাকে আর আক্দের সময় মহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে তবে সে মৃত'আ পাবে। যদি এ কাজ সহবাসের পরে ঘটে থাকে তাহলে মহিলা পূর্ণ মহরের হকদার হবে। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)

৬. মাসআলা : মুরতাদ পুরুষের জন্য মুরতাদ, মুসলিম এবং কাফির মহিলা কাউকেই বিবাহ করা জায়েয নেই। এমনভাবে উপরোক্ত কারো সাথেই মুরতাদ কোন মহিলার বিবাহ শাদী জায়েয নেই। (মাবসূত) কোন মুসলমান মহিলার বিবাহ কোন মুশরিক এবং কিতাবী ব্যক্তির সাথে জায়েয নেই। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) মূর্তি পূজারী এবং অগ্নিপূজক মহিলার বিবাহ মুরতাদ ব্যতীত সকল কাফিরের সাথেই জায়েয। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যিম্মী লোকদের তাদের পরস্পরের শরী'আত ভিন্ন ভিন্ন। (বাদায়ে) কোন মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করার পর কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করা বা কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করার পর মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করা উভয়ই জায়েয। উল্লেখ্য যে, সহবাসের পালা বন্টনের ক্ষেত্রে মুসলিম ও কিতাবী মহিলা উভয়ই সমান। কেননা বিবাহের উপযুক্ততার মধ্যে তারা সমান (শারহ জামিইস সাগীর : কাযীখান)

অষ্টম অনুচ্ছেদ : মালিকানার কারণে যে যে মহিলাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ

১. মাসআলা : নিজের গোলামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কোন মহিলার জন্য জায়েয নেই। এমনভাবে ঐ গোলামের সাথেও বিবাহ জায়েয নেই যার মালিকানায় সে শরীক। বিবাহের উপর যখন মালিকানা স্বত্বযুক্ত হয় তখন বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন অন্যের পূর্ণ মালিক হল অথবা আংশিক মালিক হল



তাহলে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। (বাদায়ে) যদি কোন ব্যক্তি নিজের দাসী কিংবা মুকাতাবা কিংবা মুদাব বারা অথবা উম্মে ওয়ালাদকে বিবাহ করে অথবা এমন কোন দাসীকে বিবাহ করে যার সে আংশিক মালিক, তবে এই বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এমনভাবে ঐ দাসীকেও বিবাহ করা জায়েয নয় যার মধ্যে তার মালিকানার হক রয়েছে। যেমন ঐ দাসী যাকে তার মুকাতাব গোলাম নিজ উপার্জনের দ্বারা খরীদ করেছে অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত বা ঋণগ্রহিতা গোলাম খরীদ করেছে। (মুহীত : সারাখসী) ফকীহগণ বলেন, এই যমানায় উত্তম হল, নিজ দাসীকেও বিবাহ করে নেওয়া। এমনকি সে যদি আযাদ হয়ে যায় তাহলে বিবাহের হকুমের আওতায় তার সাথে সহবাস করা হালাল হবে (সিরাজিয়া)

২. মাসআলা : অনুমতিপ্রাপ্ত এবং মুদাব্বার গোলাম যদি নিজ নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকে খরীদ করে তবে তাদের বিবাহ বাতিল হবে না। অনুরূপভাবে মুকাতাব গোলাম যদি নিজ স্ত্রীকে বিবাহ করে তবে তার বিবাহও ফাসিদ হবে না। কিন্তু মুকাতাব যদি বাদী খরীদ করে তাকে বিবাহ করে তবে এ বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যে গোলামের আংশিক আযাদ সে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুকাতাব গোলামের অন্তর্ভুক্ত। সে যদি তার স্ত্রীকে খরীদ করে তবে তার বিবাহ ফাসিদ হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, সে ঋণগ্রস্ত আযাদ ব্যক্তির মত। তাই তার বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৩. মাসআলা : যদি আযাদ ব্যক্তি নিজ দাসীকে খিয়ারের শর্তানুযায়ী খরীদ করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার বিবাহ বাতিল হবে না। মুকাতাব গোলাম যদি তার মুনীব মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহ সহীহ হবে না। এতদসত্ত্বেও সে যদি তার সাথে সহবাস করে তাহলে তার উপর উকর ওয়াজিব। মুনীব মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি মুকাতাব গোলামকে আযাদ করে দেওয়া হয়, তাহলেও এ বিবাহ জায়েয বলে গন্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি মুকাতাব বা সাধারণ গোলাম মুনীবের অনুমতি সাপেক্ষে মুনীবের কন্যা বিবাহ করে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। তারপর মুনীব মারা যাওয়ার পর সাধারণ গোলামের বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু মুকাতাব গোলামের বিবাহ মুনীবের মারা যাওয়ার কারণে আমাদের মাযহাবে ফাসিদ হবে না। (মাবসূত) তারপর যদি মুকাতাব আযাদ হয়ে যায় তাহলে তার বিবাহ বহাল থাকবে। মুনীব অপারগতার কারণে যদি মুকাতাব গোলামকে পুনরায় সাধারণ গোলাম বানিয়ে দেয়, তবে তার কন্যার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। যদি সহবাসের পূর্বে এইরূপ হয়ে থাকে তাহলে পূর্ণ মহর রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সহবাসের পর এ ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তার মহর পরিমাণ অংশ এ গোলাম থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং বাকী অংশ ওয়ারিসদের জন্য বহাল থেকে যাবে। মুনীবের মৃত্যুর

১. মহরের পরিবর্তে দেয় মাল।

পর মুকাতাব গোলাম যদি মুনীবের কন্যাকে বিবাহ করে তবে এ বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

নবম অনুচ্ছেদ : তালাক ঘটিত কারণে যে যে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ

১. মাসআলা : যদি স্বামী তার আযাদ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহের পর সহবাস না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য পুনরায় তাকে বিবাহ করা জায়েয নয়।<sup>১</sup> অনুরূপভাবে দাসীকে দুই তালাক দেওয়ার পর শরয়ী তরীকায় হালাল না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। যেমনিভাবে তাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। ঠিক তেমনিভাবে মালিকানায় ভিত্তিতে তার সাথে সদম করাও জায়েয নেই। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি কোন দাসীকে বিবাহ করার পর তাকে দুই তালাক প্রদান করে, অতঃপর তাকে খরীদ করে আযাদ করে দেয়, তবে তাকে পুনরায় বিবাহ তার জন্য জায়েয হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য পুরুষের নিকট বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং ঐ পুরুষ তার সাথে সহবাস করে পরে তাকে তালাক দেয় এবং তালাকের পর ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যায় (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)।

সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মাসাইল

১. মাসআলা : মুত'আ বিবাহ বাতিল। এর দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা হালাল হয় না। আর মুত'আ বিবাহ যেহেতু বাতিল তাই এর উপর তালাক, ইলা এবং যিহার কোন কিছুই অর্পিত হয় না। আর এর কারণে পুরুষ মহিলা কেউ কারো ওয়ারিস হয় না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : বিবাহের শব্দমালা) মুত'আ বিবাহের নিয়ম হচ্ছে এই যে, যে মহিলা বিবাহ সংগঠিত হওয়ার সকল প্রকার প্রতিবন্ধক মুক্ত তাকে পুরুষ কর্তৃক এ কথা বলা যে, আমি তোমার থেকে এত দিন যেমন দশ দিন অথবা কয়েক দিন এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে যৌন সম্বোগ হাসিল করব অথবা এমন বলা যে, আমাকে কয়েকদিন অথবা দশ দিন এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে তোমার থেকে যৌন সম্বোগ হাসিল করার সুযোগ দাও। (ফাতহুল কাদীর) অনুরূপভাবে মু'আক্কাত বিবাহও বাতিল<sup>২</sup>। (হিদায়া)।

১. উভয় স্বামীর তালাকের পর ইদত অতিবাহিত হওয়া অপরিহার্য এবং একরূপ তালাক প্রদানের শর্তারোপ করে বিবাহ প্রদানকে হাদীসে 'ভাড়া করা ঘাঁড়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মুফতীগণ এ বিষয়ে মোটেই সতর্ক নন। এ ছিল স্বাভাবিকভাবে দ্বিতীয় স্বামী বিবাহের পর কোন কারণে তালাক দিল বা মারা গেল। আফসোস! একে সাধারণত নিয়মে পর্যবসিত করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা অতীব জরুরী। (সম্পাদক)

২. মু'আক্কাত বিবাহ : কোন পুরুষ কোন মহিলাকে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি বলল যে, আমি এত টাকার বিনিময়ে দশ দিন পর্যন্ত তোমার থেকে যৌন সম্বোগ হাসিল করতে চাই, একে পরিভাষায় নিকাহে মু'আক্কাত বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৫৩৪) যৌন সম্বোগ করতে চাই বললে মুত'আ হবে। ১০ দিনের জন্য বিবাহ করতে চাই বললে মু'আক্কাত হবে। উভয়ই হারাম। পার্থক্য হল মুত'আর ক্ষেত্রে বিবাহ বাতিল হবে আর নিকাহে মু'আক্কাতের ক্ষেত্রে ১০ দিনের শর্ত বাতিল হয়ে স্থায়ী বিবাহে পরিণত হবে। (সম্পাদক)



বিশুদ্ধতম মতানুসারে সময় দীর্ঘ হওয়া বা সংকীর্ণ হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে সময় নির্দিষ্ট হওয়া এবং না হওয়ার মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। (আল-নাহরুল ফায়িক)

২. মাসআলা : শায়খুল ইসলাম শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী(র) এবং অধিকাংশ মাশাইখে কিরাম বলেন, যদি তারা এমন দীর্ঘ সময়ের কথা উল্লেখ করে যে, তারা এতদিন পর্যন্ত বেঁচেই থাকবে না। যেমন হাজার বছর তবে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন কেউ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া বা হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ পর্যন্ত ইত্যাদি দীর্ঘ মিয়াদী সময়ের শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ করলে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে ইমাম হাসান (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (মুহীত) কেউ যদি সময়ের উল্লেখ ছাড়া কোন মহিলাকে বিবাহ করে, কিন্তু মনে মনে নিয়ত করে যে এত দিন পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকব, তবে বিবাহ সহীহ হবে। (তাবয়ীন) কেউ যদি এই মনে শর্ত পোষণ করে কোন মহিলাকে বিবাহ করে যে, এক মাস পর সে তাকে ছেড়ে দিবে তবে তা জায়েয হবে। (আল-বাহরুর রায়িক) নাহারিয়াতের শর্তে বিবাহ করা অর্থাৎ কোন মহিলাকে এই শর্তে বিবাহ করা যে, স্বামী তার সাথে কেবল দিনের বেলা থাকবে রাতে থাকবে না এতে কোন অসুবিধা নেই (তাবয়ীন)

৩. মাসআলা : মুহরিম ও মুহরিমা মহিলার জন্য ইহরামের অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয। এমনভাবে মুহরিমের ওলী যদি ইহরামের অবস্থায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় তবে তাও জায়েয হবে।<sup>১</sup>

৪. মাসআলা : যদি কোন মহিলা একথা দাবী করে যে, সে আমাকে বিবাহ করেছে এবং এ ব্যাপারে (কমপক্ষে দুইজন) সাক্ষী প্রমাণও পেশ করে, এ প্রেক্ষিতে বিচারক যদি এ মর্মে ফয়সালা করে দেয় যে, এ মহিলা তার স্ত্রী অথচ সে উক্ত মহিলাকে বিবাহ করেনি তবে এ মহিলা ঐ পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারবে। এবং সে যদি খাহিশ করে তবে উক্ত পুরুষ তার সাথে সহবাসও করতে পারবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিमत ব্যক্ত করেছেন। তার শেষোক্ত কথা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতামতের অনুরূপই। তার মতে ঐ মহিলার সাথে সহবাস করা জায়েয নেই। (হিদায়া) কাযীর বিচার নতুন আক্দ্ হিসাবে পরিগণিত হবে। এ কারণেই শর্ত হল, মহিলার জন্য উক্ত আক্দের যোগ্যতার সম্পন্ন হওয়া।<sup>২</sup> সুতরাং ঐ মহিলা যদি কারো স্ত্রী হয়ে থাকে অথবা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে কারো ইদ্দতের মধ্যে থাকে অথবা স্বামীর পক্ষ হতে তিন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে তার হুকুম কার্যকরী হবে না। অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে বিচারকের হুকুম প্রদান কালে সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা শর্ত (তাবয়ীন)

১. অবশ্য ইহরাম অবস্থায় সহবাস বা অনুরূপ কার্যাবলী করা হারাম। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ শরীয়াতের দৃষ্টিতে মহিলাকে স্থায়ী বা সাময়িককালীন বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। (সম্পাদক)

এভাবে কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার ব্যাপারে দাবী করে সে তাকে বিবাহ করেছে তবে তার হুকুম এ অনুরূপই হবে। এমনভাবে যদি বাস্তবে মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতে যদি তালাকের ফয়সালা দেওয়া হয় অথচ মহিলা জানে যে, ইহা ঘটনার বিপরীত তবে ইদ্দতের পর ঐ মহিলার অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয হবে। এমনকি সাক্ষীর জন্য তাকে বিবাহ করা জায়েয। তখন প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত মহিলা হারাম হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, এমনভাবে দ্বিতীয় স্বামীর জন্যও হালাল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। সহবাস হওয়ার পর উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। কেননা তার উপর এখন ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, উক্ত মহিলা দ্বিতীয় স্বামীর জন্য কখনো হালাল হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক)

৫. মাসআলা : কোন পুরুষ দাবী করল যে, সে এই মহিলাকে বিবাহ করেছে। কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করল। তারপর সে ঐ মহিলার সাথে একশ' টাকার বিনিময়ে এই মর্মে আপোষ করল যে, সে তার কথা স্বীকার করবে। অতঃপর সে তা স্বীকার করল, তবে এই একশ' টাকা তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে এবং এই স্বীকৃতি বিবাহের স্থলাভিষিক্ত হবে। যদি এই স্বীকৃতি সাক্ষীদের সামনে প্রকাশ করা হয় তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং এ মহিলার জন্য তার স্বামীর সাথে বসবাস করাও জায়েয হবে। আর যদি এ স্বীকৃতি সাক্ষীদের সামনে প্রকাশ না করা হয়, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে না এবং এই পুরুষের সাথে বসবাস করা এই মহিলার জন্য জায়েযও হবে না, এটাই বিশুদ্ধ মত (মুহীত)

১. মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে বিচারকের জানা নাই। একে শরীয়াতের পরিভাষায় :

تَضَاء الْقَاضِي يَتَفَذُّ فِي الْبُعُودِ وَالْفُسُوحِ فِي مَحَلِّ صَلَاحٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ وَأَمَّا مُطْلَقًا أَيْ فِي الْأَجْيَارِ لَا يَتَفَذُّ

إِتِّفَاقًا عِنْدَ الْأَمَةِ (সম্পাদক)



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ওলীর বিবরণ

১. মাসআলা : চার কারণে বিলায়েত (কর্তৃত্ব) প্রমাণিত হয়। (১) কারাবাত (আত্মীয়তা) (২) ওয়ালা<sup>১</sup> (علاء), (৩) ইমামত (নেতৃত্ব), (৪) মালিকানা। (আল-বাহরুর রায়িক) মহিলার সর্বাধিক নিকটবর্তী ওলী তার পুত্র, তার পৌত্র, তার পর প্রপৌত্র ও তদনিম্ন সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন। তারপর ওলী হবে মহিলার পিতা, তারপর পিতার পিতা-দাদা ও তদুর্ধ্ব পুরুষগণ। (মুহীত) কোন পাগলিনী মহিলার যদি পুত্র ও পিতা থাকে বা দাদা ও পুত্র থাকে তবে শায়খাইন তথা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার পুত্র তার ওলী হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে পিতা তার ওলী হবে। (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ) এ ক্ষেত্রে উত্তম হল, পিতা তার পুত্রকে এ মর্মে হুকুম করা যে, তুমি তাকে বিবাহ দিয়ে দাও। তাহলে মতভেদ ছাড়াই বিবাহ জায়েয হয়ে যাবে। (শারহুত তাহাভী) এরপর তার ওলী হবে তার সহোদর ভাই। তারপর মহিলার বৈমাত্রেয় ভাই। তারপর মহিলার সহোদর ভাইয়ের পুত্র। তারপর তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র। এমনি করে তদনিম্ন পুরুষগণ। তারপর সহোদর চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, তারপর সহোদর চাচার পুত্র। তারপর বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র। এমনি করে তদনিম্ন পুরুষগণ। তারপর মহিলার পিতার সহোদর চাচা। তারপর তার পিতার বৈমাত্রেয় চাচা। এরপর উক্ত ক্রমধারা অনুসারে তাদের সন্তানগণ ওলী হবে। তারপর দাদার সহোদর চাচা। তারপর দাদার বৈমাত্রেয় চাচা। তারপর তার সন্তানগণ উক্ত ধারা অনুসারে। তারপর মহিলার দূরবর্তী আসাবা এবং সে হল তার দূরবর্তী চাচার পুত্র। (তাতারখানিয়া) এই সমস্ত ওলীদের তারতীব (ক্রমধারা) অনুযায়ী না বালিগ কন্যা এবং নাবালিগ পুত্রের উপর জোর খাটানোর অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে বালিগ

১. কাউকে আযাদ করার কারণে আযাদকারী ব্যক্তি আযাদকৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তিতে যে মীরাসের হকদার হয় অথবা আকদে মুওয়ালাতের কারণে ব্যক্তি যে মীরাসের হকদার হয় তাকে ওয়ালা বলা হয়। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৫৪৭)

'মাওলাল মুওয়ালাত' (مولى المولات) বলা হয়, অজ্ঞাত বংশীয় কোন ব্যক্তির সুপ্রসিদ্ধ বংশ মর্যাদার অধিকারী কোন ব্যক্তির সাথে এ মর্মে আত্মীয়তা কয়েম করা যে, যদি আমার দ্বারা কোন অপরাধ সংগঠিত হয় তবে এর দিয়াত তোমার আকিলা (আত্মীয়)-এর উপর ওয়াজিব হবে। আর আমার নিকট ধন-সম্পদ থাকলে আমার মৃত্যুর পর তুমি এর মালিক হবে। অতঃপর মাওলা তা কবুল করে নিলে একেই 'মুওয়ালাত' বলা হয় এবং ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে 'মাওলাল মুওয়ালাত' বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৫১৫)

হওয়ার পরও পাগল হয়ে গেলে তার উপর উল্লেখিত ওলীগণের বল প্রয়োগ করার অধিকার থাকবে। (আল-বাহরুর রায়িক)

২. মাসআলা : তারপর 'মাওলাল আতাকা' তথা গোলাম আযাদকারী ব্যক্তি আযাদকৃত ব্যক্তির ওলী হবে। এরপর মুনীবের আসাবা ওলী হবে।<sup>১</sup> (তাবয়ীন) আসাবাদের কেউ না থাকলে 'যাবিল আরহাম' থেকে যে সব আত্মীয় থাকবে যারা না-বালিগ পুত্র কন্যার ওয়ারিস হয় তারাই তাদের বিবাহের ওলী হবে। এটাই ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর যাহিরী রিওয়ায়েত। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যা-বিল আরহাম কেন আত্মীয় বিবাহের ওলী হতে পারবে না। এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বক্তব্য দ্বিধাপূর্ণ। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে যাবিল আরহাম এর ওলী হওয়ার ক্ষেত্রেও ক্রমধারা রয়েছে। সে হিসাবে কন্যার সর্বাধিক নিকটবর্তী হল, তার মা, তারপর কন্যা, তারপর পুত্রের কন্যা, তারপর নাত্নীর কন্যা, তারপর সহোদর কোন তারপর বৈমাত্রেয় বোন, তারপর বৈপিত্রেয় ভাইবোন এবং তারপর তাদের সন্তানগণ উপরোক্ত ধারা অনুসারে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : বোনের সন্তানদের পর ফুফী, তারপর মামা, তারপর খালা, তারপর চাচাদের কন্যা, তারপর ফুফীদের কন্যা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে জাদে ফাসিদ<sup>২</sup> বোনের থেকে উত্তম ও অগ্রবর্তী। (ফাতহুল কাদীর) তারপর মাওলাল মুওয়ালাত বিবাহের ওলী হবে। তারপর বাদশাহ, তারপর বিচারক এবং এরপর বিচারকের প্রতিনিধি ওলী হবে। (মুহীত)

৪. মাসআলা : যে বিবাহে ওলীর প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে বিচারক তখনই ওলী হতে পারবে, যদি এ বিষয়টি তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি অন্তর্ভুক্ত না থাকে তাহলে বিচারক ওলী হতে পারবে না। বাদশাহের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়েই বিচারক যদি কোন মহিলাকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয়, এরপর বাদশাহ তাকে অনুমতি প্রদান করে, তারপর বিচারক এ বিবাহের অনুমতি দেয় তাহলে ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে এ বিবাহ জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটাই বিগতমত। (মুহীত : সারাখসী) বিচারক যদি নিজেই কোন নাবালিগ কন্যাকে বিবাহ করে নেয় তবে এ বিবাহ ওলীহীন বিবাহ হিসাবে গন্য হবে। কেননা সে ব্যক্তি হিসেবে প্রজাদের তুল্য। অথচ কর্তৃত্বের এ

১. আসাবা : আসাবা প্রধানতঃ তিন প্রকার : ১. আসাবা বি-নাফসিহীঃ যে পুরুষ পুরুষ লোকের মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়। মধ্যখানে কোন মহিলার সংযোজন হয় না তাকে 'আসাবা বি-নাফসিহী' বলে। যে সব মহিলাদের হিস্যা নির্ধারিত অর্থাৎ অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ তাদেরকে 'আসাবা বি-গায়রিহী' বলে। আর যে মহিলা অন্য মহিলার মধ্যস্থতায় তার সাথে আসাবা হয় তাকে 'আসাবা মাআগায়রিহী' বলে। ওলী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে 'আসাবা বি-নাফসিহী' পরে 'আসাবা বি-গায়রিহী' তারপর 'আসাবা মাআগায়রিহী'। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৩৮১)। ২. 'যাবিল আরহাম' যে সব আত্মীয়ের হিস্যা নির্ধারিত নয় এবং যারা আসাবা নয় তাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় 'যাবিল আরহাম' বলা হয়।

২. জাদে ফাসিদ : যার সম্পর্কের মধ্যে মহিলা বর্তমান অর্থাৎ নানা। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (উর্দু), পৃ. ১৫২)



হক তদুর্ধ মর্যাদার লোকদের জন্য প্রমাণিত। অর্থাৎ গভর্ণরের জন্য সুপ্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, গভর্ণর ও নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাগরিকদের মতই এমনিভাবে খলীফাও তার নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাগরিকদের মত। (মুহীত)

৫. মাসআলা : চাচার পুত্র ওলী হলে সে নিজে চাচাতো বোনকে বিয়ে করে নিতে পারবে। (হাভী) কাযী তথা বিচারক যদি কোন না-বালিগা কন্যার বিবাহ নিজের পুত্রের সাথে করিয়ে দেয় তাহলে তা জায়েয হবে না। কিন্তু অন্যান্য ওলীগণের ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ধরনের। (তাজনীস ও মযীদ) নাবালিগ পুত্র কন্যাকে বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে ওসীর কোন কর্তৃত্ব নেই। চাই নাবালিগ পুত্র বা কন্যার পিতা এ কাজের জন্য তাকে ওসীয়ত করুক বা না করুক। কিন্তু ওলী যদি তাদের উভয়ের ওলী হয় তাহলে এ অধিকারের ভিত্তিতে সে তাদেরকে বিবাহ দিতে বা করাতে পারবে। ওলী হওয়ার কারণে নয়। (মুহীত) যদি নাবালিগ সন্তান-সন্ততি কারো তত্ত্বাবধানে থাকে সে তাদের প্রতিপালন করে যেমন এক ব্যক্তি রাস্তায় দু'টি সন্তান পেয়েছে, ইত্যাদি তাহলে সে তাদের ওলী হয়ে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) গোলাম কারো ওলী হতে পারবে না। অনুরূপভাবে মুকাতাব স্বীয় পুত্রের ওলী হতে পারবে না। (মুহীত : সারাখসী)

৬. মাসআলা : নাবালিগ সন্তান এবং পাগল কারো ওলী হতে পারবে না। এমনিভাবে কাফির কোন মুসলিম নর-নারীর ওলী হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কাফির নর-নারীর উপর কোন মুসলমান ওলী হতে পারবে না। (মুযমারাত) ফকীহগণ বলেন, এখানে এ কথা উল্লেখ করাও বাঞ্ছনীয় যে, কিন্তু যদি কোন মুসলমান কোন কাফির দাসীর মুনীব হয় বা বাদশাহ হয় তাহলে তারা ঐ কাফির মহিলার ওলী হতে পারবে। (আল-বাহরুর রাযিক) কাফিরের উপর কাফিরের বিলায়েত (কর্তৃত্ব) হাসিল হয়। (তাবয়ীন) মুরতাদ কারো ওলী হতে পারবে না। মুসলমান এবং কাফিরের ওলী হতে পারবে না। এমনকি অনুরূপ ব্যক্তির উপরও ওলী হতে পারবে না। (বাদায়ে) ফিসক-পাপাচার ওলী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা : যদি কারো ওলী পাগল হয়ে যায় এবং তা যদি স্থায়ী হয় তবে তার কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে। আর যদি তা স্থায়ী না হয় বরং ক্ষণেক্ষণে তা দেখা দেয় আবার ভালও হয়ে যায় তাহলে সুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় সে যে সিদ্ধান্ত দিবে তা কার্যকরী হবে। (যখীরা) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর এক রিওয়ায়েত মতে স্থায়ী পাগল হওয়ার জন্য একমাস কাল এ অবস্থায় থাকা আবশ্যিক এবং এ মতের উপরই ফাতওয়া। (ওয়াজীয : কুরদুরী) 'আল-বাহরুর বাযিক' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১. ওসী : কারো মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখাওনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'ওসী' বলা হয়। ওসীর জন্য তাসাররুফ তথা হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও শরীয়াত কর্তৃক স্বীকৃত। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৫৪৩)

যদি পুত্র অবাধ ও পাগল অবস্থায় বালিগ হয় তবে তাদের জান মালের উপর পিতার বিলায়েত (কর্তৃত্ব) থাকবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : আবুল লায়স সমরকান্দী (র)-এর ফাতাওয়ায় উল্লেখ আছে যে, যদি পিতা তার বালিগ পুত্রের সাথে কোন মহিলাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, অথচ পুত্র এখনো তাকে এ বিষয়ে অনুমতি দেননি, এ অবস্থায় পুত্র যদি পাগল হয়ে যায় এবং তা যদি স্থায়ী হয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে পিতা অনুমতি দিলে এ বিবাহ জায়েয হয়ে যাবে। ফকীহ আবু বকর (র) এই মাসআলা ব্যতীত অন্য মাসআলায় মতভেদ করে বলেন, পুত্র যদি জ্ঞানবান অবস্থায় বালিগ হয় এবং পরে পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, কিয়াস-এর ভিত্তিতে পিতার বিলায়েত প্রত্যাবৃত্ত হবে না। কাজেই এ অবস্থায় পিতা যদি তার মালে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে কোন মহিলাকে তার বিবাহে আবদ্ধ করে দেয় তাহলে তা জায়েয হবে না। এই অবস্থায় বিলায়েত কাযী তথা বিচারকের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, ইসতিহসানের ভিত্তিতে বিলায়েত পিতার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হবে। ফকীহ আবু বকর মাদানী (র) বলেন, আমাদের ইমামত্রয়ের মতে, বিলায়েত পিতার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হবে। (যখীরা) পিতা যদি আমাদের ইমামত্রয়ের মতে, বিলায়েত পিতার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হবে। (যখীরা) পিতা যদি পাগল বা মতিভ্রম হয়ে যায়, তবে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে পুত্রের জন্য বিলায়েত কর্তৃক হাসিল হবে না। অবশ্য বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ (র)-এর মতে পুত্রের অধিকার থাকবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) এটাই সহীহ মত (গিয়াসিয়া)

৯. মাসআলা : যদি কোন না-বালিগ ও না-বালিগার এমন দুইজন ওলী থাকে, যারা সম মর্যাদার, তাহলে তাদের দুইজনের যে কোন একজন তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দিলে আমাদের মাযহাবে তা জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ওলী অনুমতি প্রদান করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু দুই ব্যক্তির শরিকানাধীন দাসীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যদি কোন দাসীর মধ্যে দুই ব্যক্তি শরীক থাকে এবং তাদের একজন যদি তাকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে অপর জনের অনুমতি ব্যতীত এ বিবাহ জায়েয হবে না। 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দুই ব্যক্তির শরীকাধীন কোন দাসীর বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর যদি উভয়ে এ বাচ্চার নসব-এর দাবী করে এমনকি উভয়ের পক্ষ হতে নসব সাব্যস্তও হয়ে যায় তাহলে এতদুভয়ের যে কোন ব্যক্তি তাকে বিবাহ করিয়ে দিতে পারবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি উভয়ে আগে পিছে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে আগের বিবাহ জায়েয হবে। পরের বিবাহ জায়েয হবে না। আর যদি উভয় মুনীব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট একই সময়ে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, কিন্তু কোনটি আগে হয়েছে তা জানা নেই তাহলে উভয় আকদই বাতিল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : যদি দূরতম ওলী না-বালিগ ও না-বালিগাকে বিবাহ করিয়ে দেয় এ



ক্ষেত্রে নিকটবর্তী ওলী উপস্থিত থাকলে এবং সে যদি ওলী হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাহলে দূরবর্তী ওলীর ও বিবাহ নিকটতম ওলীর অনুমতির উপর নির্ভরশীল থাকবে। নিকটতম ওলীর মধ্যে ওলী হওয়ার যোগ্যতা না থাকলে যেমন সে না-বালিগ অথবা বালিগ কিন্তু পাগল, তাহলে দূরতম ওলীর এ বিবাহ জায়েয হবে। আর যদি নিকটতম ওলী নিরুদ্দেশ ও লাপাত্তা হয়ে যায়, তাহলে দূরবর্তী বিবাহ করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে। (মুহীত) যদি দাসীর মুনীব অনুপস্থিত থাকে তবে নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনগণ তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিতে পারবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) ফকীহগণ সফরের দূরত্বের সাথে মুনীবের অনুপস্থিতির বিষয়টি কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ মুনীব যদি এ পরিমাণ দূরে থাকে তাহলে তাকে চির অনুপস্থিত মনে করা হবে। পরবর্তী ফকীহদের অনেকেই এমতটি গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফাতওয়া। অবশ্য ইমামুল আইম্মা সারাখসী ও মুহাম্মদ ইবন ফায়ল (র) বলেন, বিশুদ্ধতম মতে ওলীকে তখনই স্থায়ীভাবে অনুপস্থিত মনে করা হবে যদি তার রায় গ্রহণ করতে গিয়ে প্রস্তাবদাতা সমকক্ষ পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমতটি খুবই উত্তম। (তাবয়ীন) এর উপরই ফাতাওয়া (জাওয়াহিরুল আখলাতী) কেউ যদি শহরে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকে যে তার সম্পর্কে জানাই যায় না, তবে একেও স্থায়ী অনুপস্থিত বলে ধরা হবে। (শারহ মাজমাইল বাহরাইন) নিকটতম ওলী যদি এমনভাবে হাটা চলার অবস্থায় থাকে যে সে কোথায় আছে তা জানা যায় না অথবা এমনভাবে হারানো গিয়েছে যে তার ঠিকানা জানা নেই অথবা শহরে এমনভাবে আত্মগোপন করে আছে যে তার সম্পর্কে জানা যায় না তাহলে কাযী আবুল হাসান আলী সাগদী (র) বলেন, তাহলে সে স্থায়ী অনুপস্থিত বলে গন্য হবে। কোন মহিলাকে দূরতম ওলী বিয়ে দেওয়ার পর যদি প্রকাশ হয় যে নিকটতম ওলী শহরে লুকায়িত আছে, তাহলে দূরতম ওলীর বিবাহ জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : নিকটবর্তী ওলীর উপস্থিতিতে যদি দূরবর্তী ওলী কাউকে বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে এ বিবাহ নিকটবর্তী ওলীর অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে। এ ক্ষেত্রে নিকটতম ওলী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তবে বিবাহের কর্তৃত্ব দূরতম ওলীর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হবে। এ অবস্থায় কর্তৃত্ব পাওয়ার পর দূরবর্তী ওলীর পূর্বকৃত বিবাহের প্রতি পুনঃ অনুমোদন প্রদান করতে হবে। অন্যথায় এ বিবাহ জায়েয হবে না। (যহীরিয়া) নিকটতম ওলী অনুপস্থিত থাকলে তার বিলায়েত তথা অধিকার বাতিল হয়ে যায় না বহাল থাকে। এ বিষয়ে আমাদের ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, তা বহাল থাকবে। তবে নিকটবর্তী ওলীর অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় দূরবর্তী ওলীর জন্য নতুন বিলায়েতের তথা কর্তৃত্বের হক সৃষ্টি হয়। তখন এমন অবস্থা হয় যেন কোন মহিলার জন্য সমমর্যাদার দুইজন ওলী যথা দুই ভাই অথবা দুইজন চাচা আছে। আর কোন কোন ফকীহ-এর মতে, নিকটতম ওলীর কর্তৃত্ব খতম হয়ে তা দূরতম ওলীর

নিকট প্রত্যাবৃত্ত হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। (বাদায়ে) নিকটবর্তী ওলী যেখানে আছে যেখানে থেকেই যদি কোন মহিলাকে সে বিবাহ দিয়ে দেয়, তবে এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। তবে এ বিবাহ জায়েয না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা তার কর্তৃত্ব খতম হয়ে গিয়েছে। (মুহীত : সারাখসী) কিন্তু অন্য কিতাবের বর্ণনা এর থেকে ভিন্নতম। বর্ণিত আছে যে, নিকটতম ওলী যেখানে আছে সেখান থেকেই সে যদি কাউকে বিবাহ দিয়ে দেয় তবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। অবশ্য যাহিরী মতে বিবাহ জায়েয হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও যহীরিয়া) যদি নিকটতম ও দূরতম ওলী তথা উভয়ের আকদ একই সময় সংগঠিত হয় তবে কারো আকদই জায়েয হবে না। কিন্তু কোনটি আগে পরে হয়েছে তা যদি জানা না থাকে তাহলেও এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (শারহ তাহাভী)

১২. মাসআলা : নিকটতম ওলীর আগমনের কারণে দূরতম ওলীর বিলায়েত কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যায়। তবে সে পূর্বে যে সব আকদ করেছে তা বহাল থাকবে। বাতিল হবে না। কেননা পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা অবস্থায় এ কাজে সংঘটিত হয়েছে (তাবয়ীন)। এ ব্যাপারে ফকীহগণের 'ইজমা'-ঐক্যমত সংগঠিত হয়েছে যে, নিকটতম ওলী যুলুম বা অন্যায় আচরণ করতে আরম্ভ করলে কর্তৃত্ব দূরতম ওলীর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হবে। (খুলাসা) ওলী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অথবা যুলুম আরম্ভ করে কিংবা পিতা ও দাদা যদি ফিসক ও পাপাচারে লিপ্ত হয় তাহলে কাযী (বিচারক) উক্ত মহিলাকে কোন সমকক্ষ পাত্রের নিকট বিবাহ দিয়ে দিতে পারবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

১৩. মাসআলা : না-বালিগম ও না-বালিগা ওলী তাদেরকে তাদের সন্তুষ্টি ছাড়াও বিবাহ করিয়ে দিতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদের অধিকার রয়েছে, (আল-বারজুন্দী)। চাই তারা কুমারী হোক অকুমারী। (আইনী : শারহুল কান্ব) মতিভ্রম এবং পাগল পুরুষ ও মহিলা না-বালিগ পুত্র কন্যার মতই। কাজেই তাদের এ পাগলপনা অবস্থা যদি স্থায়ী হয় তাহলে ওলী তাদেরকে বিবাহ দিয়ে দিতে পারবে। (আন নাহরুল ফায়িক) যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কোন ওলী নাবালিগা কন্যাকে বিয়ে দেয়, তবে সতর্কতাবশত দুইবার তার আকদ পড়াবে। একবার নির্দিষ্ট পরিমাণ মহর উল্লেখ করে এবং দ্বিতীয়বার মহর ধার্য না করে। এরূপ করা দুই কারণে ভাল। (১) যদি নির্ধারিত মহরের পরিমাণ কম হয় তবে প্রথম বিবাহ সহীহ হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ মহরে মিসলের বিনিময়ে সহীহ হয়ে যাবে। (২) যদি স্বামী এরূপ হলফ করে থাকে যে, যদি আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করি অথবা যাকেই আমি বিবাহ করব সে তালাক, তাহলে প্রথম বিবাহের দ্বারা শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় বিবাহ মহরে মিসলের বিনিময়ে সহীহ হয়ে যাবে এবং এ মহিলা স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। বিবাহ সম্পাদনকারী কন্যার পিতা এবং দাদা হলেও ও ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে এরূপ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে শেষোক্ত কারণে এরূপ করা বাঞ্ছনীয় (তাজনীস



ও মাযীদ) যদি না-বালিগ ও না-বালিগের বিবাহ পিতা ও দাদা সম্পাদন করে তাহলে বালিগ হওয়ার পর তাদের 'খিয়ারে বুলূগ'<sup>১</sup> থাকবে না। আর যদি পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কোন ওলী তাদের বিবাহ সম্পাদন করে তাহলে বালিগ হওয়ার পর তাদের উভয়ের 'খিয়ারে বুলূগ' হাসিল হবে। ইচ্ছা করলে তারা এ বিবাহকে বহাল রাখবে এবং ইচ্ছা করলে তারা তা বাতিল করে দিতে পারে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। এক্ষেত্রে কাযী তথা বিচারকের ফয়সালা শর্ত। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী ইচ্ছা করলেই বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। যতক্ষণ না কাযী (বিচারক) এ ব্যাপারে হুকুম প্রদান করবেন। তবে খিয়ারে ইত্কের<sup>২</sup> বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

১৪. মাসআলা : না-বালিগ বা না-বালিগা যদি বালিগ হওয়ার পর বিচ্ছেদকে গ্রহণ করে অথচ কাযী এখনো তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের হুকুম দেয়নি। এমনভাবে তাদের কোন একজন যদি মারা যায়। তাহলে তারা পরস্পর একে অপরের থেকে মীরাস পাবে এবং কাযী কর্তৃক বিচ্ছেদের হুকুম দেওয়ার আগে স্বামীর জন্য ঐ মহিলার সাথে সঙ্গম করাও জায়েয হবে। (মাবসূত) যদি কাযী বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এই বিবাহ সম্পাদন করে তাহলেও তাদের এ ইখতিয়ার থাকবে। এটাই সহীহ মত। এর উপরই ফাতওয়া। (কাফী) কাযী বদীউদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি কোন না-বালিগা কন্যা নিজেকে সমকক্ষ কোন পাত্রের নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় এবং তার কোন ওলী না থাকে আর সে স্থানে কোন কাযীও না থাকে, তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে কি? জবাবে তিনি বললেন, বিবাহ জায়েয হবে, তবে বালিগ হওয়ার পর তার অনুমতির উপর এ বিবাহ মাওকুফ থাকবে। (তাতারখানিয়া)

১৫. মাসআলা : যদি না-বালিগা কন্যা নিজেই কারো বিবাহে আবদ্ধ হয় এরপর তার ভাই যে তার ওলী সে যদি এ বিবাহের অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে বিবাহ জায়েয হবে এবং বালিগ হওয়ার পরও বিবাহ বহাল রাখার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত : সারাখসী) না-বালিগা কন্যা বালিগ হওয়ার পর যদি চুপ করে থাকে এবং সে যদি কুমারী হয় তাহলে তার উক্ত ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর এ ইখতিয়ার মজলিসের শেষসীমা পর্যন্ত দীর্ঘায়িতও হবে না। কিন্তু সে যদি সায়িয়া (অকুমারী) হয় অথবা কুমারী হয় কিন্তু তার স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে। তারপর স্বামীর নিকটই সে বালিগ হয় তাহলে তার চুপ থাকার অথবা মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার কারণে ইখতিয়ার বাতিল হবে না। অবশ্য সে যদি সুম্পষ্ট ভাষায় উক্ত বিবাহের ব্যাপারে

১. খিয়ারে বুলূগ : নাবালিগ কন্যাকে তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়েয। তবে বালিগ হওয়ার পর এ বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার রয়েছে। পরিভাষায় একে 'খিয়ারে বুলূগ' বলে। (অনুবাদক)
২. খিয়ারে ইত্ক : কোন দাসী যদি বিবাহের পর আযাদ হয়ে যায় তবে এ বিবাহ বহাল রাখা এবং না রাখার ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক তার ইখতিয়ার রয়েছে। এ ইখতিয়ারকে পরিভাষায় 'খিয়ারে ইত্ক' বলা হয়। (সম্পাদক)

নিজের সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করে অথবা এমন কাজ করে যার দ্বারা সন্তুষ্টি বুঝা যায়, যেমন-সে স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দিল, অথবা স্বামীর নিকট খোরপোষ কামনা করল ইত্যাদি তাহলে তার খিয়ার (ইখতিয়ার) বাতিল হয়ে যাবে। আর উক্ত মহিলা যদি এ অবস্থায় স্বামীর খাদ্য খায় অথবা যথারীতি স্বামীর খিদমত করে তবে তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। বালিগ হওয়া মাত্রই সে যদি তার বিবাহ সম্বন্ধে অবগত হয় কিন্তু শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত খিয়ার সম্বন্ধে তার কোন অবগতি না থাকে এবং এসময় সে যদি চুপ করে থাকে তাহলেও তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বালিগ হওয়ার সময় সে তার বিবাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়, তবে যখনই জ্ঞাত হবে তখনই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। নাবালিগা স্ত্রী বালিগ হওয়ার পর যদি স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করে অথবা নির্ধারিত মহর সম্বন্ধে প্রশ্ন করে কিংবা সাক্ষীদেরকে সালাম করে, তবে তার খিয়ারে বুলূগ বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা : যদি কোন মহিলা একই সময় দুই ধরনের হকের অধিকারী হয় যেমন হকে শুফ'আ ও খিয়ারে বুলূগ। তাহলে সে বলবে, আমি উভয় প্রকার হকেরই দাবীদার। তারপর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে খিয়ারে বুলূগ সম্বন্ধে বলবে। যেমন বলবে, আমি আমার পূর্ব বিবাহ বাতিল করে দিলাম। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) না-বালিগ পাত্র বালিগ হওয়ার পর তার খিয়ার (ইখতিয়ার) বাতিল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলবে যে, আমি রাযী আছি অথবা এমন কাজ করবে যার দ্বারা তার রাযী থাকা বুঝা যায়। শুধু দণ্ডায়মান হওয়ার কারণে তার ইখতিয়ার বাতিল হবে না। বরং স্বীয় সন্তুষ্টি প্রকাশের দ্বারাই তা বাতিল হয়ে যাবে। (হিদায়া)

১৭. মাসআলা : যদি কোন কন্যা হায়িযের দ্বারা বালিগ হয় তবে রক্ত দেখার সাথে সাথেই নিজের নফস ইখতিয়ার করা অর্থাৎ বিবাহ বাতিল করে দেওয়াতে কোন দোষ নেই। আর যদি রাত্রে রক্ত দেখে তবে বলবে, আমি বিবাহ ভঙ্গ করলাম, তারপর যখন ভোর হবে তখন সাক্ষী করে নিবে এবং একথা বলবে যে, আমি এই মাত্র রক্ত দেখেছি কেননা তার এই কথা যে, 'আমি রাত্রে রক্ত দেখেই বিবাহ ভঙ্গ করে দিয়েছি' শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী বিচারকের দরবারে গৃহীত হবে না। (মাজমূউন নাওয়াযিল) শায়খ (র) বলেন, 'আমি এই মাত্র খুন দেখেছি' মহিলার এই কথা যদিও মিথ্যা কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয (খুলাসা)। হিসাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক না-বালিগা কন্যাকে তার চাচা কারো নিকট বিবাহ দিয়েছিল। তারপর উক্ত কন্যা বালিগ হয়ে বলল, 'আল-হামদুলিল্লাহ' আমি শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত ইখতিয়ারকে গ্রহণ করলাম। তাহলে তার খিয়ার বহাল থাকবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত মহিলা যদি হায়িয আসা মাত্রই তার খাদিমকে প্রেরণ করে সাক্ষী উপস্থিত করে তাদেরকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানানোর জন্য এতদসত্ত্বেও সে যদি কাউকে সাক্ষী হিসাবে না পায় এবং তারা এমন স্থানে থাকে যে স্থানে মানুষের কোন আনাগোনা নেই। এ অবস্থায়



যদি বেশ কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং সে কাউকে সাক্ষী বানাতে সক্ষম না হয়, তাহলে এর সমাধান কি হবে? জবাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি তার বিবাহকে অপরিহার্য করে দিব। এ অবস্থা তার নিকট ওয়র হিসাবে গৃহীত নয়। (মুহীত) ইবন সিমা'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, না-বালিগা কন্যা বালিগ হওয়ার পর যদি নিজের নফসকে ইখতিয়ার করে নেয় এবং এর উপর সাক্ষী রাখে কিন্তু দুই মাস পর্যন্ত কাযীর নিকট না যায় তাহলে তার খিয়ার বহাল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীকে নিজের সাথে সহবাস করার সুযোগ দিবে। (যখীরা)

১৮. মাসআলা : খিয়ারে বুলূগের ব্যাপারে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় অর্থাৎ স্ত্রী বলে যে, আমি বালিগ হওয়া মাত্রই নিজের নফসকে ইখতিয়ার করেছি এবং বিবাহ ভঙ্গ করে দিয়েছি। আর স্বামী বলে যে, না তুমি এসব কিছুই করনি, বরং চূপ ছিলে। কাজেই তোমার ইখতিয়ার রহিত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত) না-বালিগ দাস এবং না-বালিগা দাসীকে মুনিব যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয় তারপর তাদেরকে আযাদ করার পর তারা যদি উভয়ে বালিগ হয় তবে তারা 'খিয়ারে বুলূগ'-এর হকদার হতে পারবে না। কেননা 'খিয়ারে ইত্ক' খিয়ারে বুলূগ-এর প্রয়োজনকে খতম করে দিয়েছে। কাজেই মুনিব যদি স্বী না-বালিগ দাসীকে আযাদ করে পরে তাকে বিবাহ করে এরপর সে যদি বালিগ হয় তবে সে 'খিয়ারে বুলূগ'-এর হকদার হবে। ইমাম ইসতীজাবী (র) এ মতটি বর্ণনা করেছেন। (আল-বাহরুর রায়িক)।

১৯. মাসআলা : কোন মুসলমান যদি মুরতাদ হয়ে দারুল ইসলামে স্ত্রী না-বালিগ কন্যা রেখে নিজে দারুল হরবে চলে যায়। এ অবস্থায় যদি মেয়ের চাচা তাকে কোন মুসলমানের নিকট বিয়ে দিয়ে দেয় তবে বিবাহ জায়েয হবে। এবং বালিগ হওয়ার পর তার 'খিয়ারে বুলূগ' হাসিল হবে। কিন্তু উক্ত কন্যা বালিগ হওয়ার পূর্বে যদি সে তার স্বামী এবং মা সকলেই মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় তবে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। তারপর তারা সকলে বন্দী হয়ে যদি দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে কন্যা ও তার মা উভয়ে দাসী হিসাবে এবং স্বামী ও পিতা তারা উভয়ে আযাদ হিসাবে গন্য হবে। তারপর উক্ত না বালিগা কন্যা বালিগ হওয়ার পর তার 'খিয়ারে বুলূগ'-এর অধিকার হাসিল হবে না। আযাদ হওয়ার পর 'খিয়ারে ইত্ক' এর অধিকার হাসিল হবে। (মুহীত : সারাখসী) 'খিয়ারে বুলূগ'-এর কারণে যে, বিচ্ছিন্নতা ঘটে তা তালাক নয়। কেননা এ বিচ্ছিন্নতা ঘটানো একা পুরুষের কাজ নয়। বরং এতে পুরুষ মহিলা উভয়েই শরীক। অনুরূপভাবে খিয়ারে ইত্কের কারণে যে বিচ্ছিন্ন তা ঘটে তাও তালাক নয়। তবে মুখাররা (مخيرة : মহিলা স্বামী কর্তৃক তালাক গ্রহণের অধিকারপ্রাপ্ত) মহিলার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১. এদের দু'জনের আযাদ হবার কারণ বোধগম্য হচ্ছে না। বন্দীত্ব সবাইকে গোলাম বাদীতে পরিণত করে। (সম্পাদক)

২০. মাসআলা : এ সম্বন্ধে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, যে বিচ্ছিন্নতা মহিলার পক্ষ হতে সংঘটিত হয় যাতে পুরুষের কোন দখল নেই। তা 'ফসখ' (فسخ : বিবাহ ভঙ্গ করা) হিসাবে পরিগণিত হবে। যেমন খিয়ারে 'ইত্ক' ও 'খিয়ারে বুলূগ' ইত্যাদি। আর যে বিচ্ছিন্নতা স্বামীর পক্ষ হতে সংঘটিত হয় তা তালাক হিসাবে পরিগণিত হবে। যেমন স্ত্রী, জননেত্রী কতিত হওয়া বা পুরুষত্বহীন হওয়া ইত্যাদি। (আন্ নাহরুল ফায়িক) খিয়ারে বুলূগের কারণে যদি বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয় এবং স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে তখনও সঙ্গম না করে থাকে তাহলে স্ত্রী কোন মহর পাবে না। এ বিচ্ছিন্নতা স্বামীর কারণে সংঘটিত হোক বা স্ত্রীর কারণে সংঘটিত হোক তাতেও কোনও পার্থক্য নেই। আর যদি স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে থাকে, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহরের হকদার হবে। বিচ্ছিন্নতা স্বামীর কারণে হোক বা স্ত্রীর কারণে হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (মুহীত) মতিভ্রম কোন মহিলাকে যদি তার পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কোন ওলী কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় এবং এরপর সে যদি জ্ঞানবান হয়ে যায় তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে। (বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে)। আর যদি পিতা বা দাদা এ বিবাহ সম্পাদন করে থাকে এবং এরপর সে সুস্থ ও জ্ঞানবান হয়ে উঠে তাহলে তার কোন খিয়ার হাসিল হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যদি পুত্র স্বীয় মাতাকে কারো নিকট বিবাহ দেয় তবে কর্তৃত্বের দিক থেকে সে পিতার মতই। বরং তার থেকেও উত্তম। (খুলাসা)

২১. মাসআলা : নাবালিগা বালিকার সাথে কখন সহবাস করা যাবে এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা যাবে না। কোন কোন ফকীহ-এর মতে নয় বছর বয়সে পৌঁছালে তার সাথে সঙ্গম করা যায়। (আল-বাহরুর রায়িক) তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মতে এক্ষেত্রে বয়সের বিষয়টি ধর্তব্য নয়। বরং সাধ্য ও শক্তির বিষয়টি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কাজেই কোন বালিকা যদি হুষ্টপুষ্ট হয়, স্বামীর শয্যাশায়িনী হওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং এতে যদি রোগব্যাধি হওয়ার কোন আশংকা না থাকে, তাহলে স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা জায়েয হবে। যদিও তার বয়স নয় বছর না হয়ে থাকে। আর বালিকা যদি হালকা পাতলা এবং শীর্ণ দেহ সম্পন্না হয়, সহবাসের ক্ষমতা না রাখে এবং এতে যদি রোগ ব্যাধির আশংকা থাকে তাহলে তার সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। যদিও তার বয়স বেশী হোক না কেন। এটাই সহীহ মত। স্বামী যদি স্ত্রীর মহর আদায় করে দেয় এবং কাযীর নিকট এ মর্মে আবেদন করে যে, তিনি যেন তার পিতাকে হকুম করেন যেন, সে তার কন্যাকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করে দেয়। কাযীর নির্দেশ শুনে পিতা বলল যে, সে নাবালিকা স্বামীর সহবাস সহ্য করতে অপারগ। কিন্তু স্বামী বলল, না সে সক্ষম এবং সহবাস সহ্য করার উপযুক্ত। তাহলে দেখতে হবে যদি সে বাইরে চলাফেরা করে তবে তাকে কাযীর দরবারে উপস্থিত করা হবে। যদি সে পুরুষের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তবে তাকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করার জন্য হকুম করা



হবে। আর যদি পুরুষের জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তবে এরূপ হুকুম করা যাবে না। আর যদি সে বাইরে চলাফেরা না করে তবে নির্ভরযোগ্য কোন কয়েকজন মহিলাকে তার নিকট পাঠিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি তারা বলে যে, সে সহবাস সহ্য করতে সক্ষম এবং স্বামীর উপযুক্ত তাহলে তার পিতাকে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন সে তাকে তার স্বামীর নিকট সোপর্দ করে দেয়। যদি তারা বলে যে, সে পুরুষের সহবাস সহ্য করতে অপারগ ও অসামর্থ্য তাহলে তার পিতার প্রতি এরূপ নির্দেশ জারী করা যাবে না। (মুহীত)

২২. মাসআলা : ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী আযাদ, জ্ঞানবান, বালিগা মহিলার বিবাহ ওলী ব্যতীত সহীহ হয়ে যাবে। (তাবয়ীন) এক ব্যক্তি শায়খুল ইসলাম আতা ইবন হামযা (র)-কে জিজ্ঞাসা করল যে, শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী কোন কুমারী বালিগা কন্যা যদি পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন হানাফী পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হয়, অথচ পিতা এই বিবাহের ব্যাপারে রাযী নয়, তাই সে এ বিবাহ বাতিল করে দিল, এখন এই বিবাহ সহীহ হবে কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ সহীহ হবে। অনুরূপভাবে কোন হানাফী মহিলা যদি শাফিঈ পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হয় তবে তাও সহীহ হবে। (যহীরিয়া) পিতা বা বাদশাহ কর্তৃক কোন জ্ঞানবান, বালিগা মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া কারো নিকট বিবাহ দেওয়া জায়েয নেই। চাই সে কুমারী হোক বা অকুমারী, তাতে কোন পার্থক্য নেই। এরূপ করা হলে এ বিবাহ ঐ মহিলার অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে। সে অনুমতি দিলে জায়েয হবে। আর রদ করে দিলে তা বাতিল হয়ে যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

২৩. মাসআলা : যদি অনুমতি গ্রহণকালে উক্ত কুমারী বালিগা মহিলা হাসে অথবা বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর হাসে তবে এ হাসি স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম কুদুরী ও শায়খুল ইসলাম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (মুহীত) 'কাযী' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। ফকীহগণ বলেন, শ্রুত সংবাদে প্রতি বিদ্রূপ করে হাসলে তা স্বীকৃতি বলে গণ্য হবে না। (মারসূত : ইমাম সারাখসী কাফী) এর উপর ফাতওয়া। (আল বাহরুর রাযিক) অনুমতি গ্রহণকালে সে যদি মুচকি হাসে তবে তা স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হবে। এটা সহীহ মত। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (মুহীত) অনুমতি গ্রহণকালে মহিলা কাঁদতে আরম্ভ করলে এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধমতে মহিলা যদি আওয়াজ না করে অশ্রু ফেলে কাঁদে তবে তা রেযামন্দী বলে গণ্য হবে। আর যদি আওয়াজ সহ চিৎকার করে কাঁদে তবে তা স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটাই গ্রহণীয় কথা এবং ফাতওয়া এর উপরই (যখীরা)

২৪. মাসআলা : কোন কুমারী বালিগা কন্যার নিকট ওলী অনুমতি চাওয়ার পর সে যদি চূপ করে থাকে, তবে তা অনুমতি বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে ওলী কর্তৃক বিবাহ

দেওয়ার পর সে যদি স্বামীকে তার সাথে সহবাস করার সুযোগ দেয়, তবে তাও তার রেযামন্দীর আলামত। এমনিভাবে বিবাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে সে যদি স্বামীর নিকট নিজের মহর তলব করে তবে তাও অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) ওলী যদি কুমারী বালিগা মহিলার নিকট অনুমতি তলব করে বলে, আমি তোমাকে হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে অমূকের নিকট বিবাহ দিতে চাই। এ কথা শুনার পর সে চূপ ছিল। তারপর ওলী তাকে বিবাহ দিয়ে দিলে সে বলল, আমি এ বিবাহের ব্যাপারে রাযী নই। অথবা ওলী তাকে বিবাহ দেওয়ার এ সংবাদ তার নিকট পৌঁছালে পর সে চূপ ছিল। এ উভয় অবস্থায় বিবাহ সম্পাদনকারী যদি ওলী হয়, তবে তার এ চূপ থাকা স্বীকৃতি বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি বিবাহ সম্পাদনকারী ছাড়া অন্য কেউ তার নিকটতম ওলী থাকে তাহলে তার এই নিরবতা স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখবে না হয় তা বাতিল করে দিবে। যদি উক্ত মহিলার নিকট এক ব্যক্তির মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছে এবং এ ব্যক্তি যদি ওলীর দূত হয় তবে এক্ষেত্রে তার নিরবতা স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হবে। চাই দূত ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক। (মুযমারাত) আর সংবাদদাতা ব্যক্তি যদি ফুযুলী (বিবাহের ব্যাপারে দায়ীত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি না হয়) হয় তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সংখ্যা (কমপক্ষে দুই জন) পূর্ণ হওয়া অথবা ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যিক। অবশ্য সাহিবাইন এ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন (কাযীখান) আমাদের কোন কোন মাশাইখে কেরামের মতে, সংবাদদাতা যদি অপরিচিতি ব্যক্তি হয় ওলী বা ওলীর কোন দূত না হয় এবং যেনন এক ব্যক্তি হয় যে ন্যায়পরায়ণ নয় তবে এ ব্যক্তির কথা মহিলা বিশ্বাস করে, তাহলে তার বিবাহ প্রমাণিত হবে। আর যদি সে তাকে অবিশ্বাস করে তবে বিবাহ প্রমাণিত হবে না। যদিও পরে সে সত্য সংবাদদাতা বলে প্রকাশ পায়। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহিবাইনের মতে যদি সংবাদদাতার সত্য প্রকাশ পায় তাহলে বিবাহ প্রমাণিত হবে। (যখীরা)

২৫. মাসআলা : বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর মহিলা যদি অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করে তবে তা নিরবতার হুকুমে শামিল হবে। সুতরাং এরূপ আলোচনার ফলে স্বীকৃতি প্রমাণিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) কোন কুমারী মহিলার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর তার যদি হাচি বা কাশি আরম্ভ হয়, তারপর তা থামার পর সে যদি বলে এ বিবাহের ব্যাপারে আমি রাজী নই। তবে তার এ রদ জায়েয হবে। যদি সে এ সব কথা হাচি বা কাশির পর পরই বিলম্ব করা ব্যতিরেকে বলে। এমনিভাবে বিবাহের সংবাদ পৌঁছার সঙ্গেসঙ্গে যদি তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পর তা ছেড়ে দেওয়া হয় তবে মুখ ছাড়ার সাথে সাথেই সে যদি বলে, আমি এ বিবাহের ব্যাপারে রাজী নই তবে এ ক্ষেত্রেও তার এ রদ জায়েয হবে। (যখীরা)

২৬. মাসআলা : মহিলার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণকালে পাত্রের নাম এমনিভাবে



উল্লেখ করতে হবে যেন সে তাকে চিনতে পারে। (হিদায়া) সুতরাং কেউ যদি বলে আমি এক ব্যক্তির নিকট তোমাকে বিবাহ দিতে চাই এক্ষেত্রে সে যদি নিরব থাকে তবে তার এ নিরবতার দ্বারা রেযামন্দী প্রমাণিত হবে না। যদি মহিলাকে বলা হয় যে, আমি তোমাকে অমুক অমুক দলের লোকদের কারো নিকট বিয়ে দিতে চাই। একথা শুনে মহিলা চুপ করে থাকলে এতে তার স্বীকৃতি প্রমাণিত হবে এবং ওলী তাকে তাদের যে কোন একজনের নিকট বিবাহ দিতে পারবেন। ওলী বলল, আমার প্রতিবেশী বা চাচাতো ভাইয়ের কারোর নিকট তোমার বিয়ে দিতে চাই, তাদের সংখ্যা যদি সীমিত হয় তবে এ ক্ষেত্রে তার নিরবতা রেযামন্দীর আলামত হবে। অন্যথায় হবে না। (তাবয়ীন) উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা বিবাহের বিষয়টি ওলীর হাওয়ালা না করে থাকে। আর যদি ওলী মহিলাকে এ কথা বলে যে, কয়েক ব্যক্তি তোমাকে বিবাহের পয়গাম দিয়েছে। তখন মহিলা বলল, তুমি যা কর আমি তাতে রাজী আছি অথবা বলল, যাকে তুমি পছন্দ কর তার নিকট আমাকে বিবাহ দিয়ে দাও অথবা এই ধরনের অন্য কোন কথা বলল তবে অনুমতি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারো কারো মতে অনুমতি গ্রহণকালে মহরের কথা উল্লেখ করা শর্ত। এটা পরবর্তী কালের ফকীহগণের অভিমত। 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এটাই সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল কথা (আল-বাহরুর রায়িক)

২৭. মাসআলা : যদি পিতা বিবাহের পূর্বে কন্যার নিকট অনুমতি তলব করে বলে আমি তোমাকে বিবাহ দিয়ে দিতে চাই, এক্ষেত্রে পিতা যদি মহর ও পাত্রের কথা উল্লেখ না করে এবং কন্যা যদি পিতার বক্তব্য নিরবে শুনে থাকে, তবে এই নিরবতা তার রেযামন্দী হবে না। বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরও উক্ত মহিলা এ বিবাহ রদ করে দিতে পারবে। অনুমতি গ্রহণকালে পিতা মহর এবং পাত্রের কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও কন্যা যদি চুপ করে থাকে, তবে তার এ চুপ থাকা স্বীকৃতি হিসাবে গন্য হবে। আর মহরের কথা উল্লেখ না করে শুধু পাত্রের কথা উল্লেখ করার পর কন্যা যদি চুপ করে থাকে তাহলে ফকীহগণের মতে পিতা যদি তার এক কন্যাকে কাউকে হিবা (দান) করে থাকে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। কেননা সে ঐ বিয়ের উপর রাযী আছে যাতে মহরের কোন উল্লেখ নেই। আর এটা অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, এ অবস্থায় মহরে মিসল ওয়াজিব হয় এবং হিবা শব্দের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহে মহরে মিসলই ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর যদি নির্ধারিত পরিমাণ মহরের বিনিময়ে ওলী তাকে বিবাহ দেয়, তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। কেননা ওলী যে পরিমাণ মহরের কথা উল্লেখ করেছে কন্যা তাতে রাজী নয়। কাজেই ওলীর এ বিবাহ কার্যকরী হবে না। অবশ্য ওলী যদি এ বিষয়ে তার থেকে নতুনভাবে অনুমতি নেয় তবে জায়েয হবে। ওলী যদি বাকিরায়ে বালিগার অনুমতি ছাড়াই তাকে বিবাহ দিয়ে দেয় এবং বিয়ের পর তাকে এ সম্পর্কে সংবাদ দেয়। এ অবস্থায় সে যদি চুপ থাকে, তবে দেখতে হবে, যদি মহর এবং পাত্রের বিবরণ না দিয়ে

শুধু বিবাহের সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধমতে এ নিরবতা স্বীকৃতির প্রমাণ হবে না। আর পাত্র ও মহরের কথা উল্লেখ করার পরও যদি সে চুপ করে থাকে তাহলে একে স্বীকৃতি হিসাবে গন্য করা হবে। যদি পাত্রের কথা উল্লেখ করে কিন্তু মহরের কথা উল্লেখ না করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও ঐ কথা যা আমি 'বিবাহের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের মাসআলা' উল্লেখ করেছি। যদি মহরের কথা উল্লেখ করে কিন্তু পাত্রের কথা উল্লেখ না করে এ অবস্থায় সে যদি চুপ করে থাকে তাহলে তার এ নিরবতা রেযামন্দীর আলামত হবে না। চাই বিবাহের পূর্বে তার নিকট অনুমতি কামনা করা হোক কিংবা বিয়ের পর তাকে বিবাহের সংবাদ প্রদান করা হোক। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা : ওলী বিয়ে দেওয়ার পর কন্যা যদি বলে, আমি এ বিয়ের ব্যাপারে রাযী নই। তারপর এ মজলিসেই যদি সে রাযী হয়ে যায়। তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (মুহীত : সারাখসী) ওলী বিয়ে দেওয়ার পর কন্যা যদি তা নাকচ করে দেয় তারপর ওলী অন্য এক বৈঠকে তাকে পুনরায় বলে যে, একদল লোক তোমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিচ্ছে। এ কথা শুনে কন্যা বলল, তুমি যা করবে তাতে আমি রাযী আছি। এ অবস্থায় ওলী যদি তাকে প্রথম ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় এবং এ সংবাদ শুনে কন্যা যদি এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে এরূপ করার অধিকার তার রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ফকীহ আবু নাসর (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি কোন মহিলার ওলী সে ঐ মহিলাকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দিল। তারপর এ বিয়ের সংবাদ মহিলার নিকট পৌঁছার পর মহিলা বলল, ঐ লোকটি তো বিদ্বী, আমি তার নিকট বিবাহে রাযী নই অথবা বলল, সে তো মুচী, সুতরাং এ বিবাহে আমি রাযী নই, তাহলে এর সমাধান কি? ফকীহ আবু নাসর (র) জবাবে বললেন, কথা একই প্রথম কথার সাথে দ্বিতীয় কথার কোন বৈপরিত্য নেই। সুতরাং এ বক্তব্যের কারণে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীত)।

২৯. মাসআলা : যদি কোন ওলী কারো নিকট কোন পাত্রীকে বিবাহ দেওয়ার জন্য পাত্রীর নিকট অনুমতি তলব করে এবং পাত্রী তা অস্বীকার করে। এ অবস্থায় ওলী যদি তাকে ঐ পাত্রের নিকটই বিবাহ দিয়ে দেয়, এ সংবাদ শুনে কন্যা যদি চুপ থাকে তাহলে তার এ নিরবতা রেযামন্দী বলে বিবেচিত হবে। (শারহু জামিইস সাগীর : কাযীখান) ওলী যদি পাত্রীর উপস্থিতিতে তাকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় এবং এ ক্ষেত্রে সে যদি নিরবতা পালন করে, তবে এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে এ নিরবতা স্বীকৃতি বলে ধর্তব্য হবে। যদি সমমর্যাদা সম্পন্ন দুই ওলী কোন মহিলাকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের নিকট বিবাহ প্রদান করে এবং উক্ত মহিলা যদি একই সাথে উভয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করে, তবে উভয় বিবাহ বাতিল বলে গন্য হবে। কেননা উভয় ওলীর মধ্যে কেউই অন্যজন থেকে উত্তম না। আর যদি নিরবতা অবলম্বন করে তাহলে



উভয় বিবাহই মওকুফ থাকবে। হ্যা, সে যদি উভয়ে বিবাহের কোন একটির ব্যাপারে অনুমতি দেয় তবে সেটি বৈধ হবে। (তাবয়ীন) এটাই যাহিরী জবাব। (আল-বাহরুর রাযিক)

৩০. মাসআলা : যদি ওলী কুমারী বালিগা মহিলার নিকট কোন পুরুষের সাথে তাকে বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে অনুমতি চায় তখন সে যদি বলে, এর চেয়ে অন্য লোক উত্তম, তবে এ কথা অনুমতি হিসাবে গৃহীত হবে না। কিন্তু আক্দের পর তাকে বিবাহের ব্যাপারে সংবাদ শুনানো হলে, সে যদি বলে অন্য লোক ভাল ছিল, তবে এ কথা এ ক্ষেত্রে অনুমতি হিসাবে গৃহীত হবে। (যখীর) বালিগা কন্যাকে যদি তার পিতা কারো নিকট বিয়ে দিয়ে দেয়। এরপর তার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছালে সে যদি বলে, আমি চাই না অথবা বলল, আমি অমুককে চাই না, তাহলে পসন্দনীয় মতানুযায়ী উভয় অবস্থায় এ বিবাহ রদ হয়ে যাবে। (তাতারখানিয়া ও গিয়াসিয়া) ওলী যদি বালিগা কন্যাকে বলে আমি তোমাকে অমুকের নিকট বিবাহ দিতে চাই। একথা শুনে সে বলল, ভাল। কিন্তু ওলী বের হয়ে যেতেই সে বলল, এ বিবাহের ব্যাপারে আমি রাযী নই। কিন্তু ওলী তার এ কথা সম্বন্ধে জানতে পারল না। এ অবস্থায় ওলী যদি তাকে ঐ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। ওলী বালিগা মহিলাকে বিবাহ দেওয়ার পর সে যদি বলে যে, ওলী ভাল কাজ করেছে তবে একথা অনুমতি হিসাবে স্বীকৃত হবে। অনুরূপভাবে উক্ত মহিলা যদি ওলীকে বলে, তুমি ভাল কাজ করেছ, ঠিক করেছ, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দিন অথবা বলল, আমি তোমার মুবারকবাদ গ্রহণ করেছি তবে তার রেযামন্দী প্রমাণিত হবে।

৩১. মাসআলা : ইবন সালাম (র) বলেন, ওলী পাত্রীকে বলল, আমি তোমাকে অমুকের নিকট বিবাহ দিতে চাই। এ কথা শুনে পাত্রী বলল, কোন ভয় নেই তবে একথা স্বীকৃতি হিসাবে গন্য হবে। আর যদি বলে, আমার বিবাহের কোন প্রয়োজন নেই, অথবা যদি বলে, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি চাই না তবে এতে বিবাহের রদ প্রমাণিত হবে। এইভাবে যদি বলে, আমি রাযী হব না। আমি সহ্য করতে পারব না, অথবা আমি অপসন্দ করছি, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ সব বাক্য দ্বারা বিবাহের ব্যাপারে অসীকৃতি প্রমাণিত হবে। অবশ্য মহিলা যদি বলে, আমার কাছে ভাল লাগছে না অথবা বলল, আমি দাম্পত্য সম্পর্ক চাই না তবে এতে বিবাহ রদ হবে না। সুতরাং এরপর রাযী হয়ে গেলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি অমুককে চাই না তবে তা রদ হিসাবে গন্য হবে। (যহীরিয়া) এমতটি সুস্পষ্ট এবং অধিকতর বিশুদ্ধতম। (মুহীত)

৩২. মাসআলা : অনুমতি গ্রহণকালে যদি বলে, তুমিই ভাল জান তবে এতে রেযামন্দী প্রমাণিত হবে না। আর যদি বলে, বিষয়টি তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম তবে

এতে সম্মতি প্রমাণিত হবে। (যহীরিয়া) কুমারী বালিগা মহিলা যার ওলী তার চাচাতো ভাই। উক্ত ব্যক্তি যদি নিজেই তাকে বিয়ে করে নেয় এবং এ সংবাদ পৌঁছার পর মহিলা যদি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলে, আমি রাজী নই তবে তার এরূপ বলার অধিকার রয়েছে। কেননা চাচাতো ভাই তার নিজের দিক থেকে তো আসল কিন্তু মহিলার দিক থেকে ফুযুলী তথা বাইরের লোক, সুতরাং ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী এ বিবাহ পূর্ণ হয়নি। অতএব মহিলার প্রথম সম্মতি কোন কাজে আসবে না। অবশ্য ওলী প্রথমে মহিলার নিকট অনুমতি কামনা করার পর সে নিরবতা অবলম্বন করতেন। এ অবস্থায় সে যদি নিজে বিয়ে করে নিত তাহলে এ বিবাহ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হত। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) পিতা যদি নিজের কুমারী বালিগা কন্যাকে বলে, অমুক তোমাকে এত টাকা মহরের বিনিময়ে বিয়ে করতে চায়। এ কথা শুনে সে তার স্থান থেকে দুইবার আফালন করে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। এ অবস্থায় পিতা যদি তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে। (গায়াতুস সুরুজী)

৩৩. মাসআলা : যদি ওলী বালিগা মহিলার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় তারপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, যেমন-স্বামী বলল, তোমার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর তুমি নিরবতা অবলম্বন করেছ। স্ত্রী বলল, না আমি তা রদ করে দিয়েছি তবে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (শারহ জামিইন্ সাগীর : কাযীখান) 'বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর মহিলা চুপ ছিল' এর উপর স্বামী প্রমাণ পেশ করতে পারলে এ মহিলা তার স্ত্রী হিসাবে গন্য হবে। অন্যথায় তাদের বিবাহ সহীহ হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে মহিলার উপর শপথ করা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে মহিলার উপর শপথ করা ওয়াজিব হবে। (মুহীত) এর উপরই ফাতওয়া। (শারহুন নিকায়) শায়খ আবুল মাকারিম (র) এ অবস্থায় মহিলা যদি শপথ করতে অস্বীকার করে তবে এ অস্বীকৃতির কারণে মহিলার বিপক্ষে রায দেওয়া হবে। আর 'সংবাদ পৌঁছার পর মহিলা চুপ ছিল' এ কথার উপর স্বামী যদি প্রমাণ পেশ করে এবং মহিলাও যদি এ বিবাহ রদ করে দেওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করে তবে পুরুষের প্রমাণের চেয়ে মহিলার প্রমাণ করাই উত্তম। (মুহীত) যদি সাক্ষীগণ এ কথা বলে যে, আমরা মহিলার নিকট ছিলাম, কিন্তু তাকে কোন কথা বলতে শুনি নি তবে তার নিরবতা প্রমাণিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) স্বামী যদি এ মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, তার স্ত্রীর নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর সে আক্দের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছে। আর স্ত্রী যদি এ মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, সে তা শুনামাত্রই রদ করে দিয়েছে তাহলে স্বামীর প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৩৪. মাসআলা : কুমারী মহিলার সাথে তার স্বামী সহবাস করার পর সে যদি বলে যে, আমি এ ব্যাপারে রাজী নই, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দেওয়া এটা তার সম্মতির আলামত। কিন্তু স্বামী যদি জোরপূর্বক তার



সাথে সহবাস করে, তবে এর দ্বারা তার সম্মতি প্রমাণিত হবে না। উক্ত অবস্থায় স্ত্রী যদি রদ করে দেওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম, হয় তবে ফাতাওয়ায়ে ফযলী(র) এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, তার এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, সহীহ মতে, এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা স্বামীকে সহবাসের সুযোগ প্রদান সম্মতির স্বীকৃতি প্রদানের মতই। সম্মতির স্বীকৃতি প্রকাশের পর বিবাহ রদ করে দেওয়ার দাবী করা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কাজেই তার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। (মুহীত) উক্ত মহিলার ওলীর বক্তব্য 'সে সম্মতি প্রদান করেছে' গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ওলী মহিলার উপর স্বামীর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছে, বস্তৃত মহিলা বালিগ হওয়ার পর তার বিবাহের ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করা কখনো সহীহ নয় (শারহুল মাবসূত : ইমাম সারাখসী)

৩৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার বালিগ কন্যাকে কারো নিকট বিয়ে দিল, কিন্তু তার সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই তার জানা ছিল না। এ অবস্থায় তার স্বামী মরে গেল। তখন স্বামীর ওয়ারিসগণ বলাবলি করতে লাগল যে, এ মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দেওয়া হয়েছে। অথচ সে বিবাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না। এবং রাযীও ছিল না। কাজেই সে মীরাস উত্তরাধিকার সম্পদ পাবে না। পক্ষান্তরে মহিলা বলল আমার পিতা আমাকে আমার সম্মতিতে বিয়ে দিয়েছে, তাহলে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সে মীরাস পাবে এবং তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি মহিলা এ কথা বলে যে, আমার পিতা আমাকে আমার সম্মতি ছাড়াই বিবাহ দিয়েছিল, কিন্তু বিবাহের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছার পর আমি তাতে রাজী হয়ে যাই, তাহলে মহিলা মহর ও মীরাস কিছুই পাবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩৬. মাসআলা : পূর্ব বিবাহিতা মহিলার নিকট অনুমতি কামনা করা হলে তার স্পষ্ট সম্মতি প্রদান আবশ্যিক। এমনভাবে যদি তার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছে তবে এ ক্ষেত্রেও তার স্পষ্ট সম্মতি আবশ্যিক। (কাযী) স্পষ্ট বক্তব্যের দ্বারাও পূর্বেই বিবাহিতা মহিলার সম্মতি প্রমাণিত হয়। যেমন সে বলল, আমি রাজি আছি, আমি কবুল করলাম, তুমি ভাল কাজ করেছে, তুমি ঠিক করেছে, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করুন ইত্যাদি। তদ্রূপ দালালত (উক্ত অর্থ প্রকাশক শব্দমালা) দ্বারাও তার সম্মতি প্রতীয়মান হয়। যেমন-মহর তলব করা, খোরপোষ চাওয়া, স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দেওয়া, মূবারকবাদ গ্রহণ করা এবং ঠাট্টাচ্ছলে নয় বরং আনন্দে হাসা ইত্যাদি। (তাবয়ীন) পূর্ব বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ দেওয়ার পর সে যদি স্বামীর পক্ষ হতে প্রদত্ত হাদিয়া কবুল করে, তবে তা তার সম্মতির আলামত নয়। এমনভাবে স্বামীর খাদ্য গ্রহণ করা বা পূর্বের ন্যায় তার খিদমত করা ও সম্মতির আলামত নয়। যদি স্বামী সধবা মহিলার সম্মতিতে তার সাথে নির্জনবাস করে তবে এ নির্জনবাস অনুমতি হিসাবে

গন্য হবে কিনা এ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নেই। তবে শায়খ (র) বলেন, আমার মতে, এতে অনুমতি প্রতীয়মান হবে। (যহীরিয়া) যদি কোন বালিকার কুমারীত্ব লাফালাফি করার কারণে বা হায়িযের কারণে কিংবা আঘাতের কারণে অথবা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবুও সে কুমারীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনভাবে ব্যভিচারের কারণে কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেলেও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে কুমারী বালিকার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, অনুমতির ক্ষেত্রে তার শুধু চুপ থাকা যথেষ্ট নয়। যদি তাকে বের করে তার উপর হদ্দ জারী করা হয়, তবে সহীহ মতে, এ অবস্থায়ও তার নিরবতা সম্মতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যিনা যদি তার অভ্যাসে পরিণত তবুও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (কাযী) কুমারী বালিকার সাথে তার স্বামী নির্জনবাস করার পর, সহবাস করার পূর্বে যদি মারা যায় তবে কুমারী মহিলাদের মতই তাকে বিবাহ দেওয়া হবে। পুরুষত্বহীন ব্যক্তি এবং তার কুমারী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর পর এ হুকুমই প্রযোজ্য হবে। এমনভাবে ইস্তিনজার সময় পাথরের ঢেলা ব্যবহারের কারণে কুমারীত্ব নষ্ট হলে এ ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। বিবাহে ফাসিদের কারণে অথবা সন্দেহজনিত সহবাসের কারণে কারো কুমারীত্ব নষ্ট হলে সধবা মহিলার ন্যায় তার বিবাহ সম্পাদন করা হবে। (খুলাসা)



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## বিবাহের কুফু-সমকক্ষতা বিধানের বিবরণ

১. মাসআলা : বিবাহ যাতে আবশ্যিক হয় এর জন্য পুরুষ মহিলার কুফু-সমকক্ষ হওয়া বিবেচ্য বিষয়। (মুহীত : সারাখসী) কিন্তু মহিলা পুরুষের সমকক্ষ হওয়া ধর্তব্য নয়। (বাদায়ে) সুতরাং কোন মহিলা যদি তার থেকে উত্তম (বিভিন্ন দিক থেকে) কোন পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হয়, তবে ওলীর জন্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েয নেই। কেননা মহিলা তো নিম্ন পর্যায়ের, তার সমকক্ষ নয়। কাজেই এ মহিলার কারণে ওলীর লজ্জিত হওয়ার কোন হেতু নেই। (শারহুল মাবসূতঃ ইমাম সারাখসী)

২. মাসআলা : পাত্র-পাত্রীর সমকক্ষতা কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন (১) বংশ, (২) পূর্ব পুরুষের ইসলাম গ্রহণ, (৩) আযাদ হওয়া, (৪) ধন-সম্পদ, (৫) দীনদারী ও (৬) ব্যবসা-বাণিজ্য। পাত্র-পাত্রীর সমকক্ষতা বিধানের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বংশ মর্যাদা। কুরাইশ বংশের লোকেরা পরস্পর একে অন্যের কুফু-সমকক্ষ। তারা যেমনই হোক না কেন। সুতরাং যে কুরাইশী ব্যক্তি হাশিমী কুরাইশী ব্যক্তির কুফু হবে। আরবের যে সমস্ত লোক কুরাইশ বংশীয় নয় তারা কুরাইশী কুরাইশী ব্যক্তির কুফু হবে না। এ ক্ষেত্রে আনসার ও মুজাহির সকলেই সমান। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বনু বাহিলার লোকেরা আরবের সাধারণ লোকদের সমকক্ষ নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে, কুরাইশী ব্যতীত আরবের অন্যান্য সমস্ত লোক পরস্পর একে অপরের সমকক্ষ। আবু ইউসুফ (র) তৎপ্রণীত 'মাবসূত' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (কাফী) ক্রীতদাস যারা আরব বংশোদ্ভূত নয়, তারা আরব বংশভূত লোকদের কুফু নয়। তবে তারা পরস্পর একে অপরের কুফু (ইতবিয়া) আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বংশ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির কুফু হবে। সুতরাং আলিম-ফকীহ, ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর বংশভূত মহিলার কুফু হবে। (জাওয়ামিউল ফিকহ : কাযীখান ও ইবাতী) 'ইয়ানাবি' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আলিম ব্যক্তি আরব এবং হযরত আলী (রা)-এর বংশভূত মহিলা কুফু বলে বিবেচিত। বিশুদ্ধতম মতে উক্ত ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর বংশভূত মহিলার কুফু হবে না। (গায়াতুস সুরুজী)

৩. মাসআলা : কুফুর ক্ষেত্রে পূর্ব পুরুষের ইসলামের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং কেউ যদি নিজে মুসলমান হয় কিন্তু তার পিতা মুসলমান না হয়, তবে সে ঐ ব্যক্তির কুফু হবে না যার পিতাও মুসলমান। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যার এক

পুরুষ মুসলমান সে ঐ ব্যক্তির কুফু নয় যা দুই বা ততোধিক পুরুষ মুসলমান। (বাদায়ে) যে ব্যক্তি শুধু নিজে মুসলমান হয়েছে সে ঐ মহিলার কুফু নয় যার দুই বা তিন পুরুষ ইসলাম ধর্মে কাটিয়েছে। অবশ্য এ জাতীয় পুরুষ ব্যক্তি অনুরূপ মহিলার কুফু হবে। এ হুকুম ঐ স্থানে প্রযোজ্য হবে, যেখানে ইসলাম দীর্ঘ দিন থেকে পালিত হয়ে আসছে। আর যে স্থানে নতুনভাবে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। এবং নও মুসলিম হওয়াকে যেখানে কোন দোষের কিছু মনে করা হয় না, সেখানে কুফু তথা সমকক্ষ তার জন্য পূর্ব পুরুষের ইসলামের বিষয়টি ধর্তব্য নয়, (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) যে পাত্রের দুই পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান সে ঐ মহিলার কুফু যার তিন বা ততোধিক পুরুষ মুসলমান, (মুহীত) যে পুরুষ মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় মুসলমান হয়েছে, সে ঐ মহিলার কুফু যে কখনো মুরতাদ হয়নি। (আল-কিন্‌য়া)

৪. মাসআলা : পাত্র-পাত্রী সমকক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে 'আযাদ' হওয়ার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গোলাম যে কোন পর্যায়ের হোক সে কখনো আযাদ মহিলার কুফু নয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির পিতা পূর্বে গোলাম ছিল, পরে আযাদ হয়েছে সে ঐ মহিলার কুফু নয় যে খান্দানীভাবে আযাদ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আযাদ ব্যক্তি অনুরূপ আযাদ মহিলার সমকক্ষ। (শারহুত তাহাভী) যে পুরুষের শুধু পিতা আযাদ, সে ঐ মহিলার কুফু নয় যার দুই পুরুষ আযাদ। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যে ব্যক্তির বাপ দাদা আযাদ মুসলমান অর্থাৎ যার দাদা জন্মগতভাবে আযাদ মুসলমান সে এ মহিলার কুফু যার পূর্ব পুরুষগণ সকলেই আযাদ মুসলমান। কোন পুরুষের দাদাকে যদি আযাদ করা হয় অথবা কাফির ছিল পরে সে মুসলমান হয়েছে, তাহলে সে উপরোক্ত মহিলার সমকক্ষ হতে পারবে না। আযাদকৃত ব্যক্তি এমন রমনীয় কুফু নয় যারা খান্দানীভাবে আযাদ এবং পিতা হল আযাদকৃত। কোন কোন ফকীহ-এর মতে এ মাসআলার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। (ইতবিয়া)

৫. মাসআলা : ভদ্র সম্প্রদায়ের আযাদকৃত দাসী নীচু সম্প্রদায়ের আযাদকৃত দাসের কুফু নয়। কেনা 'ওয়াল্লাউল আতাকা' (والا عتاقة) তথা আযাদ করার কারণে যে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় তা বংশীয় সম্পর্কের মতই। সুতরাং বনী হাশিমের আযাদকৃত দাসী যদি নিজেকে আরব লোকদের কোন আযাদকৃত গোলামের বিবাহে আবদ্ধ করে তাহলে আযাদকারী ব্যক্তি এর থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন তথা বিবাহ বাতিল করতে পারবে (শারহুত তাহাভী) হাশিমী বংশের আযাদকৃত দাসী কুরাইশ বংশের আযাদকৃত দাসের কুফু নয়। (তামারতালী) ভদ্র খান্দানের আযাদকৃত দাসী সাধারণত আযাদকারী লোকদের কুফু। (যখীরা) আজম তথা অনারব লোকদের ক্ষেত্রে সমকক্ষতা বিবেচিত হবে ইসলাম এবং আযাদীর দ্বারা। কেননা তারা এই দু'টো বিষয়ের দ্বারা গৌরব প্রকাশ করে। বংশের মাধ্যমে নয় (তাবয়ীন) আরব লোকদের ক্ষেত্রে পিতার ইসলাম শর্ত নয়। (মুহীত) সুতরাং কোন আরবী পুরুষ যার পিতা কাফির-যদি এমন আরবী মহিলাকে বিবাহ করে



যার পূর্বপুরুষ সকলেই মুসলমান তবে এ বিবাহ সমকক্ষ পাত্রের সাথে হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আরব বংশোদ্ভূত লোকদের জন্য আযাদী অপরিহার্য গুণ। কেননা তাদেরকে গোলাম বানানো জায়েয নেই। (আল-বাহরুল রাযিক)

৬. মাসআলা : বর কনের সমকক্ষতা বিধানের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের বিষয়টিও একটি লক্ষণীয় বিষয়। এক্ষেত্রে ও পাত্র পাত্রীর সমকক্ষতা জরুরী। অর্থাৎ পাত্রকে অবশ্যই মহর এবং খোরপোষ প্রদানে সক্ষম হতে হবে। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এতটুকু বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মহর এবং খোরপোষ উভয়টি অথবা যে কোন একটি আদায়ে সক্ষম না হয় তবে সে কুফু হিসাবে বিবেচিত হবে না। (হিদায়া) মহিলা চাই বিত্তশালী হোক বা অভাবগ্রস্ত হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। (তাজনীস ও মাযীদ) এর অতিরিক্ত মাল ধর্তব্য নয়; কাজেই যে পুরুষ মহর এবং খোরপোষ আদায়ে সক্ষম সে সর্বপ্রকার (ধনী-দরিদ্র) মহিলার কুফু। যদিও মহিলা প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক এটাই সহীহ মত। যদি কোন ব্যক্তি কামাই করে খোরপোষ দিতে সক্ষম হয়, কিন্তু মহর আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, এ পুরুষ মহিলার কুফু হবে না। (মুহীত) এখানে মহর বলে 'নগদ মহরকে' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে পরিমাণ মহর নগদ আদায় করার নিয়ম সমাজে চালু আছে। বাকী মহর ধর্তব্য নয়। যদিও তা বিবাহের অনুষ্ঠানেই ধার্য করা হয়েছে (তাবয়ীন) ইমাম আবু নসর (র) বলেন, খোরপোষের ক্ষেত্রে এক বছরের খোরাকী ধর্তব্য হবে। কিন্তু ফকীহ নাসীর (র)-এর মতে এক মাসের খোরাকীর হিসাব ধর্তব্য হবে। এ মতটিই বিশুদ্ধতম (তাজনীস ও মাযীদ) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি মহর আদায়ে সক্ষম হয় এবং দৈনন্দিন উপার্জন করে স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদান করতে সামর্থ্যবান হয়, তবে সে সমকক্ষ বলে বিবেচিত হবে। এটাই সহীহ মত। (শারহ জামিইন্ সাগীর : কাযীখান) ব্যবসায়ী ও কারীগর লোকদের জন্য ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতটি সর্বাধিক উত্তম। (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)

৭. মাসআলা : স্বামী কর্তৃক খোরপোষ প্রদানের সক্ষম হওয়ার বিষয়টি তখনই বিবেচ্য হবে, যদি মহিলা বালিগা হয় অথবা এমন নাবালিগা যে স্বামীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম। যদি নাবালিকা কন্যা স্বামীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম না হয়, তবে খোরপোষ প্রদানে সক্ষম হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হবে না। কেননা উক্ত অবস্থায় এ মহিলা কোন খোরপোষ পাবে না। এ ক্ষেত্রে মহর প্রদানে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট। (যখীরা) কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর মহিলা যদি তার মহরের টাকা মাফ করে দেয়, তাহলে এ পুরুষ ঐ মহিলার কুফু হবে না। কেননা মহর আদায়ে সক্ষম হওয়ার বিষয়টি আকদ সংগঠিত হওয়ার সময় বিবেচিত হয়ে থাকে। (তাজনীস ও মাযীদ) এক ব্যক্তি তার নাবালিগা বোনকে এমন বালকের নিকট বিবাহ দিল যে খোরপোষ দিতে সক্ষম, কিন্তু মহর আদায় করতে সক্ষম নয়। এ অবস্থায়

ছেলের পিতা যদি এ বিবাহকে গ্রহণ করে নেয় এবং সে বিত্তশালী হয় তবে এ আকদ জায়েয হবে। কারণ মহর আদায়ের ক্ষেত্রে পিতার সম্পদশালী হওয়ার কারণে ছেলেকে সম্পদশালী গন্য করা হবে। কিন্তু খোরপোষের ক্ষেত্রে নয়। কেননা মানুষ সাধারণ নাবালিগ সন্তানের মহর বহন করে থাকে। কিন্তু খোরপোষ বহন করে না। (যখীরা) যদি তার উপর মহর পরিমাণ ঋণ থাকে (এবং এ পরিমাণ মালও তার থাকে) তবে তাকে মহিলার সমকক্ষ বলে গন্য করা হবে। কেননা, উভয় প্রকার ঋণের যে কোন একটি আদায় করা তার ইচ্ছাধীন। (আন্ নাহরুল ফায়িক)

৮. মাসআলা : দীনদারীর ক্ষেত্রেও পাত্র-পাত্রীর সমকক্ষ হওয়া আবশ্যিক। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। এটাই সহীহ মত। (হিদায়া) সুতরাং ফাসিক পুরুষ পুণ্যবতী মহিলার কুফু হবে না। (মাজমা) চাই সে প্রকাশে ফিসক (পাপাচার) করুক বা অপ্রকাশ্যে করুক। (মুহীত) আল্লামা সারাখসী (র) বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সহীহ মাযহাব হচ্ছে, পরহেযগারীর মধ্যে সমকক্ষতা ধর্তব্য নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) এক ব্যক্তি তার নাবালিগা কন্যাকে এক ব্যক্তির নিকট এই ধারণায় বিবাহ দিল যে, নেক্কার-পুণ্যবান, মদ্যপান করে না। বিবাহের পর কন্যার পিতা দেখল যে, ছেলেটি শরাবী। সর্বদা মদ্যপানে লিপ্ত থাকে। তারপর মেয়ে বালিগ হয়ে বলল, আমি এ বিবাহের ব্যাপারে রাযী নই। এ অবস্থায় মেয়ের পিতা যদি জানতে পারেন যে, সে মদ্যপান করে এবং তার পরিবারের অধিকাংশ লোক যদি পুণ্যবান হয় তবে এ বিবাহ বাতিল বলে গন্য হবে। এ মাসআলাটি সর্বজন স্বীকৃত। (যখীরা) অবশ্য ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও সাহিবাইনের মধ্যে মতভেদ হল, ঐ অবস্থায় যদি পিতা কন্যাকে এমন ব্যক্তির কাছে বিয়ে দেয় যাকে সে কন্যার কুফু হিসাবে জানে না। এক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিবাহ জায়েয হবে। কেননা পিতা কন্যার প্রতি পরিপূর্ণ দয়াবান এবং কামিল রায় তথা স্বতন্ত্র মতের অধিকারী। এতে একথা বুঝা যায় যে, পিতা চিন্তাভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তিনি অসমকক্ষ ব্যক্তিকে সমকক্ষ ব্যক্তি থেকে উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। (মুহীত)

৯. মাসআলা : সমকক্ষতা আকদের শুরুতে বিবেচ্য বিষয়। বিবাহের পর সর্বদা এ সমকক্ষতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক নয়। সুতরাং কেউ যদি সমকক্ষ অবস্থায় কোন মহিলাকে বিবাহ করে তারপর সে যদি বদ্কার ও যালিম হয়ে যায়, তবে এতে বিবাহ ফসখ তথা ভঙ্গ হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১০. মাসআলা : পাত্র-পাত্রীর সমকক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে কারিগরী এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয়টিও একটি অন্যতম বিচার্য বিষয়। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর যাহিরী রিওয়াত অনুযায়ী এ সব ব্যাপারে সমকক্ষতা ধর্তব্য কোন বিষয় নয়। সুতরাং পণ্ড টিকিৎসক ব্যক্তি আতর বিক্রেতার কুফু সমকক্ষ হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর রিওয়ায়েত মতে নীচু শ্রেণীর



কারীগর বা ব্যবসায়ী যেমন পণ্ড চিকিৎসক, নাপিত, তাতী, ঝাড়ুদার এবং মুচি ব্যক্তি আতর বিক্রেতা, কাপড়ের ব্যবসায়ী এবং আশরাফ তথা মহাজন লোকদের কুফু সমকক্ষ নয়। এটাই সহীহ মত। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) অনুরূপভাবে মাথা মুণ্ডনকারী নাপিত ব্যক্তিও উপরোক্ত লোকদের কুফু নয়। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে শিল্প, কারিগরী এবং ব্যবসা-যদি মানগত দিক থেকে কাছাকাছি পর্যায়ে হয় তবে সাধারণ ব্যবধান থাকলে তা ধর্তব্য হবে না। বরং এ অবস্থায়ও কুফু প্রমাণিত হবে। অতএব তাতী, নাপিতের কুফু। মুচি ব্যক্তি ঝাড়ুদার ব্যক্তির কুফু, পিতলের বস্তু প্রস্তুত কারক ব্যক্তি কর্মকার ব্যক্তির কুফু। এবং আতর বিক্রেতা ব্যক্তি কাপড় ব্যবসায়ীর কুফু। শামসুল আইম্মা হুসাইনী (র) বলেন, এর উপরই ফাতওয়া (মুহীত)

১১. মাসআলা : সমকক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'আন নাসীহা' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, ওলীদের জন্য বাঞ্ছনীয় হল সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও সমকক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। (তাতারখানিয়া : হুজুত-এর সূত্রে) আকল তথা জ্ঞান বুদ্ধির ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর সমকক্ষ হওয়া আবশ্যিক কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, এক্ষেত্রে এটি ধর্তব্য বিষয় নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মহিলা যদি নিজে অসমকক্ষ পাত্রের বিবাহে আবদ্ধ হয় তবে এ বিবাহ সহীহ হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর যাহিরী রিওয়ায়েত। এবং সাহিবাইনের সর্বশেষ মত এটাই। কাজেই কাযীর পক্ষ হতে বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত তালাক, যিহার, ঈলা এবং ওয়ারাসাত ইত্যাদি সব কিছুই জারী হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ওলীর আপত্তি উত্থাপন করার অধিকার থাকবে। ইমাম হাসান (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ বিবাহ সহীহ হবে না। অধিকাংশ ফকীহ এমতটি গ্রহণ করেছেন, (মুহীত) বর্তমানকালে ফাতওয়া দেওয়ার জন্য ইমাম হাসান (র) এর বর্ণনাটি সর্বাধিক পসন্দনীয়। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, হাসান (র) রিওয়ায়েতটিতে অধিক সতর্কতা রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : বিবাহের শর্ত অনুচ্ছেদ) 'বায়যাযিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বুর্হানুল আইম্মা (র) এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী ফাতওয়া এ কথার উপর যে, বিবাহ জায়েয হবে। মহিলা কুমারী হোক অথবা সধবা তাতে কোন পার্থক্য নেই। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মহিলার ওলী বিদ্যমান থাকে যদি তার কোন ওলী না থাকে, তাহলে তার বিবাহ সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ হবে। (আন নাহরুল ফায়িক)

১২. মাসআলা : উপরোক্ত পদ্ধতিতে সম্পাদিত বিবাহ কাযীর হুকুম ব্যতীত বিচ্ছেদ হবে না। কাযী বিবাহ ফসখ না করলে তা ফসক হবে না। কাযীর হুকুম ব্যতীত বিবাহ

ফসখ করলে এ ফসখে বিচ্ছেদ হবে কিন্তু তালাক হবে না। সুতরাং স্বামী যদি তার উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে তবে সে মহরের কিছুই পাবে না। (মুহীত) আর সহবাস করে থাকলে অথবা উভয়ের মধ্যে বাধ্যমুক্ত নির্জন বাস হয়ে থাকলে সে বিবাহে উল্লেখিত পূর্ণ মহরের হকদার হবে। ইদতকালীন সময়ের খোরপোষ পাবে এবং ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১৩. মাসআলা : কোন কোন ফকীহ-এর মতে মহিলার মাহররাম (যার সাথে বিবাহ হারাম) ব্যক্তিই কেবল কাযীর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করতে পারবে। অন্য কেউ নয়। অন্যান্য ফকীহগণের মতে এ ক্ষেত্রে মাহররাম এবং গায়র মাহররাম সবাই সমান। সুতরাং চাচাতো ভাই এবং এ জাতীয় লোকেরাও কাযীর দরবারে মুকাদ্দমা দায়ের করতে পারবে। এটা সহীহ মত। (মুহীত) যবীল আরহাম আত্মীয়দের জন্য এ কাজ করার অধিকার নেই। বরং যারা আসাবা তারাই কেবল এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। (খুলাসাঃ খিয়ারে বুলুগ অনুচ্ছেদ) কোন মহিলা যদি অসমকক্ষ পাত্রের নিকট বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং পরে স্বামী তার সাথে সহবাস করে। তারপর ওলীর মুকাদ্দমা দায়ের করার কারণে কাযী যদি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, স্বামীর উপর মহর আদায় অপরিহার্য ঘোষণা করে এবং মহিলার উপর ইদত পালন করাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়, এ অবস্থায় উক্ত মহিলাকে ইদত পালনকালে যদি কোন পুরুষ ওলী ব্যতীতই বিবাহ করে নেয় এবং সহবাসের আগেই কাযী যদি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে উক্ত মহিলা পুনরায় পূর্ণ মহরের হকদার হবে এবং পুনরায় তাকে পূর্ণ ইদত পালন করতে হবে। (শারহুল মাবসূতঃ ইমাম সারাখসী)

১৪. মাসআলা : যদি কোন মহিলা ওলীর সম্মতি ছাড়া অসমকক্ষ কোন পাত্রের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং পরে ওলী তার মহরানা উসূল করে এবং পাত্রীকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করে দেয়। তবে এ কাজ ওলীর সম্মতি বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু মহর উসূল করার পর ওলী যদি পাত্রীকে সোপর্দ না করে তবে এ ক্ষেত্রে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে এতেও ওলীর সম্মতি এবং বিবাহের প্রতি সমর্থন প্রতীয়মান হবে। ওলী যদি মহর উসূল না করে কিন্তু খোরপোষ এবং মহর নির্ধারণের ব্যাপারে মহিলার উকীল হয়ে স্বামীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে এতে ইসতিহসানের ভিত্তিতে ওলীর পক্ষের সম্মতি ও সমর্থন প্রতীয়মান হবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি ওলী কর্তৃক কাযীর নিকট মহর ও খোরপোষের ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের করার পূর্বে কাযীর নিকট অসমকক্ষতার বিষয়টি সুস্পষ্ট থাকে। আর যদি কাযীর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করার পূর্বে অসমকক্ষতার বিষয়টি সুস্পষ্ট না থাকে তাহলে কিয়াস ও ইসতিহসানের ভিত্তিতে এ অবস্থায় ওলীর সম্মতি প্রতীয়মান হবে না। (যখীরা) বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে ওলীর নিরবতার কারণে ওলীর বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার

১. যিহার : স্ত্রী বা স্ত্রীর কোন অঙ্গকে নিজের রক্ত বা দুগ্ধ সম্পর্কীয় কোন মাহররাম মহিলা বা তার অঙ্গের সাথে তুলনা করাকে যিহার বলে। ঈলাঃ নিজ স্ত্রীর সাথে চারমাস পর্যন্ত সহবাস না করার ব্যাপারে শপথ করাকে ঈলা বলা হয়। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৩৬৮ ও ১৯৯)



বাতিল হবে না। যদিও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। (শারহু জামিইন্ সাগীর : কাযীখান)

১৫. মাসআলা : অসমকক্ষ পাত্রের নিকট বিবাহের পর যদি পাত্রী থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে এ অবস্থায় ওলী বিবাহ ফসখ তথা ভঙ্গ করতে পারবে না। কিন্তু 'মাবসূত' গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম (র) উল্লেখ করেছেন যে, কোন মহিলা অসমকক্ষ পাত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর ওলী যদি এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে নিরবতা অবলম্বন করে তারপর ঐ মহিলা সন্তান প্রসব করে এ অবস্থায় ওলী যদি এ বিষয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করা সমীচীন মনে করে, তাহলে মুকাদ্দমায় পর কাযী তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। (নিহায়া) মহিলা যদি অসমকক্ষ কোন পাত্রের বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং এ ব্যাপারে যদি ওলীদের কোন একজন সম্মত থাকে, তাহলে এই ওলীর সমপর্যায়ের বা নিম্ন পর্যায়ের কোন ওলীর জন্য এ বিবাহ ভঙ্গ করে দেওয়ার জায়েয হবে না। অবশ্য উক্ত ওলীর চেয়ে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কোন ওলী ইচ্ছা করলে এ বিবাহ ফসখ করে দিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) অনুরূপভাবে ওলীদের থেকে কোন ওলী যদি কোন পাত্রীকে তার সম্মতিতে অসমকক্ষ কোন পাত্রের নিকট বিবাহ দেয়, তবে এক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত) অসমকক্ষ পাত্রের নিকট ওলী কোন পাত্রীকে বিয়ে দেওয়ার পর স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, এরপর যদি তালাকের কারণে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় ঐ স্বামীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়, ওলী ব্যতিরেকে তাহলে ওলী এ বিবাহ ভঙ্গ করে দিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) অবশ্য রিজঈ তালাকের পর স্বামী যদি ওলীর সম্মতি ছাড়া স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে চায় তবে এ ক্ষেত্রে ওলী তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না (খুলাসা!)

১৬. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম সিমাই আর সূত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা এমন এক পুরুষের স্ত্রী হয়েছে যে তার কুফু নয়। এমতাবস্থায় তার ভাই এ বিষয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করল, কিন্তু তার পিতা নিরুদ্দেশ অবস্থায় আছে অথবা এ ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের করল, অথচ এ মহিলার এমন ওলীও রয়েছে যে মর্যাদায় তার থেকে উত্তম। তবে এ ওলী হচ্ছে একেবারে লা-পাত্তা। এক্ষেত্রে স্বামী যদি বলে যে, নিকটবর্তী ওলী এ বিবাহ সম্পাদন করেছে, তবে তাকে প্রমাণ পেশ করতে বলা হবে। যদি সে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় তবে তার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য। তবে এবং এ কথা প্রমাণিত হবে যে, সে তাকে বিয়ে দিয়েছে। আর যদি প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। (যখীরা) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, বিশর (র)-এর সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার নাবালিগা দাসীকে এক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিল। এরপর সে দাবী করল যে, এ আমার কন্যা। এ অবস্থায় তার নসব সাব্যস্ত হবে এবং বিবাহও বহাল থাকবে। যদি স্বামী তার কুফু হয়। আর স্বামী যদি তার কুফু না হয় তবে

কিয়াস অনুযায়ী বিবাহ আবশ্যিক হবে। কেননা নসবের ব্যক্তি নিজেই বিবাহ সম্পাদন করেছে এবং সে নিজেই ওলী। আর যদি সে কারো নিকট নিজের না-বালিগা বাদীকে বিক্রি করে পরে দাবী করে যে, এ আমার কন্যা, তবে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি স্বামী কুফু হয় তবে বিবাহ সহীহ হবে। আর যদি কুফু না হয় তাহলে কিয়াস অনুযায়ী বিবাহ আবশ্যিক হবে। কেননা তাকে এমন ওলী বিবাহ দিয়েছে যে, মালিক।

১৭. মাসআলা : 'আসুল' গ্রন্থের বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এক গোলাম তার মুনীবের অনুমতিক্রমে এক মহিলাকে বিবাহ করল। কিন্তু আক্দের সময় সে প্রকাশ করল না যে, আযাদ কি গোলাম। মহিলা এবং তার ওলীও জানল না যে, সে আযাদ না গোলাম। পরে প্রকাশিত হল যে, সে গোলাম। তবে মহিলা যদি নিজেই বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু ওলীদের ইখতিয়ার থাকবে। যদি বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট ওলীগণ হয়ে থাকে আর অন্যান্য মাসআলা পূর্বের মত হয়, তবে মহিলা এবং ওলী কারোই ইখতিয়ার হাসিল হবে না। যদি গোলাম নিজে খবর দেয় যে, সে আযাদ আর অন্যান্য মাসআলা পূর্বের ন্যায় হয়, তবে ওলীদের ইখতিয়ার হাসিল হবে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা যদি নিজে নিজেকে কারো নিকট বিবাহ দেয় কুফুর শর্ত না করে এবং সে জানতও না যে এ পুরুষ তার কুফু কিনা, অবশ্য পরে জানল যে সে তার কুফু নয়, তবে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু ওলীদের ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি ওলীগণ মহিলার সম্মতিতে বিবাহ সম্পাদন করে থাকে এবং এ মর্মে তারা জ্ঞাত ছিল না যে, সে কুফু কিনা তবে তাদের কারোই কোন ইখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য যদি সমকক্ষতার শর্ত করা হয়ে থাকে অথবা তাদেরকে যদি এ মর্মে সংবাদ দেওয়া হয় যে, সে এ মহিলার কুফু কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে, সে তার কুফু নয়, তবে ওলীগণের ইখতিয়ার হাসিল হবে। শায়খুল ইসলাম (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন অজানা বংশীয় ব্যক্তি জানাশুনা বংশের কোন মহিলার কুফু কিনা? জবাবে তিনি বললেন, না কুফু নয়। (মুহীত)

১৮. মাসআলা : যদি স্বামী মহিলাকে নিকট নিজের বংশের কথা না বলে অন্য বংশের কথা বলে বিবাহ করে, এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, পুরুষের বংশ মহিলার বংশের সমকক্ষ নয়, তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এ বিবাহ ভঙ্গ করতে পারবে। যদি উভয়ের বংশের মধ্যে কুফু থাকে, তাহলে বিবাহ ভঙ্গ করার কেবল মহিলার থাকবে। তার ওলীদের এ অধিকার থাকবে না। আর যদি দেখা যায় যে, স্বামীর নসব তার উল্লেখকৃত নসব হতেও উত্তম, তাহলে এ বিবাহ ভঙ্গ করার কারোই কোন অধিকার থাকবে না। (যহীরিয়া) যদি মহিলা পুরুষকে ধোঁকা দেয় এবং নিজের বংশের কথা উল্লেখ না করে অন্য বংশের কথা বলে তবে স্বামীর জন্য বিবাহ ভঙ্গ করার খিয়ার হাসিল হবে না। এ মহিলা তার স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারবে ইচ্ছা কলে তাকে তালাকও দিতে



পারবে। (শারহ জামিইন্ সাগীর : কাযীখান) যদি কেউ কোন মহিলাকে এই বলে বিবাহ করে যে, সে অমুকের পুত্র অমুক। পরে দেখা গেল সে অমুকের বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বৈমাত্রেয় চাচা তবে মহিলা এ বিবাহ ফসখ-ভঙ্গ করে দিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি অজ্ঞাত বংশীয় কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি দাবী করল যে, এ আমার কন্যা তারপর কাযী ঐ ব্যক্তির থেকে তার নসব ঘোষণা দিল এবং তাকে তার কন্যা বানিয়ে দিল। পরে দেখা গেল যে, তার স্বামী নাপিত। এক্ষেত্রে উক্ত পিতা তার এবং তার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবে। যদি বিষয়টি এমন না হয় বরং মহিলা এ মর্মে স্বীকার করে যে, আমি অমুকের দাসী, তবে তাদের পরস্পরের বিবাহকে বাতিল করতে পারবে না। (যখীরা) মহিলা যদি অসমকক্ষ পাত্রের সাথে নিজেকে বিবাহ দেয় তাহলে সে নিজেকে তার থেকে বিরত রাখতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহ আবুল লায়স সমরকান্দী (র) বলেন যে, সে সহবাস থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে। যদিও তা যাহিরী রিওয়ায়েতের পরিপন্থী। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী ফাতাওয়া প্রদান করে বলেন, সে স্বামীর সাথে সহবাস করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে না। (খুলাসা)

২০. মাসআলা : যদি কোন মহিলা নিজের জন্য মহরে মিসল হতে কম মহর ধার্য করে কারো বিবাহে আবদ্ধ হয় তাহলে এ ব্যাপারে ওলী আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে। এক্ষেত্রে স্বামী দুই অবস্থার কোন একটি অবলম্বন করতে বাধ্য থাকবে। হয়তো মহর পূর্ণ করে দিবে অথবা তাকে বিবাহ থেকে ছিন্তা করে দিবে। যদি সহবাসের পূর্বে তাকে বিদায় করে দেয় তাহলে সে মহরের হকদার হবে না। আর যদি সহবাসের পর বিদায় করে তবে বিবাহে যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ঐ পরিমাণ মহর পাবে। অনুরূপভাবে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদের পূর্বে তাদের কোন একজন মারা গেলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। সাহিবাইন (র) বলেন, ওলীর এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করার কোন অধিকার নেই। (তাবয়ীন) এ বিচ্ছেদ কাযীর দরবারে হওয়া আবশ্যিক। বিচ্ছেদের ব্যাপারে কাযী হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহের আহকাম তথা তালাক, যিহার, ঈলা, এবং মীরাস ইত্যাদি সব কিছুই রহান থাকবে। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি রাষ্ট্রপ্রধান কোন মহিলার ওলীকে বাধ্য করে যেন সে তার তত্ত্বাবধানের মহিলাকে মহরে মিসলের কম মহরের বিনিময়ে অমুক কুফু ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিয়ে দেয় এবং উক্ত মহিলাও যদি এতে রাজী থাকে, এরপর যদি বাদশাহর জোর জবরদস্তী নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে উক্ত মহিলার ওলী এ ব্যাপারে তার স্বামীর সাথে দরবার করতে পারবে। হয়তো সে তার মহরে মিসল পূরা করবে অথবা কাযী তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, এ

ক্ষেত্রে ওলীর কোন অধিকার নেই। এমনিভাবে যদি কোন মহিলাকে মহরে মিসলের কম মহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়, অতঃপর এ বাধ্যবাধকতা যদি দূরীভূত হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর শর্তানুযায়ী মহরের ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের করার জন্য মহিলা এবং ওলী উভয়ের ইচ্ছার থাকবে। সাহিবাইনের মতে, মুকাদ্দমা দায়ের করার অধিকার কেবল মহিলার। অন্য কারো নয়। (মুহীতঃ ওলীর পরিচয় অনুচ্ছেদ)

২১. মাসআলা : যদি কোন মহিলাকে মহরে মিসলের বিনিময়ে সমকাল কোন পাত্রের বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। অতঃপর এ বাধ্যবাধকতা যদি দূরীভূত হয়ে যায়, তাহলে কাযীর দরবারে মুকাদ্দমা দায়ের করার ব্যাপারে মহিলার কোন ইচ্ছার থাকবে না। আর যদি ঐ মহিলাকে অসমকক্ষ কোন পাত্রের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য অথবা মহরে মিসলের কম মহরের বিনিময়ে বিবাহের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। তারপর ঐ চাপ যদি খতম হয়ে যায়, তাহলে ঐ মহিলার জন্য থিয়ার থাকবে। (মুহীতঃ) বিবাহের ব্যাপারে যদি কোন মহিলার উপর জোর প্রয়োগ করা হয় এবং সে যদি তা মেনে বিবাহ সম্পাদন করে নেয় তবে বিবাহ জায়েয হবে। জোর প্রয়োগকারী ব্যক্তির উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। তারপর যদি দেখা যায় যে, মহিলার স্বামী মহিলার সমকক্ষ এবং তার নির্ধারিত মহর মহরে মিসল অপেক্ষা বেশী অথবা এর সমপরিমাণ তবে বিবাহ সহীহ হবে, আর যদি নির্ধারিত মহর মহরে মিসল অপেক্ষা কম হয় এবং মহিলা দাবী করে যে, আমার মহরে মিসল পূরা করে দেওয়া হোক, তাহলে স্বামীকে বলা হবে। হয়তো তার মহর পূরা করে দাও অথবা তাকে ছেড়ে দাও। যদি মহরে পূরা করে দেয় তবে খুবই ভাল। আর যদি সহবাসের পূর্বে বিদায় করে দেয় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি মহিলার সাথে জবরদস্তী সহবাস করা হয়, তবে এই কাজকে স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর মহরে মিসল পূরা আদায় করার ব্যাপারে সম্মতি হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর সম্মতিতে তার সাথে সহবাস করে, তবে এই কাজকে স্ত্রীর পক্ষ হতে নির্ধারিত মহরের উপর সম্মতিরূপে ধরে নেওয়া হবে। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ অবস্থায় ওলীর জন্য আপত্তি করা সুযোগ থাকবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, ওলীর জন্য আপত্তির সুযোগ থাকবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী স্ত্রীর কুফু হয়। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর কুফু না হয় তাহলে ওলী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবে। তাদের এ অধিকার রয়েছে। যদি জোরপূর্বকভাবে স্বামী-স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে স্বামীর উপর মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রেও সমকক্ষতা না হওয়ার কারণে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ থাকবে। আর যদি মহিলার সম্মতিতে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তবে সে আকদে উল্লেখিত মহর পাবে। বেশী নয় আর এ কাজ স্ত্রী পক্ষ থেকে বিবাহের ব্যাপারে সম্মতির পরিচায়ক। কেননা স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দেওয়া আকদের



অনুমতি দেওয়ার মতই। যেমন 'আমি রাযী আছি' বলা বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপক বাক্য। অতএব মহিলার খিয়ার দু'টো তথা 'সমকক্ষ না হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটানো এবং মহরে মিসল পুরা করা' তা উভয়ই রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, অসমকক্ষ পাত্রের সাথে বিবাহের কারণে এবং মহরের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে ওলীদের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে খিয়ার থাকবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, অসমকক্ষতার কারণে খিয়ার হাসিল হবে। অন্য কারণে নয়। যদি সহবাসের পূর্বে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় তবে স্বামীর উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ : বল প্রয়োগ অধ্যায়)

২২. মাসআলা : যদি কেউ তার নাবালিগ সন্তানকে অসমকক্ষ পাত্র-পাত্রীর সাথে বিবাহ করিয়ে দেয়, যেমন নিজের ছেলেকে কোন দাসীর সাথে অথবা নিজের কন্যাকে কোন দাসের নিকট বিবাহ দিল অথবা নিজের কন্যাকে মহরে মিসলের তুলনায় কম মহরের বিনিময়ে বিবাহ দিল কিংবা নিজের পুত্রকে কন্যার মহরে মিসল অপেক্ষা বেশী পরিমাণ মহরের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করাল তবে এ বিবাহ জায়েয হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। (তাবয়ীন) সাহিবাইনের মতে, কম ও বেশী ঐ পরিমাণই জায়েয যা সাধারণত মানুষ সহ্য ও স্বীকার করে নেয়। কারো কারো মতে, মূল বিবাহ সহীহ হবে। বিত্তমত বর্ণনায় সাহিবাইনের মতে, এ বিবাহ বাতিল বলে গন্য হবে। (কাফী) অবশ্য ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতটিই সহীহ। (মুযমারাত)

২৩. মাসআলা : এ ব্যাপারে 'ইজুমা' সংগঠিত হয়েছে যে, উপরোক্ত কর্মকাণ্ড পিতাও দাদা ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নেই। এমন কি কাযীর জন্য তা জায়েয নেই। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) উপরোক্ত মতভেদ তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি পিতা এসব কাজ কর্ম অন্যায় ও পাপাচারের উদ্দেশ্যে না করে। যদি জানা যায় যে পিতা ঐ সব অবাস্তিত উদ্দেশ্যেই ঐ সব কাজ করেছে তবে এ বিবাহ সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল বলে গন্য হবে। এমনভাবে পিতা যদি মাতাল অবস্থায় এরূপ করে তবে উক্ত পিতা কর্তৃক কন্যার বিবাহ কারো মতেই সহীহ হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) আর কম বেশী যদি এমন পরিমাণ হয় যা মানুষ সাধারণতঃ মেনে নেয়, তবে সর্বসম্মতি মতে বিবাহ জায়েয হবে। পিতা এবং দাদা ছাড়া অন্য কোন ওলী এরূপ কাজ করলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত) মানুষ সাধারণতঃ যে পরিমাণ মহর সহ্য করে নেয়, তা হচ্ছে অর্ধেকের কম মহর। কারো মতে দশমাংশের কম পরিমাণ মহর (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

#### বিবাহে উকীল নিয়োগ করার বিবরণ

১. মাসআলা : বিবাহের কাজে উকীল নিয়োগ করা জায়েয। যদি ও তা সাক্ষীদের সামনে না করা হয়। (তাতারখানিয়াঃ খাহারযাদার সূত্রে) এক মহিলা কোন পুরুষকে বলল, যার নিকট ইচ্ছা আমাকে বিবাহ দিয়ে দাও। এ কথার ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তি তাকে নিজে বিবাহ করতে পারবে না। (তাজনীস ও মায়ীদ) কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করে তবে সে নিজেকে তার বিবাহে সোপর্দ করলে বিবাহ জায়েয হবে না। (মুহীত : সারাখসী) কোন পুরুষ যদি অপর কোন পুরুষকে তার বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং বলে যে, ঐ নির্দিষ্ট মহিলাকে এই পরিমাণ মহরের বিনিময়ে আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। তারপর উকীল যদি নির্ধারিত পরিমাণ মহরের বিনিময়ে উক্ত মহিলাকে নিজেই বিবাহ করে নেয়, তবে উকীলের বিবাহ জায়েয হবে। (মুহীত) এক মহিলা কোন এক পুরুষকে এভাবে উকীল নিয়োগ করল যে, তুমি আমার কার্যক্রম দেখাওনা করবে। এ কথার পর সে নিজে তাকে বিবাহ করে নিল। তখন মহিলা বলল, একথার দ্বারা আমার তো বেচাকেনা ও পানীয় দ্রবাদের ব্যাপারে তদারকী করা উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং এ বিবাহ জায়েয হবে না। কেননা মহিলা তাকে বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ না করলেও সে তাকে বিবাহ করতে পারত না। সুতরাং এ অবস্থায় তো বিবাহ বৈধ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। (তাজনীস ও মায়ীদ)

২. মাসআলা : এক মহিলা কোন এক পুরুষকে উকীল বানাল যেন সে নিজে তাকে বিবাহ করে নেয়। তারপর উকীল বলল, আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করলাম। এতে বিবাহ জায়েয হয়ে যাবে। যদিও মহিলা পুনরায় না বলে যে, আমি তা কবুল করলাম। (খুলাসা) এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যেন সে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। অতঃপর উকীল তার নাবালিগা কন্যা অথবা তার ভাতার নাবালিগা কন্যাকে তার নিকট বিবাহ দিল এবং সেই ছিল তার ভাতিজীর ওলী তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। এমনভাবে যে ব্যক্তি কোন নাবালিগার ওলী সে যদি ঐ নাবালিগা কন্যার হুকুম ব্যতিরেকে বিবাহ সম্পাদন করে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর উক্ত ব্যক্তি যদি তার বালিগা কন্যাকে তার সম্মতিতে ঐ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেয় তাহলে 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে না। অবশ্য স্বামী রাযী থাকলে জায়েয হবে। সাহিবাইনের মতে জায়েয হবে। আর যদি উক্ত উকীল নিজের বালিগা বোনকে তার সম্মতিতে ঐ ব্যক্তির



নিকট বিবাহ দেয়, তবে বিবাহ জায়েয হবে। এত কারো দ্বিমত নেই। (মুহীত) যে ব্যক্তি কোন মহিলার পক্ষ থেকে উকীল সে যদি ঐ মহিলাকে তার নিজের পিতা বা পুত্রের নিকট বিবাহ দেয় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) পুত্র যদি না বালিগ হয় তবে বিবাহ জায়েয হবে না। এতে কারোর দ্বিমত নেই। (মুহীত)

৩. মাসআলা : মহিলার পক্ষের উকীল যদি তাকে গায়রে কুফুতে বিবাহ দেয় তবে কোন কোন ফকীহ-এর মতে কোন ইমামের মতেই এ বিবাহ সহীহ হবে না। এটাই সহীহ মত। কিন্তু সমকক্ষ পাত্রের নিকট বিবাহ দেওয়া অবস্থায় উক্ত পাত্র যদি অন্ধ, ল্যাংড়া, নাবালিগ অথবা মতিভ্রম হয় তবে বিবাহ জায়েয হবে। অনুরূপভাবে পাত্র যদি খাসী বা পৌরুষত্বহীন হয় তবুও বিবাহ জায়েয হবে। কেউ যদি কাউকে যদি কাউকে বিবাহ করানোর জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল যদি তাকে অন্ধ অবস যৌনাস্থি রোগ বিশিষ্ট নারী (যার সাথে সহবাস সম্ভব নয়) পাগলিনী অথবা নাবালিগা বিবাহ করিয়ে দেয় চাই সে সহবাসের উপযুক্ত হোক না হোক, আযাদ হোক বা দাসী যে তার সমকক্ষ নয়, মুসলমান হোক বা কিতাবী হোক তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) উকীল যদি নিজের দাসীকে তার নিকট বিয়ে বিবাহ দেয়, তবে ফকীহদের সর্বসম্মত মতে এ বিয়ে জায়েয হবে না (নিহায়া)

৪. মাসআলা : উকীল যদি এমন রোগাক্রান্ত কন্যা তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় যার মুখ হতে সর্বদা লালানির্গত হয় কিংবা যার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে অথবা তার শরীরের একদিক কুঁজ বা বাঁকা হয়ে গিয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে বিবাহ জায়েয হবে না। এমনভাবে উকীল যদি উভয় হাত কতিত অথবা অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত কোন মহিলা বিবাহ করিয়ে দেয় তবে এ ক্ষেত্রে ও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। (নিহায়া) এক ব্যক্তি-উকীলকে বলল, আমাকে বলল, আমাকে একজন সুন্দর রমণী বিবাহ করিয়ে দাও। সে তাকে একজন কাল-বর্ণের মহিলা বিবাহ করিয়ে দিল অথবা এর বিপরীত বলা ও করা হল তবে বিবাহ সহীহ হবে না। উকীল কোন অন্ধ রমণী বিয়ে করানোর কথা বলা হলে সে যদি চক্ষুস্থান কোন নারী বিবাহ করিয়ে দেয় তবে বিবাহ সহীহ হবে। (ওয়াজীয : কুরদুরী) উকীলকে কোন দাসী বিবাহ করানোর কথা বলা হয়েছিল কিন্তু সে আযাদ রমণী বিবাহ করিয়ে দিলে এ বিবাহ জায়েয হবে না। কিন্তু যদি সে মুকাতাবা, মুদারবরা বা উম্মে ওয়ালাদ বিবাহ করায় তবে জায়েয হবে। (খুলাসা) বিবাহে ফাসিদের জন্য নিয়োজিত উকীল যদি সহীহভাবে বিবাহ সম্পন্ন করে তাহলে এ বিবাহ বৈধ হবে না। (মুহীতঃ সারাখসী)

৫. মাসআলা : কে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করার

পর উকীল যদি এমন এক মহিলার নিকট তাকে বিবাহ দেয় যার সম্বন্ধে পূর্বে এ কথা বলেছিল যে, আমি যদি তাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক, তাহলে বিবাহ জায়েয হবে এবং সাথে সাথে তালাকও পতিত হবে। (মুহীত) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করেছে যেন সে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। অতঃপর উকীল এমন এক মহিলা তাকে বিবাহ করিয়ে দিল যাকে বিবাহকারী ব্যক্তি উকীল নিয়োগের পূর্বেই বায়িন তালাক দিয়ে দিয়েছিল, তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে। তবে শর্ত হল এই যে, যদি স্বামী উকীলের নিকট তার বদ স্বভাব অথবা অন্য কোন দোষের কথা উল্লেখ না করে থাকে। আর যদি এমন মহিলা বিবাহ করায় যাকে বিবাহকারী ব্যক্তি উকীল নিয়োগের পর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, তবে বিবাহ জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : ওয়াকালাত অধ্যায়)

৬. মাসআলা : যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বলে যে, একজন মহিলা আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। অর এ কাজ সম্পন্ন করার পর তালাকের ইখতিয়ার তার নিজের হাতেই থাকবে। অতঃপর এক মহিলা তাকে বিবাহ করিয়ে দিল। কিন্তু বিবাহের সময় উকীল তার নিকট ঐ শর্তের কথা আর উল্লেখ করল না। এ ক্ষেত্রে তালাকের ইখতিয়ার ঐ মহিলার হাতেই থাকবে। আর বিবাহকারী ব্যক্তি যদি উকীলকে এরূপ বলে যে, 'আমাকে কোন এক মহিলা বিবাহ করিয়ে দাও এবং এ ভাবে শর্ত করে দাও যে, আমি যখন তাকে বিবাহ করব তখন থেকে তালাকের ইখতিয়ার তার হাতে থাকবে'। অতঃপর উকীল তাকে কোন এক মহিলা বিবাহ করিয়ে দিল, তবে তালাকের ব্যপারে মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। যদি না উকীল বিবাহের সময় এ শর্তের উল্লেখ করে। কোন মহিলা যদি কোন পুরুষকে তার বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করে, অতঃপর উকীল যদি স্বামীর উপর এ মর্মে শর্তারোপ করে যে, যখন সে তাকে বিবাহ করবে তখন থেকে তালাকের ইখতিয়ার মহিলার হাতে থাকবে। এরূপ শর্ত করে বিবাহ সম্পাদন করলে বিবাহ জায়েয হবে এবং বিবাহের পর তালাকের ইখতিয়ার মহিলার হাতেই থাকবে। উকীল যদি এমন মহিলা তাকে বিবাহ করার পর সাথে মু'আকিল পূর্বেই ঈলা করেছিল অথবা যে মহিলা মু'আকিলের ইদতের মধ্যে আছে, তবে উকীলের বিবাহ জায়েয হবে। উকীল যদি এমন মহিলা বিবাহ করায় যে অন্যের বিবাহে আছে অথবা যে অন্যের ইদতের অবস্থায় আছে এ কাজ উকীল জ্ঞাতসারেই করুক বা অজ্ঞাতসারে করুক, এ অবস্থায় মু'আকিল যদি ঐ মহিলার সাথে সহবাস করে এবং উপরোক্ত কোন কিছুই যদি তার জানা না থাকে, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর উপর বিবাহে নির্ধারিত মহর এবং মহরে মিসলের মধ্যে যেটি কম হবে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এবং এই পরিশোধিত মহরের টাকা স্বামী উকীলের নিকট থেকে রজুর করতে পারবে না। এইভাবে যদি মু'আকিলের স্ত্রীর মাকে তার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি কোন



পুরুষকে এভাবে উকীল নিয়োগ করে যে, অমুক বা অমুক মহিলাকে আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও। এ অবস্থায় উকীল এতদুভয়ের যে কোন একজনকে তার বিবাহে আবদ্ধ করতে পারবে, যা জায়েয আছে। এই সামান্য অনবগতির কারণে ওয়াকালত বাতিল হবে না। আর যদি একই আকদে উভয় মহিলাকে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয় তাহলে উভয়ের মধ্যে কারো বিবাহই জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করে বলে যে, যেন সে তাকে কোন এক মহিলা বিবাহ করিয়ে দেয়। এ অবস্থায় সে যদি তাকে একই আকদে দুই মহিলাকে বিবাহ করিয়ে দেয় : তবে কারো বিবাহই আবশ্যিক হবে না। এটাই সহীহ মত। (শারহু জামিইস সাগীর, কাযীখান) অবশ্য পরে মু'আক্কিল যদি উভয় বিবাহ অথবা এ দু'য়ের কোন একটির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে ঐ বিবাহ কার্যকরী হবে। (আল বাহরুর রায়িক) আর উকীল যদি দুই আকদে দুই মহিলার বিবাহ সম্পাদন করে তবে প্রথম বিবাহ অপরিহার্য হবে এবং দ্বিতীয় বিবাহ মু'আক্কিলের অনুমতির উপর নির্ভরশীল থাকবে। (আইনী : শারহুল হিদায়া) কোন নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করার জন্য যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করা হয়। অতঃপর উকীল যদি ঐ মহিলার সাথে আরেক মহিলাকে ও তার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে পূর্ব নির্ধারিত মহিলার সাথে তার বিবাহ কার্যকরী হবে। (অপরজনের বিবাহ কার্যকরী হবে না) যদি কাউকে একই আকদে দুই মহিলা বিবাহ করানোর জন্য উকীল বানানো হয়, অতঃপর যদি সে একজনকে বিবাহ করায় তবে এ বিবাহ জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট দুই মহিলাকে একই আকদে বিবাহ করানোর জন্য, তারপর সে যদি তাদের একজনকে তার বিবাহে আবদ্ধ করে, তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান হুকুমের পরিপন্থী কাজ নয়। যদি মু'আক্কিল ব্যক্তি এরূপ বলে যে, একই আকদে আমার সাথে দুই মহিলাকেই বিবাহ করিয়ে দিবে। এ ক্ষেত্রে উকীল যদি একজনকে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে এ বিবাহ তার উপর অপরিহার্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি কাউকে দুই রমণী বিবাহ করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয় এবং শেষোক্ত বাক্যে এ কথা বলে দেওয়া হয় যে, তাদের এক ছাড়া যেন অপর জনের সাথে বিবাহ না করানো হয়। এ অবস্থায় উকীল যদি তাদের কোন একজনের সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (মুহীত)

৮. মাসআলা : কেউ যদি বলে, এই দুই বোন আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। এ অবস্থায় এক জনের বিবাহ জায়েয হবে। অবশ্য যদি একই আকদের কথা উল্লেখ করা হয় তবে কারো বিবাহ জায়েয হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, একই আকদে এই দুই মহিলার সাথে আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও। অথচ তারা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বোন, তবে এ ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে বিবাহ করানো জায়েয হবে। কিন্তু মু'আক্কিল যদি এভাবে পৃথকভাবে বিবাহ করাতে নিষেধ করে থাকে, তাহলে এভাবে

বিবাহ করানো জায়েয হবে না। (তাতারখানিয়া) কেউ যদি কাউকে বলে যে, অমুক মহিলার সাথে আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর দেখা গেল যে, ঐ মহিলা হচ্ছে সধবা। তারপর ঘটনাক্রমে তার স্বামী মারা গেল অথবা স্বামী তাকে তলাক দিল এবং তার ইদতকাল ও অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এ অবস্থায় যদি উকীল তাকে ঐ মু'আক্কিলের নিকট বিবাহ দেয় তবে এ বিবাহ জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি উকীলকে বলা হয় যে, আমার গোত্রের কোন মহিলার সাথে আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। এ ক্ষেত্রে উকীল যদি তাকে অন্য গোত্রের মহিলা বিবাহ করিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে না। (খুলাসা)

৯. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে বলে যে, অমুক মহিলার সাথে আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। এ ক্ষেত্রে উকীল যদি নিজেই তাকে বিবাহ করে নেয় তবে উকীলের বিবাহ সহীহ হবে। তারপর উকীল যদি তাকে একমাস নিজের সাথে রেখে অথবা তার সাথে সহবাস করে তাকে তলাক দেয় এবং তার ইদতকাল ও অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এরপর সে যদি এ মহিলার সাথে তার মু'আক্কিলকে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে মু'আক্কিলের বিবাহও জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আর যদি উকীল তাকে বিবাহ না করে বরং মু'আক্কিল নিজে নিজে তাকে বিবাহ করে এরপর পুনরায় তাকে বায়িন তলাক প্রদান করে এ অবস্থায় উকীলের জন্য ঐ মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করানো জায়েয হবে না। (খুলাসা : ওয়াকালাত অধ্যায়) যদি কেউ কাউকে নির্দিষ্ট কোন মহিলার সাথে বিবাহ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, এ অবস্থায় উকীল যদি ঐ মহিলার মহরে মিসল অপেক্ষা অধিক মহরের বিনিময়ে মু'আক্কিলের সাথে বিবাহ করিয়ে দেয়, তবে দেখতে হবে যে, মহরের এই আধিক্য মানুষ সাধারণতঃ সহ্য করে নেয়, তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। আর যদি এ আধিক্যের পরিমাণ এমন হয় যে, মানুষ সাধারণতঃ এত পরিমাণ সহ্য করে না, তবুও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে জায়েয হবে না। যদি কেউ কাউকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করানোর জন্য উকীল নিয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে উকীল যদি তাকে এক হাজারের চেয়েও অধিক মহরের বিনিময়ে বিবাহ করায় এবং এ আধিক্য যদি অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থাকে, তাহলে ঐ মহিলার মহরে মিসল দেখতে হবে। যদি তার মহরে মিসল এক হাজার বা এক হাজারের চেয়ে কম হয় তবে বিবাহ জায়েয হবে। এবং পরিমাণ মহর তার জন্য পরিশোধযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর যদি মহরে মিসল এর থেকে অধিক হয় তবে বিবাহ জায়েয হবে না, যতদূর পর্যন্ত স্বামী এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করবে। যদি উকীল হাজার দিরহামের থেকে এমন পরিমাণ বাড়ায় যা জানা আছে তবে স্বামীর অনুমতি না হওয়া পর্যন্ত এ বিবাহ জায়েয হবে না। (মুহীত)

১০. মাসআলা : এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করানোর জন্য







অতঃপর উকীলের উপর অপরিহার্য হবে মহিলার জন্য যা ধার্য করেছে তা তার নিকট সোপর্দ করে দেওয়া। মহিলার নিকট মহরানা সোপর্দ করার পর স্বামীর নিকট থেকে এ সবার কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি উক্ত মহিলা মহরের গোলাম হস্তগত করার পূর্বেই গোলাম মারা যায় তাহলে উকীলের উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। বরং মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে গোলামের মূল্য আদায় করে নিবে। আর যদি উকীল মহিলাকে নিজের পক্ষ হতে হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে তার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং এরূপ বলে যে, আমি আমার নিজের হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে এই মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিলাম অথবা বলল, আমি আমার এই হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিলাম তবে বিবাহ জায়েয হবে এবং স্বামীর উপর মাল ওয়াজিব হবে। সুতরাং উকীল যে হাজার দিরহামের দিকে ইশারা করেছে তা উকীলের নিকট হতে তলব করা যাবে না (যখীরা)

১৫. মাসআলা : যদি উকীল স্বামীর গোলামের বিনিময়ে ঐ মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে বিবাহ জায়েয হবে এবং ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। এই গোলামে মূল্য পরিশোধ করা। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী রাযী না হওয়া পর্যন্ত গোলাম মহর হতে পারবে না। (মুহীত) কেউ যদি কাউকে উকীল বানায় কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য, এক্ষেত্রে উকীল যদি ঐ মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং নিজে তার পক্ষ হতে মহরের জামিন হয় তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। তবে উকীল স্বামী থেকে ঐ টাকা উসূল করতে পারবে না। (মাবসূত) যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করা হয় কোন মহিলার সাথে এক হাজারের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং উকীলকে এ কথাও বলে দেওয়া হয় যে, মহিলা যদি এক হাজার দিরহামের কথা না মানে তাহলে এক থেকে দুই হাজারের মধ্যে সে যে কোন পরিমাণ মহর হিসাবে নির্ধারণ করতে পারবে। অবশেষে দেখা গেল যে, মহিলা তা মানল না। তাই বাধ্য হয়ে উকীল দুই হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করিয়ে দিল। এ পর্যায়ে 'আসূল' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এ বিবাহ জায়েয হবে এবং স্বামীর জন্য মহর দেয়া আবশ্যিকও হবে। (মুহীত)

১৬. মাসআলা : যদি কোন মহিলা কোন পুরুষকে উকীল নিয়োগ করে যেন সে তাকে অন্য কোন পুরুষের সাথে চারশত দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করিয়ে দেয়। অতঃপর উকীল তার সাথে একজন পুরুষকে বিবাহ করিয়ে দিল। বিবাহান্তে স্বামী-স্ত্রী এক বছর পর্যন্ত ঘর-সংসার করল। তারপর স্বামী বলল, উকীল আমার সাথে তাকে এক দীনারের বিনিময়ে বিবাহ করিয়ে দিয়েছে এবং উকীলও এ কথাতে সত্যায়ন করল। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, স্বামী যদি এ কথা স্বীকার করে যে, উক্ত মহিলা এই ব্যক্তিকে এক দীনার মহরের বিনিময়ে বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করেনি, তাহলে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। যদি ইচ্ছা করে তবে বিবাহকে বহাল রাখতে পারবে এবং সে এক

দীনারের বেশী কিছু পাবে না। অথবা বিবাহকে রদ করে দিবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী তাকে মহরে মিসূল প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। তা যতই হোক না কেন। আর ইদতকালে এ মহিলা-কোন খোরপোষ পাবে না। আর স্বামী যদি তা স্বীকার না করে বরং অস্বীকার করে তথাপিও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত : সারাখসী) এ হুকুম তখন হবে যদি মহর উল্লেখ করা হয়ে থাকে, আর যদি মহর উল্লেখ না করা হয়ে থাকে যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উকীল বানাল যেন সে তার সাথে কোন মহিলাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। অতঃপর উকীল তার সাথে এক মহিলাকে মহরে মিসূলে অধিক পরিমাণ মহরের বিনিময়ে বিবাহ করিয়ে দিল। যা সাধারণতঃ মানুষ সহ্য করে নেয় না অথবা কোন মহিলা এক পুরুষকে উকীল নিয়োগ করল যেন সে তাকে কোন পুরুষের নিকট বিবাহ দিয়ে দেয়। অতঃপর উকীল তাকে মহরে মিসূলের এত কম পরিমাণ মহরের বিনিময়ে এক পুরুষের কাছে বিবাহ দিল যে পরিমাণ-ক্ষতি সাধারণতঃ মানুষ সহ্য করে নেয় না, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে জায়েয হবে না (খুলাসা)

১৭. মাসআলা : যদি কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে যেন যেন সে হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। অতঃপর উকীল মহিলার অনুমতিতে অথবা বিনা অনুমতিতে পঞ্চাশ দীনার মহরের বিনিময়ে এক মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দিল। তারপর মহিলার অনুমতিতে অথবা তার অনুমতি ছাড়া উকীল হাজার দিরহামের বিনিময়ে পুনরায় বিবাহকে দুহরিয়ে দিল, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহের কারণে প্রথম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। যদি প্রথম বিবাহ মহিলার অনুমতি ছাড়া হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে এবং দ্বিতীয় বিবাহ মহিলার বিনা অনুমতিতে পঞ্চাশ দীনারের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়, তবে প্রথম বিবাহ ভঙ্গ হবে না। আর যদি দ্বিতীয় বিবাহ মহিলার হুকুমে হয়ে থাকে তাহলে প্রথম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। (কাফী)

১৮. মাসআলা : যদি কেউ কাউকে এভাবে উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি আগামী-কাল যুহরের পর আমাকে বিবাহ করিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে উকীল যদি মু'আক্কিলকে আগামীকাল যুহরের আগে অথবা পরও বিবাহ করিয়ে দেয় তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। যদি মহিলা কাউকে এই বলে উকীল নিয়োগ করে যে, বিবাহের পর মহরনামা নিয়ে নিবে। এ ক্ষেত্রে উকীল যদি মহরনামা ছাড়াই তাকে বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বলে যে, তুমি আমার এই কন্যাকে এমন ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়ে দিবে যে আলিম এবং দীনদার। তবে অমুক ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে দিবে। এ ক্ষেত্রে উকীল যদি ঐ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ না করে কোন আলিম দীনদার ব্যক্তির নিকট তাকে বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। কেননা এ পরামর্শ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন লোকের নিকট বিবাহ প্রদান কর যে, এগুণে গুণাবিত। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু পরামর্শ



ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গিয়েছে। কাজেই পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই।  
(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোথাও প্রেরণ করল তার পক্ষ হতে কোন মহিলার প্রতি বিবাহের প্রস্তাব করার জন্য। অতঃপর সে তাকে ঐ মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দিল তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে। চাই এ বিবাহ মহরে মিসলের বিনিময়ে সম্পাদন করা হোক অথবা গবনে ফাহিশ (অধিক ক্ষতি) এর সাথে হোক। যদি কেউ কাউকে উকীল নিয়োগ করে তার পক্ষ হতে অমুকের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করার জন্য। উকীল মহিলার পিতার নিকট এসে বলল, তুমি তোমার কন্যা আমাকে হিবা কর। তখন পিতা বলল, আমি হিবা করলাম। তারপর উকীল বলল, এ কথার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার মু'আক্বিলকে বিবাহ করানো। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রস্তাবকারী তথা উকীলের এই কথা যদি পয়গামের রীতি অনুযায়ী হয় এবং পিতার পক্ষ হতে জবাব প্রদান যদি ইজাবত তথা স্বীকার করার নিয়মে হয়, আকদের নিয়মে না হয় তবে তাদের উভয়ের বিবাহ আদৌ সহীহ হবে না। আর যদি আকদের নিয়মে হয়ে থাকে তবে উকীলের বিবাহ সহীহ হবে। মু'আক্বিলের বিবাহ সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে উকীল যদি বলে যে, আমি অমুকের জন্য কবুল করলাম তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা উকীলের কথা 'তোমার কন্যাকে আমার নিকট হিবা কর'-এর জবাবে পিতার পক্ষ হতে বলা 'আমি হিবা করলাম' এতে বিবাহ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যদি উকীল বলে যে, তোমার কন্যা অমুক ব্যক্তিকে হিবা করে দাও। এ কথা শুনে পিতা যদি বলে যে, আমি হিবা করলাম, এতে বিবাহ সহীহ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না উকীল বলবে যে, আমি কবুল করলাম। যখন উকীল বলবেন আমি অমুক ব্যক্তির জন্য কবুল করলাম অথবা বলল যে, আমি কবুল করলাম তবে উভয় অবস্থায় মু'আক্বিলের বিবাহ সহীহ হবে। (মুহীত)

২০. মাসআলা : যদি পূর্ব হতে কন্যার পিতা এবং উকীলের মধ্যে মু'আক্বিলের বিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়ে থাকে, তারপর কন্যার পিতা উকীলকে বলে, আমি আমার কন্যাকে এই পরিমাণ মহরের বিনিময়ে বিবাহ দিলাম। এ সময় পিতা প্রস্তাবকারী বা মু'আক্বিল কারো নামই উল্লেখ করেনি। কন্যার পিতার এ সব কথা বলার পর প্রস্তাবকারী উকীল বলল, আমি কবুল করলাম, তবে প্রস্তাবকারীর বিবাহ সহীহ হবে। (তাতার-খানিয়া) যে ব্যক্তিকে কোন বিবাহের উকীল নিয়োগ করা হয় সে ব্যক্তি অন্য কাউকে এই বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করতে পারবে না। যদি নিয়োগ করে এবং দ্বিতীয় জন প্রথম জনের উপস্থিতিতে নিজ মু'আক্বিলকে বিবাহ করিয়ে দেয়, তাহলে জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : ওয়াকালাত অধ্যায়) যদি কোন মহিলা কোন পুরুষ ব্যক্তিকে তার বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করে বলে যে, তুমি যা করবে সবই বৈধ, এক্ষেত্রে এই-উকীল উক্ত মহিলার বিবাহের জন্য অপর ব্যক্তিকে উকীল নির্ধারণ করতে পারবে।

কাজেই প্রথম উকীলের মূমূর্ষ সময়ে সে যদি অপর এক ব্যক্তিকে এই মহিলার বিবাহের জন্য নিয়োগ করে এবং দ্বিতীয় উকীল যদি প্রথম উকীলের বিয়োগান্তে তাকে বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে এই বিবাহ জায়েয হবে। (মুহীত)

২১. মাসআলা : যদি কোন পুরুষ বা মহিলার নিজের বিবাহের জন্য দুইজনকে উকীল নিয়োগ করে এ অবস্থায় একজনে বিবাহ করালে বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কোন পুরুষ নির্দিষ্ট কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং এ উদ্দেশ্যে সে যদি অপর একজন পুরুষকেও নিয়োজিত করে। অনুরূপভাবে কোন মহিলাও যদি দুইজনকে উকীল নিয়োগ করে এবং পরে যদি উভয়ের উকীলগণ একত্রিত হয় ও অতঃপর স্বামীর পক্ষীয় এক উকীল তাকে এক হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং মহিলা পক্ষীয় এক উকীল তা কবুল করে নেয়। এমনিভাবে স্বামী পক্ষীয় অপরকে উকীল যদি তাকে 'একশ' দীনারের বিনিময়ে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং স্ত্রী পক্ষীয় অপর এক উকীল তা কবুল করে নেয়। এ ক্ষেত্রে যদি উভয় আকদ একত্রে সংঘটিত হয় অথবা এ বিষয়টি যদি অজ্ঞাত থাকে এবং আগপিছ নিয়ে যদি মতানৈক্য দেখা দেয় তবে এ বিবাহ মহরে মিসলের বিনিময়ে সহীহ হবে। (কাফী)

২২. মাসআলা : বিবাহের জন্য পুরুষ কর্তৃক পুরুষকে উকীল নিয়োগ করার পর উকীল কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দিল। এরপর পাত্রী নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী ও উকীলের মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। স্বামী বলল, তুমি এ মহিলার সাথে আমাকে বিবাহ করিয়েছো, কিন্তু উকীল বলল না, বরং অন্য পাত্রীর সাথে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়েছি। এরূপ ক্ষেত্রে মহিলা যদি স্বামীর কথা বিশ্বাস করে, তবে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বিবাহের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অন্যকে সত্যায়ন এবং বিশ্বাস করেছে। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সত্যায়ন এবং বিশ্বাসের কারণে এ বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পরস্পর বিশ্বাস এবং সত্যায়নের মাধ্যমে বিবাহ সহীহ হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৩. মাসআলা : মহিলা কোন পুরুষকে বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করার পর যদি নিজে নিজেই কারো বিবাহে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে উকীল তার ওয়াকালাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। চাই সে এ সম্বন্ধে জানুক বা না জানুক। আর যদি মহিলা তাকে ওয়াকালাত থেকে খারিজ করে দেয় এবং উকীল এ সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকে তবে উকীল তার ওয়াকালাত থেকে খারিজ হবে না। যদি উকীল উক্ত মহিলাকে কারো নিকট বিবাহ দেয় তবে বিবাহ জায়েয হবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন মহিলার সাথে বিবাহের জন্য উকীল নিয়োগ করে, অতঃপর মু'আক্বিল যদি ঐ মহিলার মাতা বা কন্যাকে বিবাহ করে নেয়, তবে উকীল তার ওয়াকালাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। (মুহীত) যদি কোন মহিলা কোন পুরুষ ব্যক্তিকে নিজের উকীল কর্তৃক বিবাহ



সম্পাদনের পূর্বে নিজেই নিকাহে ফাসিদের ভিত্তিতে কারো বিবাহে আবদ্ধ হয় তবে এ ক্ষেত্রে বুখারার কোন কোন মাশাইখ বলেন, উকীল তার ওয়াকালাত থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে। ইমাম বুরহান উদ্দিন মুরগিনানী (র) মতটি পসন্দ করেছেন। কাযী বুরহান উদ্দিন এ মতের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিতেন। কিন্তু বুখারার কোন মাশাইখের ফাতওয়া হচ্ছে এ ব্যক্তি ওয়াকালাত থেকে বরখাস্ত হবে না। (তাতারখানিয়া : ফাতাওয়ায়ে আহ সূত্রে)

২৪. মাসআলা : কেউ যদি নির্দিষ্ট কোন মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য উকীল নিযুক্ত হয়, আর উক্ত মহিলা যদি মুরতাদ হয়ে (আউযুবিলাহ) দারুল হারবে চলে যায়। অতঃপর তাকে বন্দী করে আনার পর সে যদি মুসলমান হয়, এ অবস্থায় উকীল যদি তাকে মু'আকিলের নিকট বিবাহ দেয়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে। (কিন্তু সাহিবাইনের এতে মতভেদ রয়েছে) এমন এক অসুস্থ ব্যক্তি যে কথা বলতে পারে না, তাকে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি তোমার অমুক মেয়ের বিবাহের উকীল নিযুক্ত হবো। তখন লোকটি ফাসী ভাষায় বলল, আরী-আরী। অর্থাৎ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এর থেকে অতিরিক্ত কিছু বলেনি। এ অবস্থায় উকীল তাকে যদি কারো নিকট বিবাহ দেয় তবে বিবাহ সহীহ হবে না। (যহীরিয়া) এক ব্যক্তির এক পুত্র আছে এবং পুত্রের এক কন্যা আছে। এ অবস্থায় পুত্রের পিতা যদি পুত্রের প্রতি এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করে যে, সে যেন তার কন্যার বিবাহের ব্যাপারে তাকে উকীল নিযুক্ত করে। এ ব্যাপারে পুত্র যদি (বিরক্ত হয়ে) বলে যে, আমি তোমার উপর এবং তোমার নাত্নীর উপর অসন্তুষ্ট আছি। তোমার যা মনে চায় তা কর। তখন পুত্রের পিতা সেখান থেকে গিয়ে তার নাত্নীকে বিয়ে দিয়ে দিল। এ অবস্থায় এ বিবাহ জায়েয হবে কিনা এ সম্বন্ধে ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফাযল (র) বলেন, এ বিবাহ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৫. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করে কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য অথচ তখনও মু'আকিলের অধীনে চার জন স্ত্রী রয়েছে। তাহলে এ ওয়াকালাত ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যখন এই ব্যক্তি শরী'আত মতে, বিবাহ করার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যেমন সে তার স্ত্রীগণের থেকে একজনকে বায়িন তালাক দিয়ে পৃথক করে দিল। এক্ষেত্রে অপর মহিলাকে তার বিবাহে সোপর্দ করা জায়েয হবে। (মুহীত : সারাখসী)

২৬. মাসআলা : আমাদের ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের উকীল এবং উভয় পক্ষের ওলী এবং এক পক্ষের অলী এবং এক পক্ষের আসল, একপক্ষের উকীল অপর পক্ষের আসল, অথবা এক পক্ষের ওলী এবং এক পক্ষের উকীল হতে পারবে। পক্ষান্তরে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিকট ফযূলী, একপক্ষের ওলী এবং এক পক্ষের নিকট ফযূলী, এক পক্ষের আসল এবং পক্ষের নিকট ফযূলী অথবা এক পক্ষের উকীল এবং অপর পক্ষের নিকট এমন ফযূলী হতে পারবে

কিনা যার অনুমতির উপর আকদ মাওকুফ থাকবে। এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে একই ব্যক্তি একরূপ হতে পারবে না (শারহু জামিইস সাগীর : কাযীখান) কোন ফযূলী ব্যক্তি যদি আকদের ঈজাব করে এবং অপর এক ব্যক্তি যদি তা কবুল করে চাই, এ ব্যক্তি ফযূলী হোক বা উকীল হোক অথবা আসল হোক এ অবস্থায় আকদ সহীহ হবে। কিন্তু যার পক্ষ হতে ফযূলী তার অনুমতির উপর এ আকদ মাওকুফ থাকবে (নিহায়া)

২৭. মাসআলা : আকদের বাকী অংশ আকদের অনুষ্ঠানে গৃহীত হওয়ার উপর তা মাওকুফ থাকে। অর্থাৎ ঐ অনুষ্ঠানে তা কবুল করা হলে আকদ সহীহ হয়ে যাবে। আকদের অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য অনুষ্ঠানের উপর তা মাওকুফ থাকে না। (আস সিরাজুল ওয়াহিদ) এক ব্যক্তি বলল, তোমরা সাক্ষী থাক আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করলাম। এ খবর উক্ত মহিলার নিকট পৌঁছার পর সে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করল, তবে এ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনভাবে কোন মহিলা যদি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আমাকে অমুক ব্যক্তির বিবাহে সোপর্দ করলাম। অথচ ঐ ব্যক্তি তখন অনুপস্থিত ছিল। পরে তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে সে সম্মতি দিল, তবে এই আকদ জায়েয হবে না। যদি উপরোক্ত উভয় অবস্থায় অনুপস্থিত পুরুষ ও অনুপস্থিত মহিলার পক্ষ থেকে কোন ফযূলী ব্যক্তি কবুল বলে, তাহলে আমাদের ফকীহগণের মতে এ বিবাহ পাত্র-পাত্রী অনুমতির উপর মাওকুফ থাকবে। (শারহু জামিইস সাগীর : কাযীখান) ফযূলী কর্তৃক বিবাহের অনুমতি, কথা ও কাজ উভয়ভাবেই প্রমাণিত হয়। (আল বাহরুর রাযিক)

২৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করিয়ে দেওয়ার পর তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে সে যদি বলে যে, তুমি যা করেছ ভাল করেছ অথবা বলল, আল্লাহ তা'আলা এতে আমাদের বরকত দান করুন অথবা বলল, সুন্দর করেছ বা ঠিক করেছ, তাহলে এর দ্বারা বিবাহের প্রতি সম্মতি প্রমাণিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটাই পসন্দনীয় মত। শায়খ আবুল লায়স (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। (মুহীত) অবশ্য যদি কথারভঙ্গি দ্বারা জানা যায় যে, ঐ ব্যক্তি সমস্ত বাক্য ঠাট্টা ও উপহাস স্বরূপ বলেছে, তাহলে এর দ্বারা অনুমতি প্রমাণিত হবে না। আর যদি লোকজন তাকে মুদারকবাদ দেয় এবং সে তা কবুল করে নেয় তবে এর দ্বারাও সম্মতি প্রমাণিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'হুজ্জত' গ্রন্থে আছে ফকীহ (র) বলেন, আমি এ মতটিকে গ্রহণ করে থাকি। (তাতারখানিয়া) কোন পুরুষ কোন মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত কারো নিকট বিবাহ দেওয়ার পর সে যদি বলে যে, সে যা করেছে তা আমার কাছে ভাল লাগল না। অথবা এ কাজটি আমার ভাল মনে হয়নি, তবে এতে উক্ত বিবাহ প্রত্যাখ্যাত হবে না। অতএব পরবর্তী সময়ে মহিলাটি যদি এ বিবাহের ব্যাপারে রাযী হয়ে যায়, তবে এ বিবাহ কার্যকরী হবে। (ফাসলুল ইমাদিয়া)



২৯. মাসআলা : মহর গ্রহণ করা অনুমতি প্রদানের শামিল। কিন্তু হাদিয়া গ্রহণ করা অনুমতি প্রদানের শামিল নয় (ফাতহুল কাদীর) 'ফাওয়ায়িদে সাহিবে মুহীত'-এ বর্ণিত আছে যে, যদি ফুযুলী ব্যক্তিকে বলা হয়, তুমি খারাপ কাজ করেছ, তবে সম্মতি প্রমাণিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু যাহিরী রিওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে এ কথা রদে নিকাহ বলে গন্য হবে। এর উপরই ফাতওয়া। স্ত্রী মহর নিকট অর্পণ করা আসলী (কার্যত) অনুমতি বলে বিবেচিত। স্ত্রী মহর তার নিকট পৌছিয়ে দেওয়া শর্ত কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। শায়খ যহীরুদ্দীন (র) বলেন, শর্ত নয়। স্ত্রীর সাথে সহবাস অনুমতি হিসাবে গন্য হবে কিনা এ সম্বন্ধে মাওলানা কাযী ইমাম ফারুদ্দীন (র) বলেন, হ্যাঁ এ কাজ অনুমতি হিসাবে গন্য হবে। কেউ কেউ বলেন, শুধু নির্জনবাস অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া)

৩০. মাসআলা : কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে কাউকে মহিলার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার পর মহিলার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে সে যদি বলে, কোন ভয় নেই, তবে এ কথা তার পক্ষ হতে অনুমতি হিসাবে গন্য হবে। ফকীহ আবুল লায়স (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ফকীহ আবু জাফর (র) এই আলোকে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। (যখীরা) যদি কোন ফুযুলী ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে এক আক্কে চার বিবাহ এবং অপর আক্কে তিন বিবাহ করায়, এ অবস্থায় বিবাহকারী ব্যক্তি যদি এক দলের একজনকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে এ তালাক এই দলের মহিলাদের বিবাহের বৈধতার জন্য সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি কোন ফুযুলী ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বিভিন্ন আক্কে দশটি বিবাহ করিয়ে দেয়। অতঃপর মহিলাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তারা যদি এর প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে, তবে নবম ও দশম বিবাহ জায়েয হবে। এইভাবে যদি দশজন মানুষ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কন্যাকে কোন এক ব্যক্তির বিবাহে সোপর্দ করে এবং তারা সকলেই যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং এ বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে, তাহলে এক্ষেত্রেও নবম ও দশম বিবাহ জায়েয হবে। যদি বিবাহদাতার সংখ্যা এগারজন হয় তবে শেষ তিনজনের বিবাহ জায়েয হবে। বারজন হলে, চারজনের বিবাহ জায়েয হবে। তেরজন হলে শুধুমাত্র তেরতম জনের বিবাহ জায়েয হবে। (গয়াতুস সুবুজী)

৩১. মাসআলা : কোন ফুযুলী ব্যক্তি এক ব্যক্তির সাথে বিভিন্ন আক্কে পাঁচজন মহিলাকে বিবাহ করিয়ে দিলে, স্বামী এদের থেকে চারজনকে গ্রহণ করে বাকী যে কোন একজনকে ছেড়ে দিতে পারবে। (যহীরিয়া) যদি কোন ফুযুলী ব্যক্তি প্রথমে চার মহিলাকে তাদের অনুমতি ছাড়া তার পর চার মহিলাকে এবং এরপর দুইজনকে বিবাহ করে, তবে শেবোক্ত দুইজনের বিবাহ মাওকুফ থাকবে। অর্থাৎ মহিলাগণ অনুমতি প্রদান করলে বিবাহ জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না। (ইতাবিয়া) ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি কেউ কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষকে ঐ মহিলার অনুমতি ছাড়া বিবাহ

করিয়ে দেয় এবং স্বামীর পক্ষ হতে অপর কোন ব্যক্তি তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহের প্রস্তাব করে, তাহলে উভয় ব্যক্তিই ফুযুলী হল। এ অবস্থায় যদি তারা পঞ্চাশ দিনার মহরের বিনিময়ে ঐ পাত্র-পাত্রীকে তাদের অনুমতি ছাড়া পুনরায় নতুনভাবে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে উভয় বিবাহ তাদের অনুমতির উপর মাওকুফ থাকবে। পরবর্তীতে মহিলা যদি দুই বিবাহের একটি অনুমতি প্রদান করে তাহলে উভয়ের অনুমতি প্রদত্ত বিবাহ যদি একটিই হয়ে থাকে, যেমন এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে যে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল স্ত্রী সে বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করল এবং স্বামীও ঐ বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করল; তবে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহে জায়েয হবে। যদি স্বামী অন্য বিবাহের অনুমতি প্রদান করে অর্থাৎ সে যদি পঞ্চাশ দিনারের বিনিময়ে যে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে এর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে বিবাহ জায়েয হবে না। পরবর্তী সময়ে যদি উভয়ে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতির ব্যাপারে একমত হয় তবুও তা জায়েয হবে না। আর যদি উভয়ে প্রথম বিবাহের অনুমতির ব্যাপারে একমত হয় তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে।

৩২. মাসআলা : আর যদি মহিলাই প্রথমে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করে তবে এ অনুমতি প্রদান তার পক্ষ হতে প্রথম বিবাহের উপর একমত হলে তা জায়েয হবে না। এমনভাবে স্বামী যদি প্রথমে অনুমতি প্রদান করে এবং উভয় বিবাহের থেকে কোন একটির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে অপরটি বাতিল বলে গন্য হবে। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, প্রথমে কোনটির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, এবং কোনটির ব্যাপারে পরে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে কোনটির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এ কথা যদি উভয়েই ভুলে যায় এবং এর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি কোন একটির ব্যাপারে একমত হয় আর একে অপরের সত্যায়ন করে যেমন - উভয়ে বলল যে, আমাদের স্মরণ হয়েছে যে, এটিই প্রথম বিবাহ তবে এ বিবাহ জায়েয হবে। যদি দুই বিবাহের থেকে প্রথমে কোনটির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এ কথা তারা কেউ স্মরণ করতে সক্ষম না হয় এবং এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি কোন একটি ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা ছাড়াই একমত হয়ে যায় তাহলে কোন বিবাহই জায়েয হবে না। যদি মহিলা অগ্রসরমান হয়ে বলে, আমি উভয় বিবাহের ব্যাপারেই অনুমতি দিয়েছিলাম, তবে স্বামীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে, উভয় বিবাহের কোন একটির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা। হয়তো এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে সম্পন্ন বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করবে অথবা পঞ্চাশ দিনারের বিনিময়ে সুসম্পন্ন বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করবে। একরূপ করা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে আক্দের মধ্যে যে মহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে স্বামীর উপর তাই ওয়াজিব হবে। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একেকজন একেক বিবাহের অনুমতি প্রদান করে, যেমন একজন দিরহামের বিবাহের অনুমতি প্রদান করল এবং অপরজন দীনারের বিবাহের



অনুমতি প্রদান করল এবং তাদের এই অনুমতি সম্বলিত আলাপ আলোচনা যদি একই সাথে হয়ে থাকে তাহলে উভয় বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই উভয় বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে এবং তাদের বাক্যালাপ যদি একই সাথে হয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও জবাব নিম্নোক্ত মাসআলার জবাবের মতই অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী তথা উভয়ে যদি উভয় বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে এবং তাদের আলাপ আলোচনা যদি এক সময়ে না হয়ে থাকে বরং পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে, তাহলে একটি বিবাহ কার্যকরী হবে। আর তারা উভয়ে যদি অনির্দিষ্টভাবে কোন একটির অনুমতি প্রদান করে, যেমন-স্বামী বলল, আমি কোন একটি বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছি। কিংবা বলল, আমি এটির অনুমতি প্রদান করেছি, তাহলে এ মাসআলার মহিলার অনুমতি বিষয়টি চার অবস্থা থেকে মুক্ত নয় : (১) হয়তো মহিলা বলবে যে, স্বামী যে বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে আমিও এর প্রতি অনুমতি প্রদান করলাম এবং তাদের এ কথাবার্তা যদি একই সাথে হয়ে থাকে তবে এ অবস্থায় দুই বিবাহের কোন একটি জায়েয হবে। (২) অথবা স্ত্রী বলল, স্বামী যে বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছে। আমি তা ছাড়া অন্য বিবাহের অনুমতি প্রদান করলাম। আর তাদের এ কথাবার্তা যদি একই সময়ে হয়ে থাকে, তাহলে উভয় বিবাহই বাতিল হয়ে যাবে। (৩) অথবা স্ত্রী বলল, আমি উভয় বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করলাম তবে এ অবস্থা ও 'স্বামী ও বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে আমি ও এর অনুমতি প্রদান করলাম' এর ন্যায় ফয়সালা হবে। অর্থাৎ এক বিবাহ জায়েয হবে। (৪) অথবা স্ত্রী বলল, আমি যে কোন একটি অনুমতি প্রদান করলাম কিংবা বলল আমি এটি অথবা এটির অনুমতি প্রদান করলাম। যেমন স্বামী বলেছে, আর এ ক্ষেত্রে উভয়ের কথাবার্তা যদি একই সাথে হয়ে থাকে, তবে বর্ণিত আছে যে, এরপর যদি উভয়ে কোন বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান না করে থাকে তাহলে তাদের ইখতিয়ার থাকবে। তারা ইচ্ছা করলে কোন একটির বৈধতার ব্যাপারে একমত হয়ে যাবে কিংবা উভয় বিবাহ ফসখ (ভঙ্গ) করে দিবে। (যখীরা)

৩৩. মাসআলা : যদি স্বামী বলে, আমি উভয় বিবাহের কোন একটির অনুমতি প্রদান করলাম এবং এরপর অপরজন বলল আমিও একটি ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলাম, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ বিবাহ জায়েয হবে। (মুহীত : সারাখসী) কোন ফুযুলী ব্যক্তি যদি কোন গোলামের সাথে একই আক্কে প্রথমে দুই মহিলাকে বিবাহ দেয়। এরপর পুনরায় একই আক্কে আরো দুইজনকে বিবাহ দেয় এবং এ সব বিবাহ যদি মহিলাদের অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে অতঃপর গোলামকে যদি আযাদ করে দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। এবং সে কোন দুইজনের বিবাহের প্রতি সম্মতি প্রদান করতে পারবে। হয়তো প্রথম আক্কে দুইজনের বিবাহের অনুমতি প্রদান করবে অথবা শেষের দুইজনের বিবাহের অনুমতি প্রদান করবে অথবা প্রথম আক্কের একজনের এবং শেষের আক্কের একজনের বিবাহের প্রতি

অনুমতি প্রদান করবে। যদি সে তিনজনের বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করে তবে তা বাতিল বলে গন্য হবে। আর যদি চতুর্থজনের বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে। যদি উক্ত বিবাহ সমূহ একই আক্কে সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে এসব বিবাহের প্রতি অনুমতি কখনো বৈধ হবে না। (কাযী)

৩৪. মাসআলা : যদি কোন গোলাম মুনীরের অনুমতি ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন আক্কে তিনজন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে মুনীর যদি সবকটির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তাহলে তৃতীয় বিবাহটি সহীহ হবে। (ইতাবিয়া) এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, মহল তথা পাত্রীর ক্ষেত্রে অনুমতি হচ্ছে আক্কদের অনুরূপ। সুতরাং মহল যদি এমন হয়ে যে, আক্কদের গুরুত্ব এই বিবাহের সমন্বয় নয় তবে আক্কদের অনুমতি এবং তা পূরা করার সময় ও তার সমন্বয় সহীহ হয়, তাহলে অনুমতি প্রদান কালেও সমন্বয় সহীহ হবে।

৩৫. মাসআলা : যদি কেউ দুই নাবালিগকে তাদের পিতার অনুমতি ছাড়া একই আক্কে কোন পুরুষের নিকট তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয় এবং তাদের পক্ষ হতে দুই ব্যক্তি কবুল বলে। তারপর এক মহিলা তাদের উভয়কে দুধ পান করায় এ অবস্থায় বিবাহের সংবাদ স্বামীর নিকট পৌঁছালে সে যদি একটির অনুমতি প্রদান করে এবং কন্যার পিতাও এ ব্যাপারে সম্মতি দেয়, তাহলে ও এ বিবাহ জায়েয হবে না। আর যদি উপরোক্ত মহিলা কন্যাদের কোন একজনকে দুধ পান করায় তারপর সে মারা যাওয়ার পর অপর জনকে দুধ পান করায়, অতঃপর স্বামী তাঁর বিবাহের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং কন্যার পিতাও সম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে। যদি দুই ওলী বালিকাদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন আক্কে বিবাহ প্রদান করে এবং এরপর তারা যদি পরস্পর দুধবোন হয়ে যায়, এ অবস্থায় স্বামী একজনের বিবাহের অনুমতি প্রদান করলে তা জায়েয হবে।

৩৬. মাসআলা : নাবালিগ দুই চাচাতো বোনকে যদি তাদের চাচা ভিন্ন ভিন্ন আক্কে কোন ব্যক্তির নিকট তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়, অতঃপর তাদের উভয়কে যদি কোন মহিলা দুধপান করায়, তারপর স্বামী একজনের বিবাহের অনুমতি প্রদান করলে এ বিবাহ জায়েয হবে না। আর যদি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চাচা তাদের ওলী হয় এবং তাদেরকে বিবাহ দেয়। এক্ষেত্রে মাসআলার ধরণ যদি পূর্বের মত হয় এবং স্বামী যদি এক জনের বিবাহের অনুমতি প্রদান করে তাহলে তা জায়েয হবে। যদি কোন ব্যক্তি দুই দাসীকে তাদের সম্মতিতে মুনীরের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করে, অতঃপর মুনীর যদি তাদের নির্দিষ্ট কোন একজনকে আযাদ করে দেয়। তারপর এ সংবাদ মুনীরের নিকট পৌঁছার পর সে যদি দাসীর বিবাহের অনুমতি প্রদান করে, তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির সাথে দুই দাসীকে মুনীর ও তাদের অনুমতি সাপেক্ষে বিবাহ দিয়ে দেয়, অতঃপর মুনীর যদি তাদের একজনকে আযাদ করে



দেয়। এ সংবাদ স্বামীর নিকট পৌঁছার পর স্বামী যদি দাসীর বিবাহের প্রতি সম্মতি প্রদান করে তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। কিন্তু আযাদ রমনীর বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলে তা জায়েয হবে। আর মুনীর যদি উভয়কে একই সাথে আযাদ করে দেয় এবং স্বামী উভয়ের কিংবা একজনের বিবাহের বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে। যদি মুনীর বলে অমুক আযাদ অথবা যদি সে একজনকে আযাদ করে কিছুক্ষণ চুপ থাকে তারপর অপরজনকে আযাদ করে। এ সংবাদ স্বামীর নিকট পৌঁছার পর সে যদি উভয় বিবাহের একসাথে অথবা পর্যায়ক্রমে অনুমতি প্রদান করে তবে প্রথমে যাকে আযাদ করা হয়েছিল তার বিবাহ সহীহ হবে। পরে যাকে আযাদ করা হয়েছে তার বিবাহ সহীহ হবে না। বিবাহ যদি দুই আকদে সংগঠিত হয়ে থাকে এবং বাদী দু'জন যদি দুই মুনীরের হয়ে থাকে আর তাদের দু'জনের একজনে যদি স্বীয় বাদীকে আযাদ করে দেয় তাহলে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। সে যে কোন এক বিবাহের প্রতি সম্মতি প্রদান করবে পারবে। আর বাদী দু'জন যদি একই ব্যক্তির হয়ে থাকে তাহলে আযাদ রমনীর বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু বাদীর বিবাহ জায়েয হবে না। (মুহিত : সারাখসী)

৩৭. মাসআলা : এক ব্যক্তির অধীনে তথা বিবাহে একজন আযাদ মহিলা ছিল, এ অবস্থায় কোন ফযূলী ব্যক্তি যদি কোন বাদীর সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এরপর আযাদ মহিলা মারা যায়। তারপর সে উক্ত মহিলার বোনকে বিবাহ করে এবং সেও মারা যায়, এ ক্ষেত্রে তার জন্য বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান কোন ইখতিয়ার থাকবে না। এমনিভাবে যদি কারো বিবাহে চার স্ত্রী থাকে, অতঃপর কোন ফযূলী ব্যক্তি যদি তার সাথে পঞ্চম আরেকজনকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এ অবস্থায় এ পাঁচজনের কোন একজন মারা গেলেও তার জন্য পঞ্চম স্ত্রীর বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদানের কোন ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে একবারেই পাঁচজনের সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে স্বামী তাদের কারো বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করতে পারবে না। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)

৩৮. মাসআলা : কোন আযাদ ব্যক্তির বিবাহে এক স্ত্রী ছিল। এ অবস্থায় কোন ফযূলী ব্যক্তি যদি ঐ ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া আরো চার মহিলাকে তার নিকট বিবাহ দেয়। তারপর এ সংবাদ উক্ত ব্যক্তির নিকট পৌঁছার পর সে যদি তাদের কারো বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি বিভিন্ন আকদে চার মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়া হয় এক্ষেত্রে সে যদি তাদের কারো বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তবে উহা জায়েয হবে। কিন্তু উপরোক্ত অবস্থায় উক্ত পুরুষ যদি সকলের বিবাহের বৈধতার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তবে কারো বিবাহই জায়েয হবে না। সমস্ত বিবাহ বাতিল বলে গন্য হবে। অতএব পরবর্তী সময়ে তাদের কারো বিবাহের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলে ঐ বিবাহও জায়েয হবে না। উল্লেখিত

অবস্থায় স্বামীর অনুমতির পূর্বে যদি তার পূর্ব স্ত্রী মারা যায় এবং পরে সে যদি ঐ চার মহিলার বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে তাদের বিবাহ এক আকদে সম্পন্ন হোক বা বিভিন্ন আকদে সম্পন্ন হোক কোন অবস্থাতেই উক্ত বিবাহ সমূহ জায়েয হবে না। (মুহিত)

৩৯. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তার বালিগ কন্যাকে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট বিবাহ প্রদান করে এবং স্বামীর পক্ষ থেকে কোন ফযূলী ব্যক্তি যদি তা কবুল করে নেয়, এ অবস্থায় অনুপস্থিত স্বামী বিবাহের অনুমতি প্রদানের পূর্বে যদি কন্যার পিতা মারা যায় তবে পিতার মৃত্যুর কারণে এ বিবাহ বাতিল হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে তার বালিগ পুত্রকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করিয়ে দেয় এবং পুত্রের অনুমতির পূর্বেই পুত্র যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে পিতার জন্য সমীচীন হল, একথা বলা যে, আমি আমার পুত্রের পক্ষ থেকে এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলাম। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কোন ব্যক্তি নিজের নাবালিগ ভাতিজীর সাথে নিজের নাবালিগ পুত্রকে বিবাহ করিয়ে দেয়। অথচ ভাতিজীর পিতাও জীবিত আছে। এ অবস্থায় ভাতিজীর পিতা যদি কন্যার বিবাহের অনুমতি প্রদানের পূর্বে মারা যায় এবং পরে চাচা যদি ভাতিজী বালিগ হওয়ার পূর্বে তার বিবাহের অনুমতি প্রদান করে তবে এ বিবাহ সহীহ হবে। এবং তা কার্যকরীও হবে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে তার বালিগ পুত্রকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ করিয়ে দেয়, অথচ সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এ অবস্থায় ঐ পুত্র যদি মতিভ্রম হয়ে যায়, তারপর পিতা তার বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তাহলে এ বিবাহ জায়েয হবে।

৪০. মাসআলা : গোলাম যদি মুনীরের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, এরপর সে এর মালিকের মালিকানা থেকে অন্য মালিকের মালিকানায় চলে যায় এ অবস্থায় দ্বিতীয় মুনীর যদি তার বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তাহলে তার বিবাহ সহীহ হবে এবং আকদ কার্যকরী হবে। এমনিভাবে কোন দাসী যদি মুনীরের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজেকে কারো বিবাহে সোপর্দ করে, এরপর বিক্রি, হিবা বা উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা হস্তান্তর হয়ে সে অন্য মালিকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তবে এ অবস্থায় এ বাদী যদি দ্বিতীয় মুনীরের জন্য হালাল না হয়। যেমন এক জামা'আত লোক তার ওয়ারিস হয়েছে অথবা পূর্ব মালিকের পুত্র তার ওয়ারিস হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে মৃত পিতা তার সাথে সহবাস করেছিল কিংবা পূর্ব মালিক ঐ দাসীকে এক জামা'আত লোকের নিকট তাকে বিক্রি করে দিয়েছে অথবা হিবা করেছে বা তার পুত্রকেই হিবা করেছে কিন্তু পিতা তার সাথে পূর্বে সঙ্গম করেছিল, এ অবস্থায় দ্বিতীয় ওয়ারিসের জন্য তার বিবাহের অনুমতি প্রদান করা জায়েয হবে। আর যদি দাসী দ্বিতীয় মালিকের জন্য হালাল হয় যেমন প্রথম মুনীর তাকে কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হিবা বা বিক্রি করেছে অথবা নিজের পুত্রের নিকটই হিবা



বা বিক্রয় করেছে, কিন্তু এ অবস্থায় পিতা তার সাথে সহবাস করেনি। অথবা পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ বাদীর মালিক হয়েছে। কিন্তু মৃত পিতা তার সাথে কখনো সঙ্গম করেনি এ অবস্থায় দ্বিতীয় মুনীবের অনুমতি জায়েয নেই এবং তার অনুমতিতে বিবাহ জায়েযও হবে না। (মুহীত)

### অনুচ্ছেদ : বিবাহ ফসখ (فسخ) - ভঙ্গ হওয়ার মাসাইল

১. মাসআলা : বিবাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তিবর্গ তা ভঙ্গ করার দিক থেকে সাধারণত চার প্রকার :

(১) এমন আকিদ (বিবাহ সম্পাদনকারী) যে, কথা ও কাজ কোনভাবেই বিবাহ ফসখ (ভঙ্গ) করার অধিকার রাখে না। এ জাতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ফুযুলী। সুতরাং কোন ফুযুলী ব্যক্তি যদি কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করিয়ে দেয়, অতঃপর সে যদি বলে, আমি এই আকদ ফসখ করে দিলাম। তবে এতে বিবাহ ফসখ (ভঙ্গ) হবে না। অনুরূপভাবে ফুযুলী ব্যক্তি যদি ঐ মহিলার বোনকে তার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে এ দ্বিতীয় বিবাহ স্বামীর অনুমতির উপর মাওকুফ থাকবে। এতে প্রথম বিবাহ ফসখ হবে না।

(২) এমন আকিদ যে কথার দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে। কিন্তু কাজের দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে। এ হল উকীল যদি কোন পুরুষ নির্দিষ্ট কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য অপর কোন পুরুষ উকীল নিযুক্ত করে এবং সে ঐ মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় আর কোন ফুযুলী ব্যক্তি মহিলার পক্ষ হতে তা কবুল করে নেয়, তাহলে এই উকীল কথার মাধ্যমে ঐ বিবাহকে ফসখ (ভঙ্গ) করতে পারবে। আর যদি ঐ মহিলার বোনের সাথেও তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে এতে প্রথম আকদ ফসখ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি উপরোক্ত উকীল ঐ মহিলার সাথেই দ্বিতীয়বার তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, তাহলে প্রথম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীতঃ সারাখসী)

(৩) এমন আকিদ যে কাজের দ্বারা বিবাহ ফসখ করতে পারে। কিন্তু কথার দ্বারা পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে অপর কোন পুরুষকে বিবাহ করিয়ে দিল, তারপর স্বামী ঐ ফুযুলী ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যেন, সে কোন এক মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। এ অবস্থায় উকীল যদি ঐ মহিলার বোনের সাথে ঐ পুরুষকে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে প্রথম বিবাহ ফসখ হয়ে যাবে। কিন্তু কথার দ্বারা ফসখ করলে এ ফসখ সহীহ হবে না।

(৪) এমন আকিদ যে কথা ও কাজ উভয় প্রক্রিয়ায় বিবাহ ফসখ করার অধিকার রাখে। যেমন কোন পুরুষ অপর কোন পুরুষকে উকীল নিয়োগ করল যেন সে কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, অতঃপর উকীল এক মহিলার সাথে তাকে

বিবাহ করিয়ে দিল এবং এক ফুযুলী ঐ মহিলার পক্ষ হতে তা কবুল করল। এ অবস্থায় উকীল যদি এই আকদকে ফসখ করে দেয় তবে তার ফসখ সহীহ হবে আর উকীল ব্যক্তি যদি উক্ত মহিলার বোনের সাথেও তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে প্রথম আকদ ফসখ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২. মাসআলা : বিবাহের বিষয়ে ফুযুলী ব্যক্তি অনুমতি প্রদানের পূর্বে স্বীয় মত থেকে ফিরে আসতে পারবে না। তবে মাওকুফ বিবাহের ক্ষেত্রে উকীল কথা ও কাজ উভয় প্রক্রিয়ায় স্বীয় মত প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। (যহীরিয়া) ফুযুলী ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষকে বিবাহ করিয়ে দেয় তারপর স্বামী যদি এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে যেন সে কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এ ক্ষেত্রে উকীল যদি বিবাহের অনুমতি প্রদান করার পর তা ফসখ করে তাহলে এ ফসখ সহীহ হবে না। (জামে') আর যদি উকীল ঐ মহিলার সম্মতিতে তার বোনের সাথেও তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, তবে প্রথম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। বিবাহের ব্যপারে নিয়োজিত দুই উকীলের এক উকীল অপর উকীলের সম্পাদিত মাওকুফ বিবাহকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাতিল করতে পারবে না। কিন্তু উকীল যদি বিবাহিতা মহিলার বোনকে মু'আক্কিলের নিকট বিবাহ দেয় অথবা নুতন মহরের যিনি আগের বিবাহকে নবায়ণ করে তবে প্রথম বিবাহ ফসখ হয়ে যাবে (ইতাবিয়া) কেউ যদি কোন মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তারপর কোন একজন পুরুষকে উকীল নিয়োগ করে যেন সে কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এ অবস্থায় উকীল যদি স্বামীর কর্মকে মৌখিকভাবে বাতিল করে দেয় তাহলে এরূপ করা সহীহ হবে না। কিন্তু উকীল যদি বিবাহিত স্ত্রীর বোনের সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, তাহলে প্রথম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। উকীল যদি একই আকদে দুই মহিলার সাথে তার মু'আক্কিলকে বিবাহ করিয়ে দেয়, এমন দুই মহিলাকে যারা পরস্পর একে অপরের বোন অথবা একই আকদে চারজন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় তবে প্রথম বিবাহ ফসখ হবে না। (মুহীত : সারাখসী)



## সপ্তম পরিচ্ছেদ : মহরের বিবরণ

[এতে সাতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : মহরের নিম্নতম পরিমাণ। কোন বস্তু মহর হতে পারে এবং কোন বস্তু মহর হতে পারে না

১. মাসআলা : মহরের নিম্নতম পরিমাণ হল দশ দিরহাম। চাই তা প্রচলিত মুদ্রা হোক বা না হোক। এমন কি দশ দিরহাম ওয়নের শুধু রৌপ্যও মহর হিসাবে ধার্য হতে পারে। যদিও এর মূল্য দশ দিরহামের (মুদ্রার) তুলনায় কম হয়। (তাবয়ীন) আর যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে দিরহাম ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মূল্য আক্দের সময়ের দশ দিরহামের সমমূল্যের বলে ধর্তব্য হবে। সুতরাং কেউ যদি কাপড় বা কয়লী বা ওয়নী এমন কোন বস্তুকে বিবাহে মহর হিসাবে ধার্য করে যার মূল্য বিবাহের দিন দশ দিরহাম ছিল তবে বিবাহ জায়েয হবে। মহর উসূল করার দিন এর মূল্য কমে গেলেও স্ত্রী মহর প্রত্যাখান করতে পারবে না। অবশ্য এর বিপরীত হলে, অর্থাৎ আক্দের সময় এর মূল্য দশ দিরহাম থেকে কম ছিল কিন্তু পরে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দশ দিরহামের সমান বা বেশী হয়ে গেলে এ ক্ষেত্রে আক্দের সময় যে পরিমাণ কম ছিল মহিলা তা উসূল করে নেওয়ার হক্দার বলে গন্য হবে। (আন নাহরুল ফায়িক) মহরের কাপড় হস্তগত হওয়ার আগেই যদি এর কোন অংশ হারিয়ে যাওয়ার কারণে এর মূল্য হ্রাস পায় তাহলে এ ক্ষেত্রে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে ঐ কাপড় গ্রহণ করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে ঐ কাপড়ের মূল্য হিসাবে দশ দিরহামও উসূল করতে পারবে। (মুহীত : সারাখসী)

২. মাসআলা : সমাজে যে বস্তুর মূল্য স্বীকৃত, এমন বস্তু মহর হতে পারবে। এমনভাবে মানাফি (منافع) তথা ব্যবহার এবং খিদমত ইত্যাদিও মহর হিসাবে ধার্য হতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি আবাদ ব্যক্তি হয় এবং সে নিজে স্ত্রীর খিদমত করবে বলে যদি তাকে বিবাহ করে তাহলে ইমাম আবম আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, এ বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু উক্ত মহিলা মহরে মিসলের হক্দার হবে। (যহীরিয়া) আর যদি অন্য কোন আবাদ ব্যক্তির খিদমতকে উক্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়াই মহর ধার্য করা হয় তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির খিদমতের মূল্য

১. বাঁশ বা বেতের তৈরী নির্দিষ্ট পরিমাণের পাতে পূর্বে ধান-চাউলের ওজন প্রচলিত ছিল। তাকে কয়লী বলে। (সম্পাদক)

২. বস্তুর স্বীকৃত ব্যবহার পদ্ধতি যেমন বাসোপাসযোগী গৃহে বসবাস করা, পরিধানের কাপড় পরিধান অর্থাৎ যে ব্যবহারের বিনিময় হতে পারে তাকে মানাফি বলে। (সম্পাদক)

৩. অর্থাৎ এরূপ খিদমত মহর বলে গন্য হবে না।

স্ত্রীর নিকট পরিশোধ করে দেওয়া। যদি অপর ব্যক্তির অনুমতিক্রমে তা ধার্য করা হয় এবং তা এমন নির্দিষ্ট খিদমত হয় যাতে পর্দা রক্ষিত থাকে না এবং ফিতনার আশংকা থাকে, এ ক্ষেত্রে খিদমত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। এ অবস্থায় স্ত্রীকে খিদমতের মূল্য প্রদান করা হবে। আর যদি এমন ধরনের খিদমত না হয় তবে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি খিদমতের বিষয়টি অনির্দিষ্ট থাকে এবং আবাদ ব্যক্তির সে অনির্দিষ্ট মানাফি (ফায়দা)-এর উপর বিবাহ করা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রে মহিলা যদি খিদমতের উপযুক্ত হয়ে পড়ে তবে এ ব্যক্তি একজন শ্রমিক হিসাবে গন্য হবে। উক্ত অবস্থায় যদি পর্দা রক্ষিত না হয় এবং ফিতনার আশংকা থাকে তাহলে এ খিদমত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা মহিলার উপর ওয়াজিব। আর যদি ফিতনার আশংকা না থাকে তবে খিদমত করা ওয়াজিব হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি কোন পুরুষ নিজের গোলাম বা দাসীর খিদমতের বিনিময়ে বিবাহ করে তবে এ বিবাহ জায়েয হবে। (আন নাহরুল ফায়িক) আর স্বামী যদি গোলাম হয় তবে তার জন্য স্ত্রীর খিদমত করা সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয। (মুহীত : সারাখসী)

৩. মাসআলা : তালীমে কুরআনকে মহর ধার্য করে বিবাহ করলে এ ক্ষেত্রে স্ত্রী মহরে মিসল পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্ত্রীর বকরী চরানো বা তার যমীনে চাষাবাদ করে মহর ধার্য করে বিবাহ করলে এক বর্ণনা মতে, এ বিবাহ জায়েয হবে না। কিন্তু অন্য বর্ণনা মতে জায়েয হবে। (মুহীত : সারাখসী) প্রথমটি হচ্ছে 'আসল' এবং 'জামি'-এর বর্ণনা এবং এটিই বিত্তমত মত। (আন নাহরুল ফায়িক) অবশ্য সহীহ মত হচ্ছে, বিবাহ জায়েয হবে এবং যে খিদমতকে মহর ধার্য করা হয়েছে তা আদায় করে দিবে। এর প্রমাণ হল হযরত মুসা এবং শু'আইব (আ) এর ঘটনা। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের শরী'আত ও আমাদের জন্য দলীল যদি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা) কোনরূপ আপত্তি ব্যতিরেকে তা আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। আর এখানেও কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। তাই এ ঘটনা আমাদের শরী'আতেও গ্রহণযোগ্য দলীল হিসাবে গন্য। (কাফী) হালাল ও হারামের বিধি বিধান কিংবা হজ্জ ও উমরা জাতীয় ইবাদতের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়াকে মহর ধার্য করে বিবাহ করলে আমাদের

১. হযরত মুসা (আ) মিসর থেকে হিয়রত করে মাদইয়ান পৌছার পর সেখানে একটি কুঁপের নিকট কতিপয় মানুষকে দেখলেন যে, তারা তাদের জানোয়ার গুলোকে পানি পান করছে। পাশেই দেখতে পেলেন, দুইজন নারী তাদের পশুগুলোসহ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারছে না। তখন তিনি তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। বাড়ীতে গিয়ে তারা তাদের পিতা হযরত শু'আইব (আ)-কে বললেন, এ লোকটিকে মজুর নিযুক্ত করুন। সে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আমানতদার ও শক্তিশালী। তখন শু'আইব (আ) হযরত মুসা (আ) কে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার নিকট বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি তুমি দশ বছর পূরা কর তবে সে তোমার ইচ্ছা। তখন হযরত মুসা (আ) বললেন, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল এবং এর উপর বিবাহ সম্পাদন হল। (সূরা কাসাস : ২২-২৮) [সম্পাদক]



মাযহাবে এ ধার্য করা সহীহ হবে না। অবশ্য বিবাহ সহীহ হবে এবং মহর মিসল দিতে হবে।

৪. মাসআলা : মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, আকদের সময় যে মহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি সহীহ হয় এবং সাব্যস্ত হয় তবে এই মহরই ওয়াজিব হবে। এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল এই যে, আক্কে উল্লেখিত মহর যদি দশের কম হয় তবে আমাদের ইমামজয়ের মতে দশ পূরা করা হবে। যদি আক্কে উল্লেখিত মহর সহীহ না হয় বরং নামকরণ ফাসিদ হয়ে যায় অথবা বিষয়টি যদি দোদুল্যমান হয়ে যায় তবে এক্ষেত্রে মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। কেউ যদি এই কথাকে মহর ধার্য করে বিবাহ করে যে, সে তার স্ত্রীকে কন্যার পিতার মহর থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না অথবা এই স্ত্রী তার বিবাহে থাকা অবস্থায় সে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করবে না তবে এই নামকরণ (تسمية) সহীহ হবে না। কেননা উল্লেখিত এই কথা 'মাল' নয়। এমনভাবে মুসলমান পুরুষ যদি কোন মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করে এবং বিবাহে মৃত জানোয়ার, রক্ত, মদ অথবা শূকরকে মহর ধার্য করে তবে এ ধার্যকরণও সহীহ হবে না। যদি নির্দিষ্ট বস্তুর মানাকি (مَنَافِع) কে মহর ধার্য করে বিবাহ করে যেমন স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করা, তার সাওয়ারীর উপর আরোহণ করা, সাওয়ারীর উপর বোঝা উত্তোলন করা অথবা তার যমীনে ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি মহর ধার্য করে বিবাহ করলে মুদত যদি সুনির্দিষ্ট থাকে তবে এ ধার্যকরণ সহীহ হবে। (বাদায়ে)২

৫. মাসআলা : যদি গোলাম মুনিবের অনুমতিক্রমে কোন দাসী, মুদাব্বার অথবা উম্মে ওয়ালাদের দাসত্ব করাকে মহর ধার্য করে বিবাহ করলে এ বিবাহ জায়েয হবে না এবং গোলামের মূল্যের বিনিময়েও বিবাহ জায়েয হবে না। (গায়াতুস সুরুজী) যদি পুরুষ কোন মহিলাকে এরূপ মহর ধার্য করে বিবাহ করে যে, তার অপর স্ত্রী তালাক দিয়ে দিবে অথবা মহিলার উপর যে কিসাস ওয়াজিব ছিল তা সে মাফ করে দিবে। অথবা সে তাকে হাজ্জ করিয়ে আনবে, তবে এ ধার্যকরণ সহীহ হবে না। এক্ষেত্রে মহিলা মহরে মিসল পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : এক ব্যক্তির কোন মহিলার নিকট বিক্রয়কৃত মালের মূল্য বাবত এক হাজার টাকা পাওনা ছিল। পরবর্তীতে এ ব্যক্তি যদি উক্ত মহিলাকে এ বলে বিবাহ করে যে, আমি ঐ পাওনা টাকার ব্যাপারে তোমাকে কিছু সময় দিব এবং এটাই তোমার মহর তবে এ মহিলা মহরে মিসলের হক্কার হবে। আর এ সময় দেওয়া বাতিল বলে গন্য হবে। (যহীরিয়া) এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম পাওনা ছিল,

১. অর্থাৎ মহর বলে গন্য হবে না। মহরে মিসল দিতে হবে।

২. অর্থাৎ মহররূপে গন্য হবে।

৩. আলোচ্য মহিলা ঐ পুরুষের কোন ওম্মাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছিল। ফলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়েছিল। বিবাহের সময় স্বামী বলল, তুমি আমার নিকট বিবাহ বসলে আমি তোমার ঐ কিসাস মাফ করে দিব। (আলমগীরী, (উর্দু) ২য় খন্ড, পৃ. ১৯১)

এ পাওনা দিরহামকে মহর ধার্য করে সে যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে বিবাহ জায়েয হবে। আর এ দিরহামের ব্যাপারে তার ইচ্ছা থাকবে। ইচ্ছা করলে সে এ দিরহাম স্বামীর নিকট থেকে উসূল করবে এবং ইচ্ছা করলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকেও তা উসূল করতে পারবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে উসূল করার ক্ষেত্রে মহিলা স্বামীকে এভাবে ধরবে যেন সে তাকে ঐ দিরহামগুলো হস্তগত করার জন্য তাকে উকীল বানিয়ে দেয়। যদি কোন ব্যক্তি একহাজার কর্জ দিরহামের উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে, যে দিরহামগুলো এক বছর পর পাওয়া যাবে তবে মহিলা এতে রাজী থাকলে বিবাহ জায়েয হবে। এক্ষেত্রে মহিলা ঐ দিরহামগুলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটও চাইতে পারবে ইচ্ছা করলে স্বামীর নিকটও চাইতে পারবে। স্বামীর নিকট চাইলে এক বছর পর চাইতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট গোলাম বা নির্দিষ্ট ঘরের দিকে ইশারা করে কোন মহিলাকে বিবাহ করে অথচ এগুলো তার মালিকানাধীন বস্তু নয় বরং অন্যের জিনিষ তবে এ বিবাহ সহীহ হবে এবং মহরের এ নামোল্লেখ করণও সহীহ হবে। অবশ্য পরে ঘর বা গোলামের মালিক যদি অনুমতি প্রদান করে তাহলে আক্কে যে মহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মহিলা তারই হক্কার হবে। আর যদি মূল মালিক অনুমতি প্রদান না করে তাহলে বিবাহ এবং ধার্যকরণ কোনটাই বাতিল হবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে মহরে মিসল ওয়াজিব হবে না। বরং আক্কে উল্লেখিত মহরের মূল্য ওয়াজিব হবে (মুহীত)

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক মহিলা থেকে একটি গোলাম খরীদ করেছিল। পরে ঐ গোলামের মধ্যে খুঁত দেখা গেল। এ অবস্থায় পুরুষ লোকটি যদি মহিলাকে এই বলে বিবাহ করে যে, খুঁতের কারণে গোলামের মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ঐ পরিমাণ টাকা তোমার মহর, তাহলে যদি এ কারণে দশ দিরহাম পরিমাণ হ্রাস পায় তবে মহিলা এ পরিমাণই মহর পাবে। আর যদি হ্রাস পাওয়া দিরহামের পরিমাণ দশের চেয়ে কম হয় তবে মহিলাকে দশ পূরা করে দিতে হবে (যহীরিয়া)

৯. মাসআলা : ফকীহগণ বলেন, 'নিকাহে শিগার' জায়েয। তবে শর্ত বাতিল। এ ক্ষেত্রে উভয় মহিলা মহরে মিসল পাবে। নিকাহে শিগার বলা হয়, কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অন্যের নিকট এ শর্তে বিবাহ প্রদান করা যে, অপর ব্যক্তিও তার বোন বা মাতাকে তার নিকট বিবাহ প্রদান করবে এবং এক্ষেত্রে একজনের যৌনাদ্ধ অপর জনের মহর হিসাবে গন্য হবে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা) যদি আক্দের মধ্যে এমন জিনিষকে মহর ধার্য করা হয় যা বর্তমানে অনুপস্থিত যেমন এই বছর তার খেজুর বাগানে যে খেজুর উৎপন্ন হবে অথবা এই বছর তার যমীনে যে ফসল উৎপন্ন হবে অথবা এই বছর তার গোলাম যা উপার্জন করবে তাই মহর হবে এরূপ ক্ষেত্রে এ উল্লেখকরণ সহীহ হবে না। কাজেই মহিলা মহরে মিসল পাবে। অনুরূপভাবে যদি এমন বস্তুকে মহর হিসাবে উল্লেখ করে যা বর্তমানে কোন অবস্থাতেই মাল নয়, যেমন কেউ বকরীর পেটের



বাচ্চা অথবা দাসীর পেটের বাচ্চাকে মহর ধার্য করে বিবাহ করল, তবে এ ধার্যকরণ সহীহ হবে না। কাজেই উক্ত মহিলা মহের মিসলের হকদার হবে। (মুহীত)

১০. মাসআলা : যদি পুরুষ কোন মহিলাকে পুরুষের হুকুম কিংবা মহিলার হুকুম অথবা কোন ব্যক্তির হুকুমের ভিত্তিতে বিবাহ করে তবে এভাবে মহর ধার্যকরণ ফাসিদ বলে গন্য হবে। স্বামীর হুকুমে বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকলে, দেখতে হবে যে, সে যদি মহরে মিসল বা ততোধিক মহরের বিনিময়ে বিবাহের হুকুম দিয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী মহরে মিসল পাবে। আর যদি মহরে মিসলের থেকে কম মহরের বিনিময়ে বিবাহের হুকুম দিয়ে থাকে তাহলে মহিলা এর উপর রাযী থাকলে সে এই পরিমাণ মহরই পাবে। কিন্তু যদি সে এতে রাযী না থাকে তবে মহরে মিসলই সে পাবে। মহিলার হুকুমে বিবাহ হয়ে থাকলে সে মহরে মিসল বা এর চেয়ে কম মহরের বিনিময়ে বিবাহের হুকুম দিয়ে থাকলে, মহিলা তার হুকুম মুতাবিকই পাবে। আর যদি মহরে মিসলের থেকে অধিক পরিমাণ মহরের বিনিময়ে বিবাহের হুকুম দিয়ে থাকে তবে স্বামী এ অতিরিক্ত পরিমাণের ব্যপারে রাযী না থাকলে সে এ অতিরিক্ত পরিমাণ পাবে না। অবশ্য রাযী থাকলে পাবে। তৃতীয় ব্যক্তির হুকুমে বিবাহ সংগঠিত হয়ে থাকলে সে যদি মহরে মিসলের বিনিময়ে বিবাহের হুকুম দিয়ে থাকে তবে বিবাহ জায়েয হবে। আর মহের মিসলের থেকে অধিক পরিমাণ মহরের বিনিময়ে বিবাহের হুকুম দিয়ে থাকলে এ বিবাহ স্বামীর সম্মতির উপর মওকুফ থাকবে। মহরে মিসলের থেকে কম মহরের বিনিময়ে বিবাহের হুকুম দিয়ে থাকলে এ বিবাহ স্ত্রীর সম্মতির উপর মওকুফ থাকবে। (বাদায়ে)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যে সব কাজে মহর ও মুত'আ পাকাপোক্ত হয়।

১. মাসআলা : তিনটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলে মহর পাকা হয়ে যায়।

(১) দুখূল-স্ত্রী সহবাস (২) খালওয়াতে সহীহা (৩) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজনের মৃত্যুবরণ করা। এই তিনটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলে মহরের বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। চাই মহরে মুসান্না (আক্দের নির্ধারিত মহর) হোক বা মহরে মিসল হোক। এই তিনটির কোন একটি পাওয়া গেলে মহর আর কিছুতেই রহিত হবে না। অবশ্য যে হকদার সে যদি দাবী ছেড়ে দেয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা (বাদায়ে)

২. মাসআলা : যদি পুরুষ কোন মহিলাকে মহরের কথা উল্লেখ না করে বিবাহ করে অথবা এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে মহর পাবে না, তবে স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকলে অথবা স্বামী স্ত্রীকে রেখে মারা গেলে উক্ত মহিলা মহরে মিসলের হকদার হবে। মহিলা মারা গেলেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহবাস অথবা খালওয়াতে সহীহা

১. অর্থাৎ এই বলে বিবাহ করে যে, মহরের ক্ষেত্রে আমি যা হুকুম করব অথবা আমার স্ত্রী যা হুকুম করবে অথবা তৃতীয় ব্যক্তির হুকুম করবে সে হিসাবেই মহর ধার্য হবে। (অনুবাদক)

২. অর্থাৎ মহর দিতেই হবে।

(বাধামুক্ত নির্জনবাস) এর পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রী মুত'আ পাবে। যদি আক্দের পর কাযী মহিলার জন্য মহর ধার্য করে অথবা স্বামী যদি মহর ধার্য করে তবে মহরে মিসলের ক্ষেত্রে যে কারণে মহর পাকাপোক্ত হয়, এ ক্ষেত্রেও সেই কারণে মহর পাকাপোক্ত বলে গন্য হবে। এ অবস্থায় সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিতে ইমাম আযম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব হবে। নির্ধারিত মহরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৩. মাসআলা : স্বামীর উপর তখনই মুত'আ ওয়াজিব হবে যদি স্বামীর কার্যক্রমের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। যেমন, স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদান করা অথবা দীলা বা লি'আন করে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া অথবা যৌনাদ কতিত হওয়া কিংবা পুরুষত্বহীনতা অথবা স্বামীর পূর্ব পুরুষদের মুরতাদ হওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া, কিংবা স্ত্রীর মাতা বা কন্যাকে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করা ইত্যাদি। আর যদি স্ত্রীর কার্যক্রমের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তবে স্ত্রী মুত'আ পাবে না। যেমন- স্বামীর পুত্রকে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করা, দুগ্ধপান করানো, খিয়ারে বুলুগ বা খিয়ারে ইত্বকের কারণে বিচ্ছেদ অবলম্বন করা অথবা অসম পাঞ্চে বিবাহের কারণে স্ত্রী কর্তৃক বিচ্ছেদ অবলম্বন করা ইত্যাদি। এমনভাবে স্বামী কিংবা স্বামীর উকীল যদি স্ত্রীকে তার মুনীব থেকে খরীদ করে তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ স্ত্রী মুত'আ পাবে না। মুনীব যদি নিজ দাসীকে কারো নিকট বিক্রয় করে তারপর স্বামী যদি উক্ত খরীদার থেকে তাকে খরীদ করে, তবে এ ক্ষেত্রে মুত'আ পাবে। যে ক্ষেত্রে মহরে মুসান্না না থাকার কারণে মুত'আ ওয়াজিব হয় না, সেক্ষেত্রে মহরে মুসান্না হওয়ার কারণে মহরে মুসান্নার অর্ধেক ওয়াজিব হবে না। (তাবয়ীন) আর সে সব অবস্থায় আক্দের প্রেক্ষিতে মহরে মিসল ওয়াজিব হয় সে সব অবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে শুধু মুত'আ ওয়াজিব হবে। (তাহযীব)

৪. মাসআলা : মুত'আ তিন কাপড়। যথা : (১) জামা (২) চাদর (৩) ওড়নী। এই কাপড় তিনটি মাধ্যম ধরনের হবে। বেশী উন্নত মানেরও নয় এবং একেবারে নিম্ন-মানেরও নয়। (মুহীত) এটা ইমামগণের যুগের কথা, তবে আমাদের দেশে আমাদের রেওয়াজ ধর্তব্য হবে। (খুলাসা) যদি স্বামী-স্ত্রীকে কাপড়ের পরিবর্তে দিরহাম বা দিনার প্রদান করে তবে তা গ্রহণ করার জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করা হবে। (বাদায়ে) মুত'আ যেন মহরে মিসলের অর্ধেকের চেয়ে অতিরিক্ত না হয় এবং পাঁচ দিরহাম থেকে কম না হয়। (কাফী) ইমাম কারখী (র)-এর মতানুসারে কাপড় প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা প্রদান করতে হবে। কেননা কাপড় হল মহরে মিসলের স্থলাভিষিক্ত (তাবয়ীন) নিম্নবিত্ত মহিলাকে কিরবাস তথা অল্প মূল্যের, মধ্যবিত্ত মহিলাকে সূতি তথা মাধ্যম ধরনের কাপড় এবং উচ্চ পর্যায়ের মহিলাকে রেশম তথা বেশী মূল্যের কাপড় প্রদান করবে এটাই বিগুহতম মত। (ইয়ানাবি) কিন্তু সহীহ মতে, এসব কাপড় প্রদানের



ক্ষেত্রে পুরুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (হিদায়া ও কাফী) কেউ কেউ বলেন, উভয়ের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (বাদায়ে) এ মতটি ফিকহ-এর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। (তাবয়ীন) ফকীহ আল-ওয়ালুজী (র) বলেন, এটা সহীহ মত, এর উপরই ফাতওয়া। (আন্ নাহরুল ফায়িক) যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে মুত'আ পাবে না। আক্দের সময় তার জন্য মহর নির্ধারণ করা হোক বা না হোক এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। অনুরূপভাবে নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে সহবাস ও খালওয়াতে সহীহার পূর্বে অথবা খালওয়াতে সহীহার পর স্বামী কর্তৃক সহবাসের কথা অস্বীকার করার অবস্থায় কাফী যদি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয় তাহলে স্ত্রী মুত'আ পাবে না। মুনীবের অনুমতিতে গোলামের বিবাহ সম্পাদিত হলে মুত'আ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে গোলাম ও আযাদ ব্যক্তির ন্যায় (মুহীত)

৫. মাসআলা : আমাদের মাযহাবে মুত'আ তিন প্রকার (১) ওয়াজিব মুত'আ। আক্দের সময় যে মহিলার মহর ধার্য করা হয়নি এরূপ মহিলাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব। (২) মুস্তাহাব মুত'আ। কোন মহিলাকে সহবাসের পর তালাক দিলে তাকে মুত'আ প্রদান করা মুস্তাহাব (৩) এমন মুত'আ যা ওয়াজিব নয় এবং মুস্তাহাবও নয়, আক্দের সময় যে মহিলার মহর ধার্য করা হয়েছে এ জাতীয় কোন মহিলাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তাকেও মুত'আ প্রদান করা হবে। তবে মুত'আ ওয়াজিব নয় এবং মুস্তাহাবও নয়। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)

৬. মাসআলা : খালওয়াতে সহীহার অর্থ হল, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এমন নির্জন স্থানে একত্রিত হওয়া যেখানে সহবাসের ব্যাপারে বাহ্যিক, মানসিক এবং শরী'আতের পক্ষ হতে কোন প্রতিবন্ধকতা যাই। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর খালওয়াতে ফাসিদা এর অর্থ হল, স্ত্রী সহবাস করতে সক্ষম না হওয়া। যেমন, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যার পক্ষে স্ত্রী সহবাস করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা উভয়ের হুকুম একই। এটাই সহীহ মত। (খুলাসা) উল্লেখ্য যে, এখানে রোগ দ্বারা এমন রোগকে বুঝানো হয়েছে যা সহবাসের জন্য প্রতিবন্ধক অর্থাৎ যে রোগের অবস্থায় সহবাস করা যায় না অথবা সহবাস করলে ক্ষতি হয়। সহীহ কথা হল, পুরুষ যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে এতে তার যৌন উত্তেজনায় কিছুটা ভাটা পড়বেই। চাই এতে তার কোনরূপ ক্ষতি হোক বা না হোক। এ বক্তব্য মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। (কাফী)

৭. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর নির্জনে মিলিত হয় এবং তাদের একজন ফরয হজ্জের আর অপর জন নফল হজ্জে ইহ্রামের অবস্থায় থাকে অথবা একজন ফরয রোজা কিংবা ফরয নামাযের অবস্থায় থাকে তাহলে এ খালওয়াতে সহীহ হবে না। অবশ্য কাযা, মানত ও কাফকারার রোযার ক্ষেত্রে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এগুলো খালওয়াতের জন্য প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য হবে না। নফল রোযা যাহিরী

১. অবশ্য সে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক পাবে। (সম্পাদক)

রিওয়ায়েত মতে প্রতিবন্ধক হয় না। অনুরূপভাবে নফল নামাযও প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু হায়েয নিফাস খালওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। স্বামী স্ত্রীর সাথে সেখানে কোন ঘুমন্ত বা অন্ধ ব্যক্তি থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। কিন্তু সেখানে যদি অবুঝ কোন নাবালিগ শিশু অথবা সম্পূর্ণ বেহুশ ব্যক্তি থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে। অবশ্য তাদের সাথে যদি কোন জ্ঞানবান এমন নাবালিগ বালক থাকে যে তাদের মধ্যকার ক্রিয়াকর্ম অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে পারে অথবা কোন বধির বা বোবা লোক থাকে তাহলে খালওয়াত সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : পাগল ও মতিভ্রম ব্যক্তির হুকুম না বালিগের ন্যায়। যদি তারা বুঝতে পারে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। আর যদি তাদের মধ্যে বোধশক্তি না থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে। (আল-জাওহারাতুন নায়ার) আর যদি স্বামীর দাসী তাদের সাথে থাকে তবে এ অবস্থায় খালওয়াত সহীহ হবে (মিরাজুদ দিয়ার) ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রথমতঃ এ কথা বলতেন যে, যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে স্বামীর দাসী উপস্থিত থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি এ মত প্রত্যাহার করেন এবং বলেন যে, কোন অবস্থাতেই খালওয়াত সহীহ হবে না। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এরও অভিমত। (মুহীত : যখীরা : ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে স্বামীর অপর কোন স্ত্রী উপস্থিত থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। যদি তাদের সাথে পাগলা কুকুর থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। কুকুর যদি পাগলা না হয় এবং তা যদি মহিলার হয় তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। আর যদি তা পুরুষের হয়ে থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না (তাবয়ীন)

৯. মাসআলা : স্বামীর একাকী নিদ্রা যাওয়া অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট গমন করে তবে খালওয়াত সহীহ হবে। স্বামী তার আগমন সম্বন্ধে জ্ঞাত হোক বা না হোক। এ হুকুম ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর এক অভিমতের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে এ ক্ষেত্রে জাযত ও ঘুমন্ত অবস্থায় হুকুম একই। (যহীরিয়া) মহিলা স্বামীর নিকট গেল, তখন সে একাই ছিল, কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে চিনতে পারল না, এ অবস্থায় স্ত্রী কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল অথবা স্বামী স্ত্রীর নিকট গেল কিন্তু সে স্ত্রীকে চিনতে পারল না, এতে খালওয়াত সহীহ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামী স্ত্রীকে চিনতে পারবে। ফকীহ আবু লারস (র) এমতটি গ্রহণ করেছেন (মুহীত) হুজ্জত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আমরা এই মতটিই গ্রহণ করেছি। (তাতারখানিয়া) যদি স্বামী বলে আমি তাকে চিনতে পারিনি। তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি স্বামী স্ত্রীকে চিনে কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে না চিনে তবে এ অবস্থায়ও খালওয়াত সহীহ হবে। (তাবয়ীন)

১০. মাসআলা : যে বালক সহবাস করতে সক্ষম নয় এবং যে বালিকার সাথে সহবাস করা যায় না। তাদের সাথে নির্জনে বাস করলে খালওয়াত সহীহ হবে না। কাফির পুরুষ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর মুসলমান হওয়ার পরে তার সাথে নির্জনে মিলিত হয়



তবে এ খালওয়াত সহীহ হবে। কাফির পুরুষ মুসলমান হওয়ার পর যদি তার মুশরিক স্ত্রীর সাথে নির্জন বাস করে তবে এতে খালওয়াত সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১১. মাসআলা : রাতকা (رَتَّاء), কারনা (قَرْنَاء), আকলা (عَقْلَاء) ও শার'রা (شَعْرَاء) ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়া খালওয়াত সহীহার ক্ষেত্রে অন্তরায়। স্ত্রীর সাথে যিহার<sup>২</sup> করার পর এর কাফফরা আদায় করার পূর্বে নির্জন বাস করলে এতে খালওয়াত সহীহ হবে না। কেননা এই পুরুষের জন্য তার সাথে সহবাস করা হারাম (আল-বাহরুর রায়িক) স্বামী স্ত্রী পরস্পর নির্জন বাস করা সত্ত্বেও স্ত্রী যদি স্বামীকে সহবাসের সুযোগ না দেয় তবে এব্যাপারে মুতাআখ্খিরীন ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, খালওয়াত সহীহ হবে না। কেউ কেউ বলেন, সহীহ হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে যৌনাদ্ধ কতিত ব্যক্তির খালওয়াত সহীহ হবে। পুরুষত্বহীন ও অগুরুষ কতিত ব্যক্তির খালওয়াত সহীহ আছে। (যখীরা)

১২. মাসআলা : খালওয়াত সহীহ হওয়ার জন্য স্থানটি এমন নিরাপদ হওয়া আবশ্যিক যাতে অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা ব্যতিরেকে স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে কারো পক্ষে অবগতি লাভ করা সম্ভব না হয়, যেমন বাড়ী বা বিশেষ কামরা (শারহে জামিইস্ সাগীর : কাযীখান) মুক্ত প্রান্তরে কাছে ধারে কেউ না থাকলেও খালওয়াত সহীহ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এ স্থান দিয়ে কারো পথ অতিক্রম না করার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। এমনভাবে যদি স্বামী স্ত্রী ঘরের ছাদের উপর অবস্থান করে যেখানে কোন পর্দা নাই অথবা পর্দা আছে কিন্তু বেশি পাতলা বা এমন ছোট পর্দা যে, কেউ দাঁড়ালে তাদের প্রতি নয়র পড়বে এ ক্ষেত্রে যদি অন্য মানুষের ভীড়ের আশংকা থাকে তাহলে খালওয়াত সহীহ হবে না। আর যদি ভীড়ের আশংকা না থাকে তবে খালওয়াত সহীহ হবে (যখীরিয়া)

১৩. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী রাস্তায় নির্জন বাস করলে যদি রাস্তায় মাঝামাঝি স্থানে এমনটি করা হয় তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। রাস্তায় মাঝামাঝি স্থানে না করলে খালওয়াত সহীহ হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) মসজিদ ও হাম্মাম (গোসল) খানায় খালওয়াত সহীহ হবে না। মহিলাকে কোন সাওয়ারীর উপর উঠিয়ে গ্রামের দিকে এক

১. মহিলার যৌনাদ্ধের মুখে গোশতের টুকরা এমনভাবে বেড়ে যাওয়া যার ফলে তার সাথে সহবাস করা সম্ভব হয় না একে রাতকা বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৪০৩)

\* কারনা : স্ত্রী লিঙ্গের ভিতর এমন এক ব্যাধি যার ফলে পুলিশের অনুপ্রবেশ এর ভিতরে অসম্ভব হয়ে দাড়ায় (ঐ, পৃ. ৪২৭)

\* আকলা : স্ত্রীর যৌনাদ্ধ অধিক পরিমাণে ফুলে যাওয়া (ঐ, পৃ. ৩৮৩)

\* শরীরের লোম কুপ দিয়ে গজিয়ে উঠা পশমের ন্যায় বস্তুকে শার'রা বলে। (ঐ, পৃ. ৩৩৯)

২. স্ত্রী বা স্ত্রীর যৌনাদ্ধকে মাহররাম মহিলার এমন অঙ্গের সাথে তুলনা করা যার প্রতি নয়র করা হারাম। (যেমন কেউ বলল, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত)

৩. এতে আপত্তি রয়েছে। কেননা রাস্তায় কোনক্রমেই বাধামুক্ত নির্জনবাস হতে পার না। (অনুবাদক)

দুই ফরসখ<sup>১</sup> নিয়ে যায় এবং চলন্ত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে খালওয়াত সহীহ হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মাঠের মধ্যে নির্মিত খিমায় স্বামী, স্ত্রী নির্জন বাস করলে খালওয়াত সহীহ হবে। (যখীরিয়া) হজ্জের সফরে ময়দানে যেখানে কোন তাবু নাই স্বামী স্ত্রী একত্রে অবস্থান করলে এতেও খালওয়াত সহীহ হবে না। পাহাড়-পর্বতের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তাবয়ীন) যে বাগানে এমন কোন দরজা নাই যার দ্বারা বাগানের পথ বন্ধ করে দেওয়া যায়, এমন বাগানে অবস্থান করলেও খালওয়াত সহীহ হবে না। অবশ্য বন্ধ করার মত দরজা থাকলে খালওয়াত সহীহ হবে (খুলাসা) হাওদার ভিতর রাতে বা দিনে অবস্থান কালে যদি সহবাস সম্ভব হয়, তবে খালওয়াত সহীহ হবে।

১৪. মাসআলা : ছাদহীন চার দেয়াল বিশিষ্ট কোঠায় অথবা আঙ্গুরের বাগানে স্বামী-স্ত্রী একত্রে অবস্থান করলে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে খালওয়াত সহীহ হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আঙ্গুরের বাগানের চুতর্দিকে প্রাচীর থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (যখীরিয়া) বাসররাত্রি যাপনের জন্য নির্মিত কামরা অথবা তাবুতে স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হলে যদি পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তবে খালওয়াত সহীহ হবে (বাদায়ে) ঘরের ভিতরে যদি স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলাদের মধ্যখানে পর্দা লটকিয়ে দেয়া হয় তবে খালওয়াত সহীহ হবে। 'মুনতাকা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি পর্দা এমন বেশী পাতলা হয় যে, লোক দেখা যায় অথবা এত বেশী পাতলা হয় যে, লোক দেখা যায় অথবা এত বেশি ছোট হয় যে, কেউ মাথা উত্তোলন করলে তাদেরকে দেখা যায় তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। (খুলাসা) তিন বা চারটি কামরা যদি এমনভাবে নির্মিত হয় যে, একটি পর অপরটি, এ অবস্থায় সর্বশেষ কামরায় যদি স্বামী-স্ত্রী একত্রে অবস্থান করে এবং দরজাগুলো যদি এমনভাবে খোলা থাকে যে যে কেউ অনুমতি ছাড়াই তাদের পর্যন্ত পৌছাতে পারবে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে যদি তারা কোন বাড়ীর এমন কামরায় অবস্থান করে যে কামরা থেকে ঐ বাড়ীতে যাওয়ার একটি দরজা রয়েছে, সে দরজা দিয়ে মাহররাম আত্মীয় এবং অনাত্মীয় যে কেউ তাদের নিকট পৌছাতে পারবে তবে খালওয়াত সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৫. মাসআলা : 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা শায়খুল ইসলাম (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর মহিলার মা তাকে স্বামীর ঘরে ঢুকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসল এবং বন্ধ করা ব্যতীত দরজা মিলিয়ে রাখল। আর বাড়ীটি এমন সরাইখানার ভিতরে যেখানে বহু লোকের বসবাস। এদিকে বাড়ীতে আলো পৌছার জন্য কয়েকটি দরজাও রয়েছে। লোকেরা সরাইখানার আঙিনায় বসে দূর থেকে সব কিছু অবলোকন করছে। এ অবস্থায় তাদের

১. তিন মাইলে এক ফরসখ।



খালওয়াত সহীহ হবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, যদি লোকেরা আলো ঢুকবার পথ দিয়ে তাদের প্রতি তাকিয়ে থাকে এবং তারাও এ সমক্ষে জ্ঞাত থাকে, তাহলে খালওয়াত সহীহ হবে না। উল্লেখ্য যে, দূর থেকে নজর করা এবং আদিনায় বসে বসে তাকান ইত্যাদি খালওয়াতে সহীহের জন্য অন্তরায় নয়। কেননা তারা ঘরের এমন কোনে গিয়ে নির্জনবাস করতে সক্ষম, যেখানে বাইরের লোকের নজর পড়ার কোন আশংকা নাই। (যখীর)

১৬. মাসআলা : খালওয়াত হয়ে যাওয়ার পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। খালওয়াত চাই সহীহ হোক অথবা ফাসিদ হোক। এটাই ইসতিহসানের দাবী। কেননা এ অরহায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মুখে মিলিত হওয়ার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। ইমাম কুদুরী (র) বলেন, খালওয়াতে সহীহের প্রতিবন্ধক যদি কোন শরয়ী বিষয় হয় তবে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রকৃত কোন প্রতিবন্ধক হয় যেমন রুগ্ন বা কম বয়স্ক হওয়া তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। আমাদের ইমামগণ খালওয়াতে সহীহাকে কোন কোন ক্ষেত্রে সহবাসের সমপর্যায়ের বলে গণ্য করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ গণ্য করেন নি। আমাদের ইমামগণ মহর পাকাপোক্ত হওয়া, নসব সাব্যস্ত হওয়া, ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া, এই ইদ্দতকালে খোরপোষ ওয়াজিব হওয়া, ইদ্দতকালে তার বোনের সাথে বিবাহ অথবা অন্য চারজন মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা হারাম হওয়া, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে দাসীর সাথে বিবাহ হারাম হওয়া এবং তালাকের ক্ষেত্রে মহিলার হকের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়ে খালওয়াতে সহীহাকে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে তারা বিবাহিত গন্য হবার ক্ষেত্রে, তার কন্যাদের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে, তালাকের পর স্ত্রীকে রুজু করার বিষয়ে এবং মীরাসের ব্যাপারে খালওয়াতে সহীহাকে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য করেন নি। দ্বিতীয় তালাকের ক্ষেত্রে খালওয়াতে সহীহ সহবাসের স্থলাভিষিক্ত হবে কিনা এ বিষয়ে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। তবে সহীহ মতে, তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন) কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে খালওয়াতে সহীহ সহবাসের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কাজেই কোন পুরুষ যদি কোন কুমারী স্ত্রীর সাথে নির্জন বাস করে (সহবাস করে) পরে তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে এ মহিলা কুমারী মহিলাদের ন্যায় অন্য পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

১৭. মাসআলা : মহর পাকাপোক্ত হওয়ার পর তা আর রহিত হয় না। যদিও স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। যেমন মহিলা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল কিংবা স্বামীর সন্তানের সাথে ব্যভিচার করল অথচ স্বামী তার সাথে এর পূর্বে সহবাস বা খালওয়াত সহীহা করেছিল। কারো কারো মতে বিবাহ বিচ্ছেদ মহিলার পক্ষ হতে সংঘটিত হওয়ার কারণে তার পূর্ণ মহর বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীত) আক্দ্

অনুষ্ঠানে মহর ধার্য থাকলে পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন সহবাসের পূর্বে স্বাভাবিকভাবে মারা গেলে অর্থাৎ কেউ তাকে হত্যা করেনি এ ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মহর পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, বাতিল হবে না, মহিলা আযাদ হোক বা দাসী হোক তাতে কোন পার্থক্য নাই। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয় জনের কোন একজন নিহত হলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। চাই অজ্ঞাত পরিচয় কোন ব্যক্তি হত্যা করুক কিংবা তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করুক অথবা স্বামী নিজে আত্মহত্যা করুক, হুকুমের মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু মহিলা আত্মহত্যা করলে এ ক্ষেত্রে সে যদি আযাদ রমণী হয়ে থাকে তাহলে কিছুমাত্র মহরও রহিত হবে না। বরং আমাদের মায়হাবে পূর্ণ মহর পাকাপোক্ত বলে গণ্য হবে। (বাদায়ে) আর মহিলা যদি দাসী হয় এবং সে যদি আত্মহত্যা করে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে ইমাম হাসান (র)-এর বর্ণনা মতে তার পূর্ণ মহর বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অপর বর্ণনা মতে মহর বাতিল হবে না। এটা সাহিবাইনেরও অভিমত। আর সহবাসের পূর্বে মুনীব নিজে যদি তাকে হত্যা করে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার মহর বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে বাতিল হবে না। মুনীব বালিগ, জ্ঞানবান হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সে যদি নাবালিগ বা পাগল হয় তবে কোন ইমামের মতেই তার মহর বাতিল হবে না। (আল-জাওহরাতুন নায়্যারা) মুনীব নিজের দাসীর স্বামীকে হত্যা করলে স্ত্রী মহর কোন ইমামের মতেই বাতিল হবে না (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) বিবাহের মধ্যে মহর ধার্য না হয়ে থাকলে এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী কোন একজন মারা গেলে আমাদের ইমামগণের মতে, এ ক্ষেত্রে মহরে মিসল অপরিহার্য হবে। (বাদায়ে)

১৮. মাসআলা : মহরে মিসল : মহরের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ধার্যকৃত মহরের অনুরূপ মহরকে মহরে মিসল বলে। মহরে মিসল নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহিলার পিতার বংশের ঐ মহিলার বিষয়টি ধর্তব্য হবে যারা পরস্পর বয়স, সৌন্দর্য, শহর, সময় জ্ঞান-বুদ্ধি, দীনদারী ও কুমারীত্বের মধ্যে সমান-সমান। এমনভাবে শিক্ষা-দীক্ষা, আদব আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে সমপর্যায়ের হওয়াও শর্ত। এ ক্ষেত্রে উভয় মহিলার সন্তান না থাকাও শর্ত। (তাবয়ীন) আর বয়স ও সৌন্দর্যের বিষয়টি আক্দ্দকালীন সময়ে বিবেচ্য হবে। (মুহীত) ফকীহগণ বলেন, এ ক্ষেত্রে মহিলার স্বামীর বিষয়টিও ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ এবং বংশ মর্যাদার দিক থেকে ঐ বংশের অন্যান্য মহিলাগণের স্বামীদের যে অবস্থা ঐ মহিলার স্বামীকেও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (ফাতহুল কাদীর)

১৯. মাসআলা : পিতৃ বংশীয় মহিলা বলতে এখানে নিজের সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, ফুফু অথবা চাচাতো বোনকে বুঝানো হয়েছে। মহরে মিসলের ক্ষেত্রে

১. অর্থাৎ মুনীব নিজের দাসীর সাথে সহবাস না করে তাকে অপর কোন পুরুষ আযাদ বা গোলাম এর সাথে বিবাহ দিয়েছে। (সম্পাদক)



মায়ের মরহর ধর্তব্য হবে না। অবশ্য মা যদি পিতৃ বংশীয় কন্যা হয় তবে তার মরহরের উপর কিয়াস করেও মরহরে মিসল নির্ধারণ করা জায়েয হবে। যেমন মা পিতার চাচাতো বোন। অর্থাৎ চাচাতো বোনকে পিতা বিবাহ করেছে। (মুহীত) পিতৃ বংশীয় সম পর্যায়ে কোন মহিলা না পাওয়া গেলে তার পিতার বংশের সমমর্যাদার অন্য কোন বংশের মহিলার মরহরের উপর কিয়াস করে তার মরহর নির্ধারণ করা হবে। (তাবয়ীন) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মরহরে মিসল সম্পর্কিত খবরের সত্যতা প্রমাণের জন্য দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য আবশ্যিক। সাক্ষ্য দানের সময় শাহাদত (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) শব্দের উল্লেখ অপরিহার্য। যদি ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী না পাওয়া যায় তাহলে কসমের সাথে স্বামীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ স্বামী কসম করে স্ত্রীর দাবীর বিপক্ষে বলবে তার মরহরে মিসল-এই পরিমাণ (খুলাসা) যদি কোন মহিলা তার মায়ের মরহরের অনুরূপ পরিমাণ মরহরের বিনিময়ে বিবাহে আবদ্ধ হয় তবে তা জায়েয হবে। 'যখীরা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এটাই সহীহ মত (গায়াতুস সুরুজী)

**তৃতীয় অনুচ্ছেদ :** মরহরের মধ্যে মাল এবং এমন বস্তু যা মাল নয় তা উল্লেখ করা

১. মাসআলা : যদি পুরুষ কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মরহরের এবং অমুক মহিলাকে তালাক প্রদানের বিনিময়ে বিবাহ করে তবে বিবাহ করতেই অমুক মহিলার উপর তালাক পতিত হবে। (মুহীত) এ ক্ষেত্রে মহিলা শুধু আক্দের উল্লেখিত মরহরের হকদার হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) কিন্তু কেউ যদি এক হাজার দিরহাম মরহরের বিনিময়ে এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে অমুক মহিলাকে তালাক দিবে, তালাক না দেওয়া পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। তালাক দেওয়ার শর্তে বিবাহ করে যদি তালাক না দেয়, তাহলে বিবাহকৃত মহিলা মরহরে মিসল পাবে। যেমন-কেউ কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মরহর ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শর্তে বিবাহ করল অথবা এক হাজার দিরহাম মরহর ও তাকে হাদিয়া প্রদানের শর্তে বিবাহ করল, কিন্তু শর্ত পূরা করল না। এ অবস্থায় মহিলা মরহরে মিসলের হকদার। অনুরূপভাবে যে সর শর্তে মহিলার ফায়দা রয়েছে স্বামী যদি তা পূরা না করে তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত) এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মরহরে মিসল ধার্যকৃত মরহরের তুলনায় অধিক হয় আর যদি ধার্যকৃত মরহর মরহরে মিসলের সমান বা মরহরে মিসলের তুলনায় অধিক হয় তবে স্বামী শর্ত পূরা না করে তবে সে কেবল ধার্যকৃত মরহরই পাবে। যদি শর্ত পূরা করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও স্ত্রী ধার্যকৃত মরহরই পাবে। আর যদি ধার্যকৃত মরহরের সাথে অন্য কোন ব্যক্তির ফায়দার শর্ত আরোপ করে কিন্তু তা পূরা না করে তবে এ অবস্থায়ও মহিলা ধার্যকৃত মরহরই পাবে। (আল-বাহরুর রাযিক)

২. মাসআলা : যদি মুসলমান ব্যক্তি কোন মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করে এবং আক্দের মধ্যে মরহর হিসাবে এমন জিনিষের কথা উল্লেখ করে যার কিছু হালাল এবং

কিছু হারাম। যেমন কেউ সহীহ মরহরের সাথে চার বোতল শরাবও মরহর হিসাবে নির্ধারণ করল তবে ঐ মহিলা ধার্যকৃত হালাল ও সহীহ মরহরের অংশটুকু পাবে। আর হারাম মরহরটুকু বাতিল বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে মরহরে মিসল পূরা করা অপরিহার্য নয়। কেননা মদ দ্বারা কোন মুসলিম কোনভাবে লাভবান হতে পারে না। (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ) যদি পুরুষ কোন মহিলাকে হাজার দিরহাম ও তার অমুক সতীনের তালাককে মরহর নির্ধারণ করত এই শর্তে বিবাহ করে যে, মহিলা তাকে একটি গোলাম প্রদান করবে, তাহলে আক্দের হতেই ঐ সতীনের উপর তালাক পতিত হবে। তারপর হাজার দিরহাম ও তালাক বিবাহকৃত মহিলার যৌনাদ্র ও গোলামের উপর বন্টিত হবে। যদি গোলাম ও যৌনাদ্রের মূল্য সমান সমান হয়, তাহলে পাঁচশ' দিরহাম এবং অর্ধ তালাক গোলামের মূল্য হিসাবে গন্য হবে আর বাকী পাঁচশ' দিরহাম ও অর্ধ তালাক যৌনাদ্রের পরিবর্তে মরহর হিসাবে গন্য হবে। এমনিভাবে যৌনাদ্র-এবং গোলাম ও তালাক এবং হাজার দিরহামের উপর বন্টিত হবে। তখন পরিমাণ হবে এই যে, তালাকের পরিবর্তে অর্ধ গোলাম এবং অর্ধ যৌনাদ্র ধর্তব্য হবে এবং হাজার দিরহামের পরিবর্তে অর্ধ গোলাম ও অর্ধ যৌনাদ্র ধর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে যে তালাকের আলোচনা করা হচ্ছে তাতে বায়িন তালাক পতিত হবে। পরবর্তীতে গোলাম হস্তান্তর করার আগেই গোলামে জন্য কোন ব্যক্তি প্রকৃত মালিকরূপে প্রকাশ পায় এবং ঐ গোলামকে নিয়ে যায় কিংবা গোলাম মারা যায় তবে স্বামী গোলামের হিস্যার পাঁচশ' এবং গোলামের মূল্য বাবদ পাঁচশ' দিরহাম ফেরত নিয়ে নিবে। কেউ যদি হাজার দিরহাম মরহর ধার্য করতঃ এ কথা স্বীকার করে বিবাহ করে যে, সে তার অমুক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে এই শর্তে যে, মহিলা তাকে একটি গোলাম প্রদান করবে, তবে এক্ষেত্রে সতীন মহিলাকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। এক্ষেত্রে অর্ধ হাজার মহিলার মরহর হবে। আর অর্ধ হাজার গোলামের মূল্য হিসাবে গন্য হবে। যদি যৌনাদ্র (মরহর মিসল) এবং গোলামের মূল্য সমান সমান হয়। এর পর দেখা যাবে, যদি সে আক্দের শর্ত পূরা করে অর্থাৎ ঐ মহিলাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সে মরহর হিসাবে পাঁচশ' দিরহাম পাবে। আর যদি ঐ মহিলার সতীনকে তালাক না দেয় তাহলে সে পূর্ণ মরহরে মিসল পাবে (মুহীত)

৩. মাসআলা : যদি পুরুষ কোন মহিলাকে হাজার দিরহাম মরহর এবং তার সতীনকে তালাক দেওয়ার বিনিময়ে এই শর্তে বিবাহ করে যে, মহিলা তাকে একটি গোলাম ফেরত দিবে। এ শর্তে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর পুরুষ ঐ মহিলাকে তালাক দিয়ে দিল। উল্লেখ্য যে, এখানে তিন ধরনের আক্দের রয়েছে (১) বিবাহ (২) বেচাকেনা (৩) বিনিময়ের পরিবর্তে তালাক। সুতরাং পুরুষের পক্ষ হতে দেয় বস্তু তথা হাজার দিরহাম এবং সতীনের তালাক উভয়ই বন্টন হবে মহিলার পক্ষ হতে দেয় বস্তু তথা যৌনাদ্রে ব্যবহার এবং গোলামের উপর। কাজেই অর্ধ হাজার গোলামের মূল্য এবং বাকী

১. যৌনাদ্রের মূল্য অর্ধ মরহরে মিসল। (আলমগীরী : (উর্দু) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯)



অর্ধহাজার যৌনাস্থানের ব্যবহারের জন্য ধর্তব্য হবে। এটা উক্ত মহিলার মহর হিসাবে গন্য হবে। আর সতীনকে তালাক প্রদান করার অর্ধ হিস্যা গোলামের অর্ধ হিস্যার পরিবর্তে ধর্তব্য হবে এবং এটা খুলা হিসাবে গন্য হবে। পক্ষান্তরে সতীনের তালাকের অবশিষ্টাংশ যৌনাস্থান ব্যবহারের পরিবর্তে ধর্তব্য হবে। তবে এটা মহর হিসাবে গন্য হবে না। কেন না সতীনকে তালাক প্রদানের বিষয়টি মাল নয় (আর মহরের জন্য মাল হওয়া আবশ্যিক) তবে এটি স্ত্রীর হক হিসাবে বিবেচিত।

৪. মাসআলা : আলোচ্য মাসআলায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের বিষয়টি দুই রকমের হতে পারে। স্বামী হয়তো স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে অথবা সহবাসের পর তালাক দিবে। এর প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার হতে পারে। অর্থাৎ হয়তো সতীনকেও তালাক প্রদান করবে অথবা তাকে তালাক দিবে না। যদি স্বামী নব্য বিবাহিত স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে, কিন্তু তার সতীনকে তালাক না দেয়। এ অবস্থায় যদি গোলামের মূল্য এবং মহর মিসল সমান সমান হয় তাহলে স্ত্রী স্বামীকে দুইশ' পঞ্চাশ দিরহাম ফেরত দিবে এবং স্বামী পূর্ণ গোলামে হকদার হবে। উক্ত অবস্থায় সতীনকেও তালাক দিয়ে থাকলে স্বামী দুইশ' পঞ্চাশ দিরহাম এবং পূর্ণ গোলাম পাবে। আর যদি সহবাসের পর তালাক প্রদান করে এবং তার সতীনকেও তালাক দিয়ে দেয় তাহলে এ মহিলা এক হাজার দিরহাম পাবে এবং স্বামী পাবে গোলাম। যদি সতীনকে তালাক না দিয়ে থাকে তবে, মহিলা মহরে মিসল পাবে। যদি গোলামের অন্য কোন মালিক বেরিয়ে আসে এবং সে তাকে নিয়ে যায় আর এদিকে স্বামীও যদি তার সতীনকে তালাক প্রদান করে থাকে তবে স্বামী স্ত্রী হতে এক হাজার দিরহামের গোলামের হিস্যা বাবত পাঁচশ' দিরহাম নিয়ে নিবে এবং গোলামের মূল্যের অর্ধাংশও নিয়ে নিবে। গোলামের অপর কোন মালিক বেরিয়ে আসার অবস্থায় স্বামী যদি তার সতীনকে তালাক না দিয়ে থাকে, তাহলে গোলামের হিস্যার পাঁচশ' দিরহাম তো ফেরত নিবে কিন্তু গোলামের মূল্যের অর্ধাংশ ফেরত নিবে না। (মুহীত : সারাখসী)

### চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মহরের সাথে শর্তযুক্ত করা

১. মাসআলা : পুরুষ যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে মহিলা কর্তৃক পুরুষকে কোন নির্দিষ্ট কাপড় প্রদানের শর্তে বিবাহ করে, তবে এ হাজার দিরহাম তার মহরে মিসল ও কাপড়ের উপর বিভক্ত হবে। যে পরিমাণ টাকা কাপড়ের অংশে পড়বে তা ঐ কাপড়ের মূল্য হবে আর যা গুণ্ডাংগের পরিবর্তে আসবে তা ঐ মহিলার মহর হবে। (ইতাবিয়া) পুরুষ যদি কোন মহিলাকে এইরূপ শর্ত করে বিবাহ করে যে, তার অন্য কোন স্ত্রী না থাকলে মহর এক হাজার দিরহাম আর যদি অন্য কোন স্ত্রী থাকে তবে মহর দুই হাজার দিরহাম অথবা নিজ শহর থেকে অন্য শহরে না নিয়ে গেলে মহর এক হাজার আর নিয়ে গেলে দুই হাজার অথবা আরব বংশীয় না হলে মহর

এক হাজার আর যদি আরব বংশীয় হয় তবে মহর দুই হাজার প্রদান করা হবে ইত্যাদি। এইভাবে শর্ত আরোপ করে বিবাহ করলে বিবাহ জায়েয হবে। তবে শর্তের ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ প্রথম শর্তটি জায়েয। এতে কারো দ্বিমত যাই। স্বামী যদি শর্ত পূরা করে তাহলে ধার্য অনুসারে স্ত্রী মহরের হকদার হবে। আর স্বামী যদি শর্তটি পূরা না করে এবং শর্তের বিপরীত হল বা সে শর্তের বিপরীত করল তাহলে মহিলা মহরে মিসল পাবে। তবে মহরে মুসাম্মা (ধার্যকৃত মহর) এর কর্ম পরিমাণ হতে কমানো যাবে না এবং এর বেশি পরিমাণ হতে বাড়ানোও যাবে না। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে উভয় শর্ত জায়েয হবে। (বাদায়ে)

২. মাসআলা : সুন্দরী হলে দুই হাজার আর অসুন্দরী হলে এক হাজারের মহর ধার্য করে বিবাহ করলে বিবাহ সহীহ হবে এবং শর্তও জায়েয হবে। এতে কারো দ্বিমত যাই। (খুলাসা) বাকিরা (কুমারী) হওয়ার শর্তে মহরে মিসল হতে অধিক মহরের বিনিময়ে বিবাহ করার পর স্ত্রীকে যদি সাক্ষিবা পাওয়া যায় তবে মহরে মিসলের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রদান করা ওয়াজিব হবে না। (কিনয়া) বাকিরা হওয়ার শর্তে কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর পুরুষ ব্যক্তি তাকে যদি বাকিরা না পায়, তাহলে পূর্ণ মহরই ওয়াজিব হবে। (তাজনীস ও মযীদ) যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম নগদ অথবা এক হাজার দিরহাম এক বছরের মধ্যে মহর হিসাবে প্রদান করার শর্তে বিবাহ করে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাকে মহর মিসল প্রদান করার হুকুম দেওয়া হবে। যদি তার মহরে মিসল এক হাজার বা এর অধিক হয় তবে তাকে এক হাজার দিরহাম নগদ প্রদান করা হবে। আর যদি মহরে মিসল এক হাজারের কম হয় তবে তাকে এক বছরের মধ্যে এক হাজার দিরহাম প্রদান করার হুকুম দেওয়া হবে। যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম নগদ অথবা দুই হাজার দিরহাম এক বছরের মধ্যে প্রদান করার ওয়াদার উপর বিবাহ করলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে যদি তার মহরে মিসল দুই হাজার দিরহাম অথবা এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে এক বছরের মধ্যে দুই হাজার দিরহাম নিতে পারবে, ইচ্ছা করলে নগদ এক হাজার দিরহামের চেয়ে কম হয় তবে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। সে যে কোন পরিমাণ ইচ্ছা স্ত্রীকে প্রদান করতে পারবে। আর যদি মহরে মিসল দুই হাজারের কম এবং এক হাজারের বেশি হয় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ঐ মহিলা মহরে মিসল পাবে (কাফী)

৩. মাসআলা : সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে সমস্ত ইমামগণের মতে মহরে মিসল ও মহরে মুসাম্মার মধ্যে যে পরিমাণটি কম তার অর্ধেক ওয়াজিব হবে। এতে কারো দ্বিমত যাই। (ইতাবিয়া) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পুরুষ যদি কোন মহিলাকে বলে যে, আমি তোমাকে এক হাজার দিরহাম মহরে এই শর্তে বিবাহ করব যে, তুমি



অমুক মহিলাকে তোমার পক্ষ হতে মহরের টাকা দিয়ে আমার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে; এ শর্তে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হলে, এই এক হাজার দিরহাম তাদের উভয়ের মহরের মধ্যে বিভক্ত হবে। পরে যে পরিমাণ তার ভাগে পড়বে ঐ পরিমাণই তার মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে। তবে অমুক মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়া এ মহিলার উপর ওয়াজিব হবে না। যদি পুরুষ কোন মহিলাকে বলে, আমি তোমাকে এক হাজার দিরহাম মহরে এই শর্তে বিবাহ করব যে, তুমি অমুক মহিলার সাথে আমাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে নিজের পক্ষ হতে প্রদান করে বিয়ে করিয়ে দিবে, মহিলা যদি এ শর্ত মেনে যায় এবং তাদের বিবাহ সম্পাদিত হয়ে যায়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে মহর ধার্য করা ব্যতিরেকে এ মহিলার বিবাহ সম্পন্ন হল। কাজেই সে মহরে মিসল পাবে। যেমন পুরুষ কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মহরে এই শর্তে বিবাহ করল যে, তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম ফেরৎ দিবে, তবে এ ক্ষেত্রেও মহরে মিসল ওয়াজিব হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় যে, মহিলার বিবাহের শর্ত স্বামীর পক্ষ হতে আরোপ করা হয়েছে সে মহিলা যদি এক হাজারের পরিবর্তে পাঁচশ' দিরহাম মহরের উপর রাজী হয়ে যায় তবে জায়েয আছে। এ অবস্থায়ও প্রথমোক্ত মহিলার বিবাহ মহর ধার্য করা ব্যতিরেকেই সম্পাদিত হয়েছে, যেমনটি আমি পূর্বে আলোচনা করেছি।

৪. মাসআলা : পুরুষ যদি কোন মহিলাকে এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে তার পিতাকে এক হাজার দিরহাম হিবা করবে, তাহলে এই এক হাজার দিরহাম মহর হিসাবে গন্য হবে না। এবং স্বামীকে এই দিরহাম হিবা করার জন্য বাধ্যও করা যাবে না। এক্ষেত্রে মহিলা মহরে মিসল পাবে। যদি ঐ ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেয়, তবে তাকে হিবাকারী বলে গন্য করা হবে, অবশ্য এ হিবা থেকে রুজু করার ইখতিয়ার তার থাকবে। আর স্বামী যদি এ কথা বলে যে, তোমার পক্ষ হতে আমি তাকে এক হাজার দিরহাম হিবা করব, তবে এ এক হাজার মহর হিসাবে গন্য হবে। যদি সে সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় অথচ হিবাও বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে, তাহলে সে অর্ধেক ফেরৎ নিয়ে নিবে। এক্ষেত্রে মহিলা হিবাকারী হিসাবে গন্য হবে। (মুহীত)

৫. মাসআলা : পুরুষ যদি কোন মহিলাকে এক দাসীর বিনিময়ে এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে যতদিন জীবিত থাকবে, উক্ত দাসী তার খিদমত করবে অথবা বলল ও দাসীর পেটে যা আছে তা স্বামীর থাকবে, এ রূপ শর্ত করলে তা ধর্তব্য হবে না। বরং দাসীর খিদমত এবং তার উদরস্থ সন্তান সব কিছুই উক্ত স্ত্রীর বলে গন্য হবে। যদি মহিলার মহরে মিসল দাসীর মূল্যের সমান বা এর থেকে অধিক হয়। আর যদি কম হয় তবে মহিলা মহরে মিসল পাবে। কিন্তু স্বামী ইচ্ছা করলে নিজে খিদমত গ্রহণ না করে ঐ দাসী স্ত্রীকে দিয়ে দিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কোন নির্দিষ্ট দাসীর বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং দাসীর উদরস্থ সন্তানকে এ হুকুম থেকে বাদ রাখে তবে দাসী এবং দাসীর পেটে যা কিছু আছে সব স্ত্রীই পাবে। ইমাম কারখী এবং

ইমাম তাহাভী (র) এ মতটি উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, এতে কারো মতভেদ নাই। (বাদায়ে)

৬. মাসআলা : যদি কেউ কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট মেবের বিনিময়ে এই শর্তে বিবাহ করে যে, এর পশমগুলো তার থাকবে, তবে ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে পশমগুলো তার থাকবে এবং স্ত্রী মেবের হকদার হবে। (যহীরিয়া) যদি স্বামী বলে, আমি তোমাকে এই কাপড়টি দিব তবে এক্ষেত্রে মহিলা মহরে মিসল পাবে। কাপড় প্রদান করা তার উপর আবশ্যিক নয়। কেউ যদি কোন মহিলাকে দুই হাজার দিরহাম মহরে এই শর্তে বিবাহ করে যে, এর এক হাজার আল্লাহর জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য অথবা মিস্কীনের জন্য কিংবা স্ত্রী বলল যে, এক হাজার আল্লাহর জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, মিস্কীনের জন্য অথবা সঙ্গী-সাথীদের জন্য ছেড়ে দিলাম। তবে ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে এক হাজার দিরহাম মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে। শর্ত পুরুষের পক্ষ হতে আরোপ করা হোক বা মহিলার পক্ষ হতে আরোপ করা হোক উভয় অবস্থাতে হুকুম একই। যদি পুরুষ ব্যক্তি বলে যে, দুই হাজার দিরহাম মহরের এক হাজার তার স্ত্রীর পিতা কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাহলে এতে কিছুই হবে না। কেননা এ ব্যক্তি এতে হিবা বাতিলের শর্তারোপ করেছে। কাজেই তার উপর পূর্ণ মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। যদি মহরে মিসল এক হাজার দিরহামের অধিক হয় (ইতাবিয়া)

৭. মাসআলা : ইবন সিম'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ কোন মহিলাকে দুই হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে এই শর্তে বিবাহ করে যে, এর এক হাজার তার এবং অপর এক হাজার তার পিতার অথবা মহিলা বলল যে, আমি দুই হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে এই শর্তে আমাকে তোমার বিবাহে সমর্পণ করলাম যে, এর এক হাজার আমার এবং অপর এক হাজার আমার পিতার এভাবে শর্ত করলে বিবাহ জায়েয হবে। তবে উভয় হাজার দিরহাম মহলাই পাবে। (মুহীত) কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে যে, আমি তোমাকে বিবাহ করব এই শর্তে যে, তোমাকে এক হাজার দিরহাম হিবা করব অথবা আমার গোলামটি তোমাকে হিবা করে দিব, এরূপ শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ সম্পন্ন হলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি পুরুষ লোকটি ধার্যকৃত বস্তু তার নিকট হস্তগত করে, তবে এটি তার মহর হিসাবে গন্য হবে। আর যদি হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে তার উপর মহরে মিসল ওয়াজিব হবে এবং তা এক হাজার দিরহাম ও দাসের মূল্যের চেয়ে অধিক হতে পারবে না। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : 'নাওয়াদিরে হিশামে' ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহিলার ওলীগণ যদি পাত্রকে লক্ষ্য করে বলে যে, অমুককে আমরা এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে তোমার বিবাহে সমর্পণ করলাম এই শর্তে যে, এর একশ' দিরহাম,



তোমার তবে এ বিবাহ জায়েয হবে। এবং নয়শ' দিরহাম মহর হিসাবে গন্য হবে। আর যদি ওলীগণ একপ বলে যে, এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে অমুককে তোমার বিবাহে সমর্পণ করলাম এই শর্তে যে, এর থেকে পঞ্চাশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) আমাদের, এক্ষেত্রে দীনার এবং দিরহাম সব মহিলার থাকবে (মুহীত) যদি কেউ কোন মহিলাকে চারশ' দীনারের উপর এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে এর এক একশ' দীনারের পরিবর্তে তার স্ত্রীকে একটি করে অনির্দিষ্ট খাদিম দিবে। একপ শর্ত করে বিবাহ করলে শর্ত বাতিল হবে এবং মহিলা মহরে মিসল পাবে। তবে যেন তা চারশ' দীনারের অধিক না হয় এবং মধ্যম ধরনের চারজন খাদিমের মূল্য থেকে কম না হয়। আর স্বামী যদি সুনির্দিষ্ট খাদিমের কথা উল্লেখ করে তবে শর্ত জায়েয হবে এবং মহিলা মধ্যম ধরনের চারজন খাদিমের হকদার হবে। যেন সে চারজন খাদিমকে মহর ধার্য করেই বিবাহ করেছে (মুহীত : সারাখসী)

৯. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলাকে একশ' দিরহামের উপর এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে এর পরিবর্তে তাকে দশটি মধ্যম ধরনের উট দিবে তবে ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে একপ শর্তারোপ করে বিবাহ করা জায়েয। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ইবন সামা'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন মহিলা নিজেকে কোন পুরুষের বিবাহে এ শর্তে সমর্পণ করে যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে যার নিকট তোমার পাওনা রয়েছে মুক্ত করে দিবে। একপ শর্তের উপর বিবাহ সম্পন্ন হলে ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং স্বামীর উপর তাকে মহরে মিসল প্রদান করা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর পাণ্ডুলিপিতে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন পিতা তার কন্যাকে এই শর্তে কারো নিকট বিবাহ প্রদান করে যে, তাকে তার পাওনা থেকে মুক্ত করে দিব অথবা কোন মহিলা যদি ঋণ মুক্তির শর্তে নিজেকে কোন পুরুষের বিবাহে সমর্পণ করে তবে ঋণমুক্তি জায়েয হবে এবং মহিলা মহরে মিসল পাবে। (মুহীত) পুরুষ যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মহরের উপর এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে না। এমতাবস্থায় মহিলার মহর মিসল যদি একশ' দিরহাম হয়ে থাকে তাহলে উক্ত মহিলা এক হাজার দিরহাম পাবে এবং খোরপোষও পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : মুনীব যদি তার দাসীকে বলে আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করলাম যে, তুমি তোমাকে আমার বিবাহে সমর্পণ করবে এবং এ মুক্তকরণ তোমার মহর হিসাবে গন্য হবে, মহিলা এ শর্ত কবুল করলে সে আযাদ হয়ে যাবে। তারপর সে যদি শর্ত পূরা করে এবং নিজেকে তার বিবাহে সমর্পণ করে, তবে মহিলার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তা না হলে তার নিজের মূল্য স্বামীকে প্রদান করতে হবে।

১. তবে সে মহরে মিসল পাবে, কারণ <sup>اعطاء</sup> - আযাদকরা কোন মাল নয় কাজেই বিবাহ মহর ছাড়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে মহরে মিসল পায়। (সম্পাদক)

কোন মহিলা যদি তার গোলামকে বলে, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করলাম যে, তুমি আমাকে একহাজার দিরহাম মহরের উপর বিবাহ করবে অথবা বলল যে, তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করবে, গোলাম এ শর্ত কবুল করলে সে আযাদ হয়ে যাবে। তারপর সে যদি তাকে বিবাহ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে তার মূল্য মুনীব মহিলাকে প্রদান করতে হবে। আর যদি তাকে এক হাজার দিরহাম তার মূল্য এবং মহিলার মহরে মিসলের উপর বিভক্ত হবে। গোলামের সত্তার বিনিময়ে অংশ তার মূল্য হিসাবে গন্য হবে। আর মহরের বিনিময়ের অংশ মহর হিসাবে গন্য হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি তার স্ত্রী সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রী এর অর্ধেক পাবে। (ইতাবিয়া)

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মহরের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকা

১. মাসআলা : মহরে মুসাম্মা (আকদ অনুষ্ঠানে ধার্যকৃত মহর) তিন প্রকার : (১) ঐ মহর যার বস্তু (جنس) ও রকম বা মান উভয় অস্পষ্ট। যেমন কেউ কাপড়, জানোয়ার অথবা কোন বাড়ীর উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করল। এ অবস্থায় মহিলা মহরে মিসল পাবে। অনুরূপভাবে দাসী বা বকরীর উদরস্থ বাচ্চার উপর অথবা এই বছর খেজুর গাছে যে ফলন হবে এর উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। (২) ঐ মহর যার বস্তু স্পষ্ট কিন্তু রকম বা মান অস্পষ্ট। যেমন কেউ গোলাম, ঘোড়া, গরু, বকরী, অথবা হিরুবী কাপড় মহর ধার্য করে বিবাহ করল, এক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীর বস্তু ওয়াজিব হবে। স্বামী ধার্যকৃত বস্তু প্রদান করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে এর মূল্যও প্রদান করতে পারবে। (যহীরিয়া) এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি গোলাম বা কাপড়ের কথা নিজের দিকে সম্বন্ধ করা ব্যতিরেকে সাধারণভাবে উল্লেখ করে। কিন্তু যদি নিজের প্রতি সম্বন্ধ করে এ সব বাস্তব কথা উল্লেখ করে যেমন-বলল, আমার গোলাম বা কাপড়ের উপর আমি তোমাকে বিবাহ করলাম, তবে এ অবস্থায় মূল্য প্রদান করা জায়েয হবে না। বরং তার গোলাম বা তার কাপড়ই প্রদান করতে হবে। কেননা <sup>اضافته</sup> অর্থাৎ সম্বন্ধ করণের দ্বারাও বস্তু নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন-ইশারার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। (মুহীত) ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বস্তুর মূল্য ধার্যের ক্ষেত্রে উর্ধ্ব ও নিম্ন মূল্যের মাঝামাঝি মূল্য ধর্তব্য হবে। এটাই সহীহ মত। (কাফী) এর উপরই ফাতওয়া। (গায়াতুস সুব্বানী) যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে মধ্যম ধরনের গোলামের মূল্যের অধিক মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে আপোষ মীমাংসা করে যায় তবে তা জায়েয হবে না। কিন্তু এর চেয়ে কমের উপর করলে জায়েয হবে। (ইতাবিয়া) (৩) ঐ মহর যার বস্তু (যাত) এবং বস্তুর গুণাগুণ উভয়ই স্পষ্ট। যেমন-কেউ নির্ধারিত পরিমাণ গুণতি ও ওয়নী বস্তু নিজের যিন্মায় সাব্যস্ত করে কোন মহিলাকে বিবাহ করল তবে তার এ ধার্যকরণ সহীহ হবে। এবং যা ধার্য করেছে তা স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা তার উপর অপরিহার্য। (যহীরিয়া)



২. মাসআলা : যদি কেউ গমের গুণাগুণ উল্লেখ না করে এক 'কুর' (বিশেষ পরিমাণ) গমের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে পুরুষ ব্যক্তি মধ্যম ধরনের এক 'কুর' গম প্রদান করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে সে এর মূল্যও দিতে পারবে। (মুহীত : সারাখসী) গমে যে হুকুম সমাপ্ত গুণতি ও ওয়নী বস্তুর ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত) কেউ যদি (নির্দিষ্ট গোলাম বা টাকার প্রতি ইশারা করে) এই গোলাম বা এই এক হাজার টাকার মহরে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তবে তাকে মহরে মিসল প্রদানের হুকুম করা হবে। এমনিভাবে যদি কেউ এই গোলামের উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে অথচ তাদের একজনের মূল্য অন্য জনের তুলনায় কম, তবে এ ক্ষেত্রেও মহরে মিসলের হুকুম দেওয়া হবে। যদি তার মহরে মিসল উচ্চ মূল্যের গোলামের সমান সমান হয় বা তার চেয়েও অধিক হয় তাহলে যেহেতু মহিলা এর প্রতি সম্মতি দিয়েছে তাই সে উচ্চ মূল্যের গোলামই পাবে। আর যদি তার মহরে মিসল নিম্ন মূল্যের গোলামের সমপর্যায়ের হয় অথবা এর চেয়েও কম হয়, তবে স্বামী যেহেতু এর প্রতি সম্মত তাই সে নিম্ন মূল্যের গোলাম পাবে। যদি মহরে মিসল এর মধ্যম পর্যায়ের হয় তাহলে মহিলা মহরে মিসলেরই হকদার হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সর্বাবস্থায় মহিলা নিম্নমূল্যের গোলামের হকদার হবে। কেউ যদি এক হাজার অথবা দুই হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করে তবে এতেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। (তাবয়ীন)

৩. মাসআলা : আলোচ্য মাসআলায় স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে, তবে স্ত্রী সর্বনিম্ন মূল্যের গোলামের অর্ধেক পাবে। এতে 'ইজ্মা' সংগঠিত হয়েছে। (ইতাবিয়া) কিন্তু এই অর্ধাংশ যদি মৃত আর তুলনায় কম হয়, তাহলে মহিলা মৃত আর পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কেউ ঘরকে মহর ধার্য করে বিবাহ করে এবং স্বামী যদি গ্রামের মানুষ হয় তবে স্ত্রী পশমের তৈরী ঘর পাবে। আর স্বামী শহরে মানুষ হলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে স্ত্রী মধ্যম ধরনের একটি ঘর পাবে। এখানে ঘর বলে, ঘরের সামান উদ্দেশ্য। কেননা ঘর ও ঘরের সামান পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই ঘর বলে ঘরের সামান বুঝানো বৈধ আছে। ফকীহগণ বলেন, এটা তাৎকালীন যামানার কথা। কিন্তু বর্তমানকালে আমাদের পরিভাষায় কেউই ঘর বলে ঘরের সামান বুঝে না। বরং আমাদের পরিভাষায় ঘর বলে ইটের তৈরী ঘরকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর তা নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। (মুহীত : সারাখসী)

৪. মাসআলা : কোন অনির্দিষ্ট বাড়ীকে মহর ধার্য করে বিবাহ করলে মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ঘরকে মহর ধার্য করে বিবাহ করলে স্ত্রী ঐ ঘরেরই হকদার হবে। (শারহত তাহাজী) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কোন মহিলাকে

কোন একটি ঘরে তার যে হক পাওনা রয়েছে এর বিনিময়ে বিয়ে করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, আমি তার জন্য মহরে মিসলের হুকুম দিব। তবে এ মহরে মিসল ঐ ঘরের মূল্যের চেয়ে অধিক হতে পারবে না। আমাদের মতে ঐ ঘরে পুরুষ লোকটির যে পরিমাণ হক রয়েছে স্ত্রী তাই পাবে, অন্য কিছু নয়, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে মহিলা তখনই মহরে মিসল পাবে যদি এর পরিমাণ দশ দিরহাম হয়। (মুহীত) কেউ যদি ঐ ঘরে তার যে অংশ রয়েছে এর বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে ঘরের ঐ অংশ নিতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে মহরে মিসলও গ্রহণ করতে পারবে। তবে তা ঐ ঘরের মূল্যের অধিক হতে পারবে না। যদিও মহরে মিসল এর থেকে অধিক হয়। আর সাহিবাইন বলেন, স্ত্রী ঘরের ঐ অংশই পাবে। যদি এ হিসাব মূল্য দশ দিরহাম পরিমাণ হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫. মাসআলা : যদি কেউ কোন মহিলাকে এক হাজারের বিনিময়ে মহর ঠিক করতঃ বিবাহ করে, কিন্তু এক হাজার কি তা নির্ধারণ না করে তবে এক হাজার দিরহাম বা এক হাজার দীনারের যেটিই তার মহরে মিসলের কাছাকাছি হবে, তাই তার মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে। (ইতাবিয়া) কেউ যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করে অথচ ঐ শহরে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা প্রচলিত আছে, তবে যেটি অধিক প্রচলিত তাই ধর্তব্য হবে। আর যদি কোন মুদ্রা অধিক প্রচলিত না হয় তবে দেখতে হবে মহিলার মহরে মিসলের সাথে কোনটি অধিক সামঞ্জস্যশীল। যেটি অধিক সামঞ্জস্যশীল হবে তা দ্বারা মহর আদায় করার হুকুম প্রদান করা হবে। (তাতারখানিয়া) 'নিকাহল ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে যে, কেউ কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করার পর এ দিরহাম যদি অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং এর স্থলে অন্য মুদ্রা যদি চালু হয় তবে উত্তম হল, ব্যস্ত হওয়ার দিনে এর যা মূল্য ছিল সে মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। একথাটি সাদরুশ শহীদ (র) বর্ণনা করেছেন। দুপ্রাপ্য হওয়া ও ব্যাও হওয়ার মতই। ব্যাও হওয়ার মানে হল, সংশ্লিষ্ট দেশের কোথাও তা প্রচলিত না থাকা যদি কোন মুদ্রা দেশের কোন শহরে প্রচলিত থাকে তবে তা ব্যাও হিসাবে গন্য হবে না। যদি ব্যাও না হয় তবে তা দুপ্রাপ্যও হবে না। অবশ্য এর মূল্য সন্তা বা চড়া হতে পারে। কিন্তু তা ধর্তব্য নয়। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি আক্দের সময় তা প্রচলিত থাকে। কিন্তু যদি আক্দের সময় তা ব্যাও থাকে তাহলে, এ দিরহাম পরিশোধ করাই ওয়াজিব হবে। যদি এ মূল্য দশ দিরহামের সমান হয় (খুলাসা)

৬. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলাকে এই পরিমাণ আদলী মুদ্রার বিনিময়ে বিবাহ করে অথচ পরে দেখা গেল যে, এগুলো অপ্রচলিত তবে ফকীহগণের মতে তার উপর মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। কেননা এসব আদলী মুদ্রা ব্যাও হয়ে যাওয়ায় পর এগুলো ওয়নী বস্তুর পরিণত হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, বস্তুর পরিচয় ইশারা দ্বারা হয়



অথবা ওয়ন করার দ্বারা হয়। অথচ স্বামী এখানে ওয়নের কথা উল্লেখ করেনি। বরং সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছে (মুহীত)

৭. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলাকে এই এক থলে গমের উপর অথবা এই পাথর পরিমাণ স্বর্ণের উপর অথবা অমুক মহিলার সমপরিমাণ মহরের উপর অথবা এই গোলামের মূল্যের উপর বিবাহ করে, তবে মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। তবে ধার্যকৃত মহর থেকে তা অধিক হতে পারবে না। উপরোক্ত ব্যতিক্রম ঘটলে মহরে মুসাম্মার ক্ষেত্রে স্বামীর কথা ধর্তব্য হবে। স্বামী যদি মহর হিসাবে দিরহাম সমূহের কথা উল্লেখ করে অথবা বলে, এই উটগুলোর কোন একটি উষ্ট্রের উপর অথবা ঐ কাপড়ের উপর যার মূল্য দশ দিরহাম অথবা আমার মালিকানাধীন সমুদয় সম্পত্তির বিনিময়ে অথবা মহরে মিসলের অর্ধেকের বিনিময়ে অথবা ওয়াকফকৃত বাড়ীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অথবা স্ত্রীর পলায়নকৃত গোলাম ফেরত নিয়ে আসার বিনিময়ে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম তবে এসব ক্ষেত্রে মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। (ইতাবিয়া)

৮. মাসআলা : যদি কেউ কোন মহিলাকে এক হাজার রতল সিরকার বিনিময়ে বিবাহ করে, তবে ঐ শহরে খেজুরের সিরকার বেশী প্রচলন থাকলে ঐ সিরকা প্রদান করা পুরুষের উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি মদ হতে প্রস্তুত সিরকার প্রচলন বেশী থাকে তবে তাই ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি এত রতল দুধের বিনিময়ে কাউকে বিবাহ করে তবে ঐ শহরে যে প্রাণীর দুধের প্রচলন বেশী তা আদায় করতে হবে। যদি কোন প্রাণীর দুধ এ পরিমাণ অধিক প্রচলিত না হয় তাহলে মহিলা মহরে মিসল পাবে। (মুহীত) যদি কেউ দীনার এবং এর সাথে অন্য কোন বস্তুকে মহর ধার্য করে বিবাহ করে তবে এ ক্ষেত্রেও মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। তবে এ মহরে মিসল এক দীনারের থেকে অধিক হতে পারবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, দীনারের মূল্য দশ দিরহামের সমান হতে হবে। (গয়াতুস সুরুজী)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি দশ দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে কেন মহিলাকে বিবাহ করে এবং কাপড়ের মানের কথা উল্লেখ না করে তবে মহিলা দশ দিরহাম পাবে। এক্ষেত্রে স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রী পাঁচ দিরহাম পাবে। কিন্তু 'মুত'আ'-এর মূল্য এর তুলনায় অধিক হলে ঐ মহিলা মহরের টাকার পরিবর্তে মুত'আই পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি একটি কাপড় এবং পাঁচ দিরহাম মহরের পরিবর্তে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে মহিলা মহরে মিসল পাবে। এবং সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করা হলে সে পাঁচ দিরহাম পাবে। যদি বলে, আমার হাতের ভিতর যা আছে এর বিনিময়ে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। পরে দেখা গেল যে, তার হাতের মধ্যে দশ দিরহাম ছিল, এ অবস্থায় মহিলার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে মহরে মিসলও নিতে পারবে। (গয়াতুস সুরুজী)

১০. মাসআলা : কেউ যদি দুই মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করে তবে উভয়ের মহরে মিসল হিসাবে এ হাজার দিরহামকে ভাগ করে দেওয়া হবে। যদি স্বামী তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে তবে তারা তাদের মহর মিসল অনুপাতে অর্ধেক করে পাবে (মুহীতঃ সারাখসী) যদি দুই মহিলার কোন একজন এ প্রস্তাব কবুল করে এবং অপরজন কবুল না করে, তবে যে কবুল করেছে তার বিবাহ জায়েয হবে এবং তাদের মহরে মিসল অনুপাতে এই এক হাজার ভাগ করা হবে। প্রথম গ্রহণকারী মহিলার হিসায় যা পড়বে তাই তার মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আর বাকী টাকা স্বামী পাবে। (বাদায়ে) যদি এতদুভয় মহিলার কোন একজনের বিবাহ সহীহ না হয়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে এক মহিলাই পূর্ণ এক হাজার দিরহামের হকদার হবে। আর যে মহিলার বিবাহ সহীহ হয়নি স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ মহিলা মহরে মিসল পাবে। এটাই সহীহ মত। (মুহীতঃ সারাখসী)

১১. মাসআলা : যদি কোন ভাই বোন পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বাড়ী মালিক হয়, তারপর ভাই যদি নির্দিষ্ট ঘরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে সে মারা যায়। এ অবস্থায় বোন যদি ভাইয়ের এ বিবাহের ব্যাপারে রাবী না থাকে তাহলে ফকীহগণের মতে, এই (মহরানা হিসাবে ধার্যকৃত) ঘর ভাইয়ের ওয়ারিস ও বোনের মধ্যে ভাগ করা হবে। যদি ঘরটি ভাইয়ের ভাগে পড়ে, তবে মহিলা মহর হিসাবে তার মালিক হবে। আর ঘরটি যদি বোনের ভাগে পড়ে তবে মহিলা স্বামীর পরিত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এই ঘরের সম পরিমাণ মূল্য পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি নিজের গোলামদের থেকে কোন এক গোলামের উপর অথবা নিজের জামা বা পাগড়ীর উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে এ বিবাহ সহীহ হবে এবং মহিলা ধার্যকৃত বস্তুসমূহের থেকে মধ্যম ধরনের বস্তু মহর হিসাবে পাবে অথবা লটারীর মাধ্যমে যা তার ভাগে পড়বে তা সে মহর হিসাবে পাবে। (গয়াতুস সুরুজী) পুরুষ যদি নিজের কন্যার দান-জাহীযের উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে সাধারণভাবে মহিলাগণকে যে দান-জাহীয প্রদান করা হয় এর মধ্যম ধরনের দান-জাহীয উক্ত মহিলা পাবে। (তাতারখানিয়া)

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : মহরে মুসাম্মার সাথে মহরের গরমিল হলে

১. মাসআলা : পুরুষ মুসলমান যদি কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট এক কলস সিরকার বিনিময়ে বিবাহ করে এবং পরে দেখা যায় যে, এগুলো সিরকা নয় বরং শরাব, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ মহিলা মহরে মিসল পাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট গোলামের উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে দেখা যায় যে সে গোলাম নয় বরং আযাদ ব্যক্তি, তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আযম আবু



হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। (হিদায়া) কেউ যদি নির্দিষ্ট এক কলস শরাবের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে দেখা যায় যে, এগুলো শরাব নয় বরং সিরকা অথবা কোন নির্দিষ্ট আবাদ ব্যক্তির উপর বিবাহ করে পরে দেখা গেল যে, সে গোলাম আবাদ নয়, অথবা কোন মৃত জানোয়ারের উপর বিবাহ করল কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এ মড়া নয় বরং যবাইকৃত হালাল জানোয়ার, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর বিশুদ্ধমত মতানুসারে উক্ত মহিলা ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটিই মহর হিসাবে পাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ফাতহুল কাদীর) পুরুষ যদি বলে, আমি এই আবাদ ব্যক্তির বিনিময়ে বিবাহ করলাম অথচ সে ছিল অপর এক ব্যক্তির গোলাম, তাহলে পুরুষের উপর তার মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি এই লোকটি ঐ মহিলার গোলাম হয় তবে মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। (ইতিবিয়া)

২. মাসআলা : কেউ যদি নির্দিষ্ট কোন গোলামকে মহর ধার্য করে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে দেখা যায় সে গোলাম নয় বরং বাদী অথবা মারভী অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোন কাপড়ের বিনিময়ে বিবাহ করে, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, এ কাপড় মারভী নয় বরং হিরভী, তাহলে তাকে মহর হিসাবে এমন গোলাম প্রদান করতে হবে যার মূল্য দাসীর মূল্যের সমান অথবা এমন মারভী কাপড় প্রদান করতে হবে যার মূল্য হিরভী কাপড়ের মূল্যের সমান (যখীরা) কেউ যদি কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট গোলামের দিকে ইশারা করে বিবাহ করে এবং পরে জানা যায় যে, সে মুকাতাব বা মুদাব্বার অথবা কোন দাসীর দিকে ইশারা করে বিবাহ করে, কিন্তু পরে জানা যায় যে, সে উম্মে ওয়ালাদ<sup>১</sup> তবে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে এ সব অবস্থায় মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে (গায়তুস সুকুজী) মহিলা চাই গোলামের অবস্থা সন্দেহে অবগত থাকুক বা না থাকুক। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করল, কিন্তু ইশারা করল অন্য বস্তুর দিকে, অর্থাৎ মুখে যে বস্তুর কথা উল্লেখ করেছে ইশারাকৃত বস্তু এর বিপরীত, এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, যদি উভয় বস্তু হালাল হয়, তবে মহিলা উল্লেখকৃত বস্তুর অনুরূপ বস্তু পাবে। আর যদি উভয় বস্তু হারাম হয় কিংবা ইশারাকৃত বস্তু হারাম হয় তাহলে মহিলা মহরে মিসল পাবে। যদি আক্দের সময় মহরের বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে, জানা না থাকে যেমন-কেউ কোন

১. তৎকালীন প্রচলিত কাপড়ের প্রকারভেদ, যেমন আজকাল টাঙ্গাইল শাড়ী, বেনারশী শাড়ী, ইত্যাদি (সম্পাদক)

২. মুকাতাব ঐ গোলাম, যাকে তার মালিক আয় উপার্জন করে নির্দিষ্ট অংকের অর্থের বিনিময়ে আবাদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, পক্ষান্তরে যে গোলামকে তার মালিক মৃত্যুর পরে আবাদ হবার যোগ্যতা প্রদান করেছে তাকে মুদাব্বার গোলাম বলে। (অনুবাদক)

৩. যে দাসীর গর্ভ হতে মালিকের ঔরশজাত সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে, সে দাসী মালিকের মৃত্যুর পর আবাদ হয়ে যায়, তাকে উম্মে ওয়ালাদ বলে। (অনুবাদক)

মহিলাকে এক কলস সিরকার বিনিময়ে বিবাহ করল কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এর মধ্যে যা আছে তা হচ্ছে তলানি। তবে মহিলা এক কলস সিরকার সমপরিমাণ বস্তু পাবে। আর এর মধ্যে শরাব থাকলে সে মহরে মিসল পাবে। আর যদি মুখে যা বলেছে তা হা বস্তু হয় এবং ইশারাকৃত বস্তু হালাল হয় তবে এ ব্যাপারে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি পুরুষ কোন হালাল বস্তুর প্রতি ইশারা করে, তবে ইশারাকৃত বস্তুই মহর হিসাবে পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪. মাসআলা : কেউ যদি ইশারা করে বলে যে, এই দুই গোলাম অথবা এই কলস সিরকার বিনিময়ে আমি অমুককে বিবাহ করলাম। কিন্তু পরে দেখা গেল এদের মধ্যে একজন আবাদ অথবা এক কলসে শরাব। তাহলে মহিলা গোলাম এ সিরকার হকদার হবে। অন্য কিছু পাবে না। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। (মুহীত) যদি কেউ কোন মহিলাকে এক কলস ঘি-এর বিনিময়ে বিবাহ করে পরে ঐ কলস খালি দেখা যায় তবে মহিলা ঐ কলসের অনুরূপ এক কলস ঘি পাবে। যদি এর মূল্য দশ দিরহাম পরিমাণ হয়। যদি বলে এই কলসে যে ঘি আছে এর বিনিময়ে আমি বিবাহ করলাম, পরে দেখা গেল যে, এর মধ্যে কিছুই নাই তাহলে মহিলা মহরে মিসলের হকদার হবে। আর যদি কলসে ঘি-এর স্থলে অন্য বস্তু থাকে তাহলেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কোন মহিলাকে জমির বিনিময়ে বিবাহ করে এবং এই বলে জমির সীমানাও নির্ধারণ করে দেয় যে, এতে দশ জরীব<sup>১</sup> ভূমি আছে, কিন্তু মেপে দেখা গেল যে, এর মধ্যে ছয় জরীব জমি আছে তাহলে এ ক্ষেত্রে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে ঐ ভূমি নিতে পারবে। ভূমি নিলে আর অন্য কিছু পাবে না। আর ইচ্ছা করলে ভূমি ফেরৎ দিয়ে দশ জরীব পরিমাণ ভূমির মূল্যও নিতে পারবে। এই জমি বিক্রি করা এবং হিবা করে হস্তান্তর করার পর মহিলা যদি জানতে পারে যে, এতে ছয় জরীব ভূমি আছে তবে এ ক্ষেত্রে ভূমি গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নাই। অনুরূপভাবে মহরে ধার্যকৃত মণিমুক্তা যদি ওয়নে কমে যায় এবং কাপড় যদি মাপে কম পড়ে যায়, তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি মহিলা মহরে ধার্যকৃত ভূমি বিক্রি বা হিবা না করে থাকে এ অবস্থায় গদা বা এই জাতীয় নদী ভাঙ্গার কারণে কিছু ভূমি যদি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, এরপর মহিলা জানতে পারে যে এখানে ছয় জরীব ভূমি আছে, তাহলে ছয় জরীব ছাড়া বাকী চার জরীব ভূমির মূল্য স্ত্রী স্বামী থেকে আদায় করে নিবে।

৬. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলাকে দশটি নির্দিষ্ট হিবভী কাপড়ের বিনিময়ে বিবাহ করে এই শর্তে যে, এর প্রতিটি কাপড় দশতারা বিশিষ্ট কিন্তু পরে কাপড় দশতারা

১. আজ কালকার শতাংশ, কাঠা বিন্দা, একর ইত্যাদির ন্যায় তৎকালীন জমির মাপের পরিমাণ। (সম্পাদক)



বিশিষ্ট কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এগুলো সাততারা বিশিষ্ট কাপড় তাহলে এ ক্ষেত্রে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে এই কাপড় নিতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে সে এই কাপড় নিতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে তা না নিয়ে এর মূল্যও নিতে পারবে। যদি নয়টি দশ তারা বিশিষ্ট এবং একটি সাততারা বিশিষ্ট হয় তবে এ ক্ষেত্রেও মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। সে এ কাপড়ও নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর কিছু পাবে না। আর যদি ইচ্ছা করে তবে দশ তারা বিশিষ্ট কাপড়গুলো নিয়ে ঐ সাততারা বিশিষ্ট একটি কাপড় ফেরত দিয়ে দিলে এবং এর পরিবর্তে দশ তারা বিশিষ্ট কাপড়ের যে মূল্য হয় তা নিয়ে নিবে। (মুহীত)

৭. মাসআলা : কেউ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ আঙ্গুরের রস মহর ধার্য করে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং তা মহিলা কর্তৃক গ্রহণ করার পূর্বেই যদি শরাবে পরিণত হয়ে যায়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে পুরুষের জন্য ওয়াজিব হবে অনুরূপ পরিমাণ আঙ্গুরের রস তাকে প্রদান করা, যদি সে এতেও সক্ষম হয়। আর যদি সক্ষম না হয় তবে মূল্য প্রদান করবে। (মুহীত : সারাখসী) যদি কেউ নির্দিষ্ট দশটি কাপড়কে মহর ধার্য করে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে দেখা যায় যে, কাপড় নয়টি দশটি নয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে এই নয়টি কাপড় পাবে এবং মহরের মিসল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যত কাপড় লাগে তাও পাবে, যদি মহরে মিসলের পরিমাণ এই নয় কাপড়ের মূল্যের চেয়েও অধিক হয়। আর ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যের উপর কিয়াস করে বলা হয় যে, এই মহিলা এই নয়টি কাপড়ই পাবে। অতিরিক্ত কিছু পাবে না। যদি এই নয় কাপড়ের মূল্য দশ দিরহামের সমান হয়। আর কাপড় এগারটি হলে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তাকে এর যে কোন দশটি প্রদান করা হবে। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যের উপর কিয়াস করে বলা হয় যে, এ কাপড় সমূহের থেকে নিম্নমানের কাপড়টি পৃথক করে নেওয়ার পর যে দশটি বাকী থাকবে এর মূল্য যদি মহরে মিসলের সম পরিমাণ হয় তবে সে বাকী দশটি কাপড় মহর হিসাবে পাবে। এক্ষেত্রে সে এর থেকে অতিরিক্ত কিছু পাবে না। আর যদি উন্নত মানের কাপড়টি পৃথক করার পর বাকী যে দশটি থাকবে এর মূল্য মহরে মিসলের সমপরিমাণ হয়, তাহলে উত্তম কাপড়টি পৃথক করার পর যা বাকী থাকবে সেগুলো সে মহর হিসাবে পাবে। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু পাবে না। কিন্তু যদি উন্নতমানের কাপড়টি পৃথক করার পর মহরে মিসল এর পরিমাণ কাপড়ের মূল্যের তুলনায় অধিক হয়ে যায়, এবং নিম্নমানের কাপড়টি পৃথক করার পর যদি এর মূল্য মহরে মিসল হতে কম হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে মহিলা মহরে মিসল পাবে। অবশ্য ফাতাওয়া ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের উপর প্রদান করা হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : কেউ যদি দশটি হিরভী কাপড়ের উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে কিন্তু পরে দেখা যায় যে, কাপড়ের সংখ্যা মোট নয়টি, তবে সে নয়টি কাপড় পাবে এবং

মধ্যম ধরনের একটি হিরভী কাপড়ও পাবে। এতে ইমামগণের ঐক্যমত রয়েছে। (মুহীত : সারাখসী) যদি কেউ কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট দশ কুর (বিশেষ পরিমাণ) গমের বিনিময়ে বিবাহ করে এবং পরে দেখা যায় যে, এতে গমের পরিমাণ নয় কুর, তবে মহিলা এই নয় কুর এবং এর সাথে অনুরূপ আরো এক কুর পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ এক মহিলাকে ভূমির উপর এই শর্তে বিবাহ করল যে, এতে এক হাজার খেজুর গাছ রয়েছে এবং সে ঐ ভূমির সীমাও নির্ধারণ করে দিল, পরে দেখা গেল যে, এতে একটি গাছও নাই অথবা কেউ কোন এক মহিলাকে একটি বাড়ীর উপর এই শর্তে বিবাহ করল যে, এর মধ্যেই চূনা ও সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত একটি অটালিকা রয়েছে কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তাতে কোন অটালিকা নাই, তাহলে এ অবস্থায় মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে ঐ ভূমি অথবা বাড়ী মহর হিসাবে গ্রহণ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর কিছু পাবে না। আর ইচ্ছা করলে মহরে মিসলও গ্রহণ করতে পারবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে, তবে সে ভূমি অথবা বাড়ী যে অবস্থায় পেয়েছে তার অর্ধেক পাবে। কিন্তু যদি মৃত্যুর পরিমাণ এর থেকে বেশি হয়, তাহলে মহিলা ইচ্ছা করলে ভূমি বা বাড়ীর গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সে অতিরিক্ত আর কিছু পাবে না। আর ইচ্ছা করলে মৃত্যু'আও গ্রহণ করতে পারবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ : মহরের পরিমাণ বাড়ানো কমানো এবং যে সব বস্তু বাড়ানো কমানো যায়

১. মাসআলা : বিবাহ বলবৎ থাকা অবস্থায় আমাদের ইমামত্রয়ের মতে মহরের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন করা জায়েয। (মুহীত) আক্দের পর মহর বাড়ানো হলে স্বামীর যিম্মায় এ অতিরিক্ত মহরও অপরিহার্য হবে। (আস সিরাজুল ওয়াহহাজ) এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মহিলা এ বর্ধিত মহর পূর্ব ধার্যকৃত মহরের এক জাতীয় বস্তু হোক বা না হোক এবং চাই তা স্বামীর পক্ষ হতে বাড়ানো হোক, হকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না (আন নাহরুল ফায়িক) বর্ধিত মহর তিন কারণের কোন একটি কারণ পাওয়া গেলে পাকাপোক্ত হয় : (১) সহবাস হলে (২) খালওয়াতে সহীহা পাওয়া গেলে (৩) অথবা স্বামী-স্ত্রী কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি কারণ সমূহের কোনটি একটি না পাওয়া বাওয়া অবস্থায় স্বামী স্ত্রী মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হলে অতিরিক্ত মহর বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই মহিলা মূল মহরের অর্ধেক পাবে। অতিরিক্ত অংশ এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না। (মুযমারাত)

২. মাসআলা : ফকীহ আবুল লায়স (র)-এর ফাতওয়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মহর হিবা করার পরও মহরের মধ্যে বৃদ্ধি করা সহীহ আছে। শায়খুল ইসলাম খাহার-যাদা (র)-এর ইকরা অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদের পর মহর বৃদ্ধি করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। বিশার (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে অনুরূপ



নকল করেছেন। এর ধরণ হবে এমন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে অথবা পরে তিন তালাক দিল, তারপর তার মহর কিছু বাড়িয়ে দিল, তাহলে এ বাড়ানো সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন পুরুষ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাকে রাজদৈ প্রদান করার পর তার ইদ্দতকাল অতিবাহিত হয়ে যায়, এরপর স্বামী তার মহর বাড়িয়ে দেয় তবে এ বাড়ানো সহীহ হবে না। 'কুদুরী' এস্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তার মহর বৃদ্ধি করা জায়েয। কিন্তু সাহিবাইনের মতে জায়েয নয় (মুহীত)

৩. মাসআলা : রাজদৈ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তার স্বামী যদি বলে, আমি তোমার মহর বাড়িয়ে দিয়েছি তবে তা সহীহ হবে না। কেননা এ কথা হচ্ছে, অস্পষ্ট কথা। কিন্তু স্বামী যদি বলে, আমি এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে তোমাকে রুজু করে নিলাম এবং স্ত্রী যদি একথা মেনে যায় তাহলে এরূপ করা জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না। কেননা এরূপ করা মহর বৃদ্ধি করার নামান্তর। কাজেই মহিলার পক্ষ হতে তা গ্রহণের ব্যাপারে স্বীকৃতি থাকা আবশ্যিক। তবে আলোচনার মজলিসেই বর্ধিত মহর গ্রহণ করা শর্ত কিনা এ ব্যাপারে বিতর্কিত মত হচ্ছে যে, হ্যাঁ আলোচনার মজলিসেই তা গ্রহণের স্বীকৃতি প্রকাশ করা শর্ত। (যহীরিয়া) মহিলা কর্তৃক স্বামী যে মহরের মাল হিবা করে দেওয়ার পর স্বামী যদি কাউকে সাক্ষী রেখে বলে যে, এ আমার নিকট মহর বাবত এত এত পাবে। তবে এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ফকীহ আবুল লায়স সমরকান্দী (র)-এর মতে, মহিলা যদি স্বীকৃতি দেয় তবে স্বামীর এ স্বীকারোক্তি জায়েয হবে। (খুলাসা) সঠিক কথা হচ্ছে সহীহ হবে না এবং অনিচ্ছাকৃত বৃদ্ধিকে বৃদ্ধি বলে গন্য করা হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুদুরী)

৪. মাসআলা : যদি পুরুষ কোন মহিলাকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করার পর পুনরায় আবার দুই হাজারের বিনিময়ে বিবাহকে নবায়ণ করে, তবে এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। শায়খুল ইসলাম খাহারবাদাহ (র) নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে দ্বিতীয় হাজার স্বামীর উপর অপরিহার্য হবে না। বরং তার মহর এক হাজারই থাকবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দ্বিতীয় হাজারও তার উপর ওয়াজিব হবে। কোন কোন ফকীহ ইমামত্রয়ের মতভেদকে উল্টোভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের কোন কোন ফকীহ-এর মতে উত্তম হল, দ্বিতীয় হাজার অপরিহার্য না হওয়া (যহীরিয়া) কাযী ইমাম (র)-এর মতে আক্দ্দে সানীর কারণে কোন কিছু ওয়াজিব হয় না। অবশ্য যদি আক্দ্দে সানীর দ্বারা মহর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য হয়, তবে দ্বিতীয় কিস্তিতে যা বাড়ানো হল তাও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে (খুলাসা) বলা হয় স্ত্রী স্বামীকে তার মহরের পাওনা হিবা করে দেওয়ার পর স্বামী যদি আবার মহর নবায়ণ করে তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে বর্ধিত মহর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু কারো কারো মতে, এ বিষয়ে

ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। (মি'রাজুদ দিরায়া) সতর্কতাবশত, বিবাহ নবায়ণ করা হলে দ্বিতীয়বার ধার্যকৃত মহর আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। এতে কারো মতভেদ নাই। (ওয়াজীয আল কুদুরী)

৫. মাসআলা : ইব্রাহীম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মালিক তার দাসীকে কোন ব্যক্তির নিকট নির্ধারিত মহরের বিনিময়ে বিবাহ দেওয়ার পর তাকে আযাদ করে দিল তারপর স্বামী নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু মহর তার বাড়িয়ে দিল এ ক্ষেত্রে মুনীব এ বর্ধিত পরিমাণ মহরের হকদার হবে। ইবন সিম'আ ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ অতিরিক্ত পরিমাণ মহর স্ত্রী পাবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ মহর মুনীবের নিকট প্রেরণ করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে না। মুনীব যদি এ দাসীকে অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দেয় তবে মুনীব এ অতিরিক্ত পরিমাণ মহরের মালিক হবে। এ ক্ষেত্রেও এ অতিরিক্ত পরিমাণ মহর মুনীবের নিকট প্রদান করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামি' এস্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মুনীবের অনুমতি ছাড়া তার দাসীকে একশ' দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করে তারপর স্বামী মুনীবকে বলল, আপনি এ বিবাহের অনুমতি দিয়ে দিন। মুনীব বলল, আমি অনুমতি দিব যদি তুমি আরো পঞ্চাশ দিরহাম মহর হিসাবে বাড়িয়ে দাও। এ অবস্থায় স্বামী যদি রাযী হয়ে যায় তবে বিবাহ সহীহ হবে। এবং অতিরিক্ত পরিমাণ মহরও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্বামী রাযী না হলে মুনীবের অনুমতি প্রমাণিত হবে না। 'জামি' এস্থে এ কথাও বর্ণিত রয়েছে যে, কোন বিবাহিত বাদীকে আযাদ করে দেওয়ার পর সে 'খিয়ারে ইত্ক' পাবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে বলে যে, তুমি পুনরায় আমার সাথে ঘর সংসার ইখতিয়ার করলে তোমাকে আরো পঞ্চাশ দিরহাম মহর হিসাবে প্রদান করব। স্ত্রী স্বামীর এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার এ ইখতিয়ার সহীহ হবে এবং বর্ধিত মহরও সাব্যস্ত হবে। তবে এ অতিরিক্ত মহর মুনীব পাবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তুমি পুনরায় আমার সাথে ঘর সংসার অবলম্বন করলে আমার যিম্মায় তোমার জন্য পঞ্চাশ দিরহাম থাকবে। এ কথা শুনে স্ত্রী যদি এ স্বামীকে ইখতিয়ার করে তবে সে কিছুই পাবে না। তার খিয়ার বাতিল বলে গন্য হবে।

৬. মাসআলা : 'নিকাহুল মুন্তাকা' এস্থে উল্লেখ রয়েছে যে, পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার দাবী করছে কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করছে, এমনতাবস্থায় তারা উভয়ে যদি এভাবে সমঝোতা করে যায় যে, স্বামী স্ত্রীকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করলে সে তাকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করবে, এরূপ করা জায়েয এতে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি যদি বিবাহের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান

১. বিবাহিত দাসী আযাদ হওয়ার পর পূর্ব স্বামীর সাথে ঘর সংসার করা বা না করার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার থাকে। শরী'আতে এ ইখতিয়ারকে 'খিয়ারে ইত্ক' বলে। স্বামী গোলাম বা আযাদ উভয় অবস্থায় হানাকী মাযহাব অনুযায়ী স্ত্রী অধিকার লাভ করবে। (সম্পাদক)



কর তবে তোমাকে আরো অতিরিক্ত একশ' টাকা প্রদান করব, এ কথা শুনে স্ত্রী যদি তা মেনে নেয় তবে প্রথম বিবাহের ব্যাপারে সাক্ষী-প্রমাণ থাকলে স্বামী ঐ একশ' টাকা প্রদান করা থেকে মত পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা এটাও মহরের পরিমাণ বর্ধিত করার ন্যায়ই। (মুহীত) যদি মহিলা নিজে মহরের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেয় তবে তা সহীহ আছে। (হিদায়া) তবে এ ক্ষেত্রে মহিলার সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। কাজেই যদি চাপ প্রয়োগ করে এরূপ করানো হয়, তাহলে মহর কমানো সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে যে মহিলা এ কাজ করবে সে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত না হতে হবে। (আল-বাহরুর রায়িক)

৭. মাসআলা : যদি পুরুষ কোন মহিলাকে দাস-দাসী অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর বিবাহ করার পর তার মহরের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, তারপর সহবাসের পূর্বেই যদি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তবে মহরের মূল বস্তু মহিলার হস্তগত হওয়ার পূর্বে যদি মহর বাড়ানো হয়ে থাকে এবং তা যদি মূল বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট আর এর থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন বয়ঃবৃদ্ধি, সৌন্দর্য অথবা মোটা হওয়া কিংবা এক চক্ষু সাদা ক্যাকাশে ছিল পরে তা জোর্তিময় হয়ে যাওয়া, অথবা বোবা ব্যক্তির কথা বলতে সক্ষম হওয়া, অথবা বধির ব্যক্তির শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যাওয়া অথবা অনাবাদী জমিতে আবাদ হওয়া ইত্যাদি অথবা মহরের অতিরিক্ত অংশটি মূল মহরের বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু এ থেকেই সৃষ্টি যেমন-প্রাণীর বাচ্চা, মুক্তিপণ, মহিলার মহর, জীব জানোয়ারের কর্তিত পশম, অথবা বাগান বা জমিনের কর্তিত ফল ও ফসলাদি ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, মহিলা মূল এবং অতিরিক্ত উভয় মহরের আধাআধি পাবে। (শারহুত তাহাভী)

৮. মাসআলা : যদি মহিলা মূল মহর এবং অতিরিক্ত মহর যা আসল থেকে সৃষ্টি উভয় প্রকারের মহর হস্তগত করার পর সহবাসের পূর্বে স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও আসল এবং অতিরিক্ত উভয়ের আধাআধি সে পাবে। আর মহরের অতিরিক্ত অংশটি যদি মূল মহরের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে কিন্তু এ থেকে সৃষ্টি না হয়, যেমন-কাপড়ের রং অথবা বাড়ীতে নির্মিত অট্টালিকা ইত্যাদি। এগুলোকে মহর ধার্য করা হলে মহিলা তা হস্তগত করে নিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে মহিলা উপরোক্ত বস্তুর আধাআধি পাবে না। বরং যেদিন তার হস্তগত হয়েছে বলে হুকুম দেয়া হবে সে দিনের মূল্যের অর্ধেক মূল্য ফেরত দেওয়া মহিলার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি মহরের অতিরিক্ত অংশটি মূল অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় এবং এর থেকে সৃষ্টি ও না হয়, যেমন-হিবা, উপার্জন, অথবা ফসলাদি ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে মূল মহর আধাআধি হবে এবং অতিরিক্ত মহরও মহিলাই পাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। তবে সাহিবাইনের মতে আসল এবং অতিরিক্ত উভয়ই আধাআধি করা হবে। (শারহুত তাহাভী) স্বামী যদি মহরের গোলামকে

ভাড়া দেয় তবে মজুরী স্বামী পাবে এবং সে তার সাদাকা করে দিবে। (মুহীত : সারাখসী)

৯. মাসআলা : স্ত্রী মহরানা হস্তগত করার পর স্বামী কর্তৃক মহর বাড়ানো হলে এবং বর্ধিত অংশ যদি আসল মহরের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং এর থেকেই সৃষ্টি তবে এর আধাআধি করা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে মূল মহরের অর্ধেকের মূল্য স্ত্রীকে প্রদান করা স্বামীর উপর অপরিহার্য। ঐ দিনের হিসাব অনুযায়ী যে দিন সে এ মালামাল স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেছে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে আধাআধি করতে কোন অসুবিধা নাই। (শারহুত তাহাভী) যদি মহরের এ অতিরিক্ত অংশ আসল মহরের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে কিন্তু এর থেকে সৃষ্টি না হয় তবে এ অংশের আধাআধি করা হবে না। বরং স্বামী স্ত্রীকে মূল মহরের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করবে। (বাদায়ে) মহরের বর্ধিত অংশটি মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে মূল থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকলে সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী তা আধাআধি করা হবে না। কিন্তু মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়া অবস্থায় মূলের থেকে সৃষ্টি না হয়ে থাকলে মহরে অতিরিক্ত অংশ মহিলা পাবে। এবং মহরের মূল অংশ উভয়ের মধ্যে আধাআধি করে ভাগ করা হবে। উপরোক্ত হুকুমসমূহ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহর বর্ধিত করার পর সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করা হয় তাহলে। পক্ষান্তরে তালাকের পর মহর বাড়ানো হলে এ ক্ষেত্রে কয়েক অবস্থা হতে পারে। হয়তো এ বর্ধিতকরণঃ স্বামীর নিকট অর্ধমহর ফেরত দেওয়ার হুকুম জারী করার পরে হবে অথবা এর আগে। চাই তা মহর হস্তগত করার আগে হোক বা পরে হোক। মোটকথা হচ্ছে, মহরের মাল হস্তগত করার পূর্বে যদি আরো কিছু বাড়ানো হয় তবে আসল ও অতিরিক্ত মহর উভয়ই আধাআধি করা হবে। চাই এ ক্ষেত্রে কাযীর ফয়সালা পাওয়া যাক বা না যাক। আর যদি মহরের মাল হস্তগত করার পর তা আরো বাড়ানো হয় এবং তা যদি স্বামীর নিকট অর্ধ মহর ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে কাযীর নির্দেশের পরে হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রেও আগের হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি স্বামীর নিকট অর্ধ মহর ফেরত দেওয়ার পূর্বে মহর পরিমাণ বাড়ানো হয়ে থাকে তবে আক্দের ফাসিদের ক্ষেত্রে হস্তগতকৃত মালের ন্যায় মহরের মাল এক্ষেত্রেও স্ত্রীর নিকট থাকবে (শারহুত তাহাভী)

১০. মাসআলা : মহরের পরিমাণ বাড়ানোর পর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে স্ত্রী যদি ধর্ম ত্যাগ করে কিংবা স্বামীর ছেলেকে (কামভাবে) চুম্বন করে, তবে মহিলা বর্ধিত সবটুকু পাবে। কিন্তু মূল মহর যেদিন সে হস্তগত করেছে সে দিনের মূল্য হিসাবে মূল মহরের মূল্য তাকে ফেরত দিতে হবে। (বাদায়ে)

১১. মাসআলা : স্বামীর হাতে যদি মহরের মধ্যে কোন ঘটতি দেখা দেয়, এ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় তবে এ বিষয়টি কয়েক প্রকারের হতে পারে। হয়তো এ ঘটতি বা লোকসান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হবে। যদি



এমনই হয়ে থাকে তবে তা আবার দুই ধরনের হতে পারে। লোকসানের পরিমাণ হয়তো কম হবে অথবা অধিক হবে। যদি কম হয় তবে মহিলা দোষযুক্ত কোন খাদিমের অর্ধেক পাবে। কিন্তু লোকসানের কোন ক্ষতিপূরণ করা হবে না। আর যদি লোকসানের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে হয়তো সে মহরের দায় দায়িত্ব স্বামীর উপর ছেড়ে দিবে। এক্ষেত্রে স্বামী আক্দের দিনে এই খাদিমের যে মূল্য ছিল ঐ মূল্যের অর্ধাংশের জামানত আদায় করবে। আর যেদিনে ইচ্ছা করে তবে দোষযুক্ত খাদিমের অর্ধেক হস্তগতও করে নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। (২) অথবা এ ঘটতি স্বামীর কার্যক্রমের কারণে মহরের মধ্যে লোকসান দেখা দেয়। বস্তুত এটাও দুই অবস্থা থেকে খালী নয়। হয়তো লোকসানের পরিমাণ কম হবে অথবা অধিক হবে। যদি কম হয় তবে স্ত্রী খাদিমের অর্ধাংশ উসূল করবে। আর স্বামী লোকসানের পরিমাণ মূল্যের অর্ধাংশের জামানত আদায় করবে। এ পর্যায়ে খাদিমের দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর ছেড়ে দেওয়া এবং খাদিমের মূল্যের অর্ধাংশ আদায় করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। আর লোকসানের পরিমাণ যদি অধিক হয় তবে মহিলা ইচ্ছা করলে আক্দের দিন খাদিমের যে মূল্য ছিল, ঐ মূল্যের অর্ধেক গ্রহণ করবে এবং খাদিমকে ছেড়ে দিবে অথবা ইচ্ছা করলে খাদিমের অর্ধেক গ্রহণ করবে। আর স্বামী লোকসান পরিমাণ মূল্যের অর্ধেকের জামানত পরিশোধ করবে। (৩) অথবা মহিলার কর্মকাণ্ডের কারণে লোকসান সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় মহিলা খাদিমের অর্ধেক পাবে। এ ছাড়া সে আর কিছু পাবে না এবং তার কোন ইখতিয়ারও থাকবে না। চাই লোকসান কম হোক বা অধিক হোক। (৪) অথবা মহর জাতীয় মতুর পক্ষ থেকে এ ক্ষতি সংঘটিত হবে। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী এই ক্ষয়ক্ষতি আসমানী বালা মুসীবতের দ্বারা ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার মতই। (৫) এই ক্ষতি অপরিচিত কোন ব্যক্তির দ্বারা হবে। এ বিষয়টিও দুই ধরনের হতে পারে। যদি ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কম হয়, তাহলে স্ত্রী খাদিমের অর্ধেক পাবে এবং অপরিচিত ব্যক্তি ক্ষয়-ক্ষতির অর্ধেক মূল্যের জরিমানা আদায় করবে। মহিলা এ ছাড়া আর কিছু পাবে না। যদি ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয়, তবে মহিলা ইচ্ছা করলে খাদিমের অর্ধেক নিয়ে নিবে এবং ক্ষয়-ক্ষতির সম পরিমাণ মূল্যের অর্ধেক ঐ অপরিচিত ব্যক্তি থেকে নিবে। আর সে ইচ্ছা করলে খাদিমকে স্বামীর দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর নিকট থেকে আক্দের দিন খাদিমের যে মূল্য ছিল সে মূল্যের অর্ধেক নিয়ে নিবে। তারপর স্বামী লোকসানকারী ব্যক্তির নিকট থেকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ক্ষয়ক্ষতি স্বামীর নিকট হয়ে থাকে।

১২. মাসআলা : আর এই ক্ষতি যদি মহিলার নিকট হয়ে থাকে, এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করলে, এ ক্ষয়ক্ষতি যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ যদি কম হয় তবে স্বামী এ দোষযুক্ত মহরের অর্ধেক স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নিবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু পাবে না।

যদি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয় তাহলে স্বামী ইচ্ছা করলে এই দোষযুক্ত মহরের অর্ধেক স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নিবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন ক্ষতিপূরণ স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে না। আর ইচ্ছা করলে এ মহর স্ত্রীর দায়িত্বে ছেড়ে দিবে। আর মহর গ্রহণের দিন এই নিখুঁত মহরের যে মূল্য ছিল ঐ মূল্যের অর্ধেক স্ত্রী ক্ষতিপূরণ হিসাবে স্বামীকে প্রদান করবে। যদি তালাকের পর মহিলার নিকট এ ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হয় তবে অধিকাংশ মাশাইখে কেরামের মতে স্বামী মহর এবং ক্ষতিপূরণ উভয়ের আধাআধি হার মত গ্রহণ করবে। ইমাম কুদুরী (র) তৎপ্রণীত ব্যাখ্যা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটাই সহীহ মত। যদি ক্ষয়ক্ষতি স্ত্রী কর্মের দ্বারা হয়, চাই তা তালাকের আগে হোক বা পরে হোক তবে এ অবস্থা এরং আসমানী বিপর্যয়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার অবস্থা উভয়ই হুকুমের দিক থেকে সমান। মহরের কর্মের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হলে এক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তালাকের পূর্বে অপরিচিত কোন ব্যক্তির কর্মের দ্বারা ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হলে এ মহরের মধ্যে স্বামীর কোন হক থাকবে না। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে মহর হস্তগত করার দিন এর যা মূল্য ছিল ঐ মূল্যের অর্ধেক স্বামীর নিকট ফেরত দেওয়া। কেননা অপরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত জরিমানা ঐ বর্ধিত মহরের অনুরূপ যা মূল মহরে সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অবশ্য মহিলা যদি ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির জরিমানা মাফ করে দেয় অথবা তালাকের পূর্বেই ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা যদি মহিলার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মহরের উক্ত মাল আধাআধি করে বণ্টন করা হবে। কেননা এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক নাই। যদি তালাকের পর এ ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হয় তবে হাকীম শহীদ (র)-এর মতে, এ মাসআলাটি এবং তালাকের পূর্বে ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হলে উভয় বিষয়ের হুকুম একই ধরনের হবে। ইমাম কুদুরী (র) তৎপ্রণীত ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ অবস্থায় স্বামী মূল মহরের অর্ধেক পাবে। অবশ্য জরিমানা গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে জরিমানার অর্ধেক মাল ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির নিকট হতে উসূল করবে এবং ইচ্ছা করলে সে তা স্ত্রী নিকট হতেও উসূল করতে পারবে। আর যদি তালাকের পূর্বে স্বামীর কর্মের কারণে এ ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে এ বিষয়টি এবং অপরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক সাধিত ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়টি একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩. মাসআলা : যদি স্বামীর নিকট মহরের মাল নষ্ট হয়ে যায় এরপর সহবাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তবে, আক্দের দিন এ মহরের মূল্য যা ছিল এর অর্ধেক স্বামীর নিকট হতে স্ত্রীর পাওনা হবে। আর যদি স্ত্রীর নিকট তা নষ্ট হওয়ার পর সহবাসের পূর্বে স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে তবে মহর হস্তগত করার দিন-এর যা মূল্য ছিল এ মূল্যের অর্ধেক স্বামী স্ত্রীর নিকট পাওনা হবে। (মুহীত) মহরের মধ্যে স্ত্রীর জন্য 'খিয়ারে রুয়াত' অর্থাৎ মহরের মাল দেখার পর তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না। এমনিভাবে মহরের মালে কোন বিশেষ ধরনের ত্রুটি না পাওয়া গেলে স্ত্রী তা



ফেরত দিতে পারবে না। মহরের মাল যদি ওয়নী বা পরিমাণযোগ্য কোন বস্তু না হয় তবে সাধারণ দোষের কারণে তা ফেরত দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে তা যদি ওয়নী বা পরিমাণযোগ্য বস্তু হয় তাহলে সামান্য দোষের কারণেও তা ফেরত দেওয়া যাবে। (যহীরিয়া)

১৪. মাসআলা : নির্দিষ্ট কোন দাসীকে মহর ধার্য করে কাউকে বিবাহ করার পর সে যদি স্ত্রীর নিকট মারা যায়, এরপর স্ত্রী এ কথা জানতে সক্ষম হয় যে, মহরের এ দাসী অন্ধ ছিল তবে সে স্বামীর নিকট হতে এ ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে। যেমন বেচাকেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট না হয় তাহলে স্ত্রী একজন অন্ধ দাসীর মূল্যের জরিমানা এবং স্বামী একজন মধ্যম স্তরের খাদিমের মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে পরস্পর কাটাকাটির পর যা অতিরিক্ত হবে ঐ অতিরিক্ত মূল্য স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে উসূল করে নিবে। পক্ষান্তরে অন্ধ দাসীর মূল্য যদি ঐ মধ্যম ধরনের খাদিমের তুলনায় অধিক হয় তাহলে কেউ কারো নিকট হতে কিছুই পাওনা হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

অষ্টম অনুচ্ছেদ : মহরের ক্ষেত্রে আড়ম্বরতা

১. মাসআলা : গোপনে এক রকম মহর ধার্য করল এবং প্রকাশ্যে মানুষকে গুনাবার জন্য অন্য রকম ধার্য করল। যেমন-কেউ গোপনে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করল এবং লোকদের গুনাবার জন্য এর চেয়ে অধিক মহরের কথা উল্লেখ করল, তবে এ মাসআলার দু'টি অবস্থা হতে পারে : (১) স্বামী-স্ত্রী গোপনে মহরের একটি পরিমাণ ধার্য করল। তারপর প্রকাশ্যে এ চেয়ে অধিক মহর ধার্য করে এর বিনিময়ে আক্দ্ করল। এ ক্ষেত্রে যদি প্রকাশ্য ও গোপনীয় মহরের বস্তু একই জাতীয় হয় কিন্তু গোপনীয় মহরের তুলনায় প্রকাশ্য মহরের পরিমাণ বেশি তবে দেখতে হবে যে, স্বামী-স্ত্রী যদি গোপন মহরের উপর একমত হয়ে যায়, অথবা স্বামী যদি স্ত্রীর স্বীকারোক্তি বা স্ত্রীর কোন ওলীর স্বীকারোক্তির উপর কাউকে সাক্ষী করে রাখে যে, গোপনীয় মহরই লেনদেন হবে। আর প্রকাশ্য অতিরিক্ত মহর শুধু মানুষকে গুনানোর জন্য, তবে গোপনীয় মহরই প্রকৃত মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, স্বামী বলে, এক হাজার গোপনীয় মহরের উপর আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবে আক্দের সময় যে পরিমাণ মহর প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে তাই মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে, এক্ষেত্রে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য স্বামী যদি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে পারে তাহলে তাদের বক্তব্যও শ্রবণ করা হবে। যদি গোপনীয় এবং প্রকাশ্য মহর এক জাতীয় বস্তু না হয় এবং গোপনীয় মহরের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী যদি দ্বিমত পোষণ করে, তবে আক্দের সময় যে পরিমাণ মহরের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে তাই প্রকৃত মহর হিসাবে ধর্তব্য হবে। আর যদি

উভয়ে গোপনীয় মহরের ব্যাপারে একমত পোষণ করে তবে সে ক্ষেত্রে মহরে মিসল সাব্যস্ত হবে। যদি স্বামী স্ত্রী গোপনে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)-কে মহর সাব্যস্ত করে এবং প্রকাশ্যে এ কথা বলে বিবাহ করে যে, সে কোন মহর পাবে না। তবে গোপনে সাব্যস্তকৃত দীনারই তার মহর হিসাবে ধর্তব্য হবে। পুরুষ যদি কোন মহিলাকে প্রকাশ্যে এ শর্তে বিবাহ করে যে, তার মহর দীনার হবে না অথবা প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করল কিন্তু মহর সম্পর্কে কোন কথা বলল না, তবে মহিলা মহরে মিসল পাবে। (২) দ্বিতীয় অবস্থা হল, স্বামী-স্ত্রী গোপনে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরে উপর আক্দ্ করে, তারপর প্রকাশ্যে এর চেয়ে অধিক মহরের কথা স্বীকার করলে, এ অবস্থায় তারা উভয়ে যদি গোপন মহরের উপর একমত থাকে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষীও রাখে যে, প্রকাশ্যে অতিরিক্ত যে মহর ধার্য করা হয়েছে তা শুধু মানুষকে গুনানোর জন্য এবং আড়ম্বরতা হিসাবে ছিল, তাহলে আক্দের সময় গোপনে যে মহর ধার্য করা হয়েছে তাই তাদের প্রকৃত মহর হিসাবে গন্য হবে। আর যদি এ মর্মে কোন সাক্ষী না রাখে যে, প্রকাশ্যে যে মহর ধার্য করা হয়েছে তা লোকদেরকে গুনানোর জন্য ছিল, তাহলে মুখতাসারুত তাহাভীর বর্ণনা মতে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী প্রকাশ্যে যে পরিমাণে মহর ঘোষণা করা হয়েছে তাই তার প্রকৃত মহর হবে। এবং এই পরিমাণ মহর আসল মহরের তুলনায় অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। চাই এ অতিরিক্ত পরিমাণ মহর এবং আসল মহর এক জাতীয় বস্তু হোক বা না হোক। অবশ্য এই বর্ধিত মহর এবং আসল মহর যদি এক জাতীয় বস্তু না হয় তবে এক্ষেত্রে পরে যে পরিমাণ মহর প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে এর পুরোটাই আসল মহরের উপর অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি উভয় মহর এক জাতীয় বস্তু হয়, তাহলে আসল মহরের সাথে যে পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে ঐ বর্ধিত অংশকেই অতিরিক্ত মহর হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। শায়খুল ইসলাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, যদি স্বামী স্ত্রী গোপনে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে পরস্পর আক্দ্ করে এবং প্রকাশ্যে এর ব্যতিক্রম ঘোষণা করে তারপর যদি তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, স্বামী বলে, আমি প্রকাশ্যে যা ঘোষণা করেছি তা, ইচ্ছাপূর্বক ছিল না বরং ক্রীড়াচ্ছলে এ কথা বলেছি। অপরপক্ষে স্ত্রী বলে যে, না সে ইচ্ছাকৃতভাবেই এ কথা ঘোষণা করেছে, তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এবং প্রকাশ্যে যা ঘোষণা করা হয়েছে তাই তাদের মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু স্বামী যদি তার দাবীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তার কথাও গ্রহণযোগ্য হবে। (যখীরা)

নবম অনুচ্ছেদ : হস্তান্তর করার পূর্বে মহর নষ্ট হয়ে গেলে বা মালিকানা প্রকাশের কারণে তা অন্যে নিয়ে গেলে

১. মাসআলা : কেউ কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট কোন বস্তুর (মহরের) বিনিময়ে বিয়ে করার পর তা মহিলার নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে যদি নষ্ট হয়ে যায় অথবা কেউ হকের



দাবীতে তা নিয়ে যায় তবে ঐ বস্তু যদি এমন জিনিষ হয় যার অনুরূপ বস্তু আছে তাহলে সে স্বামীর নিকট হতে অনুরূপ বস্তু উসূল করে নিবে। যদি এর অনুরূপ বস্তু না থাকে তাহলে স্বামীর নিকট হতে সে এর মূল্য উসূল করে নিবে। (মুহীত) অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি নির্দিষ্টরূপে ধার্যকৃত মহর স্বামীকে হিবা করে দেয়, তারপর কেউ তা হকের দাবীতে নিয়ে যায়, তবে স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে এর মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে।<sup>১</sup> (যহীরিয়া) এইভাবে যদি কেউ কোন ঘর মহর ধার্য করে এবং পরে এর মধ্যে হতে কেউ হকের দাবীতে এর অর্ধাংশ নিয়ে যায় তবে মহিলার জন্য ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে এই অর্ধাংশ ও বাকী অর্ধাংশের মূল্য নিবে। অথবা ইচ্ছা করলে পূর্ণ ঘরের মূল্য নিবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে তাহলে সে শুধু ঘরের বাকী অর্ধাংশ পাবে। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি কোন মহিলার (ক্রীতদাস) পিতাকে মহর ধার্য করে তাকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ হতেই মহিলার উক্ত পিতা আযাদ হয়ে যাবে। কেউ হকের দাবীতে তার পিতাকে নিয়ে যাওয়ার পর যদি স্বামী ঐ ক্রীতদাস পিতার মালিক হয় তবে এক্ষেত্রে মহিলার জন্য মূল্য পরিশোধ করার কাযীর পক্ষ হতে নির্দেশ জারী না হয়ে থাকলে মহিলা শুধু তার পিতাকেই পাবে, অন্য কিছু নয়। যার মালিক হতেই মহিলার পিতার আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে হুকুম জারীর পর স্বামী ঐ গোলামের মালিক হয়, তাহলে স্ত্রী পিতাকে পাবে না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাযীর ফয়সালা অথবা স্বামী কর্তৃক হস্তান্তর ব্যতীত মহিলা তার পিতার মালিক হতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, কাযীর ফয়সালা এবং স্বামীর হস্তান্তরের পূর্বে এ বস্তুতে স্বামী যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে। (যহীরিয়া)

২. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলাকে অন্যের গোলামের বিনিময়ে অথবা নিজের গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করে, পরে হকের দাবীতে ঐ গোলামকে কেউ দখল করে নিয়ে যায়, এ অবস্থায় স্বামীর উপর গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে। যদি হকদার ব্যক্তি ঐ গোলামকে মহর হিসাবে দিতে রাজী না হয় তবে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি স্বামীকে মূল্য পরিশোধ করার হুকুম প্রদানের পূর্বে কোন কারণবশতঃ ঐ গোলাম আবার স্বামীর মালিকানায় এসে যায়, তবে তাকে হুকুম দেওয়া হবে যেন সে নির্দিষ্টভাবে ঐ গোলামকেই স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করে। (ইতাবিয়া)

দশম অনুচ্ছেদ : মহর হিবা করার বিবরণ

১. মাসআলা : স্বামীর নিকট প্রাপ্ত মহর স্ত্রী ইচ্ছা করলে তা হিবা করে দিতে পারবে। চাই সে তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পিতা বা অন্য কোন ওলী কোন আপত্তি করতে পারবে না। (শারহুত তাহাজী)। অধিকাংশ উলামায়ে

১. যদি সে হিবা থেকে রুজু করে অর্থাৎ হিবাকৃত মাল ফেরত নিয়ে যায়। আমাদের মাযহাবে হিবাকৃত মাল ফেরত নেয়া মাকরুহ। (অনুবাদক)

কিরামের মতে, পিতা তার কন্যার মহর হিবা করতে পারবে না। (বাদায়ে) অবশ্য মুনীব ইচ্ছা করলে দাসীর মহর তার স্বামীকে হিবা করে দিতে পারবে। মুদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালাদ দাসীর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মুকাতাবা দাসী সে নিজেই তার মহরের হকদার হবে। কাজেই মুনীব যদি তার মহর স্বামীকে হিবা করে, তবে তা সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে তার স্বামী যদি মহরানার টাকা মুনীবের নিকট হস্তান্তর করে তবে তাও সহীহ হবে না। এবং এরূপ করলে স্বামী দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না।

২. মাসআলা : মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যদি নিজের মহরের টাকা স্বামীকে হিবা করে দেয় তবে তা জায়েম আছে। কিন্তু বাচ্চা প্রসবকালে তার মুমূর্ষ অবস্থায় মহরানার হক হিবা করলে এবং পরে সে মারা গেলে এ হিবা সহীহ হবে না। (সিরাজিয়া) আর যদি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী মৃতের ওয়ারিসগণকে নিজের মহর হিবা করে দেয় তবে তা জায়েম আছে। শর্ত সাপেক্ষে নিজের মহর হিবা করলে শর্ত পাওয়া গেলে তা জায়েম হবে। আর শর্ত না পাওয়া গেলে মহর যে রকম ছিল হুবহু ঐ অবস্থায়ই ফিরে আসবে। (তাতারখানিয়া) পুরুষ যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করে এবং মহিলা তা উসূল করে স্বামীকে হিবা করে দেয়, এ অবস্থায় স্বামী যদি সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্বামী ঐ স্ত্রী থেকে পাঁচশত দিরহাম ফেরত নিয়ে নিবে। মহর যদি কোন ওয়নী বা পরিমাণযোগ্য বস্তু হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মহর নির্দিষ্ট কোন বস্তু নয়। আর স্ত্রী যদি ঐ হাজার দিরহাম মহর স্বামীর নিকট থেকে উসূল না করেই তাকে হিবা করে দিয়ে থাকে, এ অবস্থায় স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কেউ কারো নিকট থেকে কিছু ফেরৎ নিতে পারবে না। যদি স্ত্রী পাঁচশ' দিরহাম উসূল করে পূর্ণ এক হাজার দিরহাম হিবা করে দেয় অর্থাৎ উসূলকৃত এবং এখনো যা উসূল করা হয়নি সবই যদি হিবা করে দেয় অথবা অবশিষ্ট পাঁচশ' দিরহাম হিবা করে সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কেউ কারো নিকট থেকে কোন কিছু ফেরৎ নিতে পারবে না। কিন্তু মহিলা যদি এক হাজারের অর্ধেকের কম হিবা করে অবশিষ্ট দিরহামসমূহ উসূল করে যায়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রী থেকে অর্ধ মহর পুরা করা পর্যন্ত যত ইচ্ছা ফেরত নিতে পারবে। (হিদায়া)

৩. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে পূর্ণ এক হাজার দিরহাম প্রদান করার পর স্ত্রী যদি সহবাসের পূর্বে এক হাজারের বিনিময়ে স্বামীর সাথে খুলা করে তবে কিয়াস অনুসারে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে পাঁচশ' দিরহাম ফেরৎ নিয়ে নিবে। কিন্তু ইসতিহসান হিসাবে কিছুই ফেরৎ নিতে পারবে না। (মুহীত) কেউ যদি আসবাব পত্র জাতীয় কোন বস্তু যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয় এর বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে তারপর স্ত্রী



যদি এ সমস্ত মালামাল উসূল করার আগে বা পরে পরিপূর্ণ বা অর্ধেক হিবা করে দেয় এ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রী সহবাসের আগে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর নিকট থেকে কিছুই ফেরৎ নিতে পারবে না। যদি কোন জীব জানোয়ার বা আসবাব পত্রের বিনিময়ে বিয়ে করা হয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (কাফী) চাই স্ত্রী মহর উসূল করুক বা না করুক। (কিফায়া)

৪. মাসআলা : মহিলা যদি স্বামী ব্যতীত অন্য কোন লোককে মহর হিবা করে দেয় এবং তা আদায় করে যাওয়ার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করে, এ অবস্থায় সে মহর আদায় করে যাওয়ার পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে তবে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট থেকে মহরের অর্ধেক ফেরত নিয়ে যাবে। মহর উসূল করার পর স্ত্রী যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজের মহর হিবা করে দেয়; তারপর সে যদি উক্ত মহিলার স্বামীকে পুনঃ ঐ মহর হিবা করে এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্বামী-স্ত্রীর নিকট থেকে অর্ধ মহর ফেরৎ নিয়ে নিবে। এ ক্ষেত্রে মহর দায়ন (এমন ঋণ যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না) হোক কিংবা আয়ন (যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়) হুকুম একই। (মুহীত)

৫. মাসআলা : স্ত্রী যদি মহরের মাল স্বামীর নিকট বিক্রি করে অথবা কোন বস্তুর বিনিময়ে তাকে হিবা করে এ অবস্থায় স্বামী তাকে তালাক প্রদান করলে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে প্রদত্ত মালের অনুরূপ অর্ধেক মাল নিয়ে নিবে, যদি এর অনুরূপ মাল থাকে। আর যদি অনুরূপ মাল না থাকে তাহলে প্রদত্ত মহরের অর্ধেকের মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী মহর উসূল করার পূর্বে বিক্রি করে থাকলে, বিক্রি করার দিন এর যে মূল্য ছিল ঐ মূল্যের অর্ধেক ফেরত পাবে। (বাদায়ে) যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার নিকট মহরের যে টাকা পাবে তা আমাকে হিবা না করলে আমি আর তোমাকে বিবাহ করব না। এ অবস্থায় পুনঃ বিবাহের শর্তে উপর স্ত্রী তার মহর স্বামীকে হিবা করে দেওয়ার পর স্বামী যদি তাকে পুনঃ বিবাহ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাহলে স্বামীর উপর স্ত্রীর মহর পূর্ববৎ বাকী থাকবে। স্বামী চাই তাকে বিবাহ করুক বা না করুক। (খুলাসা) শায়খ (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমাকে মহরের বোঝা হতে মুক্ত করে দাও, তাহলে আমি তোমাকে এই পরিমাণ হিবা করব। এ কথা শুনে মহিলা বলল, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। কিন্তু স্বামী তাকে নিজ অঙ্গীকার মতে কিছু মাল হিবা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল। এ অবস্থায় স্ত্রীর মহর স্বামীর উপর যথোচিত বহাল থাকবে (হাভী)

৬. মাসআলা : কোন মহিলা যদি এ কথা স্বীকার করে যে, সে প্রাপ্তবয়স্কা এবং তার নিজের মহর সে তার স্বামীকে হিবা করে দিয়েছে। ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে তার দেহের উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে। যদি তার দেহের উচ্চতা প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের দেহের উচ্চতার সমান হয় তবে তার স্বীকারোক্তি সहीহ হবে। শায়খ (র) বলেন, এ সব

ক্ষেত্রে কাযীর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তোমার বয়স কত এবং তুমি এ কথা কেমন করে জানলে? যেমন যুবকপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার দাবী করলে কাযী তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মহর হিবা করার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে মতভেদ হল যেমন স্ত্রী বলল, তুমি আমাকে তালাক দিবে না। এ শর্তে তোমাকে হিবা করেছিলাম। কিন্তু স্বামী বলল, তুমি আমাকে শর্ত ছাড়াই হিবা করেছো। তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (কিনায়া)

একাদশ অনুচ্ছেদ : মহর পরিশোধ না করার কারণে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করা হতে বিরত থাকা, মহরের জন্য মোয়াদ ধার্য করা এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক মাসাইল

১. মাসআলা : যে স্ত্রীর সাথে সহবাস কিংবা খালাওয়াতে সहीহ হয়েছে এবং যার পূর্ণ মহর পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তার মহরে মু'আজ্জল (নগদ মহর) আদায়ের জন্য নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে সোপর্দ করা থেকে বিরত থাকার ইখতিয়ার রয়েছে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। কিন্তু সাহিবাইন এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনুরূপভাবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে নগদ মহর আদায় অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের হওয়া, সফরে বের হওয়া এবং নফল হজ্জে উদ্দেশ্যে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না। কিন্তু যদি বাইরে ঘুরাফেরা করার ক্ষেত্রে মহিলা সীমালংঘন করে, তাহলে স্বামী স্ত্রীকে বাধা দিতে পারবে। স্ত্রী যদি নিজেকে স্বামীর হাতে সমর্পণ না করে তাহলে স্ত্রী নিজেকে বিরত রাখতে পারবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। এমনভাবে না বালিগা অথবা পাগল মহিলার সাথে স্বামী যদি সহবাস করে যাকে অথবা স্বামী স্ত্রীর সাথে জোরপূর্বক সহবাস করতে থাকলে পিতা তার কন্যাকে স্বামীর হাতে সোপর্দ করা থেকে আটকিয়ে রাখতে পারবে, যতক্ষণ না সে তার নগদ মহর আদায় করবে।

২. মাসআলা : স্ত্রীর সম্মতিতে স্বামী তার সাথে সহবাস অথবা খালাওয়াতে সहीহ করলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার পূর্ণ মহর উসূল না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর সাথে সফরে বের হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে। এখানে মহর বলতে নগদ মহরের কথা বুঝানো হয়েছে। সাহিবাইনের মতে উক্ত মহিলা নিজেকে এভাবে বিরত রাখতে পারবে না। শায়খ আবুল কাসিম আস সাফ্ফার (র) সফরের ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী এবং নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে সাহিবাইনের মত অনুসারে ফাতওয়া দিতেন। কোন কোন ফকীহ তাঁর এভাবে ফাতওয়া প্রদান করাকে খুবই পসন্দ করেছেন। (মুহীত) মহর পরিশোধের পর স্বামী তাকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। অধিকাংশ শায়খের



মতে বর্তমান কালে মহর পরিশোধ করার পরও স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে সফর করতে পারবে না। অবশ্য গ্রামে স্ত্রীকে নিয়ে সফর করতে পারবে। এর উপরই ফাতওয়া। এমনভাবে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে এবং এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সফর করতে পারবে। (কাফী)

৩. মাসআলা : কুমারী বালিগা কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার পর পিতা যদি সপরিবারে অন্য শহরে চলে যেতে চায়, তাহলে সে ঐ কন্যাকেও সাথে নিতে পারবে। তার স্বামী অপসন্দ করলেও পারবে। যদি সে তার মহর পরিশোধ না করে থাকে। আর মহর পরিশোধ করে থাকলে স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে পিতা তার কন্যাকে সাথে নিতে পারবে না। (মুহীত) যদি সমস্ত দিরহাম আদায় করে দেয় এবং শুধু একটি মাত্র দিরহাম বাকী থাকে। এ অবস্থায়ও স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করা থেকে আটকিয়ে রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রী কর্তৃক উসূলকৃত মহর ফেরত নিতে পারবে না। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) না-বালিগা কন্যা যদি বিবাহের পর মহর উসূল করার পূর্বে স্বামীর নিকট চলে যায় তাহলে বিবাহের পূর্বে তাকে আটকিয়ে রাখার যাদের হক ছিল তারা এখনও তাকে নিজ বাড়ীতে ফিরিয়ে এনে স্বামীর নিকট সমর্পণ করা হতে বিরত রাখতে পারবে, যতক্ষণ না স্বামী ওলী-ওয়ারিসদের নিকট তার মহর হস্তান্তর করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) চাচা যদি ভাতিজীকে নির্ধারিত মহরের বিনিময়ে কারো নিকট বিয়ে দেয় এবং পূর্ণ মহর উসূল করার পূর্বে তাকে তার স্বামীর নিকট সমর্পণ করে দেয়, তবে এই সমর্পণ ফাসিদ বলে গন্য হবে। কাজেই চাচা তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। (তাজনীস ও মাযীদ)

৪. মাসআলা : কন্যার মহর উসূল করা সময় পিতার জন্য কন্যাকে উপস্থিত রাখা শর্ত নয়। স্বামী যদি কন্যার পিতার নিকট নিজ স্ত্রীকে সমর্পণ করার জন্য দাবী করে এবং সে যদি তার বাড়ীতেই থাকে তবে পিতার জন্য অপরিহার্য হবে, তাকে তার স্বামীর নিকট সমর্পণ করে দেওয়া। আর যদি সে তার ঘরে না থাকে এবং সে যদি তাকে সমর্পণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে মহর উসূল করার অধিকার তার থাকবে না। আর কন্যা যদি নিজ পিতার গৃহে থাকে কিন্তু পিতা তাকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করবে কিনা এ বিষয়ে স্বামীর সন্দেহ থাকলে, কাযী কন্যার স্বামীকে মহরের জন্য জামিন বানিয়ে পিতাকে হুকুম করবে যেন সে তাকে তার স্বামীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। এর সাথে সাথে স্বামীকেও হুকুম করবে যেন সে কন্যার পিতার নিকট মহর বুঝিয়ে দেয়। যদি কুফা নগরীতে মহরের বিষয়ে মুকাদমা দায়ের করা হয় এবং কন্যা থাকে বাসরা এলাকায়, তাহলে কন্যাকে কুফায় উপস্থিত করা জন্য কন্যার পিতাকে বাধ্য করা হবে না। বরং স্বামীকে বলা হবে, তুমি কন্যার পিতার নিকট তার মহরের টাকা দিয়ে দাও। তারপর পিতার সাথে বাসরা গিয়ে সেখান থেকে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো। (মুহীত : সারাখসী)

৫. মাসআলা : সাক্ষীগণ নগদ মহর যে পরিমাণ বর্ণনা করবে ঐ পরিমাণই নগদ মহর সাব্যস্ত হবে। আর তারা যদি কোন কিছু বর্ণনা না করে, তবে আক্দের ধার্যকৃত মহর এবং মহিলার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হবে যে, এ ধরণের মহিলার সাধারণত নগদ মহর কি পরিমাণ হয়ে থাকে। চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের পর যা পাওয়া যায় ঐ পরিমাণই তার নগদ মহর হিসাবে গন্য হবে। এক্ষেত্রে চতুর্থাংশ বা পঞ্চমাংশ বিবেচ্য হবে না। বরং উরফ এবং দেশ প্রচলনই এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে। যদি আক্দের সময় পূর্ণ মহর নগদ আদায় করার শর্ত করা হয়, তবে পূর্ণ মহরই নগদ মহর হিসাবে বিবেচ্য হবে। এক্ষেত্রে দেশ রেওয়াজ বিবেচ্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রীর নিকট মহরের বিনিময়ে কোন সামান বিক্রি করে তবে সামান উসূল করা পর্যন্ত স্ত্রীকে নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে বিরত রাখতে পারবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, মহর উসূল করার পর যদি দেখা যায় যে, এগুলো জাল দিরহাম অথবা এমন দিরহাম যা ব্যান্ড হয়ে গেছে, তবে এ অবস্থাও এ সব দিরহাম পরিবর্তন না করে দেওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে। স্ত্রীর সম্মতিতে স্বামী সাথে সহবাস করার পর মহরের দিরহামসমূহ জাল প্রমাণিত হলে অথবা এতে অন্য কোন দোষ ধরা পড়লে অথবা স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন সামান খরীদ করে তা হস্তগত করার পর কেউ যদি এর দাবীদার হয়ে হকের ভিত্তিতে তা নিয়ে যায়, এ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে স্ত্রী-স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। (মুহীত)

৭. মাসআলা : 'মুনতাকা'-এর উল্লেখ রয়েছে যে, মহরের মাল নগদ প্রদান করা সাব্যস্ত হওয়া অবস্থায় স্ত্রী যদি এ মাল কোন পাওনাদার ব্যক্তির হাওয়ালা করে দেয়, তবে সে এই মাল উসূল না করা পর্যন্ত স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর মহরের বিষয়টি তার নিকট হতে ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট হাওয়ালা করে এই শর্তে যে, স্ত্রী তাকে মহরের দাবী হতে মুক্ত করে দিবে তবে ইসতিহসান-এর যুক্তি অনুসারে স্ত্রী মহর উসূল না করা পর্যন্ত স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। বাকী মহরের ক্ষেত্রে মহর পরিশোধের মেয়াদপূর্ণ হয়ে গেলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, স্ত্রী মহর আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। (বাদায়ে) পুরুষ কোন মহিলাকে এক বছরের মধ্যে এক হাজার দিরহাম মহর পরিশোধের বিনিময়ে বিবাহ করে, তারপর মহর আদায় না করে বছর পূর্তির পূর্বেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইলে এক্ষেত্রে স্বামী যদি আক্দের সময় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সহবাস করার শর্ত আরোপ করে থাকে তবে সে তা করতে পারবে না। এ বিষয়ে ইমামগণের কোন দ্বিমত যাই। (জাওয়াহিরুল আখলাতি) আর এ রূপ শর্ত না হয়ে থাকলে ইমাম মুহাম্মদ



(র)-এর মতে বেচাকেনার মত এক্ষেত্রেও স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে।  
উস্তাদ যহীরুদ্দিন (র) অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র)  
বলেন, এ অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। সাদরুশ শহীদ (র)  
অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন (খুলাসা)

৮. মাসআলা : স্বামী যদি নগদ মহর আদায় করার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার  
শর্তে বিবাহ করে তবে শর্ত সहीহ হবে। বাকী মহর নগদ আদায় করে দিলে এ ক্ষেত্রে  
ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তখনও স্ত্রী স্বামী থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে  
(ইতাবিয়া)। কিছু মহর নগদ এবং কিছু মহর বাকী ধার্য অবস্থায় স্ত্রী নগদ মহর উসূল  
করে নিলে অথবা আক্দের পর মহর উসূল করে নিলে অথবা আক্দের পর মহর মেয়াদ  
নতুনভাবে ধার্য করা হলে, স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করা থেকে বিরত রাখতে  
পারবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় মহরের  
বিনিময় উসূল করা পর্যন্ত মহিলা নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে দূরে রাখতে পারবে।  
(শারহ জামিইন্ সাগীর : কাযীখান) স্বামী যদি বলে, অর্ধেক মহর নগদ এবং অবশিষ্ট  
অর্ধেক বাকী যেমন আমাদের দেশে সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে বাকী মহরের  
মেয়াদ উল্লেখ না করলে এ অবস্থায় মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ  
বলেন, এভাবে মেয়াদ নির্ধারণ জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে সমস্ত মহর নগদ প্রদান করতে  
হবে। কারো মতে এভাবে মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েয। এক্ষেত্রে মৃত্যু অথবা তালাকের  
কারণে বিচ্ছেদ হওয়া অবস্থায় স্বামীর উপর ঐ অবশিষ্ট বাকী মহর আদায় করা  
অপরিহার্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-থেকে এর সমর্থনে বক্তব্য রয়েছে (বাদায়ে)

৯. মাসআলা : নির্দিষ্ট সময়কে বাকী মহর আদায়ের জন্য মেয়াদ হিসাবে সাব্যস্ত  
করা সहीহ আছে। এতে কারো দ্বিমত যাই। (যেমন এক মাস বা এক বছর) যদি বাকী  
মহরের ক্ষেত্রে সময়ের মেয়াদ নির্ধারিত না থাকে তবে এ ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতভেদ  
রয়েছে। কারো কারো মতে, এরূপ করাও সहीহ হবে। এটাই বিগত মত। কেনা মহর  
আদায়ের শেষ সীমা তো সকলেরই জানা আছে। আর তা হল তালাক বা মৃত্যু। যেমন  
মহরের কিছু পরিমাণ বাকী থাকলে তা আদায়ের সুনির্দিষ্ট সময় সাব্যস্ত না থাকলেও তা  
জায়েয আছে। (মুহীত) স্বামী স্ত্রীকে রিজঈ তালাক দিলে তা বাকী মহরও নগদ আদায়  
করে দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। অবশ্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার পর যে  
মহর তৎক্ষণাৎ আদায় করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে তা পুনরায় মেয়াদী মহর হিসাবে  
গন্য হবে না। উস্তাদ যহীরুদ্দিন (র) অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন। (খুলাসা)

১০. মাসআলা : কারো স্ত্রী ধর্ম ত্যাগ করার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলে এবং  
এ অবস্থায় তাকে বিয়ে ব্যাপারে বাধ্য করা হলে সে অবশিষ্ট মহর দাবী করতে পারবে  
কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। (মুহীত) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে  
যে, পুরুষ যদি কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট কাপড়ের উপর সুনির্দিষ্ট মেয়াদে তা পরিশোধ

করার শর্তে বিবাহ করে, তারপর মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট  
থেকে অনুরূপ মানের একটি কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে এ কাপড়টিকে মহরের  
বদলা হিসাবে গন্য করা হবে। (যখীরা) পুরুষ যদি কোন মহিলাকে কিছু কাপড়ের  
বিনিময়ে বিবাহ করে এবং এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও মান ইত্যাদি বর্ণনা করে বলেছে যে, এই  
কাপড় পরবর্তী সময়ে আদায় করা হবে, এ অবস্থায় কাপড়ের মূল্য নগদ আদায় করলে  
মহিলা ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে। কিন্তু মহর পরিশোধের জন্য কোন  
মেয়াদ সাব্যস্ত না থাকলে মূল্য গ্রহণ করা থেকে সে বিরত থাকতে পারবে না  
(যহীরিয়া)

১১. মাসআলা : কেউ যদি কোন মহিলাকে হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে এই  
শর্তে বিবাহ করে যে, এখন যে পরিমাণ সম্ভব তা আদায় করবে আর অবশিষ্ট মহর এক  
বছরের মধ্যে আদায় করবে তাহলে পূর্ণ এক হাজার দিরহাম এক বছরের মধ্যে আদায়  
করার তার ইখতিয়ার থাকবে। অবশ্য মহিলা যদি এ মর্মে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়  
যে, সে কিছু মহর বা পূর্ণ মহর আদায় করতে সক্ষম হয়েছে তবে সে হিসাবে সে তার  
থেকে মহর উসূল করে নিবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কোন মহিলা তার নাবালিগা  
কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার পর সে যদি তার মহর উসূল করে নিয়ে যায়, তারপর ঐ কন্যা  
বালিগ হয় তাহলে কন্যার মাতা তার ওলী অর্থাৎ ওসীয়াত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে  
থাকলে কন্যা তার মায়ের নিকট নিজের মহরের দাবী করবে, স্বামীর নিকট নয়।  
পক্ষান্তরে মা যদি তার ওলী না হয় তবে সে তার স্বামীর নিকট মহরের দাবী করবে।  
স্বামী তার মায়ের নিকট থেকে মহরের টাকা ফেরত নিয়ে নিবে। পিতা-দাদা ব্যতীত  
অন্যান্য ওলীদের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কন্যার পিতা তার জামাতার নিকট  
থেকে মহর উসূল করে নিয়ে যাওয়ার পর সে যদি দাবী করে যে, আমি তার নিকট  
মহরের টাকা ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি, এ ক্ষেত্রে কন্যা যদি কুমারী হয় তবে প্রমাণ ব্যতীত  
তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। আর- কুমারী হলে বিশ্বাস করা হবে।

১২. মাসআলা : কুমারী মহিলার মহর পিতা, দাদা অথবা কাযী তার পক্ষ হতে  
গ্রহণ করতে পারবে। চাই সে নাবালিকা হোক বা বালিগ হোক। কিন্তু মহিলা বালিগা  
হলে সে তার মহর উসূল করতে তাদেরক নিষেধ করলে, এ নিষেধাজ্ঞা সहीহ হবে।  
কিন্তু তিন প্রকারের লোক ব্যতীত অন্য কারো জন্য তার পক্ষ থেকে মহর গ্রহণ করার  
অধিকার নাই। অবশ্য ওলী নাবালিগা কন্যার মহর গ্রহণ করতে পারবে। বালিগা মহিলা  
নিজের মহর নিজেই গ্রহণ করবে। তার মহর গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্য কারো অধিকার  
নাই। অবশ্য কোন বালিগা কন্যার পিতা যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, সে  
নাবালিগা থাকা অবস্থায় তার পিতা মহর উসূল করেছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল যে,  
পিতার স্বীকারোক্তির সময়ে সে যদি নাবালিগা থাকে তবে তার বক্তব্য বিশ্বাস করা হবে।  
আর যদি বালিগা হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার এ বক্তব্য বিশ্বাস করা হবে না। এক্ষেত্রে



পিতাকে তার স্বামীর জামিন হিসাবেও বিবেচনা করা হবে না। কেননা কণ্যার স্বামী তো পিতাকে বিশ্বাস করবেই। কিন্তু কণ্যার পিতা যদি এই শর্তে, মহর উসূল করে থাকে যে, কণ্যা তাকে এর থেকে মুক্ত করে দিবে তবে এর হুকুম ভিন্ন (ইতিবিয়া)

১৩. মাসআলা : কেউ কোন বালিগ মহিলাকে বিয়ে করার পর স্ত্রীর পিতার নিকট যদি মহরের পরিবর্তে কিছু ভূমি হস্তান্তর করে এবং এ সংবাদ স্ত্রীর নিকট পৌঁছার পর সে যদি বলে যে, আমি আমার পিতার কর্মকাণ্ডের উপর রাযী নই, তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে : (১) তারা হয়তো এমন শহরের অধিবাসী হবে যেখানে মহরের পরিবর্তে যমীন হস্তান্তর করার প্রচলন নাই। (২) অথবা এমন শহরের অধিবাসী হবে যেখানে মহরের পরিবর্তে যমীন হস্তান্তর করা নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় মহরের পরিবর্তে যমীন হস্তান্তর করা জায়েয নাই। চাই সে মহিলা কুমারী হোক বা অকুমারী। আর শেষোক্ত অবস্থায় জায়েয হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা বালিগা হয়। কিন্তু নাবালিগা হলে পিতা কর্তৃক ধার্যকৃত মহরের পরিবর্তে এমন ভূমি গ্রহণ করা যা মহরের সমান হয় এবং এমন শহরে করা হয় যেখানে কয়েকগুণ মূল্য দিয়ে ভূমি ক্রয় করার প্রচলন নেই, জায়েয হবে না। অবশ্য কোন শহরে মহরের বিনিময়ে কয়েকগুণ মূল্য দিয়ে ভূমি গ্রহণ করার নিয়ম প্রচলিত থাকলে সেখানে এরূপ করা জায়েয হবে। কন্যা এমন অল্প বয়স্কা যে স্বামী তার সাথে সংগম করতে পারে না। এক্ষেত্রেও কণ্যার পিতা জামাতার নিকট মহর দাবী করতে পারবে। (তাজনীস ও মাযীদ)

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ : মহরের বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ হলে।

১. মাসআলা : বিবাহ বহাল থাকা অবস্থায় যদি মহরের পরিমাণের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে ঐ মহিলার জন্য মহরে মিসল ধার্য করা হবে। যদি মহরে মিসল তাদের কারো একজনের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় বা তা বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষী হয় তাহলে অপরজনের দাবীর বিপক্ষে কসম খাওয়ার সাথে তারই কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি স্বামী বলে যে, মহর এক হাজার দিরহাম এবং স্ত্রী বলে, দুই হাজার দিরহাম, এ অবস্থায় তার মহরের মিসল যদি এক হাজার বা এর চেয়ে কম হয় তাহলে স্বামীর কথাই কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। সে এভাবে শপথ করবে যে, আল্লাহর শপথ আমি দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করিনি। অবশ্য স্বামী যদি শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ মহর হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি শপথ না করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি শপথ করে তবে তা সাব্যস্ত হবে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যে কেউ নিজের দাবীর সমর্থনে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে তার পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে। যদি উভয়ে সাক্ষী পেশ করে তবে মহিলার সাক্ষীর পক্ষে ফয়সালা প্রদান করা হবে।

২. মাসআলা : যদি মহরে মিসলের পরিমাণ দুই হাজার বা ততোধিক হয় তবে মহিলার বক্তব্য কসম সহ গ্রহণযোগ্য হবে। সে এভাবে শপথ করবে যে, আল্লাহর কসম আমি এক হাজার মহরে অমুকের বিবাহে নিজেকে সমর্পণ করিনি। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে তবে মহর এক হাজার দিরহাম প্রমাণিত হবে। আর যদি শপথ করে তাহলে সে দুই হাজার পাবে। এক হাজার তাসমিয়া তথা ধার্য করণের ভিত্তিতে। এতে স্বামীর কোনরূপ ইখতিয়ার থাকবে না। দিরহামই প্রদান করতে হবে। আর এক হাজার মহরে মিসলের কারণে হবে। এতে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে দিরহাম আদায় করবে এবং ইচ্ছা করলে দীনারও প্রদান করতে পারবে। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের কোন একজন সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে, তবে স্ত্রীর সাক্ষীর অনুকূলে ফয়সালা প্রদান করা হবে। আর যদি উভয়েই সাক্ষী পেশ করে তাহলে স্বামীর সাক্ষীর অনুকূলে ফয়সালা প্রদান করা হবে। এবং মহরে মিসল পনের শত দিরহাম হলে, উভয়েই শপথ করবে। স্বামী যদি শপথ করতে অস্বীকার করে তবে স্বামীর উপর মহরে মুসাম্মা অনুযায়ী দুই হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করলে সে এক হাজার দিরহাম পাবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি শপথ করে তবে এক হাজার পাঁচশ' দিরহামের ফয়সালা প্রদান করা হবে। এক হাজার মহরে মুসাম্মা অনুসারে এবং পাঁচশ' মহরে মিসল অনুসারে এ পাঁচশ' আদায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। তাদের দু'জনের যে কেউ সাক্ষী পেশ করলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি উভয়েই সাক্ষী পেশ করে তাহলে এক হাজার পাঁচশ' দিরহাম মহর হিসাবে বিবেচ্য হবে। এক হাজার মহরে মুসাম্মা অনুসারে আর পাঁচশত মহরে মিসল অনুসারে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : শায়খ আবু বকর রাযী (র) বলেন, উভয়ের পক্ষ হতে শপথ গ্রহণ করা তখন অবলম্বন করা হবে যদি মহরে মিসল কারো বক্তব্যের পক্ষেই সমর্থক না হয়। যদি সমর্থক হয় তবে যার পক্ষে সমর্থক হবে তার কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের থেকে শপথ যাওয়া হবে না। এটাই সহীহ মত। (শারহু জামিইসু সাগীরঃ কাযীখান) ইমাম কারখী (র) বলেন, যদি কারো কাছেই সাক্ষী না থাকে প্রথমে তাদের উভয়ের থেকে শপথ নেওয়া হবে। শপথের পর ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্বামীর উপর মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, এটাই বিগুদ্বতম মত। (মুহীত) এটাই সহীহ অভিমত। (মুহীত : সারাখসী)

৪. মাসআলা : যদি মহর স্বামীর যিম্মায় 'দায়ন' (ঋণ) হয় এবং তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেও দেওয়া হয়, যেমন কেউ সুনির্দিষ্ট ওয়নী বস্তু কিংবা পরিমাণযোগ্য বস্তু অথবা নির্দিষ্ট কয়েক গজ কাপড়ের বিনিময়ে কাউকে বিবাহ করল। তারপর তাদের মধ্যে পরিমাণ, ওয়ন এবং গজের ব্যাপারে মতভেদ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মতভেদ যদি ধার্যকৃত মহরের মূল বস্তুর মধ্যে সংঘটিত হয়, যেমন স্বামী বলছে আমি তোমাকে এক



গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করেছি এবং স্ত্রী বলছে যে, তুমি আমাকে গোলাম নয় বরং দাসীর বিনিময়ে বিবাহ করেছো কিংবা স্বামী বলছে যে, আমি তোমাকে এক 'কুর' যবের বিনিময়ে বিবাহ করেছি এবং স্ত্রী বলছে যে, না তুমি আমাকে এক কুর গমের বিনিময়ে কিংবা হিরতী কাপড়ের বিনিময়ে বিবাহ করেছো, কিংবা স্বামী বলছে যে, সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করেছো, কিন্তু স্ত্রী বলছে যে, সে একশ' দীনারের বিনিময়ে বিবাহ করেছো অথবা স্বামী-স্ত্রী মতভেদ যদি মহরের তথা রকমের মধ্যে সংঘটিত হয় যেমন, একজন বলছে তুর্কী গোলামের কথা আর অপর জন বলছে রুমী গোলামের কথা আর অপর জন বলছে সুরী দীনারের কথা আর অপর জন বলছে মিসরী দীনারের কথা অথবা তাদের মতভেদ যদি বস্তুর গুণ বা মান গত বিষয়ে সংঘটিত হয়, যেমন একজন বলছে, উত্তম বস্তুর কথা আর অপরজন বলছে খারাপ বস্তুর কথা, উপরোক্ত সমুদয় মতভেদ দুই মূল বস্তুর মধ্যে মতভেদ সংঘটিত হওয়ার মতই। অর্থাৎ দায়ন অনির্দিষ্ট বস্তু এর ক্ষেত্রে মতভেদের হুকুম আয়ন (নির্দিষ্ট বস্তু)<sup>১</sup>। এর ক্ষেত্রে মতভেদের হুকুমের মতই। তবে দিরহাম ও দীনারের বিষয়ে মতভেদের হুকুম-এর থেকে স্বতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে মতভেদের হুকুম-এর থেকে স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে মতভেদের হুকুম এক হাজার ও দুই হাজারের মতই। কেননা দুই জাতীয়, দুই রকমের এবং দুই মানের বস্তু পরস্পর সম্মতি ব্যতীত কেউ এর মালিক হতে পারবে না। কিন্তু দিরহাম ও দীনার দুই জাতীয় বস্তু হলেও এগুলো মহরের ক্ষেত্রে এক জাতীয় বস্তু গন্য করা হয়ে থাকে। কারণ মহরে মিসল তো দিরহাম এবং দীনার দ্বারাই পরিশোধ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোন একটি দ্বারা পরিশোধ করা যায়। কাজেই এক্ষেত্রে সম্মতি ছাড়াও একশ' দীনারের মালিক হওয়া যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহর 'দায়ন' হয়।

৫. মাসআলা : যদি মহরের মাল আয়ন অর্থাৎ কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু হয় তবে এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে এর পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে এবং আক্দের সাথে এই পরিমাণের যোগসূত্র থাকলে, যেমন কেউ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করল। বিবাহের পর তাদের মধ্যে মহরের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ দেখা দিল, যেমন স্বামী বলল, আমি তোমাকে এই খাদ্যের বিনিময়ে বিয়ে করেছি এই শর্তে যে, এর পরিমাণ হল এক 'কুর'। এ কথা শুনে স্ত্রী বলল, তুমি আমাকে এই খাদ্যের বিনিময়ে বিবাহ করেছো এই শর্তে যে, এর পরিমাণ হচ্ছে দুই 'কুর' স্বামী-স্ত্রীর এই মতভেদের হুকুম এক হাজার ও দুই হাজারের মধ্যে মতভেদ হওয়ার হুকুমের মতই। আর যদি এই পরিমাণের সাথে আক্দের কোন যোগসূত্র না থাকে যেমন-কেউ কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট এমন কাপড়ের বিনিময়ে বিবাহ করল যে, এর প্রতি গজের মূল্য দশ দিরহাম। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দিল যেমন-স্বামী বলল, আমি

তোমাকে এই কাপড়ের বিনিময়ে বিবাহ করেছি এই শর্তে যে, এখানে কাপড়ের পরিমাণ হচ্ছে আট গজ। কিন্তু স্ত্রী বলছে, দশ গজের কথা। এ অবস্থায় তাদের থেকে শপথ যাওয়া হবে না এবং স্ত্রীর জন্য মহরে মিসলেরও হুকুম দেওয়া হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে স্বামীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

৬. মাসআলা : মহর থেকে কোন জাতীয় বস্তু এবং কোন বস্তু এ নিয়ে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যেমন-স্বামী বলল যে, আমি তোমাকে এই গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। কিন্তু স্ত্রী বলছে যে, তুমি আমাকে এই দাসীর বিনিময়ে বিবাহ করেছো। এই মতভেদের হুকুমও এক হাজার ও দুই হাজারের মতভেদের হুকুমের মত। তবে এক স্থানে হুকুমের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, যদি মহিলার মহরে মিসল দাসীর মূল্যের সমপরিমাণ বা ততোধিক হয় তাহলে উক্ত মহিলা দাসীর মূল্য পাবে, দাসী পাবে না। পক্ষান্তরে যদি স্বামী-স্ত্রীর দিরহাম ও দীনারের ব্যাপারে মতভেদ হয় যেমন-স্বামী বলছে যে, আমি তোমাকে একশত দীনার অথবা এর থেকে অধিক দীনারের বিনিময়ে বিবাহ করেছি তাহলে মহিলা এ মহর হিসাবে একশত দীনার পাবে। যেমন পূর্বে একথা আলোচনা করা হয়েছে। (বাদায়ে)

৭. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মহরের উপর একমত থাকে এবং মহর মালে 'আয়ন' হয় যেমন গোলাম, মাল সামান অথবা অন্য কোন বস্তু। এ অবস্থায় মহরের মাল স্বামীর নিকট থেকে নষ্ট হয়ে গেলে এবং পরবর্তীতে এর মূল্যের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে, ফকীহগণের ঐক্যমত সিদ্ধান্তে এ ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (শারহু তাহতী) যদি স্বামী বলে যে, আমি তোমাকে আমার কালো গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করেছি যা মূল্য এক হাজার দিরহাম এবং সে আমার নিকট মারা গিয়েছে এবং স্ত্রী বলে যে, না, বরং তুমি আমাকে তোমার সাদা গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করেছো যার মূল্য দুই হাজার দিরহাম এবং সে আমার নিকট মারা গেছে। এ অবস্থায় মহরে মিসলের হুকুম দেওয়া হবে। যদি মহরে মিসল উভয়ের দাবীর মাঝামাঝি হয় তবে উভয়ের দ্বারা কসম করানো হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ 'কুর' এর বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করার পার তা যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে স্বামী-স্ত্রী উভয় যদি এর পরিমাণ কিংবা গুণাগুণের ব্যাপারে মতভেদ করে অথবা পুরুষ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড়ের বিনিময়ে কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ গলানো রূপার বিনিময়ে কিংবা রূপার নির্দিষ্ট কোন পাত্রের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে তা নষ্ট হয়ে যায়, এ অবস্থায় যদি তারা কাপড়ের গজ বা মান বা ওয়নের ব্যাপারে মতভেদ করে তবে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে চাই মহরের মাল নষ্ট হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় স্বামীর কথা গৃহীত হবে (মুহীত)

৮. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় মহরের গুণ ও পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ করে তবে গুণের ব্যাপারে স্বামীর বক্তব্য এবং পরিমাণের ব্যাপারে স্ত্রীর বক্তব্য গৃহীত

১. আয়ন, দায়ন শরী'আতের তথা ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষা, সাধারণতঃ প্রচলিত মুদ্রা, দায়নরূপে গন্য হয়। মুদ্রা ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তু আয়নরূপে গন্য হয়। দশ টাকার নোট সবই যদি (যদি জাল না হয়) সমান; যে কোন একটি নোট দিলে চলে, বস্তুর গুণাগুণ পার্থক্য থাকায় যেটা বলবে সেটাই নির্দিষ্ট হবে। (অনুবাদক)



হবে মহরে মিসল পুরা হওয়া পর্যন্ত (যহীরিয়া) যদি স্ত্রী বলে, তুমি আমাকে তোমার এই গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করেছো আর স্বামী বলে যে, আমি তোমাকে আমার এই দাসীর বিনিময়ে বিবাহ করেছি। অর্থাৎ এই দাসী ঐ মহিলার মা। এ অবস্থায় উভয়ে যদি সাক্ষী পেশ করে তবে মহিলার সাক্ষী কবুল হবে এবং উক্ত দাসী স্বামীর পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে। যেহেতু সে নিজে এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি করেছে। স্বামী যদি এই মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, সে তাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে এবং স্ত্রী এমর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, সে তাকে একশ' দীনার মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে। আর মহিলার পিতা যে স্বামীর গোলামও বটে এ মর্মে সাক্ষী পেশ করে যে, সে আমাকে দীনাদের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করেছে তাতে পিতার সাক্ষী গৃহীত হবে। আর মহিলার মা যে স্বামীর দাসীও বটে এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে আমার বিনিময়ে আমার কন্যাকে বিবাহ করেছে, তবে উক্ত মহিলার পিতা-মাতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ ঐ মহিলার মহর হবে। এবং তারা নিজেদের অবশিষ্টাংশের মূল্য কন্যার স্বামীকে প্রদান করার ব্যাপারে চেষ্টা করবে। বিষয়টি যদি এমন না হয় বরং শুধু কেবল মহিলা এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে তাকে একশ' দীনাদের বিনিময়ে বিবাহ করেছে আর স্বামী সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে তাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে। এ অবস্থায় কাযী, একশ' দীনাদের বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদনের ফয়সালা দেওয়ার পর মহিলার পিতা যে স্বামীর গোলাম যদি এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে তার কন্যাকে তার বিনিময়ে বিবাহ করেছে তবে কাযী প্রথম ফয়সালাকে বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে এ মর্মে ফয়সালা দিবে যে, পিতাই তার মহর হবে।

৯. মাসআলা : যদি স্বামী দাবী করে যে, সে তার পিতাকে মহর সাব্যস্ত করে তাকে বিবাহ করেছে এবং পিতা তার এ বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে যায় এবং তারা উভয়ে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণও পেশ করে। কিন্তু স্ত্রী তাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করে এ মর্মে দাবী করে যে, সে তাকে একশ' দীনাদের বিনিময়ে বিবাহ করেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে সে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে নি। তাই কাযী তার স্বামী ও পিতার অনুকূলে ফয়সালা প্রদান করে এবং পিতাকেই তার মহর সাব্যস্ত করে। আর মহিলার সম্পদ থেকে তাকে আযাদ বলে ঘোষণা দেয়। এবং পিতার ১৮৩ (ওয়ালী)২ তার মৃত্যুর পর তার জন্য হবে বলে রায় প্রদান করে। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি সাক্ষ্য পেশ করে এবং তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তাকে একশ' দীনাদের বিনিময়ে বিবাহ করেছে, তবে মহিলার পেশকৃত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্বামীর উপর একশ' দীনার

১. পিতা স্ত্রীতদাস। তাই মুনীব নিজের বিয়ের সময় মহরের পরিবর্তে তার পিতাকে মহর ধার্য করেছে। (সম্পাদক)

২. আযাদকারী মালিক ও আযাদকৃত দাস-দাসীর মাঝে শরী'আতের বিধানে একটি সুসম্পর্ক, যার ফলে একে অপরের (বিশেষ ক্ষেত্রে) দায় দায়িত্ব বহন করে। (সম্পাদক)

প্রদান করার ব্যাপারে কাযী রায় দিবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পিতা তার স্বামীর মাল থেকে আযাদ হবে এবং স্ত্রীর জন্য ঘোষিত ১৮৩ বাতিল বলে গন্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহরের ব্যাপারে দ্বিমত হলে, যদি তা সহবাসের পরে হয় অথবা সহবাসের আগে কিন্তু খালওয়াতের পরে, তাহলে বিবাহ থাকা অবস্থায় যা হুকুম এ ক্ষেত্রেও হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি এ মতভেদ সহবাস এবং খালওয়াতের পূর্বে হয় এবং মহর 'দায়ন' হয় আর স্বামী-স্ত্রী একহাজার অথবা দুই হাজার নিয়ে মতভেদ করে তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তার বক্তব্য অনুসারে মহর যা সাব্যস্ত হবে এর অর্ধেক স্ত্রীকে প্রদান করা হবে। এতে কারো কোন মতভেদ নাই। ইমাম কারখী (র) এ বিষয়ে 'ইজমা' বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, সমস্ত ইমামগণের মতে, এক হাজারের অর্ধেক প্রদান করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে' গ্রন্থে এ মাসআলা বর্ণনা করে বলেছেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে مُتَعٌ তথা এ মহিলার মত অন্যান্য মহিলার যে পরিমাণ মুত'আ হয় এ পরিমাণের ক্ষেত্রে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অতিরিক্তের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটি এক্ষেত্রে সহীহ। কারো কারো মতে, উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। তবে বর্ণনা ভঙ্গির বিভিন্নতার দরুন মাসআলার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেহেতু বিবাহ অধ্যায়ে স্বামী স্ত্রীর মতভেদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এক হাজার এবং দুই হাজারের মধ্যে, কাজেই এ ক্ষেত্রে মুত'আর হুকুম হতে পারে না। আর জামে কাযীর মধ্যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে দশ এবং একশতের মধ্যে। যেমন স্বামী বলল, আমি তোমাকে দশ দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করেছি, কিন্তু স্ত্রী বলেছে যে, তুমি আমাকে একশ' দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছো। আর তার মুত'আয়ে মিসল হল বিশ দিরহাম। স্বামী-স্ত্রীর মতভেদের অবস্থায় মহর যদি 'দায়ন' হয় যেমন-গোলাম ও দাসী তাহলে স্ত্রী মুত'আ পাবে। কিন্তু স্ত্রী বাদীর অর্ধাংশ নিয়ে যাক এ ব্যাপারে স্বামী রাযী থাকলে তা জায়েয হবে। (বাদায়ে)

১১. মাসআলা : যদি আসল মহরের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন একজন মহরের কথা অস্বীকার করছে আর অপরজন মহরের দাবী করছে, তবে স্ত্রী মহরে মিসল পাবে। এ মাসআলায় কারো দ্বিমত নাই। (তাবয়ীন) মহিলা যদি মহর ধার্য করার দাবীদার হয়, তবে সে যা দাবী করবে মহরের পরিমাণ এর চেয়ে বাড়ানো যাবে না। আর স্বামী যদি দাবীদার হয় তবে যা দাবী করবে মহরের পরিমাণ এর চেয়ে কমানো যাবে না। (আল-বাহরুর বায়িক) যদি তালাকের পর সহবাসের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহরের ব্যাপারে মতভেদ হয় তবে, সমস্ত ইমামের মতে সে মুত'আ পাবে। (ফাতহুল কাদীর) স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজনের মৃত্যুর পর যদি মহরের মধ্যে



মতভেদ দেখা দেয়, তবে তাদের উভয়ের জীবদশায় আসল মহর অথবা মহরের পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ হলে, যে হুকুম হয় এখানেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। (ঈযাহ শারহুল কানয) যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মৃত্যুর পর তাদের ওয়ারিসদের মধ্যে ধার্যকৃত মহরের পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয় তবে স্বামীর ওয়ারিসদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে 'মুস্তানকির' مُسْتَنْكَر এর বিষয়টিকে 'ইস্তিসনা' اِسْتِثْنَاء (পৃথক) করা হবে না। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত (তাবয়ীন)

১২. মাসআলা : 'মুস্তানকির' مُسْتَنْكَر এর দুই ব্যাখ্যা (১) স্বামী-স্ত্রী দুই জনের কোন একজন এ মর্মে দাবী করে যে, সে তাকে দশ দিরহামের কমে বিবাহ করেছে। আমাদের কোন মাশাইখ এমতটি গ্রহণ করেছেন। (২) এ শব্দের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে : উভয়ের কোন এক জনের পক্ষ হতে এ কথা দাবী করা যে, সে তাকে এমন পরিমাণ মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে, যে পরিমাণ মহরের সাধারণতঃ এরূপ মহিলাদেরকে বিবাহ করা হয় না। অধিকাংশ মাশাইখে কিরাম এমতটি গ্রহণ করেছেন। এটাই সহীহ মত। (মুহীত) মহর ধার্য করা হয়েছে কি হয় নি; এ বিষয়ে যদি স্বামী-স্ত্রীর ওয়ারিসদের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে যে ব্যক্তি মহর ধার্য হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করবে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী মহিলার জন্য কোন কিছুর ফয়সালা দেওয়া হবে না। সাহেবাইন (র) বলেন, মহিলার জন্য মহরে মিসলের হুকুম দেওয়া হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৩. মাসআলা : মাশাইখে কিরাম বলেন, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা নিজেকে পুরুষের নিকট সমর্পণ না করে থাকে। মহিলা নিজেকে পুরুষের নিকট সমর্পণ করার পর তাদের জীবদশায় অথবা মৃত্যুর পর মহরের ব্যাপারে মতভেদ হলে তার জন্য মহরে মিসলের হুকুম দেওয়া হবে না। কেননা আমরা সকলেই অবগত আছি যে, সাধারণতঃ নগদ মহর উসূল না করে কোন মহিলা নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করে না। কাজেই তাকে বলা হবে যে, তুমি যে পরিমাণ মহর নগদ উসূল করে নিয়েছো তা স্বীকার কর। অন্যথায় সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমরা তোমার ব্যাপারে ফয়সালা করব। তারপর পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুসারে বাকী মহরের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মারা গেলে এবং আক্দের মধ্যে তাদের মহর ধার্য করা হয়ে থাকলে, যা সাক্ষী-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে অথবা ওয়ারিসদের সন্ত্যায়ন করার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর ওয়ারিসগণ স্বামীর উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে তা নিয়ে নিতে পারবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি জানা যায় যে, স্বামীর মৃত্যু প্রথমে হয়েছে অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একই সাথে মারা গেছে অথবা কে আগে মারা গেছে তা জানা যায় নি। পক্ষান্তরে যদি এ কথা জানা যায় যে, স্ত্রী প্রথমে মারা গেছে তাহলে ঐ মহর থেকে স্বামীর উত্তরাধিকারী সম্পদ বের করে ফেলা হবে। (ফাতহুল কাদীর)

১৪. মাসআলা : বিবাহের সময় মহর ধার্য করা হয়নি একথার উপর ওয়ারিসগণ সকলে একমত হলে সাহিবায়নের মতামত অনুযায়ী মহিলা মহরে মিসল পাবে। এর উপরই ফাতওয়া। (জাওয়াহিরুল আখলাতী) স্ত্রী যদি স্বামীকে মহরের দাবী থেকে মুক্ত করে দেয় অথবা তাকে নিজের মহর হিবা করে দেয়, তারপর সে মারা যায়, পরে তার ওয়ারিসগণ এই দাবী করে যে, মহিলা মুমূর্ষ অবস্থায় তার স্বামীকে মহর থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর বক্তব্যকে অস্বীকার করলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (তাবয়ীন) স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি দাবী করে যে, সে তার নিকট মহর বাবদ এক হাজার দিরহাম পাবে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, মহরে মিসল পুরা হওয়া পর্যন্ত (মুহীতঃ সারাখসী)

১৫. মাসআলা : হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, মহিলা দাবী করল যে, এই লোকটি আমাকে এক বছর পূর্বে দুই হাজার দিরহাম মহরে কূফায় বিবাহ করেছে এবং এ দাবীর সমর্থনে সে সাক্ষীও পেশ করল। এবং সাক্ষী বলল যে, সে তাকে দুই বছর পূর্বে এক হাজার দিরহাম মহরে বাসরাতে বিবাহ করেছে, এ অবস্থায় হুকুম কী? জবাবে তিনি বললেন, এক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষী প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। পরে আমি বললাম, যদি মহিলার সাথে দুই বছরের অধিক বয়সের বাচ্চা থাকে? জবাবে তিনি বললেন, তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (যখীরা)

১৬. মাসআলা : স্বামী যদি মহরনামা লিখে দিতে অস্বীকার করে তবে তাকে বাধ্য করা হবে না। যদি মহরনামাতে দীনারের কথা থাকে এবং আক্দের দীরহামের উপর হয় তবে দিরহামই ওয়াজিব হবে। লেখার কারণে দীনার ওয়াজিব হবে না। শায়খ (র) বলেন, বিষয়টি তার এবং আল্লাহর হাওলায় থাকবে। অর্থাৎ আক্দের মধ্যে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে স্বামীর উপর তাই ওয়াজিব হবে। অবশ্য বাহ্যিক বিচারে কাযী তাকে দীনার প্রদানের জন্য হুকুম করবে। কিন্তু সে যদি নিশ্চিতরূপে জানে যে, দিরহামের বিনিময়েই বিবাহ হয়েছে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। (তাতাখানিয়া) স্বামী-স্ত্রীর নিকট কোন জিনিষ প্রেরণ করার পর স্ত্রী বলছে, হাদিয়া কিন্তু স্বামী বলছে মহর, তবে আহরযোগ্য বস্তু যেমন ভূনা গোশ্ত, তরকারী এবং ফল-ফলাদি যা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত থাকে না। তাহলে স্ত্রীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে 'ইসতিহুসান' বা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে। আর যে সমস্ত জিনিষ সচরাচর খাওয়া হয় না অর্থাৎ রেখে দিয়ে পরেও খাওয়া যায়। যেমন মধু, ঘি, বাদাম ও কলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে (তাবয়ীন)

১৭. মাসআলা : ফকীহ আবুল লায়স সমরকান্দী (র) বলেন, উত্তম অভিমত হচ্ছে স্ত্রীকে যে সব সামগ্রী প্রদান করা স্বামীর উপর অপরিহার্য নয়, সে সব সামগ্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন-মোজা, চাদর ইত্যাদি, আর যে সব সামান্য স্বামীর উপর স্ত্রীকে প্রদান করা করা ওয়াজিব যেমন-ওড়না, জামা এবং রাতের পোষাক ইত্যাদি।

১. কিন্তু আক্দের মধ্যে এরূপ শর্ত করলে তা ভিন্ন কথা, (আলমগীরী (উর্দু) ২য় খণ্ড পৃ. ২২৬)



এগুলোকে মহরে হিসাব করা যাবে না। (মুহীত : সারাখসী) যে যে ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য সে সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত সামগ্রী হুবহু বিদ্যমান থাকলে তা স্বামীর নিকট ফেরত প্রদান করা হবে এবং মহর নিয়ে নিবে। কেননা এটা হচ্ছে মহরের বিনিময়ে বেচা-কেনা। এক্ষেত্রে স্বামী যেন প্রতারণিত ন হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। পক্ষান্তরে ঐ সব সামগ্রী যদি মহর জাতীয় বস্তু হয়, তাহলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। প্রদত্ত সামগ্রী যদি নিজে নিজেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মহর ফেরত নিতে পারবে না।

১৮. মাসআলা : স্ত্রীকে দেওয়া আসবাব পত্র সম্বন্ধে স্বয়ং স্ত্রীই যদি বলে যে, এ গুলো মহর হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। আর স্বামী বলে, এগুলো হচ্ছে আমানত, তবে এগুলো মহর জাতীয় বস্তু না হলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (তাবয়ীন) স্বামী স্ত্রীকে কিছু মাল প্রদান করার পর স্ত্রী বলল, এগুলো খোরপোষ এর মাল। কিন্তু স্বামী বলল, এগুলো মহরের মাল, এক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মহিলা যদি কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে মহিলার প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) স্বামী-স্ত্রীর নিকট কিছু সামান প্রেরণ করল এবং স্ত্রীর পিতাও জামাতার নিকট কিছু সামান প্রেরণ করল। তারপর স্বামী বলল, সে সামান আমি প্রেরণ করেছি তা মহর ছিল, তবে কসমের সাথে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। শপথের পর সামান যদি হুবহু বাকী থাকে তবে মহিলা সামান ফেরৎ দিয়ে দিবে। কেননা সে মহরের ব্যাপারে রাযী নয়। আর স্বামীর নিকট থেকে বাকী মহর নিয়ে নিবে। যদি সামান নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে এবং তার যদি 'মিসলী' مِثْلِي (যার অনুরূপ বস্তু আছে) বস্তু হয় তবে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে অনুরূপ বস্তু নিয়ে নিবে। আর ঐ সামান যদি 'মিসলী' (مِثْلِي) বস্তু না হয়, তবে অবশিষ্ট মহর স্বামীর নিকট থেকে ফেরৎ নিতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, স্বামীর পিতা যে সব সামান প্রেরণ করেছে তা যদি নষ্ট যায় তবে স্বামীর নিকট হতে এ সবের কিছুই সে ফেরত নিতে পারবে না। যদি মাল বিদ্যমান থাকে। তা পিতা নিজের মাল থেকে প্রেরণ করে থাকে তাহলে জামাতার নিকট থেকে ঐ মাল ফেরৎ নিয়ে নিবে। আর পিতা যদি বালিগা কন্যার মাল থেকে, তার সম্মতিতে প্রেরণ করে থাকে তাহলে এ মাল ফেরত নিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৯. মাসআলা : আলী ইবন আহমাদ (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি বিবাহের পয়গাম দেওয়া মহিলার পরিবারের নিকট কিছু দীনার প্রেরণ করল এবং পরে ঐ লোকেরা তা দিয়ে জামাতার জন্য কিছু জামা-কাপড় তৈরী করল, যেমন আমাদের দেশে নিয়ম রয়েছে। এরপর সে বলতে লাগল যে, এগুলো আমি নগদ মহর আমাদের দেশে নিয়ম রয়েছে। এরপর সে বলতে লাগল যে, এগুলো আমি নগদ মহর হিসাবে প্রদান করেছি, তবে তার এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? জবাবে শায়খ (র) বললেন, প্রেরণকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। শায়খ (র) কে পুনরায় প্রশ্ন করা হল যে, জামাতা তাদের নিকট দীনার প্রদান করে যদি এ কথা বলে যে, এর কিছু দীনার দ্বারা তাতিদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে। কিছু দ্বারা বকরী খরীদ করে এর মূল্য দিবে আর

কিছু দ্বারা বিবাহের অনুষ্ঠান করবে, যেমন নিয়ম রয়েছে। তারপর তারা তাই করল। এরপর ঐ মহিলাকে বাসর রাত্রেও প্রেরণ করা হল। এসব কিছুর পর স্বামী দাবী করল যে, আমি এ সব দীনার মহর হিসাবে প্রেরণ করেছি তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে কি? উত্তরে শায়খ (র) বললেন, যদি সে এসব কথা স্পষ্টভাবে বলে থাকে তবে নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০. মাসআলা : আবু হামিদ (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি তার পুত্রের জন্য কোন এক কনেকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে তার নিকট কিছু দিরহাম পাঠিয়ে দিল। তারপর পিতা মারা গেল। পিতা মারা যাওয়ার পর তার ওয়ারিসগণ ঐ প্রেরিত মাল থেকেও উত্তরাধিকার সম্পদের দাবী উঠল। এ অবস্থায় যদি তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তবে মৃত ব্যক্তির পুত্রই কেবল এই মালের মালিক হবে। সম্বন্ধ পূর্ণ না হয়ে থাকলে এসব উত্তরাধিকার সম্পদ হিসাবে কন্টিত হবে। এ পর্যায়ে পিতা জীবিত থাকলে তার বক্তব্য তলব করা হবে।

২১. মাসআলা : আব্বাজান (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিবাহের পয়গাম দেওয়া এক মহিলার নিকট কোন ব্যক্তি চিনি, বাদাম, কলা, খেজুর ইত্যাদি প্রেরণ করার পর তার মনে বিবাহ না করার খিয়াল আসার পর তারা বিবাহ বন্ধন প্রত্যাখান করল। এ অবস্থায় পাত্র পক্ষ তাদের প্রদত্ত মাল ফিরিয়ে আনতে পারবে কি? জবাবে আব্বাজী বললেন, যদি কনে পক্ষ বর পক্ষের অনুমতিতে এ গুলোতে মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে থাকে তবে এগুলোর ফেরৎ নিতে পারবে না। আর যদি তাতে অনুমতি ছাড়া এরূপ করে থাকে তবে ফেরৎ নিতে পারবে। (তাতারখানিয়া) কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর সে তার নিকট কিছু হাদিয়া প্রেরণ করল। অনুরূপভাবে স্ত্রীও স্বামীর নিকট কিছু হাদিয়া প্রেরণ করল। তারপর তারা বাসর রাত যাপন করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল। এ পর্যায়ে পুরুষ লোকটি বলল, আমি তোমাকে ঐ সমস্ত সামগ্রী হাওলাত দিয়েছি। এখন আমি ফেরত নিতে চাই। তার দেখাদেখি মহিলাও যদি তার প্রদত্ত হাদিয়া ফেরত যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তবে বিচারের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী তার প্রদত্ত হাদিয়া ফেরত নেওয়ার পর স্ত্রীও যদি ইচ্ছা করে, তবে তার হাদিয়াও সে ফেরৎ নিতে পারবে। (মুহীত)

২২. মাসআলা : আবু বকর আসফাক (র) বলেন, স্ত্রী যদি হাদিয়া প্রেরণের সময় তা পরিষ্কার বলে থাকে তার হুকুমও অনুরূপ। কিন্তু যদি পরিষ্কার না বলে বরং মনে মনে বিনিময়ের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে এ বিনিময় তার পক্ষ থেকে হিবা হবে এবং তার নিয়ত বাতিল বলে গন্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'হুজ্জাত' গ্রন্থে আছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট মিশকের নাতী অথবা আতর প্রেরণ করে এবং পরে বলে যে, এটি মহর ছিল তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। 'হাতী' গ্রন্থে রয়েছে যে, স্ত্রীও যদি এর বিনিময়ে সুগন্ধী প্রেরণ করে এবং মনে মনে ধারণা করে যে, স্বামী তার নিকট সুগন্ধী হাদিয়া



পাঠিয়েছে। আমিও বিনিময়ে হাদিয়া প্রেরণ করেছি। তারপর বিরোধ প্রকাশ পেলে সে তার হাদিয়া ফেরৎ নেওয়ার ইচ্ছা করলে সে তা ফেরৎ নিতে পারবে কি না? এর জবাবে শায়খ(র) বললেন, সে তার প্রেরিত হাদিয়া ফেরৎ নিতে পারবে না। এরপর দেখতে হবে যে, স্বামী তাকে যে সুগন্ধী হাদিয়া দিয়েছে তা তার নিকট হুবহু বাকী আছে কিনা। যদি থাকে তবে সে যেহেতু একে মহর হিসাবে মেনে নিতে রাখী নয়, কাজেই স্বামী তার থেকে এ সুগন্ধী ফেরৎ নিতে পারবে। আর যদি তা লয়-ক্ষয় হয়ে যায় এবং এর 'মিসল' (অনুরূপ বস্তু) থাকে তাহলে স্বামী তার নিকট থেকে এর অনুরূপ বস্তু ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি এর অনুরূপ বস্তু না থাকে তাহলে সমপরিমাণ মূল্য মহরের মধ্যে গন্য হবে। (তাতারখানিয়া)

২৩. মাসআলা : স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর মা যদি তার জন্য শোক দিবস পালন করে এবং এতে স্বামী যদি স্ত্রীর মায়ের নিকট গুরু পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর সে যদি তা যবাই করে ঐ শোক অনুষ্ঠানে আগত লোকদের মধ্যে বিনিময়ে দেয় এরপর স্বামী যদি ঐ গরুর মূল্য তার নিকট ফেরত চায় তাহলে ফকীহগণ বলেন যে, তারা যদি এ বিষয়ে একমত থাকে যে, জামাতা তার নিকট গুরু প্রেরণ করেছে তা যবাই করে শোক অনুষ্ঠানে আগত লোকদের খাওয়ানোর জন্য এবং এ অবস্থায় জামাতা যদি গরুর মূল্য স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ না করে থাকে, তবে সে এর মূল্য ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি তারা উভয়ে একমত থাকে সে তার নিকট গুরু প্রেরণ করেছে এবং মূল্যও বলে দিয়েছে তবে সে এর মূল্য ফেরৎ নিতে পারবে। যদি মূল্য উল্লেখ করা না করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয় তবে কসমের সাথে স্ত্রীর মায়ের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। শায়খ (র) বলেন, এক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি ঈদের দিন তার স্ত্রীর নিকট কিছু দিরহাম প্রেরণ করে বলে যে, এগুলো তোমাদের ঈদ উদ্‌যাপনের জন্য অথবা মিষ্টি দ্রব্য পাকানোর জন্য তারপর সে দাবী করে যে, এগুলো মহরের টাকা ছিল, তবে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না (মুহীত)

### ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ : একাধিকবার মহর ধার্য হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি এক মহিলাকে বলল, আমি যতবার তোমাকে বিবাহ করব ততবার তুমি তালাক। এ কথা বলার পর সে একই দিনে তাকে তিনবার বিবাহ করল এবং প্রত্যেকবার সহবাস করল, তবে এ মহিলার উপর দুই তালাক পতিত হবে এবং স্বামীর উপর দুই মহর ও অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। এ কথা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বক্তব্যের উপর কিয়াস করে বলা হয়েছে। কেননা সে যখন তার স্ত্রীকে প্রথমবার বিবাহ করেছে, তখন তার উপর এক তালাক পতিত হয়েছে। আর এ তালাক যেহেতু সহবাসের পূর্বে হয়েছে এ কারণে স্ত্রী মহরের

অর্ধাংশ পাবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে এ সহবাস সন্দেহের বশবর্তী করেছে। কেননা ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে যে, তালাক বিবাহ করার সাথে শর্তারোপ হয়, সে তালাক পতিত হয় না। অতএব তার উপর ইদত ওয়াজিব হবে। তারপর ইদতের অবস্থায় স্বামী যেন তাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করল তখন তার উপর আয়েক তালাক পতিত হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী এ তালাক তালাকে রাজয়ী হয়েছে। (স্ত্রীকে তালাকের পরে প্রত্যাশীত করা) এ কারণে ইমামদ্বয়ের মতে ইদতরত মহিলাকে বিবাহ করে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে এ তালাক সহবাসের পর তালাক প্রদান করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। যদিও এ ইদত সন্দেহজনিত সহবাসের কারণে অপরিহার্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সহবাসের পর যে তালাক পতিত হয় তাতে রাজয়ীতের হুক থাকে এবং এ অবস্থায় পূর্ব মহর ওয়াজিব হয়। কাজেই দ্বিতীয় বিবাহে আক্দের অনুষ্ঠানে যে মহর ধার্য করা হয়েছে, তা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। এ হিসাবে স্বামীর উপর দুই মহর ও আরেক মহরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিবাহ সहीহ হবে না। কারণ সে রাজয়ী তালাকের ইদতের অবস্থায় আছে। কাজেই তৃতীয় বিবাহ সहीহ হবে না এবং এ বিবাহে ধার্যকৃত মহর ও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে তৃতীয় বিবাহের পর সহবাস করলেও তার উপর মহর ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো তার বিবাহিতা স্ত্রীর সাথেই সহবাস করেছে।

২. মাসআলা : যদি স্বামী বলে যে, যখনই আমি তোমাকে বিবাহ করব তখনই তোমার প্রতি বায়িন তালাক। তারপর সে যদি তাকে তিনবার বিবাহ করে এবং প্রত্যেকবার তার সাথে সহবাস করে, তবে তার প্রতি তিন তালাকে বায়িন পতিত হবে। এবং ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বক্তব্যের আলোকে স্বামীর উপর পাঁচটি মহর এবং আরো অর্ধ মহর, প্রথম সহবাসের জন্য মহরে মিসল, দ্বিতীয় বিবাহের কারণে এক মহর, দ্বিতীয় সহবাসের কারণে মহরে মিসল, কেননা এক্ষেত্রে সন্দেহজনিত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, তৃতীয় বিবাহের কারণে এক মহর এবং তৃতীয় সহবাসের কারণে মহরে মিসল, কেননা এক্ষেত্রে সে স্ত্রীর সাথে সন্দেহজনিত অবস্থায় সহবাস করেছে। কাজেই স্বামীর উপর পাঁচটি মহর এবং আরো অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে।

৩. মাসআলা : যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাস করে তারপর তাকে বায়িন তালাক প্রদান করে এবং তারপর ইদতের অবস্থায় তাকে বিবাহ করে সহবাসের পূর্বে পুনরায় তালাক প্রদান করে তাহলে প্রথম বিবাহের কারণে এক

১. উল্লেখ্য যে, মাসআলায় ইমামদ্বয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, সেফেকো কারো কাজ যদি কোন এক ইমামের মতের সমর্থনে হয়, তবে সে কাজকে সম্পূর্ণ অন্যায় বলা যায় না। (সম্পাদক)

২. তালাকে রাজয়ী-এর ইদতের মধ্যে স্ত্রী সুলভ ব্যবহার করলেই তালাক কর্তৃকের ন্যায় উড়ে যায়। কাজেই এ অবস্থায় বিবাহ করা গ্রহণযোগ্য নয়। তালাক অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ আসবে। (অনুবাদক)



মহর এবং দ্বিতীয় বিবাহের কারণে পরিপূর্ণ আরেকটি মহর ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। তাদের মতে এ মহিলার উপর আবার নতুনভাবে ইদত পালন করা ওয়াজিব।

৪. মাসআলা : যদি দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীকে তালাক না দেয়, কিন্তু স্ত্রী নিজের কর্মদোষে যেমন ধর্মত্যাগ করা বা স্বামীর বালিগ ছেলের সাথে কোন যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদির কারণে সহবাসের পূর্বে স্বামী থেকে বায়িন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে উল্লেখিত ইমামদ্বয়ের মতে, স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। যদি দ্বিতীয় বিবাহের পর কোন বাদীকে আযাদ করা হয় এবং সে সহবাসের পূর্বে নিজের স্বামী থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াকে গ্রহণ করে নেয়, তবে এক্ষেত্রেও ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে।

৫. মাসআলা : কোন মহিলা অসমকক্ষ (গায়র কুফু) পাত্রের নিকট নিজেকে সমর্পণ করার পর স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে এবং পরবর্তীতে তার ওলী ওয়ারিসগণ যদি এ বিষয়ে কাযীর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করে, তাহলে স্বামীর মহর প্রদান করা এবং স্ত্রীর উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। এই স্ত্রীর যদি নিজের ওলী ব্যতীত পুরুষের সাথে পুনরায় বিবাহ হয় এবং সহবাসের পূর্বে কাযী যদি তাদের মধ্যে পুনরায় বিচ্ছেদ করে দেয়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে এবং তার উপর নতুনভাবে ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। ওলীর প্রস্তাবে কোন ব্যক্তির সাথে যদি কোন নাবালিগা তার ওলী বিবাহ করিয়ে দেয় এবং এ অবস্থায় তার সাথে সহবাসও করে তারপর উক্ত মহিলা বালিগ হওয়ার পর এ বিবাহ ছিন্ন করে দেয়। এবং কাযী কর্তৃক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তারপর ইদত পালন কালে সে যদি তাকে পুনরায় বিবাহ করে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে তাহলে শায়খাইনের মতে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর এবং স্ত্রীর উপর নতুন করে ইদত পালন করা ওয়াজিব।

৬. মাসআলা : যদি কেউ কোন নাবালিগাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাসও করে এবং এরপর তাকে বায়িন তালাক প্রদান করে তারপর ইদত অবস্থায় পুনরায় তাকে বিবাহ করে। এ ক্ষেত্রে সে বালিগ হয়ে নিজেকে স্বামী থেকে পৃথক করে নিলে এবং তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে এবং স্ত্রীর উপর নতুনভাবে ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ফাসিদ বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তারপর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় এরপর ইদতের মধ্যে স্বামী পুনরায় তাকে জায়েযভাবে বিবাহ করে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে তাহলে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর এবং স্ত্রীর উপর নতুনভাবে ইদত পালন করা

১. পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্য কোন ওলী যদি কোন নাবালিগাকে বিবাহ দেয়, বালিগা হবার সাথে উক্ত মেয়ের পসন্দ না হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। একে 'মিয়ারে কুলুগ' বলে এবং স্ত্রীর উপর নতুন করে ইদত পালন করা ওয়াজিব। (সম্পাদক)

ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : কেউ যদি নিজ পুত্রের অথবা মুকাতাব গোলামের দাসীর সাথে কিংবা বিবাহে ফাসিদের মধ্যে মহিলার সাথে কয়েকবার সহবাস করে, তবে তার উপর একই মহর ওয়াজিব হবে। (যহীরিয়া) এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে এই যে : شبهة ملك তথা সন্দেহজনিত মালিকানার পর যদি কয়েকবার ও সহবাস করা হয়, তবে একটি মহরই ওয়াজিব হবে। কেননা দ্বিতীয় সহবাস তার মালিকানাধীন অবস্থায় হয়েছে। আর যদি প্রতিবারে ভুল বুঝাবুঝি অবস্থায়, প্রত্যেকবার সহবাস করে তবে প্রত্যেক বারের সহবাসের বিনিময়ে এক একটি মহর ওয়াজিব হবে। কেননা প্রতিটি সহবাসই সন্দেহ (ভুলবুঝাবুঝি মধ্যে) অন্যের মালিকানায় সংঘটিত হয়েছে। পুত্র যদি পিতার দাসীর সাথে কয়েকবার সহবাস করে এবং সে বলে যে, 'ভুল বুঝাবুঝির কারণে সে একরূপ করেছে তবে তার প্রত্যেকবারের সহবাসের বিনিময়ে একটি পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার স্ত্রী দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলেও। মুকাতাবা দাসীর সাথে বারবার সঙ্গম করলেও একই মহর ওয়াজিব হবে। দুই শরীক ব্যক্তির থেকে কোন একজন যদি শরীকী দাসীর সাথে বারবার সঙ্গম করে তবে প্রতিবারের সঙ্গমের পরিবর্তে তার উপর অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। যদি দুই শরীক ব্যক্তির কোন একজন তাদের মুকাতাবা দাসীর সাথে কয়েকবার সঙ্গম করে, তবে অর্ধেকের ক্ষেত্রে তার উপর অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেকের ক্ষেত্রে একেকবার সঙ্গমের কারণে তাকে অর্ধ মহর করে আদায় করতে হবে। এ হুকুম মুকাতাবা দাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কোন মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি তাকে বিবাহ করে তবে তার উপর দু'টি মহর ওয়াজিব হবে। যিনার কারণে মহরে মিসল এবং বিবাহের কারণে মহরে মুসান্না। (মুহীত : সারাখসী)

৮. মাসআলা : স্বামী যে স্ত্রীর সাথে এখনো সহবাস করেনি তাকে যদি বলে যে, আমি তোমার সাথে যখন খালাওয়াত বা বাধামুক্ত নির্জন বাস করব বা করেছি তখনই তুমি তালাক। এ অবস্থায় সে যদি তার সাথে খালাওয়াত করে ও সহবাস করে তবে তার উপর দেড় মহর ওয়াজিব হবে। এক মহর সহবাসের কারণে এবং অর্ধ মহর সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে। এক্ষেত্রে তালাকের পর খালাওয়াতের কোন প্রতিক্রিয়া যাহির হবে না। কেননা মহর তো ঐ খালাওয়াতের দ্বারা পাকাপোক্ত হয় যে খালাওয়াতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সম্ভব। যদি খালাওয়াতের পরও সে তার সাথে সহবাস না করে থাকে, তাহলে তার উপর অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। কেউ যদি কোন অপরিচিতা মহিলাকে বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলে এবং একঘন্টা খালাওয়াত করলে তুমি

১. ভুল বুঝাবুঝি বা সন্দেহজনিত কারণ অর্থে সঙ্গমকারী শরীয়াতের বিধানে অজ্ঞতাবশতঃ এ সহবাস করা বৈধ বলে মনে করে, হারাম জেনে নয়। (সম্পাদক)



তালাক, এ অবস্থায় সে যদি তাকে বিবাহ করে তার সাথে খালাওয়াতে মিলিত হয় এবং সহবাস করে, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে এবং সে দু'টি মহর পাবে। একটি খালাওয়াতে কারণে। আর দ্বিতীয়টি সহবাসের কারণে। যদি কমপক্ষে খালাওয়াতের এক ঘন্টা পর সহবাস হয়ে থাকে। আর যদি খালাওয়াত এবং সহবাস একই সময়ে হয় তবে দ্বিতীয় উপর একই মহর ওয়াজিব হবে। (মুহীত)

৯. মাসআলা : তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যে ইদত পালনরত আছে তার সাথে যদি স্বামী সহবাস করে এবং বলে আমি সন্দেহজনিত কারণে এরূপ করেছি, তাহলে কোন ফকীহ বলেন, যদি সে এই তিন তালাক একই সাথে প্রদান করে এবং ধারণা করে যে, এ তালাক পতিত হয়নি, তবে তার এ ধারণা যথার্থ বলে গণ্য হবে। যেমন কারো কারো এরূপ মায়হাবও রয়েছে। এ অবস্থায় তার উপর একই মহর ওয়াজিব হবে। যদি মনে করে যে, তালাক তো পতিত হয়েছে, তবে তার সাথে সহবাস করা বৈধ তাহলে এ ধারণা যথার্থ নয়। কাজেই একেকবারের সঙ্গমের কারণে তার উপর এক একটি মহর ওয়াজিব হবে। (খুলাসা) কেউ যদি বাদী খরীদ করে তার সাথে বারবার সঙ্গম করে তারপর হক দাবী করে কেউ তা নিয়ে গেলে, খরীদদার ব্যক্তির উপর একটি মহরই ওয়াজিব হবে। আর যদি দাবীর ভিত্তিতে কেউ এর অর্ধেক নিয়ে যায়, তাহলে হকের দাবীর ব্যক্তি অর্ধেক মহর পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে কয়েকবার সহবাস সঙ্গম করার পর যদি এ কথা প্রকাশ হয় যে, সে তাকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে শপথ করেছিল তাহলে এই স্বামীর উপর একই মহর ওয়াজিব হবে। (মুহীত : সারাখসী) চৌদ্দ বছর বয়সে বালক যদি কোন দুমন্ত মহিলার সাথে সঙ্গম করে তবে এ মহিলা যদি সধবা হয় তবে ঐ বালকের উপর কোন দণ্ড ও عقر (সঙ্গমের পারিশ্রমিক) ওয়াজিব হবে না। আর কুমারী হলে তার এ কর্মের কারণে যদি তার কুমারীত্বের পর্দা বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার উপর মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। দাসীর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি সে সধবা হয় তাহলে ঐ বালকের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু কুমারী হলে এবং তার এ কর্মের কারণে তার কুমারীত্বের পর্দা বিদীর্ণ হয়ে গেলে তার উপর মহর প্রদান করা ওয়াজিব হবে। পাগলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কুম প্রযোজ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১১. মাসআলা : অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বালকের উপর মহর ওয়াজিব হবে। অবশ্য বালক যদি একথা নিজেই স্বীকার করে যায় তাহলে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে না। ২ কোন বালক যদি বালিকা কোন মহিলার

১. এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা হারাম। কিন্তু দিলে চার মায়হাব অনুসারে তিন তালাকই পতিত হয়। অবশ্য কোন কোন ইমামের মত যাদের মায়হাব পরবর্তীতে চালু থাকেনি-এক তালাক হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিন তালাক হবার উপর ইজমা বা ইমামগণের একমত রয়েছে। (সম্পাদক)
২. যে বালক এটা স্বীকার করে সে এ কাজকে সোচ্চার মনে করার মত বয়সে পৌঁছেনি। বরং একটা মেলা মনে করেছে। (সম্পাদক)

সাথে যিনা করে তার কুমারীত্বের পর্দা বিদীর্ণ করে দেয় এবং জোরপূর্বকভাবে একাজ করে তাহলে বালকের উপর মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বালককে ডেকে নিয়ে এ কাজে লিপ্ত হয় তবে বালকের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু কোন বালিকা যদি কোন বালককে আহবান করে যিনায় লিপ্ত করে এবং সে তার কুমারীত্ব নষ্ট করে দেয় তবে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। কেননা ঐ বালিকার হুকুম ও তার সন্তুষ্টি তার হককে বাতিল করতে পারবে না। কিন্তু বালিকা মহিলার হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। ১ দাসী যদি নিজে কোন বালককে আহবান করে আনে এবং সে তার সাথে যিনা করে তবে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। কেননা মুনীবের ক্ষেত্রে তার হুকুম কার্যকরী হবে না। (মুহীত)

১২. মাসআলা : এখানে মহর (مهر) বলে 'উকর' (ব্যভিচারের পারিশ্রমিক - عقر) কে বুঝানো হয়েছে। 'উকর' অর্থ অবৈধ সঙ্গমের পারিশ্রমিক। ইমাম নজমুদ্দীন (র) কে এ বিষয়ের ফাতওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি লেখলেন যে, প্রথমে দেখতে হবে যে, যদি যিনা বৈধ হত তবে এ মহিলার পারিশ্রমিক কত হত। সে হিসাবে তার 'উকর' নির্ধারণ করা হবে। আমাদের মাশাইখ কিরাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। (খুলাসা) 'হুজ্জাত' গ্রন্থে আছে ইমাম আবু আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যে পরিমাণ মালের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করা যায়, তা তার 'উকর' হিসাবে গণ্য হবে। এর উপরই ফাতওয়া। (তাতার খানিয়া) স্ত্রী সহবাসের অবস্থায় কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিলে এবং তালাকের পর অবশিষ্ট যৌনাচার পূর্ণ করলে এ অবস্থায় তার হুকুম কি? ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দুই রিওয়ায়েতের একটি রিওয়ায়েত তার উপর কোন দণ্ড ও মহর ওয়াজিব হবে না। কেননা সবটাই একটি কাজ। যেহেতু সহবাসের আগপাছ হালাল। তাই তার উপর দণ্ড ও মহর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সে যদি নিজের জননেন্দ্রীয় বের করে তালাকের পর তা পুনরায় দাখিল করে তবে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। কিন্তু স্বামী যদি এরূপ না করে বরং তালাকের পরে যৌনীদ্বারের উপর দিয়ে ঘষাঘষি করে এবং এতে যদি বীর্যপাত ঘটে তবে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে না। এ তালাক রিজঈ তালাক হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর রিওয়ায়েতের এক রিওয়ায়েত অনুসারে এর দ্বারা রাজ'আত তথা প্রত্যাপন সাধিত হবে না। মুনিব এবং দাসী উভয়ের জননেন্দ্রীয়ের মিলনের পর মুনিব যদি বলে তুমি আযাদ, এর পর সঙ্গম পুরা করে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে তার উপর 'উকর' ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি আযাদ করার পর জননেন্দ্রীয় বের করে পুনরায় দাখিল করে তাহলে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১. অবৈধ সঙ্গম ও ব্যভিচারের মাঝে পার্থক্য হল: শরীয়াতে মাত্র বিবাহিত স্ত্রী ও স্ত্রীতনাস দাসীর সাথে যৌন কার্যের অনুমতি রয়েছে। যে সব উদাহরণ দেয়া হয়েছে। সে থেকে এরূপ বিব্রাহতের অবকাশ রয়েছে যেমন স্ত্রীর দাসীর সাথে। (সম্পাদক)



১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করল। তারপর তার পুত্র মহিলার কন্যাকে বিবাহ করল। বিবাহের পর একজনের স্ত্রী অপর জনের সাথে বাসর রাত্র যাপন করল এবং তারা একের পর এক তাদের সঙ্গম করল, এ অবস্থায় প্রথম সঙ্গমকারী ব্যক্তি উপর সহবাসকৃত মহিলার পূর্ণ মহর এবং নিজ স্ত্রীর অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। আর শেষে যে সঙ্গম করেছে তার উপর তার স্ত্রীর মহর আদায় করা ওয়াজিব হবে না। পিতা, পুত্র উভয়ে যদি একই সাথে মা ও কন্যার সাথে সঙ্গম করে, তবে তাদের উপরই স্ত্রীর মহর ওয়াজিব হবে না। যদি পিতা ও পুত্র কোন অপরিচিতা দুই মহিলাকে বিবাহ করে এবং একজনের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপর জন বাসর রাত্র যাপন করে এবং সঙ্গম করে তবে সঙ্গমকারীদের উপর সঙ্গমকৃত মহিলাদের জন্য 'উকর' ওয়াজিব হবে এবং তাদের নিজ বিবাহিতা স্ত্রীদের জন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

১৪. মাসআলা : দুই ভাইয়ের একজন এক মহিলাকে বিবাহ করল এবং অপরজন তার মাকে বিবাহ করে একজনের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপরজন বাসর রাত্র যাপন করল এবং সহবাস করল, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এক্ষেত্রে প্রত্যেকের স্ত্রী তার থেকে বায়িন হয়ে যাবে এবং নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য তাদের প্রত্যেকের উপর অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। আর যার সাথে সঙ্গম করেছে তার জন্য 'উকর' ওয়াজিব হবে। এরপর তাদের কারো অন্যই নিজেদের বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা জায়েয হবে না। অবশ্য মায়ের স্বামী (যে ভাই) যে মায়ের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে, যে তার (কন্যার) সাথে সঙ্গমও করেছে। কিন্তু যে ভাই কন্যার স্বামী তার জন্য ঐ কন্যার মাকে বিবাহ করা জায়েজ নাই। অনুরূপভাবে দুই বিবাহকারী ব্যক্তির মধ্যে কোন আত্মীয়তা না থাকলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (যহীরিয়া)

১৫. মাসআলা : যদি বেগানা পুরুষের নিকট অপরের স্ত্রী বাসর রাত্র যাপন করে এবং সে তার সাথে সংগত হয়, তাহলে তার উপর মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে সে প্রেরণকারী ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু ফেরৎ নিতে পারবে না। এ মহিলা যদি সঙ্গমকারী পুরুষের স্ত্রীর মা হয় তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে সে অর্ধ মহর প্রাপ্ত হবে। পিতার স্ত্রীকে পিতা কর্তৃক সহবাসের পূর্বেই যদি পুত্রের নিকট বাসর রাত্র যাপনের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং পুত্র তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে পিতা পুত্রের নিকট থেকে অর্ধ মহর ফেরৎ নিতে পারবে না। কেননা পুত্রের উপর মহরে মিসল ওয়াজিব। যদি পুত্র বিবাহ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঐ মহিলাকে চুশন করে তাহলে পিতা পুত্রের নিকট থেকে অর্ধেক মহর নিয়ে নিবে। কেননা তার উপর এ মহর ছাড়া আর কিছু ওয়াজিব নয়। ইবন সিমা'আ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক অসুস্থ ব্যক্তি অপর অসুস্থ ব্যক্তিকে নিজের

দাসী হিবা করল। তারপর যার জন্য হিবা করা হয়েছে সে তার সাথে সহবাস করল। তার উকর একশ' দিরহাম সাব্যস্ত হল এবং মূল্য সাব্যস্ত হল তিনশ' দিরহাম। তৎপর যাকে হিবা করা হয়েছে সে যদি তা পুনরায় হিবাকারী ব্যক্তিকে হিবা করে দেয়, তারা উভয়ে যদি নিজ নিজ রোগে মারা যায়, তাহলে প্রথমে যাকে হিবা করা হয়েছিল তার উপর উকর ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এক অসুস্থ ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট নিজের দাসীকে হিবা করে সে নিজেই যদি যাকে হিবা করা হয়েছে তার নিকট ঐ দাসীর সাথে সঙ্গম করে এবং সে এত ঋণী যে এই ঋণ তার সমস্ত সম্পদ পরিব্যাপ্ত, এ অবস্থায় সে যদি মারা যায় তাহলে তার উপর উকর ওয়াজিব হবে না। এমন কি সে যদি ঐ দাসীর হাতও কেটে দেয় তাহলেও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ সে যদি সঙ্গম করার পর নিজের হিবা ফেরৎ নিয়ে নেয় তাহলে তার উপর উকর ওয়াজিব হবে। (মুহীতঃ সারাখসী) অসুস্থ ব্যক্তি যদি নিজ দাসী কাউকে হিবা করে অথচ সে ঋণে জর্জরিত। এ অবস্থায় যে ব্যক্তিকে হিবা করা হয়েছে সে যদি তার সাথে সহবাস করে, ইতিমধ্যে হিবাকারী যদি মারা যায় এবং ঋণের কারণে হিবা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে যার জন্য হিবা করা হয়েছে সে বাদীর উকরের জামিন হবে। (যহীরিয়া) 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে ছিনিয়ে নিয়ে তার সাথে যৌনদ্বার ছাড়া অন্য কোনভাবে সঙ্গম করে এতে বাচ্চা পয়দা হলে এবং উক্ত মহিলা কুমারী হলে ছিনতাইকারীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। আর কুমারী না হলে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে না। (তাতারখানিয়া)

### চতুর্দশ অনুচ্ছেদ : মহরের যামিন হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা : কেউ যদি নিজের নাবালিগা বা বালিগা কন্যাকে কোন ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেয় চাই সে কুমারী হোক বা পাগলিনী এবং পিতা যদি কন্যার মহরের যামিন হয় তবে তা সহীহ হবে। এক্ষেত্রে মহিলার ইচ্ছাতির থাকবে সে ইচ্ছা করলে স্বামীর নিকট মহরের দাবী করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে ওলীর নিকটও মহরের দাবী করতে পারবে। যদি সে এর উপযুক্ত হয় অর্থাৎ আকিলা, বালিগা হয় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে তার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকে। ওলী মহর আদায় করলে সে তা স্বামীর নিকট থেকে উসূল করে নিবে, যদি সে স্বামীর হুকুমে জামিন হয়ে থাকে। (তাবয়ীন) কেউ যদি নিজের কন্যাকে দুই হাজার টাকা মহরে এই শর্তে বিবাহ দিয়েছে যে, এক হাজার টাকা কন্যার পিতার মাল থেকে আদায় করা হবে এবং বাকী এক হাজার টাকা স্বামী প্রদান করবে। এ কথা স্বামী যদি মেনে যায় তবে পূর্ণ মহর স্বামীর উপরই বর্তাবে এবং কন্যার পিতা কেবল কন্যার স্বামীর পক্ষ হতে যামিন সাব্যস্ত হবে। সুতরাং কন্যাকে যদি নিজের পিতার নিকট হতে অথবা তার পরিত্যক্ত মাল হতে নিজের মহরানা উসূল করে নেয়

১. যে ভাই মাকে বিবাহ করেছে, তার সাথে সহবাস করেনি, সহবাসের পূর্বে পরিত্যক্ত স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করা যায়, পক্ষান্তরে যে ভাই কন্যার স্বামী, যদিও ঐ কন্যার সাথে সহবাস করেনি, তবুও তার মাতা স্বাভাবিকভাবে পরিণত হয়ে গেছে। স্বাভাবিক-বিবাহ করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। (সম্পাদক)



তবে পিতা বা পিতার ওয়ারিসগণ স্বামীর নিকট হতে ঐ পরিমাণ মাল উসূল করে নিতে পারবে (মুহীত)

২. মাসআলা : কেউ যদি তার নাবালিগ পুত্রকে কোন মহিলার সাথে বিবাহ করায় এবং নিজেকে মহরের যামিন হয়, আর এ দায়িত্ব সে তার সুস্থ অবস্থায় গ্রহণ করে তাহলে মহিলা তার এ দায়িত্ব গ্রহণ মেনে নিলে তা জায়েয হবে। পিতা যদি ছেলের মহরানা আদায় করে দেয় এবং তা সুস্থ অবস্থায় করে থাকলে ইসতিহসানের ভিত্তিতে সে তার টাকা ছেলের নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের সময় যদি এভাবে ফেরৎ নেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়ে থাকে তাহলে ফেরৎ নিতে পারবে। (যখীরা) উপরোক্ত অবস্থায় মহিলা ওলীর নিকট মহরের দাবী করতে পারবে। স্বামী বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিকট মহরের দাবী করতে পারবে না। স্বামী বালিগ হওয়ার পর স্বামী বা স্বগুর যার নিকট ইচ্ছা মহরের দাবী করতে পারবে। (তাবয়ীন) কোন অপরিচিত ব্যক্তি যদি পিতার হুকুমে তার মহরের যামিন হয়, তবে মহর পরিশোধের পর সে তার উসূল করে নিবে। এমনিভাবে অসিয়াত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ইয়াতীমের মহর তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়, তাহলে পরে সে তার পাওনা উসূল করে নিবে। উপরোক্ত অবস্থায় মহর আদায়ের পর পিতা যদি মারা যায়, তাহলে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে স্বামীর নিকট থেকে তা উসূল করে নিবে। অথবা পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা উসূল করবে। পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে উসূল করে নিলে তার ওয়ারিসগণ পরে তার পুত্রের নিকট থেকে নিজেদের পাওনা পরিমাণ টাকা ফেরৎ নিয়ে নিবে। এটাই আমাদের ইমামত্রয়ের অভিমত। (খুলাসা)

৩. মাসআলা : কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় যামিন হয় এবং অসুস্থ অবস্থায় তা আদায় করে, তাহলে ইমাম খাসুফ (র) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ ব্যক্তি নফল সাদাকাকারী বলে গন্য হবে না। বরং পুত্রের মীরাসের অংশ হতে তা কতিত হয়ে যাবে। (যখীরা) বাঙ্কালী (র)-এর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পিতা যদি বলে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি অমুক মহিলার সাথে আমার পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করলাম, তবে পুত্রের মহর আদায় করা তার উপর অপরিহার্য হবে না। কিন্তু আদায় করে দিলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ সূলভ আচরণ বলে বিবেচিত হবে। (খুলাসা) বালিগ পুত্রের পক্ষে পিতা সুস্থ অবস্থায় মহরের যামিন হওয়ার পর মারা গেলে এবং পুত্রের স্ত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে নিজের মহরানা উসূল করে নিলে ওয়ারিসগণ একেই নিজেদের পাওনা ফেরৎ পাবে না। এ ব্যাপারে ইজমা সংগঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাগলের হুকুম না-বালিগের হুকুমের অনুরূপ। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি কেউ সুস্থ অবস্থায় যামিন হয়। পক্ষান্তরে সুমূর্ষ অবস্থায় যামিন হলে তা বাতিল বলে গন্য হবে। কেননা সে এ যামিন হওয়ার মাধ্যমে

ওয়ারিসদেরকে ফায়দা পৌছাতে ইচ্ছা করেছে। অথচ অসুস্থ ব্যক্তির এ জাতীয় হস্তক্ষেপ শরী'আতে নিষিদ্ধ। কাজেই এ জামানত সহীহ হবে না। (যখীরা)

৪. মাসআলা : কোন (দূত) ব্যক্তি যদি কোন মহিলার নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়ে নিজে মহরের ব্যাপারে যামিন হয় এবং বলে যে, অমুক পুরুষ আমাকে এ কাজের হুকুম করেছে এবং সে আমাকে মহরের যামিন হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এ অবস্থায় মহিলা যদি এই দূত ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে নিজেকে ঐ পুরুষের বিবাহে সমর্পণ করে। তারপর স্বামী এসে ঐ দূত ব্যক্তিকে সত্যায়ন করলে এবং যামিন হওয়ার জন্য সেই তাকে হুকুম করেছে এ কথা স্বীকার করে নিলে বিবাহ সহীহ হবে। এবং যামানতও সহীহ হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি যামিন হওয়ার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানবান ও বালিগ হয়। গোলাম অথবা 'মাহজুর' (مَحْجُور) - তথা কার্যক্রম নিষিদ্ধ এমন ব্যক্তি না হয়। এ জাতীয় কোন দূত যদি নিজের পক্ষ থেকে যামানত আদায় করে দেয় তাহলে সে স্বামীর নিকট থেকে নিজের পাওনা উসূল করে নিবে। আর প্রেরণকারী (বিবাহকারী) পুরুষ যদি তাকে মহরের ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিন্তু বিবাহের পয়গামের ব্যাপারে সত্যায়ন করে তাহলে বিবাহ সহীহ হবে এবং যামানতের বিষয়টিও মহিলা এবং দূতের মধ্যে সহীহ বলে গন্য হবে। কিন্তু প্রেরণকারী স্বামীর ক্ষেত্রে সহীহ বলে গন্য হবে না। কাজেই মহিলা মহরের বিষয়ে দূতের নিকট রজু করতে পারবে। কিন্তু দূত ব্যক্তি আদায়কৃত মহরের ব্যাপারে স্বামীর নিকট রজু করতে পারবে না। আর যদি বিবাহের পয়গাম এবং মহরের যামানত উভয়ের ব্যাপারে প্রেরণকারী স্বামী দূত ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং এ বিষয়ে যদি তার নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকে তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং স্বামীর উপর কোন মহর ওয়াজিব হবে না। এ অবস্থায়ও মহিলা দূত ব্যক্তির নিকট নিজের মহরের দাবী করতে পারবে। এরপর কিতাবের বর্ণনায় কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে 'আন্ ল' কিতাবের বিবাহ অধ্যায়ে এবং ওয়াকাল্লা অধ্যায়ের কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, মহিলা দূত ব্যক্তির নিকট আংশিক মহর দাবী করতে পারবে। কেউ কেউ বলেন, এ মাল আদায় দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। কারো কারো মতে বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকমের হওয়ার জওয়াবের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এটাই সহীহ অভিমত। ওয়াকাল্লা অনুচ্ছেদ আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (মুহীত)

৫. মাসআলা : দূত যদি এ কথা বলে যে, ভাবী স্বামী বিবাহ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আমাকে হুকুম করেনি তবে আমি নিজেই তার সাথে তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিচ্ছি এবং মহরের ব্যাপারে আমি নিজেই যামিন হচ্ছি, আমি আশাবাদী যে, সে আমার এ কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে। মহিলা যদি দূত ব্যক্তির এ প্রস্তাব মঞ্জুর করে নেয়, কিন্তু স্বামী তার এ পয়গাম দানের প্রতি নিজের অসম্মতি ব্যক্ত করে, তাহলে তারকৃত সমস্ত কর্মকাণ্ড বাতিল বলে গন্য হবে। (ইতাবিয়াঃ মাহররাম মহিলার সাথে বিবাহ না জায়েয হওয়ার বিবরণ) বিবাহে নিয়োজিত ওকীল যদি মহরের যামিন



হয়ে নিজে তা আদায় করে দেয় এবং স্বামীর নির্দেশে সে একাজ করে থাকে তাহলে সে পরিমাণ টাকা স্বামীর নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নিবে। অন্যথায় প্রদত্ত টাকা ফেরৎ পাবে না। (খুলাসাঃ বিবাহে উকীল হওয়ার বিবরণ অনুচ্ছেদ)

**পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ : যিম্মী ও হরবীদের মহরের বিবরণ**

১. মাসআলা : যে সব বস্তু মুসলমানের বিবাহে মহর হতে পারে তা যিম্মীদের বিবাহেও মহর হতে পারবে। আর যে সকল বস্তু মুসলমানদের বিবাহে মহর হতে পারে না তা যিম্মী এবং হরবীদের বিবাহেও মহর হতে পারবে না। কিন্তু শরাব এবং শূকর-বিশেষ ধরনের যিম্মীদের মহর হতে পারবে। (বাদায়ে) যিম্মী পুরুষ যদি কোন যিম্মী মহিলাকে মৃত পণ্ড কিংবা রক্তের বিনিময়ে বিবাহ করে অথবা বিনা মহরে বিবাহ করে, চাই তা এই অবস্থায় হোক যে উভয়ে বিনা মহরের বিবাহে রাযী আছে অথবা তারা মহরের ব্যাপারে কোন আলোচনাই করেনি। এভাবে বিবাহ করা তাদের ধর্মমতে জায়েয। এক্ষেপে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় অথবা যিম্মী পুরুষ লোকটি মারা যায়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উক্ত যিম্মী মহিলা কোন মহরই পাবে না। (আইনী : শারহুল কানয)। চাই উক্ত উভয় অবস্থায়-যিম্মী পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে মুসলমান হোক অথবা উভয়ে কিংবা উভয়ের কোন একজন আমাদের দেশে মামলা দায়ের করুক। সব অবস্থায় এই একই হুকুম। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহর অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মহরে মিসল ওয়াজিব হওয়াতে বিশ্বাসী না হয়। (ফাতহুল কাদীর)

২. মাসআলা : অনুরূপভাবে দুই হরবী যদি মৃত জন্তু, কিংবা অথবা এই শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় যে, সে কোন মহর পাবে না তাহলে আমাদের ইমামত্রয়ের সর্বসম্মত মতে, এক্ষেত্রে মহিলা কোন মহরই পাবে না। (আইনী : শারহুল কানয) চাই তারা উভয়ে মুসলমান হয়ে যাক অথবা আমাদের দেশে মামলা উত্থাপন করুক। (ফাতহুল কাদীর) যিম্মী পুরুষ কোন যিম্মী মহিলাকে শরাব কিংবা শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করার পর যদি তারা উভয়ে অথবা কোন একজন মুসলমান হয়ে যায় তবে এক্ষেত্রে শরাব অথবা শূকর যদি সুনির্দিষ্ট হয় এবং এসব মহর মহিলা এখনো গ্রহণ না করে থাকে, তাহলে এই নির্দিষ্ট বস্তুই তাকে মহর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আর যদি উপরোক্ত বস্তু সমূহ সুনির্দিষ্ট না হয়, তবে শরাব মহর ধার্য করা অবস্থায় এর মূল্য ওয়াজিব হবে এবং শূকর ধার্য করা অবস্থায় মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত মহিলা মহরে মিসল পাবে। চাই মহরের শরাব ও শূকর সুনির্দিষ্ট হোক বা না হোক। ইমাম

১. ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব অমুসলিম জিম্মিয়া কর দিয়ে বসবাস করে তাদেরকে যিম্মী বলে। আর শত্রু দেশের অমুসলিম নাগরিকদেরকে হরবী বলা হয়। (কাওয়াইদুল ফিকহ)

মুহাম্মদ (র) বলেন, সর্বাবস্থায় উক্ত মহিলার ধার্যকৃত মহরের মূল্য পাবে। চাই মহর সুনির্দিষ্ট বস্তু হোক অথবা না হোক। যদি শরাব ও শূকর মহর ধার্য করা অবস্থায় তা ঋণ হিসাবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে উক্ত মহর ব্যতীত অন্য কিছুই হকদার হবে না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মহর উসূল না করে থাকলে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মহর উসূল হয়ে থাকলে মহিলা কিছুই পাবে না। (বাদায়ে) সহবাসের পূর্বে এ জাতীয় মহিলাকে তালাক প্রদান করা হলে এবং মহর নির্দিষ্ট থাকলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উক্ত মহিলা ঐ মহরের অর্ধাংশ পাবে। আর মহর অনির্দিষ্ট হলে শরাবের ক্ষেত্রে স্ত্রী এর মূল্যের অর্ধেক পাবে। আর শূকরের ক্ষেত্রে মৃত্তা পাবে। (কাফী)

**ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদ : কন্যার দান-যৌতুকের বিবরণ**

১. মাসআলা : যদি কেউ নিজের কন্যাকে দান - যৌতুক প্রদান করে এবং তা তার নিকট সোপর্দ করে দেয় তাহলে ইসতিহসান অনুসারে পিতা-কন্যা থেকে তা আর ফেরত আনিতে পারবে না। এর উপরই ফাতওয়া। এ দান - যৌতুকের থেকে যদি কনে পক্ষ সামান্য কিছু রেখে দেয়, তাহলে স্বামী তা ফেরত নিয়ে যেতে পারবে। কেননা এরূপ করা ঘুষ গ্রহণের নামান্তর। (আল-বাহরুর রায়িক) স্বামী স্ত্রীর নিকট বাসর রাত্রে কোন কিছু প্রেরণ করল যার মধ্যে রেশমের কাপড়ও রয়েছে। বাসর রাত যাপনের পর সে যদি স্ত্রীর নিকট থেকে ঐ রেশমের কাপড়টি ফেরত নিতে চায় তবে সে তা নিতে পারবে না। যদি সে এসব বস্তু মালিক বানানোর নিমিত্তে প্রদান করে থাকে (আল-ফসূলুল ইমাদিয়া)

২. মাসআলা : কোন পিতা যদি তার কন্যাকে কিছু দান - যৌতুক দিয়ে বিবাহ দেয়। তারপর পিতা দাবী করে যে, সে তাকে যে মালামাল দিয়েছে তা ধার হিসাবে দিয়েছে। কিন্তু কন্যা পিতার এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলছে যে, এ আমারই মালিকানাধীন মালামাল। এগুলো আপনি আমাকে দান-যৌতুক হিসাবে প্রদান করেছেন অথবা স্ত্রী মৃত্যুর পর স্বামী অনুরূপ কথা বলল তাহলে স্বামী-স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পিতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আলী আস্ সাগদী (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, পিতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম সারাখসী (র) ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং কোন কোন মাশাইখও এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। 'ওয়াকি'আত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, দান-যৌতুকের ব্যাপারে এরূপ প্রচলন থাকলে যেমন আমাদের দেশে রয়েছে তাহলে স্বামীর কথা কবুল হবে। আর যদি তথা দান - জেহায় অথবা আরি'আত তথা উভয় রকমের প্রচলন থাকে তাহলে পিতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (তাবয়ীন) সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, এ ব্যাখ্যাই ফাতওয়ার জন্য উত্তম। (আন্ নাহারুল ফায়িক) স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া অবস্থায় পিতা যদি সাক্ষী পেশ করে তবে তার পেশকৃত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। বিশুদ্ধমত উপায়ে সাক্ষ্য পেশ করার প্রক্রিয়া হল মহিলার নিকট

১. মূল কিতাব যার ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে। উক্ত লেখকের দেশে। (সম্পাদক)



এ বস্তুসমূহ সোপর্দ করার সময় বলবে যে, আমি এসব মালামাল হাওলাত স্বরূপ দিয়েছি অথবা কোন কাগজে একটা লিপিবদ্ধ করে নিবে এবং কন্যার সাক্ষ্যও লিপিবদ্ধ করবে যে, আমার নিকট যে সব মালামাল আছে এগুলোর মালিকানা আমার পিতার। এগুলো হাওলাত স্বরূপ আমার নিকট আছে। বস্তুত এ প্রক্রিয়া বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু সতর্কতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (আল-বাহরুর রাযিক)

৩. মাসআলা : কেউ যদি নিজের বালিগ কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ সামান দান-জিহায হিসাবে প্রদান করার কথা বলে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার নিকট এগুলো হস্তান্তর না করে এ অবস্থায় যদি আক্দ্ ভেঙ্গে যায় এবং আরেক বরের নিকট তাকে বিবাহ দেয় তাহলে কন্যা পিতার নিকট এসব মালামালের ব্যাপারে দাবী করতে পারবে না। আর যদি কন্যার পিতার নিকট কিছু ঋণ পাওনা থাকে এ অবস্থায় পিতা তাকে কিছু মালামাল দান-জিহায হিসাবে প্রদান করে এবং বলে যে, এগুলো আমি ঋণের পরিবর্তে দিয়েছি। আর কন্যা তা অস্বীকার করে বলে যে, না আপনি এগুলো আপনার মাল থেকে প্রদান করেছেন, তাহলে এক্ষেত্রে পিতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি পিতা উম্মে ওয়ালাদের নিকট কিছু মালামাল প্রদান করে যেন সে এগুলো কন্যার দান-জিহায হিসাবে দিয়ে দেয়। এ অবস্থায় উম্মে ওয়ালাদ যদি এ সব মালামাল কন্যার নিকট সোপর্দ করে দেয়, তবে তার এ সোপর্দ করা সहीহ হবে না। যতক্ষণ না পিতা নিজে এগুলো তার নিকট সোপর্দ করে।

৪. মাসআলা : নাবালিগা কন্যা যদি নিজের পিতা-মাতার সম্পদ এবং নিজের উপার্জিত টাকা পয়সার দ্বারা দান - জেহায তৈরী করে, তারপর সে বালিগ হয় এবং এরপর তার মা মারা যায়। মায়ের মৃত্যুর পর পিতা যদি তার পূর্ণ দান - জেহায তার নিকট সোপর্দ করে দেয়। এ অবস্থায় কনের ভ্রাতাগণ মায়ের পক্ষ থেকে নিজেদের অংশের দাবী করতে পারবে না। পিতার খরীদকৃত রেশমের সুতা দ্বারা কন্যা যদি বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী তৈরী করে, এরপর পিতা মারা যায় তাহলে কন্যাই এসব পণ্যের মালিক হবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। পিতার উপস্থিতিতে এবং তার অবগতিতে কন্যার মা যদি তার মালামাল থেকে কিছু জিনিষ দান-জিহায হিসাবে কন্যাকে প্রদান করে এবং এ সময় পিতা যদি নীরব থাকে এ অবস্থায় কন্যাকে বরের নিকট বাসর রাত যাপনের জন্য সমর্পণ করে দিয়ে থাকলে, পিতা কন্যার নিকট থেকে ঐ সমস্ত মালামাল ফেরত আনতে পারবে না। অনুরূপভাবে মা যদি কনের দান-জিহাযের জন্য স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে স্বামীর তহবিল থেকে টাকা পয়সা ব্যয় করে এবং এ অবস্থা দেখে চুপ থাকে, তাহলে এ কারণে মায়ের উপর কোনরূপ জরিমানা আসবে না (কিনায়া)

৫. মাসআলা : পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি তাকে নগদ তিন হাজার টাকা প্রদান করে এবং সে যদি বিভ্রাট পিতার কন্যার হয় আর পিতা দান জিহায হিসাবে তাকে কোন কিছু প্রদান না করে থাকে তবে ইমাম জামালুদ্দীন এবং

‘মুহীত’ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, এক্ষেত্রে স্বামী তার স্বত্ত্বের নিকট থেকে স্বাভাবিক পরিমাণ দান-জিহায উসূল করে নিতে পারবে। পিতা যদি তা না দেয় তাহলে জামাতা নিজের প্রদত্ত নগদ টাকা ফেরৎ নিয়ে নিতে পারবে। ইমামগণ এমতটি পসন্দ করেছেন। প্রতারণা করে কেউ যদি কাউকে বলে যে, মোটা অংকের দান-জিহায দিয়ে আমি তোমার নিকট আমার কন্যাকে বিবাহ দিব এবং এই পরিমাণ নগদ মহর আমি তোমার থেকে ফেরৎ নিবে। এভাবে ছলনা করে পিতা যদি টাকা পয়সা নিয়ে যায় এবং দান জিহায ব্যতীত জামাতার নিকট কন্যাকে সমর্পণ করে, তাহলে এ সম্বন্ধে বিধান কি হবে? তা কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় নি। তবে সাদরুল ইসলাম বুরহানুল আইম্মা এবং বুখারার মাশাইখে কিরাম বলেন, পিতা যদি দান-জেহায প্রদান না করে তবে স্বামী তার প্রদত্ত নগদ মহরের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণ স্বত্ত্বের নিকট থেকে উসূল করে নিবে। সাদরুল শহীদ ও ইমাদুদ্দীন (র) নগদ মহর ও দান-জেহাযের মধ্যে এভাবে তুলনা করেছেন যে, নগদ এক দীনার দান-জেহাযের তিন বা চার দীনারের সমান, কন্যার পিতা এই পরিমাণ প্রদান না করলে স্বামী তার প্রদত্ত মহর ফেরত নিয়ে নিবে। ইমাম মুরগিনানী (র) বলেন, সहीহ মতে পুরুষ কন্যার পিতার নিকট থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। কেননা বিবাহের মধ্যে মাল মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তার কন্যার জন্য দান-জেহায তৈরী করে তা তার নিকট সোপর্দ করার পূর্বে মারা যায়, এ অবস্থায় ওয়ারিসগণ যদি এ মাল থেকে নিজেদের অংশের দাবী করে তবে দান-জেহায প্রদত্ত কালে কন্যা বালিগা হয়ে গিয়ে থাকলে ওয়ারিসগণ এ মাল থেকেও তাদের উত্তরাধিকার পাবে। কিতাবের মধ্যে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। এটাই সहीহ অভিমত। কেননা কন্যা বালিগা হওয়ার পর দান-জেহাযের মালামাল তার নিকট হস্তান্তর না করা হলে এ মালে তার হস্তগত হওয়া ও মালিকানা কোনটাই সहीহ হবে না। পক্ষান্তরে কন্যা যদি নাবালিগা হয় তাহলে ওয়ারিসগণ তাদের হিস্যা পাবে না। কেননা কন্যা নাবালিগা হলে তার কবয (নিয়ন্ত্রণ) পিতারই কবয। (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া) কোন মহিলা যদি স্বামীর নিকট কিছু মালামাল প্রদান করে বলে যে, এগুলো বিক্রি করে ঘরের কাজে ব্যয় করুন। স্বামী স্ত্রীর কথা মত কাজ করার পর স্ত্রীকে এর মূল্য প্রদান করা তার উপর কি আবশ্যিক? জবাবে শায়খ (র) বলেন, হ্যাঁ, ওয়াজিব হবে। (ফাতওয়াল খাজনাদী)

৭. মাসআলা : কোন ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যে ইদত পালনরত আছে ইদতের পর তাকে বিবাহ করা হবে এই আশায় কেউ যদি তার জন্য টাকা পয়সা ব্যয় করে এবং ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর সে যদি ঐ পুরুষের সাথে বিবাহের ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে টাকা পয়সা দেওয়ার সময় সে বিবাহের শর্ত করে থাকলে বিবাহ



হোক বা না হোক সে তার দেওয়া টাকা পয়সা তার থেকে ফেরৎ নিতে পারবে। সাদরুশ শহীদ (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শায়খ ইমাম আল উস্তাদ (র) বলেন, বিগতম মতে, সে এ টাকা পয়সা ফেরত নিতে পারবে। চাই তার সাথে বিবাহ হোক বা না হোক। কেননা এতো ছিল ঘুষ। 'মুহীত' গ্রন্থে এ মতটিকে পসন্দনীয় অভিমত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী তাকে এ সব দিরহাম খরচ করার জন্য নগদ প্রদান করে। মহিলা যদি তার সাথে কেবল আহার করে থাকে সে তার থেকে কোন টাকা পয়সা ফেরত নিতে পারবে না। কেউ যদি কারো আঙ্গুরের বাগানে এই লোভে কাজ করে সে তার কন্যাকে তার নিকট বিবাহ দিবে, কিন্তু পরে দেয়নি তাহলে শ্রমদাতা ব্যক্তি বাগানের মালিকের নিকট থেকে কাজের সমপরিমাণ পারিশ্রমিক ফেরত নিতে পারবে। চাই সে কাজ করার সময় বিবাহের শর্ত করুক অথবা না করুক। একথা তখনই কার্যকরী হবে, যদি মালিক এ কথা জানে যে, সে উক্ত উদ্দেশ্যেই এই কষ্টকর কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। আমার মামা উস্তাদ যহীরুদ্দীন (র) বলেন, সে কিছুই ফেরত পাবে না (খুলাসা)

৮. মাসআলা : কোন পুরুষ কারো কন্যাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব করার পর কন্যার পিতা যদি বলে যে, হ্যাঁ যদি তুমি ছয় মাস অথবা এক বছরের মধ্য তার মহরানা আদায় করে দাও তবে তোমার নিকট আমি আমার কন্যাকে বিবাহ দিব। এরূপ কথাবার্তার পর উক্ত ব্যক্তি কন্যার পিতার ঘরে হাদিয়া প্রেরণ করতে আরম্ভ করল। কিন্তু উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে সমস্ত মহর পরিশোধ করতে পারল না। এ কারণে কন্যার পিতাও তার নিকট কন্যাকে বিবাহ দিল না। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি তার প্রদত্ত হাদিয়া ফেরত নিতে পারবে কিনা? জবাবে ফকীহগণ বলেন, এ ব্যক্তি যে সব মালামাল মহর হিসাবে প্রেরণ করেছে তা থাক বা না থাক সে তা ফেরৎ নিয়ে নিতে পারবে। অনুরূপভাবে উক্ত ব্যক্তি যে সব হাদিয়া প্রেরণ করেছে তা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাও ফেরৎ নিতে পারবে। আর যদি প্রেরিত হাদিয়া নষ্ট হয়ে থাকে বা নষ্ট করে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে দাতা ব্যক্তি কিছুই ফেরৎ পাবে না। জনৈক মহিলার অনেক দাসদাসী আছে। সে তার স্বামীকে বলল, তুমি আমার মহর থেকে এদের খোরপোষের ব্যবস্থা কর। স্বামী তাই করল। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি এসব ব্যয় মহর থেকে কর্তন করব না। কেননা তুমি তাদের খিদমত নিয়েছো। এ পর্যায়ে ফকীহ আবুল কাসিম (র) বলেন, স্বামী বিধান মতে তাদের জন্য যে সব ব্যয় করেছে তা মহর থেকে কর্তিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ : গৃহের আসবাব পত্রের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হলে

১. মাসআলা : ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে ঘরে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করে যদি ঐ ঘরের আসবাব পত্র নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিতর্ক হয়, চাই

তা বিবাহ বহাল থাকা অবস্থায় হোক অথবা বিচ্ছেদের পর হোক আর এ বিচ্ছেদ স্বামীর কর্মকাণ্ডের কারণে হোক বা স্ত্রীর কর্মকাণ্ডের কারণে হোক, তাহলে যে সব বস্তু সাধারণতঃ মহিলাগণ ব্যবহার করে থাকে যেমন : কামীস, ওড়না, চরখা, সিন্দুক ইত্যাদি। এ জাতীয় বস্তু স্ত্রী পাবে। কিন্তু স্বামী যদি নিজের মালিকানার স্বপক্ষে কোন দলীল প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে সেই এর মালিক হবে। আর পুরুষ মানুষের ব্যবহার্য বস্তু হলে, যেমন-হাতিয়ার, কাবা, টুপি, কোমরবন্ধ, কামান ইত্যাদি। এ জাতীয় বস্তু স্বামী পাবে। কিন্তু স্ত্রী যদি নিজের মালিকানার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে সেই এর মালিক হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ব্যবহারযোগ্য বস্তু নিয়ে বিতর্ক হলে যেমন-গোলাম, খাদিম, বিছানা, বকরী, ঘাঁড় ইত্যাদি এগুলো স্বামী পাবে। কিন্তু নিজের মালিকানার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারলে সেই এর মালিক হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন মারা যায় এরপর জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে পুরুষের ব্যবহার উপযুক্ত বস্তু হলে স্বামীই এ মালিক হবে। যদি সে জীবিত থাকে। অথবা তার ওয়ারিসগণ এর মালিক হবে, যদি সে মারা গিয়ে থাকে। আর যদি ঐ বস্তু মহিলাদের ব্যবহার্য বস্তু হয়, তাহলে স্ত্রীই এর মালিক হবে। যদি সে জীবিত থাকে। অথবা তার ওয়ারিসগণ এর মালিক হবে, যদি সে মারা গিয়ে থাকে। আর যে সব বস্তু উভয়ের ব্যবহারের উপযুক্ত ইমাম মুহাম্মদ (র) শর্তানুযায়ী পুরুষ তথা স্বামীই এর মালিক হবে, যদি সে জীবিত থাকে। আর মারা গিয়ে থাকলে তার ওয়ারিসগণ এর মালিক হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ জাতীয় বস্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে জীবিত আছে সে পাবে। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবসায় পণ্য সম্বন্ধে মতভেদ হয় এবং স্বামী ব্যবসার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হয় তবে স্বামীই এর মালিক হবে (মুহীত)

৩. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন আযাদ এবং অপরজন গোলাম হলে চাই কর্মকাণ্ড তার জন্য নিষিদ্ধ হোক অথবা এ ব্যাপারে সে অনুমতিপ্রাপ্ত হোক অথবা মুকাতাব হোক এ ক্ষেত্রে আযাদ ব্যক্তিই ঐ মালামালের অধিকারী হবে। সে যেই হোক। সাহিবাইন (র) এর মতে, গোলাম যদি 'মহাজুর' (مَجُور) অর্থাৎ তার কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হলে তার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি গোলাম কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত হয় কিংবা মুকাতাব হয়, তবে দুই আযাদ ব্যক্তির যে হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। স্বামী-স্ত্রীর একজন মুসলমান এবং একজন কাফির হলে অথবা উভয়ে মুসলমান হলে হুকুম একই। অনুরূপভাবে তাদের একজন বালিগ এবং অপর জন নাবালিগ হলে অথবা উভয়ে নাবালিগ হলে এক্ষেত্রেও হুকুম একই।

১. যে গোলামকে মালিক আয় উপার্জন করার অনুমতি দিয়ে বলল, তুমি যা উপার্জন করবে তা হতে দৈনিক এত টাকা আমাকে দিবে, বাকী তোমার। এই কর্মকাণ্ডে অনুমতি। (অনুবাদক)



(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গোলাম বা মুকাতাব হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে গৃহ সামগ্রীর ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও হুকুম পূর্বের অনুরূপ হবে। (মুহীত) একই ঘরে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করলে মালিকানা চাই স্বামীর হোক বা স্ত্রীর হোক তাতে উপরোক্ত মাসাইলের ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য হবে না। যদি স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো তত্ত্বাবধানে থাকে যেমন সন্তান পিতার তত্ত্বাবধানে অথবা পিতা সন্তানের তত্ত্বাবধানে ইত্যাদি এ জাতীয় সন্দেহযুক্ত অবস্থায় তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি ঘরের মালামালের মালিক হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪. মাসআলা : যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী রয়েছে যদি তার-এবং স্ত্রীদের মধ্যে ঘরের মালামালের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয় এবং স্ত্রীগণ যদি একই ঘরে বাস করে তাহলে মহিলাদের ব্যবহার্য জিনিষপত্র স্ত্রীগণ প্রত্যেকেই সমান সমান হারে পাবে। আর যদি তারা পৃথক পৃথক ঘরে বসবাস করে, তবে যে স্ত্রীর ঘরে যে মালামাল থাকবে তা সে এবং তার স্বামী পূর্বোক্ত বিবরণ অনুপাতে এর মালিক হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের কেউ অন্যের সাথে মালিকানায় শরীক হবে না। (মুহীত) মহিলা যদি স্বীকার করে যে, সে এ সামান্য তার স্বামীর নিকট থেকে খরিদ করেছে, তাহলে স্বামী এর মালিক হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি এ মালে নিজের মালিকানা দাবী করে তবে প্রমাণ পেশ করা তার উপর ওয়াজিব হবে।

৫. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে বাস করছে ঐ ঘরের মালিকানার ব্যাপারে যদি তাদের মধ্যে মতভেদ হয়, স্বামী বলে এ ঘরের মালিক আমি এবং স্ত্রীও বলে যে, এ ঘরের মালিক আমি, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি নিজের মালিকানার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় অথবা স্বামী স্ত্রী উভয়েই যদি প্রমাণ পেশ করে তবে স্ত্রীর দাবীর অনুকূলে ফয়সালা প্রদান করা হবে। ঘর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দখলে থাকে এ অবস্থায় স্ত্রী এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, এ ঘর তার এবং এই (স্বামী) ব্যক্তি তার গোলাম। অপর পক্ষে স্বামীও এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, এ ঘর তার এবং এ মহিলা তার স্ত্রী। সে তাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করে তার পাওনা মহর পরিশোধ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় 'স্বামী আযাদ' এই বক্তব্যের সমর্থনে সে প্রমাণ দেখাতে না পারলে এভাবে ফয়সালা দেওয়া হবে যে, ঘর এবং পুরুষের মালিক মহিলা। আর তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক আজ থেকে শেষ। যদি স্বামী তার আযাদ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় এবং বাকী মাসআলা আগের মতই থাকে তবে ফয়সালা এই মর্মে প্রদান করা হবে যে, এ পুরুষটি আযাদ এবং এই মহিলা তার স্ত্রী। তবে ঘরের মালিক মহিলাই হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মহিলাদের ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রীর ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ এবং উভয়ে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হলে স্বামী এর মালিক হবে। (মুহীত)

৬. মাসআলা : স্ত্রী স্বামীর তুলা থেকে সুতার কাটার পর তাদের মধ্যে মতভেদ হলে, চাই তা বিবাহ বিচ্ছেদের আগে হোক বা পরে এ ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর হুকুমে সুতা

কেটে থাকলে যেমন স্বামী তাকে বলেছে, তুমি আমাকে কিছু সুতা কেটে দাও তাহলে স্বামীই এ সুতার মালিক হবে। কিন্তু এতে স্ত্রী কোন পারিশ্রমিক পাবে না। যদি স্বামী তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদানের কথা বলে থাকে তাহলে সে ঐ পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবে। আর যদি অনির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের কথা বলে থাকে অথবা এরূপ শর্তারোপ করে যে, সুতা এবং কাপড়ের মালিক উভয়েই হবে। এ অবস্থায় স্ত্রী অনুরূপ পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক এ জাতীয় কাজ করলে অন্যান্য মানুষ পেয়ে থাকে। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তাদের মতভেদ হলে, অর্থাৎ স্ত্রী বলেছে যে, আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সুতা কেটেছি। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে বলেছে যে, তুমি বিনা পারিশ্রমিকে সুতা কেটেছো, তবে কসমের সাথে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি স্বামী-স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তোমার নিজের জন্য সুতা কাট তবে স্ত্রী সুতার মালিক হবে এবং সে কোন পারিশ্রমিক পাবে না। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, স্বামী বলে, আমি আমার জন্য তোমাকে সুতা কাটার অনুমতি দিয়েছি। স্ত্রী বলে না তুমি আমাকে আমার নিজের জন্য সুতা কাটার অনুমতি প্রদান করেছো, তাহলে কসমের সাথে স্বামীর কথাই গৃহীত হবে। আর স্বামী যদি বলে, সুতা কাট, আমরা উভয়েই এর মালিক হব। তাহলে সুতান মালিক স্বামী হবে এবং স্ত্রী 'আজরে মিসল' এ জাতীয় কাজ করলে যে পারিশ্রমিক পাওয়া যায় অনুরূপ পরিমাণ পারিশ্রমিক সে পাবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে শুধু কেবল সুতা কাটার হুকুম করে, অতিরিক্ত কিছু না বলে, তাহলে স্বামীই সুতার মালিক হবে। আর নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সুতা কাটে তবে স্ত্রী সুতার মালিক হবে এবং স্ত্রীর উপর অনুরূপ পরিমাণ তুলা স্বামীকে প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

৭. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হয়, এবং তুলার মালিক স্বামী বলে যে, তুমি আমার হুকুমে সুতা কেটেছো। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর কথা প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, না আমি তোমার হুকুম ছাড়াই সুতা কেটেছি, তবে স্বামীর কথাই গৃহীত হবে। স্বামী বাড়ীতে তুলা এনেছে কিন্তু স্ত্রীকে কিছুই বলেনি এ অবস্থায় স্ত্রী যদি নিজে নিজেই সুতা কেটে যায়, তাহলে স্বামী তুলার বেচাকেনা করলে তুলার মালিক স্ত্রী হবে এবং অনুরূপ পরিমাণ তুলা স্বামীকে প্রদান করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। আর সে যদি তুলার বেচাকেনা না করে এ অবস্থায় স্বামী অনুমতি প্রদানের দাবী করলে তার কথাই গৃহীত হবে। যেমন-স্বামীর অনীত গোশত দ্বারা খাদ্য পাকানোর পর স্বামীই এ খাদ্যের মালিক হয়, স্ত্রী নয়, যদি কাপড়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হয়, স্বামী বলে, তুমি আমার অনুমতিতেই কাপড় বুনার জন্য তাতীকে সুতা দিয়েছো। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, আমি বিনা অনুমতিতে তাকে সুতা প্রদান করেছি, তাহলে এক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গৃহীত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : 'ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়স' গ্রন্থের বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, কোন মহিলা তার স্বামী অনুমতিতে তার তুলা দ্বারা সুতা কাটল। তারপর তারা এ



কাপড় বিক্রি করে এর দ্বারা ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র খরীদ করল এবং কিছু কাপড় ঘরের জন্য রেখে দিল, এ অবস্থায় কাপড়ের থান এবং যে সব জিনিস এর মূল্য দ্বারা খরীদ করা হয়েছে এ সবের মালিক স্বামী হবে। তবে যে সব বস্তু স্বামী স্ত্রীর জন্য খরীদ করেছে অথবা স্বাভাবিকভাবে জানা যায় যে, এগুলো স্ত্রীর জন্যই স্বামী খরীদ করেছে তবে স্ত্রীই এর মালিক হবে। 'ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়স' গ্রন্থের বেচাকেনা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, জনৈক স্বামী তার স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সরবরাহ করে থাকে। আবার কখনো সে তাকে নগদ দিরহাম সরবরাহ করে বলে যে, এর দ্বারা তুলা কিনে সুতা কাট। মহিলা স্বামীর হুকুম মত তুলা কিনে সুতা কাটে এবং তা বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা ঘরের আসবাবপত্র খরীদ করে, তবে এ আসবাব পত্রের মালিক মহিলাই হবে (যখীরা)

৯. মাসআলা : স্ত্রী-স্বামীর জন্য রুমাল তৈরি করার উদ্দেশ্যে তার নামে সুতা কাটতে আরম্ভ করে রুমাল তৈরি করার পূর্বেই মারা গেলে অসম্পূর্ণ কাপড়ের মালিক ঐ ব্যক্তি হবে যে তুলার মালিক। অর্থাৎ তার স্বামী হবে। কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর যাবতীয় বিষয়ে তত্ত্বাবধান করে তাকে খোরপোষ দেয়, এমন কি তার জন্য বাজার থেকে তুলা খরীদ করে আনে, তারপর সে এর দ্বারা সুতা কাটে। সুতা কাটার পর স্বামী তা তাতীকে দেয়। তাতী এর দ্বারা কয়েক থান কাপড়ও তৈরী করার পর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং এ কাপড় বিক্রির জন্য বা স্বামীর ব্যবহারের জন্য তৈরি করে থাকলে স্বামী এর মালিক হবে। আর স্ত্রী তার নিজের জন্য তৈরী করে থাকলে সে নিজেই এর মালিক হবে। (কিনায়া)

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

## ফাসিদ বিবাহ ও তার বিধি-বিধান

১. মাসআলা : ফাসিদ তথা অশুদ্ধ নিয়মে বিবাহ সংঘটিত হলে, কাযী (বিচারক) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবেন। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সাথে সহবাস না করে থাকলে স্ত্রী মহর পাবে না এবং তার উপর ইদতও ওয়াজিব হবে না। আর সহবাস করে থাকলে 'মহরে মুসান্না' (ধারণকৃত মহর)-এবং 'মহরে মিসল' এতদুভয়ের মধ্যে যেটা পরিমাণে কম সে সেটাই পাবে, যদি আক্দের মধ্যে 'মহরে মুসান্না' নির্ধারিত হয়ে থাকে। আক্দের মধ্যে মহরে মুসান্না নির্ধারিত না হয়ে থাকলে সে মহরে মিসল পাবে। পরিমাণ বাই হোক না কেন। এ অবস্থায় মহিলার উপর ইদতও ওয়াজিব হবে। সহবাস যৌনিদ্বার দিয়ে হলে তা ধর্তব্য হবে এবং তখনই স্বামী তার পাওয়া পেয়েছে বলে গন্য হবে। যখন থেকে বিচ্ছেদ হবে তখন থেকেই ইদত পালন ধর্তব্য হবে। এটাই আমাদের ইমামত্রয়ের অভিমত। (মুহীত) 'মাজমূউন নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে যে, ফাসিদ বিবাহের মধ্যে যে, তালাক সংঘটিত হয়, তা শরঈ তালাক নয়। বরং এ তালাক পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ব্যতীত আর কিছু নয়, এ কারণেই তালাকের সংখ্যা কম হবে না। অর্থাৎ এসব বিচ্ছেদের পর তারা যদি পুনরায় সহীহভাবে বিবাহ সম্পন্ন করে নেয়, তাহলে স্বামী তিন তালাকের অধিকারী হবে। দুই তালাকের দ্বারা 'তালাকে মুগান্নায়া' পতিত হবে না। (খুলাসা)

২. মাসআলা : ফাসিদ বিবাহের মধ্যে সহবাসের পর পরস্পরের মধ্যকার বিচ্ছেদ কথার মাধ্যমেই ঘটতে হবে। যেমন স্বামী বলল 'خَالَيْتُ سَبِيلَكَ' (আমি তোমার পথ ছেড়ে দিলাম) অথবা বলল, আমি 'تَرَكْتُكَ' (তোমাকে ছেড়ে দিলাম) শুধু অসম্মতি প্রকাশের দ্বারা ছাড়াছাড়ি বলে গন্য হবে না। যদি অসম্মতির সাথেসাথে একথাও বলে যে, যাও বিবাহ করে নাও তবে এতেও ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু এতে তালাকে সংখ্যা কমবে না। সহবাসের পর পরস্পর একে অপরের নিকট যাতায়াত না করলে এতে ছাড়াছাড়ি হবে না। 'মুহীত' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, সহবাসের পূর্বেও কথার মাধ্যম ব্যতীত ছাড়াছাড়ি বলে গন্য হবে না। নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই অন্যের অনুপস্থিতিতে বিবাহ ফসখ (ভঙ্গ) করে দিতে পারবে। অবশ্য সহবাসের পর হলে অপর জনের অনুপস্থিতিতে বিবাহ ফসখ করা জায়েয হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) ছাড়াছাড়ি সহীহ হওয়ার জন্য এ সম্বন্ধে স্ত্রীর অবগত থাকা শর্ত নয়, যেমন তালাকের ক্ষেত্রে শর্ত নয়।



৩. মাসআলা : স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর উপর যে ইদ্দত ওয়াজিব হয় তা বিবাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে না। এবং এ ক্ষেত্রে স্ত্রী কোনরূপ খোরপোষও পাবে না। যদি বিবাহে ফাসিদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে খোরপোষের ব্যাপারে সমঝোতাও করে নেয় তারপরও স্ত্রী খোরপোষ পাবে না। (ওয়াজিব : আল-কুরদুরী) ফাসিদ বিবাহের মধ্যে কোন সন্তান পয়দা হলে, তার নসব প্রমাণিত বলে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, তার এ নসব সহবাসের পর হতে ধর্তব্য হবে। এর উপরই ফাতওয়া। ফকীহ আবুল লায়স (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবয়ীন)

৪. মাসআলা : ফাসিদ বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বে কোন হুকুম সাধিত হয় না। কাজেই কোন মহিলাকে ফাসিদ তরীকায় বিবাহ করার পর, স্বামী যদি স্ত্রীর মাকে কানোদিপনার সাথে স্পর্শ করে তার স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়, এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাকে বিবাহ করতে পারবে। এতে কোন বাধা নেই। (খুলাসা) কোন আযাদ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে খরীদ করে নেয়, তাহলে তার বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু 'আবদে মা'যুন' (ঐ গোলাম যাকে লেন-দেন করার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে)-এর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যদি সে তার স্ত্রীকে খরীদ করে, তবে এ বিবাহ ফাসিদ হবে না। (সিরাজিয়া) ফাসিদ বিবাহের মধ্যে সহবাসের দ্বারা স্ত্রী মুহসানা (বিবাহিতা) বলে গণ্য হবে না। কাজেই বিবাহ বিচ্ছেদের পর ঐ মহিলার সাথে সংগত হলে তাকে হদ্দ-ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া হবে। (মি'রাজুদ দিরায়ী) ফাসিদ বিবাহের পর স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে খালাওয়াত করে এবং এতে সন্তান পয়দা হয় অথচ স্বামী তার সাথে সহবাসের কথা অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে, স্ত্রীর জন্য মহর ওয়াজিব হবে এবং তার উপর ইদ্দত পালনও অপরিহার্য হবে। কিন্তু অপর বর্ণনা মতে, নসব সাব্যস্ত হবে না, মহর ওয়াজিব হবে না এবং ইদ্দত পালন করাও তার উপর ওয়াজিব হবে না। আর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বাধামুক্ত পরিবেশে নির্জনে বাস করলে, এ সন্তানের নসব তার থেকে অপরিহার্য হবে না। (মুহীত)

৫. মাসআলা : কোন পুরুষ তার স্ত্রী থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকার পর স্ত্রী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং তার থেকে কয়েকটি সন্তানও জন্ম নেয় অথবা কোন মহিলাকে গ্রেফতার করে নেওয়ার পর তাকে যদি কোন হারবী ব্যক্তি বিবাহ করে এবং তার থেকে কয়েকটি সন্তান জন্মলাভ করে অথবা কোন মহিলা যদি তালাকের দাবীতে ইদ্দত পালনের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করে নেয় এবং তার থেকে বাচ্চা পয়দা হয় অথবা মহিলার নিকট স্বামী মারা যাওয়ার সংবাদ পৌঁছার পর সে ইদ্দত পালন করে, যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং তার থেকে সন্তান পয়দা হয়, তাহলে ইমাম আযম আবু

হানীফা (র)-এর মতে, এ সন্তান প্রথম স্বামীর সন্তান বলে গণ্য হবে। চাই প্রথম স্বামীর সন্তান অস্বীকার করুক। এমনভাবে চাই এ সন্তান ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে হোক কিংবা দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই দ্বিতীয় স্বামী তাদেরকে যাকাত দিতে পারবে এবং তার পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যও হবে। (ওয়াজীব : আল-কুরদুরী)

৬. মাসআলা : আবদুল করীম জুরজানী (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দ্বিতীয় স্বামী সন্তানের অধিকারী হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এ মতের প্রতি রুজু করেছেন এবং এর উপরই ফাতওয়া। (তাজনীস) ফাতওয়ায়ে কাযীখান এবং সিরাজিয়ার মধ্যে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। সাদরুশ শহীদ (র)-এরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন। ইমাম যহীরুদ্দীন (র) বলেন, প্রথম স্বামী সন্তানের অধিকারী হবে। এ কথার উপরই ফাতওয়া। কেননা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, "বিছানা যার সন্তান তার" এ কারণেই উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে স্বামী যদি এসে উপস্থিত হয়ে যায় এবং বাকী মাসআলা আগের অবস্থায়ই বলবৎ থাকে, তবে প্রথম স্বামীই সন্তানের অধিকারী হবে। (ওয়াজীব : আল-কুরদুরী) পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি বিবাহের সময় থেকে চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার গর্ভপাত এবং সন্তানের অবয়ব তৈরী হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে।<sup>১</sup> কিন্তু চারমাসের এ দিন কম সময়ের মধ্যে এ গর্ভপাত ঘটলেও বিবাহ জায়েয হবে না। কোন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সে যদি বলে যে, আমি ইদ্দত পালনের অবস্থায় আছি, তবে তালাক ও দ্বিতীয় বিবাহের মধ্যে দুই মাসের কম ব্যবধান থাকলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। এবং বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি দুই মাসের ব্যবধান থাকে, তাহলে তার কথা তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। কাজেই বিবাহ সহীহ বলে গণ্য হবে। (খুলাসা)

১. অর্থাৎ অন্যের দাসীকে বিবাহ করেছে। (সম্পাদক)

২. এমন স্ত্রী যার এখনও সন্তান হয়নি। (সম্পাদক)

১. অর্থাৎ এ 'হামল' ঐ পুরুষ থেকে গণ্য হবে। মনে করা হবে যে, প্রথম রাতেই স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে। আর চার মাস হতে কম সময়ের মধ্যে এমনটি ঘটলে মনে করা হবে যে, সে পূর্বে গর্ভবতী ছিল। কাজেই এ বিবাহ জায়েয হবে না (আলমগীরী (উর্দু), পৃষ্ঠা, ২৪৩)



## নবম পরিচ্ছেদ ক্রীতদাসের বিবাহ

১. মাসআলা : গোলাম, মুকাতাব, মুদাব্বার, দাসী এবং উম্মে ওয়ালাদের বিবাহ মুনীরের অনুমতি ছাড়া হলে, তা মুনীরের অনুমতির উপর নির্ভরশীল থাকবে। সে অনুমতি দিলে জায়েয হবে। আর অনুমতি না দিলে তা বাতিল হয়ে যাবে। যদি এ জাতীয় লোকেরা মুনীরের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে, তবে মহর তাদের উপরই ওয়াজিব হবে। মহরের দাবীতে সাধারণ গোলামকে বিক্রয় করা জায়েয। কিন্তু মুকাতাব বা মুদাব্বার গোলামকে বিক্রয় করা জায়েয হবে না। বরং তারা চেষ্টা করে মহরের টাকা পরিশোধ করে দিবে। (তাবয়ীন) অনুরূপভাবে মুকাতাবা দাসীও মুনীরের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে না। এমনভাবে যে দাস-দাসী লেন-দেনের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত তাদের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা তাদেরকে তো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে নয়। মুদাব্বারা দাসীও নিজেকে মুনীরের অনুমিত ব্যতীত অন্য কারো বিবাহে সমর্পণ করতে পারবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

২. মাসআলা : মহর উসূল করার জন্য একবার কোন দাসকে বিক্রি করার পর তা দিয়ে পূর্ণ মহর উসূল না হলে, উক্ত গোলামকে এ উদ্দেশ্যে পুনরায় বিক্রি করা জায়েয হবে না। বরং আযাদ করার পর তার নিকট থেকে মহরের দাবী করা হবে। কেননা পূর্ণ মহর উসূলের নিমিত্তে তাকে তো একবার বিক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু খোরপোষের জন্য তাকে বারবার বিক্রি করা যাবে। উক্ত গোলাম যদি মারা যায়, তাহলে খোরপোষ এবং মহরের বিষয়টি তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। (তাবয়ীন) মুনীরের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করা অবস্থায় গোলামের উপর যে মহর ওয়াজিব হয় তা তার নিকট থেকে উসূল করা হবে তার আযাদ হওয়ার পর (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : গোলামকে বিবাহ করানোর পর যদি মুনীর তাকে বিক্রি করে দেয় তবে মহর তার 'রাকাবার'২। সাথে আবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ সে যেখানে যাবে মহরের দায়-দায়িত্ব ও তার সাথে সাথেই থাকবে, এটাই সহীহ মত। যেমন গোলাম যদি

কারো মাল নষ্ট করে দেয় এবং এর জরিমানা গোলামের উপর ওয়াজিব হয়, তবে গোলাম যেখানেই যাবে এর জরিমানা আদায় করতে হবে। কেউ যদি কোন আযাদ মহিলার সাথে নিজের গোলামকে বিবাহ করায় এবং এরপর তাকে আযাদ করে তবে উক্ত মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে মুনীরের নিকট থেকে মহর উসূল করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে (আদায়কৃত) গোলামের নিকট থেকেও মহর উসূল করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গোলামের মূল্য এবং মহর এ দু'য়ের মধ্যে যেটি পরিমাণে কম হবে সেই পরিমাণই আদায় করতে হবে। মুনীর যদি কোন মহিলার সাথে তার মুদাব্বার গোলামকে বিবাহ করায়, তারপর সে মারা যায় তবে মহরের দায়-দায়িত্ব গোলামকে বহণ করতে হবে। সে আযাদ হওয়ার পর তার নিকট এর দাবী করা হবে। (কিন্য়া)

৪. মাসআলা : কেউ যদি কোন আযাদ মহিলার সাথে তার গোলামকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে বিবাহ করায় এবং গোলাম তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর মালিক এ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর মালিক এ গোলামকে ঐ মহিলার নিকট নয় শত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, তবে উক্ত মহিলা মহর বাবদ 'নয়শ' দিরহাম পাবে এবং বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে মহিলা বাকী একশ' দিরহাম গোলামের নিকট থেকে ফেরৎ নিতে পারবে না। যদিও সে আযাদ হয়ে যায়। যদি অপর কোন ব্যক্তি উক্ত গোলামের নিকট একহাজার দিরহাম পাওনা থাকে এবং সে তাকে ঐ মহিলার নিকট বিক্রয় করা অনুমতি প্রদান করে থাকে, তাহলে পাওনাদার ব্যক্তি এবং ঐ মহিলা এই নয়শ' টাকা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিবে। অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তি তার এক হাজার পাওনা এবং মহিলা তার এক হাজার মহরের আনুপাতিক হারে এ নয়শ' টাকা থেকে ভাগ করে নিয়ে যাবে। তারপর মহিলা ঐ গোলামের নিকট থেকে বাকী দিরহাম চাইতে পারবে না। কিন্তু পাওনাদার ব্যক্তি বাকী টাকার ব্যাপারে দাবী করতে পারবে যখন সে আযাদ হবে তখন। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫. মাসআলা : বিয়ের ব্যাপারে মুনীর সকল প্রকার দাস-দাসীর উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। কিন্তু মুকাতাব ও মুকাতাবাকে চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। (ইতাবিয়া) তাদেরকে বিয়ের ব্যাপারে বল প্রয়োগ করা যাবে না। যদি তারা না বালিগ হয়। এটি একটি দুর্বল মাসআলা যে, বিয়ের ক্ষেত্রে এখানে না বালিগ ও না বালিগার রায়কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এমনকি ফকীহগণ বলেছেন যে, মুনীর যদি তাদের অনুমতি ছাড়া কোথাও তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে এ বিবাহ তাদের অনুমতির উপর মাওকুফ থাকবে। কিন্তু তারা যদি বদলে কিতাবাত আদায় করে নিজেরা আযাদ হয়ে যায় তবে না বালিগ থাকা অবস্থায় তাদের রায় ধর্তব্য হবে না। বরং এ অবস্থায় শুধু মুনীর অথবা ওলীর রায় বিবেচ্য হবে। (তাবয়ীন) যদি মুনীর না বালিগ মুকাতাবা

১. বিবাহ ছিন্ন করার।

২. গোলাম عبد ما دون له অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল। (সম্পাদক)

১. অর্থাৎ তাদেরকে আয় উপার্জনের সুযোগ দিবে। উপার্জিত অর্থ মহরে পরিশোধের অনুমতি দিবে। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ গোলামের উপরেই ঐ মহর ওয়াজিব থাকবে। যতবার তাকে বিক্রি করা হোক না কেন এবং যত মালিক পরিবর্তিত হতে থাকুক না কেন। (সম্পাদক)



দাসীকে কারো নিকট বিবাহ দেয় এবং সে তার বদলে কিতাবাত আদায়ের পূর্বে এর উপর রাযী হয়ে যায়, তারপর সে আযাদ হয়, তবে এ অবস্থায় তা কোনরূপ ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা সে নাবালিগা। অবশ্য বালিগ হওয়ার পর তার 'খিয়ারে বুলুগ' হাসিল হবে। (কাফী) মুকাতাবা মহিলা যদি বিবাহের ব্যাপারে রাযী না হয় এবং বিবাহ ভেদেও না দেয় এ অবস্থায় সে যদি 'বদলে কিতাবাত' আদায় করতে অক্ষম হয়ে সাধারণ বাঁদীতে পরিণত হয় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সে যদি বিবাহের ব্যাপারে অনুমতিও প্রদান করে তথাপিও এ অনুমতি কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে মুনীব যদি মুকাতাবা নাবালিগ গোলামকে তা অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার সাথে বিবাহ করায় এর পর সে যদি 'বদলে কিতাবাত' আদায়ের ব্যাপারে অক্ষম হয়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ গোলামে পরিণত হয়ে যায় তবে তার বিবাহ বাতিল হবে না। বরং মুনীবের উপর তা মাওকুফ থাকবে। (মুহীত)

৬. মাসআলা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিবাহের অনুমতি দান করলে<sup>১</sup> এতে ফাসিদ বিবাহও शामिल থাকবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে কেবল সহীহ বিবাহই এর মধ্যে शामिल থাকবে (তাবয়ীন) কেউ যদি কোন মহিলাকে ফাসিদ তরীকায় বিবাহ করার পর তাকে পুনরায় সহীহভাবে বিবাহ করতে চায়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার জন্য এরূপ করার অধিকার নেই। কেননা মুনীব যে অনুমতি প্রদান করেছে তা নিকাহে ফাসিদের দ্বারা খতম হয়ে গেছে। (বাদায়ে) কেউ যদি তার গোলামকে সাধারণভাবে বিবাহের জন্য অনুমতি প্রদান করে এবং এরপর সে ফাসিদ তরীকায় কাউকে বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাস করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। আর এ মহর তৎক্ষণাৎ আদায় করতে হবে। (মুহীত)

৭. মাসআলা : মুনীব কোন গোলামকে ফাসিদ বিবাহের অনুমতি প্রদানের পর সে যদি বিবাহ করে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে সকল ইমামের মতে তার উপর নগদ মহর আদায় করা ওয়াজিব হবে। (বাদায়ে) কেউ তার গোলামকে<sup>২</sup> বিবাহের অনুমতি প্রদানের পর সে যদি একই আক্কে দুই বিবাহ করে তবে কোন বিবাহই জায়েয হবে না। কিন্তু অনুমতি প্রদান বাক্য ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ থাকলে সেক্ষেত্রে এ বিবাহ জায়েয হবে। যেমন কেউ তার গোলামকে বলল, যতজন মহিলা ইচ্ছা বিবাহ কর। এ অবস্থায় অনুমতি ব্যাপক হবে এবং দুইজন মহিলার সাথে তার বিবাহ বৈধ হবে। যদি মুনীব বলে যে, দুইজনকে বুঝানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল তবে এ অবস্থায়ও দুইজনকে বিবাহ করা জায়েয হবে (মুহীত) যদি দাস বা দাসী মুনীবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করে এবং মুনীব যদি সহবাসের পূর্বে অথবা বিবাহের

ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তাহলে একই মহর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ মহরে মুসাম্মা ওয়াজিব হবে। গোলাম মুনীবের অনুমতির পূর্বে তালাক প্রদান করলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কোন প্রকার অনুমতির প্রয়োজন আর এ ক্ষেত্রে হবে না। (ইতাবিয়া)

৮. মাসআলা : দাসী মহর হিসাবে যা কিছু পাবে মুনীবই এর মালিক হবে। চাই এ মহর আক্দের কারণে ওয়াজিব হোক বা সহবাসের কারণে ওয়াজিব হোক অথবা চাই এ মহর মহরে মুসাম্মা হোক কিংবা মহরে মিসল হোক। এমনিভাবে চাই এ দাসী সাধারণ দাসী হোক কিংবা মুদাব্বারা হোক কিংবা উম্মে ওয়ালাদ হোক। মুকাতাবা এবং যার কিয়দংশ আযাদ হয়ে গেছে তাদের হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদের মহরের মালিক হবে। (বাদায়ে) কেউ যদি তার দাসীকে কারো নিকট বিয়ে দেয় অথবা মুনীবের অনুমতিতে কেউ যদি অন্য পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারপর সে আযাদ হয় তবে তার জন্য ইখতিয়ার থাকবে এবং মুনীব মহরের মালিক হবে। (তামারতানী) মুনীব তার বাদীকে বিয়ে দেওয়ার পর তাকে আযাদ করলে এবং এরপর স্বামী তার মহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে মহরের অতিরিক্ত অংশ মুনীব পাবে। ইবন রজুম ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে এ মতটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, দাসীই এর মালিক হবে। অনুরূপভাবে দাসীকে বিক্রি করার পর যদি স্বামী তার মহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ মহরের মালিক ক্রেতা ব্যক্তি হবে। (মুহীত) গোলাম মুনীবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করার পর মুনীব যদি তাকে বলে যে, তুমি তাকে রিজঈ তালাক প্রদান কর তবে একে মুনীবের পক্ষ থেকে অনুমতি বলে গন্য করা হবে। (তাবয়ীন) পক্ষান্তরে মুনীব যদি গোলামকে শুধু এতটুকু বলে যে, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও অথবা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও তবে এর দ্বারা অনুমতি প্রমাণিত হবে না। (বাদায়ে)

৯. মাসআলা : এ বিষয়ে মূলনীতি হল মুনীব যদি গোলামকে পরিস্কারভাবে বিয়ের জন্য অনুমতি দেয় যেমন বলল, আমি অনুমতি দিলাম, এতে আমি রাযী আছি। তবে এতে অনুমতি প্রমাণিত হয়েছে বলে গন্য হবে। অনুরূপভাবে অনুমতির প্রতি ইংগিতবহন কথাও কাজের দ্বারাও অনুমতি প্রমাণিত হয়। যেমন বিয়ের কথা শোনার পর মুনীব বলল, এটা ভাল, ঠিক আছে, তুমি যা করেছ খুবই ভাল করেছো, আল্লাহ এত বরকত দান করেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। কিংবা মুনীব মহিলার নিকট মহর পাঠিয়ে দিল ইত্যাদি। কিন্তু হাদিসের বিষয়টি এ থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এর দ্বারা অনুমতি সাব্যস্ত হবে না। ফকীহ আবুল কাসিম (র) বলেন, উপরোক্ত কোন কথার দ্বারাই অনুমতি সাব্যস্ত হবে না। প্রথমটি ফকীহ লায়স (র)-এর অভিমত। সাদরশ শহীদ (র)-এ ভিত্তিতে ফাতওয়া প্রদান করতেন। কিন্তু গোলাম যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, মুনীব এ সব কথা ক্রীড়াচ্ছিল বলেছেন বা কৌতুক ছলে বলেছেন তবে এর দ্বারা অনুমতি প্রমাণিত হবে না। বিবাহের ব্যাপারে মুনীবের পক্ষ থেকে 'ইযিন প্রদান' অনুমতি হিসাবে

১. গোলাম বা বাদীকে।

২. সাধারণ বাক্যে কোনরূপ বিশেষণ বা শর্ত আরোপ ছাড়া।



গন্য হবে না। এতদসত্ত্বেও গোলামের কৃত কর্মের প্রতি মুনীরের অনুমতি পাওয়া গেলে ইসতিহসানের ভিত্তিতে বিবাহ জায়েয হবে। যেমন কোন অন্য কোন ব্যক্তি যদি কোন গোলামকে বিবাহ করায়, এরপর মুনীব এ বিবাহের অনুমতি প্রদান করে তার অনুমতির পর গোলাম 'ফুযূলী' (فُضُولِي) ব্যক্তিকে অনুমতি দেয়, তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। (তাবয়ীন)

১০. মাসআলা : কোন দাসী মুনীরের অনুমতি ছাড়া একশ' দিরহামের বিনিময়ে কারো বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর মুনীব যদি স্বামীকে বলে যে, আমি তোমাকে এই শর্তে বিবাহের অনুমতি প্রদান করলাম যে, তুমি আরো পঞ্চাশ দিরহাম আমার জন্য বাড়িয়ে দিবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি তা অস্বীকার করে তবে অনুমতি সাব্যস্ত হবে না এবং একে রদ হিসাবেও গণ্য করা হবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মুনীব ইচ্ছা করলে অনুমতি প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে যদি মুনীব বলে যে, পঞ্চাশ দিরহাম আরো অতিরিক্ত প্রদান না করলে আমি অনুমতি দিব না। এ কথা মঞ্জুর করে নেয় তাহলে এ অতিরিক্ত পরিমাণও মূল মহরের সাথে যোগ হবে। আর যদি বলে আমি অনুমতি দিব না। তবে তুমি আরো পঞ্চাশ দিরহাম বাড়িয়ে দিবে। এরূপ বললে এসব কথা রদ হয়ে যাবে এবং প্রথম বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি মুনীব বলে পঞ্চাশ দীনারের বিনিময়ে আমি অনুমতি প্রদান করলাম, এতে স্বামী রাযী হয়ে গেলে বিবাহ সহীহ হবে। এবং পঞ্চাশ দীনার মহর হিসাবে সাব্যস্ত হবে। (কাফী)

১১. মাসআলা : স্বামী যদি অন্যের আযাদকৃত দাসীকে বলে, তুমি পঞ্চাশ দীনার পাবে যদি তুমি আমাকে বরণ করে নাও। এ কথার পর সে যদি তাকে গ্রহণ করে নেয় তবে এত আকদ অপরিহার্য হবে। কিন্তু কোন টাকা পয়সা পাবে না। অর যদি বলে, তুমি আমাকে বরণ করে নাও এবং তুমি মহর ছাড়া আরো পঞ্চাশ দিরহাম অতিরিক্ত পাবে, তবে বিবাহ সহীহ হবে এবং মহরের অতিরিক্ত পরিমাণ মুনীব যদি পরবর্তীতে স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিবাহের অনুমতি দেয় তবে বিবাহ সহীহ হবে না। (কাফী) বাপ, দাদা, ওলী, কাযী(বিচারক) মুকাতাব শরীকে মুফাবিয তার সাক্ষরিত দাসীকে অন্যের নিকট বিবাহ দিতে পারবে। কিন্তু গোলামকে বিবাহ করানো তাদের ইখতিয়ার নেই। পক্ষান্তরে কাজের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম, অনুরূপ না বালিগ, সন্তান, মুযারিবৎ এবং মূলধনের মধ্যে সমপর্যায়ের দুই শরীকের কোন একজন ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে দাসীকে বিবাহ করানোর ইখতিয়ার রাখে না। পিতা

১. فُضُولِي - ফুযূলীর অর্থ বাংলায় ব্যবহৃত অপরিচিত ব্যক্তি নয় বরং এমন ব্যক্তি যার এই বর বা কনেকে বিবাহ দিবার আইনগত কোন অধিকার নেই, ওলী নয় বা কোন সময় ওলী হতে পারবে না এমন ব্যক্তি। (সম্পাদক)

২. দুই শরীক ব্যবসায়ী যারা দায়-দায়িত্বের দিক থেকে সমান। মূলধনের ক্ষেত্রে সমান হওয়া শর্ত নয়। (অনুবাদক)

৩. শরীক ব্যবসায়ী (আলমগীরী (উর্দু) পৃ. ২৪৬)

বা ওলী যদি কোন নাবালিগ সন্তানের দাসীর সাথে নিজের গোলামকে বিবাহ করায় তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। (খুলাসা) মুনীব যদি তার নিজের দাসীকে তার দাসের বিবাহে সমর্পণ করে তবে ঐ দাসীর মহর তার উপর ওয়াজিব হবে না। (মুহীত)

১২. মাসআলা : কেউ যদি নিজ দাসীকে স্বীয় গোলামের নিকট এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, দাসীর তালাকের কর্তৃত্ব তার হাতেই থাকবে। এক্ষেত্রে মুনীব যদি প্রথমে কথা বলে এবং এরূপ বলে যে, আমি তাকে তোমার নিকট এই শর্তে বিবাহ দিলাম যে, তার তালাকের বিষয়টি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং যখন ইচ্ছা আমি তাকে তালাক প্রদান করব। স্বামী এ কথা স্বীকার করে নিলে বিবাহ সহীহ হবে। এবং তালাকের কর্তৃত্ব মুনীর হাতেই থাকবে। আর যদি গোলাম প্রথমে কথা বলে এবং এরূপ বলে যে, আপনার দাসীর সাথে আমাকে বিয়ে করিয়ে দিন এই শর্তে যে, তার তালাকের কর্তৃত্ব আপনার হাতেই থাকবে। যখন ইচ্ছা আপনি তাকে তালাক প্রদান করতে পারবেন। এ কথার উপর মুনীব যদি গোলামকে বিবাহ করায় তবে তালাক প্রদানের কর্তৃত্ব মুনীর ইখতিয়ারে থাকবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

১৩. মাসআলা : পিতা যদি তার পুত্রের দাসীর সাথে তার দাসকে বিবাহ করিয়ে দেয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ বিবাহ সহীহ হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর যুক্তি হচ্ছে এই যে, এ ক্ষেত্রে গোলামের উপর মহর ওয়াজিব হবে না এবং এতে কোন ক্ষতিও নেই। কাজেই পিতার জন্য এরূপ অধিকার থাকবে। (মুহীত : সারাখসী) যদি গোলাম, মুকাতাব, মুদাব্বার অথবা উম্মে ওয়ালাদের পুত্র মুনীরের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে এবং তার পক্ষ হতে অনুমতি পাওয়ার আগে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, তবে এ তালাক প্রকৃত তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এটা ছাড়াছাড়ি বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে তালাকের সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে না। এ স্বামী যদি তালাকের পর তার সাথে সহবাস করে, তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। তালাকের পর মুনীর এই বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলে, এ অনুমতি কার্যকরী হবে না। এমনভাবে তালাকের পর মুনীব যদি ঐ মহিলার সাথে পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করে তবে আমার মতে এ বিবাহ মাকরুহ হবে। তবে বিবাহ হয়ে গেলে আমি আর বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম দিব না। (মুহীত)

১৪. মাসআলা : দুই মুনীরের কোন একজন যদি দাসীকে কারো নিকট বিবাহ দেয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাসও করে, তবে অপর মালিক তা ভঙ্গ করে দিতে পারবে। ভঙ্গ করে দিলে এ মহিলা মহরে মিস্লের অর্ধেক পাবে। এবং বিবাহদাতা মুনীর মহরে মিস্ল এবং মহরে মুসাম্মার মধ্যে যেটি পরিমাণে কম তা পাবে। (যহীরিয়া) অজ্ঞাত বংশ কোন দাসী যদি বলে যে, আমি আমার স্বামীর পিতার দাসী। তার স্বামী বলে যে, সে বংশগতভাবে আযাদ। তারপর পিতা মারা গেলে এ বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে।



(ইতাবিয়া) দাসী মুনীবের অনুমতি ব্যতীত কারো বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর মুনীব যদি তাকে বিক্রি করে ফেলে তারপর ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দেয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাসও করে থাকে তাহলে বিবাহ সहीহ হবে। আর সহবাস না করে থাকলে বিবাহ সहीহ হবে না। কেননা এ বাদী ক্রয়কারী ব্যক্তির জন্য হালাল এবং এটি নিশ্চিত। আর কায়দা আছে যে, নিশ্চিত হালাল যদি হালালে মওকুফের উপর আপত্তি হয় তবে হালালে মওকুফের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং খরীদার যদি এমন ব্যক্তি হয় যার জন্য ঐ মহিলার সাথে সহবাস করা জায়েয নেই তবে ঐ মহিলার বিবাহ সর্বাবস্থায় জায়েয হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) মুকাতাবা যদি ওলীর অনুমতি ছাড়া কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারপর ওলী মারা যায় এবং তার ওয়ারিসগণ বিবাহের অনুমতি প্রদান করে, তবে বিবাহ সहीহ হবে। এবং অনুমতিও জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কায়ীখান) ওয়ারিসের অনুমতিতে মুকাতাব-গোলামের বিবাহ বৈধ হবে। (ইতাবিয়া)

১৫. মাসআলা : কোন মুনীব তার গোলামকে নিজ দায়িত্বে বিবাহের অনুমতি প্রদানের পর সে যদি তার নিজ দায়িত্বে কোন দাসী, মুদাব্বারা, অথবা উম্মে ওয়ালাদকে তাদের মুনীবের অনুমতিতে বিবাহ করে, তাহলে বিবাহ জায়েয হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীর মুনীবের গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। আর ঐ গোলাম যদি নিজ দায়িত্বে কোন আযাদ মহিলাকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে গোলাম যদি নিজ দায়িত্বে কোন মুকাতাবা দাসীকে বিবাহ করে, তবে এ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুনীব গোলামকে তার নিজ দায়িত্বে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করে থাকে তবে। আর যদি শুধু বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করে থাকে এবং নিজ দায়িত্বের কথা উল্লেখ না করে, এ উক্ত দাস ব্যক্তি যদি কোন আযাদ কিংবা মুকাতাবা, মুদাব্বারা অথবা উম্মে ওয়ালাদকে নিজ দায়িত্বে বিবাহ করে, তবে ইসতিহসান-এর আলোকে মূল্যের বিনিময়ে তাদের এ বিবাহ জায়েয হবে। (মুহীত) উপরোক্ত বিধান তখনই হবে যদি তার মূল্য মহরে মিসলের সমতুল্য হয় অথবা এর থেকে এমন পরিমাণ বেশী হয় যে, সাধারণত মানুষ এ পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। আর যদি এত বেশী হয় যে, এ পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি মানুষ সাধারণত স্বীকার করে নেয় না, তবে বিবাহ জায়েয হবে না। এ অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে উক্ত গোলামের নিকট মহরের দাবী করা যাবে না। এবং এ অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে উক্ত গোলামের নিকট মহরের দাবী করা যাবে না। এবং এ অবস্থায় সে আযাদ হয়ে যাবে। (কাফী)

১৬. মাসআলা : মুনীব তার মুকাতাব বা মুদাব্বার গোলামকে নিজ দায়িত্বে বিবাহের অনুমতি প্রদানের পর সে যদি নিজ দায়িত্বে কোন দাসী অথবা মুদাব্বারা বা

উম্মে ওয়ালাদকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। অনুরূপভাবে সে যদি কোন আযাদ মহিলা অথবা মুকাতাবাকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মুকাতাব ও মুদাব্বারের উপর ওয়াজিব হবে তাদের মূল্য আদায়ের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করা এবং মুনীবকে তা আদায় করে দেওয়া। কোন গোলাম যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া কোন আযাদ নারী, দাসী, মুকাতাবা, মুদাব্বারা অথবা উম্মে ওয়ালাদকে নিজ দায়িত্বে বিবাহ করে এবং এ সংবাদ মুনীবের নিকট পৌঁছার পর সে যদি বিবাহের অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে সাধারণ দাসী, মুদাব্বারা এবং উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে তার এ অনুমতি কার্যকরী হবে। এবং বিবাহও জায়েয হবে। কিন্তু আযাদ ও মুকাতাবা নারীর ক্ষেত্রে এ অনুমতি কার্যকরী হবে না। কোন গোলাম যদি নিজ দায়িত্বে কোন আযাদ রমণীকে বিবাহ করে এবং তারপর তার সাথে সহবাসও করে তাহলে তার উপর নিজ মূল্য এবং মহরে মিসলের থেকে যেটি কম হবে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। মুনীবের পক্ষ থেকে বিবাহের অনুমতি প্রদানের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে এ পরিমাণ টাকা তার দায়িত্বে ঋণ হিসাবে থাকবে। এবং তাকে বিক্রি করে সে ঋণ উসূল করে নেওয়া হবে। অবশ্য মুনীব যদি তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যদি মুনীবের অনুমতির আগেই গোলাম তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে আযাদ হওয়ার পর এই গোলামকে এই ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে। গোলাম যদি নিজ দায়িত্বে সাধারণ দাসী, মুদাব্বারা অথবা উম্মে ওয়ালাদকে বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাসও করে তবে সে মুনীবের অনুমতিক্রমে সহবাস করে থাকলে তার উপর মহরে মুসাম্মাই কেবল ওয়াজিব হবে। আর তা হল সেতার স্ত্রীর মালিকের গোলাম বলে গণ্য হবে। আর মুনীবের অনুমতির পূর্বেই সে যদি ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর তার উপর 'মহরে মুসাম্মা' ওয়াজিব হবে। এবং এ গোলাম স্ত্রী মুনীবের গোলাম হয়ে যাবে। কোন কোন মাশাইখে কিরাম বলেন, উপরে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা ইসতিহসানের দাবী (মুহীত)

১৭. মাসআলা : গোলাম মুনীবের অনুমতি ছাড়া কোন দাসীকে বিবাহ করার পর পুনরায় কোন আযাদ মহিলাকে বিবাহ করে। অতঃপর মুনীব যদি তাদের উভয়ের বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তবে আযাদ মহিলার বিবাহ জায়েয হবে। পক্ষান্তরে কোন গোলাম যদি প্রথমে আযাদ মহিলাকে বিবাহ করে, তারপর কোন বাদীকে বিবাহ করে এরপর মুনীব উভয়ের বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আযাদ মহিলার বিবাহ জায়েয হবে। অনুরূপভাবে কোন গোলাম যদি একের পর এক তিনজন মহিলাকে বিবাহ করে এবং এ সংবাদ মুনীবের নিকট পৌঁছার পর সে যদি সকলের বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে এ অবস্থায় গোলাম তাদের সাথে সহবাস না করে থাকলে শুধুমাত্র তৃতীয়জনের বিবাহ জায়েয হবে। আর সহবাসের করে থাকলে সকলের বিবাহই ফাসিদ হয়ে যাবে। (যহীরিয়া)



১৮. মাসআলা : কোন গোলাম মুনীবের অনুমতি ছাড়া যদি প্রথমে দাসী পরে আযাদ রমণী এবং এর পরও একজন দাসীকে বিবাহ করে, তারপর মুনীব যদি তাদের বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তবে শেষোক্ত দাসীর বিবাহ জায়েয হবে। আর কোন গোলাম যদি প্রথমে দু'জন আযাদ নারীকে বিবাহ করে পরে তাদের কোন একজনের সাথে সহবাস করে এবং তারপর একজন দাসী বিবাহ করে, এ অবস্থায় মুনীব যদি তাদের সকলের বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দুই আযাদ নারীর বিবাহ জায়েয হবে। কোন গোলাম যদি একই আক্দ্দে দুই দাসীকে বিবাহ করে তাদের কোন একজনের সাথে সহবাস করে তারপর আরেক আক্দ্দে আরো দুইজন আযাদ নারীকে বিবাহ করে তাদের একজনের সাথে সহবাস করে, অতঃপর মুনীব যদি দুই আক্দ্দের দুই জনের বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে কারো বিবাহই জায়েয হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

১৯. মাসআলা : কোন গোলাম যদি প্রথমে একজন আযাদ ও একজন দাসীকে বিবাহ করার পর পুনরায় একজন আযাদ রমণী ও একজন দাসীকে বিবাহ করে, এরপর মুনীব সকলের বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তবে দুই আযাদ নারীর বিবাহ জায়েয হবে, উক্ত গোলাম তাদের সাথে সহবাস করে থাকলে তাদের সকলের বিবাহই ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি গোলাম কোন আযাদ নারীকে বিবাহ করার পর বলে যে, মুনীব আমাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেননি। বরং সে বিবাহ ভেঙ্গে দিয়েছে কিন্তু মহিলা বলছে যে, সে অনুমতি দিয়েছে তবে তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। স্বামীর বক্তব্য 'বিবাহ ফাসিদ হয়ে গেছে' এর কারণে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী সাথে সহবাস করে থাকলে তার উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। আর সহবাস না করে থাকলে অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। এবং ইদতের অবস্থায় সে খোরপোষও পাবে। (যহীরিয়া) অনুরূপভাবে কোন মহিলা যদি বলে যে, মুনীব অনুমতি দিয়েছে কিনা তা আমি জানি না। তবে এ ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম হবে। (তাতারখানিয়া : জামি'উল জাওয়ামি'-এর সূত্রে)

২০. মাসআলা : কেউ যদি তার অনুমতি প্রদত্ত ঋণগ্রস্ত গোলামকে কোন মহিলার সাথে বিবাহ করায় তবে বিবাহ জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে মহিলা তার মহরের বিষয়ে পাওনাদার লোকদের সমপর্যায়ের শরীক হিসাবে গণ্য হবে। যদি তার বিবাহ মহরে মিসল অথবা এর কম পরিমাণ মহরের বিনিময়ে হয়ে থাকে। আর যদি এর চেয়ে অধিক পরিমাণ মহরের বিনিময়ে তার বিবাহ হয়ে থাকে, তবে পাওনাদার লোকদের পাওনা উসূল করার পর সে স্বামীর নিকট অতিরিক্ত পরিমাণ মহরের দাবী করতে পারবে। যেমন সুস্থ অবস্থা এবং অসুস্থ অবস্থার ঋণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) মুনীব বাদীকে স্বামীর নিকট বিক্রি করে ফেলে তবে তার মহর রহিত রহিত হয়ে যাবে। কেননা সহবাসের পূর্বে মুনীবের পক্ষ থেকে এ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়েছে। যেমন আযাদ রমণী সহবাসের পূর্বে মুরতাদ হয়ে গেলে অথবা স্বামীর পুত্রকে চুম্বন করলে তার মহর

রহিত হয়ে যায় (তামারতানী) অনুরূপভাবে সহবাসের পূর্বে মুনীব যদি তার দাসীকে আযাদ করে দেয়। এবং সে আযাদ হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদকে বরণ করে নেয়, তবে এ অবস্থায়ও মহর রহিত হয়ে যাবে। মুনীব যদি দাসীকে এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে যে তাকে শহর থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যায় যে সে পর্যন্ত স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এক্ষেত্রেও মহরের দাবী রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য পরবর্তীতে তাকে হাযির করা হলে স্বামী তার মহর প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। (আল-বাহরুর রায়িক)

২১. মাসআলা : মুনিব কারো নিকট তার দাসীকে বিক্রি করার পর স্বামী স্বামী যদি তার নিকট থেকে ঐ দাসী (স্ত্রী)-কে খরীদ করে তবে, স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে প্রথম মুনীবকে অর্থ মহর প্রদান করা। (তামারতানী) কোন দাসী মুনীবের অনুমতি ব্যতীত কারো বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর মুনীব যদি তার সাথে সহবাস করে তবে কৃত বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বিবাহের পর মুনীব তার দাসীকে চুম্বন করলেও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে জ্ঞাতসারে এরূপ করুক বা অজ্ঞাতসারে করুক। (ইতাবিয়া) কোন দাসী খরীদ করার পর হাতে আসার পূর্বেই যদি তাকে অন্যের নিকট বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় এবং বেচাকেনাও যদি পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বৈধ হবে। আর বেচাকেনা অস্পূর্ণ থাকলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারেই ফাতওয়া প্রদান করা হয়ে থাকে (যহীরিয়া)। মালিকানার হক বিবাহের প্রারম্ভিক অবস্থায় বিবাহ বন্ধনের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন ফাসিদ বেচাকেনার ক্ষেত্রে বিক্রেতা দাসীকে ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে এবং এ অধিকার বিবাহের প্রাথমিক অবস্থায় বিবাহ সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। দাসীকে পুত্রের বিবাহে সমর্পণ করার পর পিতা যদি মারা যায় এবং এরপর পুত্রের জন্য ফেরত নেওয়ার হক হাসিল হয়, তবে ফেরৎ না নেওয়া পর্যন্ত এ বিবাহ ফাসিদ হবে না। (ইতাবিয়া)

২২. মাসআলা : যদি উক্ত দাসীকে বাপ মারা যাওয়ার পর পুত্র বিবাহ করে তবে এ বিবাহ সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে যদি দুই ব্যক্তি পরস্পর মিলে একজনে তার দাসকে অপর জনের দাসীর বিনিময়ে বেচাকেনা করে, তারপর দাস বিক্রেতা ব্যক্তি যদি দাসীকে নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং দাসী বিক্রয়কারী ব্যক্তির নিকট তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। এ অবস্থায় গোলামের মালিক গোলামকে দখলে নেওয়ার পূর্বেই সে যদি মারা যায়, তাহলে বিবাহ ফাসিদ হবে না। গোলাম মারা যাওয়ার পর যদি উক্ত দাসী নতুনভাবে কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তা জায়েয হবে না। (কাফী) মুকাতাব গোলাম যদি তার নিজের স্ত্রীকে অথবা মুনীবের স্ত্রীকে খরীদ করে নেয়, তবে এতে বিবাহ ফাসিদ হবে না। যদি সে তাকে বায়িন তালাক দিয়ে পরে আবার বিবাহ করতে চায়, তবে তা



জায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কন্যা তার নিজের গোলামের অধীনে অর্থাৎ তার বিবাহে আবদ্ধ থাকে অথবা এমন গোলামের বিবাহে আবদ্ধ থাকে যার সম্বন্ধে যে এই মর্মে অসিয়াত করেছে যে, আমার মৃত্যুর পর সে আযাদ এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির উপর যদি এমন ঋণ থাকে যা তার পূর্ণমাল বেষ্টন করে নেয়, তাহলে মৃত ব্যক্তির কন্যার বিবাহ ফাসিদ হবে না। এমনভাবে যদি গোলাম দু'জন হয় এবং মৃত ব্যক্তি অনির্ধারিতভাবে তাদের কোন একজনের আযাদ হওয়ার অসিয়াত করে যায়। তাহলে এই দু'জনের থেকে যার বিবাহে মৃত ব্যক্তির কন্যা রয়েছে, তার বিবাহে মৃত ব্যক্তির এক এক কন্যা থাকে তবে এ ব্যাপারে কোন রেওয়াজ নেই।

২৩. মাসআলা : মুনিব যদি তার দাসীকে স্বামীর ব্যাপারে অসিয়াত করে তবে এতে বিবাহ ফাসিদ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুনিবের মৃত্যুর পর স্বামী এ অসিয়াত কবুল করে নেয়। যদি মুনিবের কন্যা বা অন্য কেউ গোলামের নিকট পাওনা থাকে তবে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা গোলামের এ ঋণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। (ইতাবিয়া) মুনিব যদি তার দাসীকে কারো নিকট বিবাহ দেয়, তবে তার উপর ওয়াজিব নয় উক্ত দাসীকে তার স্বামীর নিকট রাত যাপনের জন্য সোপর্দ করে দেওয়া। বরং দাসী তার স্বামীর খিদমত করতে থাকবে। স্বামীর পক্ষে যখন সম্ভব হবে তখন সে তার সাথে সহবাস করবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি বিয়ের সময় এরূপ শর্ত করে বিয়ে করে যে, তাকে তার সাথে রাত যাপনের জন্য সোপর্দ করে দিতে হবে তবুও মুনিবের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা আক্দ্ এ জিনিষের দাবী করে না। মুনিব যদি তার দাসীকে তার স্বামীর সাথে কোথাও রাত যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়, তবে স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে তার খোরপোষ এবং আবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া। স্বামীর সাথে রাত যাপনের পর যদি মুনিবের ইচ্ছা তার থেকে খিদমত গ্রহণ করে তবে সে তা করতে পারবে। একত্রে রাত যাপনের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদান করে তবে এ অবস্থায়ও সে খোরপোষ ও আবাস ঘর পাবে। যদি সে অনুমতি না দেয় অথবা অনুমতি দিয়ে আবার তা বাতিল করে দেয় এবং এরপর তালাকে বায়িন প্রদান করে তবে স্ত্রী খোরপোষ এবং বসবাসের ঘর পাবে না। মুকাতাবা নারীও এক্ষেত্রে আযাদ নারীর মতই। (তাবয়ীন)

২৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি তার মুদাব্বারা বাদী অথবা উম্মে ওয়ালাদকে বিয়ে দিয়ে যদি স্বামীর সাথে কোন ঘরে একত্রে থাকার জন্য স্বামীর নিকট ন্যস্ত করে দেয়, এরপর তার থেকে খিদমত নেওয়ার সংকল্প করে এবং তাকে অন্য কোথায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তার জন্য এরূপ করা অনুমতি রয়েছে। যদি আক্দের সময় এরূপ শর্ত করা হয়ে থাকে যে সে তার স্বামীর সাথেই থাকবে তবে এ শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ শর্ত মুনিবের খিদমত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হবে না (মুহীত) ফকীহগণ বলেন,

১. স্বামীর মালিকানায় দানের অসিয়াত।

বাদীকে কারো নিকট বিবাহ প্রদান করা এবং স্বামীর সাথে একত্রে তার নির্জন বাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর বাদী যদি মুনিবের তলব ছাড়াই কখনো মুনিবের খিদমত করে তবে এতে তার খোরপোষ তার স্বামীর শিক্ষা থেকে রহিত হবে না। মুদাব্বারা এবং উম্মে ওয়ালাদের হুকুমও অনুরূপই। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) মুনিব তার দাসীকে কোন পুরুষের বিবাহে সমর্থন করলে 'আযল' এর ব্যাপারে অনুমতি প্রদানের অধিকার মুনিবের হাতেই থাকবে। (কাফী) আযাদ স্ত্রীর সম্মতিতে এবং দাসী স্ত্রীর মুনিবের সম্মতিতে তাদের আযল করা মাকরুহ নয়। অনুরূপ দাসীর অনুমতি ছাড়া তার সাথে আযল করাও মাকরুহ নয়। এমনভাবে বীর্য থেকে শিশুর অবয়ব প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ইচ্ছা করলে গর্ভপাত করার জন্য চেষ্টা করতে পারবে। আর তা একশ' বিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে। আযল করার পরও যদি গর্ভ ধরা পড়ে, তবে এ সন্তানকে অধীকার করা জায়েয কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, যদি আযলের পর পুনরায় সহবাস না করে অথবা পেশাব করার পর পুনরায় সহবাস করে কিন্তু বীর্যপাত না ঘটায়, তবে এ অবস্থায় সন্তানকে অধীকার করা জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না। (তাবয়ীন)৩

২৫. মাসআলা : যদি সাধারণ দাসী অথবা মুকাতাবা দাসীকে আযাদ করা হয়, তবে তাদের ইখতিয়ার থাকবে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে এই স্বামীর অধীনে থাকতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্রও চলে যেতে পারবে। যদিও স্বামী আযাদ পুরুষ হয় না কেন (কান্য) বিবাহ দাসীর সম্মতিতে হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (তাবয়ীন) 'খিয়ারে ইত্ক' এর ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় জানা থাকা আবশ্যিক। নিম্নে প্রদত্ত হল। (১) 'খিয়ারে ইত্ক' মহিলার জন্য পুরুষের জন্য নয়। (২) 'খিয়ারে ইত্ক' নিরবতার কারণে বাতিল হয় না। বরং স্ত্রী বা কথা ও কর্মের দ্বারা বিবাহ বহাল রাখা বুঝা যায় তার দ্বারা 'খিয়ারে ইত্ক' বাতিল হয়ে যাবে। (৩) মজলিস থেকে উঠে গেলে 'খিয়ারে ইত্ক' বাতিল হয়ে থাকে। (৪) 'খিয়ারে ইত্ক' সম্বন্ধে অজ্ঞতা ওয়র হিসাবে গণ্য। সুতরাং কেউ যদি আযাদ হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় কিন্তু খিয়ার সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকে তবে এতে 'খিয়ারে ইত্ক' বাতিল হবে না। যদিও সে মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ায়। এ কথা 'ইশরাতুল জামে' গ্রন্থ থেকে প্রতীয়মান হয়। এটা ইমাম কারখী (র)-এবং বহু মাশাইখে কিরামের অভিমত। কিন্তু কাযী আবু তাহির আদ-দাব্বাস

১. 'আযল' সহবাস কালে স্ত্রী যোনীরারের বাইরে বীর্যপাত ঘটানো (কাওয়াইদুল ফিক্হ)

২. আযল মাকরুহ নয় ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। (সম্পাদক)

৩. এব্যাপারে আমাদের ইমামদের কোন প্রকাশ্য বক্তব্য নেই। কাজেই পরবর্তী ফকীহগণের এসব উক্তি ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে, কুরআন হাদীসের আলোকে। (সম্পাদক)

৪. দাসী অবস্থায় বিবাহের পর আযাদ হওয়ার কারণে বিবাহ বাকী রাখা বা হিন্ন করার যে অধিকার নারীর হয়, তাকে 'খিয়ারে ইত্ক' বলে। (সম্পাদক)



(২০)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। (৫) 'খিয়ারে ইত্কের' কারণে যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবে এতে কাযীর ফয়সালা আবশ্যিক নয়। (মুহীত)

২৬. মাসআলা : কোন গোলাম যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে এবং সে আযাদ হয়ে যায় তবে তার বিবাহ সহীহ থাকবে এবং তার জন্য 'খিয়ারে ইত্ক' থাকবে না। অনুরূপভাবে মুনীব তার গোলামকে বিক্রি করার পর ক্রেতা যদি বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে দেয় অথবা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ যদি বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) বাদী যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া নিজেকে কোন পুরুষের বিবাহে সমর্পণ করে তারপর মুনীব এ বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে তবে মুনীবই মহরের হকদার হবে। চাই মুনীব তাকে এরপর আযাদ করুক অথবা না করুক এবং চাই আযাদ করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা হোক কিংবা পরে করা হোক। পক্ষান্তরে মুনীব যদি এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান না করে তাকে আযাদ করে দেয় তবে আকদ জায়েয হবে। তবে উক্ত মহিলা 'খিয়ারে ইত্ক' পাবে না। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল যে, যদি স্বামী তার সাথে সহবাস না করে থাকে তবে স্ত্রীই মহরের হকদার হবে। আর আযাদ হওয়ার আগেই যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে তবে মুনীব মহরের মালিক হবে। মহিলা বালিগা হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। নাবালিগা হলে, তাকে আযাদ করা হয় তবে আমাদের ইমামগণের মতে তার বিবাহ মুনীবের অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে। যদি এ ছাড়া তার কোন আসাবা<sup>১</sup> না থাকে। যদি মুনীব ব্যতীত তার অন্য কোন আসাবা থাকে এবং সে যদি বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দেয়, তবে বিবাহ জায়েয হবে। এরপর সে যখন বালিগা হবে তখন তার জন্য 'খিয়ারে বুলূগ' হাসিল হবে। কিন্তু এ বিবাহের অনুমতি দাতা পিতা বা দাদা হলে উক্ত মহিলার জন্য 'খিয়ারে বুলূগ' থাকবে না। (শারহুত তাহাভী)

২৭. মাসআলা : কোন দাসী যদি মুনীবের অনুমতি ব্যতীত এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার মহরে মিসল হয় একশ দিরহাম। এ অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তারপর তার মুনীব তাকে আযাদ করে দেয়, তবে মুনীব মহরের হকদার হবে। স্বামী তার সাথে সহবাস না করে থাকলে, স্ত্রীই মহরের হকদার হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) যদি মুদাব্বারা বাদী কারো বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর তার মুনীব মারা যায় এবং তার মূল্য যদি মুনীবের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশের সমান হয়, তবে বিবাহ জায়েয হবে। আর এক তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ না হলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিবাহ জায়েয হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা ঋণ পরিমাণ মাল আদায় করবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে বিবাহ জায়েয হবে। (যহীরিয়া) উম্মে ওয়ালাদ মুনীবের

১. আসাবা : পিতার বংশীয় আত্মীয় স্বজন। (অনুবাদক)

অনুমতি ছাড়া কারো বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর মুনীব যদি তাকে আযাদ করে দেয় অথবা তাকে রেখে মারা যায় এবং তাকে আযাদ করার পূর্বে স্বামী যদি তার সাথে সহবাস না করে থাকে, তবে বিবাহ জায়েয হবে না। আর সহবাস করে থাকলে বিবাহ জায়েয হবে। (খুলাসা) বিবাহের পর গোলামী আপত্তিত হলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটি 'খিয়ারে ইত্ক' প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে বিবাহের শুরুতে গোলামী বিদ্যমান থাকার মতই। অর্থাৎ বিবাহের শুরুতে গোলামী বিদ্যমান থাকা এবং পরে আপত্তিত হওয়া উভয়টির হুকুম একই। যেমন কোন হারবী মহিলা কারো বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর মুসলমান মুজাহিদ কর্তৃক বন্দী হয়ে যায় এবং এরপর পুনরায় আযাদ হয় অথবা কোন মুসলিম নারী যদি বিবাহের পর স্বামীসহ মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তারপর মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় এবং পুনরায় আযাদ হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে তার জন্য 'খিয়ারে ইত্ক' থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে 'খিয়ারে ইত্ক' তার হাসিল হবে না। 'কুদুরী' গ্রন্থ প্রণেতার মতে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, একবার 'খিয়ারে ইত্ক' লাভ করার পর পুনরায় আযাদ তা হাসিল হতে পারে। যেমন কোন মহিলা আযাদ হওয়ার পর সে তার পূর্ব স্বামীকে গ্রহণ করল, তারপর স্বামীসহ মুরতাদ হয়ে গেল। এরপর বন্দী হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হল এবং নিজেকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। এরূপ করা জায়েয। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, এক মহিলা একবারই 'খিয়ারে ইত্ক' লাভ করতে পারবে। আযাদকৃত মহিলা যদি সহবাসের পূর্বে নিজেকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তবে সে আদৌ কোন মহর পাবে না। আর যদি সহবাসের পর নিজেকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তবে মুনীবই ধার্যকৃত মহরের হকদার হবে। আর উক্ত মহিলা যদি 'খিয়ারে ইত্ক' লাভ করার পর স্বামীকে গ্রহণ করে নেয় তবে তার সাথে সহবাস হোক বা না হোক উভয় অবস্থাতেই মুনীব মহরের হকদার হবে। (মুহীত)

২৮. মাসআলা : ফুযুলী ব্যক্তি কোন বাদীকে আযাদ করার পর সে যদি তাকে অন্য কারো বিবাহে সমর্পণ করে এবং মহরের টাকা পয়সা সব কিছু মুনীবকে দিয়ে দেওয়া হয়, এরপর মুনীব যদি এ আযাদীর প্রতি তার নিজের সম্মতি ব্যক্ত করে, তবে আযাদী এবং বিবাহ উভয়ই জায়েয হবে। এক্ষেত্রে মহিলা তার মুনীবের নিকট থেকে মহরের টাকা ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। যদি ফুযুলী ব্যক্তি কোন দাসীকে কারো নিকট বিক্রি করার পর তাকে পুনরায় বিবাহও দিয়ে দেয় এবং এরপর মুনীব যদি বিক্রির প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে এক্ষেত্রে ক্রেতা ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এ বিবাহের প্রতি অনুমতি প্রদান করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে তা বাতিলও করে দিতে পারবে। (ইতাবিয়া)

২৯. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইবনে সিমা'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন গোলাম যদি মুনীবের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আযাদ মহিলাকে বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাসও করে এরপর সে যদি



পুনরায় কোন দাসীকে বিবাহ করে, তবে আযাদ নারীর ইচ্ছার অবস্থায় দাসীকে বিবাহ করতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে আযাদ নারীর বিবাহ রদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিবাহ রদ হয়ে যাবে। কোন আযাদ মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করার পর উক্ত পুরুষ যদি তার বোনকে বিবাহ করে, তবে এতে প্রথম বিবাহ রদ হবে না। বিনর ইবন ওয়ালিদের 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন যে, কোন গোলাম যদি তার মুনীবের অনুমতি ছাড়া কোন দাসীকে তার মুনীবের অনুমতিতে বিবাহ করে এবং তারপর বলে যে, আমার এ বিবাহের প্রয়োজন নেই, তবে এতে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি এ কথা না বলে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে, এ অবস্থায় উক্ত পুরুষ যদি তার ইচ্ছা কালে এমন কোন মহিলাকে বিবাহ করে, যাকে বিবাহ করা জায়েয নেই তবে এতে পূর্বের বিবাহ বাতিল হবে না।

৩০. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন গোলাম যদি মুনীবের অনুমতিতে কোন আযাদ নারীকে বিনা মহরে বিবাহ করে এবং এরপর মুনীব যদি এ গোলামকেই ঐ মহিলার মহর ধার্য করে এবং মহিলাও তা কবুল করে নেয়, তবে এ বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মহিলার উপর ওয়াজিব হবে ঐ গোলামকে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া। যদি উক্ত পুরুষ উক্ত মহিলার সাথে সহবাস না করে থাকে। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামি' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মুনীব যদি তার দাসীকে তার সম্মতি সাপেক্ষে কোন পুরুষের নিকট তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দেয় এবং তার পক্ষ হতে তার পিতা বা অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অথচ সে বালিগ এবং জ্ঞানবান পুরুষ। এ অবস্থায় উক্ত বিবাহ স্বামীর অনুমতি উপর মওকুফ থাকবে। এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির আগেই মুনীব যদি তার দাসীকে আযাদ করে দেয় তবে এই অবস্থায় বিবাহ স্বামীর অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের যে কোন একজন এ বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। স্বামীর জানা অবস্থায়ও স্ত্রীর জন্য এ বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া জায়েয। মুনীবের আযাদ করার পর এ স্বামীর অনুমতির আগে মুনীব এ বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে কি না এ বিষয়টি এ কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিগত মতে মুনীব এ বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে না। দাসী আযাদ হওয়ার পর স্বামী বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলে বিবাহ বহাল থাকবে। মহিলা 'খিয়ারে ইত্ক' পাবে না। তবে মহরের হকদার এ মহিলাই হবে। আর মুনীব যদি মহিলার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিয়ে থাকে এবং বাকী কথা পূর্বের ন্যায় এ অবস্থায় আযাদ হওয়ার পর স্বামীর অনুমতির আগে বা পরে মহিলা যদি বিবাহ ভঙ্গ করে দেয়, তাহলে উভয় অবস্থাতেই এ ভঙ্গকরণ কার্যকরী হবে। (মুহীত)

৩১. মাসআলা : কোন দাসী যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া নিজেকে অন্য কারো বিবাহে সমর্পণ করে এবং স্বামীর পক্ষ থেকে কোন ফযূলী ব্যক্তি যদি এ প্রস্তাব

গ্রহণ করে, তারপর আযাদ হয়ে উক্ত মহিলা যদি স্বামীর অনুমতির আগে বা পরে এ বিবাহ ভঙ্গ করে দেয়, তাহলে এরূপ করা সহীহ হবে না। অবশ্য বাদীর আযাদ হওয়ার পর স্বামীও যদি বিবাহের অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া এ বিবাহ কার্যকরী হবে না। কেননা স্ত্রীর অনুমতিটি নতুন করে আকদ সম্পাদন করার মতই (ইতাবিয়া)

৩২. মাসআলা : দুই ব্যক্তি যদি কারো সম্বন্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার এই দাসীকে আযাদ করে দিয়েছে, অথচ মুনীব তা অস্বীকার করছে। এ অবস্থায় কাযী (বিচারক)-এর আযাদ হওয়া সম্বন্ধে ফয়সালা দেওয়ার পর সাক্ষী দু'জন যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের কোন একজন ঐ দাসীকে বিবাহ করে নেয় তাহলে এ সম্বন্ধে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তাদের (সাক্ষীদের) উপর কাযী কর্তৃক দাসীর মূল্য জরিমানা ধার্য করার পূর্বে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকলে, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। আর জরিমানা ধার্য করার পর বিবাহ করে থাকলে বিবাহ সহীহ হবে। কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি তার খ্রিষ্টান গোলামকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করে এবং পরে মহিলা যদি কতিপয় খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে আর তারা এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে বিবাহ করেছে তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কিন্তু গোলাম মুসলমান এবং মুনীব খ্রিষ্টান হলে জায়েয হবে না। (যহীরিয়া)

৩২. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তার পুত্রের দাসীকে বিবাহ করে এবং তার থেকে বাচ্চা হয় তবে সে উম্মে ওয়ালাদ হবে না। তবে বিবাহকারীর উপর ঐ মহিলার মহর ওয়াজিব হবে না। তবে বিবাহকারীর উপর ঐ মহিলার মহর ওয়াজিব হবে এবং যে বাচ্চা জন্মালাভ করবে সে তার ভাই সম্পর্কীয় আত্মীয় হওয়ার ভিত্তিতে আযাদ হয়ে যাবে। কেউ যদি নিজের পিতার দাসীকে বিবাহ করে এবং তার থেকে বাচ্চা হয়, তবে সেও উম্মে ওয়ালাদ হবে না। তবে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে সে তার পিতার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। (তামারতাশী) যদি পিতা পুত্রের দাসীকে নিকাহে ফাসিদ অথবা সন্দেহজনিত সঙ্গমের মাধ্যমে উম্মে ওয়ালাদ বানিয়ে দেয় তবে সে প্রকৃত অর্থে উম্মে ওয়ালাদ হবে না। (মাবসূত) কোন আযাদ নারী যদি কোন কোন গোলামের বিবাহাধীনে থাকে এবং সে স্বামীর মুনীবকে বলে, তাকে আমার পক্ষ হতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে দাও। মুনীব তাই করল, তাহলে ঐ ব্যক্তি আযাদ হয়ে যাবে এবং বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর তার মহর রহিত হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য হবে তার মুনীবকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেওয়া। অনুরূপভাবে যে পুরুষের অধীনে অন্য কারো দাসী আছে সে যদি তার মুনীবকে বলে, তাকে আমার পক্ষ থেকে এক হাজার এর বিনিময়ে আযাদ করে দিন। এ কথা পর মুনীব যদি তাই করে তাহলে উক্ত দাসী আযাদ হয়ে যাবে এবং এ বিবাহ ফাসিদ হয়ে



যাবে। আর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে মুনীবকে একহাজার দিরহাম প্রদান করা। পক্ষান্তরে মহিলা যদি মুনীবকে তাকে আযাদ করে দিন বলে কিন্তু মালের কথা উল্লেখ না করে, তারপর মুনীব তাকে আযাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিবাহ ফাসিদ হবে না, তবে ওয়ালা (عۛۛۛ) আযাদকারী ব্যক্তি পাবে। (ক্রাফী)

### দশম পরিচ্ছেদ

### কাফিরের বিবাহের বিবরণ

১. মাসআলা : যে যে বিবাহ মুসলমানদের মধ্যে জায়েয, যিম্মী ও কাফিরদের মধ্যে তা জায়েয আর যে যে বিবাহ মুসলমানদের মধ্যে জায়েয নয়, তা কাফিরদের ক্ষেত্রে কয়েক প্রকার : যেমন : (ক) সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ। অর্থাৎ কোন যিম্মী পুরুষ যদি যিম্মী মহিলাকে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে এবং তাদের ধর্মে একরূপ করা জায়েয থাকে, তাহলে তাদের বিবাহ জায়েয হবে। তারপর তারা যদি মুসলমান হয়, তবে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে তাদের বিবাহ বলবৎ থাকবে। এমনিভাবে যদি তারা মুসলমান না হয় কিন্তু তারা উভয়ে কিংবা একজনে ইসলামের হুকুম অনুযায়ী বিচারের জন্য মামলা দায়ের করে, তবে কাফী তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিবেন না। (খ) অপরের ইদ্দত পালনরত স্ত্রীকে বিবাহ করা অর্থাৎ কোন যিম্মী পুরুষ যদি এমন কোন যিম্মী নারীকে বিবাহ করে যে অন্য কারো ইদ্দতের মধ্যে আছে। যদি কোন মুসলমান পুরুষের ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে এ বিবাহ ফাসিদ বলে গণ্য হবে। ইদ্দতের অবস্থায় তাদের ধর্মমতে বিবাহ জায়েয হলেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর উক্ত মহিলা কোন কাফিরের ইদ্দতের মধ্যে থাকলে এবং ইদ্দতের অবস্থায় তাদের ধর্ম মতে বিবাহ জায়েয থাকলে তারা যতদিন পর্যন্ত কুফরী অবস্থায় থাকবে ততদিন তাদেরকে কিছু বলা যাবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ইজমা-একমত্য সংগঠিত হয়েছে। (মুহীত)<sup>১</sup>

২. মাসআলা : যদি কাফির পুরুষ কাফির মহিলাকে অপর কোন কাফির স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করে আর একরূপ বিবাহ তাদের ধর্মে জায়েযও আছে। এরপর তারা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তাদেরকে ঐ বিবাহের উপর বহাল রাখা হবে। (হিদায়া) কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তাদেরকে ঐ বিবাহের উপর বহাল রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতটি বিশুদ্ধ। (মুযমারাত) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কাফী তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবেন না। চাই তারা উভয়ে মুসলমান হোক অথবা কোন একজন হোক এমনিভাবে চাই তারা উভয়ে মুসলিম বিচারকের নিকট এ বিষয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করুক অথবা কোন একজনে করুক। (মুহীত) 'মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, উপরোক্ত মতভেদ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি

১. গোলাম বাঁদীকে আযাদ করলে আযাদকারীও ঐ গোলাম বাঁদীর মাঝে এক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক শরীয়াতের দৃষ্টিতে গড়ে উঠে, যার ফলে একে অপরের ওতানুধ্যায়ী হয়। আইনতঃ দায়-দায়িত্ব কিছুটা বর্তায় তাকে 'ওয়ালা' বলে। (সম্পাদক)

১. পাঠক! ইসলামী শরীয়াতের বিধানের উদারতা লক্ষ্য করুন। (সম্পাদক)



ইদতের অবস্থায় মুসলিম বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করা হয় তবে। যদি ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর এমনটি ঘটে তবে কোন ইমামের মতেই কাযী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। (ফাতহুল কাদীর) (গ) মাহররাম মহিলাকে বিবাহ করা। অর্থাৎ কোন কাফির পুরুষের স্ত্রী যদি তার মাহররাম হয়, যেমন তার মা অথবা ভগ্নি হয় তবে এ বিবাহ সহীহ হবে কিনা এ সম্বন্ধে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, এ জাতীয় বিবাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে জায়েয। কাজেই এ জাতীয় বিবাহের পর মহিলার সাথে সহবাস করলে তার ইহসান (বিবাহিতা হওয়া) রহিত হবে না। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। এটা সাহিবাইনেরও অভিমত। কিন্তু প্রথম মতটি বিত্ত্ব। তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে বিবাহ করা যে সব মহিলাদেরকে বিবাহের মধ্যে একত্র করা হারাম তাদেরকে জমা করা অথবা পাঁচজন মহিলকে একসাথে একসময়ে বিবাহ করা ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। (তাবয়ীন) অবশ্য এ বিষয়ে ইমামগণ সকলেই একমত যে, তারা পরস্পর একে অপরের নিকট থেকে উত্তরাধিকারী সম্পদ প্রাপ্ত হবে না। (যহীরিয়া)

৩. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি মুসলমান হয়ে যায় অথবা তাদের একজন যদি মুসলমান হয়, তবে ইমামগণের সকলের মতেই তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে তারা যদি মুসলমান না হয় কিন্তু কাযীর নিকট মামলা দায়ের হবে। (মুহীত) স্বামী স্ত্রীর দুইজনের একজন যদি কাযীর নিকট মামলা দায়ের করার পর ইসলামের বিধান মুতাবিক এর ফয়সালা কামনা করে তবে তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া হবে না। যদি অপরজন এ জাতীয় ফয়সালাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখান করে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। (কাফী) যতক্ষণ তারা কুফরীর উপর বলৎ থাকবে এবং মুকাদ্দম এড়িয়ে চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পেছনে লাগা যাবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে এক্ষেত্রে একটি শর্ত রয়েছে তাহল, যদি এরূপ করা তাদের ধর্মাদর্শে জায়েয হয়। (মুহীত) 'ইতাবিয়া' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। ইমামগণ সকলেই একমত হয়েছেন যে, কেউ একই আক্কে দুই বোনকে বিয়ে করার পর মুসলমান হওয়ার পূর্বেই যদি একজনকে ছেড়ে দেয়, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে অবশিষ্টজনের বিবাহ সহীহ থাকবে, যদি ইসলাম গ্রহণের পর উভয়ের বিবাহকে বলবৎ রাখা হয়ে থাকে (কিফায়া)

৪. মাসআলা : যিম্মী পুরুষ যদি তার যিম্মী স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করার পর তার সাথে ঐভাবেই বসবাস করে যেমন তালাকে পূর্বে করত, অথচ সে অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করেনি এবং তার সাথে নতুন করে কোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হয়নি, এমনিভাবে স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে খুলা করার পর বিবাহ নবায়ন না করে তার সাথে পূর্বের ন্যায় বাস

করে, তাহলে তারা কাযীর নিকট মামলা রুজু না করলেও কাযী তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিবেন। অবশ্য স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর অন্য স্বামীর মাধ্যমে হালাল না করিয়ে যদি পূর্বের স্বামী তাকে নতুন করে বিবাহ করে নেয়, তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াজহুজ) কোন যিম্মী পুরুষ যদি মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করে তবে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে স্বামী মুসলমান হওয়ার পর স্ত্রী যদি তাকে বলে যে, তুমি আমাকে যখন বিয়ে করেছিলে তখন আমি মুসলমান ছিলাম। এ কথা শুনে স্বামী বলল না, তুমি তখন অগ্নিপূজক ছিলে। এক্ষেত্রে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা স্ত্রী তো পরস্পর হারাম হওয়ার দাবী করছে। (তাতারখানিয়া)

৫. মাসআলা : কোন যিম্মী বালিকা যদি কোন যিম্মী বালকের বিবাহের নিজেকে সমর্পণ করে এবং তারপর বালিগ হয় তাহলে এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, বিবাহ সম্পাদনকারী কে? যদি পিতা হয় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর শর্তানুযায়ী বিবাহ রাখা না রাখার ব্যাপারে তাদের কোন ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি বিবাহ সম্পাদনকারী পিতা বা দাদা ছাড়া অন্য কেউ হয় তবে তাদের ইখতিয়ার থাকবে। অন্যথায় তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। (কান্ফ) যদি দ্বিতীয়জন চূপ করে থাকে কোন কথা বলে না তাহলে কাযী নিজেই দ্বিতীয়বার তার নিকট ইসলাম পেশ করবে। এমনি করে সতর্কতা হেতু তিনবার তার নিকট ইসলাম পেশ করা হবে (যখীরা) কুফরীতে অটল ব্যক্তি চাই বালিগ হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামের কথা অস্বীকার করলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতের ভিত্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় জন যদি বুদ্ধিমান বালক না হয় তবে তার বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। (তাবয়ীন) বুদ্ধিমান হওয়ার পর পরই সামনে ইসলাম পেশ করা হবে। যদি পেশ করার পর ইসলাম গ্রহণ করে তবে বিবাহ বলবৎ থাকবে। অন্যথায় তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া হবে। (কাফী)

৬. মাসআলা : যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে, তবে তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া হবে। তবে এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী মুসলমান হয় এবং স্বামী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং এ কারণে তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া হয়, তবে এ বিচ্ছেদ তালাক হিসাবে গণ্য হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। (মুহীত : সারাখসী) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অসম্মতির কারণে যদি স্বামী-স্ত্রী মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয় এবং এ কাজ যদি সহবাসের পর হয়ে থাকে, তবে মহিলা পূর্ণ মহর পাবে। আর সহবাসের পূর্বে এরূপ হয়ে থাকলে এবং অসম্মতি স্বামীর পক্ষ থেকে হলে স্ত্রী অর্ধ মহর পাবে। যদি স্ত্রী অসম্মতি প্রকাশ করে থাকে তবে সে আদৌ কোন মহর পাবে না। (তাবয়ীন)

১. অন্য স্বামী গ্রহণ করে থাকলে এ কথা ধারণা করা যেত যে, হালাল হওয়ার পর হয়তো যিম্মী ব্যক্তি তাকে পুনরায় বিবাহ করেছে। (অনুবাদক)



৭. মাসআলা : কিতাবী মহিলার স্বামী যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। (কান্য়) দারুল হরবের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কেউ যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং তারা কিতাবী না হয় অথবা উভয় কিতাবী হয় এবং মহিলাই প্রথমে মুসলমান হয় তবে তিন হায়িয অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তাদের বিবাহ ছিন্ন হওয়া মওকুফ থাকবে। চাই এ স্বামী তার সাথে সহবাস করুক অথবা না করুক (কাফী) যদি তিন হায়িয অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই অপরজন মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের বিবাহ বাকী থাকবে। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আমানপ্রাপ্ত হারবী হয় তবে তাদের মধ্যে দুই কারণে বিচ্ছেদ হতে পারে। হয়তো অপর জনের সামনে ইসলাম পেশ করার কারণে অথবা তিন হায়িয অতিবাহিত হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ হবে। (ইতাবিয়া) উল্লেখ্য যে, এ হায়িয ইদতের মধ্যে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে সহবাসকৃত হওয়া বা না হওয়া উভয়ই সমান। যদি সহবাসের পূর্বে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় এবং মহিলা যদি হারবী হয় তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর স্ত্রী যদি মুসলিম রমনী হয় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (কাফী) যদি নাবালিগা হওয়ার কারণে অথবা বার্বকোর কারণে ঋতুস্রাব না হয়, তবে তিন মাস অতিবাহিত হলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। (আল-বাহরুর বায়িক)

৮. মাসআলা : স্ত্রী মুসলমান হলে এবং তার স্বামী আমানপ্রাপ্ত হারবী হলে তিন হায়িয অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। অনুরূপভাবে হারবী স্বামী যদি আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আগমন করার পর যিম্মী হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনকি মহিলাও যদি দারুল হারব থেকে বের হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তবে পুরুষ লোকটির নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না। স্বামী মুসলমান হওয়ার পর স্ত্রী যদি যিম্মী হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে তিন হায়িয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্য বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে না। তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর যখন বিচ্ছেদ হবে তখন 'সিয়ারে কাবীর' এর বর্ণনা মতে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর রায় অনুসারে এ বিচ্ছেদ তালাক হিসাবে গণ্য হবে। (মুহীত : সারাখসী)

৯. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করা যেমন একজন দারুল ইসলামে এবং অপর দারুল হারবে অবস্থান করা এটা শরী'আতে বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে স্বীকৃত নয়। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন যদি মুসলমান হয়ে অথবা যিম্মী অবস্থায় দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসে, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যাবে। (তাবয়ীন) কোন হারবী ব্যক্তি যদি আমান (নিরাপত্তা) নিয়ে দারুল ইসলামে আসে এবং পরে সে যিম্মী হিসাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে, তাহলে তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুসলমানদেহর হাতে বন্দী হয়ে

গেলে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। যেহেতু দেশ ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুত উভয়জন যদি একত্রে বন্দী হয়ে যায়, তবে বিচ্ছেদ ঘটবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) কোন হারবী যদি আসান নিয়ে দারুল ইসলামে আসে অথবা কোন মুসলমান যদি আমান নিয়ে দারুল হারবে গমন করে, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হবে না। (কাফী)

১০. মাসআলা : অনুরূপভাবেই কেউ যদি রাষ্ট্রদ্রোহী লোকদের অঞ্চল থেকে বের হয়ে রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকদের এলাকায় চলে আসে অথবা অনুগত লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে রাষ্ট্রদ্রোহী লোকদের নিকট চলে যায় তাহলেও বিচ্ছেদ ঘটবে না। (তাবয়ীন) কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি দারুল হারবে কোন হারবী কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করে তারপর শুধু স্বামী তার স্ত্রীকে রেখে দারুল ইসলামে চলে আসে তবে আমাদের মায়হাব অনুযায়ী ঐ মহিলা তার স্বামী থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। স্বামীর আগে স্ত্রী চলে আসলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে না। (যহীরিয়া) যদি কোন মহিলা মুসলমান হয়ে দারুল হারব থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা কোন মহিলা যদি দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে এসে যিম্মী হিসাবে বসবাস করা অবলম্বন করে তবে ইদত করা ছাড়াই তাকে বিবাহ করা জায়েয। অনুরূপভাবে কোন মহিলা যদি দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা এখানে এসে যিম্মী হয়ে যায় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। সাহিবায়নের মতে তার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। (তাবয়ীন)

১১. মাসআলা : যদি কোন পুরুষ ব্যক্তিকে বন্দী করে দারুল ইসলামে আনা হয় এবং তার বিবাহে আপন দুই বোন অথবা চার-পাঁচ বোন থাকে আর তাদেরকেও তার সাথে বন্দী করে আনে তবে, ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সকলের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। চাই তাদের বিবাহ এক আক্কে হোক অথবা ভিন্ন আক্কে হোক। কোন কাকির স্বামীর অধীনে দুই বোন বা পাঁচ স্ত্রী ছিল তারা যদি সকলেই এক সাথে মুসলমান হয়ে যায়। তবে তাদের বিবাহ একাধিক আক্কে সম্পন্ন হয়ে থাকলে প্রথম চার স্ত্রীর বিবাহ সহীহ থাকবে। আর বাকীদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। যদি একই আক্কে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তারা যদি যিম্মী মহিলা হয় তবে সকলের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু উপরোক্ত মহিলাদের কোন একজন যদি স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মারা যায় কিংবা মহিলা যদি এর পূর্বে বায়িন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট চারজনের বিবাহ সহীহ হবে। আর তারা হারবী মহিলা হলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে অনুরূপ হুকুম হবে। (ইতাবিয়া) তাদের থেকে দুইজন স্ত্রীকে স্বামীর সাথে বন্দী করে আনা হলে, তাদের বিবাহ ফাসিদ হবে না। কিন্তু যে দুইজন দারুল হারবে রয়ে

১. দেশ ভিন্ন হবার অর্থ : দারুল ইসলাম ও দারুল হারব হওয়া। আজকাল এরূপ দারুল ইসলাম দেশ নেই বরং এসব দেশ আন্তর্জাতিক আইনে পরস্পর মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ। কাজেই বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী দুই দেশে অবস্থান করার কারণে তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটবে না। (সম্পাদক)



গেছে তাদের বিবাহ ফাসিদ হবে না। কিন্তু যে দুইজন দারুল হারবে রয়ে গেছে তাদের বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে (সিরাজিয়া)

১২. মাসআলা : হারবী ব্যক্তি যদি কোন মহিলা ও তার কন্যাকে বিবাহ করে তারপর সে মুসলমান হয় এক্ষেত্রে পুরুষ ব্যক্তি একই আক্কে উভয়কে বিবাহ করে থাকলে তাদের উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বিভিন্ন আক্কে তাদেরকে বিবাহ করে থাকে তবে প্রথম জনের বিবাহ বৈধ হবে। আর দ্বিতীয় জনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পুরুষ ব্যক্তি তাদের কারো সাথে সহবাস না করে থাকে। পক্ষান্তরে উভয়ের সাথে সহবাস করে থাকলে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু একজনের সাথে সহবাস করে থাকলে এবং একজনের সাথে সহবাস করার পর অপরজনকে বিবাহ করে থাকলে প্রথম জনের বিবাহ জায়েয হবে এবং দ্বিতীয় জনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, এতে ইমামগণ সকলেই একমত। (বাদায়ে) যদি প্রথম জনের সাথে সহবাস না করে দ্বিতীয় জনের সাথে সহবাস করে এবং প্রথমজন যদি কন্যা হয় দ্বিতীয় জন মা হয়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। যদি মাকে প্রথমে বিবাহ করে কিন্তু তার সাথে সহবাস না করে, তারপর তার কন্যাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করে, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের উভয়ে বিবাহই বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে কন্যাকে বিবাহ করা। কিন্তু কন্যার মাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)

১৪. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তালাক ছাড়াই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। চাই তা সহবাসের আগে হোক অথবা পরে হোক। স্বামী মুরতাদ হলে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকলে স্ত্রী এ অবস্থায় পূর্ণ মহর পাবে। আর সহবাস না করে থাকলে স্ত্রী অর্ধ মহর পাবে। যদি স্ত্রী মুরতাদ হয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে তবে সে পূর্ণ মহর পাবে। আর সহবাস না করে থাকলে সে কোন মহরই পাবে না। যদি উভয়ে একই সাথে মুরতাদ হয়ে যায় এবং পরে আবার একই সাথে মুসলমান হয় তাহলে ইস্তিহসান হিসাবে তাদের বিবাহ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। উভয়ে এক সাথে মুরতাদ হওয়ার পর যদি তাদের কোন একজন মুসলমান হয়, অপরজন মুসলমান না হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে (কাফী) কে আগে মুরতাদ হয়েছে এ কথা জানা না থাকলে উভয়ে এক সাথে মুরতাদ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। (যহীরিয়া)

১৫. মাসআলা : স্বামীকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বা স্বামীর বিবাহের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের জন্য অথবা নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর উপর পুনরায় মহর আবশ্যিক করার জন্য যদি কুফরী কালাম উচ্চারণ করে তবে এ মহিলা তার স্বামীর উপর হারাম

হয়ে যাবে। মুসলমান হওয়ার জন্য তার প্রতি চাপ প্রয়োগ করা হবে। তার পর সামান্য মহরের বিনিময়ে কাযী তার বিবাহ নবায়ণ করে দিবে। এক দীনার হলেও তা জায়েয হবে। এতে মহিলা রাজী থাকুক বা না থাকুক। এ অবস্থায় এ মহিলা এই স্বামী ছাড়া অন্য কারো বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে না। শায়খ আবু জা'ফর হিন্দওয়ানী (র) বলেন, আমার নিকট এ মতটিই গ্রহণযোগ্য। ফকীহ আবুল লায়স (র) ও মতটি গ্রহণযোগ্য। এ মতটি গ্রহণ করে থাকেন। (তামারতানী) কিতাবীয়া স্ত্রীর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে পরে মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (মুহীত : সারাখসী)

১৬. মাসআলা : মাতাপিতার মধ্যে ধর্মীয় দিক থেকে যে উত্তম তার অনুগত হবে। (কানুয)-এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তারা উভয়ে এক রাষ্ট্রে বসবাস করে। যেমন উভয়েই দারুল ইসলামে বাস করে অথবা দারুল হারবে বাস করে বাচ্চা দারুল ইসলামে বাস করে এবং পিতা দারুল হারবে অবস্থান করে বেং সেখানে মুসলমান হয়ে যায় তবে সন্তানকে ও পিতার অনুগত হিসাবে মুসলমান ধরা হবে। কেননা পিতা যদিও দারুল হারবে মুসলমান হয়েছে কিন্তু তাকে দারুল ইসলামের হুকুমে ধর্তব্য হবে। যদি সন্তান দারুল হারবে থাকে আর পিতা দারুল ইসলামে মুসলমান হয় তবে সন্তানকে পিতা অনুগত ধরা হবে না এবং তাকে মুসলমান হিসাবেও গণ্য করা হবে না। (তাবয়ীন)

১৭. মাসআলা : অগ্নিপূজক ব্যক্তি কিতাবী থেকেও খারাপ (কানুয) স্বামী-স্ত্রীর একজন কিতাবী এবং অপরজন অগ্নিপূজক হলে সন্তানকে কিতাবী ধরে নেওয়া হবে। মুসলমানের সাথে তার বিবাহ জায়েয হবে এবং তার যবাইকৃত পণ্ড ভক্ষণ করা হালাল হবে। (গায়াতুস সুরুজী) কোন মুসলমান খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করার পর উভয় যদি একত্রে অগ্নিপূজক হয়ে যায় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিবাহ ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়া) কোন মুসলমানের বিবাহে খ্রিস্টান মহিলা ছিল, অতঃপর তারা উভয়ে যদি একসঙ্গে ইয়াহুদী হয়ে যায়, তবে ইমামগণের মতে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা এখানে স্বামীর পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণ পাওয়া গিয়েছে। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) কোন মুসলমান যদি এমন বালিকাকে বিবাহ করে, যার মাতা-পিতা মুসলমান এবং তারা যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তবে এই নাবালিগা তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অবশ্য তারা যদি এরপর দারুল হারবে চলে যায়। তবে সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পিতা-মাতার উভয়ের কোন একজন যদি দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে মুসলমান হয়ে চলে আসে অথবা মুরতাদ হয়ে চলে আসে এবং এ অবস্থায় মারা যায় আর এরপর অপর জন মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তবে তার স্বামীর থেকে তার বিবাহ ছিন্ন হবে না। (যহীরিয়া)

১. অর্থাৎ যে মুসলিম।

২. বালিকা কন্যাসহ।



১৮. মাসআলা : কোন খ্রিষ্টান বালিকা যদি কোন মুসলমানের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং তার পিতা যদি অগ্নিপূজক হয়ে যায়, আর আর তার মা যদি খ্রিষ্টান হয়ে মারা যায়, তাহলে সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। (মুহীত : সারাখসী) কোন মুসলমান যদি এমন খ্রিষ্টান বালিকাকে বিবাহ করে থাকে, তার পিতা বিবাহ দিয়েছে এবং তার মাতাপিতা উভয়ই খ্রিষ্টান, এরপর তাদের কোন একজন যদি অগ্নিপূজক হয়ে যায় আর দ্বিতীয় জন খ্রিষ্টান মতাদর্শের উপর অবিচল থাকে, তবে এ কন্যা তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যদি পিতা-মাতা উভয়ই অগ্নিপূজক হয়ে যায় এবং নাবালিগা কন্যা পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকে তবে সে তার স্বামী থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে। যদিও মাতা পিতাপিতা তাকে দারুল হারবে নিয়ে আসেনি। আর সে কমবেশী কিছুই মहर হিসাবে পাবে না। অনুরূপভাবে কন্যা যদি মতিভ্রম অবস্থায় বালিগ হয়, তবে তার ক্ষেত্রেও এ জবাব প্রযোজ্য হবে। কেননা মতিভ্রম অবস্থায় বালিগা হলে সে দীনি বিষয়ে মাতাপিতার অনুগত হিসাবে থাকবে এবং দেশেরও অনুগত থাকবে। কেননা মতিভ্রম ব্যক্তির ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয়। তাই সে এই দিক থেকে নাবালিগার মত হবে। কোন মুসলিম বালিগা মহিলা যদি মতিভ্রম হয়ে যায় এবং তার পিতামাতা যদি মুসলমান হয় এবং মতিভ্রম অবস্থায় তার পিতা যদি তাকে বিয়ে দিয়ে থাকে, তবে এ বিয়ে জায়েয হবে। এরপর আল্লাহ না করুক তার পিতামাতা যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তবে এতে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে না। কোন নাবালিগা যদি ইসলাম বুঝে এবং ইসলামের কলেমা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরপর মতিভ্রম হয়ে যায় তবে তার হুকুমও পূর্বের ন্যায়।

১৮. মাসআলা : মুসলমান পুরুষ যদি খ্রিষ্টান নাবালিগা কন্যাকে বিবাহ করে এবং এ কন্যার মাতাপিতা উভয়ে যদি খ্রিষ্টান হয়, তারপর সে বালিগা হয়। কিন্তু কোন ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে তার যদি কোন জ্ঞান না থাকে এবং মুখে কোন ধর্মের প্রতি স্বীকৃতিও প্রকাশ না করে আর সে মতিভ্রম হয়, তবে তাদের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান নাবালিগা কন্যা যদি জ্ঞানবান অবস্থায় বালিগা হয়, কিন্তু এ অবস্থায় তার যদি কোন ধর্মীয় জ্ঞান না থাকে এবং কোন ধর্মের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতিও প্রকাশ না করে আর সে মতিভ্রম হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। (মুহীত)

১৯. মাসআলা : উপরোক্ত মহিলা সহবাসের পূর্বে কোন মहर পাবে না। অবশ্য সহবাসের পর এরূপ হয়ে থাকলে সে মহরে মুসান্না পাবে। এরপর তার সামনে আল্লাহ তা'আলার সমুদয় গুণাবলীর উল্লেখপূর্বক তাকে বলা হবে আল্লাহ তা'আলা কি এমনই যদি বলে, হ্যাঁ, তবে তাকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া হবে। যদি বলে, আমি জানি এবং তা বর্ণনা করতেও সক্ষম কিন্তু বলব না, তাহলে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। যদি বলে আমি বর্ণনা করতে সক্ষম নই, তাহলে তার হুকুম কি হবে? এ সম্বন্ধে ইমামগণের

মতভেদ রয়েছে। যদি ইসলাম বুঝে কিন্তু বর্ণনা না করে, তবে বিচ্ছেদ হবে না। যদি মহিলা অগ্নিপূজকদের ধর্মের কথা বর্ণনা করে। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। বাচ্চা মুরতাদ হয়ে গেলেও এই হুকুম। (কাফী)

২০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি বারবার মুরতাদ হয়, বারবার নতুনভাবে মুসলমান হয় এবং বারবার বিবাহ নবায়ন করে নেয়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা ব্যতিরেকে এই মহিলা তার স্বামীর জন্য জায়েয হবে, তাকে ছাড়া আরো চারজন স্ত্রী গ্রহণ করা। তবে শর্ত হল, যদি এ মহিলা মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর সহবাসের পূর্ব উক্ত হারবে চলে যায়। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর সহবাসের পূর্ব উক্ত পুরুষ যদি ঐ মহিলাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এ অবস্থায় কোন সংবাদদাতা যদি স্বামীকে এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, উক্ত মহিলা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, চাই এ ব্যক্তি আযাদ হোক অথবা গোলাম হোক অথবা অপবাদের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হোক এবং ব্যক্তি যদি তার নিকট নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তি হয়, তাহলে উক্ত পুরুষের জন্য তার কথা বিশ্বাস করে তাকে ছাড়া আরো চারজনকে বিবাহ করা জায়েয। অনুরূপভাবে উক্ত ব্যক্তি যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, কিন্তু তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে সত্যবাদী হবে এ-ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর প্রথম ধারণা যদি এরূপ হয় যে, সে মিথ্যাবাদী তবে উক্ত মহিলা ছাড়া তিনজনের অধিক বিবাহ করা তার জন্য জায়েজ হবে না। যদি মহিলাকে এ মর্মে সংবাদ দেওয়া হয় যে তার স্বামী মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, তবে ইসতিহসান-এর আলোকে এ মহিলার জন্য ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে। কিন্তু সিয়ার কিতাবের বর্ণনা অনুসারে তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েয হবে না। শামসুল আইম সারাখসী (র) বলেন, ইসতিহসানের কথাটিই বিশুদ্ধ। (ফাতাওয়ায়ে কারীখান) জ্ঞানহীন, মতিভ্রম কোন মাতাল ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে ইসতিহসানের আলোকে তার বিবাহ ছিন্ন হবে না। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ : বাবুর রিদাহ)।



## একাদশ পরিচ্ছেদ

## পালা বারীর বিবরণ

১. মাসআলা : স্বামীর উপর ওয়াজিব স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বিধান করা যা তার ক্ষমতাভূক্ত। এমনভাবে তার নৈকট্য, সাহচর্য ও রাত যাপনের ক্ষেত্রেও সমতা বিধান করবে। তবে যে সব বিষয় স্বামীর ইচ্ছাতিরের বহির্ভূত সে সব বিষয়ে সমতা বিধান করা তার উপর ওয়াজিব নয়। যেমন ভালবাসাও সহবাস ইত্যাদি। (এগুলোর মধ্যে সমতা বিধান করা ওয়াজিব নয়।) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)-এ ক্ষেত্রে গোলাম ও আযাদ ব্যক্তির হুকুম অনুরূপ। (খুলাসা) একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান করবে, চাই সে নতুন হোক বা পুরাতন, কুমারী হোক বা অকুমারী, সুস্থ হোক বা অসুস্থ, রাতকাং হোক বা এমন পাগলিনী যার থেকে স্বামীর কোন আশংকা নেই, হায়িয়া হোক বা নিফাসওয়ালী, গর্ভবতী হোক বা সহবাসযোগ্য অল্প বয়স্কা, ইহরামের অবস্থায় হোক বা ঈলা কিংবা যিহারকৃত হোক, সব অবস্থায়ই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তাবয়ীন) অনুরূপভাবে মুসলিম ও কিতাবী মহিলার মধ্যেও সমতা বিধান করা ওয়াজিব। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) পালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী চাই সুস্থ-হোক বা অসুস্থ, যৌনাঙ্গ কর্তিত হোক বা খাসী, হিজড়া হোক বা পৌরুষত্বহীন, বালিগ হোক বা বালিগ হওয়ার কাছাকাছি, মুসলমান হোক বা যিম্মী সবই সমান। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২. মাসআলা : যদি এক স্ত্রী আযাদ মুসলমান বা কিতাবী হয় এবং অপর স্ত্রী দাসী অথবা মুকাতাবা কিংবা মুদাক্বারা কিংবা উম্মে ওয়ালাদ হয়, তবে আযাদ স্ত্রীর জন্য দুই দিন দুই রাত্র এবং দাসীর জন্য একদিন এক রাত্র নির্ধারণ করবে। (খুলাসা) দাসীর নিকট একদিন অতিবাহিত করার পর, তাকে যদি আযাদ করে দেওয়া হয়, তবে আযাদ স্ত্রীর নিকটও একদিন কাটাবে। আযাদ স্ত্রীর নিকট অবস্থান করার পর যদি দাসীকে আযাদ করে দেওয়া হয়, তবে আযাদকৃত স্ত্রীর নিকট চলে যাবে। কেননা বিলম্বের কারণ শেষ হয়ে গিয়েছে। (তাবয়ীন) দাসীদের মধ্যে পালা নির্ধারণ করা আবশ্যিক নয়। তবে মুস্তাহাব। (বাদায়ে) পালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাত্রিই হল বুনিয়াদী সময়। পালার দিন ছাড়া অন্য দিনে কারো সাথে সহবাস করবে না এবং যে রাত্রি কোন স্ত্রীর পালা নয় ঐ রাত্রি

তার নিকট গমন করবে না। অবশ্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দিনের বেলা গমন করাতে কোন দোষ নেই। কোন স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে পালার রাত্রি ছাড়া অন্য রাত্রি তার সেবা পরিচর্যা করা জন্য তার নিকট গমন করা জায়েয আছে। রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করলে তা প্রশমিত হওয়া অথবা মারা যাওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিকট অবস্থান করা জায়েয আছে। (আল-জাওহারতুন নায়্যারা)

৩. মাসআলা : ঘর এবং ঘরের আয়তন নির্বাচন করা স্বামীর ইচ্ছাতিরের থাকবে। কেননা ওয়াজিব হল, সমতা বিধান করা। বিশেষ কোন তরীকা বা নিয়মনীতি অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। (তাবয়ীন) কাযী স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান করার নির্দেশ দানের পর স্বামী যদি কোন স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং পরে স্ত্রীর কাযীর নিকট মামলা দায়ের করে, তবে হুকুম লংঘন করার কারণে তাকে শাস্তি দিবে এবং হুকুম করবে যেন সমতা বিধান করে। স্বামী যদি কোন স্ত্রীর নিকট একমাস অবস্থান করে; চাই তা মামলা দায়ের করার আগে হোক বা পরে তারপর অপর স্ত্রী তার বিরুদ্ধে কাযীর নিকট নালিশ করে, তাহলে কাযী হুকুম করবে, যেন ভবিষ্যতে স্ত্রীদের মধ্য সমতা বিধান করে চলে। অতীতে যা হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এবং স্বামী অনুরূপ পরিমাণ সময় তার নিকট অবস্থান করুক এই মর্মে স্ত্রী কোন দাবীও উত্থাপন করতে পারবে না। স্বামী যদি কোন স্ত্রীর অনুমতিক্রমে অপর স্ত্রীর নিকট তার পালার দিনের চেয়ে বেশী থাকে তবে তা জায়েয হবে। অবশ্য অনুমতি দান কারী স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। কেননা অনুমতি পুরা করা অপরিহার্য নয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক স্ত্রী যদি নিজের পালা নিজের সতীনের অনুকূলে ছেড়ে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। এবং যখন ইচ্ছা সে তার অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। (আল-জাওহারতুন নায়্যারা)

৪. মাসআলা : যদি কেউ এই শর্তে দুই মহিলাকে বিবাহ করে যে, সে দুইজনের একজনের নিকট বেশী সময় থাকবে অথবা একজনে স্বামীকে মাল দেয় যেন সে তার পালা বাড়িয়ে দেয় অথবা নিজের উপর কোন ফী ওয়াজিব করে নেয়, যাতে স্বামী তার সাহচর্যের সময় বাড়িয়ে দেয় কিংবা এ উদ্দেশ্যে নিজের পাওনা মহরের কিছু অংশ কর্তন করে দেয়, তবে এ শর্তও কী সবই বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মহিলা তা প্রদত্ত মাল তার স্বামীর নিকট থেকে ফেরৎ নিতে পারবে। (খুলাসা) যদি স্বামী তার কোন এক স্ত্রীকে কিছু টাকা পরসাদ দেয়, যেন সে তার পালা তার সতীনের জন্য ছেড়ে দেয় অথবা স্ত্রী নিজে তার সতীনকে কিছু মাল দেয় যেন, সে তার পালা তার অনুকূলে ছেড়ে দেয়, তবে তা জায়েয হবে না। কাজেই প্রদত্ত মাল ফেরৎ নিয়ে নিবে। (তাতারখানিয়া)

৫. মাসআলা : কোন পুরুষের যদি একই স্ত্রী থাকে এবং সে যদি রাতে নামায ও দিনে রোযা আদায়ে মশগুল অথবা দাসীদের নিয়ে থাকে অর্থাৎ স্ত্রী হুক আদায় করে না।

১. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের পানাহার, লেবাস-পোষাক এবং রাত যাপনের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৪২৯।

২. রাতকা : যে মহিলার যৌনাঙ্গের ছিদ্র একেবারেই সংকীর্ণ (আলমগীরী (উর্দু) পৃ. ২১১)



এ অবস্থায় স্ত্রী যদি কাযীর দরবারে এ ব্যাপারে নালিশ করে, তাহলে কাযী তাকে হুকুম করবে যেন সে তার নিকট কয়েক রাত অবস্থান করে এবং স্ত্রীর খাতিরে কখনও কখনও নফল রোযাও ত্যাগ করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) প্রথমে বলতেন, মহিলার জন্য একদিন ও একরাত এবং পুরুষের জন্য তিন দিন তিনরাত ধার্য করা হবে। অবশ্য পরে তিনি এ মত প্রত্যাহার করেন এবং বলেন, এ ক্ষেত্রে স্বামীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, তারা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে নিজেদের সান্নিধ্য প্রদান করে। এটাই মূল কথা। এ জন্য সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই-সহীহ অভিমত। (আল-বাহরুর রায়িক) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তির দুই জন স্ত্রী কতিপয় উম্মে ওয়ালাদ এবং কতিপয় দাসী থাকে তাহলে সে দুইজনের প্রত্যেকের নিকট একদিন, একরাত করে অবস্থান করবে এবং বাদী দাসীদের জন্য মোট দুইদিন দুই রাত যার কাছে ইচ্ছা অবস্থান করবে। যদি কোন ব্যক্তির চারজন স্ত্রী থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের নিকট একদিন একরাত থাকবে। কিন্তু দাসীদের নিকট থাকবে না। শুধু পথিকের ন্যায় সামান্য কিছু সময় তাদের সাহচর্যে অতিবাহিত করবে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : স্বামীর জন্য ইখতিয়ার আছে যে, সে সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের থেকে যে কাউকে সফরে নিয়ে যেতে পারবে। এতে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য তাদের মানসিক প্রশান্তির জন্য লটারীর মাধ্যমে যার নাম আসবে, তাকে নিয়ে সফরে যাওয়া উত্তম। স্বামী সফর থেকে ফিরে আসার পর যে স্ত্রী তার সাথে সফরে যায়নি, সে স্বামীর নিকট এ মর্মে দাবী করতে পারবে না যে, সফরের অনুরূপ পরিমাণ সময় যেন সে তার নিকট অবস্থান করে। যদি কোন ব্যক্তির একজন স্ত্রী থাকে, এ অবস্থায় সে যদি আরেকটি বিবাহ করতে চায় এবং উভয় স্ত্রীর মধ্যে সমতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা রক্ষার ব্যাপারে সে যদি আশংকাবোধ করে, তবে তার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা জাযিয় হবে না। এরূপ আশংক না থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয হবে। অবশ্য এর থেকে বিরত থাকা উত্তম। এমনকি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে প্রথম স্ত্রীকে দুঃচিন্তাগ্রস্ত না করার কারণে সে সাওয়াব পাবে। (সিরাজিয়া) মুস্তাহাব হল যাবতীয় উপভোগ তথা সহবাস ও চুশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা। এইভাবে বাদী, দাসী এবং উম্মে ওয়ালাদদের মধ্যেও সমতা বিধান করবে। তবে তাদের মধ্যে সমতা বিধান করা ওয়াজিব নয়। (ফাতহুল কাদীর)

## বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা : দুই বা ততোধিক সতীনকে একই ঘরে রাখা জায়েয নেই। অবশ্য তারা রাযী থাকলে জায়েয হবে। কারণ এতে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। স্ত্রীদের সম্মতিতে তাদেরকে যদি একই ঘরে রাখা হয়, তবে এ অবস্থায় একজনের সামনে সহবাস করা মাকরুহ। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় স্বামী কোন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইলে, তার জন্য স্বামী এই চাহিদা পূরণ করা জরুরী নয়। অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে তাতে সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে না। এ মাসআলার মধ্যে কারো কোন দ্বিমত নেই। স্বামী তার স্ত্রীকে জানাবাত-এর গোসল এবং হায়িয়-নিফাসের গোসল-এর ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী যিম্মী হলে বাধ্য করতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে পাক-পবিত্র হয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। (আল-বাহরুর রায়িক) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু যা খেলে এর দুর্গন্ধ অন্যের কষ্ট হয় এমন বস্তু আহার করা থেকে স্বামী তার স্ত্রীকে নিষেধ করতে পারবে। এবং গয়ল গাওয়া থেকেও বারণ করতে পারবে। স্বামী স্ত্রীকে এমন সাজসজ্জা করা থেকেও বারণ করতে পারবে যা দুর্গন্ধ স্বামীর জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন সবুজ মেহেদী ইত্যাদি।

২. মাসআলা : স্ত্রী সাজ-শোভা বর্জন করলে স্বামী তাকে শাসন করতেও মৃদু প্রহার করতে পারবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় এবং সে তাতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে অথচ স্ত্রী হায়িয়-নিফাস হতে পাক-পবিত্র তবে, এক্ষেত্রেও স্বামী তাকে শাসন করতে পারবে। নামায ও নামাযের শর্তের ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করলেও স্বামী তার স্ত্রীকে শাসন ও প্রহার করতে পারবে। (ফাতহুল কাদীর) স্ত্রী নামায না পড়লে স্বামী তাকে তালাক দিতে পারবে। যদিও সে তখন তার মহর আদায় করতে সক্ষম না হয়। কোন মহিলা যদি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইল্মী মজলিস বা ওয়ায মাহফিলে যেতে চায়, তবে তা তার জন্য জায়েয হবে না। যদি মহিলার সামনে এমন কোন ব্যাপার আসে যার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানা আবশ্যিক, এ অবস্থায় স্বামী যদি আলিম হয় অথবা আলিম নয় কিন্তু আলিমের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে স্ত্রীকে বলে দিতে পারবে, তাহলে স্ত্রীর জন্য বাড়ী থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। অন্যথায় বের হওয়া জায়েয আছে।

৩. মাসআলা : কোন মহিলার পিতা লেংড়া, লুলা, রোগী হলে এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করা মত কেউ না থাকলে এ অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে উক্ত পিতার নিকট

১. মাকরুহ অর্থে অভ্যস্ত জঘন্য বেহায়াপনার কাজ নিঃসন্দেহে। (সম্পাদক)



গমন করতে নিষেধ করলেও স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে স্বামীর কথা উপেক্ষা করে পিতার সেবা করা। চাই পিতা মুসলমান হোক বা কাফির হোক। যদি কোন যুবতী মহিলার স্বামী না থাকে পুত্র সন্তান থাকে তবে সে ওয়ারীসার দাওয়াত এবং মানুষের বিপদাপদে গমনাগমন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পুত্র তাকে নিষেধ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ের অসদুশ্যের ব্যাপারে তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়ার পর পুত্র কাযীর নিকট এ ব্যাপারে নালিশ করতে পারবে। এরপর কাযী যখন তাকে নিষেধ করার ব্যাপারে হুকুম প্রদান করবে, তখন সে তার মাকে বাইরে ঘুরাফেরা থেকে বারণ করতে পারবে। যেহেতু সে (পুত্র) কাযীর স্থলাভিষিক্ত। (কাযী)

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি কুফায় চারজন মহিলাকে বিবাহ করার অনিদিষ্টভাবে তাদের কোন একজনকে তালাক দিয়ে দিল। এরপর মক্কাবাসী একজন মহিলাকে বিবাহ করল, এরপর স্ত্রীদের থেকে কোন একজনকে তালাক দিল, তারপর তায়িফে গিয়ে আরেক জনকে বিবাহ করল, এরপর ঐ স্বামী মারা গেল অথচ সে উপরোক্ত স্ত্রীদের কারো সাথেই সহবাস করেনি। এ অবস্থায় তায়িফের মহিলা পূর্ণ মহর পাবে, মক্কাবাসী মহিলা আট ভাগের সাত ভাগ পাবে, আর কুফাবাসী তিনজন তিনটি পূর্ণ মহর এবং এক মহরে আট ভাগের একভাগ পাবে। এবং এগুলো এ তিনজনের মধ্যে সমান সমান করে বন্টন করে দেওয়া হবে। কেউ যদি এক আক্দ্দে এক মহিলাকে, আরেক আক্দ্দে আরো দুই মহিলাকে এবং তৃতীয় আক্দ্দে আরো তিন মহিলাকে বিবাহ করে এবং কাকে আগে বিবাহ করেছে তা জানা না থাকে তাহলে যাকে একা বিবাহ করেছে তার বিবাহ নিশ্চিতরূপে সহীহ হবে। আর পরবর্তীতে যে দুই ও তিনজনকে বিবাহ করেছে তাদের কাদেরকে এবং কাকে আগে বিবাহ করা হয়েছে তা নিরূপণের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। উপরোক্ত দুই দল (দ্বিতীয় দফার দুই ও তৃতীয় দফার চার জন) মহিলার মধ্য থেকে কোন দল যদি স্বামীর জীবদ্দশায় মারা যায় এবং স্বামী এ কথা বলে যে, তাদেরকে আগেই বিবাহ করা হয়েছিল, তাহলে স্বামী ঐ মৃত স্ত্রীদের ওয়ারিস হবে, তাদের মহর আদায় করা ঐ স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে এবং ঐ স্বামী ও তার বাকী স্ত্রীদের সকলের সাথে সহবাস করার পর যদি তার সুস্থ অবস্থায় অথবা মৃত্যুর অবস্থায় কোন একদল সম্বন্ধে একথা বলে যে, এদেরকে আমি প্রথমে বিবাহ করেছি, তাহলে তারাই প্রথম দল হিসাবে বিবেচিত হবে এবং আর বাকীদের থেকে তার বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। যাদের সাথে বিবাহ ছিন্ন হবে তাদের প্রত্যেককে মহরে মিসল এবং মহরে মুসাম্মার মধ্যে যেটি পরিমাণে কম হবে এ পরিমাণ মহর প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। যদি স্বামী উপরোক্ত দুই দল মানুষের প্রত্যেক দল সম্বন্ধে বলে যে, তাদের মধ্যে কাদেরকে আমি আগে বিবাহ করেছি তা আমার জানা নেই। তাহলে ঐ দুই দল মহিলার সাথে তার বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যে মহিলাকে একা বিবাহ করা হয়েছে সে তার স্বামীর বিবাহ থেকে ছিন্ন হবে না। স্ত্রীদেরকে বিচ্ছিন্ন করার আগেই স্বামী

যদি মারা যায় তবে যাকে একা বিবাহ করা হয়েছে সে পূর্ণ মহরে মুসাম্মা পাবে। যে তিনজনকে একত্রে বিবাহ করা হয়েছে তারা দেড় মহর পাবে এবং এ দেড় মহর তাদের মধ্যে সমান সমান করে বন্টন করে দেওয়া হবে। আর যে দুইজনকে একত্রে বিবাহ করা হয়েছে তারা একটি পূর্ণ মহর পাবে এবং এটি তাদের মধ্যে সমান সমান করে বন্টন করে দেওয়া হবে (শারহুল মাবসূত : ইমাম সারাখসী)

৫. মাসআলা : কেউ যদি তিন আক্দ্দে এক মহিলা ও তার দুই কন্যাকে বিবাহ করে এবং যদি এ কথা তার জানা না থাকে যে কাকে আগে বিবাহ করা হয়েছে। এ অবস্থায় যদি সহবাস করা এবং নিজের বর্ণনা দেওয়ার পূর্বেই সে মারা যায়, তাহলে তারা একটি মাত্র মহর পাবে এবং স্ত্রীর জন্য যে মীরাস নির্ধারিত আছে তারা তা পূর্ণরূপে হক্কার হবে। এ বিষয়ে ইমামগণ সকলেই একমত। তবে বন্টনের পদ্ধতির মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, মহর ও মীরাস উভয়ের থেকেই মা অর্ধেক করে পাবে। সাহিবাইনের মতে তাদের তিনজনের প্রত্যেকেই এ সবার এক তৃতীয়াংশ করেই পাবে। যদি মাকে এক আক্দ্দে এবং দুই কন্যাকে এক আক্দ্দে বিবাহ করে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে মহর এবং মীরাস সবটাই মা পাবে। যদি কোন মহিলাকে এবং তার মা ও তার কন্যাকে বিবাহ করে অথবা এক মহিলাকে এবং তার মা ও খালাকে বিবাহ করে তবে মহর ও মীরাস সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী তাদের মধ্যে সমান সমান তথা এক তৃতীয়াংশ করে বন্টন করা হবে। এটাই সহীহ মত। (ফাতহুল কাদীর)

৬. মাসআলা : কেউ যদি তিন মহিলাকে এক আক্দ্দে অপর এক মহিলাকে অপর আক্দ্দে এবং আরেক মহিলাকে আরেক আক্দ্দে বিবাহ করে এবং কাকে আগে বিবাহ করেছে একথা তার জানা না থাকে। তাহলে প্রথম তিন দেড় মহর পাবে এবং যাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে বিবাহ করা হয়েছে তারাও দেড় মহর পাবে এবং অর্ধেক অর্ধেক করে পাবে। কেউ যদি এক আক্দ্দে একজন আরেক আক্দ্দে দুইজন, আরেক আক্দ্দে তিনজন, এবং আরেক আক্দ্দে চারজনকে বিবাহ করে মারা যায়। কিন্তু কাদেরকে প্রথমে বিবাহ করা হয়েছে একথা যদি জানা না থাকে তবে তারা সাড়ে তিন মহর পাবে। অর্থাৎ সর্বমোট মহর থেকে অর্ধেকের তিন চতুর্থাংশ চারজনে পাবে এবং এক চতুর্থাংশ তিনজনে পাবে। এরপর পূর্ণ এক মহর হতে চার মহিলা দুই ষষ্ঠাংশ এবং ষষ্ঠাংশের অর্ধেক, তিন মহিলাও দুই ষষ্ঠাংশ পাবে। বাকী দুই মহর থেকে তারা তিন দলের সকলেই সমান সমান করে পাবে। অর্থাৎ ঐ মহরকে ঐ তিন দল মহিলার মধ্যে তিন ভাগে এভাবে বন্টন করা হবে যে, প্রত্যেক দল এর থেকে দুই তৃতীয়াংশ করে পাবে। কিন্তু যে পরিমাণ মহর চার মহিলা পাবে তা তাদের মধ্যে সমান সমান করে বন্টন করা হবে। আর যে মহিলাকে এককভাবে বিবাহ করা হয়েছে সে তাদের সাথে বাঁধ সাধবে না। তবে তিনজনের দলের মহিলা যে হিস্যা পাবে সে তা থেকে অষ্টমাংশ নিয়ে যাবে।



বাকী অংশ তাদের মধ্যে সমান সমান করে ভাগ করা হবে। যাকে পৃথকভাবে বিবাহ করা হয়েছে সে দুই মহিলা অংশে যা আসবে তা থেকেও ষষ্ঠাংশ পাবে। বাকী অংশ তাদের মধ্যে সমান সমান করে বন্টন করা হবে। বন্টনের এ পদ্ধতি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে চার মহিলার দল এক মহর ও এক মহরের এক তৃতীয়াংশ পাবে। তিন মহিলার দল এক মহর এবং দুই মহিলার দল এক মহরের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর এক মহিলা পাবে অর্ধ মহর। কেউ যদি এক আক্কে চার মহিলাকে এবং অপর আক্কে তিন মহিলাকে বিবাহ করে, এরপর স্ত্রীদের থেকে কোন একজন অনির্দিষ্টভাবে তালাক দেয়। তারপর কোন কিছু বলার পূর্বেই সে মারা যায় তাহলে তারা সকলে তিন মহর পাবে। (শারহুল মাবসূত : ইমাম সারাখসী)

## দুধপান' অধ্যায়

১. মাসআলা : দুধ পানের মুদতের মধ্যে স্তন্যপান করার দ্বারা হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হয়। পরিমাণে তা কম হোক বা বেশী হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (হিদায়া) 'ইয়ানাবি' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কম মানে হল, দুধের পরিমাণ এতটুকু যে, তা কঠিনালীর নিচে গিয়ে উদরস্থ হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী দুধপানের মুদত হল ত্রিশমাস অর্থাৎ আড়াই বছর। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এর মুদত দুই বছর (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্তন্যপায়ী শিশুকে যদি দুধ পানের মুদতের ভিতর দুধ ছাড়ানো হয় এবং এই সময়ের মধ্যে অন্য কোন মহিলা তাকে দুধপান করায় তবে এতেও 'হরমতে রাযা'আত' সাব্যস্ত হবে। কেননা দুধপান করানোর মুদতের ভিতর স্তন্যদান পাওয়া গিয়েছে। এটাই যাহিরী মাযহাব (মুহীত) 'ইয়ানাবি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া। (তাতারখানিয়া) দুধপান করার মুদত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর দুধপান করলে এতে হরমত প্রমাণিত হবে না। (হিদায়া) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্তন্যদানের মুদত আড়াই বছর হলেও যদি কোন (বেগানা) মহিলা কোন শিশুকে স্তন্যদান করে তবে সে দুই বছর পর্যন্ত সময়ের পারিশ্রমিক পাবে। অতিরিক্ত সময়ের পারিশ্রমিক পাবে না। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। সুতরাং তালাকপ্রাপ্ত কোন মহিলা যদি নিজ সন্তানকে দুধপান করানোর পর দুই বছরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য স্বামীর নিকট পারিশ্রমিক কামনা করে এবং শিশুর পিতা তা দিতে অস্বীকার করে তবে পিতাকে এ বিষয়ে বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য দুই বছর দুধপান করানোর পারিশ্রমিকের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২. মাসআলা : হরমতে রাযা'আত যেমনিভাবে মায়ের দিক থেকে সাধিত হয় তেমনিভাবে বাপের দিক থেকেও তা সাধিত হয়। অর্থাৎ যে পুরুষের সহবাসের কারণে স্ত্রীর মধ্যে দুধ আসে তার সাথেও হরমত সাধিত হবে। (যহীরিয়া) অতএব দুগ্ধপায়ী

১. স্তন্যদান বা দুধপান করানোকে আরবীতে 'রাযা'আত' (رَضَاعَت) বলে। মা ব্যতিত অন্য কোন মহিলা যদি সন্তানকে দুধপান করায় তবে তাকে 'মুরযিআ' (مُرْضِعَة) স্তন্যদানকারিনী বলে। আর দুধপানকারী সন্তানকে 'রাযী' (رَضِيع) বলে। স্তন্যদানকারী মহিলা দুধপানকারী সন্তানের জন্য দুধমাতা। এ বালকের জন্য মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। যেমন নিজের আপন মাকে বিবাহ করা হারাম। একে 'হরমত রাযা'আত' বলে। (অনুবাদক)

২. এ সময়ের মধ্যে কেউ কোন মহিলার দুধপান করলে সে তার 'দুধমাতা' সাব্যস্ত হবে। এবং তার সাথে তার বিবাহ হারাম হবে। (অনুবাদক)



শিশুর উপর তার রিয়াঈ পিতামাতা এবং তাদের উর্দ্ধতনও অধঃস্তন রক্ত সম্পর্কীয় ও দুধ সম্পর্কীয় সমস্ত আত্মীয় হারাম হয়ে যাবে। এমনকি স্তন্যদানকারী কোন মহিলা যদি বাচ্চা প্রসব করে, এ বাচ্চা এই ব্যক্তির হোক অথবা অন্য কোন ব্যক্তির হোক, কাউকে দুধপান করানোর আগে হোক বা পরে হোক এ জাতীয় মহিলা যদি কোন শিশুকে দুধপান করায় অথবা অন্য কোন মহিলার গর্ভে যদি এই পুরুষের কোন সন্তান জন্ম লাভ করে, কাউকে দুধপান করানোর আগে হোক বা পরে হোক, তার এ মহিলা যদি কোন দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুধপান করায় তাহলে তারা সকলেই দুধপানকারী শিশুর ভাই ও বোন হবে। তাদের সন্তানগণ তার ভাই বা বোনের সন্তান হবে। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তির ভাই স্তন্যপানকারী শিশুর চাচা এবং তার বোন উক্ত শিশুর ফুফু হবে। আর স্তন্যদানকারী মহিলার ভাই তার মামা এবং তার বোন শিশুর খালা হবে। এভাবে দাদা-দাদী, নানা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

৩. মাসআলা : দুধপান করানোর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যায়। কাজেই দুধ পিতার স্ত্রী দুধপানকারী সন্তানের জন্য হারাম। এমনভাবে দুধপানকারী সন্তানের স্ত্রী দুধ পিতার জন্য হারাম। আরো অন্যান্য মাসআলার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে দুই জায়গায় প্রযোজ্য হবে না : (১) কোন পুরুষের জন্য জায়েয নেই রক্ত সম্পর্কীয় পুত্রের বোনকে বিবাহ করা। কিন্তু রিয়াঈ পুত্রের বোনকে বিবাহ করা জায়েয। কেননা রক্ত সম্পর্কীয় পুত্রের বোন যদি ঐ ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তান হয় তবে সে তো তারই কন্যা। আর যদি তার ঔরসজাত না হয় তবে তার রাবীবা<sup>১</sup> হবে। মোট কথা সর্বাবস্থায় তার সাথে বিবাহ না জায়েয। কিন্তু রিয়া'আতের ক্ষেত্রে এই কারণটি পাওয়া যায় না। তাই রিয়াঈ পুত্রের বোনকে বিবাহ করা জায়েয। এমনকি যদি রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ঐ দুই কারণের কোন একটি কারণ না পাওয়া যায় তবে বিবাহ জায়েয হবে। যেমন দুই শরিকী ব্যক্তির একজন দাসী। তার বাচ্চা প্রসবের পর যদি প্রত্যেক শরীকই একথা দাবী করে যে, এ আমার সন্তান তবে তাদের উভয়ের থেকে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীকদ্বারাই যদি অন্য স্ত্রীর পক্ষের কোন কন্যা সন্তান থাকে তবে উভয় শরীকই একে অন্যের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। যদিও এই অবস্থা উভয় শরীক ব্যক্তি নিজ রক্ত সম্পর্কীয় পুত্রের বোনকে বিবাহ করল। (২) কোন ব্যক্তির জন্য তার রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের মাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। কিন্তু রিয়াঈ ভাইয়ের মাতাকে বিবাহ করা জায়েয। কেননা রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি দুই ব্যক্তি মায়ের দিক থেকে পরস্পর ভাই ভাই হয়, তাহলে ভাইয়ের মা তারও মা হবে। আর যদি তারা বাপ শরীকী ভাই হয় তবে ভাইয়ের মা তার পিতার স্ত্রী হবে। পিতার স্ত্রীকেও বিবাহ করা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে রিয়া'আতের ক্ষেত্রে এই কারণটি অনুপস্থিত। (মুহীত)

৪. মাসআলা : রিয়াঈ ভ্রাতার বোনকে বিবাহ করা জায়েয। যেমন রক্ত সম্পর্কীয় ভ্রাতার বোনকে বিবাহ করা জায়েয। অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার যদি বৈপিত্রেয় কোন বোন থাকে তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দুরন্ত হবে। (কাফী) রিয়াঈ ভাই, রিয়াঈ চাচা, রিয়াঈ ফুফু, এর রিয়াঈ মামা রিয়াঈ খালার মায়ের সাথে বিবাহ জায়েয (শারহুল বিকায়া) অনুরূপভাবে রিয়াঈ দাদীর মাতা এবং রিয়াঈ সন্তানের দাদীকে বিবাহ করা জায়েয। তবে রক্ত সম্পর্কীয় হলে তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয হবে না (তাবয়ীন) এমনভাবে রিয়াঈ সন্তানের ফুফুকে বিবাহ করা জায়েয। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)-এই ভাবে ছেলের ভগ্নির মাকে, সন্তানের ভগ্নির কন্যাকে, এবং সন্তানের ফুফুর কন্যাকে বিবাহ করা বৈধ (আন্ নাহরুল ফায়িক) মহিলার জন্য জায়েয আছে নিজের রিয়াঈ বোনের পিতার সাথে, রিয়াঈ পুত্রের ভাইয়ের সাথে, রিয়াঈ নাতনীর পিতার সাথে, রিয়াঈ সন্তানের দাদার সাথে এবং রিয়াঈ সন্তানের মামার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় উপরোক্ত আত্মীয়ের সাথে বিবাহ জায়েয নাই। (তাবয়ীন) কোন ব্যক্তি যদি তার স্তন্যদানকারী স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর যদি সে অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং এই স্বামী তার সাথে সহবাসও করে এ অবস্থায় দ্বিতীয় স্বামীর মাধ্যমে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে স্ত্রীর স্তনের দুধ দ্বিতীয় স্বামী থেকে এসেছে বেল<sup>১</sup> ধর্তব্য হবে। এ ব্যাপারে ইমমগণ সকলেই একমত। কেননা এ অবস্থায় প্রথম স্বামী দ্বারা সৃষ্ট দুধ বন্ধ হয়ে গেলে যদি দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক স্ত্রী গর্ভবতী না হয় তবে সমস্ত ইমামের মতে স্ত্রীকে স্তনের দুধ প্রথম স্বামী কর্তৃক সৃষ্ট দুধ বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী হয় কিন্তু এখনো সন্তান ভূমিষ্ট না হয় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর স্তনের এ দুধ প্রথম স্বামী কর্তৃক সৃষ্ট দুধ বলে ধর্তব্য হবে। (মুহীত)

৫. মাসআলা : বিবাহের পর এখনো বাচ্চা হয়নি এমন কোন মহিলার স্তনে দুধ আসলে এবং এ দুধ কোন বাচ্চাকে পান করালে এ সন্তানের দুধ সম্পর্ক মহিলার সাথে স্থাপিত হবে। পুরুষের সাথে নয়। কাজেই এই পুরুষের অন্য স্ত্রীর গর্ভের কোন সন্তানকে বিবাহ করা এই বালকের জন্য হারাম হবে না। ব্যভিচারের মাধ্যমে কোন মহিলা সন্তান প্রসব করার পর মহিলার স্তনে সৃষ্ট দুধ যদি কোন শিশু কন্যাকে পান করানো হয়, তাহলে ব্যভিচারী পুরুষ, তার পিতা এবং সন্তানের জন্য এই বালিকাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) তবে ব্যভিচারী ব্যক্তির চাচা এবং মামার জন্য এই দুধপানকারী কন্যাকে বিবাহ করা জায়েয আছে। যেমন যিনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তানের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে (তাবয়ীন) সন্দেহজনিত অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করার পর যদি সে গর্ভবতী হয় কোন শিশুকে দুধপান করায় তবে ঐ দুধপানকারী সন্তান উক্ত যিনাকারী ব্যক্তির 'রিয়াঈ পুত্র' বলে গন্য হবে। অনুরূপভাবে যে যে ক্ষেত্রে যিনাকারী ব্যক্তির থেকে কারো নসব সাব্যস্ত হবে সে

১. যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে 'রাবীবা' বলে।



সে ক্ষেত্রে হরমতে রাযা'আতও সাব্যস্ত হবে। আর যে যে যিনাকারী ব্যক্তির থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয় না সে ক্ষেত্রে এ সন্তানের 'হরমতে রিয়া'আত' তার মায়ের দিক থেকে সাব্যস্ত হবে। (মুযম্মারাত)

৬. মাসআলা : কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার থেকে যদি সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং সে তাকে দুধপান করায় তারপর দুধ শুকিয়ে যায়, অতঃপর তার স্তনে আবার দুধ আসে এবং সে অপর কোন পুত্র শিশুকে দুধপান করায় তাহলে এই বালকের জন্য স্তন্যদানকারী মহিলা ছাড়া তার আওলাদদের যে কাউকে বিবাহ করা জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কোন কুমারী কন্যার স্তনে দুধ আসার পর ঐ দুধ কোন শিশুকে পান করালে সে ঐ শিশুর দুধ মা বলে গন্য হবে এবং দুধপান সম্পর্কিত যত বিধিবিধান আছে সবই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কাজেই কেউ যদি ঐ কুমারীকে বিবাহ করে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ঐ পুরুষের জন্য জায়েয হবে দুধপানকারী বালিকাকে বিবাহ করা। আর সহবাসের পর তালাক দিয়ে থাকলে উক্ত বালিকাকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) নয় বছরের কম বয়স্কা বালিকার যদি দুধ আসে এবং দুধ যদি কোন শিশুকে পান করায় তবে এতে 'হরমতে রাযা'আত' সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য নয় বা তদুর্ধ্ব বয়সের কোন কুমারী কন্যা যদি দুধপান করায় তবে এতে 'হরমতে রাযা'আত' সাব্যস্ত হবে। (আল জাওহারাতুন নায্যারা) এইভাবে যদি কোন কুমারীর স্তন থেকে হলদে রং এর পানি নির্গত হয় তবে এ স্তন্যদান এর দ্বারা 'হরমতে রাযা'আত' প্রমাণিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর)

৭. মাসআলা : যদি কোন মহিলা শিশুর মুখে নিজের স্তন্য প্রবেশ করায় কিন্তু শিশু দুধ চোষণ করল কিনা তা বুঝা না যায় তবে সন্দেহজনিত কারণে আইনের দৃষ্টিতে 'হরমতে রাযা'আত' সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য ইহতিয়াত তথা সতর্কতা হেতু হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। যদি মহিলার স্তন থেকে হলদে রং এর তরল পানি গড়িয়ে শিশুর মুখে প্রবেশ করে তবে এতেও হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। কেননা এও বিকৃত রঙের দুধ। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) যদি হিজড়া ব্যক্তির স্তনে দুধ আসে এবং তা কোন শিশুকে পান করানো হয় এবং পরে জানা যায় যে, সে নারী শ্রেণীর শামিল তাহলে তার সাথে হরমত সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে সে পুরুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলে তবে তার সাথে হরমতি সাবিত হবে না। আর যদি সে হিজড়া পুরুষ কি স্ত্রী তা জানা না যায়। এ অবস্থায় কোন মহিলা যদি বলে যে, মহিলা ছাড়া এ পরিমাণে দুধ আসতে পারে না, তাহলে 'হরমতে রিয়া'আত' সাব্যস্ত হবে। এতেই সতর্কতা রয়েছে আর যদি মহিলাগণ এরূপ কথা না বলে তাহলে হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে না। (আল-জাওহারাতুন নায্যারা)

৮. মাসআলা : হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃত মহিলার

দুধ উভয়ই সমান। (যহীরিয়া) বাচ্চা কোন জীবের দুধপান করলে তাতে হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দুধপানের বিষয়টি দারুল ইসলাম ও দারুল হরব উভয় দেশেই সমান। কাজেই কেউ যদি কোন শিশুকে দারুল হরবে দুধপান করায় তারপর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে যায় অথবা দারুল হরব থেকে বের হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তবে এ অবস্থায়ও তাদের মধ্যে হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) স্তন্য থেকে দুধ চুষে খেলে যেমনি রাযা'আত সাধিত হয় অনুরূপভাবে কোন পাত্রে নিয়ে তা ঢেলে খেলেও রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কিন্তু ফোটা ফোটা করে কানে বা নাকে অথবা বাহ্য দ্বারে কিংবা যৌনাদ্বে প্রবেশ করানো হলে কিংবা মাথা ও পেটের কোন জখমে বিন্দুবিন্দু করে ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করা হলে তাতে হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বাহ্য দ্বারে ফোটা ফোট করে দুধ প্রবেশ করানো হলো হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। (তাহযীব) অবশ্য প্রথমটি হচ্ছে যাহিরী রিওয়ায়েত। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) খাদ্যের সাথে দুধ মিশ্রিত হওয়ার পর তা যদি আগুনে তাপ দেওয়া হয় এবং এতে খাদ্যের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় এ অবস্থায় এই খাদ্য ভক্ষণ করলে হরমতে রাযা'আত সাধিত হবে না। চাই খাদ্যের চেয়ে দুধের পরিমাণ কম বা বেশি হোক। অবশ্য যদি আগুনে পাকানো না হয় এবং খাদ্যের পরিমাণ বেশী হয় তবে এতেও হরমতে রাযা'আত সাধিত হবে না। আর যদি দুধের পরিমাণ বেশী হয় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ অবস্থায়ও পূর্বোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা যখন কোন তরল বস্তু কোন ঘন বা শক্ত বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয় তখন তরল বস্তুটি শক্ত বস্তুটির তাবে হিসাবে গন্য হয়। অর্থাৎ তখন আর তা পানীয় বস্তু হিসাবে বাকী থাকে না। এ কারণেই ফকীহ বলেছেন যে, যদি খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ এত কম হয় যে, তা মিশ্রিত হওয়ার পরও পানীয় বস্তুর ন্যায় থেকে যায় এবং কোন শিশু তা পান করে তবে এতে 'হরমতে রাযা'আত' সাধিত হবে। ফকীহগণের মতে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি লোকমা উঠাবার কালে খাদ্য থেকে দুধ ফোটা ফোটা টপকিয়ে না পড়ে। যদি খাদ্য থেকে দুধ ফোটা ফোটা টপকিয়ে পড়ে তবে এ জাতীয় বস্তু ভক্ষণ করলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এতে 'হরমতে রাযা'আত' প্রমাণিত হবে। কেননা শিশুর গলায় দুধের ফোটা পৌঁছিয়ে যাওয়াই হরমতে রাযা'আত সাধিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিস্ময়কর কথা এই যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন অবস্থাতেই 'হরমতে রাযা'আত' সাধিত হবে না। (কাফী)-এটাই সহীহ মত। কেননা রাযা'আত প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুধের ফোটা গলার ভিতর যাওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে হরমতে রাযা'আত প্রমাণিত হবে। (হিদায়া)

৯. মাসআলা : যদি মহিলার দুধ বকরীর দুধের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং মহিলার দুধের পরিমাণ বেশী হয় তবে এ দুধপান করলে হরমতে রাযা'আত প্রমাণিত



হবে। এভাবে কোন মহিলা যদি নিজের দুধের মধ্যে রুটি ছেড়ে দেয় এবং রুটি দুধকে চুষে নেয় অথবা যদি দুধের মধ্যে চাতু ভিজানো হয় তাহলে খাদ্য থেকে দুধের স্বাদ অনুভূত হলে হরমতে রাযা'আত সাধিত হবে। উল্লেখ্য যে, লোকমা করে খাওয়া হয়। আর যদি তা পানীয় বস্তুর ন্যায় পান করা হয় তাহলে সমস্ত ইমামের মতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি মহিলার দুধ বা ঔষধ কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর দুধের সাথে মিশ্রিত হয়ে যা তবে এ ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক থেকে অধিক পরিমাণের বিষয়টি বিবেচিত হবে। অর্থাৎ যে বস্তুর পরিমাণ বেশী হবে এ সমন্বিত বস্তুকে ঐ বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হবে। (যহীরিয়া) এইভাবে প্রত্যেক তরল বস্তু কোন ঘন বস্তুর সাথে মিশ্রিত হলে পরিমাণের আধিক্যের দ্বারা বস্তুটির হুকুম নিরূপিত হবে। (আনুনাহরুল ফায়িক) গালিব বা আধিক্য নিরূপনের মর্ম হল, মিশ্রিত বস্তু মধ্যে দুধের রং ঘ্রাণ ও স্বাদ অনুভূত হওয়া অথবা এ তিনটি কোন একটি অনুভূত হওয়া। এই রূপ অনুভূত হলে মনে করতে হবে যে, এই বস্তুটি মিশ্রিত বস্তুর মধ্যে পরিমাণে অধিক। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে আধিক্যের অর্থ হল, বস্তুর রং ও স্বাদ বিকৃত হয়ে যাওয়া। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এর মর্ম হল, দুধ দুধ হিসাবে অবশিষ্ট না থাকা। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১০. মাসআলা : যদি দুধ ও অন্য বস্তু পরিমাণে সমান সমান হয় তবুও হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য। কেননা দুধ অন্য বস্তুর তুলনায় পরিমাণে কম নয় (আল্ বাহররুর রাযিক) যদি দুই মহিলার দুধ একত্রে মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যার দুধ বেশি হবে তার থেকে হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে উভয় মহিলার সাথে হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। চাই উভয়ের দুধ সমান সমান হোক অথবা কম বেশি হোক এটি ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর একটি রিওয়ায়েত বটে। এ বক্তব্যটি স্পষ্ট এবং সতর্কতা সম্পন্নও বটে। (তাবয়ীন) কারো কারো মতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতটি অধিক বিগ্ধ। (শারহু মাজমাইল বাহরাইন ইব্ন মালিক) যদি উভয় মহিলার দুধ সমান হয় তবে ইজ্‌মার আলোকে উভয়ের সাথে হরমত সাব্যস্ত হবে। (আনু নাহরুল ফায়িক)

১১. মাসআলা : মহিলার স্তন্যের দুধ দ্বারা দধি, পনির অথবা ছানা তৈরি করার পর তা যদি কোন শিশুকে আহাৰ করানো হয় তবে এতে হরমতে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে না। কেননা একে পরিভাষায় দুগ্ধ পান করানো বলা হয় না। (বাদায়ে') 'মুলতাকাতুল মুলাখাস' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, গ্রামের কোন মহিলা যদি কোন না বালিকা সন্তানকে দুধপান করায় কিন্তু কে পান করিয়েছে তা জানা নেই, এমতাবস্থায় ঐ গ্রামের কোন পুরুষ যদি এ বালিকাকে বিবাহ করে তাহলে আইনগত দিক থেকে এই পুরুষের জন্য ঐ মহিলার সাথে বসবাস করা জায়েয হবে। (মুযমারাত) অবশ্য এ জাতীয় স্ত্রীদের থেকে

দূরে থাকা উত্তম। (যখীরা কিতাবুন ইসতিহসান) মহিলাদের উপর অপরিহার্য হল, বিনা প্রয়োজনে কাউকে দুধপান না করানো। আর যদি পানা করায় তবে তাকে মরণ রাখা এবং তার নাম লিখে রাখা বাঞ্ছনীয়। আমি আমার মাশায়িখে কেরামের নিকট থেকে অনুরূপ শুনেছি। (মুযমারাত) হরমত প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহের আগের এবং পরের রিযা'আত (দুগ্ধপানা) উভয়ই সমান। (মুহীত) যেমন কেউ কোন নাবালিগা কন্যাকে বিবাহ করল, তারপর স্বামীর রক্ত সম্পর্কীয় বা রিযাদি মা অথবা তার বোন বা তার কন্যা যদি ঐ নাবালিগাকে দুধপান করায় তাহলে এই স্ত্রী উক্ত স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। এবং স্বামীর উপর তার জন্য অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকে তাহলে স্বামী এ টাকা স্তন্যদানকারী মহিলা থেকে ফেরৎ নিয়ে নিবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ না করে থাকলে তার থেকে এ টাকা উসূল করা যাবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১২. মাসআলা : কোন পুরুষের সঙ্গের ফলে যদি অপরিচিত দুই মহিলার স্তন্যে দুধ আসে এবং তারা যদি কোন পুরুষের দুই নাবালিগা স্ত্রীকে দুধপান করায় তাহলে এই দুধ নাবালিগা স্ত্রী তাদের স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। তবে স্তন্যদানকারী মহিলাদ্বয়ের উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যদিও তারা বিবাহ ভঙ্গের নিয়্যতে এরূপ করে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) কেউ যদি দুগ্ধপোষ্য দুই শিশুকে বিবাহ করে এরপর কোন অপরিচিতা মহিলা তাদের উভয়কে একসাথে অথবা পৃথক পৃথকভাবে একের পর এক দুধপান করায় তাহলে তারা উভয়ে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে সে এই দুই জনের যে কোন একজনকে বিবাহ করতে পারবে। এভাবে তিন শিশুকে বিবাহ করার পর কেউ যদি তাদের সকলকে দুধপান করায় তবে তারা সকলেই স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। তবে পরবর্তীতে স্বামী এ তিন জনের যে কোন একজনকে বিবাহ করতে পারবে। এক্ষেত্রে স্তন্যদানকারী মহিলা যদি তাদেরকে একত্রে দুধপান না করায় বরং একের পর এক দুধপান করায় তাহলে প্রথম দুইজন স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় জন তার স্ত্রী হিসাবে বাকী থাকবে। অনুরূপভাবে দুইজনকে একত্রে এবং তৃতীয়জনকে পৃথকভাবে দুধপান করলে প্রথম দুইজন হারাম হয়ে যাবে এবং তৃতীয়জন তার স্ত্রী হিসাবে বহাল থাকবে। আ যদি প্রথম জনকে পৃথকভাবে এবং পরের দুইজনকে একত্রে দুধপান করায় তাহলে তারা সকলেই তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। (বাদায়ে) উপরোক্ত অবস্থা সমূহে স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে তাদের প্রত্যেককে অর্ধেক মহর করে প্রদান করা। আর এসব টাকা স্বামী স্তন্যদানকারী মহিলার নিকট থেকে জরিমানা স্বরূপ উসূল করে নিবে। যদি সে বিবাহ ভঙ্গের নিয়্যতে এরূপ করে থাকে। (মুযমারাত)

১৩. মাসআলা : যদি কেউ চারজন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিবাহ করে এবং কোন এক মহিলা তাদের সকলকে একসাথে অথবা একেরপর এক দুধপান করায় তাহলে সকলের বিবাহই ফাসিদ হয়ে যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) অনুরূপভাবে প্রথমে একজনকে



তারপর বাকী তিনজনকে দুধপান করালে তারা সকলেই তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর) আর যদি প্রথমে তিনজনকে একত্রে দুধপান করানো হয় এরপর চতুর্থজনকে পান করানো হয়, তবে চতুর্থজন হারাম হবে না। (মুহীত) যদি কোন ব্যক্তি একজন দুধপোষ্য নাবালিগা এবং একজন বালিগাকে বিবাহ করে এবং বালিগা স্ত্রী যদি নাবালিগাকে স্তন্য দান করে তবে তারা উভয়ই স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি বালিগা স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে তাহলে সে কোন মহর পাবে না। কিন্তু নাবালিগা অর্ধেক মহর পাবে এবং স্বামী এ অর্ধেক মহর বালিগা স্ত্রীর নিকট থেকে উসূল করে নিবে। যদি সে এতে বিবাহ ভঙ্গের ইচ্ছা করে থাকে। যদি সে এতে বিবাহ ভঙ্গের ইচ্ছা না করে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদিও বালিগা স্ত্রী জানে যে, এ নাবালিগাও আমার স্বামীর স্ত্রী। (হিদায়া) ইচ্ছাকৃত ফাসাদ সৃষ্টির মানে হল : বালিগা স্ত্রীর এই মর্মে অবগত থাকা যে, এ বালিগা তার স্বামীর স্ত্রী এবং তাকে স্তন্যদান করলে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। একথা জানা সত্ত্বেও এ উদ্দেশ্যে স্তন্যদান করা যে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাক। পক্ষান্তরে যদি নাবালিগা স্ত্রী ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে অথবা মরে যাওয়ার উপক্রম হয় এ অবস্থায় তার প্রাণ রক্ষার জন্য তাকে দুধপান করালে এতে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আছে বলে বলা যাবে না। বালিগা স্ত্রী যদি না জানে যে, এ নাবালিগা তার স্বামীর স্ত্রী অথবা জানে কিন্তু স্তন্যদান করা বিবাহ ভঙ্গের কারণ এ কথা জানেনা। অথবা একথাও তার জানা ছিল কিন্তু তার প্রাণনাশের অশংকায় এবং তার ক্ষুধা নিরাবনের উদ্দেশ্যে দুধপান করালে এতে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আছে এ কথা বলা যাবে না। কাজেই এ অবস্থায় স্বামী তার নিকট তার নিকট থেকে নাবালিগাকে প্রদত্ত অর্ধেক মহরের ক্ষতিপূরণ উসূল করে নিতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে বালিগা স্ত্রীর কথা শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, স্বামী উভয় অবস্থাতে অর্থাৎ বালিগা স্ত্রী বিবাহ ভঙ্গের ইচ্ছা করুক বা না করুক তার নিকট থেকে না বালিকা স্ত্রীকে প্রদত্ত মহরের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে যাহিরী রিওয়ায়েতে যা উল্লেখ রয়েছে তাই বিগত অভিমত এবং এটি ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম ইউসুফ (র)-এর ও অভিমত। (ফাতহুল কাদীর)

১৪. মাসআলা : যদি স্তন্যদানকারী স্ত্রী পাগল হয় তবে তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করা হবে না। অধিকন্তু পাগলিনী স্ত্রী যদি সহবাসের পূর্বে এরূপ করে তবে সে মহরের অর্ধেক পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মতিভ্রম স্ত্রীর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত) যুবতী স্ত্রীকে স্তন্যদানের ব্যপারে বাধ্য করা হলে এক্ষেত্রে ও পূর্বোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) আর যদি নাবালিগা স্ত্রী নিজে যুবতী স্ত্রীর কাছে আসে এবং সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, এ অবস্থায় নাবালিগা নিজেই যদি যুবতী স্ত্রীর স্তন নিজের মুখে ঢুকিয়ে দুধপান করে নেয় তবে তাদের উভয়ের বিবাহই ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং তারা অর্ধেক মহর পাবে। এক্ষেত্রে স্বামী কারো থেকেই ক্ষতিপূরণ উসূল করতে

পারবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) উপরোক্ত অবস্থায় বালিগা স্ত্রী চিরদিনের জন্য এ স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে। আর নাবালিগাও চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। যদি স্বামী বালিগা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে অথবা তার স্তনের দুধ যদি তার স্বামীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ না হলে পুরুষের জন্য জায়েয হবে না বালিগা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা। (আন্ নাহকুল ফায়িক)

১৫. মাসআলা : যদি কারো একজন নাবালিগা এবং একজন বালিগা এই দুই স্ত্রী থাকে, এ অবস্থায় বালিগা স্ত্রীর মা যদি নাবালিগা স্ত্রীকে দুধপান করায় তাহলে উভয় স্ত্রী বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি বালিগা স্ত্রীর বোন তাকে দুধপান করায় তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বালিগা স্ত্রীর ফুফু অথবা খালা নাবালিগাকে দুধপান করালে কারো বিবাহ ছিন্ন হবে না। (মুহীত) যদি কোন ব্যক্তি বালিগার স্তন্য টেনে নিয়ে কারো দুই নাবালিগা স্ত্রীকে পান করিয়ে দেয় তাহলে স্বামী তার প্রত্যেক স্ত্রীকে অর্ধেক মহর প্রদান করবে। তারপর যে এ কাজ করেছে তার থেকে এ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। যদি উক্ত ব্যক্তি বিবাহ ভঙ্গের উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকে। এটাই সহীহ মত। কোন ব্যক্তি নিকাহে ফাসিদের ভিত্তিতে কোন এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাসও করল। এরপর সে অপর এক নাবালিগা কন্যাকে বিবাহ করল। এ অবস্থায় সহবাসকৃত স্ত্রীর মা যদি নাবালিগাকে দুধ পান করায় তবে তার স্বামীর সাথে তার বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি এক নাবালিগা কন্যাকে বিবাহ করে পরে তার ফুফুকেও বিবাহ করে তাহলে ফুফুর বিবাহ এ ব্যক্তির সাথে সহীহ হবে না। এ অবস্থায় ফুফুর মা যদি ঐ নাবালিগাকে দুধপান করায় তবে ঐ নাবালিগা স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হারাম হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৬. মাসআলা : যদি কেউ একজন বালিগা মহিলা এবং দুইজন নাবালিগা কন্যাকে বিবাহ করে এ অবস্থায় বালিগা স্ত্রী যদি নাবালিগা স্ত্রীদেরকে দুধপান করায় এবং এক সাথে দুধপান করায় তাহলে তারা সকলেই স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। বালিগা স্ত্রীকে বিবাহ করা তার জন্য আর কখনো জায়েয হবে না। এমনিভাবে ঐ দুই নাবালিগাকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রে জমা করা তার জন্য জায়েয হবে না। অবশ্য তাদের যে কোন একজনকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয হবে। যদি সে বালিগা স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে। অবশ্য বালিগা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকলে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ন্যায় এক্ষেত্রেও বিবাহ জায়েয হবে না। আর যদি উক্ত বালিগা স্ত্রী তাদের দু'জনকে একেরপর এক দুধপান করায় তবে বালিগা এবং যে না বালিগাকে সে প্রথমে দুধপান করিয়েছে তারা উভয়ে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় না বালিগা স্ত্রীকে বালিগা মহিলা যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদের পর দুধপান করিয়েছে কাজেই এতে মাতা ও কন্যাকে একত্রে জমা করার প্রশ্ন দেখা দেয় না। তবে ঐ নাবালিগা কন্যা রিয়াঈ রাবীবা

১. সর্বক্ষেত্রে নাবালিগা অর্থে দুধপানের বয়সের অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যর বয়স ধর্তব্য। (সম্পাদক)



বটে। সুতরাং যদি তার মা অর্থাৎ বালিগার সাথে তার স্বামী সহবাস করে থাকে তাহলে সে তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। এরূপ না হলে হারাম হবে না। এরপর বালিগা স্ত্রীকে সে আর কখনো বিবাহ করতে পারবে না এবং ঐ দুই নাবালিগাকেও পুন বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করা তার জন্য জায়েয হবে না।

১৭. মাসআলা : কোন পুরুষ যদি একজন বালিগা মহিলা এবং তিনজন না বালিগা কন্যাকে বিবাহ করে তারপর বালিগা স্ত্রী যদি ঐ নাবালিগাদেরকে ক্রমান্বয়ে দুধপান করায় তাহলে তারা সকলেই ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কেননা বালিগা মহিলা প্রথম নাবালিগাকে দুধপান করাতেই সে তার কন্যা হয়ে গেল। এতে উক্ত পুরুষের জন্য মাও কন্যাকে একত্রিত করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাড়ায়। কাজেই তারা তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এরপর যখন দ্বিতীয় নাবালিগাকে দুধপান করাল তখন বালিগা ও নাবালিগা উভয়ই তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কাজেই মা ও কন্যাকে একত্রিত করার কারণে এখানে বায়িনা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা এখানে মা ও কন্যাকে একত্রিত করা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল, যদি স্বামী বালিগা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে ঐ নাবালিগা স্ত্রী তার স্বামীর জন্য তৎক্ষণাৎ হারাম হয়ে যাবে। কেননা নাবালিগার স্ত্রী বালিগা স্ত্রীর জন্য রাবীবা যার মায়ের সাথে সহবাস করা হয়েছে। আর যদি বালিগা স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস না করে তাকে, তবে সে তৎক্ষণাৎ তার স্বামীর জন্য হারাম হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তৃতীয় নাবালিগাকে দুধপান করাবে। যখন তৃতীয় নাবালিগাকে দুধপান করাবে, তখন তারা উভয়ই স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। কেননা এ অবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় নাবালিগা পরস্পর একে অপরের দুধ বোন হয়ে গেছে। কাজেই দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করা হারাম হওয়ায় তারাও হারাম হয়ে যাবে। এরপর বালিগা স্ত্রীকে পুনবিবাহ করা, দুই নাবালিগাকে একত্রিত করা এবং নাবালিগাটয়কে পুনঃএকত্রে বিবাহ করার ক্ষেত্রে ঐ হকুম প্রযোজ্য হবে যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। (বাদায়ে)

১৮. মাসআলা : যদি কেউ এক বালিগা এবং তিন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিবাহ করে এবং পরবর্তীতে এ বালিগা যদি প্রথমে ঐ তিন জনের একজনকে তারপর বাকী দুইজনকে একত্রে দুধপান করায়, তাহলে তারা সকলেই ঐ স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর যদি সে প্রথমে দুইজনকে দুধপান করায় তারপর তৃতীয়জনকে দুধপান করায় তাহলে স্বামীর জন্য বালিগা স্ত্রী এবং প্রথমে যে দুই জনকে দুধপান করালো তারা সবই হারাম হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কেউ দুইজন বালিগা মহিলা এবং দুইজন নাবালিগাকে বিবাহ করে এবং সে এখন সে এখনো পর্যন্ত এ বালিগা স্ত্রীদ্বয়ের সাথে সহবাস করেনি এমন অবস্থায় যদি উভয় বালিগা স্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে নাবালিগাদের কোন একজনকে দুধপান করায় এবং একজন অপর জনের পরে দুধপান করায় তারপর উভয় বালিগা দ্বিতীয় নাবালিগাকে দুধপান করায় এবং একের পর এক দুধপান করায়

তাহলে দুই বালিগা এবং প্রথম নাবালিগা স্ত্রী তাদের স্বামী থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় নাবালিগা তার স্ত্রী হিসাবে বহাল থাকবে। যদি দুই বালিগা স্ত্রীর কোন একজনে নাবালিগা স্ত্রীদ্বয়কে একের পর এক দুধপান করায় তারপর আরেকজনে এভাবে একেরপর এক নাবালিগাদ্বয়কে দুধপান করায় এবং দ্বিতীয় বালিগা ও প্রথম বালিগা স্ত্রী উভয়ে যদি একই জনকে প্রথমে দুধপান করায়, তাহলে বালিগা স্ত্রীদ্বয় এবং প্রথম নাবালিগা স্ত্রী ঐ তিন জনের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় নাবালিগা কন্যা তার স্ত্রী হিসাবে বহল থাকবে, আর যদি দ্বিতীয় বালিগা স্ত্রী অপর নাবালিগাকে প্রথমে দুধপান করায় তাহলে তারা সকলেই ঐ স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। (মুহীত)

১৯. মাসআলা : এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। একজন বালিগা আর একজন নাবালিগা। এভাবে ঐ ব্যক্তির পুত্রেরও দুই স্ত্রী। একজন বালিগা ও অপর জন নাবালিগা। এ অবস্থায় যদি পিতার বালিগা স্ত্রী পুত্রের নাবালিগা স্ত্রীকে এবং পুত্রের বালিগা স্ত্রী পিতার নাবালিগা স্ত্রীকে দুধপান করায় আর ঐ দুধ পিতা-পুত্রের উভয়ের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তাহলে উভয় নাবালিগার বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু উভয় বালিগার বিবাহ অটুট থাকবে। এমনভাবে যদি পিতা ও পুত্রের স্থলে দুই ভ্রাতার মধ্যে এরূপ হয় তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি চাচা ও ভাতিজার ক্ষেত্রে হয় তাহলে ভাতিজার স্ত্রীদের বিবাহ বহাল থাকবে। এবং চাচার নাবালিকা কন্যার বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর বায়িক) যদি কেউ কোন নাবালিগাকে বিবাহ করে তারপর তাকে তালাক দিয়ে একজন বালিগা রমণীকে বিবাহ করে। এ অবস্থায় ঐ বালিগা স্ত্রী যদি ঐ তালাকপ্রাপ্ত নাবালিগা স্ত্রীকে দুধপান করায়, চাই ঐ দুধ স্বামীর মাধ্যমে তার স্তনে আসুক বা অন্য কারো মাধ্যমে আসুক তবে সে তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। (মুহীত)

২০. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, এরপর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তার ইদত সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে যদি সে স্বামীর নাবালিগা স্ত্রীকে দুধপান করায় তাহলে ঐ নাবালিগা স্ত্রীর বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা সে তালাকপ্রাপ্ত রমণীর কন্যা হয়ে গেছে। কাজেই মাতা ও কন্যাকে একত্রিত জমা করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। বস্তুত বিবাহের অবস্থায় যেমনিভাবে এ জাতীয় দুই মহিলাকে একত্রিত করা জায়েয নেই, তেমনি ভাবে ইদতের অবস্থায়ও তাদেরকে একত্রিত করা জায়েয নেই। (বাদায়ে) যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, এরপর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ভগ্নি তার দ্বিতীয় স্ত্রী নাবালিগাকে যদি তালাকপ্রাপ্ত ইদতের মধ্যে দুধপান করায়, তাহলে উক্ত নাবালিগা স্ত্রীর বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। (যহীরিয়া) কেউ যদি নিজের উম্মে ওয়ালাদকে নিজের নাবালিগ গোলামের নিকট বিবাহ প্রদান করে, এ অবস্থায় ঐ উম্মেওয়ালাদ যদি নিজের মুনীবের দুধ উক্ত নাবালিগাকে পান করায়, তাহলে এ মহিলা তার স্বামী এবং মুনীব উভয়ের জন্য হারাম হয়ে যাবে। (বাদায়ে)



২১. মাসআলা : কেউ যদি তার উম্মেওয়ালাদ বাদীকে কোন শিশুর নিকট বিবাহ প্রদান করে এবং পরে তাকে আযাদ করে দেয়, এ অবস্থায় উক্ত মহিলা যদি স্বামী থেকে বিছিন্ন হয়ে অপর কোন ব্যক্তিকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার থেকে বাচ্চা পয়দা হয়, তারপর সে পুনরায় ঐ নাবালিক স্বামীর নিকট এসে তাকে দুধপান করায় তাহলে তার বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ এ কর্মের দ্বারা উক্ত মহিলা তার রিয়াদি সন্তানের স্ত্রী হয়ে গেছে। (তাতারখানিয়া)

২২. মাসআলা : দু'টি বিষয়ের কোন একটির মাধ্যমে রিয়া'আতের প্রকাশ ঘটে থাকে। ১. স্বীকারোক্তি ২. প্রমাণ (বাদায়ে) রিয়া'আত প্রমাণের জন্য সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পক্ষে দুই ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ মহিলা হওয়া আবশ্যিক। (মুহীত) কাযী (বিচারক) কর্তৃক বিবাহ হওয়া আবশ্যিক। (মুহীত) কাযী (বিচারক) কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো ব্যতিরেকে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না (আন্ নাহরুল ফারিক) দুই ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন ন্যায়পরায়ণ মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদি বিবাহ ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে তাহলে স্ত্রী কিছুই পাবে না। আর যদি সহবাসের পর এরূপ ঘটে থাকে তাহলে মহরে মুসাম্মা এবং মহরে মিসলের মধ্যে পরিমাণে যেটি কম হবে সেটিই স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী খোরপোষ এবং বাসস্থান পাবে না। (বাদায়ে) যদি বিবাহের পর মহিলার নিকট দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা ন্যায়পরায়ণ একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তোমাদের মধ্যে রিয়া'আত সাব্যস্ত হয়েছে তবে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সাথে সহবাস করা জায়েয হবে না। কেননা এটা এমন সাক্ষ্য যে, তা কাযীর সামনে পেশ করা হলে এর ভিত্তিতে রিয়া'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এইভাবে যখন তা মহিলার সামনে পেশ করা হবে, তখন এতেও রিয়া'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৩. মাসআলা : যদি সংবাদদাতা এক ব্যক্তি হয় এবং পুরুষ ব্যক্তি মনে করে যে, এ সংবাদের ক্ষেত্রে সে সত্যবাদী তবে উত্তম হল, সে তার স্ত্রী থেকে দূরে থাকবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সংবাদদাতা বিবাহের আগে সংবাদ দিক অথবা পরে সংবাদ দিক। অবশ্য স্ত্রী থেকে দূরে থাকা তার উপর ওয়াজিব নয়। (মুহীত) কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি অপর কোন মহিলা বলে যে, আমি তোমাদের উভয়কে দুধপান করিয়েছি তবে এক্ষেত্রে চার অবস্থা হতে পারে। (১) যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তার কথা বিশ্বাস করে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সহবাস না হয়ে থাকলে স্ত্রী মহর পাবে না। (২) যদি তারা উভয়ে সংবাদদাতা মহিলাকে অবিশ্বাস করে, তবে বিবাহ পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে। অবশ্য সংবাদদাতা মহিলা ন্যায়পরায়ণ হলে স্বামীর জন্য পরহেযগারী হবে, ঐ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। যদি এই বিচ্ছেদ সহবাসের পূর্বে ঘটে তবে এ হুকুম হবে।

আর স্ত্রীর জন্য উত্তম হল এ অবস্থায় স্বামীর নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা। যদি এরূপ ঘটনা সহবাসের পর ঘটে, তবে স্বামীর জন্য উত্তম হল, স্ত্রীকে পূর্ণ মহর প্রদান করা এবং ইন্দতকালীন সময়ের খোরপোষ দিয়ে দেওয়া। আর স্ত্রীর জন্য উত্তম হল, মহরে মুসাম্মা ও মহরে মিসল এর মধ্যে যেটি পরিমাণে কম হবে স্বামীর নিকট থেকে তা গ্রহণ করা এবং খোরপোষ না নেওয়া। উল্লেখ্য যে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে থাকলে স্বামীর জন্য জায়েয হবে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, (বাদায়ে)। অনুরূপভাবে যদি দুই মহিলা অথবা একজন পুরুষ ও একজন মহিলা অথবা ন্যায়পরায়ণ নয় এমন দুইজন পুরুষ অথবা ন্যায়পরায়ণ নয় এমন একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা তাকে এ মর্মে সংবাদ দেয়, তবে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (আন্ সিরাজুল ওয়াহাজ) (৩) যদি সংবাদদাতা মহিলার সংবাদ স্বামী বিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রী অবিশ্বাস করে, তবে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। মহর পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে। ৪. আর যদি সংবাদদাতা মহিলার কথা স্ত্রী বিশ্বাস করে কিন্তু স্বামী অবিশ্বাস করে, তবে বিবাহ বহাল থাকবে। তবে স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর নিকট থেকে শপথ নিতে পারবে। স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করলে তাদের বিবাহ ছিন্ন করে দেওয়া হবে। (তাহযীব)

২৪. মাসআলা : যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর বলে যে, এ আমার রিয়াদি ভগ্নি অথবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা বলে, তারপর আবার বলে যে, আমি অহেতুক ধারণা বশীভূত হয়ে এরূপ বলেছি, আসলে ও রকম কিছু নয়, তাহলে ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে তাদের বিবাহ ছিন্ন করা হবে না। অর যদি সে নিজের কথার উপর অবিচল থাকে এবং বলে যে, আমি যা বলেছি সত্য বলেছি, তবে তাদের বিবাহ ছিন্ন করে দেওয়া হবে। এরপর যদি সে নিজের বক্তব্য প্রত্যাখান করে নিতে চায়, তবে তা কোন কাজে আসবে না। (মুহীত) এহেন অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীর কথা অবিশ্বাস করে তবে সে কোন মহর পাবে না। আর যদি অবিশ্বাস করে তাহলে সে অর্ধেক মহর পাবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে, তবে স্ত্রী পূর্ণ মহর খোরপোষ এবং বাসস্থান সবই পাবে। তবে শর্ত হল যদি সে মহিলা স্বামীর কথা অবিশ্বাস করে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর কথা বিশ্বাস করে, তাহলে সে মহরে মুসাম্মা এবং মহরে মিসলের মধ্যে যেটি কম হবে তা পাবে। কিন্তু সে খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না। (মুযমারাত)

২৫. মাসআলা : যদি বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে স্বামী স্বীকার করে বলে যে, এ মহিলা আমার রিয়াদি বোন বা রিয়াদি মা, তারপর আবার বলে যে, এ কথা আমি ধারণার বশীভূত হয়ে বলেছি অথবা বলে যে, এ কথা আমি ভুলবশত বলেছি তাহলে স্বামীর জন্য জায়েয হবে, ঐ মহিলাকে বিবাহ করা। আর যদি বলে যে, আমি যা বলেছি তা সত্যই বলেছি তবে তার সাথে বিবাহ জায়েয হবে না। যদি বিবাহ হয়ে যায় তবে এ বিবাহ ভেঙ্গে দিতে হবে। যদি পুরুষ ব্যক্তি তার স্বীকারোক্তির কথা অস্বীকার করে এবং দুইজন সাক্ষী তার স্বীকারোক্তির কথা অস্বীকার করে এবং দুইজন সাক্ষী তার স্বীকারোক্তির



ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলেও তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি মহিলা একথা স্বীকার করে যে, এ ব্যক্তি (স্বামী) আমার দুধ সম্পর্কিত পিতা অথবা আমার দুধ সম্পর্কিত ভাই অথবা বলে-যে, এ আমার রিয়াদি ভ্রাতার পুত্র এবং স্বামী তা অস্বীকার করে এ অবস্থায় মহিলা যদি নিজের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং বলে যে, আমি ভুলে এরূপ বলেছি, তাহলে উক্ত পুরুষের জন্য এই মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয আছে। এমনভাবে মহিলা নিজের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পূর্বে এই মহিলাকে বিবাহ করলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি মহিলা বিবাহের পর বলে যে, আমি বিবাহের পূর্বে বলেছিলাম যে, তুমি আমার ভাই। আর তুমি আমার এ স্বীকারোক্তিকালে বলেছিলে যে, তোমার এ স্বীকারোক্তি সত্য এবং এ বিবাহ ফাসিদ। তরীকায় সংগঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের বিবাহ ছিন্ন করা যাবে না। যদি এরূপ কথা স্বামীর পক্ষ থেকে বলা হয় তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এরূপ স্বীকারোক্তি করে তারপর উভয়েই নিজের বক্তব্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং বলে যে, আমরা উভয়েই ভুল করেছি, এ অবস্থায় উক্ত পুরুষ যদি ঐ মহিলাকে বিবাহ করে নেয় তবে এ বিবাহ দূরন্ত হবে। (যখীরা)

২৬. মাসআলা : যদি স্ত্রী (স্বামী সম্পর্কে) বলে যে এ, আমার রিয়াদি পুত্র এবং এর উপর সে মযবূত থাকে তবে তার জন্য জায়েয হবে এ মহিলাকে বিবাহ করা। কেননা মহিলার দিক থেকে হরমত সাব্যস্ত হয় না। ফকীহগণ বলেন, সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সমুদয় ক্ষেত্রে এ অনুযায়ীই ফাতওয়া প্রদান করা হবে। (আল্ বাহরুর রাযিক) যদি স্বামী রক্ত সম্পর্কের কথা স্বীকার করে বলে-যে, এ মহিলা আমার রক্ত সম্পর্কীয় বোন অথবা আমার মা অথবা আমার কন্যা এবং মহিলার বংশ কোন পরিচিত বংশও নয় আর তার বয়স যদি ঐ পুরুষের বয়সের তুলনায় এমন কম হয় যে, সে তার মা অথবা কন্যা হতে পারে তবে ঐ ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে বলে যে, আমি সন্দেহের বশীভূত হয়ে অথবা ভুলবশত এরূপ বলেছি, তাহলে ইস্তিহসান-এর আলোকে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। আর যদি বলে যে, আমি যা বলেছি ব্যাপারটি ঠিক অনুরূপই তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি মহিলার বয়স পুরুষের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় অর্থাৎ এই বয়সের পুরুষের এই বয়সের কন্যা হতে পারে না তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে না এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে হবে না। (মাবসূত) কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে যে, এ আমার রক্ত সম্পর্কীয় কন্যা এবং এ কথার উপর সে অবিচল থাকে অথচ ঐ মহিলার বংশ সুপরিচিত তাহলে তাদেরকে পৃথক করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ ব্যক্তি যদি বলে যে, এ মহিলা 'আমার মা' অথচ তার মাতা একজন সুপরিচিতা মহিলা, এ ক্ষেত্রে সে যদি এ দাবীর উপর অটল থাকে তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে না। (মুহীত)

## তালাক অধ্যায়

[এ অধ্যায়ে পনেরটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।]

### প্রথম পরিচ্ছেদ

তালাকের সংজ্ঞা, রুকন, শর্ত, হুকুম, সীফাত, প্রকারভেদ এবং যার তালাক পতিত হয় আর যার তালাক পতিত হয় না ইত্যাদির বিবরণ

১. মাসআলা : শরী'আতের পরিভাষায় رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ خَالًا أَوْ مَالًا بِإِفْظِ বর্তমান অথবা ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক কোন বিশেষ শব্দের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে 'তালাক' বলা হয়। (আল-বাহরুর রাযিক)-তালাকের রুকন হল انت طالق (তোমাকে তালাক) বা এ জাতীয় কোন শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান করা। (কাফী) বিশেষভাবে তালাকে শর্ত দু'টি। (১) বিবাহ অথবা ইদতের ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধন বাকী থাকা (২) আর দ্বিতীয় শর্ত হল, মহল্লে নিকাহের মধ্যে হিল্লিয়াত বাকী থাকা। সুতরাং স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর মুসাহারার কারণে এই স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম এবং তার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব হয়। এ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে তালাক প্রদান করে তবে এ তালাক পতিত হবে না। কেননা মুসাহারার কারণে এই মহিলা উক্ত স্বামীর জন্য তালাকের পূর্বেই হারাম হয়ে গেছে। অবশ্য তালাকের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ফেরত নিয়ে নেয় তবে তালাক বাকী থাকবে। যদিও বর্তমানে সে হিল্লিয়াত এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে দুই তালাককে একত্রিত করে সে হিল্লিয়াত এবং বৈবাহিক সম্পর্ক উভয়টিকেই ছিন্ন করে দিবে। (মুহীত : সারাখসী)

২. মাসআলা : তালাকের হুকুম হল, রাজস্ তালাকের ক্ষেত্রে ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। আর বায়িন তালাকে ক্ষেত্রে তালাকের পর পর ইদত অতিবাহিত হওয়া ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর) তিন তালাক পূর্ণ

১. বৈবাহিক কারণে যে নারীকে বিবাহ করা হারাম যেমন-শ্বাওড়ী অথবা সংগম (বৈধ/অবৈধভাবে)-এর কারণে যে নারীকে বিবাহ করা হারাম, এরূপ হারাম হওয়াকে হরমতে মুসাহারা বলে।



হয়ে গেলে এ মহিলাকে আর বিবাহ করা জায়েয হবে না। (মুহীত : সারাখসী)-  
তালাকের সফত (وصف) হল এই যে, তালাক মূলের দিক থেকে হারাম কিন্তু  
প্রয়োজনে প্রেক্ষিতে মুবাহ (জায়েয)। (কাফী) তালাক দুই প্রকার : ১. তালাকে সুন্নী ২.  
তালাকে রিয়াদি। এতদুভয়ের প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার। একটির সম্পর্ক হল সংখ্যার  
সাথে। আর অপরটির সম্পর্ক হল সময়ের সাথে। সুন্নী তালাক সংখ্যা ও সময়ের দিক  
থেকে দুই প্রকার : ১. হাসান ২. আহসান। আহসান তালাক হল, যে তুহরের মধ্যে স্ত্রীর  
সাথে সহবাস করা হয়নি এমন তুহরের অবস্থায় স্ত্রীকে এক তালাকে রাজি প্রদান করে  
ইদত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তাকে এ অবস্থায় রেখে দেওয়া অথবা গর্ভবতী হলে তার  
গর্ভ প্রকাশ পাওয়া। হাসান তালাক হল যে, তুহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি এমন  
তুহরে তাকে এক তালাক প্রদান দ্বিতীয় তুহরে দ্বিতীয় তালাক প্রদান করা এবং তৃতীয়  
তুহরে তৃতীয় তালাক প্রদান করা। (মুহীত : সারাখসী)

৩. মাসআলা : সংখ্যার দিক থেকে তালাকে সুন্নাহর মধ্যে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস  
করা হয়েছে এবং যার সাথে সহবাস করা হয়নি উভয়ই সমান। আর ওয়াস্তের দিক  
থেকে তালাকে সুন্নাহ শুধু সহবাসকৃত স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যে স্ত্রীর সাথে সহবাস  
হয়নি তাকে হায়িয এবং তুহর উভয় অবস্থাতেই তালাক দেওয়া হয়। (হিদায়া) যে  
মহিলার সাথে তার স্বামী নির্জন বাস করেছে তালাকের ক্ষেত্রে তার হুকুম সহবাসকৃত  
স্ত্রীর হুকুমের অনুরূপই (মুহীত) তালাকে সুন্নাহর সময়ের ব্যাপারে কিতাবী, মুসলিম  
মহিলা এবং দাসী উভয়ই সমান। (তাতার খানিয়া) ফকীহগণ বলেন, প্রথম তালাকের  
ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে। এমনকি তুহরের সীমা যখন শেষ হয়ে আসবে তখন তালাক দিবে।  
যাতে ইদত দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে মহিলার কষ্ট না হয়। কোন কোন ফকীহ বলেন,  
তুহরের পর পরই তালাক প্রদান করবে। যাতে সহবাসের পর তালাক দেওয়া না হয়।  
এটাই স্পষ্ট কথা। (তাবয়ীন) যে তুহরের অবস্থায় সহবাস করা হয়নি, ঐ তুহর তালাকে  
সুন্নীর জন্য যথোপযুক্ত সময়। যদি তুহর পূর্ববর্তী হায়িযের মধ্যে সে তার স্ত্রীর সাথে  
সহবাস না করে এবং তালাক না দিয়ে থাকে। কেননা হায়িযের অবস্থায় সহবাস ও  
তালাক প্রদান করলে তৎপরবর্তী তুহরের মধ্যে তালাকে সুন্নী পতিত করার আর কোন  
অবকাশ থাকে না। 'যিয়াদাত' গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। উক্ত হুকুম তখনই  
প্রযোজ্য হবে যদি হায়িযের অবস্থায় প্রদত্ত তালাক থেকে স্বামী তার মত প্রত্যাহার না  
করে। যদি মত প্রত্যাহার করে তবে 'আসল' গ্রন্থে বর্ণিত মতে উক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীর  
পাক হওয়ার পর ঋতুস্রাব হয়ে পুনরায় পাক হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তালাক দিতে  
পারবে। এতে একথার প্রতি ইংগিত রয়েছে যে, তালাকের ব্যাপারে মত প্রত্যাহার করার

দ্বারা ইংগিত রয়েছে যে, তালাকের ব্যাপারে মত প্রত্যাহার করার দ্বারা হায়িয পরবর্তী  
তুহর তালাকে সুন্নীর যথাযথ সময় বলে বিবেচিত হবে না। ইমাম তাহাভী (র) বলেন,  
হায়িয পরবর্তী তুহরের অবস্থায় তালাক প্রদান করবে। এতে ইংগিত রয়েছে এ কথার  
প্রতি যে, হায়িয পরবর্তী তুহর তালাকে সুন্নীর সময় হিসাবে বিবেচিত হবে। ইমাম  
আবুল হাসান (র) বলেন, ইমাম তাহাভী (র) যা বলেছেন, তা ইমাম আযম আবু হানীফা  
(র)-এর অভিমত। আর 'আসল' গ্রন্থে যা বর্ণিত রয়েছে তা সাহেবায়নের অভিমত।  
কেউ যদি তার স্ত্রীকে হায়িযের অবস্থায় তালাক দিয়ে পুনরায় তাকে বিবাহ করে উক্ত  
হায়িয পরবর্তী তুহরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে ইমামগণের সর্বাবাদী মতানুসারে  
এ তালাক তালাকে সুন্নী হিসাবে পরিগণিত হবে। (যখীরা) স্বামী যে তুহরের অবস্থায়  
স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি ঐ তুহরের মধ্যে সে যদি তাকে বায়িন তালাক দিয়ে পুনরায়  
বিবাহ করে তবে সমস্ত ইমামগণের মতে সে তাকে এ তুহরের মধ্যে তালাক প্রদান  
করতে পারবে। (বাদায়ে)

৪. মাসআলা : যে তুহরের অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি এমন তুহরে  
স্বামী যদি স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করে এবং ঐ অবস্থায়ই আবার তাকে বজ্রব্যের  
মাধ্যমে ফেরৎ নেয় তবে ঐ তুহরের মধ্যে সে তাকে দ্বিতীয় তালাক প্রদান করতে  
পারবে। এবং ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ তালাক সুন্নী তালাক বলে  
পরিগণিত হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ তালাক সুন্নী তালাক হিসাবে  
পরিগণিত হবে না। অবশ্য এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে  
(যখীরা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা অথবা কামোদ্দীপনার সাথে তার  
লজ্জাস্থানের প্রতি নয়র করার মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে নেয় তবে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত  
মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি কামভাবের সাথে নিজ স্ত্রীর  
হাত ধরে বলে 'তোমাকে তিন তালাকে সুন্নাহ' তাহলে তার উপর তৎক্ষণাৎ তিন তালাক  
পতিত হবে। এবং একটির পর অপরটি পতিত হবে। কেননা এভাবে তালাক প্রদানের  
ফলে তালাকের পর রজুও সাব্যস্ত হবে এবং আবার পরে তালাকও পতিত হবে।  
(মাবসূত) কিন্তু সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রীকে রজু করলে ইজমা অনুসারে ঐ তুহরের  
অবস্থায় স্বামী আর তার স্ত্রীকে তালাকে সুন্নী প্রদান করতে পারবে না। (আস্ সিরাজুল  
ওয়াহাজ)-এই বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সহবাসের দ্বারা স্ত্রী গর্ভবতী না হয় যদি  
গর্ভবতী হয় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্বামী তার  
স্ত্রীকে পুনরায় তালাক প্রদান করতে পারবে। (বাদায়ে)

৫. মাসআলা : তালাকে বিদঈ দুই প্রকার : ১. এমন তালাকে বিদঈ যার সম্পর্ক  
সংখ্যার সাথে। ২. এমন তালাকে বিদঈ যার সম্পর্ক সময়ের সাথে। যে তালাকে বিদঈর  
সম্পর্ক সংখ্যার সাথে তা হল নিম্নরূপঃ একই তুহরে একই বাক্যে অথবা বিভিন্ন বাক্যে  
তিন তালাক প্রদান করা। অথবা একই তুহরে একই বাক্যে বা একাধিক বাক্যে দুই

১. অবশ্য অন্য স্বামীর সাথে বিনাহের পর সে যদি দেখায় এ মহিলাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে পূর্বের স্বামী  
পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে। তালাক প্রদানের শর্তারোপ করা হারাম, হাদীসে এরূপ স্বামীকে ভাড়া  
বাড়ি বলা হয়েছে এবং তার উপর আল্লাহর নাসনত তথা অভিসম্পাত হোক! বলা হয়েছে। সাবধান! (সম্পা.)



তালাক একত্রে প্রদান করা। এইভাবে তালাক প্রদান করলে তালাক পতিত হবে। তবে সে গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে। সময়ের দিক থেকে বিদগ্ধ তালাক হল, সহবাসকৃত স্ত্রীকে যার ঋতু আসে তাকে হায়িযের অবস্থায় তালাক প্রদান করা অথবা যে তুহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে ঐ তুহরে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা। এভাবে তালাক প্রদান করা হলে তালাক পতিত হবে। এ সময় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা হলে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হল স্ত্রীকে রুজু করে নেওয়া। বিশুদ্ধতম মতে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া ওয়াজিব। (কাফী) যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে বায়িন তালাক সুন্নী তালাক নয়। অবশ্য খুলা সুন্নী তালাকে অন্তর্ভুক্ত। চাই তা হায়িযের অবস্থায় হোক অথবা অন্য অবস্থায় হোক। 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হায়িযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়াতে কোন দোষ নেই এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী-প্রদত্ত এই ইখতিয়ার গ্রহণ করাতেও কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে নাবালিগা স্ত্রী বালিগ হয়ে থিয়ারে বুলুগ প্রাপ্ত হওয়ার পর ইখতিয়ার তথা বিচ্ছেদকে গ্রহণ করলেও কাযী (বিচারক) হায়িযের অবস্থায়ও উক্ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। (মুহীত) দাসী আযাদ হওয়ার পর হায়িযের অবস্থায় নিজেকে ইখতিয়ার করলে অর্থাৎ বিচ্ছেদ ইখতিয়ার এতে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে 'ইন্নীন' (পুরুষত্বহীন) কে যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা যদি স্ত্রী হায়িযের অবস্থায় খতম হয়, তবে এতেও কোন ক্ষতি নেই। (শারহু তাহাভী) উপরোক্ত মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে আর যার সাথে সহবাস কর হয়নি উভয়ই সমান। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৬. মাসআলা : যদি কম বা অধিক বয়স্কা হওয়ার কারণে অথবা এছাড়া অন্য কোন কারণে কোন মহিলার হায়িয না আসে যেমন কোন মহিলার বালিগ হওয়ার পর কখনো হায়িয আসেনি। এ জাতীয় কোন মহিলাকে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সুন্নাহ মুতাবিক তালাক দিতে চায় তবে প্রথমে তাকে তালাক দিবে, এরপর একমাস অতিবাহিত হলে পুনরায় তালাক প্রদান করবে। যদি মাসের প্রথমে অর্থাৎ চাঁদ উঠার রাতেই তালাক পতিত হয় তবে তালাক ও ইদ্দতের ক্ষেত্রে ফকীহগণের সর্ববাদী রায় অনুসারে চাঁদের মাসের হিসাবে মাস গণনা করা হবে। আর যদি তালাক মাসের মধ্যখানে পতিত হয় তবে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সমস্ত ইমামগণের মতে দিনের হিসাব ধর্তব্য হবে। সুতরাং প্রথম তালাকের ঠিক ত্রিশ দিন পর দ্বিতীয় তালাক প্রদান করবে না। বরং একত্রিশতম দিনে অথবা এরপর তালাক প্রদান করবে। ইদ্দতের ক্ষেত্রেও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে দিবসের মাধ্যমে হিসাব ধর্তব্য হবে। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর একটি অভিমত। সুতরাং মোট নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পূরা হবে

১. এরূপ এক সাথে তিন তালাক প্রদান করা চার মাসহাবেই হারাম, কিন্তু কেউ গোয়ারতুমি করে এক সংগে তিন তালাক প্রদান কলে চার ইমামের তিন তালাক পতিত হবে। স্বামী হারাম কাজ করে মহা পাপ করলে। (সম্পা.)
২. নব্বই দিন শুধুমাত্র এই নারীর জন্য কিন্তু ঋতুবতী নারীর জন্য তিন ঋতু। ১৯৬৩ সনে পাকিস্তান সরকার

না। কম বা অধিক বয়স্কা হওয়ার কারণে যে মহিলার হায়িয আসে না। তাকে তালাক দেওয়া জায়েয। অনুরূপভাবে তার সাথে সহবাস করার পর সময়ের কোন ব্যবধান না রেখে তালাক প্রদান করাও জায়েয। ইমামত্রয় এই মতামতই পোষণ করেন। (ফাতহুল কাদীর) শামসুল আইম্মা হলওয়ানী (র) বলেন, আমাদের শায়খ (র) বলেন, উপরোক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা এমন কম বয়স্কা হয় যার স্রাব ও হামলের ব্যাপারে সম্ভাবনা নাই। আর যার স্রাব ও হামলের ব্যাপারে সম্ভাবনা আছে তার ক্ষেত্রে উত্তম হল সহবাস ও তালাকের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করা। (যখীরা)

৭. মাসআলা : গর্ভবতী মহিলাকে সহবাসের পর তালাক দেওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাকে সুন্নী তালাক প্রদান করতে হলে দুই তালাকের মধ্যে এক মাসের ব্যবধান রাখবে। (হিদায়া) ঋতুবতী মহিলা যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তাকে যদি তার স্বামী বলে, সুন্নাহ মুতাবিক তোমাকে তিন তালাক, তবে তৎক্ষণাৎ তার উপর এক তালাক পতিত হবে। যদি সে এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যাতে তার সাথে সহবাস করা হয়নি। পক্ষান্তরে যদি সে হায়িযের অবস্থায় থাকে অথবা এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয়েছে তবে তার উপর তৎক্ষণাৎ কিছু পতিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সুন্নাহ রীতি অনুসারে তালাক প্রদানের সময় আসে। যদি কেই তার ঋতুমতী স্ত্রী যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তাকে বলে "সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তিন তালাক" তবে এর কয়েক অবস্থা হতে পারে। অর্থাৎ যদি সে এরূপ নিয়্যত করে যে, প্রত্যেক তুহরের অবস্থায় তার উপর এক তালাক পতিত হবে, তাহলে নিয়্যত অনুসারেই তালাক পতিত হবে। আর যদি কোনরূপ নিয়্যত না করে তাহলেও অনুরূপ অবস্থাই হবে। অর্থাৎ এক এক তুহরের অবস্থায় এক এক তালাক পতিত হবে। যদি একই সাথে তিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়্যত করে তবে এ নিয়্যতও সহীহ হবে। কেননা একত্রে তিন তালাক পতিত হওয়াও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর যদি প্রত্যেক মাসের শুরুতে এক তালাক পতিত হওয়ার নিয়্যত করে তবে নিয়্যত মতই হবে। মহিলা 'আয়িসা' (যার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে এমন হলে) অথবা এমন নাবালিগা হলে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে, এ জাতীয় স্ত্রীকে যদি বলা হয় যে, 'সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তিন তালাক' তাহলে তার উপর তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। চাই তখন তার সাথে সহবাস করা হোক বা না করা হোক। এর একমাস পর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে এবং আরেক মাস পর তৃতীয় তালাক পতিত হবে। (মুহীত) আর যদি একই সাথে তিন তালাক প্রদানের নিয়্যত করে তবে নিয়্যত

কর্তৃক প্রবর্তিত পারিবারিক আইনে শরীয়াতের বিধান উপেক্ষা করা হয়েছে; পাকিস্তান আমলের বহু বিধি-বিধান বাতিল করা হলেও বাংলাদেশের কোন সরকার এই আইনটিকে বাতিল করে নাই আফসোস! বাংলাদেশ হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ আইন মথায়থ বহাল আছে। শরীয়াতের বিধানের প্রতি সকল সরকার বৃদ্ধাসষ্ঠ প্রদর্শন করে আসছে।



অনুসারেই তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্ত্রী গর্ভবতী হলেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি কোনরূপ নিয়্যত না করে তবে সুন্নাহ রীতি অনুসারে তালাক পতিত হবে। আর যদি নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন)

৮. মাসআলা : যদি কেউ তার বিবাহিতা স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে বলে যে, সুন্নাহ রীতিমত তোমাকে তিন তালাক তবে তার উপর তখনই এক তালাক পতিত হবে। পুনরায় তাকে বিবাহ করলে বিবাহ করতাই দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তৃতীয় তালাকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান কার্যকরী হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) এমনিভাবে যদি স্বামী তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বলে, সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তিন তালাক, তবে কথা বলা শেষ করতাই তার উপর এক তালাক পতিত হবে। এবং বাচ্চা প্রসবের পর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। যদিও প্রথম তালাকের যদিও প্রথম তালাকে একদিন পর বাচ্চা প্রসবিত হয় অথবা তাকে পুনরায় বিবাহ করে। (এ অবস্থায়ও বিবাহ করতাই দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে।) (যখীর) যদি বলে 'সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তালাক'। কিন্তু তিন তালাকের কথা উল্লেখ না করে তবে এ মহিলা ঋতুমতী হলে এবং তালাকের উপযুক্ত সময় আপতিত হবে অর্থাৎ সহবাসবিহীন তুহরের অবস্থা হলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। আর সময় তালাকের জন্য উপযুক্ত না হলে সময় না আসা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। সময় হলে তালাক পতিত হবে। যদি উক্ত মহিলা মাসের গণনার ভিত্তিতে ইদ্দত পালন করে অথবা গর্ভবতী হয় তবে কথা বলতেই এক তালাক পতিত হবে। (শারহুত তাহাজী) যদি তিন তালাক একত্রে অথবা বিভিন্ন তুহরে প্রদানের নিয়্যত করে তবে তাও সহীহ হবে। শামসুল আইন্না সারাখসী, শায়খুল ইসলাম (র) ও আসরার গ্রন্থ প্রণেতা অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ফখরুল ইসলাম, সাদরুস্ শহীদ (র)-ও হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা সহ একদল ফকীহ এর মতে এ অবস্থায় একত্রে তিন তালাকের নিয়্যত করা সহীহ নয়। (তাবয়ীন) সুতরাং এ ক্ষেত্রে একাধিক তালাক পতিত হবে না। (শারহু জামি'ইস সাগীর : কাযীখান)

৯. মাসআলা : 'সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাতে তালাক' এ কথা বলে স্বামী যদি এক তালাকে বায়িনের নিয়্যত করে তবে বায়িন তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যদি দুই তালাকের নিয়্যত করে তবে দুই তালাক পতিত হবে না। যদি তালিকুন (طالق) দ্বারা এক তালাক এবং লিস সুন্নাহ (للسنة) শব্দ দ্বারা আরেক তালাকের ইচ্ছা করে তবে এক তালাকই পতিত হবে। (তাতারখানিয়া) স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাকে প্রত্যেক মাসে তালাক তবে মহিলা 'আয়িসা' (أيسا) হলে সে মাস বিবাহ করে ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ তার উপর তিন মাসে তিন তালাক পতিত হবে। আর ঋতুবতী হলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু

স্বামী যদি প্রতি মাসে এক তালাক করে তিন তালাকের নিয়্যত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত) স্ত্রী ঋতুমতী নয় এমন স্ত্রীকে স্বামী যদি বলে মাসে মাসে তোমাকে তালাক, তবে প্রতি মাসের শুরুতে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। আর ঋতুমতী স্ত্রীকে স্বামী যদি বলে প্রতি হায়িযে তোমাকে তালাক তবে প্রতি হায়িযের অবস্থায় তার উপর এক তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ঋতুমতী না হয় তবে তার উপর কিছুই পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যদি উক্ত বাক্যের সাথে লিস সুন্নাহ (للسنة) শব্দ সংযোগ করে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তবে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। যদি সে এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয়নি। তারপর প্রত্যেক মাসের পর এবং প্রত্যেক হায়িযের পর তার উপর এক তালাক পতিত হবে। যদি সে পবিত্র অবস্থায় থাকে। কেননা সে এ ক্ষেত্রে হায়িয শব্দটিও ব্যবহার করেছে। (যহীরিয়া)

১০. মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাকে দুই তালাক' তবে যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয় নি সে তুহরে তার উপর এক তালাক করে পতিত হবে। (বাদায়ে) মু'আল্লা (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এ সূত্রে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে দুই তালাক। তবে প্রথমটি সুন্নাহ অনুসারে, তাহলে উক্ত মহিলা যদি এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস হয়নি তবে প্রথমে তার উপর এক তালাকে সুন্নী পতিত হবে এবং এরপরই দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। যদি উক্ত মহিলা হায়িযওয়ালী হয় তবে উভয় তালাক বিলম্বে পতিত হবে। এমনকি সে হায়িয থেকে পাক হওয়ার পর প্রথমে সুন্নী পতিত হবে। পরে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে দুই তালাক। একটি সুন্নী ও অপরটি বিদঈ অথবা যদি এরূপ বলে যে, 'তোমাকে একটি সুন্নী ও একটি বিদঈ তালাক' তাহলে সময়টি তালাকে সুন্নীর জন্য উপযুক্ত হলে উভয় তালাকই পতিত হবে। প্রথমে তালাকে সুন্নী তারপর তালাকে বিদঈ পতিত হবে। আর সময়টি তালাকে সুন্নীর জন্য যথোচিত সময় না হলে বিদঈ তালাক পতিত হবে এবং সুন্নী তালাক সময় আসার পর পতিত হবে। স্বামী যদি বিদঈ তালাকের কথা আগে বলে আর সময়টি সুন্নী তালাকের জন্য উপযুক্ত সময় না হয় তাহলে বিদঈ তালাক পতিত হবে এবং সুন্নী তালাক বিলম্বে পতিত হবে। (মুহীত)

১১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে সুন্নাহ রীতি অনুসারে দুই তালাক, তবে এর একটি হল বায়িন, তবে এতদুভয়ের থেকে যে কোন একটিকে স্বামী বায়িন সাব্যস্ত করতে পারবে। যদি সে স্পষ্টভাবে কোনটির কথা বর্ণনা না করে এবং স্ত্রী শ্রাবের পর পুনরায় পাক হয়ে যায় তবে দুই তালাকে বায়িন তার উপর পতিত হবে। (যহীরিয়া) যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, সুন্নাহর পর তোমাকে তালাক তবে হায়িয ও তুহরের পর তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি একথা বলে যে, 'যখনই তোমার সন্তান



প্রসবিত হবে তখনই তোমাকে সুন্নাহ রীতি অনুসারে তালাক। এ অবস্থায় একই গর্ভাশয় হতে তিন সন্তান জন্মিলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ সময় তার উপর কোন তালাকই পতিত হবে না। কেননা ইমামদ্বয়ের মতে প্রথম সন্তান প্রসবের পর হতে নিকাস আরম্ভ হয়। কাজেই সে যখন নিকাস থেকে পাক হবে তখন এক তালাক পতিত হবে। এরপর প্রত্যেক তুহরে একটি করে তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক এবং প্রতি তালাক সুন্নাহ রীতি অনুসারে তবে তিন তালাক সুন্নাহ মুতাবিক পতিত হবে। আর যদি বলে, প্রতি তালাক বিদঈ রীতি অনুসারে তবে তৎক্ষণাৎ তিন তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া)

১২. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে আগামীকাল সুন্নাহ রীতি মুতাবিক তোমাকে তালাক অথচ মহিলা এমন অবস্থায় আছে যে, আগামী কাল তার উপর সুন্নাহ তালাক পতিত হতে পারে না। তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। অবশ্য সুন্নাহ তালাকের সময় হলে পতিত হবে। (মুহীত) যদি স্ত্রীকে বলে, সুন্নাহ রীতি মত তোমাকে তালাক, এক্ষেত্রে মহিলা যদি এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয় নি। কিন্তু অন্য কোন পুরুষ তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তবে এই তুহরের অবস্থায় তার উপর তালাক পতিত হবে। অবশ্য সন্দেহ জনিত কারণে তার সাথে কেউ সহবাস করে থাকলে এই তুহরের অবস্থায় তার উপর তালাক পতিত হবে না। (যহীরিয়া) কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করে তারপর যিহাবের কাফ্যার আদায়ের পূর্বেই সে যদি মারা পুনরায় তার স্ত্রীকে সুন্নী তালাক প্রদান করে এবং সময়টিও সুন্নী তালাকের জন্য উপযুক্ত হয় তবে তালাক পতিত হবে। হরমতে যিহার সুন্নী তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধক হবে না। এইভাবে কেউ যদি নিজ স্ত্রীর ভগ্নিকে বিবাহ করার পর সাথে সহবাস করে এবং এ জন্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায় এ অবস্থায় বোনের ইদতের মধ্যে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সুন্নী তালাক প্রদান করে তবে তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যিনার মাধ্যমে হামেলা স্ত্রীকে তার স্বামী যদি সুন্নাহ তালাক প্রদান করে তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১৩. মাসআলা : কোন মহিলাকে তার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করল এবং ঐ স্বামী তার সাথে সহবাসও করল, এরপর পূর্ব স্বামী জীবিত অবস্থায় ফিরে আসার পর ঐ মহিলা ও তার দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যস্থিত বিবাহ ছিন্ন করে দেওয়া হল। ফলে দ্বিতীয় স্বামীর কারণে তার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব হল। এ অবস্থায় প্রথম স্বামী যদি তাকে সুন্নাহ রীতি অনুসারে তালাক প্রদান করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু ইমাম আযম আবু

হানীফা (র)-এর মতে তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে প্রথম স্বামী তাকে সুন্নাহ রীতি অনুসারে তিন তালাক প্রদান করে তারপর তার স্রাব জারী হয় এবং এর থেকে সে পাক হয় তাহলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। এরপর উক্ত মহিলা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সে তার সাথে সঙ্গম করে তারপর তাদের বিবাহ ছিন্ন করে দেওয়া হল তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দ্বিতীয় স্বামীর ইদতের অবস্থায় উক্ত মহিলার উপর প্রথম স্বামী প্রদত্ত বাকী সুন্নাহ তালাকসমূহ পতিত হবে না। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, সুন্নাহ রীতি অনুসারে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমাকে তিন তালাক যদি তুমি তা চাও। অথবা 'যদি তুমি চাও' কথাটি আগে বলল, তবে এ কথাটি স্ত্রীর হায়িযের অবস্থায় বলে থাকলে কিয়াস অনুসারে স্ত্রীর চাওয়া হায়িয থেকে পাক না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী হবে না। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। আর এ কথা যদি স্বামী তার স্ত্রীর এমন তুহরের অবস্থায় বলে তার চাওয়া তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্রাব হয় এবং সে এ স্রাব থেকে পবিত্র হয়। (মুহীত)

১৪. মাসআলা : যদি কেউ তার নাবালিগা স্ত্রীকে তালাক দেয় তারপর একমাস অতিবাহিত হওয়ার আগে তার স্রাব জারী হয়ে যায় এবং সে এর থেকে পাক পবিত্র হয়ে যায়, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে স্বামী তার এ স্ত্রীকে দ্বিতীয় তালাক দিতে পারবে। ঋতুমতী কোন মহিলাকে তালাক দেওয়ার পর সে যদি আয়িসা (ঋতুবদ্ধ হওয়া) হয়ে যায় তবে এ অবস্থায়ও স্বামী তাকে দ্বিতীয় তালাক দিতে পারবে। (মুহীত সারাখসী) আবু সুলায়মান (র) কর্তৃক প্রণীত 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, স্বামী যদি তার 'আয়িসা' স্ত্রীকে বলে 'সুন্নাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তিন তালাক' তবে কথা বলতেই তার উপর এক তালাক পতিত হবে। তারপর যদি এ মহিলার স্রাব হয় এবং সে এর থেকে পাক পবিত্র হয় তাহলে প্রথম তালাক বাতিল হয়ে যাবে। এবং হায়িয থেকে পাক হওয়ার পর তার উপর এক তালাক পতিত হবে। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, 'ইয়াস' তথা স্রাব বন্ধ হওয়ার পর এ কথা বলার পূর্বে সে যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ হায়িযের পর যদি উক্ত মহিলার স্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হওয়া ঐ অবস্থায় প্রকাশ পায় তবে বাকী দুই তালাক মাসের গণনা হিসাবে পতিত হবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে সুন্নাহ রীতি মত তোমাকে তিন তালাক, একথা শুনে স্ত্রী বলল আমি তাহিরা, অর্থাৎ হায়িয থেকে পাক অবস্থায় আছি। আর স্বামী বলে, আমি তোমার সাথে হায়িযের অবস্থায় অথবা এর পরে সহবাস করেছি। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর স্ত্রী যদি বলে, আমি গর্ভবতী, আর স্বামী বলে তুমি গর্ভবতী নও; তাহলে

১. যেমন অন্ধকার রাতে স্ত্রীর শয্যায় অন্য কোন নারী শায়িতা, স্বামী নীরবে চেয়ে তার সাথে সহবাস করলো, পারে জানা গেল উক্ত মহিলা তার স্ত্রী ছিল না, এরূপ ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি হবে না। (সম্পাদক)
২. এর বিস্তারিত বিবরণ তালাক অধ্যায়ে পরবর্তীতে আসবে। কুরআন মজীদে ২৮তম পারার ১ম সূরা (مجادلة) মুজাদলায় এর উল্লেখ আছে ও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। (সম্পাদক)



গর্ভবতী হওয়ার দাবীর ব্যাপারে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 'নাওয়াদিরে হিশাম' এ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, স্বামী যদি তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে বলে, 'সুনাহ রীতি অনুসারে তোমাকে এক তালাক' এ কথা শুনে স্ত্রী বলল এর পূর্বে আমার দ্রাব এসেছিল এবং পরে এর থেকে পাক হয়ে গিয়েছি। আর এ কথা বলার পূর্বে আমি তুহরের অবস্থায় ছিলাম এবং তখন তুমি আমার সাথে সঙ্গমও করনি। স্ত্রীর বক্তব্য শুনে স্বামী বলল, তুহরের পরে এবং এ কথা বলার পূর্বে আমি তোমার সাথে সঙ্গত হয়েছি; এ ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি স্বামী বলে যে, হায়িযের অবস্থায় আমি তোমার সাথে সহবাস করেছি আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে তবে স্ত্রীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি বলে, তুমি কখনো আমার সাথে সঙ্গত হওনি তবে স্ত্রীর কথাই ধর্তব্য হবে।

১৫. মাসআলা : ইমাম আবুল হাসান কুদরী (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, সুনাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তালাক, অথচ সে দাসী এবং এ সময়টি তালাকে সুনাহর জন্য উপযুক্ত সময় নয়। এ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে খরীদ করে এরপর সুনাহ তালাকের সময় আসে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু তাকে আযাদ করে দেওয়ার পর যদি সুনাহ তালাকের সময় আসে তখন তার উপর তালাক পতিত হবে। (মুহীত) যদি ক্রীতদাস স্বামী আযাদ স্ত্রীকে বলে, সুনাহ রীতি অনুযায়ী তোমাকে তিন তালাক। তারপর উক্ত স্ত্রী যদি তার স্বামী খরীদ করে তবে সুনাহ তালাকের সময় আসার পর স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। 'যহীরিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তালাক পতিত হবে না। 'ইতাবিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বর্তমানে এই অভিমতের উপরই ফাতওয়া। (তাতারখানিয়া)

১৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে সুনাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তিন তালাক। এ সময় তার স্ত্রী যদি এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে, তুহরে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে। তারপর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে খরীদ করে সাথে সাথে আযাদ করে দেয় তবে সে দুই হায়িযের ইদ্দতের অবস্থায় থাকবে। যখন প্রথম হায়িয থেকে পবিত্র হবে তখন তার উপর এক তালাক পতিত হবে। পরবর্তী হায়িযের সাথে সাথে তার উপর 'বায়িন তালাক' পতিত হবে। এরপর আর তালাক পতিত হবে না। তালাকের কথা বলার সময় উক্ত মহিলা হায়িযের অবস্থায় থাকলে এবং এ অবস্থায় স্বামী তাকে খরীদ করে এই হায়িযের অবস্থায়ই আযাদ করে দিলে তারপর সে এই হায়িয থেকে পবিত্র হলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা বিবাহ ফাসিদ হওয়ার কারণে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর বিবাহ ছিন্ন হওয়ার পর এক মাস বা এক হায়িয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাকে সুনাহ পতিত হয় না। (কাজেই এই অবস্থায়ও তালাক পতিত হবে না) অনুরূপভাবে আযাদকৃত স্ত্রী যদি হায়িযের অবস্থায় নিজেকে ইখতিয়ার করে অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ইখতিয়ার করে, অথচ তার স্বামী তাকে

বলেছিল যে, সুনাহ রীতি অনুসারে তোমাকে তালাক, তবে এই হায়িয থেকে পাক হওয়ার পর উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত)

১৭. মাসআলা : 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে হুকুম করে সে তার স্ত্রীকে সুনাহ রীতিতে তালাক দিয়ে দেয় এবং এই মহিলা যদি সহবাসকৃত হয়, এই অবস্থায় উকিল ব্যক্তি যদি সেই মহিলাকে বলে, তোমাকে সুনাহ অনুসারে তালাক অথবা একরূপ বলে যে, দ্রাবের পর যখন তুমি পবিত্র হবে তখন তোমাকে তালাক। এই ক্ষেত্রে মহিলা হায়িয থেকে পবিত্র হলে পর তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। কিন্তু ঋতু দ্রাবের পরে পবিত্র হওয়ার পর পুনরায় যদি উকিল ব্যক্তি বলে যে, তোমাকে তালাক তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। কোন ব্যক্তি যদি উকিলকে নির্দেশ দেয় যে, তুমি সুনাহ রীতিতে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দাও। এ অবস্থায় উকিল যদি তাকে তিন তালাকে সুন্নী প্রদান করে, তবে এক তালাক পতিত হবে। তারপর উকিলের জন্য উচিত হবে পরবর্তী তুহরে তাকে দ্বিতীয় তালাক এবং এর পরবর্তী তুহরে তাকে তৃতীয় তালাক প্রদান করা। (মুহীত : সারাখসী) অনুপস্থিত স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে সুনাহ যুতাবিক এক তালাক প্রদান করতে চায় তবে সে স্ত্রীর নিকট এ মর্মে পত্র লিখবে যে, আমার এ পত্র তোমার নিকট পৌছার পর যখন তুমি হায়িয থেকে পবিত্র হবে তখন তোমাকে তালাক। আর যদি তিন তালাকে সুন্নী প্রদানের ইচ্ছা করে তবে লিখবে আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌছার পর যখন তুমি হায়িয থেকে পবিত্র হবে তখন তোমাকে এক তালাক। তারপর আবার যখন তুমি হায়িয থেকে পবিত্র হবে তখন তোমাকে তালাক। এবং এরপর যখন তুমি হায়িয থেকে পবিত্র হবে তখন তোমাকে তৃতীয় তালাক। (শারহুত তাহাভী) 'মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে পত্রের মধ্যে সংক্ষেপে সব কথা এভাবে লিখবে যে, আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌছার পর সুনাহ রীতিতে তোমাকে তিন তালাক, তবে এভাবেই তিন তালাক পতিত হবে। উক্ত মহিলা যদি ঋতুমতী না হয় তাহলে এভাবে লিখবে যে, তোমার নিকট আমার এই পত্র পৌছার পর যখন চাঁদ দেখা যাবে তখন তোমাকে তিন তালাকে সুনাহ। (আল-বাহরুর রাযিক)

### তালাকে সুনাহর শব্দমালা

১. মাসআলা : ফকীহ বিশ্বর (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তালাকে সুনাহর শব্দমালা নিম্নরূপ : লিসসুনাহ (للسنة), ফিস সুনাহ (فى السنة), আলাস সুনাহ (على السنة), তালাকুন সুনাহুন (طلاق سنة), ইদ্দত (طلاق العدل), তালাকুল ইদ্দত (طلاق العدة), তালাকুল আদল (طلاق العدل), তালাকান আদলান (طلاقا عدلا), তালাকেদ দীন (طلاق الدين), তালাকুল



ইসলাম (طلاق الاسلام), আহসানুত তালাক (احسن الطلاق), আজমালু তালাক (طلاق القرآن), তালাকুল হক (طلاق الحق), তালাকুল কুরআন (طلاق القرآن), তালাকুল কিতাব (طلاق الكتاب), তালাকের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শব্দমালা বলা হলে এর দ্বারা সময়ের দিক থেকে তালাকে সুন্নাহ প্রতীয়মান হবে। এতে নিয়্যতের কোন প্রয়োজন হবে না। যদি স্বামী انت طالق بكتاب الله - انت طالق في كتاب الله অথবা انت طالق مع كتاب الله সুন্নাহর নিয়্যত করে তবে এ তালাক তালাকে সুন্নাহর উপযুক্ত সময়ে পতিত হবে। আর এরূপ নিয়্যত না করলে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। কেননা কিতাব শব্দের মধ্যে সুন্নাহ ও বিদঈ উভয় তালাকের সম্ভবনা রয়েছে। কাজেই নিয়্যত আবশ্যিক।

২. মাসআলা : যদি স্বামী بالكتاب على قول - انت طالق على الكتاب অথবা الفقهاء او الفقهاء বলে তালাকে সুন্নাহর নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। তথা দীনদারী হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। যদি বলে عدلية অথবা سنبة তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এতে সুন্নাহ তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে انت طالق তাহলে তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হবে। 'জামে কাবীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, উভয় অবস্থাতেই তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী انت طالق للبدعة অথবা انت طالق للبدعة বলে নগদ তিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়্যত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। আর এক তালাকের নিয়্যত করলে তাও পতিত হবে। যদি মহিলা হায়িযের অবস্থায় থাকে অথবা এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয়েছে। স্বামীর কোন নিয়্যত না থাকলেও এক তালাকই পতিত হবে। 'যদি মহিলা এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয়েছে। স্বামীর কোন নিয়্যত না থাকলেও এক তালাকই পতিত হবে। যদি মহিলা এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস হয়েছে। অথবা হায়িয কিংবা নিফাসের অবস্থায় থাকে তবে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। মহিলা যদি এমন তুহরের অবস্থায় থাকে যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয়নি তাহলে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে না। যতক্ষণ না তার স্রাব জারী হয় অথবা ঐ তুহরের অবস্থায় স্বামী তার সাথে সহবাস করে। (ফাতহুল কাদীর) কেউ যদি তার স্ত্রীকে انت طالق تطليقة حقا তাহলে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর যদি انت طالق تعليقة بالسنة অথবা السنة مع السنة অথবা السنة بعد السنة বলে তাহলে সুন্নাহ রীতি অনুসারে তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)

৩. মাসআলা : বিদঈ তালাকের বিশেষ শব্দমালা রয়েছে যেমন কোন স্বামী انت طلاق (যুলুনের তালাক) বা طلاق الجور (যুলুনের তালাক) কিংবা طلاق البدعة বা طالق للبدعة

অথবা طلاق الشيطان অথবা العصبية বলে তিন তালাকে নিয়্যত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। (বাদায়ে)

অনুচ্ছেদ : যে যে ব্যক্তির তালাক পতিত হয় এবং যে যে ব্যক্তির তালাক পতিত হয় না এর বিবরণ

১. মাসআলা : আকিল ও বালিগ স্বামী তালাক প্রদান করলে ঐ তালাক পতিত হয়। চাই সে আযাদ হোক বা দাস হোক অথবা স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করুক কিংবা বাধ্য হয়ে তালাক প্রদান করুক। (আল জাওহারা তুন ন্যায্যারা) কেউ যদি ঠাট্টা মশকরা বা হাঁসি তামাশা করে তালাক দেয় তবে ঐ তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে কেউ হয়ত অন্য কথা বলতে ছিল কিন্তু হঠাৎ করে মুখ দিয়ে তালাকের কথা বের হয়ে গেল তবে এতেও তালাক পতিত হবে। (মুহীত) 'জামিউল আস্গার' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ফকীহ রাশিদ (র) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল এক ব্যক্তি বলতে চেয়েছিল যে, যখনবকে কিন্তু সে মুখ দিয়ে বলে ফেলল যে 'আমরাকে তালাক'। এ অবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে যার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে সেই তালাকপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 'তোমাকে তালাক বলে' কিন্তু এর অর্থ না বুঝে তবে এতেও তালাক পতিত হবে। কিন্তু কেউ যদি তার স্ত্রীকে 'তোমাকে তালাক' বলে কিন্তু এ যে তালাক তা যদি সে না জানে তবে আইনে দৃষ্টিতে এতে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর নিকটে এতে তালাক হবে না। (যখীর)

২. মাসআলা : বালক তালাক দিলে তা পতিত হবে না। যদিও সে বুঝমান হয়। অনুরূপভাবে পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি, উন্মাদ ও বেহুস ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর) মতিভ্রম ব্যক্তির তালাকও পতিত হবে না। মতিভ্রম অবস্থায় তালাক দিলে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর তালাক দিলে বিশুদ্ধমতে তালাক পতিত হবে। (আল-জাওহারা তুন ন্যায্যারা) কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যদি বলে আমি তোমাকে ঘুমের অবস্থায় তালাক দিয়েছিলাম তবে তালাক হবে না। এমনভাবে যদি বলে, আমি যে তালাক দিয়েছিলাম এ প্রতি সম্মতি প্রদান করলাম তবে এই অবস্থায়ও হবে না। কিন্তু যদি একথা বলে যে, ঐ তালাক আমি পতিত করলাম বা বহাল রাখলাম তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি একথা বলে যে, ঘুমের অবস্থায় আমি যে তালাক উচ্চারণ করেছিলাম তা তোমার উপর বর্তিয়ে দিলাম তবে তালাক হবে না। কোন উন্মাদ ব্যক্তি তালাক দিয়ে সুস্থ হওয়ার পর যদি বলে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম, তারপর আবার বলে উন্মাদ অবস্থায় আমি যে কথা বলেছিলাম। তাতে মনে করেছি যে, হয়তো তালাক হয়ে গিয়েছে তাই আমি এই কথা বলেছি, এ বাক্য যদি তালাকের আলোচনা চলাকালে বলে তবে তার কথা



বিশ্বাস করা হবে। অন্যথায় বিশ্বাস করা হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) নাবালিগ অবস্থায় তালাক দিয়ে বালিগ হওয়ার পর যদি সে বলে আমি ঐ তালাকের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করলাম তবে তালাক হবে না। আর যদি বলে, আমি তালাক পতিত করলাম, তবে তালাক পতিত হবে। কেননা এ বাক্যে নতুনভাবে তালাক পতিত করা হয়েছে (আল-বাহরুর রাযিক)

৩. মাসআলা : কোন ব্যক্তি নাবালিগের স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পর নাবালিগ বালিগ হয়ে যদি বলে অমুক যে তালাক প্রদান করেছে আমি ঐ তালাককে পতিত করলাম তথা বহাল রাখলাম তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে আমি তা অনুমোদন করলাম তবে কিছুই পতিত হবে না। (মুহীত) কোন নাবালিগ বাচ্চা যদি কারো পক্ষ থেকে তালাক প্রদানের ব্যাপারে উকিল মনোনীত হয়ে যদি তালাক প্রদান করে তবে তার তালাক সহীহ হবে। (তাতারখানিয়া) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কসমের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তালাকের কথা আলোচনা করতেই তার স্ত্রীর কথা তার মনে পড়ল, এ ক্ষেত্রে তালাকের উল্লেখ করার সময়ে ঘটনার বিবরণে নিয়্যত না করে বরং পৃথকভাবে তালাকের নিয়্যত করে এবং তালাকের বর্ণনা এমনভাবে সংযুক্তভাবে প্রমাণ করে যে, তার স্ত্রীর উপরও তালাক পতিত করার সম্ভাবনা থাকে তবে তালাক পতিত হবে। কেননা সে নিজেই তালাক পতিত করেছে। আর সে যদি কোন কিছুর নিয়্যত না করে তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা ঐ অবস্থায় এর দ্বারা শুধু কেবল ঘটনার বিবরণ পেশ করাই উদ্দেশ্য হবে। (আল ফাতাওয়ালা কুবরা) মাতাল ব্যক্তির তালাক পতিত হবে। যদি সে মদ বা নাবীয পান করে মাতাল হয়ে থাকে। এটা আমাদের ইমামগণের মায়হাব। (মুহীত) যদি কাউকে জোরপূর্বক শরাব পান করানো হয় অথবা বিশেষ প্রয়োজনে কেউ শরাব পান করে এবং তাতে সে মাতাল হয়ে নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তবে তার বিধান কি হবে এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে যেভাবে তার উপর হদ্দ (দণ্ড) ওয়াজিব হয় না তেমনিভাবে তার দেওয়া তালাকও পতিত হবে না এবং তার কর্মকাণ্ড কার্যকরী হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ভাং এ জাতীয় নেশাকর বস্তু যেমন-গাধা বা খচ্চরের দুধপান করে মাতাল হয়ে গেলে তার তালাক বা গোলাম আযাদ করা কোনটাই কার্যকরী হবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ইজ্‌মা-ঐকমত্য সংগঠিত হয়েছে। (তাহযীব) ভাং খেয়ে কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে তালাক প্রদান করলে তালাক পতিত হবে এবং তার উপর দণ্ডাদেশ জারী হবে। কেননা বর্তমানকালে এভাবে ভাং খাওয়া চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই যুগে ফাতাওয়া এর উপরই (জাওয়াহিরুল আখলাতী)

৪. মাসআলা : শয্যাদানা, ফল-ফলাদী বা মধু দ্বারা তৈরিকৃত শরাব পান করে কেউ যদি তার স্ত্রী তালাক প্রদান করে বা দাস দাসী আযাদ করে তবে এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ফকীহ আবু জাফর (র) বলেন, বিশুদ্ধমতে কেউ তার উপর দণ্ডাদেশ

জারী হয় না অনুরূপভাবে তার কর্মকাণ্ড ও কার্যকরী হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আর কেউ যদি শয্যাদানা বা মধু দ্বারা তৈরি শরাব পান করে মাতাল অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) মতে তার তালাক পতিত হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতের উপর ফাতওয়া। (ফাতহুল কাদীর) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কেউ যদি নবীয পান করে এবং তা তার শরীরের জন্য অনুকূল না হওয়ার শরীরের তাপ বৃদ্ধি পেয়ে মাথায় যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এবং এর প্রাবল্যে তার জ্ঞান লোপ পায়, নবীয পান করার কারণে নয়, এ অবস্থায় সে যদি তালাক প্রদান করে তবে তালাক পতিত হবে না। যদি প্রহারের কারণে জ্ঞান লোপ পায় অথবা কোন ব্যক্তি যদি নিজেই নিজের মাথায় প্রহার করে এবং এতে যদি তার জ্ঞান লোপ পায় আর এ অবস্থায় সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫. মাসআলা : তালাকের স্বীকারোক্তি ব্যাপারে যদি কারো প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হয় তবে এ স্বীকারোক্তি কার্যকরী হবে না। এ বিষয়ে ইমামগণের ইজ্‌মা সংগঠিত হয়েছে। (শারহু তাহাজ্জী) যদি কোন বাদশাহ বাধ্য করে যে, সে যেন তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করে, এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সে ব্যক্তি যদি প্রহার, অত্যাচার অথবা গ্রেফতারের ভয়ে বলে যে, আপনিই আমার উকিল, এর থেকে অতিরিক্ত কিছুই না বলে, তারপর উকিল যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, এরপর উকিল নিয়োগকারী মু'আক্কিল যদি বলে, আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য আমি তাকে উকিল নিয়োগ করিনি, তাহলে ফকীহগণ বলেন, তার এ কথা শ্রুত হবে না। কাজেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর রাযিক) কোন ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করে তারপর উকিল ব্যক্তি যদি মদ পান করে তাকে তালাক দেয় তবে কোন কোন ফকীহ-এর মতে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া)

৬. মাসআলা : মুক ও বোবা লোকেরা ইশারার মাধ্যমে তালাক দিলে সে তালাক পতিত হবে। বোবা বলতে এখানে এমন বোবাকে বুঝানো হয়েছে যে জন্মগতভাবে বোবা অথবা পরে চিরদিনের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছে। আর তার ইশারা থেকে বুঝা যায় যে সে কি বলতে চাচ্ছে। (মুযমারাত) চাই সে লেখতে সক্ষম হোক বা না হোক। (মি'রাজুদ দিয়ারা : ফাতহুল কাদীর) যদি ইশারা থেকে কিছু বুঝা না যায় অথবা ইশারাতে সন্দেহ থেকে যায় তবে ঐ ইশারা বাতিল বলে গন্য হবে। (মাবসূত) কেউ যদি জন্মগতভাবে বোবা না হয় বরং পরবর্তী সময়ে বোবা হয় কিন্তু তা স্থায়ী না হয় তবে তার ইশারা ধর্তব্য হবে। যদি ইশারা অর্থবোধক হয় এবং ইশারার মাধ্যমে তিন তালাকে কম তালাক প্রদান করা হয় তবে এ তালাক রাজঈ তালাক হিসাবে গন্য হবে। (মুযমারাত) 'নিহায়া'



গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইমাম তামারতানী (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক বছর পর্যন্ত বোবা থাকলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। ইমাম (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, উপরোক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বোবা হওয়ার এ অবস্থা আ-মৃত্যু বলবৎ থাকে। ফকীহগণ বলেন, এর উপরই ফাতওয়া। (আনহারুল ফায়িক) বোবা ব্যক্তি যদি লেখতে সক্ষম হয় তবে লিখিতভাবেও সে তালাক প্রদান করতে পারবে। (হিদায়া)

৭. মাসআলা : এক ফকীহকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি কোন মাতাল ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, রক্তিম উট, চন্দ্র চেহারার অধিকারী হে রমনী! হে আমার নেত্রী! তোমার স্বামী তোমাকে তালাক প্রদান করেছে, এক্ষেত্রে দেখতে হবে যদি মহিলা অ-কুমারী (সায়িয়া) হয় এবং তার পূর্ব স্বামী তাকে তালাক দিয়ে আবার বিবাহ করে থাকে তাহলে এতে তালাক হবে না। যদি তার তালাকের নিয়্যত না থাকে। আর যদি তার কোন পূর্ব স্বামী না থাকে তবে নিয়্যত করুক বা না করুক তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া) যদি স্বামী মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় তবে তার স্ত্রীর উপর তার তালাক পতিত হবে না। কিন্তু এ অবস্থায় সে যদি দারুল ইসলামে ফিরে আসে এবং স্ত্রী যদি ইদ্দতের মধ্যে থাকে তবে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। আর স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় তাহলে স্বামীর তালাক তার উপর পতিত হবে না। যদি হায়িযের পূর্বে আবার ফিরে আসে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্বামীর তালাক তার উপর পতিত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তালাক পতিত হবে। (যখীরা) যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে খরীদ করে তালাক প্রদান করে তবে তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলা নিজের স্বামীর মালিক অথবা বিশেষ অংশের মালিক হয় তবে এ অবস্থায়ও তালাক পতিত হবে না। মহিলা যদি নিজ স্বামীকে খরীদ করে আযাদ করে দেয় তারপর তার স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে তবে তার উপরে তালাক পতিত হবে। এইভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে খরীদ করে আযাদ করে দেয়, তারপর তাকে তালাক প্রদান করে আর সে তখন ইদ্দতের অবস্থায় থাকে তবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকার কারণে তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন) যদি গোলাম কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে তার তালাক পতিত হবে। কিন্তু মুনিব যদি গোলামের স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে ঐ তালাক পতিত হবে না। (হিদায়া) আমাদের মাযহাবে মহিলার অবস্থার ভিত্তিতে তালাকের বিষয়টি নিরূপিত হবে। সুতরাং দাসী দুই তালাকের অধিকারী হবে চাই তার স্বামী আযাদ হোক বা গোলাম হোক। আর আযাদ রমনী তিন তালাকের অধিকারী হবে। তার স্বামী আযাদ হোক কিংবা দাস হোক। (কাফী)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### তালাক পতিত করা (إيقاع) এর বিবরণ

প্রথম অনুচ্ছেদ : সরীহ-স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা : সরীহ বা স্পষ্ট শব্দের তালাক নিম্নরূপ, যেমন-কেউ বলল أنت طالق তোমাকে তালাক, তুমি তালাকপ্রাপ্ত, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, এতে এক তালাকে রাজি পতিত হবে। যদিও স্বামী একাধিক তালাকের অথবা বায়িন তালাকের নিয়্যত করে কিংবা কোন কিছু নিয়্যত না করে (কান্য) স্বামী 'তোমাকে তালাক বলে' যদি বন্ধন মুক্ত করে দেওয়ার নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তাতে তালাক হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কাযী (বিচারক)-এর ন্যায় মহিলার জন্য বৈধ হবে না স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দেওয়া। যখন সে স্বামীর নিকট থেকে এ কথা শুনবে অথবা কোন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী যখন তার নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে 'তোমাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলাম' তবে আইনের দৃষ্টিতে এতে কিছুই পতিত হবে না। যদি স্বামী তোমাকে এ বেড়ী থেকে মুক্ত করে দিলাম বলে তবে এতেও তালাক হবে না। অবশ্য যদি أنت طالق বলে কর্ম থেকে মুক্ত করার নিয়্যত করে তবে আল্লাহর নিকটে ও আইনের দৃষ্টিতে কোনভাবেই তার এ বক্তব্য গ্রাহ্য হবে না। আর যদি (ديانة) তবে من هذا العمل أنت طالق من عمل كذا অথবা (ديانة) আল্লাহর নিকটে এ কথা গ্রাহ্য হবে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাবয়ীন)

২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি বলে أنت طالق من غل أو من قيد অর্থাৎ কয়েদ থেকে তোমাকে তালাক, তাহলে এর বিধান কি হবে; এ সম্বন্ধে 'মুনতাকা' গ্রন্থের দুই স্থানে আলোচনা রয়েছে। এক স্থানে রয়েছে যে, এতে আইনের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে না। অপর স্থানে উল্লেখ রয়েছে যে, আইনের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে। হাসান ইবন যিয়াদ (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি বলে أنت طالق من هذا القيد أو من هذا الغل এই বেড়ী থেকে আমি তোমাকে তালাক দিলাম তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রাহ্য হবে না। (মুহীত) কেউ যদি বলে أنت طالق ثلاثاً لك هذا العمل এই আমল



থেকে তোমাকে আমি তালাক দিলাম, তাহলে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে তালাকের নিয়্যত করেনি। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার) কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে তালাকপ্রাপ্ত! তবে যদি এই মহিলার কোন পূর্ব স্বামী না থাকে অথবা তার স্বামী ছিল কিন্তু তার স্বামী মারা গেছে, তালাক দেয়নি তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি তার পূর্ব স্বামী তাকে তালাক দিয়ে থাকে এবং সে যদি তার উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা সংবাদ প্রদানের নিয়্যত না করে তবে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি সে বলে যে, এর দ্বারা আমি সংবাদের প্রদানের নিয়্যত করেছি তবে ريانة আলাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী যদি বলে আমি এর দ্বারা আমার স্ত্রীকে মন্দ বলা বা গালি দেওয়ার নিয়্যত করেছিলাম তবে আলাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে انا اطلقك আমি তোমাকে রেহাই করে দিলাম, তবে তালাকে নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। নতুবা তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : যদি স্বামী বলে أنت مطلقه বা يا مطلقه তবে এতে তালাক হবে না। অবশ্য নিয়্যত করলে তালাক হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি স্বামী أنت اطلقك বলে তবে কোন কিছু নিয়্যত না করলে অথবা এক বা দুই তালাকের নিয়্যত করলে এক তালাকে রাজস পতিত হবে। কিন্তু তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে তোমাকে তালাক তবে তালাক হবে। এক্ষেত্রে নিয়্যতের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এক তালাকে রাজস পতিত হবে। তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু দুই তালাকের নিয়্যত কিন্তু দুই তালাকের নিয়্যত করলে তা সহীহ হবে না। (হিদায়া) স্ত্রী আযাদ রমণী হলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি দাসী হয় তবে দুই তালাকও পতিত হবে। এমনিভাবে কোন আযাদ মহিলাকে যদি প্রথমে এক তালাক প্রদান করা হয়ে থাকে তবে দুই তালাকের নিয়্যত করলে দুই তালাক পতিত হবে। তবে এর জন্য শর্ত হল, প্রথম তালাকে সাথে এই দুই তালাকের নিয়্যত করলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি কেউ اطلقك বলে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক-তালাক অথবা তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক কিংবা আমি তোমাকে তালাক দিলাম, আমি তোমাকে তালাক দিলাম অথবা তোমাকে তালাক ও আমি তোমাকে তালাক দিলাম, তবে মহিলার সাথে স্বামী সহবাস করে থাকলে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। এ অবস্থায় সে যদি বলে দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা আমি প্রথম

৪. মাসআলা : 'মুনতাকা' এত্বে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে اطلقك তোমাকে তালাক তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে যদি

তালাকে নিয়্যত করে তাহলে তালাক পতিত হবে। আর যদি কোন কিছুর নিয়্যত না করে তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন তালাকের তালাকের নিয়্যত না করলে তালাকের বিষয়টি স্ত্রীর ইখতিয়ারে থাকবে। স্বামী যদি عليك الطلاق বলে এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক হবে। স্বামী যদি বলে طلاقى عليك তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। এইভাবে যদি বলে طلاق عليك তাহলেও তালাক হবে। ইমাম বাকালী তৎপ্রণীত ফাতওয়া এত্বে এ মতটি উল্লেখ করেছেন। স্বামী যদি বলে طلاقك على তবে এতে তালাক হবে না। কিন্তু যদি এ কথা বলে যে, طلاقك على واجب او لازم তোমাকে তালাক দেওয়া আমার উপর ওয়াজিব, ফরয বা আবশ্যিক তবে এর হুকুম সম্বন্ধে ফকীহ আবু লায়স সমরকান্দী (র)-তার ফাতওয়া এত্বে উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে মুতাআখখিরীন ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এক তালাকে রাজস পতিত হবে। চাই সে নিয়্যত করুক বা না করুক। কারো মতে নিয়্যত বা না করুক কোন তালাক পতিত হবে না। কোন কোন ফকীহ এর মতে واجب বললে নিয়্যত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। لازم বললে নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। এতদুভয়ের পার্থক্য হল উরফের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বক্তব্যও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, যদিহ তুমি এইরূপ কর, তবে তোমাকে তালাক দেওয়া আমার উপর ওয়াজিব, লাযিম অথবা সাবিত। তারপর মহিলা তাই করল। তবে তালাক হওয়া না হওয়ার ব্যপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। সাদরুশ শহীদ (র)-এর মতো উপরোক্ত অবস্থা সমূহের প্রত্যেকটিতেই তালাক পতিত হবে। (মুহীত)-এটাই সহীহ মত। (মুহীত : সারাখসী) কিন্তু ফকীহ যহীর উদ্দিন হাসান ইবন আলী আল মুরগিনানী (র)-এতে উপরোক্ত অবস্থা সমূহের কোনটিতেই তালাক পতিত হবে না। (মুহীত, আল খাসসী (র)-এর 'ফাতাওয়ায়ে কুবরা' এত্বে উল্লেখ রয়েছে যে, উত্তম মতে সবকটি অবস্থাতেই তালাক পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৫. মাসআলা : ইবন সামা'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাকপ্রাপ্ত (طالقة) হয়ে যাও কিংবা বলে, طلق বলে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক-তালাক অথবা তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক কিংবা আমি তোমাকে তালাক দিলাম, আমি তোমাকে তালাক দিলাম অথবা তোমাকে তালাক ও আমি তোমাকে তালাক দিলাম, তবে মহিলার সাথে স্বামী সহবাস করে থাকলে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। এ অবস্থায় সে যদি বলে দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা আমি প্রথম

১. যারা ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মালিক (র)-এর যমানা পাননি। (কাওয়ায়িদুল ফিকহ, পৃ. ৪৬৩)



তালাক সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করেছি তবে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গাহ্য হবে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ তার স্ত্রীকে 'তোমাকে তালাক' বলার পর অপর কোন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বললে, উত্তরে সে বলল, আমি বলেছি, আমি তাকে তালাক দিলাম অথবা তাকে তালাক, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে) কেউ যদি তার স্ত্রীকে শর্তহীনভাবে বলে তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক এবং এ মহিলার সাথে সে যদি সহবাস করে থাকে তাহলে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি তার সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে এক তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি স্বামী বলে **انت طالق فطالق** **ثم - واو** বলে অর্থাৎ **طالق** বলে অর্থাৎ **طالق** অথবা **طالق** কিংবা **او** শব্দ ব্যবহার করে তালাক দিলেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, তুমি তালাকপ্রাপ্তা। তারপর বলে প্রথম বাক্য দ্বারা আমি তালাক দিয়েছি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দ্বারা তা আমার স্ত্রীকে বুঝানো আমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে **ديانة** তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : যদি তালাকদাতা তালাক শব্দটি বারবার উচ্চারণ করে **واو** (এবং) যুক্ত করে অথবা **واو** ছাড়া তবে এতে একাধিক তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটিকে বুঝানোর ইচ্ছা করে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এ কথা গাহ্য হবে না। যেমন **يا مطلقه انت طالق او طلقك انت طالق** হে মুতাল্লাকা। তোমাকে তালাক কিংবা আমি তোমাকে তালাক দিলাম। তুমি তালাকপ্রাপ্তা বললে দুই তালাক পতিত হয়। আর যদি দ্বিতীয়টি হরফে তাফসীর তথা **ف** হরফ দ্বারা উল্লেখ করা হয় তবে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। অবশ্য নিয়্যত করলে পতিত হবে। যেমন কেউ বলল, **طالق فانت طالق** আমি তোমাকে তালাক দিলাম, সুতরাং তুমি তালাকপ্রাপ্তা। (যহীরিয়া) যদি কেউ বলে, তোমাকে তালাক এবং তুমি ইদত পালন কর অথবা তোমাকে তালাক, তুমি ইদত পালন কর কিংবা তোমাকে তালাক, সুতরাং তুমি ইদত পালন কর। এক্ষেত্রে এক তালাকের নিয়্যত করলে এক তালাক পতিত হবে। আর দুই তালাকের নিয়্যত করলে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি কোন নিয়্যত না করে এরূপ বলে **انت طالق فاعتدى** তোমাকে তালাক, সুতরাং তুমি ইদত পালন কর, তবে এক তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি **اعتدى** অথবা **اعتدى** বলে তবে দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)

৭. মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর **طالق** আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি বলে তবে দ্বিতীয় তালাকও পতিত হবে। কিন্তু **طالق** **داده** সে এখন তালাক দিয়েছে, বললে তালাক পতিত হবে না। যদি কেউ তার স্ত্রীকে

বলে, তোমাকে এক তালাক, তবে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে তোমাকে এক তালাক এবং তোমাকে তবে দুই তালাক পতিত হবে না। 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে এক তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া) 'যদি কেউ তার স্ত্রীকে তোমাকে তালাক, হে মুতাল্লাকা। তবে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। ইবন সামা'আ (র) 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, কারো দুই স্ত্রী ছিল কিন্তু সে এদের কারো সাথেই সহবাস করেনি। এ অবস্থায় সে যদি বলে, আমার স্ত্রী তালাক, আমার স্ত্রী তালাক, তার বলে তাদের একজনকে তালাক দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, আমি তার কথায় বিশ্বাস করব না। বরং তাদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিব। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে **امراتى طالق وامراتى طالق** আমার স্ত্রীকে তালাক এবং আমার স্ত্রীকে তালাক, তবে এ অবস্থায়ও উক্ত হুকুম হবে। যদি সে তাদের সাথে সহবাস করে থাকে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ থাকে তবে এ অবস্থায় স্বামী তার দুই স্ত্রীর কোন একজনকে দুই তালাক প্রদান করতে পারবে। (যহীরা)

৮. মাসআলা : কোন মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে, **طالقنى و طالقنى** আমাকে তালাক প্রদান কর এবং আমাকে তালাক প্রদান কর এবং আমাকে তালাক প্রদান কর। তারপর স্বামী যদি বলে **طالقنى** আমি তোমাকে তালাক প্রদান করলাম, তবে তিন তালাক পতিত হবে। সে তিন তালাকের নিয়্যত করুক বা না করুক। আর স্ত্রী যদি **واو** ছাড়া তিনবার **طالقنى** আমাকে তালাক দাও বলে এবং পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বলে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, এক্ষেত্রে স্বামী তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। আর এক তালাকের নিয়্যত করলে বা কোন নিয়্যত না করলে এক তালাকই পতিত হবে। (মুহীত) আবুল কাসিম আস্ সাফ্ফার (র) বলেন, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে **طالقتك غير مرة** আমি তোমাকে একাধিক তালাক দিলাম, তবে দুই তালাক পতিত হবে। 'ওয়াফি' আতুন নাতিফী'তে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে **انت طالق كذا كذا** তোমাকে এই তালাক, তবে তিন তালাক পতিত হবে। যেমন **انت طالق احد عشر** তোমাকে এগার তালাক বললে তিন তালাক পতিত হয়ে থাকে। (তাতারখানিয়া)

৯. মাসআলা : কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে **طالقنى** আমাকে তালাক দিয়ে দিন, তারপর তার স্বামী বলল, তুমি আমার স্ত্রী নও, তাহলে এতে তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রে নিয়্যতের কোন দরকার নেই। আর স্ত্রী স্বামীকে **طالقنى** আমাকে তালাক দিয়ে দিন বলার পর স্বামী যদি বলে, তোমাকে এক তালাক তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক প্রদান করার পর তার শ্বাশুড়ী এসে বলল, তুমি তাকে তালাক দিলে, তার পিতার হকে প্রতি কোন লক্ষ্য রাখলে না? এই বলে তাকে ভৎসনা করার পর স্বামী বলল, এটা দ্বিতীয় তালাক অথবা তৃতীয় তালাক



তবে আরো এক তালাক পতিত হবে। আর স্বাঙড়ী যদি তালাকের কথা উল্লেখ না করে শুধু ভর্তসগা করে এবং পূর্বের কথা পুনরাবৃত্তি করে তবে অতিরিক্ত তালাক পতিত হবে না। নিয়্যত করলে পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন মহিলা তার স্বামীকে 'আমাকে তালাক দিয়ে দিন' বলার পর তার স্বামী যদি বলে আমি তাই করলাম। তাহলে তালাক পতিত হবে। তারপর স্ত্রী যদি বলে, আরো দিন, স্বামী বলল, তাই করলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তবে দ্বিতীয় তালাকও পতিত হবে। ফকীহ ইব্রাহীম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কাউকে প্রশ্ন করা হল যে, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছো। জবাবে সে বলল, হ্যাঁ, এক তালাক প্রদান করেছি, তাহলে কিয়াস মতে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু ইসতিহসান (استحسان) মতে এক তালাক পতিত হবে। এতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, কোন মহিলা তার স্বামীকে طلقنى আমাকে তালাক দিন বলার পর স্বামী যদি বলে আমি তোমাকে বায়িন তালাক দিলাম তবে এ কথা উক্ত আবেদনের জবাব বলে পরিগণিত হবে এবং এতে তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

১০. মাসআলা : "আমাকে তিন তালাক প্রদান করুন" স্ত্রীর এ আবেদনের পর স্বামী যদি বলে انت طالق অথবা فانت طالق তোমাকে তালাক তবে এক তালাক হবে। কিন্তু قد طلقتك তোমাকে তালাক দিলাম বললে তিন তালাক হবে। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) কোন মহিলা যদি বলে أنا طالق 'আমি তালাকপ্রাপ্তা' এ কথার প্রেক্ষিতে স্বামী বলল, হ্যাঁ, তবে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি একথা طلقنى এর জবাবে বলা হয় তাহলে তালাক হবে না। নিয়্যত করলেও হবে না। 'তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওনি?' এ বলে কাউকে প্রশ্ন করার পর সে যদি বলে হ্যাঁ তবে তালাক পতিত হবে। যেন সে طلقتك আমি তালাক দিলাম বলে জবাব দিল। কেননা উক্ত প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাবে সে ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু نعم হ্যাঁ, বললে, তালাক হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে সে প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাবে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেছে। যেন সে طلقتك বলে জবাব দিয়েছে (খুলাসা)

১১. মাসআলা : যদি কেউ طالق শব্দের কাফ অক্ষরটি বাদ দিয়ে انت طال তোমাকে তালাক বলে, তবে নিয়্যত না করলেও তালাক পতিত হবে। যদি লাম অক্ষরটি যের দিয়ে না পড়ে তাহলে তালাকের আলোচনার সময় কিংবা রাগের সময় এরূপ বলে থাকলে তালাক পতিত হবে। তা না হলে বিষয়টি নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল থাকবে। কেউ যদি লাম অক্ষরটি বাদ দিয়ে انت طالق 'তোমাকে তাক' বলে তবে নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। আর যদি লাম ও কাফ উভয় অক্ষর বাদ দিয়ে কেউ انت ط 'তোমাকে তা' বলে চুপ হয়ে যায় কিংবা এতটুকু বলার পর কেউ তার মুখ ঠেসে ধরল তবে নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক) যদি

কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে ترا ثلاث তবে এক্ষেত্রে পাঁচ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ثلاث - ثلاث - ثلاث - ثلاث ও ثلاث ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফযল (র) বলেন, এরূপ শব্দের কোন একটি ব্যবহার করলে তালাকের ইচ্ছা না করলেও তালাক পতিত হবে। তার এ ইচ্ছা না করার বিষয়টি আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ثلاث আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য যদি পূর্ব হতে সে এভাবে সাক্ষী রাখে যে, আমার স্ত্রী তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে বলে বা কামনা করে। কিন্তু তাকে তালাক দেওয়া আমার জন্য সমীচীন নয়। কাজেই আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। এরূপ বিকৃত শব্দ বলেছি। এ কথা সাক্ষীগণ শুন্য পর বিচারকের নিকট যদি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম দিবে না। শায়খ ইমাম আবু বকর (র) প্রথমে আলিম ও মুখ্য লোকের মধ্যে পার্থক্য করেন। যেমন-শামসুল আইম্মা হুলায়ানী (র) বলেছেন। পরবর্তীতে তিনি এ মত প্রত্যাহার করে আমাদের মত গ্রহণ করেছেন। আর এ মতের উপরই ফাতওয়া (খুলাসা)

১২. মাসআলা : ইমাম আবু বকর (র) বলেন, এক তুর্কীর বিষয়ে আমার নিকট ফাতওয়া চাওয়া হয়েছিল যে, একদা এক তুর্কী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল ترا ثلاث অর্থাৎ ثلاث এর স্থলে ترا এবং قاف এর স্থলে كاف বলল। বস্তুত : তুর্কীভাষায় ثلاث অর্থ হল তিল্লী কলিজা। উপরোক্ত বক্তব্যের পর সে বলল, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল ছিল তিল্লী কলিজা, তালাক নয়, জবাবে আমি বললাম আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রাহ্য হবে না। (যখীরা) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছো কী? জবাবে সে بلى বা نعم শব্দ বানান করে বলল আর কোন কথা বলল না, তাহলে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে انت طالق অর্থাৎ طالق তোমাকে তালাক তবে তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) যদি বলে, দুনিয়ার সমস্ত মহিলা অথবা রায় প্রদেশের মহিলাদেরকে তালাক এবং তালাকদাতাও রায় প্রদেশের অধিবাসী, তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। ইমাম হিশাম (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর উপরই ফাতওয়া। বিগততম মতে 'সমস্ত' শব্দ উল্লেখ করা এবং না করাতে কোন পার্থক্য নেই। স্বামী যদি বলে, এইগুলি বা এই বাড়ীর মহিলাদেরকে তালাক, আর তালাকদাতা ব্যক্তিও এইগুলি বা এই বাড়ীর মানুষ এবং তার স্ত্রীও ঐ গুলি বা বাড়ীতে আছে, তবে তালাক পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, এই শহর বা গ্রামের মহিলাদেরকে তালাক এবং এর মধ্যে তার স্ত্রীও আছে তবে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৩. মাসআলা : যদি স্বামী বলে انت بثلاث তোমাকে তিনটি তাহলে নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি বলে, আমি নিয়্যত করিনি তবে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। যদি তালাকের আলোচনা কালে এ কথা বলে থাকে। আর এরূপ না হলে



তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ফার্সী ভাষায় বললেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। এটাই ফাতওয়ার জন্য উপযুক্ত অভিমত। যদি স্বামী বলে, انت اطلق من فلانة তুমি অমুক মহিলা থেকেও অধিকমুক্ত। এক্ষেত্রে সে মহিলা مطلقه হোক বা না হোক স্বামী তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে না। এ কথাটি নিম্নোক্ত বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ স্ত্রী যদি তার স্বামীর নিকট বলে طلاق زوجته অমুক তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছে। স্বামী বলল, তুমি অমুক থেকেও اطلق অধিক তালাকপ্রাপ্ত, তবে স্বামী নিয়্যত না করলেও তালাক পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে انت منى الثلاث অর্থাৎ তোমাকে আমার তরফ থেকে তিন, এ ক্ষেত্রে তালাকের নিয়্যত করেনি তবে কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি তালাকের আলোচনা কালে একথা বলে তবে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।<sup>১</sup> কোন মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে طلقنى 'আমাকে তালাক দিয়ে দিন' বলার পর সে তিন অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে তিন তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে তবে মুখে না বলা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। (যহীরিয়া)

১৪. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ইবন সামা'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, যখনব আমার স্ত্রী এবং তাকে তালাক। তখন যখনব তালাকের ব্যাপারে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কাযীর (বিচারকের) নিকট মামলা দায়ের করল। তারপর তার স্বামী বলল, অমুক শহরে যখনব নামে আমার আর এক স্ত্রী আছে, আমি তাকে তালাক দিয়েছি। কিন্তু সে ব্যাপারে কোন সাক্ষী পেশ করেন নি। তাহলে কাযী এই মহিলার উপর তালাকের হুকুম প্রদান করবে এবং বায়িন তালাক হলে, এই মহিলাকে তার স্বামী থেকে বায়িনা করে দিবে। যদি দ্বিতীয় যখনবকে হাজির করা হয় এবং কাযী তাকে চিনে ফেলে তবে কাযী তার উপরই তালাক পতিত করবে। আর প্রথমা স্ত্রীকে তার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে এবং তাকে যে তালাক প্রদান করা হয়েছে, তা বাতিল করে দিবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর বলল, আমার অপর এক স্ত্রী আছে। তারপর সেও এসে হাযির হল এবং বলল, আমি তার স্ত্রী। এ বক্তব্যের পর উক্ত ব্যক্তি তাকে সমর্থন করল এবং বলল, আমি তাকেই তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। তালাকের পূর্বে ঐ অপরিচিতা মহিলাকে বিবাহ করার ব্যাপারে স্বামী যদি সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে ঐ অপরিচিতা স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি সে এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী পেশ করতে না পারে এবং কাযী পরিচিতা স্ত্রীর উপর তালাকের বিধান জারী করে দেয়, তারপর স্বামী তার অপরিচিতা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং পরিচিতা স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কাযী কর্তৃক ফায়সালা প্রদানের পূর্বে স্বামী যদি অপরিচিতা স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে বেং সে দাবী করে যে, আমি আমার অপরিচিতা স্ত্রীকে

১. যে কোন ভাষার ক্ষেত্রেই উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। (সম্পাদক)

তালাক প্রদানের ইচ্ছা করেছিলাম, তবে পরিচিতা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ব্যাপারে কাযী যে ফয়সালা দিয়েছিল তা বাতিল করে তাকে তার স্বামীর নিকট ফেরৎ দিবে এবং অপরিচিতা স্ত্রীর উপর তালাক পতিত করবে। যদি পরিচিতা স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করে থাকে তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, যদি দু'টি বিবাহ করে। একটি সহীহ এবং অপরটি ফাসিদ। কিন্তু উভয় স্ত্রীর নাম এক। এ অবস্থায় স্বামী যদি বলে, অমুককে তালাক এবং এ তালাকের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল ফাসিদ বিবাহওয়ালী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রাহ্য হবে না। এমনিভাবে সে যদি বলে, আমার কোন এক স্ত্রীকে তালাক। তারপর বলে যে, এর দ্বারা আমি ফাসিদ বিবাহওয়ালী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (মুহীত : দ্বাদশ অনুচ্ছেদ)

১৫. মাসআলা : কেউ যদি বংশের কথা উল্লেখ না করে বলে, অমুককে তালাক অথবা বংশের কথা উল্লেখ করে অর্থাৎ গুধু পিতার দিকে অথবা মায়ের দিকে অথবা বোনের দিকে অথবা সন্তানের দিকে সম্বোধন করে বলে অমুককে তালাক অথচ এই নামের এবং এই বংশের তার এক স্ত্রীও আছে। তারপর সে বলে, এই বাক্যের দ্বারা কোন এক অপরিচিতাকে বুঝানো আমার ইচ্ছা ছিল, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রাহ্য হবে না। আর যদি বলে, যে মহিলাকে বুঝানো আমার উদ্দেশ্য ছিল সে আমার স্ত্রী এবং এ বিষয়ে মহিলাও তাকে সত্যায়ন করে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। তার পরিচিতা স্ত্রীর তালাককে বাতিল করার বিষয়ে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তালাকের ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে ঐ অপরিচিতা মহিলাকে বিবাহ করেছে অথবা তারা বলে যে, তালাকের কথা বলার পূর্বে তাদের উভয়ের বিবাহ সন্দেহ স্বীকারোক্তির ব্যাপারে আমরা সাক্ষী অথবা পরিচিতা স্ত্রী যদি স্বামীর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে, তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর)

১৬. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি এক মহিলাকে তালাক দিলাম অথবা বলল, এক মহিলাকে তালাক। তারপর বলল, আমি আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিনি, তবে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। যদি কেউ বলে, 'আমরাকে তালাক অথচ তার স্ত্রীর নাম 'আমরা'। তারপর সে বলল, আমরা স্ত্রীকে বুঝান আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (মুহীত) কেউ যদি বলে তার স্ত্রীকে তালাক অথচ উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীয় দুইজন এবং উভয় জনই জানাওনা। তবে তার ইখতিয়ার থাকবে, উভয়জনের যে কোন একজনের উপর তালাক পতিত করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'জামিউল কাযীর' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার এক স্ত্রী ছিল আমি তাকে তালাক দিয়েছিলাম অথবা বলল, আমি যে,



২৬০

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

মহিলাকে বিবাহ করেছিলাম তাকে তালাক দিয়েছিলাম, অথবা বলল, আমার এক স্ত্রীকে আমি তালাক দিয়েছিলাম। তারপর তার জানাওনা স্ত্রী বলল যে, সে আমিই। একথা শুনে স্বামী বলল, সে ছাড়াও আমার আরেক স্ত্রী আছে এবং আমি তাকে তালাক দিয়েছি, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রাহ্য হবে। কেননা স্বামী এই অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তালাকে স্বীকারোক্তি করেনি। করলে জানাওনা স্ত্রী নির্দিষ্ট হয়ে যেত। (যখীরা) যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার এক স্ত্রী ছিল। তোমরা সাক্ষী থাক যে, তাকে তালাক। তারপর তার স্ত্রী হিসাবে যে মহিলা পরিচিতা সে বলল, আমিই সেই স্ত্রী, তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা 'তোমরা সাক্ষী থাক' স্বামীর এ কথার দ্বারা এখনই সাক্ষী নিয়োগ করা তার উদ্দেশ্য এবং 'তাকে তালাক'-এর দ্বারা বর্তমানে তালাক প্রদান করাই তার উদ্দেশ্য। যদি কেউ বলে আমার স্ত্রীকে তালাক অথবা আমার যে স্ত্রী রয়েছে তাকে তালাক অথবা আমার স্ত্রীদের থেকে একজনকে তালাক, এক্ষেত্রে মাসআলার ধরণ যদি পূর্ববৎ হয়ে থাকে তবে তার স্ত্রী হিসাবে যে মহিলা জানাওনা তার উপর তালাক পতিত হবে। কেননা উপরোক্ত বাক্য দ্বারা নগদ তালাক পতিত করাই তার উদ্দেশ্য। (মুহীত)

১৭. মাসআলা : কারো যদি দুই স্ত্রী থাকে। একজনের নাম যয়নব এবং অপরজনের নাম আম্রা। এ অবস্থায় স্বামী যদি 'আম্রাকে লক্ষ্য করে বলে, তুমি কি যয়নব? সে বলল হ্যাঁ। তখন তার স্বামী বলল, তোমাকে তালাক, এতে তালাক হবে না। 'আসল' এত্বে বর্ণিত রয়েছে যে, কারো দুই স্ত্রী ছিল। একজনের নাম যয়নব এবং অপরজনের নাম 'আম্রা। এ অবস্থায় স্বামী হে যয়নব! বলে ডাক দেওয়ার পর আম্রা জবাব দিল। তোমাকে তিন তালাক তাহলে জবাবদাতা স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি বলে আমি যয়নবকে তালাক প্রদানের নিয়্যত করেছি তবে তার উভয় স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। 'আম্রা' ইশারার কারণে এবং 'যয়নব' স্বীকারোক্তির কারণে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (খুলাসা) আর যদি 'হে যয়নব তোমাকে তালাক' বলার পর উভয় স্ত্রীর কেউই জবাব না দেয় তবে তালাক যয়নবের উপর পতিত হবে। যে স্ত্রীকে স্বামী দেখতে পাচ্ছে তার দিকে ইশারা করে যদি সে বলে, হে যয়নব! তোমাকে তালাক। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল 'আম্রা' তবে আম্রার উপর তালাক পতিত হবে। নামকরণে গ্রাহ্য হবে না। আর যদি স্বামী কারো দিকে ইশারা করা ব্যতিরেকে বলে, হে যয়নব তোমাকে তালাক। অবশ্য যে কোন একজনকে দেখে তাকেই যয়নব মনে করেছিল। অথচ সে যয়নব ছিল না। তাহলে আইনের দৃষ্টিতে যয়নবের উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তালাক পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া)

১৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, আমার স্ত্রী আম্রা বিনত সাবীহ তালাক। অথচ তার স্ত্রী হল, 'আম্রা বিনত হাফস'। এক্ষেত্রে তার কোন নিয়্যতও ছিল না তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। অবশ্য সাবীহ যদি তার স্ত্রীর মাকে বিবাহ করে এবং

ঐ কন্যা তার মায়ের সাথে তার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে তার দিকে সম্বোধিত হচ্ছে। আর এ কারণেই স্বামী এরূপ বলেছে। অথচ পুরুষ লোকটি তার স্ত্রীর প্রকৃত বংশ ধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত অথবা কিছুই জানে না। তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এবং আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তালাক পতিত হবে না। যদি স্বামী তার স্ত্রীর বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। যদি জ্ঞাত না থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট তালাক পতিত হবে না। কিন্তু উক্ত অবস্থাসমূহে স্বামী যদি তার স্ত্রীর কথা নিয়্যত করে আইনের দৃষ্টিতে এবং আল্লাহর নিকটে উভয়ভাবেই তার উপর তালাক পতিত হবে। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) কেউ যদি বলে, আমার হাবশিয়া স্ত্রীকে তালাক। অথচ তার নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার তার নিয়্যত এবং হাবশিয়া নামের তার কোন স্ত্রীও নেই, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ স্ত্রীর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম বলে এবং নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়্যত না করে তবে এ ক্ষেত্রেও তালাক পতিত হবে না। আর যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে (যখীরা)

১৯. মাসআলা : যদি কারো স্ত্রী দৃষ্টি সম্পন্ন হয় এবং সে তার এই স্ত্রীর দিকে ইশারা করে বলে যে, আমার এ অন্ধ স্ত্রীকে তালাক, তবে দৃষ্টিসম্পন্ন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এখানে নামোল্লেখকরণ গুণাগুণ বর্ণনা-করা এবং ইশারা করা ইত্যাদি ধর্তব্য হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) যদি কেউ বলে হামদানের<sup>১</sup> অধিবাসী ফাতিমা বা কানী ফাতিমাকে তালাক। কিন্তু তার স্ত্রী ফাতিমা হামদানের অধিবাসীও নয় এবং কানীও নয়, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি বংশ উল্লেখ করে ফাতিমা বিনত অমুক বলা হয় তবে তালাক হয়ে যাবে। যদিও তাকে এমন গুণের সাথে প্রকাশ করা হয় যা তার মধ্যে নেই। কেননা অনুপস্থিত লোকের পরিচয় সাধারণত নাম ও বংশের মাধ্যমে হয়ে থাকে। (ইতাবিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে হিজাবী মহিলা। তোমাকে তালাক এবং এ কথা যদি সে তার স্ত্রীর প্রতি ইশারা করে বলে তবে তালাক হয়ে যাবে। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি নিজের স্ত্রী এবং তার পিতার নাম উল্লেখ করে বলে যে, আমার স্ত্রী আম্রা বিনতে সাবীহ ইবন অমুক অথবা এই ব্যক্তির মা যার মুখমণ্ডলে তিলক আছে তাকে তালাক তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। চাই তার মুখমণ্ডলে তিলক থাকুক অথবা না থাকুক। (মুহীত) স্বামী যদি বলে, আমার স্ত্রী বিনত সাবীহ অথবা বিনত অমুক যার মুখমণ্ডলে তিলক রয়েছে তাকে তালাক, তবে তার চেহারায় তিলক রয়েছে তাকে তালাক, তবে তার চেহারায় তিলক না থাকলেও তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)

২০. মাসআলা : যদি স্বামী বলে এই উপবিষ্ট আম্রা যে আমার স্ত্রী এবং আমার উন্মেওয়ানাদ তাকে তালাক। এক্ষেত্রে স্বামীর যদি নিয়্যত না থাকে এবং উপবিষ্ট মহিলা

১: অথবা বাংলাদেশের অধিবাসী ফাতিমা ইত্যাদি।



যদি তার স্ত্রী না হয়ে অন্য কেউ হয় তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (আল-বাহরুর বায়িক)-এক মহিলা কোন এক পুরুষকে বলল, আমার নাম অমুক বিন্ত অমুক। তারপর সে তাকে বিয়ে করল এবং বলল যে, অমুক বিন্ত অমুক ব্যতীত আমার সকল স্ত্রীকে তিন তালাক। প্রকৃতপক্ষে এ মহিলার নাম ও বংশ ভিন্ন। তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু **رَهْنَتَكَ طَلَاقُ** আল্লাহর নিকটে তালাক পতিত হবে না। (যহীরিয়া) কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, আমি আমার তালাক তোমাকে কর্তজ দিলাম, তবে তালাক পতিত হবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি আমার তালাক তোমাকে রাহুন দিলাম, তবে এতে তালাক হবে কিনা এ বিষয়ে মাশাইখদের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধমতে এতে তালাক পতিত হবে না। কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে 'তুমি তোমার তালাক গ্রহণ কর' বলার পর স্ত্রী বলে গ্রহণ করলাম, তবে তালাক পতিত হবে। 'উয়ুন (عيون) এহু বিষয়টিকে নিয়্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে নিয়্যত শর্ত নয়। কেউ যদি তার স্ত্রীকে **طَلَّقَ** আল্লাহ তোমার উপর তালাক পতিত করুন বলে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। নিয়্যত না করলেও এ হুকুম হবে। (খুলাসা)-এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত)।

২১. মাসআলা : 'মুনতাকা' এহু উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ তা'আলা তোমার তালাককে চান, আল্লাহর হুকুম তোমাকে তালাক প্রদান করা অথবা আমি তোমার তালাক চাই তবে নিয়্যত না থাকলে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী বলে, আমি তোমাকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করেছি, তোমাকে তালাক দেওয়া আমি ভাল মনে করি; তোমাকে তালাক প্রদানের ব্যাপারে আমি রাযী অথবা আমি তোমাকে তালাক দিতে চাই, তবে নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা) স্বামী যদি **بَرَّئْتُكَ مِنْ طَلَاقِكِ** আমি তোমার তালাকের ব্যাপারে মুক্ত হয়ে গেলাম বলে তবে এতে তালাক হবে কিনা এ ব্যাপারে মাশায়িখে কেরামের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধমতে তালাক হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আর যদি বলে, তোমাকে তালাক প্রদানের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে সহীহ মতে তালাক পতিত হবে না। যদিও সে তালাকের নিয়্যত করে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে **بَرَّئْتُكَ مِنْ طَلَاقِكِ** তোমাকে তালাক দেওয়া হতে আমি মুক্ত তবে এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। তবে এটি নিয়্যতের সাথে সম্পর্কিত। আর যদি নিয়্যত না করে তবে তালাক হবে না। কিন্তু বিশুদ্ধতম মতে তালাক হয়ে যাবে (খুলাসা)

২২. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে **وَهَبْتُ لَكَ تَطْلِيقَكَ** আমি তোমার তালাকের বিষয়টি তোমার নিকট হিবা করলাম বলে তবে 'তাকবীয়ে তালাক' (তালাকের অধিকার স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা) হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি ঐ মজলিসে নিজের

উপর তালাক পতিত করে তবে তালাক হয়ে যাবে। তা না হলে তালাক পতিত হবে না। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে তোমাকে তালাক। তবে এ বিষয়ে তিন দিন পর্যন্ত আমার ইখতিয়ার থাকবে তাহলে তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে যাবে। এবং ইখতিয়ার বাতিল বলে গন্য হবে। কেউ তার স্ত্রীর নাম 'মুতাল্লাকা' (তালাকপ্রাপ্তা) রাখল এবং বলল যে, আমি তোমার নাম 'মুতাল্লাকা' রেখেছি তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। আইনের দৃষ্টিতে নয় এবং আল্লাহর নিকটেও নয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি বলে, আমি 'তোমার তালাক তোমাকে হিবা করে দিলাম' তবে এটা স্পষ্ট তালাক। এতে আইনের দৃষ্টিতে তালাক হয়ে যাবে। তালাকের নিয়্যত না করলেও তালাক হয়ে যাবে। স্বামী যদি একবার দাবী করে যে, এর মাধ্যমে আমি তালাকের বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করার নিয়্যত করেছি তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু **رَبَّانِي** অর্থাৎ আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা গ্রহণ করার পর স্ত্রী যদি বলে আমার তালাক আমাকে হিবা করে দাও অর্থাৎ এর থেকে তুমি বিরত থাক। এরপর স্বামী বলল, তোমার তালাক আমি তোমাকে হিবা করে দিলাম, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রাহ্য হবে। আর যদি বলে, আমি তোমাকে তালাক করা থেকে বিরত থাকলাম। কিন্তু নিয়্যত ছিল তালাক প্রদান করা তবে তালাক হবে না। (মুহীত) স্বামী যদি তালাকের নিয়্যতে **تَرَكْتُ طَلَاقَكَ** আমি তোমার তালাক ছেড়ে দিলাম বলে তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি, তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। (খুলাসা) যদি তালাকের নিয়্যতে **خَلَيْتُ سَبِيلَ طَلَاقِكَ** আমি তোমার তালাকের পথ মুক্ত করে দিলাম বলে তবে তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া)

২৩. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে **أَنْتَ طَالِقٌ** 'তোমাকে তালাক' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর বলে তিনটি তাহলে তার এ চুপ থাকা যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে হয়, তবে তিন তালাক পতিত হবে। তা না হলে বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই চুপসে গেলে তিন তালাক পতিত হবে না। যদি বলে 'তোমাকে তালাক'। তারপর চুপ হয়ে যাওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কত তালাক দিয়েছো? জবাবে সে বলল, তিনটি। তবে তিন তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) কাউকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তুমি কত তালাক দিয়েছো? জবাবে সে বলল, তিন তালাক দিয়েছি। তারপর সে দাবী করল যে, তার উক্ত কথা মিথ্যা ছিল, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। (তাতারখানিয়া) কারো তিন তালাক বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিন বলার পূর্বে তালাক বলার পরে কেউ তার মুখ চেপে ধরল অথবা তালাকদাতা মরে গেল তবে এক তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি তালাকদাতার মুখ চেপে ধরার পর সে তিন তালাকের কথা বলে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। যদি মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ার পর পরই সে একথা বলে। (যহীরিয়া)



২৪. মাসআলা : স্ত্রী স্বামীকে 'আমাকে তিন তালাক প্রদান করুন' বলার পর স্বামী যখন তালাক ইচ্ছা করল তখন কেউ তার মুখ চেপে ধরল। তারপর হাত সরিয়ে নিতেই সে বলল, দিলাম তাহলে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। ইমাম শামসুল ইসলাম (র) অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন। (যখীরা)

২৫. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীর পূর্ণ অঙ্গ অথবা যার দ্বারা পূর্ণ অঙ্গকে বুঝানো হয় এমন কোন অঙ্গের দিকে তালাক শব্দের 'أضافت' সম্বোধন করে এতে তালাক পতিত হবে। যেমন কেউ বলল, তোমাকে তালাক, তোমার গর্দান তালাক, তোমার ঘাড় তালাক, তোমার রুহ তালাক, তোমার শরীর তালাক, তোমার গুণ্ডা তালাক, তোমার মাথা তালাক, অথবা তোমার মুখমণ্ডল তালাক, তবে তালাক পতিত হবে। (হিদায়া) তোমার নফসকে তালাক বললেও অনুরূপ হুকুম হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি শরীরের এমন কোন অঙ্গের দিকে তালাক শব্দের নিসবত করে যার দ্বারা পূর্ণ ব্যক্ত করা হয় না। যেমন বলল, তোমার হাত বা তোমার পা অথবা আঙ্গুলী তালাক তবে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) আর যদি 'তোমার হাত তালাক' বলে পূর্ণ শরীর বুঝানোর উদ্দেশ্য থাকে তবে তালাক হয়ে যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি 'তোমার নাভি তালাক, তোমার মুখ, কান, নাক, পায়ের নলা অথবা তোমার রান তালাক বলে তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। (আল্ জাওহারাতুন নারয়ারা) বিশুদ্ধতম মতে পিঠ, পেট, ও গুণ্ডা তালাক বললে তালাক পতিত হবে না। (কাফী) جزء شائع অর্থাৎ অনির্দিষ্ট অঙ্গের দিকে তালাক শব্দের নিসবত (সম্বোধন) করা হলে যেমন বলল, তোমার অর্ধাংশ তালাক, তোমার এক তৃতীয়াংশ তালাক, তোমার এক চতুর্থাংশ তালাক অথবা তোমার হাজার অংশের এক অংশ তালাক তবে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে তোমার রক্ত তালাক তবে এতে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধমতে তালাক পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) উত্তম মতে তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা) যদি বলে তোমার চুল তালাক, তোমার নখ তালাক অথবা তোমার থুথু তালাক তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। এক্ষেত্রে ইজমা সংগঠিত হয়েছে। দাঁত, রগ এবং হামলের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) আর যদি বলে, তোমার দেহ হতে তোমার মাথা তালাক বা চেহারা তালাক অথবা নিজের মাথা বা গর্দানের উপর রেখে বলল, এ অঙ্গ তালাক তবে বিশুদ্ধতম মতে তালাক হবে না। (তাবরীন) স্ত্রীর মাথার দিকে ইশারা করে যদি বলে যে, এই মাথাটি তালাক তবে তালাক পতিত হবে। যেমন তোমার মাথা তালাক বললে তালাক পতিত হয়ে থাকে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে তোমার বাহ্যদ্বার তালাক, তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি বলে তোমার নিত্য তালাক, তবে তালাক হবে। ইমাম মুরগিনানী (র) বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে

তোমার মুদ্রাদ তালাক তবে এ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু এতে তালাক পতিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (গায়াতুস সুক্কী)

২৬. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তোমার দেহের উর্দ্ধ অংশের উপর এক তালাক এবং নিম্নের অংশের উপর দুই তালাক, তবে এ ক্ষেত্রে মৃত্যুকাঙ্গিনীর থেকে কোন বর্ণনার উল্লেখ নেই। তবে মৃত্যু আখিরীর থেকে এ সম্বন্ধে রিওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। একবার এ জাতীয় একটি মাসআলা বুখারায় উল্লেখিত হয়েছিল। তখন আমাদের কোন কোন মাশায়খ এক তালাক পতিত হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছিলেন। কেননা উপরের অর্ধাংশের মধ্যে মাথাও রয়েছে। কাজেই বলা যায় যে, উপরোক্ত বক্তব্যে যেন তালাক শব্দটিকে মাথার দিকে নিসবত করা হয়েছে। কারো কারো মতে, এ অবস্থা তিন তালাক পতিত হবে। যেহেতু এক্ষেত্রে أضافت দু'টি করা হয়েছে। কেননা দেহের উপরের অংশে রয়েছে মাথা এবং নিচের অংশে রয়েছে গুণ্ডা। তাই উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে মাথা এবং গুণ্ডা উভয় অঙ্গের দিকেই নিসবত (সম্বোধন) রয়েছে। তাই এ অবস্থায় তিন তালাকই পতিত হবে। (মুহীত) কেউ যদি বলে তোমাকে অর্ধেক তালাক তবে পূর্ণ তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে দুই অর্ধাংশ তালাক তবে এক্ষেত্রেও এক তালাকই পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)। যদি বলে তিন অর্ধাংশ তালাক তবে দুই তালাক এটাই সহীহ মতামত। চার অর্ধাংশ তালাক বললেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে। (ইতাবিয়া) যদি স্বামী বলে, তোমাকে দুই তালাকের অর্ধেক তালাক, তবে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, দুই অর্ধ তালাক তবে দুই তালাক পতিত হবে। যদি বলে দুই তালাকের তিন অর্ধ তালাক, তবে তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে তোমাকে অর্ধ তালাক ও এক তৃতীয়াংশ তালাক এবং এক ষষ্ঠমাংশ তালাক তবে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা সে এক এক অংশকে এক এক (نكدة) অনির্দিষ্ট তালাকের সাথে সংযুক্ত করে তালাক দিয়েছে। আর কে বখন পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয় তখন দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। আর যদি বলে অর্ধ তালাক ও তৃতীয়াংশ তালাক ও ষষ্ঠাংশ তালাক তবে এক তালাক পতিত হবে। যদি বাক্যাংশে উল্লেখিত সমস্ত অংশ মিলে এক তালাক থেকে অধিক হয়ে যায়। যেমন বলল, তোমাকে অর্ধেক তালাক এবং এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশ তবে কারো মতে এক তালাক পতিত হবে। আর কারো কারো মতে দুই তালাক পতিত হবে। এটাই পসন্দনীয় মত। (মুহীত : সারাখসী) আর এটাই সহীহ অভিমত। (যহীরিয়া) কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে 'তোমাকে তিন তালাকের অর্ধেক তালাক' বলে তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি 'তোমাকে তিন তালাকের দুই অর্ধাংশ পরিমাণ তালাক' বলে তবে তিন তালাক পতিত হবে। (যখীরা)

২৭. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক তালাক ও অর্ধেক তালাক অথবা বলে, তোমাকে এক তালাক ও চতুর্থাংশ তালাক বা এ জাতীয় কোন কথা



বলে তা হলে এতে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে এক তালাক ও এর চতুর্থাংশ তালাক, তবে এতে এক তালাক পতিত হবে।<sup>১</sup> (মুহিত) বাদায়ে' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। এটা কোন কোন ফকীহ এর অভিমত। অবশ্য গ্রহণযোগ্যমত হল এ অবস্থায়ও দুই তালাক পতিত হবে। (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ, আল জাওহাতুন নায়্যারা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন চতুর্থাংশ অথবা চার চতুর্থাংশ তালা দেয় তবে স্বামী তালাক طلاق শব্দটিকে আলিফ-লামসহ معرفة ব্যবহার করে থাকলে এক তালাক পতিত হবে। আর نكرة তথা আলিফ-লাম ছাড়া ব্যবহার করে থাকলে তিন তালাক পতিত হবে। পাঁচ চতুর্থাংশ বললে এবং তালাক শব্দটিকে معرفة ব্যবহার করে থাকলে দুই তালাক পতিত হবে। কিন্তু نكرة ব্যবহার তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে اخماس ও اشعار তথা পঞ্চমাংশ বা দশমাংশ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তাবয়ীন)

২৮. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়, এরপর দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, আমি তার তালাকের মধ্যে তোমাকেও শরীক করেছি, তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর উপরও এক তালাক পতিত হবে। তারপর সে যদি তার তৃতীয় স্ত্রীকে বলে, আমি ঐ দু'জনের তালাকের মধ্যে তোমাকেও শরীক করেছি, তবে এই তৃতীয় স্ত্রীর উপর দুই তালাক পতিত হবে। আর সে যদি তার চতুর্থ স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকেও তাদের তালাকের মধ্যে শরীক করেছি তবে চতুর্থ স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। যদি প্রথম স্ত্রীর তালাক নির্ধারিত পরিমাণ মালের বিনিময়ে হয়ে থাকে, তারপর সে যদি তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে যে, আমি তার তালাকের মধ্যে তোমাকেও শরীক করেছি তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর তালাক তো পতিত হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর যিন্মায় মাল ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে এরূপ বলে যে, এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে আমি তোমাকেও তার তালাকের মধ্যে শরীক করেছি এবং স্ত্রীও তা মেনে নেয় তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে এবং স্ত্রীর উপর ঐ পরিমাণ মাল প্রদান করা ওয়াজিব হবে। স্ত্রী স্বামীর কথা না মেনে নিলে তালাক হবে না এবং স্ত্রীর উপর মালও ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়া)

২৯. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, অমুককে তিন তালাক এবং তার সাথে অমুকও অথবা বলে, অমুককেও আমি তার তালাকের সাথে শরীক করলাম, তাহলে উভয়ের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। (মুহিত : সারাখসী) যদি কারো তিন স্ত্রী থাকে এবং সে তাদেরকে বলে, তোমাদের প্রত্যেককে তিন তালাক অথবা বলে

১. দু'টি মাসআলার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট, প্রথম বাক্যে এক তালাক ও অর্ধেক তালাক বা ও চতুর্থাংশ তালাক বলেছে অর্থাৎ তালাকের সাথে আরো অর্ধেক বা চতুর্থাংশ যুক্ত হবে। পক্ষান্তরে ২য় বাক্যে প্রদত্ত তালাকের অর্ধেক বা চতুর্থাংশে বলেছে, তালাক বিভাজ্য নয়, কাজেই প্রথম বাক্যে এক তালাকের সাথে আর এক তালাক হবে। (সম্পাদক)

আমি তোমাদের প্রত্যেককে তিন তালাক অথবা বলে আমি তোমাদেরকে তিন তালাক করে দিয়েছি, তাহলে প্রত্যেক স্ত্রীর উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। তিন তালাক তাদের তিন জনের মধ্যে ভাগ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে বলে, আমি তোমাদের সকলের জন্য তিন তালাক দিলাম, তবে এই তিন তালাক তাদের মধ্যে বন্টিত হয়ে প্রত্যেকের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। (গায়াতুস্ সুক্কজী) আর যদি বলে, আমি তোমাদের সকলকে এক তালাকের মধ্যে শরীক করলাম তবে এই কথা এবং 'তোমাদের সকলকে এক তালাক' এই কথা একই পর্যায়ে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)

৩০. মাসআলা : যদি কারো চার স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের সকলকে বলে, তোমাদেরকে তিন তালাক তবে তাদের প্রত্যেকের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে পাঁচ তালাক। একথা শুনে স্ত্রী বলল, আমার জন্য তিন তালাকই যথেষ্ট। স্বামী বলল, তোমাকে তিন তালাকই। আর বাকী দুই তালাক তোমার সতীনদের উপর, তাহলে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে এবং তার সতীনদের উপর কিছুই পতিত হবে না। কারণ তিন তালাকের পর বাকী তালাক হচ্ছে নিরর্থক। আর এই নিরর্থক তালাক তার সতীনদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই এতে তাদের উপর কিছুই পতিত হবে না। (মুহিত : সারাখসী) যদি কেউ তার চার স্ত্রীকে বলে, তোমাদেরকে তিন তালাক এবং নিয়্যত করে যে, এই তিন তালাক তাদের মধ্যে বন্টিত হবে। তাহলে দিয়ানাতান অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই তার স্ত্রীদের প্রত্যেকের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩১. মাসআলা : যদি কারো দুই স্ত্রী থাকে এবং সে তাদেরকে বলে, 'তোমাদের দুইজনের মধ্যে দুই তালাক, তাহলে তাদের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তাদেরকে বলে, আমি তোমাদের দুই জনকে দুই তালাক সমান সমান ভাগ করে দিলাম, তবে এক্ষেত্রেও প্রত্যেকের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। কিন্তু স্বামী যদি তার এক স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়, তারপর অপর জনকে বলে, আমি তোমাকেও তার তালাকের মধ্যে শরীক করলাম। তবে দ্বিতীয় জনের উপরও দুই তালাক পতিত হবে। (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ) যদি কেউ তার এক স্ত্রীকে এক তালাক এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদান করে, তারপর তৃতীয় স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকেও তাদের সাথে শরীক করলাম, তাহলে তৃতীয় স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। চাই তার সাথে সঙ্গম করা হোক অথবা না হোক। স্বামী যদি তার দুই বা তিনজন স্ত্রীকে বিভিন্ন তালাক প্রদান করে তারপর তৃতীয় বা চতুর্থজনকে বলে, আমি তোমাকেও তাদের কোন একজনের সাথে শরীক করলাম অর্থাৎ যার সাথে শরীক করেছে তার নাম উল্লেখ

১. প্রত্যেকের উপর এক তালাক পতিত হবে।



না করে, তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছাতির থাকবে, সে যার সাথে ইচ্ছা তাকে তার সাথে শরীক করতে পারবে। (ইতাবিয়া)

৩২. মাসআলা : 'ফাতাওয়ায়ে বাক্বালী'তে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী তার কোন এক স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করার পর যদি দ্বিতীয় জনকে বলে, ঐ তালাকের মধ্যে আমি তোমার জন্যও অংশ রেখেছি তাহলে সে এক তালাকের নিয়্যত করলে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের প্রত্যেকটির মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করার নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের প্রত্যেকটির মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করার নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী যদি তার এক স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পর পুনরায় তাকে বিবাহ করে নেয়, তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, আমি অমুকের তালাকের মধ্যে তোমাকেও শরীক করেছি, তবে তার উপরও তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি তোমাকে অমুকের তালাকের মধ্যে মধ্যে শরীক করেছি, অথচ এই স্বামী তার অমুক স্ত্রীকে তালাক দেয়নি অথবা এই মহিলা অন্য পুরুষের স্ত্রী। এ অবস্থায় অপর পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করুক বা না করুক সর্বাবস্থায়ই সে অন্য পুরুষের স্ত্রী। এ জাতীয় তালাকের কারণে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। চাই অপর ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকুক অথবা তালাক না দিয়ে থাকুক এবং সে তার স্ত্রীর তালাকের নিয়্যত করুক বা না করুক। যদি ঐ মহিলা তার স্ত্রী হয় এ ক্ষেত্রে সে যদি তাকে তালাক না দেয় তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, এ কথা তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলেও গন্য হবে না। এ কথাটি বিশ্র (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে এবং আবু সুলায়মান (র) মুহাম্মদ (র) থেকে <sup>مطلق</sup> অর্থাৎ শর্তহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। 'ফাতাওয়ায়ে বাক্বালী'তে অতিরিক্ত একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একথা ঐ মহিলার তালাকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি হিসাবেও গন্য হবে না। কিন্তু স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে অমুকের তালাকের মধ্যে শরীক করেছি, যাকে আমি তালাক দিয়েছি তবে এতে তার উপর তালাক পতিত হবে। 'ফাতাওয়ায়ে বাক্বালী'তে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অপর কারো স্ত্রীর তালাকের মধ্যে শরীক করে তবে এ তালাক সহীহ হবে না। অবশ্য স্বামী যদি তার স্ত্রী সম্বন্ধে এরূপ বলে যে, আমি আমার উপর সেই তালাক প্রয়োগ করছি যা অমুকের স্ত্রীর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে, তবে এই তালাক সহীহ হবে।

৩৩. মাসআলা : বিশ্র (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন দাসীকে আযাদ করার পর সে যদি খিয়ারে ইত্বকের ভিত্তিতে নিজেকে স্বামী থেকে পৃথক করে নেয়, এ অবস্থায় স্বামী যদি তার অপর কোন স্ত্রীকে বলে, আমি

তোমাকে তার তালাকের মধ্যে শরীক করেছি, তবে এতে ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, তালাক ছাড়া অন্য যত উপায়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা পতিত হবে এ সব ক্ষেত্রে এই হুকুমই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে এই জুদাই তথা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শরীক করেছি অথবা বলে, তার ও আমার মধ্যে যে বায়িন তালাক সংঘটিত হয়েছে, তাতে আমি তোমাকে শরীক করেছি তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। এক্ষেত্রে তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি কোন তালাকেরই নিয়্যত করিনি তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত)

৩৪. মাসআলা : যদি কারো চার স্ত্রী থাকে এবং স্বামী তাদেরকে বলে, তোমাদেরকে এক তালাক তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার চার স্ত্রীকে বলে, তোমাদেরকে দুই, তিন বা চার তালাক, তাহলেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি এরূপ নিয়্যত করে যে, এই দুই তালাক তাদের সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে তবে তাদের প্রত্যেকের উপর দুই তালাক করে পতিত হবে। আর তিন তালাকের ক্ষেত্রে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, এই চার জনের মধ্যে পাঁচ তালাক এবং তার কোন নিয়্যত না থাকে তবে প্রত্যেকের উপর দুই তালাক করে পতিত হবে। আর এইভাবে পাঁচ হতে আট তালাক পর্যন্ত এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি আটের উপর নয় হয়, তবে প্রত্যেকের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩৫. মাসআলা : যদি বলে, 'তোমাকে তালাক এবং তোমাকে' তবে দুই তালাক পতিত হবে। ফাতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এক্ষেত্রে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি শেষের 'তোমাকে' শব্দটি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, তাহলে শেষের তালাকটি দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর পতিত হবে। যদি এক স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক, তারপর ঐ স্ত্রীকে ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, তোমাদেরকে তাহলে প্রথম স্ত্রীর উপর দুই তালাক এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক, না, বরং তোমাকে তাহলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি দ্বিতীয় 'তোমাকে' শব্দটি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, তাহলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি দ্বিতীয় 'তোমাকে' শব্দটি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, তাহলে নিয়্যত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি বলে, 'এবং তোমাকে' তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। যেমন তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে যেমন 'একে তালাক এবং একে' বলার অবস্থায় উভয়

১. তালাক শব্দ ছাড়া বিচ্ছিন্নতাবোধক শব্দ উচ্চারণের সময়ে।

২. অর্থাৎ সে যদি সত্যি বিচ্ছিন্নতাবোধক শব্দ উচ্চারণে তালাকের নিয়্যত না করে থাকে তাহলে আইনের নিকট উপস্থাপিত না হয় এবং সে যদি তার স্ত্রীদের স্ত্রী হিসাবে রেখে দেয়, তাহলে সে গোনাহে লিপ্ত হবে না।

১. বিবাহিতা কোন দাসীকে আযাদ করার পর সে এ স্বামীর সাথে ঘর সংসার করবে কিনা এ ব্যাপারে শরী'আতের পক্ষ হতে ঐ মহিলাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, একে 'খিয়ারে ইত্বক' বলে।



জনের উপর তালাক পতিত হয়ে থাকে। আর যদি বলে, একে তালাক, একে তবে নিয়্যত ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, একেও একে তালাক, তবে উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে। যদি বলে, একে, একে তালাক তবে প্রথম স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি ইশারা করে উভয়কে তালাক বলে তাহলে তবে উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তার তিন স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তোমাকে তারপর তোমাকে তালাক, তাহলে শেষের স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। 'ওয়াও' (এবং) অক্ষরযুক্ত করে বললেও এই হুকুম হবে। যদি তোমাকে তোমাকে এবং তোমাকে সকলকে তালাক বলে, তাহলে সকলের উপর তালাক পতিত হবে। যদি তালাক শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করে তবুও প্রত্যেকের উপর তালাক পতিত হবে। (যেহীরিয়া ও ইতাবিয়া)

৩৬. মাসআলা : যদি কারে চার স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের একজনকে বলে, তোমাকে; দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, তারপর তোমাকে, তৃতীয় স্ত্রীকে বলে, এরপর তোমাকে, এবং চতুর্থ স্ত্রীকে বলে, এরপর তোমাকে তালাক, তবে শুধুমাত্র চতুর্থ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আর যদি বলে, তোমাকে তালাক, এবং তোমাকে এবং তোমাকে নয়, তাহলে শুধু প্রথম দুইজন তালাকপ্রাপ্ত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক এবং এও তোমার সাথে অথবা বলে একেও তোমার অনুরূপ কিংবা এরূপ বলে যে, এই দ্বিতীয় স্ত্রীও তোমার সাথে আছে। তারপর বলে, আমার উদ্দেশ্য ছিল, যে তোমার সাথে বসা আছে তাকে বুঝানো, তাহলে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই উপরোক্ত বক্তব্যে তার উভয় স্ত্রীর উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। স্বামী যদি এরূপ বলে যে, আমি যদি তোমাকে তালাক দেই তবে সেও তোমার মত অথবা অথবা তোমার অনুরূপ। তারপর সে প্রথম স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। এ অবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর শুধু এক তালাক পতিত হবে। কেননা 'আমি যদি তোমাকে তালাক দেই' কথার মধ্যে এক তালাক নিহিত আছে। আর যদি কথার সূচনাতেই একথা বলে যে, তোমার সাথে একেও তালাক, তাহলে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। অবশ্য নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া)

৩৭. মাসআলা : 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তির তিন স্ত্রী থাকে এবং সে যদি তাদেরকে বলে, একে তালাক অথবা ওকে এবং ওকে, তাহলে তৃতীয় স্ত্রীর উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। যার উপর ইচ্ছা তালাক পতিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করতে পারবে। (মুহীত) যার চারজন স্ত্রী আছে, সে যদি বলে তোমাকে তালাক অথবা ওকে এবং ওকে কিংবা ওকে তাহলে প্রথম দুইজন এবং শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। অর্থাৎ প্রথম দুইজনের যে কোন একজন এবং শেষের দুই জনের যে কোন

একজনকে তালাক যুক্ত করলে সাব্যস্ত করতে পারবে (মুহীত : সারাখসী) আর যদি বলে, ওকে তালাক অথবা ওকে, ওকে এবং ওকে তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ স্ত্রীর উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। যার উপর ইচ্ছা তালাক সাব্যস্ত করতে পারবে। যদি বলে, ওকে তালাক এবং ওকে অথবা ওকে এবং ওকে তাহলে প্রথম ও চতুর্থ স্ত্রীর উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত)

৩৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীদের সম্বন্ধে বলে, তোমাকে তালাক, না, বরং ওকে অথবা ওকে, না বরং একে তাহলে প্রথম ও চতুর্থ স্ত্রীর উপর তখনই তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। যদি বলে, 'আমরা' অথবা যখনবকে তালাক যদি ঘরে প্রবেশ করে। তারপর যদি তারা ঘরে প্রবেশ করে তাহলে এই দুই জনের যে কোন এক জনের উপর তালাক পতিত করার ব্যাপারে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক অথবা অমুক আমার উপর হারাম এবং এই কথার দ্বারা তার যদি কসম উদ্দেশ্য হয় তবে চার মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এ ব্যাখ্যা দানের জন্য বাধ্য করা যাবে না। চার মাস অতিবাহিত হলে এবং সে যার ব্যাপারে কসম করেছে তার সাথে সঙ্গত না হয়ে থাকলে তাকে 'দ্বিলা তালাক' অথবা স্পষ্ট তালাক প্রদানের জন্য বাধ্য করা হবে। কেউ যদি বলে, তার স্ত্রীকে তালাক অথবা তার গোলাম আযাদ এর ব্যাখ্যা দানের আগেই মারা যায়। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তবে অর্ধেক মূল্য মুনিবের ওয়ারিশদেরকে পরিশোধ করে দিতে হবে। আর তালাকের বিষয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে মীরাসের অর্ধেক এবং মহরের তিন চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হবে। যদি মহিলার সাথে তার স্বামী সহবাস না করে থাকে। এই ক্ষেত্রে মহিলা ঐ গোলামের প্রদত্ত অর্ধেক মূল্য থেকে কোন মীরাস পাবে না। (মুহীত : সারাখসী)

৩৯. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে আছে; স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক; না বরং তালাক তবে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমাকে এক তালাক, না বরং এক তাহলেও দুই তালাক পতিত হবে। এই ভাবে যদি বলে, তোমাকে এক তালাক, না, বরং এক তালাক তাহলেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি স্বামী বলে, তোমাকে তালাক, না বরং তোমাকে তাহলে প্রথম বাক্যের দ্বারা তার উপর এক তালাক পতিত হবে। দ্বিতীয় শব্দের কারণে কিছুই পতিত হবে না। কিন্তু তালাকের নিয়্যত করলে তা পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক, না বরং তোমাদের দুইজনকে, তাহলে প্রথম স্ত্রীর উপর দুই তালাক এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক



পতিত হবে। 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে গতকাল এক তালাক দিয়েছি; না বরং দুই তালাক দিয়েছি, তাহলে দুই তালাকই পতিত হবে। (মুহীত)

৪০. মাসআলা : স্বামী যদি তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক তালাক, না, বরং দুই তালাক তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয় নি তাকে এরূপ বললে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক, এবং তালাক এবং তালাক, না, বরং এই দ্বিতীয় জনকে, তাহলে শেষোক্ত স্ত্রীর উপর এক তালাক এবং প্রথম স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তিন স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক, এবং তোমাকে, না বরং তোমাকে, তাহলে সকলের উপরই তালাক পতিত হবে (মুহীত : সারাখসী) যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি এমন স্ত্রীকে স্বামী যদি বলে একে এক তালাক এবং এক এবং এক, না বরং এই দ্বিতীয় স্ত্রীকে তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর তিন তালাক এবং প্রথম উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি তার সাথে সহবাস হয়ে থাকে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া : কিনায়া অনুচ্ছেদ)

৪১. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক তালাক, না, বরং আগামীকাল। এ অবস্থায় উক্ত মহিলার উপর তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। আর পরের দিনের সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর সে যখন ইদতের মধ্যে থাকবে তখন দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তোমাকে এক তালাক রাজঈ এবং এক তালাক বায়িন, না বরং এই দ্বিতীয় স্ত্রী, তাহলে প্রথম স্ত্রীর উপর দুই তালাক এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক, না, বরং ওকে, তাহলে উভয়ের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। যদি বলে, না, বরং ওকে, তালাক তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া : কিনায়া অনুচ্ছেদ) যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক তালাক অথবা না, কিংবা বলে, অথবা কিছুই না, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে এক তালাক অথবা না অথবা কিছুই না কিংবা তালাক নয়, তাহলে কোন ইমামের মতেই তার উপর তালাক পতিত হবে না। (কাফী)

৪২. মাসআলা : যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক অথবা নয়, তবে কেউ কেউ বলেন, এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মতে, তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। (ইতাবিয়া : কিনায়া অনুচ্ছেদ) 'নাওয়াদিরে ইব্ন সিমাআ'তে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কারো সন্দেহ হয় যে, সে এক তালাক দিয়েছে না তিন তালাক দিয়েছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাকই পতিত হবে। যতক্ষণ না অধিক তালাকের ব্যাপারে স্বামীর ইয়াকীন হয় অথবা এই একের বিপরীতে তার

ধারণা বদ্ধমূল হয়। তারপর স্বামী যদি ইয়াকীনের সাথে বলে সে তিন তালাকই দিয়েছে অথবা বলে আমার ধারণা মতে তাল্লাক তিনটিই দিয়েছি, এ ক্ষেত্রে যেটি কঠিন তাই আমি গ্রহণ করব। কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ যদি বলেন, তালাক একটি দেওয়া হয়েছে, তবে আমি তাদের কথা গ্রহণ করব। (যখীরাঃ একাদশ অনুচ্ছেদ) যদি বলে, তোমাকে এক তালাক অথবা দুই তালাক, তাহলে এ ব্যাপারে স্বামীর বক্তব্য ধর্তব্য হবে। যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে যদি এরূপ কথা বলা হয় তাহলে এক তালাক পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে না। (যখীরিয়া)

৪৩. মাসআলা : ইমাম কুদুরী (র) বলেন, যদি কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে এমন বস্তুকে শামিল করে যার উপর তালাক পতিত হয় না, যেমন পাথর বা জীবজন্তু এবং বলে, তোমাদের একজনকে তালাক অথবা বলে, এই মহিলাকে কিংবা এই বস্তুটিকে তালাক, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আযম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, তার স্ত্রীর উপরই এক তালাক পতিত হবে। আর যদি নিজ স্ত্রী এবং অপর কোন পুরুষ ব্যক্তিকে একত্র করে বলে, তোমাদের একজনকে তালাক অথবা বলে, এই মহিলা বা এই পুরুষকে তালাক, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে নিয়ত ব্যতীত স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। যদি নিজ স্ত্রীর সাথে বেগানা কোন মহিলাকে একত্রিত করে বলে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে তালাক অথবা বলে একে তালাক কিংবা একে তাহলে নিয়ত ব্যতীত তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা অপরিচিতা মহিলার উপর তালাক প্রয়োগ না করা গেলেও তাকে তালাক দেওয়া হয়েছে এ সংবাদ দেওয়া বৈধ। আর প্রকৃতপক্ষে এই শব্দের দ্বারা তালাকের সংবাদ দেওয়া যায়। এই অবস্থায় স্বামী যদি বলে, তোমাদের একজনকে আমি তালাক দিলাম, তাহলে নিয়ত ছাড়াই তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। (আসল : তালাকের বিবরণ)

৪৫. মাসআলা : হিশাম (র)-তার 'নাওয়াদির গ্রন্থে' ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ নিজ স্ত্রী এবং অপর এক অপরিচিতা মহিলাকে বলে, তোমাদের একজনকে এক তালাক এবং অপরজনকে তিন তালাক তাহলে তার স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যে, এক ব্যক্তির দুইজন দুগ্ধপোষ্য স্ত্রী আছে। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের একজনকে তিন তালাক তাহলে একজন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তবে কোন জন তালাকপ্রাপ্ত হবে তা স্বামীর বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল থাকবে। স্বামীর বক্তব্যের আগেই কোন মহিলা এসে যদি তাদেরকে দুধ পান করায় চাই তা একসাথে হোক বা পৃথক পৃথকভাবে হোক তাহলে তাদের উভয়ের বায়িন তালাক পতিত হবে। (মুহীত) যদি কেউ

১. অর্থাৎ উভয় স্ত্রী দুধ পানের বয়স।



তার জীবিত ও মৃত স্ত্রীকে একত্রিত করে বলে, তোমাদের যে কোন একজনকে তালাক, তাহলে জীবিত স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কামীখান) 'যিয়াদত' গ্রন্থে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তির অধীনে এক আযাদ স্ত্রী এবং এক দাসী স্ত্রী রয়েছে এবং সে তাদের উভয়ের সাথে সহবাস করেছে। এই অবস্থায় সে যদি তাদেরকে বলে, তোমাদের একজনকে তালাক। তারপর দাসীকে আযাদ করা হল। এরপর স্বামী বলল, আমার তালাক এই আযাদকৃত দাসীর উপর। তাহলে এই আযাদকৃত মহিলা হরমতে গলীয়ার সাথে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি তারা উভয়েই দাসী হয় এবং স্বামী তাদেরকে বলে, তোমাদের উভয়কে দুই তালাক। তারপর তাদের উভয়জনকে আযাদ করে দেওয়া হয় এবং এর স্বামী অসুস্থ অবস্থায় নির্দিষ্টভাবে একজনের তালাকের কথা বর্ণনা করে তাহলে সে হরমতের গলীয়ার সাথে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মীরাস (উত্তরাধিকার সম্পদ) উভয়ের মধ্যে সমান ভাগ ভাগ করে দেওয়া হবে। কেননা মীরাসের হকের ব্যাপারে স্বামীর বক্তব্য ধর্তব্য নয়। (মুহীত)

৪৫. মাসআলা : এক ব্যক্তির অধীনে অপর কোন ব্যক্তির দুই দাসী আছে। মুনিব তাদেরকে বলল, তোমাদের কোন একজন আযাদ। তারপর স্বামী বলল, মুনিব যাকে আযাদ করেছে তাকে দুই তালাক। এ অবস্থায় মুনিব কাকে আযাদ করেছে তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য আদেশ দেওয়া হবে। স্বামীকে নির্দিষ্ট করার জন্য আদেশ দেওয়া হবে না। এরপর মুনিব যখন তাদের একজনকে নির্দিষ্টভাবে আযাদ করার কথা বলবে, তখন তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। কিন্তু সে হরমতে গলীয়ার সাথে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। অবশ্য তিন হারিয়ের মাধ্যমে সে ইদত পালন করবে। আর যদি মুনিব একথা বলার আগেই মারা যায়, তবে আযাদীর হুকুম তাদের উভয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তখন স্বামীকে হুকুম করা হবে এ ব্যাপারে বক্তব্য দেওয়ার জন্য। স্বামী কাকে তালাক দিয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বলার পর ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে হরমতে গলীয়ার সাথে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা তার উপর অপরিহার্য হল মেহনত করে পয়সা-উপার্জন করে মুনিবের পাওনা পরিশোধ করা। আর এ জাতীয় মহিলার পূর্ণ তালাক হল দু'টি এবং তার ইদত হল দু'টি হারিয়। যদি মুনিব মারা না যায় কিন্তু নিখোঁজ হয়ে যায়, তবে স্বামী কাকে তালাক দিয়েছে তা বলার জন্য তাকে হুকুম দেওয়া হবে না। তবে যদি স্বামী প্রথমে বলে যে, তোমাদের একজনকে দুই তালাক, তারপর মুনিব বলে, যাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে সে আযাদ তবে এক্ষেত্রে স্বামীকে নির্দিষ্টকরণের বক্তব্য দানের জন্য হুকুম করা হবে। স্বামী যখন নির্দিষ্ট করে কারো তালাকের কথা বলবে তখন তার উপর তালাক পতিত হবে এবং এরপরই সে আযাদ হয়ে যাবে। অতএব সে হরমতে গলীয়ার সাথে হারাম হয়ে যাবে। এবং তিন হারিয় দ্বারা ইদত পালন করবে। (কাফী)

১. অর্থাৎ দাসীর মালিক আযাদ করে দিল।

৪৬. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) 'জামে' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের উভয়কে বলে, তোমাদের উভয়কে তালাক, তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর এক তালাকে রাজি পতিত হবে। তারপর তাদের কোন একজনকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার আগেই স্বামী যদি বলে, তোমাদের একজনকে তিন তালাক, তাহলে কাকে সে তালাক দিয়েছে তা বর্ণনা করার অধিকার তার থাকবে। স্বামীর পক্ষ হতে নির্দিষ্টকরণ বক্তব্য প্রদানের পূর্বেই যদি তাদের কোন একজনের ইদতকাল শেষ হয়ে যায়, তবে, দ্বিতীয় জনের উপর তিন তালাক পতিত হবে। যদি উভয়ের ইদতকাল এক সাথে পূর্ণ হয়, তবে এই তিন তালাক উভয় জনের কারোর উপরে পতিত হবে না। ফকীহগণ বলেন, একথার মানে হচ্ছে, এই তিন তালাক নির্দিষ্ট কোন একজনের উপর পতিত হবে না। বরং অনির্দিষ্টভাবে কোন একজনের উপর পতিত হবে। তারপর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে উভয়ের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোন একজনের উপর তালাক পতিত করবে। ফকীহগণ বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এ কথার মর্ম হচ্ছে, স্বামী তার বক্তব্যের মাধ্যমে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে তার উপর এই তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, ইদত অতিবাহিত সে তাদের কোন একজনকে বিবাহ করতে পারবে। অবশ্য উভয়ের ইদত অতিবাহিত হওয়া পর সে যদি উভয়কে এক সাথে বিবাহ করতে চায় তবে তা জায়েয হবে না। কিন্তু একজনকে বিবাহ করা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় জন ঐ তিন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যদি পূর্বের স্বামী তাদের কাউকে বিবাহ না করে এ অবস্থায় তাদের কেউ যদি অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সে তার সাথে সহবাসও করে, তারপর এই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় বা মারা যায় এবং তার ইদতকালও পূর্ণ হয়ে যায় এ অবস্থায় প্রথম স্বামী তাদের উভয়কে এক সাথে বিবাহ করতে পারবে। অনুরূপভাবে যদি উভয় মহিলার ইদতকাল পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোন একজন মারা যায় এবং উক্ত পুরুষ দ্বিতীয় জনকে বিবাহ করে তবে তা জায়েয হবে। কেননা মৃত মহিলার মধ্যে এমন কোন বিষয় পাওয়া যায়নি যা তার উপর এক তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টিকে অবধারিত করবে। এরূপ হলে জীবিত মহিলা তিন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত, পক্ষান্তরে যদি উভয় মহিলা জীবিত থাকে এবং সে তাদের কোন একজনকে বিবাহ করে নেয় তাহলে বিষয়টি পূর্বের হুকুম থেকে ভিন্নতর হবে। কেননা এক তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকেই বিবাহ করা জায়েয। কাজেই যাকে বিবাহ করা হয়েছে সেই এক তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

৪৭. মাসআলা : 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কারো বিবাহে অপর কোন ব্যক্তির দুই দাসী থাকে যাদের সাথে সে সহবাস করেনি। এরূপ দাসীদেরকে সে যদি বলে, তোমাদের একজনকে দুই তালাক। তারপর সে ঐ দুইজনের একজনকে খরিদ করে নিল, তাহলে দ্বিতীয়জন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন একজন



মারা যাওয়ার অবস্থায় হয়ে থাকে। আর যদি সে উভয়কে এক সাথে খরিদ করে নেয়, তবে তালাক উভয়ের মধ্যে 'মুজমাল' (অস্পষ্ট) থাকবে। এক্ষেত্রে স্বামীর বক্তব্য দিয়ে তা নির্ধারণের ইখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য স্বামী যদি তাদের কারো সাথে মিল্কে ইয়ামীন (ملك يمين) তথা অধিকার সূত্রে সহবাস করে থাকে, তাহলে অপর জন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কেননা স্বামীর কাজকে উপযুক্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করাই অপরিহার্য। আর তা তখনই হবে যদি তার সহবাসকে হালাল পাত্রীর উপর হয়েছে বলে গন্য করা হয় এবং তার থেকে তালাকের দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত দাসীকে যেমনিভাবে বিবাহের মাধ্যমে ব্যবহার হালাল নয় অনুরূপভাবে মিল্কে ইয়ামীন তথা দাসী হিসাবেও ব্যবহার করা হালাল নয়।

৪৮. মাসআলা : সহবাস হয়েছে এরূপ দুই স্ত্রীকে কেউ যদি বলে, তোমাদের একজনকে এক তালাক এবং অপরজনকে তিন তালাক এবং তাদের নির্দিষ্ট করনের ব্যাপারে স্বামীর যদি বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে, তাহলে তারা ইদতে থাকাকালে স্বামী তাদের যে কোন একজনের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। তাদের উভয়ের ইদত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্বামী আর নির্দিষ্ট কোন একজনের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। আর যদি তাদের কারো ইদত আগে শেষ হয়ে যায় তবে তার উপর একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী তাদের সাথে সহবাস না করে থাকে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববত থাকে তবে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে তিন তালাক কোন নির্দিষ্ট একজনের উপর প্রয়োগ করবে। উপরোক্ত অবস্থা সমূহে সে যদি তাদের কোন একজনকে বিবাহ করে নেয় তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু এ অবস্থায় অপরজনকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। (মুহীত)

৪৯. মাসআলা : যদি কেউ তার চার স্ত্রীর মধ্যে কোন একজনকে তিন তালাক প্রদান করে তারপর কাকে সে তালাক দিয়েছে এ ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে পড়ে এবং স্ত্রীদের প্রত্যেকেই নিজে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার কথা অস্বীকার করে তাহলে এই স্বামী উপরোক্ত স্ত্রীদের কারো সাথেই সহবাস করতে পারবে না। কেননা তাদের মধ্যে একজন তো অবশ্যই হারাম হয়েছে। আর এই সম্ভাবনা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে যে, সেই সে-জন হতে পারে। কাজেই তাদের কারো সাথেই সহবাস করা যাবে না। আমাদের ইমামগণ বলেন, 'যে কাজ যরুরতের ভিত্তিতে বৈধ হয়নি সে কাজের ক্ষেত্রে তাহাররী (চিন্তা ভাবনা) জায়েয নেই'। আর সহবাসের বিষয়টি এরই পর্যায়ভুক্ত। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যে কাজ যরুরতের ভিত্তিতে জায়েয হয়, এর মধ্যে তাহাররী করা জায়েয। একারণেই ফকীহগণ বলেছেন, যদি মৃত জানোয়ার যবাইকৃত পশুর সাথে মিলিত হয়ে যায় তবে এ ক্ষেত্রে তাহাররী করা জায়েয আছে। কেননা মৃত পশুও যরুরত তথা অনন্যোপায় অবস্থায় খাওয়া বৈধ। এ অবস্থায় যদি কোন মহিলাগণ কাযী (বিচারক)-এর নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে তাদের খোরপোষ ও সহবাসের ব্যাপারে অভিযোগ

পেশ করে তাহলে বিচারক তাদের অভিযোগ গ্রহণ করে স্বামীকে কয়েদ করে রাখবে, যতক্ষণ না কে তালাকপ্রাপ্ত এ কথা সে প্রকাশ করবে। এক্ষেত্রে বিচারক তার উপর স্ত্রীদের খোরপোষ দেওয়ার আদেশ জারী করে দিবেন। এ পর্যায়ে স্বামীর জন্য উচিত হল, তার স্ত্রীদের প্রত্যেককে এক তালাক করে প্রদান করা। তারপর তারা অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর (যদি কোন কারণবশতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে) সাবেক স্বামী তাদেরকে বিবাহ করতে পারবে। আর যদি তারা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয় তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য উত্তম হবে, তাদের কাউকেই বিবাহ না করা। যদি সে তাদের মধ্য হতে তিনজনকে বিবাহ করে তাহলে তাদের বিবাহ সহীহ বলে গন্য হবে এবং চতুর্থজন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। ফকীহগণ বলেন, অনুরূপভাবে ঐ স্বামীর জন্য ইখতিয়াত তথা সতর্কতামূলক বিধান হল, তাদের সাথে সহবাস না করা। যদি তিনজনের সাথে সহবাস করে তাহলে চতুর্থজন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, তারা (চার স্ত্রী) অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সকলকে একত্রে বিবাহ করা উক্ত স্বামীর জন্য জায়েয হবে না। যদি তাদের কোন একজন অপর স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং ঐ স্বামী তার সাথে সহবাসও করে এ অবস্থায় যদি সাবেক স্বামী তাদের সকলকে বিবাহ করে তাহলে এর বিধান সম্পর্কে 'জামি'গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ অবস্থায় তাদের সকলের বিবাহ জায়েয হয়ে যাবে। যদি স্ত্রীগণের প্রত্যেকেই এই দাবী করে যে, সেই তিন তালাকের দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত তাহলে স্বামীর থেকে এ ব্যাপারে শপথ নেওয়া হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে তবে তার প্রত্যেক স্ত্রীর উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। আর যদি সে স্ত্রীদের প্রত্যেকের দাবীর ব্যাপারে শপথ করে তাহলে শপথ করার পূর্বে আমি যে হুকুম বর্ণনা করেছি এ ক্ষেত্রেও সে হুকুম কার্যকরী হবে। (ইখতিয়ার শাহরিল মুখতার)

৫০. মাসআলা : এইভাবে যদি কারো দুই স্ত্রী হয় এবং ঘটনা পূর্বের মত হয়, এ অবস্থায় স্বামী যদি কোন একজনকে বিবাহ করে নেয়, তাহলে দ্বিতীয়জন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি তালাক তিনটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীদেরকে একটি বায়িন তালাক প্রদান করে থাকে তাহলে সে তাদেরকে নতুনভাবে বিবাহ করে নিতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে তালাক দেওয়া আবশ্যিক হবে না। আর রাজঈ তালাক দিয়ে থাকলে স্বামী তাদেরকে পুনরায় ফেরৎ নিয়ে নিবে। স্ত্রীদেরকে তিন তালাক দেওয়ার অবস্থায় স্বামীর পক্ষ হতে বক্তব্য প্রদানের পূর্বেই যদি তাদের কোন একজন মারা যায়, তবে এক্ষেত্রে উত্তম হবে, অবশিষ্ট স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করা। তবে কাকে তালাক দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করার পর বাকীদের সাথে সহবাস করতে পারবে। অবশ্য স্বামীর বক্তব্যের পূর্বে সহবাস করলে তাও জায়েয হবে। (বাদায়ে')



৫১. মাসআলা : যদি কেউ তার দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের একজনকে তালাক। কিন্তু কাকে সে তালাক দিয়েছে, একথা স্পষ্টভাবে বলেনি, এমতাবস্থায় যদি স্ত্রীদের কোন একজন মারা যায়, তাহলে অপর জনের উপর তালাক পতিত হবে। যদি কেউ মারা না যায় কিন্তু স্বামী তাদের কোন একজনের সাথে সহবাস করে কিংবা কোন একজনকে চুম্বন করে অথবা এক জনের তালাকের ব্যাপারে কসম করে অথবা ঘিহার করে অথবা সুনির্দিষ্ট একজনকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে অপর জন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যদি তাদের একজন মারা যাওয়ার পর স্বামী বলে, আমি তাকে উদ্দেশ্য করেই তালাক দিয়েছিলাম তাহলে স্বামী এই মহিলার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মীরাস পাবে না। অধিকন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (খুলাসাঃ তালাকের শব্দাবলীর বিবরণ অনুচ্ছেদ) যদি স্বামী নির্দিষ্টভাবে কোন একজনকে তালাক দেওয়ার পর বলে, আমি এই তালাকের দ্বারা একজনকে নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা করেছি তাহলে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। (যহীরিয়া)

৫২. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক এক থেকে দুই পর্যন্ত অথবা বলে এক থেকে দুই পর্যন্তের মধ্যে তাহলে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, এক থেকে তিন পর্যন্ত অথবা বলে, এক থেকে তিন পর্যন্তের মধ্যে তবে দুই তালাক পতিত হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। (হিদায়া) 'এক সাথে তিন পর্যন্ত কিংবা এক তিন পর্যন্তের মধ্যে' বলে যদি এক তালাকের নিয়্যত করে তবে দিয়ানাতান তথা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। (গায়াতুস সুরুজী) যদি এক থেকে দশ পর্যন্ত বলে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন) যদি বলে তোমাকে তালাক একটি হতে অপরটি পর্যন্ত অথবা বলে এক হতে এক পর্যন্ত তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) হিশাম (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ বলে, তোমাকে তালাক এক ও তিনের মধ্যে তাহলে এক তালাক পতিত হবে, (মুহীত) যদি বলে, দুই থেকে দুই পর্যন্ত তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া)

৫৩. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক রাত পর্যন্ত অথবা বলে, এক মাস পর্যন্ত কিংবা এক বছর পর্যন্ত তবে এতে তিন অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো সে এর দ্বারা তৎক্ষণাৎ তালাক সংঘটিত করার নিয়্যত করবে এবং সময়ের কথা উল্লেখ করেছে একে দীর্ঘায়িত করার জন্য। এ অবস্থায় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হবে। (২) অথবা এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হবে, উল্লেখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তালাক পতিত করা। এক্ষেত্রে ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই তালাক পতিত হবে। (৩) অথবা তার কোন নিয়্যতই ছিল না তাহলে এ ক্ষেত্রেও আমাদের মাযহাব মতে তালাক

বাক্যে উল্লেখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে তালাক গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অথবা শীতকাল পর্যন্ত, তাহলে এই কথা এবং রাত পর্যন্ত বা একমাস পর্যন্ত তালাক এই কথা একই পর্যায়ের। অনুক্রমভাবে যদি বলে, বসন্তকাল পর্যন্ত অথবা হেমন্তকাল পর্যন্ত তাহলে এক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত) যদি বলে, তোমাকে তালাক الى حين অথবা الى زمان পর্যন্ত এবং এর দ্বারা সে যদি বিশেষ কোন সময়ের উদ্দেশ্য করে থাকে তবে নিয়্যত অনুসারে ঐ সময়েই তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি এ কথার দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ের সে ইচ্ছা না করে থাকে তবে ছয় মাস পর তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক الى قريب অর্থাৎ নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এবং এতে তার কোন নিয়্যত না থাকে তাহলে এর অর্থ হবে, এক দিন কম একমাস পর তালাক (শারহু জামিইন্ সাগীর, কায়ীখান)

৫৪. মাসআলা : যদি কেউ বলে, তোমাকে এখানে থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তালাক, তবে এতে এক তালাক রাজঈ পতিত হবে। (হিদায়া) যদি বলে, তোমাকে তালাক দুই-এর মধ্যে এক, এবং এর দ্বারা তালাকদাতা যদি এক ও দুই তালাকের নিয়্যত করে আর সে ঐ ব্যক্তির এমন স্ত্রী হয় যার সাথে সহবাস করা হয়েছে! তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি তার সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে এক তালাক পতিত হবে। যদি এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় দুই-এর সাথে এক তাহলে, স্ত্রী সাথে সহবাস হোক বা না হোক তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি دفئى ثنتين -এর দ্বারা এর অর্থ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় তবে এক তালাক পতিত হবে। কেননা তালাক কোন বস্তুর ظرف (পাত্র) হতে পারে না। কাজেই 'দুই-এর মধ্যে' কথাটি অনর্থক বলে ধর্তব্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)-এইভাবে যদি বলে, তিনের মধ্যে এক, তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি সে নিয়্যত করে এক এবং তিন অথবা নিয়্যত করে তিনের সাথে এক তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। এমনিভাবে যদি বলে, তোমাকে দুইয়ের মধ্যে দুই তালাক এবং নিয়্যত করে দুই এবং দুই অথবা নিয়্যত করে দুইয়ের সাথে দুই, তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে অথবা যোগের নিয়্যত না করে তবে দুইয়ের মধ্যে এক বলার অবস্থায় এক তালাক পতিত হবে, বেশি নয়। আর তিনের মধ্যে এক বলার অবস্থায়ও ঐ হুকুম হবে। এমনিভাবে দুইয়ের মধ্যে দুই বললে শুধুমাত্র দুই তালাকই পতিত হবে। (মুহীত)

৫৫. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তুমি মক্কায় তালাক তাহলে সে যেখানেই থাকুক তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। এমনিভাবে যদি বলে, তোমাকে ঘরের মধ্যে তালাক তবে এ ক্ষেত্রেও তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। যদি তালাকদাতা বলে, আমার উদ্দেশ্য ছিল, যখন সে মক্কায় আগমন করবে তখন তালাকপ্রাপ্ত হবে তবে তার এ কথা আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি বলে,



যখন তুমি মক্কায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। যদি বলে, ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে তালাক, তাহলে তালাকটি কর্মের সাথে معلق (সংশ্লিষ্ট) থাকবে। (হিদায়া) মহিলা ছায়ায় বসা আছে, এ অবস্থায় তার স্বামী যদি বলে তোমাকে রৌদ্রে তালাক, তাহলে সে ঐ স্থানে বসা অবস্থায়ই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি বলে, তোমাকে তোমার নামাযের অবস্থায় তালাক, তাহলে রুকু সিদ্দা না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি বলে, তোমার রোযার অবস্থায় তোমাকে তালাক, তাহলে সুবহে সাদিক হওয়ার পরই তার উপর তালাক পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল-ওয়াহাজ)

৫৬. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে রোগ অথবা ব্যাথার অবস্থায় তালাক, তাহলে রোগাক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, ঘরে প্রবেশ করা অবস্থায় তোমাকে এক তালাক তাহলে তৎক্ষণাৎ তার উপর তালাক পতিত হবে। (গায়াতুস্ সুরুজী) যদি বলে, তোমার হায়িযের অবস্থায় অথবা হায়িযের সাথে তোমাকে তালাক, তাহলে রক্ত দেখা যাওয়া মাত্রই তার উপর তালাক পতিত হবে। তবে শর্ত হল, ঐ রক্ত অনবরত তিনদিন পর্যন্ত জারী থাকতে হবে। স্বামীর উক্ত বক্তব্যের পর যদি সে পাক-পবিত্র থাকে, তার হায়িয না আসে তাহলে এই তালাক তার উপর কার্যকরী হবে না। অবশ্য হায়িয আসার পর যখনই সে এর থেকে পাক-পবিত্র হবে এবং আবার তার হায়িয আসবে তখন থেকে তার উপর এই তালাক কার্যকরী হবে। (বাদায়ে ও শারহত তাহাজী) যদি বলে ঘরে প্রবেশের সাথে অথবা হায়িযের সাথে তোমাকে তালাক তাহলে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কিংবা হায়িয না আসা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (আল-বাহরুর বায়িক)

৫৭. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, অমুক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তোমাকে তালাক, অথচ ঐ সময় স্ত্রী অন্য কাপড় পরিহিত অবস্থায় আছে তাহলে তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে-তোমাকে তালাক তোমার তালাক তোমার রোগের অবস্থায়, তাহলেও পূর্বের হুকুম প্রযোজ্য হবে। উপরোক্ত অবস্থা সমূহে স্বামী যদি বলে, আমার উদ্দেশ্য ছিল, অমুক কাপড় পরিহিত অবস্থায় বা রোগাক্রান্ত অবস্থায় তোমাকে তালাক দেওয়া, তাহলে তার এ কথা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, মক্কা যাওয়া অবস্থায় অথবা অমুক কাপড় পরিধানের অবস্থায় তোমাকে তালাক, তাহলে উল্লেখিত কাজ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) যদি বলে আমার জ্ঞান, হিসাব কিংবা রায় মতে তুমি তালাক, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি বলে, আমি যা জানি সে মতে তুমি তালাক, তবে এতে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (যহীরিয়া)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সময়ের সাথে সম্পর্কিত তালাকের বিবরণ

১. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আগামী কালের মধ্যে তালাক অথবা বলে তোমাকে আগামী কাল তালাক এবং এই ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যতও না থাকে তবে আগামীকাল সুবহে সাদিক হওয়ার পর তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি সে বলে, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আগামী কালের শেষ সময়ে তালাক পতিত করা, তাহলে উভয় অবস্থায় আল্লাহর নিকটে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ সম্পর্কে ফকীহগণের সর্বসম্মত ফয়সালা হচ্ছে অর্থাৎ আগামী কাল বলার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু অর্থাৎ আগামীকালের মধ্যে বলার ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এ অবস্থায় তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য সাহিবায়ন (র)-এর মতে গ্রহণযোগ্য হবে না। এইভাবে যদি বলে, তোমাকে রমযান মাসে তালাক অথবা রমযানের মধ্যে তালাক কিংবা বলে, এক মাস তালাক বা এক মাসের মধ্যে তালাক, তাহলেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি বলে তোমাকে রমযান মাসে তালাক তাহলে এর দ্বারা আগত বা আসন্ন রমযানের প্রথম ভাগ বুঝাবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমাকে বৃহস্পতিবার তালাক তাহলে এরপর যেটি প্রথম বৃহস্পতিবার হবে ঐ দিনেই তার উপর তালাক পতিত হবে। একথা বলার পর সে যদি বলে আমার উদ্দেশ্য ছিল, এই রমযান নয় বরং এর পরবর্তী রমযান তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণীয় হবে। (মুহীত : ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ)

২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি বৃহস্পতিবার তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, তোমাকে বৃহস্পতিবার অথবা বৃহস্পতিবার দিন তালাক তাহলে এই বৃহস্পতিবার দিনেই তার উপর তালাক পতিত হবে। (যখীরা) 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কেউ জুমু'আর দিনে বলে, তোমাকে জুমু'আর বা জুমু'আর দিনে তালাক, তাহলে এই দিনই তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। পরবর্তী জুমু'আর অপেক্ষায় থাকবে না। কিন্তু পরবর্তী জুমু'আর দিনের নিয়্যত করলে পরবর্তী জুমু'আর দিনই এই তালাক পতিত হবে। (মুহীত) শা'বান মাসে কেউ যদি বলে, তোমাকে রমযান মাসে তালাক তবে শা'বান মাসের শেষ দিন যখন সূর্যাস্ত হবে তখনই তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি বলে তোমাকে গ্রীষ্মকালে, শীতকালে, বসন্তকালে কিংবা হেমন্তকালে তালাক তাহলে উল্লেখিত সময় না পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১. অর্থাৎ স্বামী যখন তালাকের শব্দ উচ্চারণ করছে, তখন তালাক পতিত না করে পরবর্তীতে কোন সময়ে তালাক কার্যকরী হওয়া তার উদ্দেশ্য। এখানে বোধগম্য নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত করলে তালাক হবে, অনির্দিষ্ট বা অবোধগম্য সময়ের উল্লেখ করলে তালাক কার্যকরী হবে না। (সম্পাদক)



৩. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি রমযানের আধাআধি সময়ে কসম করে নিজ স্ত্রীকে বলে, তুমি লায়লাতুল কাদরে তালাক তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে পরবর্তী বছর রমযান অতীত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু সাহিবায়নের মতে পরবর্তী রমযানের অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরই তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : ইতিকাফ অধ্যায়) যদি শপথকারী ব্যক্তি (আলিম না হয়) সাধারণ মুসলমান হয়, তবে যে রমযানে শপথ করেছে ঐ রমযানের সাতাশ তারিখ অতিক্রান্ত হলেই তার উপর তালাক পতিত হবে। কেননা সাধারণ মুসলমানদের নিকট সাতাশ রমযানই লায়লাতুল কাদরের তারিখ হিসাবে প্রসিদ্ধ। (হাভী) যদি বলে, ছয়দিন পর তোমাকে তালাক তবে মানুষের মধ্যে যে প্রচলন রয়েছে সে অনুসারে সপ্তম দিনের সূর্যাস্তের পরই তার উপর তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া) যদি কেউ বলে, তুমি আজকাল বা কাল-আজ তালাক তাহলে এতদুভয় সময়ের মধ্যে যেটি প্রথম উচ্চারণ করা হয়েছে তা ধর্তব্য হবে। সুতরাং প্রথমোক্ত অবস্থায় আজ এবং শেষোক্ত অবস্থায় কাল ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে (হিন্দায়া)

৪. মাসআলা : যদি কেউ বলে, তুমি আজ এবং কাল তালাক তাহলে তৎক্ষণাৎই তার উপর শুধুমাত্র এক তালাক পতিত হবে, অন্য আর তালাক পতিত হবে না। আর যদি বলে, আগামীকাল এবং আজ তাহলে আজ এক তালাক পতিত হবে এবং আগামী কাল দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি বলে, তুমি তালাক আজকের দিনে এবং যখন আগামী কাল আসলে, তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে এবং আর যখন পরের দিন আসবে তখন সে ইদতের মধ্যে থাকবে এবং এ অবস্থায় দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আর যদি বলে, তুমি আজ তালাক যখন আগামী দিন আসবে তাহলে আগামী দিনের সুবহে সাদিক হতেই সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (যখীরা) কেউ যদি রাতে তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তোমার রাতে এবং দিনে তালাক, তাহলে যখন সে একথা বলছে তখনই তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু দিনে কিছুই পতিত হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তার কোন বিশেষ নিয়্যত না থাকে যদি সে উল্লেখিত দু'টি সময়ের প্রত্যেকটিতে একটি করে তালাক প্রদানের নিয়্যত করে, তবে নিয়্যত অনুসারেই তালাক পতিত হবে। যদি স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তোমার দিনে ও রাতে তালাক তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে এবং পরের দিন সুবহে সাদিকের পর আরেকটি তালাক পতিত হবে।

৫. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে রাতে বলে, তোমার রাতের মধ্যে এবং তোমার দিনের মধ্যে তোমাকে তালাক অথবা দিনের বেলা বলে, তোমার দিনের মধ্যে

এবং তোমার রাতের মধ্যে তোমাকে তালাক, তাহলে এই দুই সময়ের একেক সময়ে এক একটি তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমার নিজের খানাপিনার মধ্যে তোমাকে তালাক অথবা তোমার দাঁড়ানো ও বসার অবস্থায় তোমাকে তালাক তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দুইকাজ পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। আর যদি বলে তোমার খানার মধ্যে এবং পানের মধ্যে অথবা দাঁড়ানোর মধ্যে এবং বসা অবস্থায় তোমাকে তালাক, তাহলে এতদুভয়ের মধ্যে যদি কোন একটিও পাওয়া যায় তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি তোমার রাতে এবং তোমার দিনে বলার অবস্থায় তালাকদাতা এক তালাকের নিয়্যত করে তবে আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে এমন বিষয়ের নিয়্যত করেছে যা ঐ শব্দ থেকে নিঃসৃত হতে পারে। নাওয়াদীরে ইবন সিম'আতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে দিনে ও রাতে তালাক। এ কথা দিনে বললে, এক তালাক পতিত হবে। আর রাতে বললে, দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

৬. মাসআলা : কেউ যদি দিনের মধ্য ভাগে তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক এ দিনের প্রথমভাগে এবং শেষ ভাগে তবে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, এই দিনের শেষ ভাগে এবং প্রথম ভাগে তবে দুই তালাক পতিত হবে। কেননা প্রথমোক্ত অবস্থায় দিনের প্রথমভাগে যে তালাক পতিত হবে দিনের শেষ ভাগেও সেটিই পতিত হবে। এ কারণেই এ অবস্থায় এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় দিনের শেষ ভাগের কথা প্রথমে বলার কারণে দুই তালাক পতিত হবে। কেননা দিনের শেষ ভাগে পতিত তালাক, প্রথম ভাগের তালাক নয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : কিনায়া অনুচ্ছেদ) যদি বলে, তোমাকে তালাক এখন আগামীকাল, তাহলে এখনই তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি সে বলে, আমি 'এখন' বলে আগামী দিনের এই সময় বুঝিয়েছি তাহলে আইনের দৃষ্টিতে একথা গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় হবে। (মুহীত)

৭. মাসআলা : 'মুণতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কেউ বলে, তোমাকে আগামী কাল এবং পরশু তালাক তাহলে শুধু আগামী কাল তালাক পতিত হবে। যদি বলে তোমাকে তালাক গতকাল এবং আজ তাহলে শুধু এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে আজ এবং গত কাল তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি এর সাথে গত পরশুর কথাও উল্লেখ করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ) যদি বলে তোমাকে তালাক আজ এবং আগামী পরশু, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তোমাকে আগামী কাল অথবা পরশু তালাক তাহলে তালাক পরশু পতিত হবে।

১. প্রকৃতপক্ষে লায়লাতুল কাদরের কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই। রমযানের শেষভাগের বিজোড় রাতের যে কোন রাতে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য আলিম ও গায়েব আলিমের পার্থক্য করা হয়েছে। (সম্পাদক)

১. উভয় মাসআলার মাঝে বাংলা ভাষায় পার্থক্য করা কষ্টকর। কিন্তু আরবী ভাষায় প্রথম বাক্যে এক ۱ মধ্যে বলেছে দ্বিতীয় বাক্যে উভয় কাজের উপরে ۲ মধ্যে দু'বার বলেছে, তাই এই পার্থক্য হয়েছে।



কেননা এ ক্ষেত্রে দু'টি সময়ের একটিকে ظرف সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যদি দু'টি সময়ের কোন একটির সাথে সম্পর্কিত করে তালাক প্রদান করা হয় তবে শেষোক্ত সময়েই তালাক পতিত হয়ে থাকে। (কাফী) যদি বলে, তোমাকে আজ এবং আগামীকাল অথবা পরও তালাক এবং তার কোন নিয়্যত না থাকে তাহলে এতে এক তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) আর যদি তিন দিনে ভিন্ন ভিন্নভাবে তিন তালাকের নিয়্যত করে তাহলে নিয়্যত মত তালাক পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, তোমাকে এমন এক তালাক যা তোমার উপর আগামীকাল পতিত হবে তবে পরের দিন সুবহে সাদিক হতেই তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, এমন এক তালাক যা আগামীকাল ছাড়া পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)

৮. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে প্রত্যেক মাসের শুরুতে তালাক তাহলে তিন মাস পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের শুরুতে তার উপর এক তালাক করে পতিত হবে। আর যদি বলে, তুমি প্রত্যেক মাসে তালাক, তাহলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। (যখীর) যদি বলে, প্রত্যেক জুমু'আর তোমাকে তালাক এবং এর দ্বারা তালাকদাতা যদি নিয়্যত করে যে, প্রত্যেক জুমু'আর বারে তাকে তালাক তাহলে প্রতি জুমু'আর দিন তার উপর তালাক পতিত হতে থাকবে। এমনি করে সে তিন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি তার নিয়্যত হয় জীবনে যত জুমু'আর দিন আসবে সবদিনই তাকে তালাক তবে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি তার কোনরূপ নিয়্যত না থাকে, তাহলেও এক তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর রায়িক) যদি বলে, তোমাকে প্রত্যেক দিন তালাক অথবা সর্বদা তালাক অথবা সব দিন তালাক অথবা তোমাকে আজ এবং আগামীকাল কিংবা পরও তালাক, তাহলে এতে এক তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমাকে আজ এবং মাসের শুরুতে তালাক এবং যদি এই উল্লেখিত সময়ের প্রত্যেক দিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়্যত করে তবে, নিয়্যত অনুসারে তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে প্রত্যেক দিন এক তালাক তাহলে প্রত্যহ তার উপর এক তালাক করে পতিত হবে। আর যদি বলে তোমাকে তালাক প্রত্যহ, প্রত্যেক দিনে অথবা প্রতি দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, তাহলে প্রত্যহ এক তালাক করে তিন দিনে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)

৯. মাসআলা : বিশ্র (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে কয়েক দিন পর তালাক, তাহলে সাত দিন পর তার উপর তালাক পতিত হবে। মু'আল্লা (র) তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যিলকদ্ মাস আসলে তোমাকে তালাক। অথচ তখনই যিলকদ্ মাস চলছে এবং এর কয়েকদিন চলেও গিয়েছে, তাহলে কথা বলার সময় হতেই ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি বলে তুমি আগত দিনে তালাক, তবে এই কথা রাতে বলে থাকলে পরের

দিনের সুবহে সাদিক হতেই সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি এ কথা দিনে বলে থাকে তবে পরবর্তী দিনের এই সময় আসার পর ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে। যদি বলে, এক দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তোমাকে তালাক, তবে এ কথা রাতে বলে থাকলে পরের দিন সূর্যাস্তের পরই তার উপর তালাক পতিত হবে। আর দিনে বলে থাকলে পরবর্তী দিনের যখন এই সময় আসবে তখন তালাক পতিত হবে। যদি বলে তিন দিন আসার পর তোমাকে তালাক। এ কথা রাতে বলে থাকলে তৃতীয় দিনের সুবহে সাদিক হওয়ার পর পরই তার উপর তালাক পতিত হবে। আর দিনে বলে থাকলে চতুর্থ দিনের সুবহে সাদিক হওয়ার পর তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তোমাকে তালাক। এ কথা রাতে বলে থাকলে তৃতীয় দিনের সূর্যাস্তের পর তালাক পতিত হবে। কেননা এতেই শর্ত পূর্ণ হয়ে যায়। 'জামি' গ্রন্থের কোন কোন কপিতে এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু অপর কপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, চতুর্থ রাতের এ সময় না আসা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। ইমাম কুদুরী (র) নিজ ব্যাখ্যা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (মুহীত)

১০. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে গতকাল তালাক। অথচ সে তাকে আজই বিবাহ করেছে, তাহলে এতে তার উপর কিছুই পতিত হবে না। আর গত কালের আগে বিবাহ করে থাকলে তখনই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে তুমি তালাক তবে এতেও কিছুই পতিত হবে না। (হিদায়া) যদি বলে, যখন তোমাকে আমি বিবাহ করব তখন তোমাকে তালাক, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে অথবা যদি বলে, তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে যখন তোমাকে আমি বিবাহ করব তখন তোমাকে তালাক। এই দুই অবস্থায় বিবাহ করার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। আর যদি বলে, যখন আমি তোমাকে বিবাহ করব তখন তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে তুমি তালাক, এ অবস্থায় ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কোন কিছুই পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর)

১১. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করার একমাস পূর্বে তোমাকে তালাক অথবা সে তার স্ত্রীকে বলল, অমুক আসার এক মাস পূর্বে তোমাকে তালাক। এই অবস্থায় এই কথা বলার পর হতে একমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যদি ঐ মহিলা ঘরে প্রবেশ করে অথবা অমুক এসে যায় তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু তালাক প্রদানের সময় হতে একমাস পূর্ণ হওয়ার পর যদি ঐ মহিলা ঘরে প্রবেশ করে বা অমুক আগমন করে তাহলে তালাক পতিত হবে। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, এর এক মাস পূর্বে তোমাকে তালাক, তাহলে এই মহিলার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের ইমামত্রয়ের মতে ঘরে প্রবেশ করা এবং আগমন করার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে। আর তালাক পতিত হওয়া ঐ মহিলার ঘরে



প্রবেশ করা এবং অমুকের আগমনের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যদি এক মাসের মধ্যে কোন সময়ে ঐ মহিলাকে খুলা তালাক দেয়, তারপর একমাস পূর্ণ হওয়ার পর সে ঘরে প্রবেশ করে বা অমুক এসে যায় এমন অবস্থায় যে ঐ মহিলা ইদ্দতের মধ্যে আছে, তাহলে খুলা তালাক বাতিল হবে না। (মুহীত)

১২. মাসআলা : যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির মারা যাওয়ার একমাস পূর্বে তুমি তালাক। এ অবস্থায় অমুক ব্যক্তি যদি একমাস পূর্ণ হওয়ার পর মারা যায়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে মাসের শুরু হতে তার উপর তালাক সাব্যস্ত হবে। সাহিবায়নের মতে অমুক ব্যক্তির মারা যাওয়ার পর তালাক পতিত হবে। আর যদি অমুক ব্যক্তি এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যায়, তাহলে সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার উপর তালাক পতিত হবে না। যদি কেউ বলে, তুমি রমযানের এক মাস পূর্ব হতে তালাক। তবে সমস্ত ইমামগণের মতে শা'বানের শুরুতেই তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি বলে, অমুকের মারা যাওয়ার এক মাস পূর্বে তোমাকে তিন তালাক বা বায়িন তালাক। এরপর সে যদি মাসের মধ্যে কোন এক সময় তার সাথে খুলা করে এবং এক মাস পূর্ণ হওয়ার পর যদি অমুক ব্যক্তি মারা যায়, এমতাবস্থায় ঐ মহিলা যদি ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক মাস পূর্বে তার উপর তালাক সাব্যস্ত হবে এবং খোলা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর স্বামী মহিলার নিকট থেকে খোলার বিনিময়ে যে টাকা পয়সা গ্রহণ করেছিল তা সে ঐ মহিলার নিকট ফেরৎ দিয়ে দিবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। খুলা বাতিল হবে না। বরং খুলার সাথে মিলেই তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি অমুক ব্যক্তি ইদ্দতের পর মারা যায় যেমন-মহিলার গর্ভ প্রসবিত হল অথবা সে এমন স্ত্রী নয় যার সাথে সহবাস করা হয়েছে, তাহলে তার উপর ইদ্দতই ওয়াজিব হবে না। কাজেই শর্তে উল্লেখিত ব্যক্তি মারা গেলে তালাক তিনটিও পতিত হবে না এবং খুলাও বাতিল হবে না। এটা ফকীহগণের সর্বসম্মত ফয়সালা। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১৩. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমার মৃত্যুর একমাস পূর্বে তোমাকে তালাক অথবা বলে, তোমার মৃত্যুর একমাস পূর্বে তোমাকে তালাক, এ অবস্থায় যদি স্বামী বা স্ত্রী মারা যায়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে জীবনের শেষ অংশে মৃত্যুর পূর্বে তার উপর তালাক পতিত হবে এবং তখন থেকে একমাস পূর্ব হতে তালাক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে তালাক পতিত হবে না। (মুহীতঃ সারাখসী) আর যদি বলে, তোমাকে অমুক এবং অমুকের মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তালাক। এমতাবস্থায় ঐ দুইজনের একজন যদি এক মাসের পূর্বেই মারা যায়, তাহলে এই তালাক দ্বারা মহিলা কখনো তালাকপ্রাপ্ত হবে না। যদি তালাকের সময় হতে একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর দুই জনের একজন মারা যায়, তবে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। অপর ব্যক্তির মৃত্যুর অপেক্ষা করা যাবে না। যদি বলে, অমুক এবং অমুকের আগমনের

এক মাস পূর্বে তোমাকে তালাক। এ অবস্থায় তালাকের পরে এক মাস পূর্ণ হওয়ার পর যদি একজন আসে, এরপর অপর জন আসে তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা সাধারণতঃ উভয়ের এক সাথে আসা অসম্ভব। কাজেই এ বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিনের এক মাস পূর্বে তোমাকে তালাক। তাহলে, রমযানের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই তার উপর তালাক পতিত হবে। কারণ ঈদুল আযহার সাথে ঈদুল ফিতরের দিন এক সাথে পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যে মাস আগে আসবে তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি এর সাথেই সম্পর্কিত হবে এবং এক মাসের সাথেই এর সম্পর্ক হবে। অন্য মাসের সাথে নয়। (মুহীত) যদি বলে, তুমি ঈদের দিনের পূর্বে তালাক। তাহলে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে এমন তালাক যে এর পূর্বে ঈদুল আযহার দিন হবে তাহলেও সন্দেশে তালাক পতিত হবে। (যখীর)

১৪. মাসআলা : যদি বলে, তোমার হায়িয় আসার একমাস পূর্বে তোমাকে তালাক। এ কথার পর মহিলা এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করল এবং এরপর একদিন বা দুইদিন রক্ত দেখতে পেল, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। যদি না তিন দিন পর্যন্ত রক্ত দেখে, যদি তিন দিন অনবরত রক্ত আসে, তাহলে কেউ কেউ বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর একমাস পূর্ব হতে তালাক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সহীহ মতে এই সময় হতেই তার উপর তালাক পতিত হবে। (মুহীতঃ সারাখসী) 'মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে আগামী কালের কিছু আগে তালাক অথবা বলে অমুকের আগমনের কিছু পূর্বে তোমাকে তালাক তাহলে আগামীকাল বা অমুকের আগমনের এক পলক পরিমাণ সময়ের পূর্বে তালাক পতিত হবে। হাকিম আবুল ফায়ল (র) বলেন, অমুক ব্যক্তির আগমনের কিছু পূর্বে বলার অবস্থায় এ হুকুম সহীহ হবে না। সহীহ ফয়সালা হল, অমুক ব্যক্তির আগমনের পর তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

১৫. মাসআলা : যদি বলে, তুমি ঈদুল আযহার দিনের পর তালাক, তবে রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর সে তালাকপ্রাপ্ত হবে। আর যদি বলে, তুমি এমন সময়ে তালাক যার পর ঈদুল আযহার দিন, তবে তৎক্ষণাৎ তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, ঈদুল আযহার দিনের সাথে তোমাকে তালাক, তাহলে ঈদুল আযহার দিনের সুবহে সাদিক হওয়ার পর তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক, ঈদুল আযহার দিনের সাথে, তাহলে তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। (মুহীতঃ সারাখসী) যদি বলে, আমার মৃত্যুর সাথে অথবা তোমার মৃত্যুর সাথে তোমাকে তালাক তাহলে এতে কিছুই হবে না। (কাফী) যদি কেউ বলে, তুমি তালাক এমন দিনের পূর্বে যার পূর্বের দিন জুমু'আর দিন অথবা যদি বলে, এমন দিনের পর যার পরের দিন জুমু'আর দিন তাহলে উভয় অবস্থায় তার উপর জুমু'আর দিন, তালাক পতিত হবে। যদি



বলে, এই দিন ব্যতীত এক মাস পর তোমাকে তালাক তবে যেভাবে বলেছে ঐ ভাবেই তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ এই দিনটি অতিবাহিত হওয়ার পর তালাক পতিত হবে। কিন্তু هذا اليوم বললে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

১৬. মাসআলা : এফেদ্রে মূলনীতি হল, যদি দুই কাজের সাথে সম্পর্কিত করে তালাক প্রয়োগ করা হয় তবে শেষের কাজটি সম্পাদিত হওয়ার সময় তালাক পতিত হবে। কেননা যদি প্রথম কাজটি সম্পাদিত হওয়ার সময় তালাক পতিত হয়, তবে তালাক একটি কাজের সাথে সম্পর্কিত বলে গন্য হবে। আর যদি দু'টি কাজের কোন একটির সাথে সম্পর্কিত করে তালাক প্রদান করা হয় তবে প্রথম কাজটি সম্পাদিত হওয়ার পরই তালাক পতিত হবে। আর যদি কাজও সময়ের সাথে সম্পর্কিত করে তালাক প্রদান করা হয়, তাহলে প্রত্যেকটির সাথেই একটি করে তালাক পতিত হবে। কেননা কাজ ও সময় দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। যদি সময় অথবা কাজের সাথে সম্পর্কিত করে তালাক প্রদান করা হয় এবং সময়ের আগে কাজটি যদি সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। সময়ের অপেক্ষা করা হবে না। আর যদি সময়টি আগে এসে যায় তাহলে কাজটি সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। বিষয়টিকে এরূপ ধরে নেওয়া হবে, যেন দু'টি সময়ের কোন একটির সাথে সম্পর্কিত করে তালাক প্রদান করা হয়েছে। যদি বলে, অমুক আসার পর এবং অমুক আসার পর তোমাকে তালাক, তাহলে তাদের উভয়ের আগমনের পর তালাক পতিত হবে। এর আগে তালাক পতিত হবে না। যদি 'তোমাকে তালাক' যদি অমুক আসে এবং যদি অমুক আসে বলে, তাহলে তাদের কোন একজন আসলেই ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে তোমাকে তালাক শব্দটিকে শর্তের উভয় অংশের মাঝে ব্যবহার করলেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত : সারাখসী) দ্বিতীয় জনের আগমনের কারণে কোন কিছুই পতিত হবে না। অবশ্য নিয়্যত করলে পতিত হবে। (মুহীত)

১৭. মাসআলা : যদি বলে, আগামী দিন আসলে অথবা পরশু তোমাকে তালাক তাহলে পরশু তার উপর তালাক পতিত হবে। স্ত্রী শায়িত আছে এ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে বলে, তোমাকে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় তালাক, তাহলে এই দুই কাজ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি বসা অবস্থায় থাকে এবং দীর্ঘ সময় এরূপ বসা অবস্থায়ই থাকে তারপর দাঁড়ানো অথবা দাঁড়ায় অবস্থায় থাকে এবং দীর্ঘ সময় এরূপ খাড়া অবস্থায়ই থাকে তারপর বসে, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি বলে, তোমার দাঁড়ান এবং বসা অবস্থায় তোমাকে তালাক, তাহলে যে কোন একটি অবস্থা পাওয়া গেলে তালাক হয়ে যাবে। যদি উভয়টি পাওয়া যায় তাহলে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তুমি তালাক যখন অমুক আসবে অথবা যখন অমুক আসবে তাহলে এই দু'টির মধ্যে যার আগমন পাওয়া যাবে এক তালাক পতিত হবে।

অনুরূপভাবে যদি বলে, মাসের প্রথম অংশের আগমন হলে অথবা অমুক আসলে তোমাকে তালাক, তাহলে যেটিই পাওয়া যাবে তাতে তালাক হয়ে যাবে। যদি বলে, মাসের প্রথম অংশে অথবা যখন অমুক আসবে তখন তোমাকে তালাক, তাহলে যদি অমুকের আগমন আগে হয়, তবে তালাক হয়ে যাবে আর যদি মাসের প্রথম অংশ আগে আসে তাহলে অমুক ব্যক্তি না আসা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

১৮. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক মাসের শুরু অংশে এবং যখন অমুক আসবে, তাহলে উভয় বিষয়ের সাথেই তালাক সম্পর্কিত হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত সময়ে এক তালাক পতিত হবে এবং শর্ত পাওয়ার পর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। (কাফী : সহবাসের পূর্বে তালাক অনুচ্ছেদ) যদি কেউ তার দাসী স্ত্রীকে বলে, আগামী কাল আসলে তোমাকে দুই তালাক। আর এদিকে তার মুনব বলল, আগামীকাল আসলে তুমি আগামী দিনে আযাদ। এ অবস্থায় এই স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ বসে হালাল হয়ে আসবে। আর তার ইদ্দত হবে তিন হারিয। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মাযহাব। (হিদায়া) যদি বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক দিব তখন তুমি তালাক এবং যখন আমি তোমাকে তালাক দিব না তখন তুমি তালাক। এ কথা বলার পর স্বামী যদি তালাক না দিয়ে মারা যায়, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি উল্টিয়ে এরূপ বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক দিব না তখন তুমি তালাক এবং যখন আমি তোমাকে তালাক দিব তখন তুমি তালাক। এ কথা বলার পর স্বামী যদি তালাক না দিয়ে মারা যায় তাহলে এক তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন)

১৯. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমাকে তালাক না দেই, তাহলে তুমি তালাক অথবা বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক না দেই তুমি তালাক অথবা বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক না দেই তুমি তালাক। এ কথা বলার পর স্বামী যদি চুপ থাকে তাহলে তালাক পতিত হবে। এ ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত। কিন্তু যদি সে চুপ না থাকে বরং সাথে বলে তোমাকে তালাক, তাহলে সে তার কসমকে পূর্ণ করল। অতএব, স্বামী যদি বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক না দিব তখন তুমি তিন তালাক। এরপর সাথে সাথেই সে বলল, তোমাকে তালাক তাহলে আমাদের ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় এক তালাক পতিত হবে। 'যখন আমি তোমাকে তালাক না দেই' বলার সময় যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে তবে চুপ করার পর তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, যে যমনায় আমি তোমাকে তালাক দেইনি বা যখন আমি তোমাকে তালাক দেইনি কিংবা যে দিন আমি তোমাকে তালাক দেইনি, তুমি তালাক তাহলে এ কথা বলার পর চুপ করার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে। আর যদি এরূপ বলে, যে যমনায় আমি তোমাকে তালাক দিব না অথবা যখন আমি



তোমাকে তালাক দিব না তুমি তালাক, তবে ছয় মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে। (ফাতহুল কাদীর)

২০. মাসআলা : যদি বলে, যে দিন আমি তোমাকে তালাক দিব না তুমি তালাক তাহলে এক দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। (ইতাবিয়াঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ) যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, যে দিন আমি তোমাকে বিবাহ করব তুমি তালাক। এ অবস্থায় সে যদি তাকে রাতে বিবাহ করে তাহলেও সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি স্বামী বলে, দিন বলে, দিনের শুভতা বুঝানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (হিদায়া) আর যদি বলে, যে রাতে আমি তোমাকে বিবাহ করব তুমি তালাক। তারপর যদি রাতে বিবাহ করে তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি বলে, যে দিন আমি তোমাকে বিবাহ করব সে দিনই তুমি তালাক এবং এ কথা তিনবার বলে, তাহলে বিবাহ করতেই তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) যদি বলে, যখন যখনই আমি তোমাকে তালাক দেইনি তখন তুমি তালাক। এ কথা বলে চুপ করার পর ক্রমান্বয়ে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু এক সাথে পতিত হবে না। সুতরাং ঐ মহিলা যদি এমন হয় যার সাথে সহবাস করা হয়নি। তাহলে তার উপর শুধুমাত্র এক তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন)

২১. মাসআলা : কেউ যদি বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক না দিব তখন তুমি তালাক অথবা বলে যখন যখন আমি তোমাকে তালাক না দিব তখন তুমি তালাক। এরূপ কথা বললে তালাক দাতার নিয়্যতের উপর তা নির্ভরশীল হবে। যদি সে এর দ্বারা তৎক্ষণাৎ তালাক প্রয়োগের নিয়্যত করে থাকে তাহলে তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমার নিয়্যত ছিল, জীবনের শেষ সময়ে তালাক প্রদান করা তাহলে তার এ কথাটি **ان لم اطلقك فانت طالق** (যদি আমি তোমাকে তালাক না দেই তাহলে তুমি তালাক)-এর মত হবে। যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাদের কোন একজন মারা না যাওয়া পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে তালাক দিয়ে চুপ করতেই তার উপর তালাক পতিত হবে। (মুয়মারাত) যদি বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক না দেই তখন তুমি তালাক। এতে যদি শর্তের বিষয়টি লক্ষণীয় হয় তবে উভয়ের মারা যাওয়ার আগে তালাক পতিত হবে না। আর যদি তা লক্ষণীয় না হয় তবে তালাক দিয়ে চুপ করতেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর যদি কোনরূপ নিয়্যত না থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন একজনের মারা যাওয়ার আগে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু সাহিবায়নের মতে তালাক দিয়ে চুপ করার পর পরই তালাক পতিত হবে। (কাফী)

২২. মাসআলা : কেউ যদি বলে, যখনই আমি তোমার নিকট বসব তখনই আমার স্ত্রী তালাক। এ কথা বলার পর সে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট ক্ষণিকের জন্য বসে, তাহলে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে, যখনই আমি তোমাকে প্রহার করব তখনই তুমি তালাক। তারপর সে যদি তাকে দুই হাত দ্বারা প্রহার করে, তবে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি এক হাত দ্বারা প্রহার করে তাহলে শুধুমাত্র এক তালাক পতিত হবে। যদিও আব্দুল সমূহ বিচ্ছিন্নভাবে শরীরে লেগে যায় তারপরও এ হুকুম হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখনই আমি তোমাকে তালাক দিব, তখনই তুমি তালাকপ্রাপ্ত হবে। একথা বলে সে যদি তাকে এক তালাক দেয় তাহলে ঐ মহিলার উপর দুই তালাক পতিত হবে। এক তালাক পতিত হবে, তাকে তালাক দেওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে 'যখনই আমি তোমাকে তালাক দিব তখনই তুমি তালাক' এই কথা বলার কারণে। যদি বলে, যখনই তোমার উপর আমার তালাক পতিত হবে তখনই তুমি তালাক। এ কথা বলার পর সে যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করে তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : তাশবীহ তালাকের বিবরণ

১. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, অমুক বস্তুর সংখ্যার অনুরূপ তোমাকে তালাক। অথচ স্বামী এমন বস্তুর নাম উল্লেখ করেছে যার কোন সংখ্যা নেই। যেমন সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। এ অবস্থায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক ঐ দিরহামের সংখ্যার অনুরূপ যা আমার হাতে আছে। অথচ তার তাকে কিছুই নেই, তাহলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, হাউসের মধ্যে যে পরিমাণ মাছ আছে ঐ পরিমাণ তোমাকে তালাক। অথচ হাউজে কোন মাছ নেই, তাহলেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত) আর যদি তালাকের সম্পর্ক এমন সংখ্যার দিকে করা হয় যার বাস্তবে না থাকা প্রকাশ্য এবং জানাওনা। যেমন বলল, আমার হাতের তালুর পশমের সমপরিমাণ তালাক। অথবা যদি তালাকের সম্পর্ক এমন সংখ্যার দিকে করা হয় যার থাকা না থাকা অজ্ঞাত। যেমন, বলল শয়তানের চুলের সমপরিমাণ তালাক ইত্যাদি, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। যদি তালাকের সম্পর্ক এমন সংখ্যার দিকে করা হয় যা বাস্তবে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কোন কারণবশতঃ কসমের সময় তা আর পাওয়া যায়নি। যেমন, বলল আমার পায়ের অথবা পায়ের গোছালির পশমের সমপরিমাণ। অথচ ক্ষুর ব্যবহার করে পশম সব কামিয়ে ফেলা হয়েছে, তাহলে শর্ত না পাওয়ার কারণে তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর)

২. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক তোমার লজ্জাস্থানের পাশে যে পশম রয়েছে এর সমপরিমাণ, অথচ মহিলা লোমনাশক ঔষধ বা ক্ষুর ব্যবহার



করে তা' পরিস্কার করে ফেলেছে। তার লজ্জাহানের পাশে কোন পশম নেই, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। যেমন 'কেউ লোমনাশক ঔষধ ব্যবহার করে নিজের হাতের পিঠের পশম সব পরিস্কার করে এরপর তার স্ত্রীকে বলল, আমার হাতের পিঠের পশমের সমপরিমাণ তোমাকে তালাক এতে কোন তালাক পতিত হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মাথার চুল পরিস্কার করে কেউ যদি বলে, তোমাকে আমার মাথার চুলের সমপরিমাণ তালাক তাহলে এতে কিছুই পতিত হবে না। যদি বলে এই পেয়ালাতে যে সারীদ<sup>১</sup> (ثرید) আছে সে পরিমাণ তোমাকে তালাক। তালাকদাতা খাদ্যে সুরবা ঢালার পূর্বে একথা বলে থাকলে তিন তালাক পতিত হবে। আর সুরবা ঢালার পর বলে থাকলে এক তালাক পতিত হবে। (মুখতারুল ফাতাওয়া) হাজার সংখ্যার ন্যায় তালাক। একথা বলে সে যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তাহলে সমস্ত ইমামগণের মতে তিন তালাক পতিত হবে। যদি এক তালাকের নিয়্যত করে অথবা যদি তার কোন কিছুই নিয়্যত না থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে এক তালাক হাজার তালাকের মত তবে সকলের মতে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে তালাক হাজার সংখ্যার অনুরূপ অথবা তিন সংখ্যার অনুরূপ অথবা তিন সংখ্যার মত তাহলে আইনের দৃষ্টিতেও মহান আল্লাহর নিকটে তিন তালাকই পতিত হবে। আর সে যদি এ ছাড়া ভিন্ন কোন নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত বাতিল বলে গন্য হবে। (বাদায়ে)

৩. মাসআলা : যদি কেউ বলে, তোমাকে তিনের মত তালাক। একথা বলে সে যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি এক তালাকের নিয়্যত করে অথবা কোন নিয়্যতই না করে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) যদি বলে, তোমাকে তালাক, তারকার মত হলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে। যদি তারকার সংখ্যার নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। (ইখতিয়ারুল শারহিল মুখতার) ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে, যদি কেউ বলে, তোমাকে তালাক তারকার সংখ্যার অনুরূপ, তবে তিন তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন) যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক তারকার সংখ্যার সমান অথবা মাটির সমপরিমাণ কিংবা সমুদ্রের সমপরিমাণ তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে এক তালাক তিনের মত, তাহলে এতে একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে তালাক স্তম্ভের মত, পাহাড়ের মত কিংবা সাগরের মত তবে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম যুফার (র)-এর মতে এক তালাক বায়িন পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান) যদি বলে, পাহাড়ের মত বড় তবে এক তালাকে

১. এক প্রকার খাদ্য বিশেষ যা রুটি ও সুরবা মিলিয়ে প্রস্তুত করা হয়। (অনুবাদক)

বায়িন পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : কিনায়া অনুচ্ছেদ) যদি বলে, তোমাকে তালাক বালুকার সংখ্যার অনুরূপ, তবে ইমামগণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত মতে তিন তালাক পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি তোমাকে ঘর ভর্তি তালাক তাহলে, এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। কিন্তু তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। (হিদায়া) যদি বলে, তোমাকে বাড়ী ভর্তি অথবা কূপ ভর্তি তালাক এবং তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে, তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি এক তালাক কিংবা দুই তালাকের নিয়্যত করে অথবা কোন নিয়্যতই না করে, তাহলে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে এক তালাক ঘরের মত অথবা ঘর ভর্তি তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। (মুহীত)

৪. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তোমাকে সরিষা, শব্য কিংবা রায়ের দানা যেমন বড় অনুরূপ পরিমাণ তালাক, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বায়িন তালাক পতিত হবে। সাহিবায়নের মতও অনুরূপই। (মুহীত : সারাখসী) এ সম্বন্ধে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মূলনীতি হল, যদি কোন বস্তুর সাথে তুলনা করে তালাক প্রয়োগ করা হয়, তবে তাতে বায়িন তালাক পতিত হয়। চাই বস্তুটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক এবং চাই এর বিরাটত্বের কথা উল্লেখ করা হোক বা না হোক। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যদি বস্তুর বিরাটত্বের কথা উল্লেখ করা হয় তবে বায়িন তালাক পতিত হবে। অন্যথায় রাজঈ তালাক পতিত হবে। যে বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে চাই তা ছোট হোক বা বড় হোক, কারো কারো মতে ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সাথে। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সাথে। এ মূলনীতি ব্যাখ্যা হল এই যে, কেউ যদি বলে তোমাকে তালাক সূঁচের মাথার মত বড় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) উভয়ের মতে বায়িন তালাক পতিত হবে। যদি বলে সূঁচের মাথার মত সরিষার দানার মত তোমাকে তালাক, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বায়িন তালাক পতিত হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে রাজঈ তালাক পতিত হবে। যদি বলে পাহাড়ের অনুরূপ তালাক তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বায়িন তালাক; আবু ইউসুফ (র)-এর মতে রাজঈ তালাক পতিত হবে। যদি বলে, পাহাড় যেমন বড় অনুরূপ তালাক তাহলে সমস্ত ইমামগণের মতে বায়িন তালাক, পতিত হবে। কিন্তু যদি এ সমস্ত শব্দ বলে তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৫. মাসআলা : যদি কেউ বলে, তোমাকে বরফের মত তালাক তবে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বায়িন তালাক পতিত হবে। সাহিবায়নের মত যদি তালাকদাতা এর দ্বারা সাদা রং বুঝানোর ইচ্ছা করে তবে রাজঈ তালাক পতিত হবে।



আর যদি এর দ্বারা শীতলতা বুঝানোর ইচ্ছা করা হয় তাহলে বায়িন তালাক পতিত হবে। যদি বলে তোমাকে এক দিরহামের ষষ্ঠাংশের সম ওজন পরিমাণ তালাক, তাহলে এক তালাক পতিত হবে (যহীরিয়া) যদি বলে, তোমাকে অর্ধ দিরহাম পরিমাণ অথবা অর্ধ দিরহামের ওজন পরিমাণ অথবা দিরহামের ওজন পরিমাণ অথবা পাঁচ দিরহামের ওজন পরিমাণ অথবা দিরহামের পাঁচ ষষ্ঠাংশের ওজন পরিমাণ তালাক, তবে এক তালাক পতিত হবে। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এ মতে একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে তালাক এক দিরহামের ষষ্ঠাংশের ওজন ও অর্ধ দিরহাম পরিমাণ তালাক অথবা বলে এক দিরহামের দুই ষষ্ঠাংশের সম ওজন পরিমাণ তালাক, তবে দুই তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে তিন দিরহামের ওজন পরিমাণ তালাক বললেও দুই তালাক পতিত হয়। আর যদি বলে, দুই ষষ্ঠাংশের সম ওজন এবং অর্ধ দিরহাম পরিমাণ তালাক অথবা বলে এক দিরহামের তিন চতুর্থাংশের সম ওজন পরিমাণ তালাক, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি বলে এক দিরহামের দুই তৃতীয়াংশের সম পরিমাণ তালাক, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। যদি বলে, এক হাজার দিরহামের সম ওজন পরিমাণ তালাক তাহলে এক তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) উল্লেখ্য যে, সংখ্যার ওজনের ক্ষেত্রে উরফের বিষয়টি ধর্তব্য হবে। (মুহীত)

৬. মাসআলা : যদি কেউ বলে, তোমাকে এইরূপ তালাক এবং এ কথা বলার সময় এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তবে এক তালাক পতিত হবে। দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলে দুই তালাক পতিত হবে। আর তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলে তিন তালাক পতিত হবে। উল্লেখ্য-যে, ইশারা করার ক্ষেত্রে আঙ্গুল মিলিতভাবে রাখলে তা ধর্তব্য হবে না। খোলা রাখলে তা ধর্তব্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটাই নির্ভরযোগ্য কথা (আল-বাহরুর রাযিক) যদি তালাকদাতা বলে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল হাতুলী অথবা মিলিত আঙ্গুলসমূহ, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বলে তোমাকে তালাক এবং তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি এক তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাক পতিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তোমাকে তালাক এরূপ এবং এরূপ এবং এ সময় তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে। তাহলে তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। এক তালাকের নিয়্যত করলে এক তালাক পতিত হবে। আর কোন কিছু নিয়্যত না করলেও অনুরূপ হুকুম হবে। (বাদায়ে)

৭. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তোমাকে বায়িন তালাক অবশ্যই তালাক, চল্লিশ তালাক, শয়তানী তালাক, বিদ্'আতী তালাক, কঠিন তালাক, পর্বতসম তালাক, মারাত্মক তালাক, প্রশস্ত তালাক অথবা লম্বা তালাক তাহলে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। যদি সে এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যত না করে। যদি সে তোমাকে তালাক

বলে, এক তালাক এবং বায়িন ইত্যাদি বলে আরেক তালাকের নিয়্যত করে তাহলে তাহলে দুই তালাকে বায়িন পতিত হবে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি কেউ এমন বিশেষণ যুক্ত করে তালাক প্রয়োগ করে যা সাধারণতঃ তালাকের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, তাহলেও এ বিশেষণ অনর্থক বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে রাজঈ তালাক পতিত হবে। যেমন বলল, তোমাকে এমন তালাক যা তোমার উপর পতিত হবে না অথবা এই শর্তে তালাক যে, এ ব্যাপারে আমার ইচ্ছাতির থাকবে। আর যদি এমন বিশেষণ যুক্ত করে তালাক প্রদান করে যা তালাকের বিশেষণ হতে পারে তাহলে তা দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো তা অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশক হবে না। যেমন বলল, আহসান (উত্তম)-তালাক, আফযল তালাক, আসান্ন (اسن) অর্থাৎ বয়স্ক তালাক, আজমাল (সুন্দর)-তালাক আদল তথা ইনসাকপূর্ণ তালাক অথবা শ্রেষ্ঠ তালাক, তাহলে এতে একটি রাজঈ তালাক পতিত হবে। আর যদি এমন বিশেষণযুক্ত করে তালাক প্রদান করা হয় যাতে অতিরিক্তের অর্থ রয়েছে, যেমন বলল, কঠিন তালাক ইত্যাদি তাহলে বায়িন তালাক পতিত হবে। এটা ইমামগণের সম্মিলিত মূলনীতি। যদি বলে, তোমাকে নিকৃষ্ট তালাক অথবা চল্লিশ তালাক, খবীস তালাক, শব্দ তালাক, দুষ্ট তালাক, লম্বা তালাক, বড় তালাক, প্রশস্ত তালাক, মহা তালাক অথবা মোটা তালাক এভাবে তালাকের কথা বলে যদি কোন কিছুর নিয়্যত না করে অথবা বাদী ছাড়া আযাদ মহিলার ক্ষেত্রে এক বা দুই তালাকের নিয়্যত করে তাহলে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন)

৮. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তোমাকে তালাক এতবড় যার দৈর্ঘ্য এত এবং প্রশস্ত এত তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। কিন্তু তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে অধিকাংশ তালাক তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে অধিক তালাক, তাহলে 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এতে তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে, সবচেয়ে কম তালাক তবে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে كل التلقة (আলিফ-লামসহ) বললে, এক তালাক পতিত হবে। আর كل تليقة (আরিফ-লাম ছাড়া) বললে, তিন তালাক পতিত হবে। চাই তার সাথে সহবাস করা হোক বা না হোক। যদি কেউ বলে তোমাকে তালাক بعد كل تليقة অথবা مع كل تليقة তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৯. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক, কম নয় এবং বেশীও নয়, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। এটাই উত্তম মত। ফকীহ আবু জাফর (র) বলেন, দুই তালাক পতিত হবে। এটাই অধিক সামঞ্জস্যশীল কথা। যদি অধিক নয় কথাটি আগে বলে, তবে এক তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) যদি বলে, তোমাকে كثير الطلاق (পার্ব তালাক) তাহলে এক তালাক পতিত হবে। যদি الطلاق



(অধিকাংশ তালাক) বলে, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে পরিপূর্ণ তালাক তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে কয়েক সংখ্যা তালাক তবে দুই তালাক পতিত হবে অনুরূপভাবে **عده الطلاق** বললেও দুই তালাক পতিত হবে। আর **عده الطلاق** বললে, তিন তালাক পতিত হবে। আর বললে তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক এক অন্য কিছু তবে এক তালাক হবে। কিন্তু যদি বলে, তোমাকে এক তালাক এবং অন্য কিছু তবে দুই তালাক হবে। আর যদি বলে, তোমাকে ব্যতীত তবে দুই তালাক হবে। যদি বলে তোমাকে তালাক দুই ব্যতীত তবে দুই ব্যতীত তবে তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এমন এক তালাক যা তিন হবে, তিনে পরিণত হবে, তিনে প্রত্যাণিত হবে অথবা যাতে তিন পরিপূর্ণ হবে, এরূপ বললে তিন তালাক পতিত হবে (তামারতালী) যদি বলে, তোমাকে তালাক পূর্ব তিন তালাক অথবা তিনের তৃতীয় তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। যদি কেউ বলে, তোমাকে তিনের শেষ তালাক তাহলে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম তিনের শেষ তালাক তবে তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

১০. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক একের বেশী এবং দুইয়ের কম, তাহলে শায়খ ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফাযল (র) বলেন, কিয়াস অনুযায়ী দুই তালাক পতিত হওয়া উচিত। কিন্তু 'ইখতিলাফুল উলামা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, এতে তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তোমাকে উত্তম বা সুন্দর তালাক তাহলে এতে এমন তালাক পতিত হবে যার পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারবে। চাই সে ঋতুমতী হোক বা না হোক, তবে এই তালাক তালাকে সুন্নাহ হিসাবে গণ্য হবে না। (ফাতহুল কাদীর) কেউ যদি বলে, তোমাকে এমন তালাক যা তোমার উপর পতিত হওয়া জাযিয় নয় অথবা যা তোমার উপর পতিত হবে না। কিংবা এই শর্তে যে, এ ব্যাপারে আমার তিন দিন ইখতিয়ার রয়েছে তবে এক তালাক পতিত হবে। এবং ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বলে, তোমাকে এমন তালাক যা বাতাসে উড়ে, তাহলেও এই হুকুম হবে। (যহীরিয়া) যদি বলে তোমাকে এই শর্তে তালাক যে, এর পর আর আমি তোমাকে রজু করে নিতে পারব না। তাহলে এ কথা নিরর্থক বলে গণ্য হবে এবং স্বামী তাকে পুনরায় (বিবাহ দুহরানো ব্যতীত) ফেরৎ আনতে পারবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১১. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে দুই রং-এর তালাক তবে এতে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে বহু রংয়ের তালাক তাহলে, এতে তিন তালাক পতিত হবে। তারপর যদি বলে যে, এতে আমার উদ্দেশ্য ছিল লাল ও সবুজ রং, তাহলে আল্লাহর নিকটে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি সে বলে এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল কয়েক প্রকারের তালাক, তবে তিন তালাক

পতিত হবে। (মুহীত) যদি বলে তোমাকে তালাক **الطلاق** আমি তোমাকে তালাক দিব, তবে নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। (ইতাবিয়া : কিনায়া অনুচ্ছেদ)

১২. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে সহবাসের পর এক তালাক দেয় এবং বলে এই তালাককে আমি বায়িন তালাক ধার্য করেছি তাহলে এর ফয়সালা কি হবে। সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। বিগতমতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে বায়িন বা তিন তালাক হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে বায়িন তালাক হবে না এবং তিন তালাকও পতিত হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে বায়িন তালাক পতিত হবে। কিন্তু তিন তালাক পতিত হবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর এক তালাক দেয়, তারপর ইদতের মধ্যে বলে, আমি ঐ তালাক দ্বারা আমার স্ত্রী উপর তিন তালাক অপরিহার্য করে দিয়েছি অথবা বলল, আমি ঐ তালাক দ্বারা আমার স্ত্রীর উপর দুই তালাক অপরিহার্য করে দিয়েছি। তবে তার কথা মতই তালাক পতিত হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করার পর, তালাক ফেরৎ নিয়ে নেয় তারপর বলে আমি ঐ তালাককে বায়িন সাব্যস্ত করলাম তবে এতে বায়িন হবে না। সহবাসের পর কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে আমি যখন তোমাকে এক তালাক দিব তখন তা বায়িন কিংবা তিন তালাক হিসাবে গণ্য হবে। এর পর সে যদি এক তালাক দেয় তাহলে সে তাকে রজু করে নিতে পারবে। কিন্তু তার উপর বায়িন কিংবা তিন তালাক কিছুই পতিত হবে না। কেননা সে তালাক প্রয়োগের আগে কথা বলেছে। কেউ যদি বলে, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাকে তালাক। তারপর বলল, আমি এই তালাককে বায়িন ধার্য করেছি অথবা তিন তালাক ধার্য করেছি। এই কথা সে মহিলার ঘরে প্রবেশ করার আগে বলেছে, তাহলে এই কথা অপরিহার্য হবে না। কাজেই এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে তাকে তিন তালাক প্রদান করে, তবে সবই তার উপর পতিত হবে। আর যদি তিন তালাক পৃথক পৃথকভাবে দেয়, তাহলে প্রথম তালাকেই সে বায়িনা হবে যাবে। অতএব দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে না। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক। অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমাকে এক তালাক এবং এক তালাক তাহলে উভয় অবস্থায় এক তালাকই পতিত হবে। (হিদায়া) এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল এই যে, যে শব্দটি প্রথমে বলা হয়েছে তাই যদি প্রথমে পতিত হয়, তবে এক তালাক পতিত হবে। আর যে শব্দ প্রথমে বলা হয়েছে তা যদি শেষে পতিত হয় তবে দুই তালাক পতিত হবে। কাজেই যদি বলে, তোমাকে এক তালাকের আগে এক তালাক তবে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে এমন এক তালাক যার



পরে এক তালাক তবুও এক তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে এমন এক তালাক যার পূর্বে এক তালাক, তবে দুই তালাক পতিত হবে। যদি বলে, এক তালাকের পরে এক তালাক তবে দুই তালাক পতিত হবে। এমনিভাবে যদি বলে, একের সাথে এক তবুও এই হুকুমই হবে। অবশ্য পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তবে সর্বাবস্থায় দুই তালাক পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি বলে, তোমাকে এমন এক তালাক যার পূর্বে আরো দুই তালাক, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। যেমন দুইয়ের সাথে এক অথবা একের সাথে দুই তালাক বললে, তিন তালাক পতিত হয়। এমনিভাবে এমন এক তালাক যার পূর্বে দুই অথবা দুইয়ের পরে এক তালাক বললে, তিন তালাক হবে। (ইতাবিয়া)

২. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তোমাকে দুই তালাক, আমার পক্ষ হতে তোমাকে তালাক দেওয়ার সাথে এরপর সে তাকে এক তালাক দিল, তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তালাক এবং এরপর তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তবে ঘরে প্রবেশ করলে দুই তালাক পতিত হবে (যহীরিয়া) যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি এমন স্ত্রীকে তার স্বামী যদি বলে, তোমাকে একুশ তালাক তবে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি এগার তালাকের কথা বলে তবে সকলের মতে তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে এক এবং দশ তালাক তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, এক এবং একশ' অথবা বলে এক এবং এক হাজার, তাহলে হাসান ইবন যিয়াদ(র)-এর সূত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয় নি তাকে যদি তার স্বামী দুই তালাক দেয় তারপর বলে, আমি তাকে দুই তালাক দিয়েছি, তারপর বলে, আমি তাকে দুই তালাক দেওয়ার পূর্বে এক তালাক দিয়েছি। তবে আমি উক্ত দুই তালাক বাতিল করব না এবং আমি যে তালাকের কথা স্বীকার করেছি তা স্ত্রীর উপর অপরিহার্য করে দিব। সুতরাং এই মহিলা তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ বসে, হালাল হয়ে আসবে। (যখীরা)

৩. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এবং অর্ধেক তালাক তবে সকল ইমামের মতে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, অর্ধেক এবং এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, অর্ধেক এবং এক তালাক, তবে ইমাম আবু ইউসুফ(র)-এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে। এটাই সহীহ্ অভিমত (আল-জাওহারা তুন নায্যারা) যদি বলে, তোমাকে এক তালাক এবং আরো একটি তবে দুই তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) যদি কেউ তোমাকে তিন বা অনুরূপ সংখ্যক তালাক বলার ইচ্ছা করে তোমাকে তালাক বলার পর এবং তিন বা অন্য কোন সংখ্যা উল্লেখ করার পূর্বে মারা যায় তবে

কিছুই পতিত হবে না। (তাবয়ীন) কেউ যদি তোমাকে তালাক التالک (অবশ্যই) অথবা তোমাকে তালাকে বায়িন বলার ইচ্ছা করে التالک বা বায়িন বলার পূর্বেই যদি সে মারা যায় তবে এ অবস্থায়ও কিছু পতিত হবে না। (আল-বাহরুর রাযিক) যদি বলে, তোমাকে তালাক, তোমরা সাক্ষী থাক তিনের তবে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি অতঃপর তোমরা সাক্ষী থাক বলে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে এক তালাক এবং এক তালাক। তারপর সে ঘরে প্রবেশ করলে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে দুই তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি শর্ত পরে উল্লেখ করে তবে সকলের মতে দুই তালাক পতিত হবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা)

৪. মাসআলা : কেউ যদি শর্তের সাথে যুক্ত করে তালাক প্রদান করে এবং এফেফে সে যদি শর্তকে আগে উল্লেখ করে বলে, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক এবং তালাক এবং তালাক। অথবা এই মহিলার সাথে তার স্বামী এখনো সহবাস করেনি, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে শর্ত পাওয়া গেলে ঐ মহিলাকে এক তালাক দ্বারা বায়িনা হবে যাবে আর বাকী দুই তালাক নিরর্থক বলে বিবেচিত হবে আর সাহিবায়নের মতে তিন তালাক পতিত হবে। মহিলার সাথে তার স্বামী যদি সহবাস করে থাকে তাহলে উক্ত মহিলার উপর তিন তালাকে বায়িন পতিত হবে। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ তালাকগুলো ক্রমে পতিত হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে একত্রে পতিত হবে। যদি শর্ত পরে উল্লেখ করা হয় এবং এভাবে বলা হয় যে, তোমাকে তালাক এবং তালাক এবং তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর। অথবা-واو حرف عطف এর পরিবর্তে যদি فاء ব্যবহার করা হয়, এ অবস্থায় স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করলে তার উপর তিন তালাকে বায়িন পতিত হবে। চাই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হোক বা না হোক। এ ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তালাক শব্দটি حرف عطف এর সাথে উল্লেখ করা হয়। যদি حرف عطف ছাড়া তালাক শব্দটি উল্লেখ করা হয় এবং শর্ত আগে উল্লেখ করে এভাবে বলা হয় যে, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক; এ অবস্থায় স্ত্রী যদি গায়রে মাদখুমা হয় অর্থাৎ তার সাথে এখনো পর্যন্ত সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে প্রথম তালাক শর্তের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। দ্বিতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হবে এবং তৃতীয় তালাক নিরর্থক বলে গন্য হবে। তারপর এই স্বামী যদি এই মহিলাকে পুনঃ বিবাহ করার পর সে ঘরে প্রবেশ করে তবে তখন শর্তযুক্ত তালাক পতিত হবে। কিন্তু বায়িনা হওয়ার পর বিবাহের পূর্বে যদি ঘরে প্রবেশ করে, তবে পুরুষ ব্যক্তি হানিস তথা শপথে মিথ্যাবাদী বলে গন্য হবে এবং এতে কোন তালাক পতিত হবে না। আর যদি

১. প্রথম বাক্যে আরবী ভাষায় واو অক্ষর দ্বারা 'তোমরা সাক্ষী থাক' বলেছে দ্বিতীয় বাক্যে আরবী ভাষায় فاء অক্ষর যার অর্থ পূর্বে কথার সাথে সংযুক্ত বুঝায়, দ্বারা বলেছে। এই হল পার্থক্য। (সম্পাদক)



স্ত্রীর সাথে সহবাস-হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম তালাক শর্তের সাথে সম্পর্কিত থাকবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হবে। যদি শর্তকে পরে উল্লেখ করে এভাবে বলা হয় যে, তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর এবং সে যদি এমন মহিলা হয় যার সাথে সহবাস করা হয়নি, তাহলে প্রথমটি তৎক্ষণাৎ পতিত হবে এবং বাকীগুলো নিরর্থক বলে গণ্য হবে। আর যদি তার সাথে সহবাস করা হয়েছে থাকে তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ পতিত হবে এবং তৃতীয়টি শর্তের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৫. মাসআলা : যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি তাকে তালাক প্রদান কালে যদি ان دخلت الدار فانك طالق فطالق فطالق ব্যবহার করে বলা হয় অর্থাৎ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক, তারপর তালাক, তারপর তালাক। এরপর সে যদি ঘরে প্রবেশ করে তবে তার বিধান কি হবে? ইমাম কারখী (র) বলেন, এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর এক তালাকে বায়িনা পতিত হবে এবং অবশিষ্টগুলো নিরর্থক বলে গণ্য হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে তিন তালাক পতিত হবে। ফকীহ আবুল লায়স সমরকান্দী (র) বলেন, ইমামগণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত মতে, এক তালাক পতিত হবে। এটাই বিগততম অভিমত। যদি তালাকের সাথে ثم حرف عطف ব্যবহার করা হয় এবং শর্তকে পরে উল্লেখ করে বলা হয় ان دخلت الدار فانك طالق ثم طالق ثم طالق তোমাকে তালাক, অতঃপর তালাক অতঃপর তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর। যদি উক্ত মহিলার সাথে তার স্বামী সহবাস করে থাকে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তৎক্ষণাৎ তার উপর দুই তালাক পতিত হবে এবং তৃতীয় তালাক শর্তের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। আর যদি সে এমন মহিলা হয় যার সাথে সহবাস করা হয় নি। তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে এবং বাকীগুলো নিরর্থক গণ্য হবে। যদি শর্তকে আগে উল্লেখ করে এরূপ বলে ان دخلت الدار فانك طالق ثم طالق ثم طالق তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক অতঃপর তোমাকে তালাক অতঃপর তোমাকে তালাক আর এ মহিলা যদি এমন হয় যে তার সাথে পূর্বে সহবাস করা হয়েছে তাহলে প্রথম তালাক শর্তের উপর নির্ভরশীল হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যাবে। আর যদি মহিলা এমন হয় যে, তার সাথে সহবাস করা হয়নি, তাহলে প্রথম তালাক শর্তের উপর নির্ভরশীল হবে এবং দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। কিন্তু তৃতীয় তালাক নিরর্থক সাব্যস্ত হবে। অবশ্য সাহিবায়নের মতে তালাক সবগুলোই শর্তের উপর নির্ভরশীল থাকবে। চাই শর্ত আগে উল্লেখ করা হোক বা পরে উল্লেখ করা হোক। শর্ত পাওয়া গেলে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে থাকলে তিন তালাক পতিত হবে। আর স্ত্রীর সাথে সহবাস না হয়ে থাকলে এক তালাক পতিত হবে। শর্ত আগে উল্লেখ করা হোক বা পরে উল্লেখ করা হোক। (ফাতহুল কাদীর)

৬. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে 'তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর' বলার আগেই মারা যায় তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক এবং তোমাকে তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, এভাবে তালাক দিতে গিয়ে প্রথম বাক্যের সময় অথবা পরবর্তী বাক্যের সময় যদি তার স্ত্রী মারা যায় তাহলেও তালাক পতিত হবে না। (আল-বাহরুর রাযিক) স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি এরূপ স্ত্রীকে কেউ যদি বলে, তোমাকে তালাক এবং তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে প্রথম তালাকের দ্বারা সে বায়িনা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ঘরে প্রবেশ করার সাথে দ্বিতীয় তালাকের কোন সম্পর্ক হবে না। আর যদি মহিলার সাথে সহবাস করা হয়েছে থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় তালাকটি ঘরে প্রবেশের উপর নির্ভরশীল থাকবে। যদি ইদতকালে সে ঘরে প্রবেশ করে তাহলে এই তালাকটিও পতিত হবে। (যহীরিয়া) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি এরূপ স্ত্রীকে স্বামী যদি বলে, তোমাকে এক তালাক যার পর আরেক তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর। এ অবস্থায় সে যদি ঘরে প্রবেশ করে তাহলে প্রথম তালাকেই সে বায়িনা হয়ে যাবে। কিন্তু কসম তার উপর আরোপিত হবে না। কেননা এটি একটি পৃথক বিষয়। কেউ যদি বলে, তোমাকে এক তালাকের পূর্বে এক তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর। তাহলে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। অবশ্য ঘরে প্রবেশ করলে দুই তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে এক তালাক এবং এর পর আরেক তালাক। যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করলে দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

#### পঞ্চম অনুচ্ছেদ : কিনায়া তালাকের বিবরণ

১. মাসআলা : 'কিনায়া' শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। তালাকের নিয়ত করলে তালাক পতিত হবে। অথবা অবস্থা যদি এ কথা প্রকাশ করে যে, কিনায়া শব্দটি তালাকের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে তবে তখনই তালাক পতিত হবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা) কিনায়া তিন প্রকার (১)-এমন কতিপয় শব্দ যা শুধু জওয়াব হতে পারে। যেমন امرك ببيدك (তোমার বিষয় তোমার হাতে) اختارى (তুমি ইখতিয়ার কর) اعتدى (তুমি ইদত পালন কর) (২) এমন শব্দ যা জওয়াব প্রত্যাখ্যান বুঝায়। অন্য কিছু নয়। যেমন اخرجى (তুমি বের হয়ে যাও) اذمبى (তুমি কাপড় দ্বারা চলে যাও) اعزبى (তুমি দূরে সরে যাও) قومي (তুমি উঠে যাও) تخمري (তুমি পর্দা কর) (৩) এমন শব্দ যা জওয়াব এবং গালি উভয়ই হতে পারে। যেমন خلية (খালি হওয়া) برية (সম্পর্ক হীন হওয়া) تبلة (অবশ্যই) (বিছিন্ন) و حرام (হারাম হওয়া)।



২. মাসআলা : মানুষের অবস্থা তিন প্রকার (১) রিয়ামন্দী ও সন্তুষ্টির অবস্থা (২)-তালাক সম্পর্কিত আলোচনার অবস্থা, যেমন স্ত্রী নিজে নিজে অথবা অন্য কেউ স্বামীর নিকট তালাক কামনা করার অবস্থা (৩) ক্রোধের অবস্থা। সন্তুষ্টি ও রিয়ামন্দির অবস্থায় এ সব শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হবে না। অবশ্য নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। এ জাতীয় উচ্চারণ করার পর স্বামী যদি বলে আমি এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করেছি তবে তার কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। আর তালাক সম্পর্কিত আলোচনার অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকার শব্দগুলো ব্যতীত অন্য শব্দসমূহের কোন একটি ব্যবহার করা হলে আইনের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের শব্দসমূহ উচ্চারণ করার দ্বারা তালাক পতিত হবে না। (কাফী) আর ক্রোধের অবস্থায় যদি এ সমস্ত শব্দ বলে তবে এ শব্দ প্রয়োগ করার দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্য কি ছিল তা স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এগুলোর মধ্যে প্রত্যাখ্যান এবং গালির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যে সব শব্দের মধ্যে তালাকের যোগ্যতা আছে কিন্তু প্রত্যাখ্যান এবং গালির যোগ্যতা নেই, এগুলোর মধ্যে স্বামীর গ্রহণযোগ্যতা হবে না। যেমন-তুমি ইদত পালন কর; তুমি ইখতিয়ার কর, অথবা তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। এগুলোর ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (হিদায়া) ইমাম আবু ইউসুফ (র) *حرام و بائن , بنة , برية , خلية* (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর সাথে আরো চারটি শব্দ সংযুক্ত করেছেন। এ কথা আল্লামা সারাখসী (র) 'মাবসূত' গ্রন্থে এবং ইমাম কাযীখান 'জামি সাগীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর তা হল *لا ملك لي عليك* (তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই।) *لا سبيل لي عليك* (তোমার উপর আমার কোন মালিকানা নেই) *خليت سبيلك* (তোমার রাস্তা আমি খালি করে দিয়েছি) *خرجت من ملكي* (তুমি আমার অধিকার থেকে বের হয়ে গিয়েছ)-এর ব্যপারে কোন রিওয়ায়েত নেই। তবে মাশায়িখে কিরামের মত এটি *خليت سبيلك* বাক্যের অনুরূপ। 'ইয়ানবি' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ (র) উপরোক্ত পাঁচটি শব্দের সাথে ছয়টি শব্দকে সংযুক্ত করেছেন। এর মধ্যে চারটিতো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাকী দু'টি হল *خالعتك* (আমি তোমাকে খুলা করে দিয়েছি) *الحقى باملك* (তুমি তোমার পরিবার তথা আপন জনের সাথে মিলিত হও) (গায়াতুস সুরুজী)

৩. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, *حبلك على غاربك* (তোমার রশী তোমার ঘাড়ের)-এবং এতে নিয়্যত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) *انتقلی* ও *انطلقی* শব্দ দু'টো *الحق* এর অনুরূপ। বায্‌যায়িয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, যদি বলে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে গিয়ে মিলিত হও তবে তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর বায়িক) যদি বলে, তুমি ইদত পালন কর, তুমি তোমার গর্ভাশয়কে পবিত্র কর অথবা তোমাকে এক, তবে এ সব অবস্থায় এক তালাকে

রাজদৈ পতিত হবে। যদিও স্বামী দুই বা তিন তালাকের নিয়্যত করে। এছাড়া অন্য শব্দমালার ক্ষেত্রে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। যদিও সে দুই তালাকের নিয়্যত করে। অবশ্য তিন তালাকের নিয়্যত সহীহ হবে। কিন্তু তুমি ইখতিয়ার কর, বলার অবস্থায় তিন তালাকের নিয়্যত সহীহ হবে না। (তাবয়ীন) কেউ যদি বলে, 'স্বামী তালাক কর' তবে একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। যদি সে এর নিয়্যত করে। আর যদি দুই বা তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে দুই বা তিন তালাক পতিত হবে। (শারহে বিকায়া) এইভাবে দাসীর ক্ষেত্রেও দুই তালাকের নিয়্যত করলে তা সহীহ হবে। (আন্ নাহরুল ফায়িক) কেউ যদি তার আযাদ স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেয়, তারপর তাকে বলে, তুমি বায়িন এবং এর দ্বারা দুই তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) যদি বলে, আমি বিবাহ ফসখ তথা ভঙ্গ করে দিলাম এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে, যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। (মিরাজুদ দিরায়া)

৪. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার স্ত্রী নও অথবা বলে আমি তোমার স্বামী নই অথবা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার কি কোন স্ত্রী আছে? জবাবে সে বলল, নেই। এসব কথা বলার পর সে যদি দাবী করে যে, আমি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেছি, তবে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তালাকও পতিত হবে না। যদি বলে, আমি তালাকের নিয়্যতে এ কথা বলেছি তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে। যদি বলে, আমি বিবাহ করিনি এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে কোন ইমামের মতে তালাক পতিত হবে না। (বাদায়ে) যদি বলে, আমার কোন স্ত্রী নেই, তবে তালাকের নিয়্যত করলেও এতে তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, যদি আমার স্ত্রী থাকে তবে আমার উপর হাজ্জ ওয়াজিব, তবে এ ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। এ কথা ইমাম সারাখসী (র) স্বীয় কিতাবে এবং শায়খ নাজমুদ্দীন (র) 'শারহুশ শাফী'র মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (খুলাসা) ফকীহগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম! তুমি আমার স্ত্রী নও অথবা বলে, তুমি নও আল্লাহর কসম আমার স্ত্রী তবে তালাকের নিয়্যত করলেও এতে তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, আমার তোমার কোন প্রয়োজন নেই এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে এতে তালাক পতিত হবে না। আর যদি বলে, তুমি কামিয়াব হয়ে যাও এবং এতে তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)

৫. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে চাই না, তোমাকে ভালবাসি না, তোমার আশা করি না, অথবা তোমার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই



তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে একথা বলে তালাকের নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। (আল-বাহরুর বায়িক) আর যদি বলে, তুমি আমার স্ত্রী নও, অথবা আমি তোমার স্বামী নই এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে তালাক হবে না। যদি বলে, আমি তোমার থেকে বায়িন অথবা আমি তোমার উপর হারাম এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি আমি বায়িন অথবা হারাম বলে, কিন্তু তোমার থেকে বা তোমার উপর না বলে তবে তালাক হবে না। নিয়্যত করলেও হবে না। (মুহীত ৪: সারাখসী) যদি তালাকের আলোচনা কালে বলে, আমি নিজের থেকে তোমাকে বায়িন করে দিয়েছি অথবা আমি তোমাকে বায়িন করে দিয়েছি অথবা আমি তোমার থেকে বায়িন হয়ে গিয়েছি অথবা তোমার উপর আমার কোন দখল নেই অথবা আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। অথবা আমি তোমাকে তোমার নিকট হিবা করে দিলাম অথবা আমি তোমার পথ খালি করে দিলাম অথবা তুমি মুক্ত অথবা তুমি আযাদ অথবা তুমি তোমার অবস্থা সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত এ কথা শুনার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি নিজেকে ইখতিয়ার করে নিলাম, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি বলে, এ সব শব্দ আমি তালাকের নিয়্যতে বলিনি, তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি বলে, আমার ও তোমার মধ্যে বিবাহ নেই অথবা বলে আমার ও তোমার মধ্যে বিবাহ বাকী নেই অথবা তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে, তুমি আমার স্বামী না। তারপর স্বামী বলল, তুমি সত্য বলেছো এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা ৪ হাসান (র) ইমাম আযম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেন যে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে তোমার লোকদের নিকট বা পিতার নিকট বা তোমার মায়ের নিকট বা তোমার স্বামীগণের নিকট হিবা করে দিয়েছি এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি বলে, আমি তোমাকে তোমার ভাইয়ের নিকট বা মামার নিকট বা চাচার নিকট অথবা অমুক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হিবা করে দিয়েছি তবে তালাক হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) আর যদি স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে তোমার নিকট হিবা করেছি, তবে এটাও কিনায়া তালাকের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। অন্যথায় হবে না। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে মুবাহ করে দিলাম তবে তালাকের নিয়্যত করলেও এতে তালাক হবে না। (মুহীত) যদি বলে, তুমি আমার স্ত্রীর বাইরে চলে গিয়েছো এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। চাই সন্তুষ্টির অবস্থায় বলুক কিংবা ক্রোধের অবস্থায় বলুক। (খুলাসা) যদি বলে, তোমার ও আমার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে না।

‘ফাতাওয়া’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি স্বামী বলে, আমার ও তোমার মধ্যে কোন কাজ নেই এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি বলে, আমি তোমার বিবাহ হতে মুক্ত হয়ে গেলাম তবে এতে তালাক পতিত হবে। যদি তালাকের নিয়্যত করে। এমনিভাবে তালাকের নিয়্যতে যদি বলে তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাও তবে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা ৪ তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও অথবা তুমি আমার থেকে মুক্তি লাভ করেছো, এ জাতীয় শব্দও কিনায়ার অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল কাদীর) যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমার জন্য চারিদিকের পথ খোলা, তবে এতে কিছুই পতিত হবে না। যদিও সে তালাকের নিয়্যত করে। অবশ্য যদি বলে তোমার যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন কর এবং পরে বলে যে, এ দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করেছি তবে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি বলে, এতে আমার তালাকের নিয়্যত ছিল না তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। যদি বলে তুমি যে পথে ইচ্ছা চলে যাও, তবে নিয়্যত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। যদিও এ কথা সে তালাকের আলোচনা কালে বলে। ‘মুনতাকা’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি হাজার বার চলে যাও এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। ‘মাজমু’উন নাওয়াযিল’ গ্রন্থে আছে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি জাহান্নামে চলে যাও এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে (খুলাসা) যদি বলে, আমি তোমাকে আযাদ করে দিয়েছি, তবে নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। (মিরাজুদ দিয়ারা) তুমি আযাদ হয়ে যাও অথবা তুমি মুক্ত হয়ে যাও কথাটি তুমি আযাদ এর অনুরূপই। (আল-বাহরুর বায়িক)

৮. মাসআলা ৪ স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমার তালাক বিক্রি করে দিয়েছি। এরপর স্ত্রী বলল, আমি তা খরীদ করে নিলাম তাহলে এতে রাজস্ তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমার মহরের বিনিময়ে তোমাকে তালাক, তাহলে বায়িন তালাক পতিত হবে। আমি তোমার নাফসকে বিক্রি করে দিয়েছি বললেও অনুরূপ হুকুম হবে। কোন মহিলার স্বামী তাকে বলল, আমি তোমাকে ঘৃণার বস্তু মনে করছি। তারপর স্ত্রী বলল, মুখের থুথুর মত? যদি তাই হয় তবে তা নিক্ষেপ কর। তখন স্বামী বলল, থুকথুক। এর পর সে মুখের থুথু নিক্ষেপ করল এবং বলল, আমি নিক্ষেপ করলাম। এ অবস্থায় স্বামী এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করলে এতে তালাক পতিত হবে না। (যহীরিয়া) কোন মহিলার স্বামী এরূপ ধারণা করল যে, তার বিবাহ ফাসিদ রীতি অনুযায়ী হয়েছে। তাই সে বলল, আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে যে বিবাহ রয়েছে তা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে, বিবাহ গুহুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে, তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে না। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে তিন তালাক দেওয়া হতে মুক্ত হলাম, এ অবস্থায় কেউ কেউ বলেন, নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। এটাই যাহিরী



মাযহাব। স্বামী যদি বলে, انت السراج তবে এ কথাটি خلية انت এর মতই হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৯. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হওয়া থেকে মুক্ত করে দিলাম। তবে নিয়্যত করা ছাড়াই তালাক পতিত হবে। চাই ক্রোধের অবস্থা হোক অথবা অন্য কোন অবস্থা হোক (যখীরা) 'মাজমা'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত। এ কথা শুনে স্বামী বলল, আমিও তোমার থেকে মুক্ত। তখন স্ত্রী বলল, চিন্তা করে দেখ, তুমি কি বলছো? তখন স্বামী বলল, এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি। এ অবস্থায় তালাকের নিয়্যত না থাকার কারণে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) যদি স্বামী বলে, আমি তোমার তালাকের বিষয়টি উপেক্ষা করলাম, এ বলে যে যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যে শব্দের মধ্যে তালাকের কোন ইংগিত নেই বা অবকাশ নেই। এ জাতীয় শব্দ তালাকের নিয়্যতে বললেও তাতে তালাক পতিত হবে না। যেমন বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দিন অথবা বলল, আমাকে খানা দাও। কিংবা বলল, আমাকে পান করাও ইত্যাদি। আর যে শব্দের মধ্যে তালাকের সম্ভাবনা নেই। এ জাতীয় শব্দমালাকে একত্রিত করে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যাও এবং খানা খাও অথবা বলে যাও কাপড় বিক্রি কর, এরপর সে যদি 'যাও' বলে তালাকের নিয়্যত করে তবে 'ইখতিলাফে যুফার ও ইয়াকুব' এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না। কিন্তু ইমাম যুফার (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে)

১০. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যাও এবং বিবাহ করে নাও তবে নিয়্যত করলে এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী যদি বলে যাও অতঃপর কাপড় বিক্রি কর অথবা বলে যাও, তারপর কাপড় দ্বারা আবৃত হয়ে যাও অথবা বলে উঠ তারপর খানা খাও, এ অবস্থায় 'যাও' বলে, যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা) যদি বলে, কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বস। সে তোমাকে আমার জন্য হালাল করে দিবে তবে এ কথা তিন তালাকের স্বীকৃতি বলে গন্য হবে। যদি বলে বিবাহ বস এবং এর দ্বারা তালাক বা তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তা সহীহ হবে। আর যদি কোন কিছু নিয়্যত না করে তবে কিছুই পতিত হবে না। (ইতাবিয়া) যদি এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলে যে, যদি তুমি আমাকে অমুক মহিলার কারণে আর যাকে আমি বিবাহ করেছি তবে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাকে নিয়ে নাও। এ জাতীয় কথা বলে যদি সে তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাকে বায়িনা পতিত হবে। (খুলাসা)

১১. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ইদত পালন কর, তুমি ইদত পালন কর। তবে এই মাসআলায় কয়েকটি অবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন (১) হয়তো সে এই সব শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে; (২) অথবা শুধুমাত্র প্রথমটির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে, (৩) অথবা প্রথমটির দ্বারা শুধুমাত্র হায়িযের নিয়্যত করবে, (৪) অথবা প্রথম দু'টির দ্বারা শুধুমাত্র তালাকের নিয়্যত করবে, (৪) অথবা প্রথম ও তৃতীয়টির দ্বারা শুধুমাত্র তালাকের নিয়্যত করবে, (৬) দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে এবং প্রথমটির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে। এই ছয় অবস্থায় তিন তালাক পতিত হবে, (৭) অথবা দ্বিতীয়টির দ্বারা শুধুমাত্র তালাকের নিয়্যত করবে, (৮) অথবা প্রথমটির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে, (৯) অথবা প্রথমটির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে এবং তৃতীয়টির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে, (১০) অথবা শেষের দু'টির দ্বারা শুধুমাত্র তালাকের নিয়্যত করবে, (১১) অথবা প্রথম দু'টির দ্বারা শুধুমাত্র হায়িযের নিয়্যত করবে, (১২) অথবা প্রথম ও তৃতীয়টির দ্বারা শুধুমাত্র হায়িযের নিয়্যত করবে, (১৩) অথবা প্রথম ও দ্বিতীয়টির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে এবং তৃতীয়টির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে, (১৪) অথবা প্রথম ও তৃতীয়টির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে, (১৫) প্রথম ও দ্বিতীয়টির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে এবং তৃতীয়টির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে, (১৬) অথবা প্রথম ও তৃতীয়টির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে, (১৭) দ্বিতীয়টির দ্বারা শুধু হায়িযের নিয়্যত করবে। এই সতের অবস্থায় স্ত্রীর উপর দুই তালাক পতিত হবে, (১৮) অথবা সবকটি শব্দের দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে, (১৯) অথবা তৃতীয়টির দ্বারা শুধু তালাকের নিয়্যত করবে, (২০) অথবা তৃতীয়টির দ্বারা শুধুমাত্র হায়িযের নিয়্যত করবে, (২১) অথবা দ্বিতীয়টির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে এবং তৃতীয়টির দ্বারা শুধুমাত্র হায়িযের নিয়্যত করবে, (২২) অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির দ্বারা হায়িযের নিয়্যত করবে এবং প্রথমটির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করবে, (২৩) অথবা শেষের দু'টির দ্বারা শুধু হায়িযের নিয়্যত করবে। এই ছয় অবস্থায় এক তালাক পতিত হবে। অথবা উপরোক্ত অবস্থা সমূহে কোন কিছুই নিয়্যত করবে না তবে কোন তালাকই পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর)

১২. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর এবং পরে দাবী করে যে, আমি এগুলোর দ্বারা এক তালাকের নিয়্যত করেছি, তাহলে আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তিন তালাক পতিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর তিন এবং পরে দাবী করে যে, আমি 'ইদত ইখতিয়ার কর' দ্বারা এক তালাক এবং 'তিন' দ্বারা তিন হায়িযের নিয়্যত করেছি তবে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা অনুযায়ী হুকুম হবে। (শারহ জামি আস-সাগীর : কাযীখান) 'মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ



রয়েছে যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর, অতঃপর তুমি ইদত ইখতিয়ার কর অথবা বলে, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর এবং ইদত ইখতিয়ার কর অথবা বলে, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে দুই তালাক পতিত হবে (গায়াতুস্ সুকুজী) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে তালাকপ্রাপ্তা। তুমি ইদত ইখতিয়ার কর এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। এক তালাক 'ইদত ইখতিয়ার কর' দ্বারা এবং দ্বিতীয় তালাক হবে 'হে তালাকপ্রাপ্তা' বলার দ্বারা। আর যদি সে বলে, হে তালাকপ্রাপ্তা বলে আমার উদ্দেশ্য ছিল; তুমি ইদত ইখতিয়ার কর বলাতে যে তালাক পতিত হয়েছে সে তালাকের কথা বলা তাহলে আল্লাহর নিকটে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তুমি বায়িন থাক। কেননা তুমি তালাকপ্রাপ্তা তবে যদি 'তুমি বায়িন থাক' কথার দ্বারা তালাকের নিয়্যত না করে তাহলে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে আমি আমাকে তোমার উপর হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তোমার রেহেমকে পবিত্র করে নাও এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। কেননা বায়িনা মহিলার উপর পুনরায় বায়িন তালাক পতিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে যদি সে দাবী করে যে, 'আমি আমাকে তোমার উপর হারাম করে দিয়েছি' বাকী দ্বারা এক তালাক এবং 'তুমি তোমার রেহেমকে পবিত্র করে নাও' এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যত করেছি তবুও এক তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, 'আমি আমাকে তোমার উপর হারাম করে দিয়েছি' দ্বারা কোন তালাকের নিয়্যত করিনি তবে 'তুমি তোমাকে পাক করে নাও' এর দ্বারা এক তালাক অথবা তিন তালাকের নিয়্যত করেছি তবে তার কথা অনুযায়ীই তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

১৩. মাসআলা : কোন মহিলা তার স্বামীকে তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও বলার পর সে যদি বলে, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর। তারপর স্বামী বলে, আমি এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করিনি তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাতারখানিয়া)

১৪. মাসআলা : এক সরীহ তালাক আরেক সরীহ তালাকের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন-কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমাকে তালাক' তাহলে তালাক পতিত হবে। এরপর সে যদি পুনরায় বলে, 'তোমাকে তালাক' তাহলে আরেকটি তালাকও পতিত হবে। এমনিভাবে তালাকে সরীহ তালাকে বায়িন এর সাথেও সংযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, কেউ বলল, তুমি বায়িন অথবা মালের বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খুলা (তালাক) করল। তারপর তাকে বলল, 'তোমাকে তালাক' তবে আমাদের মাযহাবে এ তালাকও পতিত হবে। অনুরূপভাবে তালাকে বায়িনও তালাকে সরীহ-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমাকে তালাক'। তারপর বলল, তুমি বায়িন, তাহলে এতে অপর এক তালাক পতিত হবে। কিন্তু তালাকে বায়িন অপর তালাকে বায়িন এর

সাথে সংযুক্ত হয় না। যেমন, কেউ বলল, 'তোমাকে বায়িন তালাক' তারপর আবার বলল, তুমি বায়িন, তবে এ অবস্থায় এক তালাকে বায়িনই পতিত হবে। কেননা শেষের তালাকটির মাধ্যমে পূর্বে যে তালাক দেওয়া হয়েছে এর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর এ খবর সত্য। সুতরাং একে انشاء (নুতনভাবে তালাক সংঘটিত করা) সাব্যস্ত করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে انشاء হয়ে থাকে। অবশ্য স্বামী যদি বলে যে, আমি এই দ্বিতীয় বায়িন তালাক দ্বারা بينونة غليظة (যে অবস্থায় হালালায়ে শরঈ হওয়া ব্যতীত বিবাহ সহীহ হয় না।)-এর ইচ্ছা করেছি, তবে ইশারার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। এবং এর দ্বারা حرمت غليظة সাব্যস্ত হবে। কিন্তু বায়িন তালাক যদি শর্তের সাথে সংযুক্ত হয়, যেমন বলল, 'যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি বায়িন'। তারপর আবার বলল, তুমি বায়িন। এরপর মহিলা যদি ইদতের অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। (আইনী : শারহুল কান্ব)

১৫. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি বায়িন অথবা স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে খুলা করে, এরপর বলে, 'যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি বায়িন'। এবং এর দ্বারা সে তালাকের নিয়্যত করে। তারপর মহিলা ইদতের অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলে তালাক পতিত হবে না। যদি স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকটবর্তী হব না অর্থাৎ তোমার সাথে সহবাস করব না। তারপর চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে যদি তাকে বলে, তুমি বায়িন, এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে অথবা স্ত্রীর সাথে খুলা করে, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। তারপর যদি চারমাস চলে যায় এবং স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তাহলে তার উপর আরেক তালাক পতিত হবে। যদি স্ত্রীর সাথে প্রথমে খুলা করে, তারপর তাকে বলে, তুমি বায়িন, তাহলে এতে কোন তালাক পতিত হবে না। তোমাকে এক, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর এবং তুমি তোমার গর্ভাশয়কে পবিত্র করে নাও ইত্যাদি বাক্যসমূহের ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম হবে যা তালাকে সরীহ-এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বায়িনা করে দেয় অথবা তার সাথে খুলা করে, তারপর ইদতের অবস্থায় তালাকের নিয়্যতে বলে, তুমি ইদত ইখতিয়ার কর, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক)

১৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি খুলার পর ইদতের মধ্যে মালের বিনিময়ে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তবে তালাক তা পতিত হবে। কিন্তু মাল ওয়াজিব হবে না। তালাক এই কারণে পতিত হবে যে, এটি হচ্ছে সরীহ তালাক। আর সরীহ তালাক বায়িন তালাকের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। যদি স্বামী অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা রাজঈ তালাকের পর স্ত্রীর সাথে খুলা করে, তবে তা সহীহ হবে। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে তালাক দেওয়ার পর যদি ইদতের অবস্থায় স্ত্রীর সাথে খুলা করে তবে তা সহীহ হবে না। স্ত্রীকে বায়িন তালাক দেওয়ার পর তালাকের নিয়্যতে যদি বলে,



আমি তোমার সাথে খুলা করলাম, তবে কোন তালাকই পতিত হবে না। (খুলাসা) যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি আগামী দিন বায়িন এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে, তারপর তাকে আজই আবার বায়িন না করে দেয়। তারপর আগামীকাল আসলে আমাদের মাযহাবে তার উপরই শর্ত সাপেক্ষ তালাক পতিত হবে। আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেন, উপরোক্ত মাসআলার আলোকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়্যতে বলে, ঘরে প্রবেশ করলে তুমি বায়িন, তারপর আবার তালাকের নিয়্যতে বলে, তুমি যদি অমুকের সাথে কথা বল, তবে বায়িন, এরপর সে ঘরে প্রবেশ করলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে এবং তারপর অমুকের সাথে কথা বললেও আরেক তালাক পতিত হবে। (যখীরা) স্বামী যদি তার বায়িনা স্ত্রীকে বলে, তোমাকে বায়িন তালাক, তবে এ তালাকও পূর্বের তালাকের সাথে যুক্ত হবে। কিন্তু তুমি বায়িন বললে তা পতিত হবে না। যদি বলে, আমি তোমাকে তালাক দিয়ে বায়িন করে দিলাম, তবে এ তালাকও পতিত হবে না। (খুলাসা : যারা যারা তালাকের উপযুক্ত এর বিবরণ) উল্লেখ্য-যে, যে বিচ্ছিন্নতার ফলে চিরস্থায়ী হরমত সাব্যস্ত হয়, যেমন-বিবাহ সম্পর্কিত হরমত এবং দুগ্ধপান সম্পর্কিত হরমত, এগুলোর সাথে তালাক যুক্ত হয় না। যদিও মহিলা তার ইন্দ্রতের মধ্যে থাকে। অনুরূপভাবে কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে সহবাসের পর খরীদ করে তবে তালাক এর সাথে সংযুক্ত হবে না। কেননা সে ইন্দ্রত পালনকারী মহিলা নয় (বাদায়ে)

### ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : লিখিত তালাকের বিবরণ

১. মাসআলা : লিখিত তালাক দুই প্রকার হতে পারে। (১) মারসূমা (مَرْسُومَة) (২) গায়রে মারসূমা (غَيْر مَرْسُومَة)। মারসূমা অর্থ লেখা এমনভাবে গুরু করা হয় যার মধ্যে শিরোনাম ইত্যাদি থাকবে। যেমন, বিস্মিল্লাহ এবং হামদ ও সালাতের পর অমুকের পক্ষ হতে অমুকের নিকট এইভাবে লেখা আরও করা। যেভাবে কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পত্র লেখা হয়। আর গায়রে-মারসূমা যা এভাবে লেখা হয় না। এই গায়রে মারসূমা আবার দুই প্রকার। (১) মুস্তাবীনা (مُسْتَبِينَة) (২) গায়রে মুস্তাবীনা (غَيْر مُسْتَبِينَة)। মুস্তাবীনা ঐ লেখা যা সহীফা, তখতী, দেওয়াল বা যমীনের উপর এমনভাবে লেখা হয় যা পড়া যায় এবং বুঝা যায়। আর গায়রে-মুস্তাবীনা হল, ঐ লেখা যা বাতাস পানি এবং এ জাতীয় বস্তুর উপর এমনভাবে লেখা হয় যা বুঝা যায় না এবং পড়াও যায় না। গায়রে মুস্তাবীনা লেখার দ্বারা তালাক পতিত হবে না। যদিও তালাকের নিয়্যত করা হয়। যদি মুস্তাবীনা হয় কিন্তু গায়রে-মারসূমা হয় তবে তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। অন্যথায় তালাক হবে না। মারসূমা লেখা হলে তালাকের নিয়্যত করুক বা না করুক উভয় অবস্থাতে তালাক পতিত হবে। মারসূমা তালাকনামা যদি স্ত্রীর নিকট এভাবে লিখে প্রেরণ করা হয় যে, আম্মাবাদু, তোমাকে তালাক। তবে যেভাবে

লিখবে সেভাবেই তালাক পতিত হবে। আর তালাক লেখার সময় হতেই ঐ মহিলার উপর ইন্দ্রত ওয়াজিব হবে। আর যদি পৌছার সাথে তালাককে শর্তযুক্ত করা হয় যেমন লেখল, যখন আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌছবে, তখন হতে তুমি তালাক। এ অবস্থায় যতদূর পর্যন্ত তার নিকট পত্র না পৌছবে ততদূর পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২. মাসআলা : স্বামী যদি এভাবে লিখে যে, 'আমার এই পত্র যখন তোমার নিকট পৌছবে তখন তুমি তালাক'। এরপর অন্যান্য জরুরী খবরাখবর লিখে তারপর এই পত্র মহিলার নিকট পৌছার পর সে ঐ পত্র পাঠ করুক বা না করুক তার উপর তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর নিকট পত্রের মধ্যে জরুরী খবরাখবর লিখে এরপর পত্রের শেষে লিখে আম্মাবাদু, 'যখন আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌছবে তুমি তালাক'। তারপর মনে কিছু কথা প্রকাশ পাওয়ার সে ঐ তালাকের অংশটি মুছে দিল। তারপরও যখন ঐ পত্র স্ত্রীর নিকট পৌছবে তখন তার তালাক হয়ে যাবে। আর যদি সে জরুরী খবরাখবরের অংশটি মুছে তালাকের বিষয়টি বাকী রেখে ঐ পত্রটি স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করে, তবে এতে তালাক হবে না। কেননা চিঠির আসল ও জরুরী বিষয় বিলুপ্ত করে দেওয়ায় তা আর চিঠি থাকল না। কাজেই তার যে শর্ত ছিল তা আর পাওয়া গেল না। আর যদি চিঠির প্রথম লিখে, আম্মাবাদু 'যখন আমার এই চিঠি তোমার নিকট পৌছবে তখন তুমি তালাক'। তারপর অন্যান্য জরুরী খবরাখবর লিখে। অতঃপর জরুরী খবরাখবর বাকী রেখে তালাকের বিষয়টি যদি মুছে ফেলে তবে তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া)

৩. মাসআলা : যদি পত্রের শুরু ও শেষে জরুরী খবরাখবর লিখে এবং মাঝখানে তালাকের বিষয়টি লিখে। তারপর তালাকের বিষয়টি মুছে যদি পত্রটি স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করে, তবে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। চাই তালাকের পূর্বে লিখিত জরুরী বিষয়ের কথা কম হোক কিংবা বেশী হোক। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি স্বামী তার স্ত্রীর নিকট তালাকের বিষয়টি এভাবে লিখে, আম্মাবাদু, তোমাকে তিন তালাক ইনশা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। যদি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) কথাটি পূর্বের কথার সাথে মিলিয়ে লিখে তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি মিলিয়ে না লিখে বরং পৃথকভাবে লিখে, তবে তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া) স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট এভাবে পত্র লিখে যে, 'যখন আমার চিঠি তোমার নিকট পৌছবে তখন তুমি তালাক'। তারপর এ চিঠি যদি স্ত্রীর পিতার হাতে পৌছে এবং সে তা কন্যার হাতে না দিয়ে নিজেই যদি টুকরা টুকরা করে ফেলে, এ অবস্থায় পিতা যদি কন্যার যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব বহনকারী হয় এবং কন্যার শহরে পিতার নিকট এ পত্র পৌছে থাকে তবে তালাক পতিত হবে। আর এরূপ না হলে চিঠি কন্যার হাতে না পৌছা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। যদি পিতা চিঠি তার নিকট পৌছার কথা কন্যাকে বলে এবং ঐ ছিড়াফাড়া চিঠি



কন্যার নিকট দিয়ে দেয়, তবে ঐ পত্র পড়া এবং বুঝা সম্ভব হলে, তার উপর তালাক পতিত হবে। অন্যথায় তালাক হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪. মাসআলা : যদি তালাকের কথা অক্ষর দ্বারা লিখে এবং মুখে ইনশা আল্লাহ লিখে দেয় তবে এর সমাধান কি হবে এ সম্পর্কে কোন রিওয়ায়েত পাওয়া যায় না। তবে এভাবে তালাক দিলে উচিত হল তালাক সহীহ হওয়া (যহীরিয়া) যদি মারপিট করে বা বন্দী করে কাউকে তার স্ত্রীর প্রতি তালাক প্রদানে বাধ্য করা হয়। অতঃপর বাধ্য হয়ে সে লিখে দেয় যে, 'আমার স্ত্রী অমুখের কন্যা অমুককে তালাক' তবে এতে তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীর নিকট এই মর্মে একটি পত্র লিখে দাও যে, 'তুমি যদি তোমার ঘর হতে বের হও তবে তোমাকে তালাক'। অতঃপর সে তা লিখে দিল এবং পত্র লিখার পর কিন্তু স্বামীর নিকট তা পাঠ করার পূর্বে স্ত্রী যদি ঘর থেকে বের হয়। তারপর ঐ পত্র স্বামীর সামনে পাঠ করা হয় আর এর পর সে ঐ পত্র স্ত্রীর নিকট পাঠায়, তাহলে প্রথমবার বের হওয়ার কারণে ঐ মহিলার প্রতি তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে এইভাবে পত্র লিখে স্বামীর নিকট তা পাঠ করার পর স্বামী লেখককে বলল, আমি তো শর্ত করেছিলাম, 'যদি একমাসের মধ্যে অথবা এক মাস পর তুমি ঘর থেকে বের হও' একথার, তাহলে পূর্বোক্ত বিবরণের সাথে এ শর্ত সংযুক্ত করা জায়েয হবে। এ কথাটি 'জামি' গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি তার স্ত্রীর নিকট এ মর্মে পত্র লিখে যে, তুমি ও অমুক ছাড়া আমার সমস্ত স্ত্রী তালাক। তারপর শোষোক্ত স্ত্রীর নাম মুখে ঐ পত্রটি পাঠিয়ে দিল। এতে ঐ তালাকপ্রাপ্ত হবে না। (যহীরিয়া)

৫. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌছবে তখন তুমি তালাক। এরপর তা অপর একখানা কাগজে লিখে আরেকটি পত্র তৈরি করা হয় অথবা অন্য কাউকে হুকুম করা হয় যে, অন্য কাগজে উঠিয়ে যেন আরেকটি কপি তৈরি করা হয়। কিন্তু নিজে তা লিখেনি। তারপর ঐ উভয় পত্র স্ত্রীর নিকট পৌছে গেলে এ অবস্থায় স্ত্রীর উপর আইনের দৃষ্টিতে দুই তালাক পতিত হবে। তবে শর্ত হল, যদি স্বামী এ কথা স্বীকার করে যে, সেই এই পত্র দু'টি লিখেছে অথবা এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিকটে যে চিঠিই তার কাছে পৌছে এতে এক তালাকই পতিত হবে। আর অপরটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা উভয় পত্র মূলতঃ একই। উক্ত গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর নিকট একটি তালাকনামা লিখে দেওয়ার জন্য বলে। তারপর সে তা লিখে দেয় এবং স্বামীকে তা পাঠ করে শোনায়। তারপর সে তা নিয়ে ভাজ করে তাতে সীল-মহর লাগিয়ে এবং ঠিকানা লিখে নিজ স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর ঐ পত্র স্ত্রীর নিকট পৌছার পর স্বামী যদি এ কথা স্বীকার করে যে, এটি তার প্রেরিত পত্র, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি ঐ ব্যক্তিকে বলে, তুমিই ঐ

পত্রটি তার নিকট পাঠিয়ে দাও অথবা তাকে বলল, তুমি এর থেকে একটি কপি তৈরি করে তার নামে পাঠিয়ে দাও তাহলেও এই হুকুম হবে। আর যদি এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ ও সাক্ষী না থাকে এবং স্বামী এ কথা স্বীকার না করে যে, এটি তার প্রেরিত পত্র তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এবং আল্লাহর নিকটে কোনভাবেই তার উপর তালাক অপরিহার্য হবে না। অনুরূপভাবে যে পত্র স্বামী নিজে লিখেনি এবং অন্যের মাধ্যমেও লেখানি এর দ্বারাও তালাক পতিত হবে না। যদি স্বামী এটি তার প্রেরিত বলে স্বীকার না করে। (মুহীত)

সপ্তম অনুচ্ছেদ : ফারসী ভাষায় তালাক দেওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা : ফারসী ভাষায় তালাক দেওয়ার ব্যাপারে একটি বিশেষ মূলনীতি রয়েছে। বর্তমান কালে এর উপরই ফাতওয়া। তা হল এই যে, যদি ফারসী শব্দ এমন হয় যে, তা শুধু তালাকের অর্থই ব্যবহৃত হয় তবে এ জাতীয় শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তা সরীহ বা স্পষ্ট তালাকরূপে গণ্য হবে। এ জাতীয় শব্দ যদি স্ত্রীর দিকে সম্বোধন করে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এতে নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। আর যে সকল ফারসী শব্দ তালাকের অর্থ ব্যবহৃত হয় এবং অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় সে সব শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তা কিনায়া হিসাবে গণ্য হবে। এ সমুদয় হুকুম আরবী কিনায়া তালাকের হুকুমের অনুরূপ। (বাদায়ে)<sup>১</sup>

২. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে بهشتم ترا از زنى (আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হওয়া থেকে ছেড়ে দিলাম) এ শব্দটি যেহেতু সরীহ, তাই ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এতে রাজসি তালাক পতিত হবে এবং এক্ষেত্রে নিয়তের কোন প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য যে, এ শব্দটি খোরাসান এবং ইরাকের লোকেরা তালাকের জন্য ব্যবহার করে থাকে। 'খুলাসা' গ্রন্থে আছে ফকীহ আবুল লায়স (র) ও মতটি গ্রহণ করেছেন। 'তাহদীর' গ্রন্থে আছে যে, এর উপর ফাতওয়া। (তাতারখানিয়া) কেউ যদি از زنى (আমার স্ত্রী হওয়া থেকে) না বলে শুধু بهشتم ترا (আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম) বলে, তাহলে দেখতে হবে যদি এ কথাটি ক্রোধ এবং তালাকের আলোচনা চলাকালে বলে তবে এমন এক তালাক পতিত হবে, যার পর স্বামী তার স্ত্রীকে (বিনা বিবাহে) ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি সে বায়িন বা তিন তালাকের নিয়ত করে তবে নিয়ত অনুসারেই তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অনুরূপই। (মুহীত) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, ترجعتك باز داشتم او (মুহীত) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, باي كشاده كردم ترا<sup>২</sup> অথবা বলে بهشتم<sup>৩</sup> অথবা বলে بهشتم<sup>৪</sup> তবে ওরফ অনুযায়ী

১. এই মূলনীতি শুধু ফারসী ভাষার জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং বাংলাভাষা ও অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (সম্পাদক)

২. বাংলায় এর অর্থ এরূপ হবে তোমার হাত খুলে দিলাম, অথবা বলে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। (সম্পাদক)

৩. তোমাকে উন্মুক্ত করে দিলাম। (সম্পাদক)

৪. তোমার পা খুলে দিলাম। (সম্পাদক)



এগুলো طلاق (আমি তোমাকে তালাক দিনাম)-এর অর্থে গণ্য হবে। সুতরাং স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করা হলে তাতে রাজস্ব তালাক নিয়্যত ছাড়াই পতিত হবে। (খুলাসা) ইমাম যহীরুদ্দিন মুরগিনানী (র) বলেন بیستم (আমি ছেড়ে দিনাম) বললে নিয়্যত ছাড়াই রাজস্ব তালাক পতিত হবে। আর এ ছাড়া অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে নিয়্যত করা শর্ত। নিয়্যত করলে বায়িন তালাক পতিত হবে। (যখীরা) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, এক তালাক দ্বারা আমি তোমার হাতকে ফিরিয়ে রাখলাম, তবে বায়িন তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি বলে, এক তালাক দ্বারা আমি হাত ফিরিয়ে রাখলাম (তোমার হাত না বলে)-এবে রাজস্ব তালাক পতিত হবে। (তাজনীস ও মযীদ)

৩. মাসআলা : কোন মহিলা তার স্বামীকে বলল سراً طلاق (আমাকে তালাক দাও) তারপর স্বামী বলল, کرده کیر و داده کیر অথবা বলল, کرده بار و داده بار এর দ্বারা সে যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে রাজস্ব তালাক পতিত হবে। আর নিয়্যত না করলে কিছুই পতিত হবে না। যদি کرده است ও داده است বলে তবে নিয়্যত করুক বা না করুক উভয় অবস্থায়ই তালাক পতিত হবে। সে যদি কোন নিয়্যত ছিল না বলে দাবী করে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি বলে, داده انکار বা کرده انکار তবে নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করার পর স্বামী যদি বলে داده کیر و برد (ধরে নাও তা দেওয়া হয়েছে এবং তুমি বের হয়ে যাও)-এবে বের হয়ে যাও শব্দের কারণে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। কিন্তু দুই তালাকের নিয়্যত করলে দুই তালাক পতিত হবে। যদি স্ত্রী বলে, এক তালাক আমার জন্য যথেষ্ট নয়। এরপর স্বামী বলল دو کیران (তাহলে দুইটি ধরে নও) যদি স্বামী এর দ্বারা দুই তালাকের নিয়্যত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে کفر (ধরে নাও তা বলা হয়েছে) এবে তালাকের নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা) স্ত্রী স্বামীকে دست از باز دار (তোমার হাত আমার থেকে সংরক্ষণ করে রাখ) বলার পর স্বামী যদি বলে باز داشتیم (ধরে নাও বিরত রাখা হল)-তাহলে তালাকের নিয়্যত করলে বায়িন তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

৪. মাসআলা : স্ত্রী স্বামীকে مرا طار (আমাকে আটকিয়ে রেখো না) বলার পর, স্বামী যদি বলে ধরে নাও তোমাকে আটকিয়ে রাখা হবে না। এ অবস্থায় স্বামী তালাকের নিয়্যত করলে বায়িন তালাক পতিত হবে (যখীরা) স্ত্রী স্বামীকে مرا طلاق (আমাকে তালাক দাও) বলার পর স্বামী যদি বলে না, আমি এ কাজ করব না। তারপর স্ত্রী বলে যদি আমাকে তালাক দাও, তবে আমি গিয়ে কারো নিকট বিবাহ বসব। এ কথা শুনে যদি স্বামী বলে, তা তুমি করতে পার। চাইলে একটি বা দশটিও করতে পার, তাহলে

১. ধরে নাও সে দিয়েছে, করেছে। (সম্পাদক)

২. দিয়েছে, করেছে। (সম্পাদক)

৩. আমার ধারণা সে করেছে অথবা আমার ধারণা সে দিয়েছে। (সম্পাদক)

তালাক পতিত হবে না। (ইতাবিয়া) কোন মহিলা তার স্বামীকে مرا به طلاق ده (আমাকে তিন তালাক দাও) বলার পর তার স্বামী دام এর পরিবর্তে دایم বলল। এই শব্দ যদি স্বামীর দেশের বা শহরের ভাষা হয়, তবে এর দ্বারা স্বামী যে তালাকের নিয়্যত করেনি এ সম্পর্কিত তার দাবী মেনে নেওয়া হবে না। আর এটা যদি কোন শহরেরই ভাষা না হয় তবে এ কথা জওয়াব হিসাবে গৃহীত হবে না। (মুহীত : সারাস্বী) যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক তালাক এবং এটা তোমার শুরু ও শেষ তালাক তবে এক তালাকই পতিত হবে। (খুলাসা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তিনটি দাও এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) স্বামী তার স্ত্রীকে دست از باز دار (তোমার হাত আমার থেকে সংরক্ষণ করে রাখ) বলার পর স্ত্রী যদি বলে سببه طلاق (তিন তালাকের বিনিময়ে সংরক্ষণ রাখলাম)-তারপর তার স্বামী যদি বলে باز داشتیم (আমিও তোমার থেকে তা গুটিয়ে রাখলাম)-একথা বলে সে যদি এক তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাক পতিত হবে। আর তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু নিয়্যত না করলে কিছুই পতিত হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে مرا بکار نیستی (তুমি আমার কোন কাজেই আসছো না) বলে তালাকের নিয়্যত করলে তাতে তালাক পতিত হবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে هزار طلاق ترا (তোমাকে এক হাজার তালাক) বলে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। তালাকের আলোচনার সময় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে هزار طلاق (তোমার আঁচলে হাজার তালাক রাখলাম) বলে তবে তিন তালাক পতিত হবে। যদি সে বলে, এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি তবে কসমের সাথে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ তার স্ত্রীকে تو به طلاق باش (তুমি তিন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাও) বলে যদি তিন তালাক পতিত করার নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। নিয়্যত না করলে পতিত হবে না। (যখীরিয়া)

৫. মাসআলা : স্ত্রী তার স্বামীকে আমাকে তালাক দিন বলার পর স্বামী যদি বলে سه طلاق بدامن تو در نیام برو (তোমার আঁচলে তিন তালাক রাখলাম তুমি বের হয়ে যাও)-এবে তিন তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) স্বামী যদি বলে تو طالق (তোমাকে তালাক)-এবে তালাক পতিত হবে। যেমনিভাবে বললে তালাক পতিত হয়। এমনিভাবে যদি বলে تو طالق باش (তুমি তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাও) অথবা باش (তিন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাও) অথবা سه طلاقه باش (এর সাথে) অথবা شو (তিন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাও) বললে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রে নিয়্যতের প্রয়োজন নেই। আমার মামা উস্তাদ যহীরুদ্দিন (র)-এভাবেই ফাতওয়া দিতেন। কিন্তু 'বাবুস সুনান' এ আছে, নিয়্যত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা) কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করার পর যদি তাকে هزار طلاق ترا (তোমাকে হাজার তালাক)-এর বেশী বলল না, তবে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। স্বামী তার



স্ত্রীকে তোমাকে এক তালাক বলার পর স্ত্রী যদি বলে هزار (এক হাজার)-তারপর এর জবাবে স্বামী যদি বলে, হ্যাঁ, হাজার তবে এতে দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো স্বামী কোন কিছুই নিয়্যত করবে অথবা নিয়্যত করবে না। নিয়্যত করলে নিয়্যত অনুযায়ীই হবে। আর নিয়্যত না করলে তালাক পতিত হবে না। কোন মহিলা তার স্বামীকে “কিভাবে তুমি আমাকে তালাক দিবে না? বলার পর স্বামী যদি বলে, تو از سرتا یا طلاق (তোমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তালাক)-তবে এতে তার উদ্দেশ্য কি ছিল তা তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং সে মত তালাক পতিত হবে। কোন মহিলা তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করার পর, স্বামী যদি তাকে বলে بك طلاق دامت ودو طلاق دامت (তোমাকে এক তালাক দিলাম এবং তোমাকে আরো দুই তালাক দিলাম) তবে তিন তালাক পতিত হবে।

৬. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, ترا بسیار طلاق (তোমাকে অধিকাংশ তালাক) এবং এ ক্ষেত্রে তার কোন নিয়্যত না থাকে তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল তুমি আরেক মহিলাকে বিবাহ করেছো? সে বলল, হ্যাঁ করেছি। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, প্রথম মহিলাকে তালাক দিলে কেন? স্বামী বলল ترا از برای (তোমার কারণে)। অথচ সে দ্বিতীয় বিবাহ করেনি এবং প্রথম স্ত্রীকে তালাকও দেয়নি আর এর দ্বারা সে তালাকের নিয়্যতও করেনি তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, من طلاق ترا دادم (আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি)-তবে এর মধ্যে তিন অবস্থা হতে পারে। হয়তো সে তালাক প্রদানের নিয়্যত করবে অথবা স্ত্রীর প্রতি তালাকের ক্ষমতা তাফবীয (হস্তান্তর) করার নিয়্যত করবে অথবা কোন কিছুই নিয়্যত করবে না। যদি তালাক প্রদানের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। যদি তাফবীযের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি কিছু নিয়্যত না করলেও তালাক পতিত হবে। (তাজনীস ও মযীদ) যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, دست باز داشتم ترا (তোমার হাতকে আমি মুক্ত করে দিলাম) তবে এতে শায়খায়নের মতভেদ রয়েছে। তবে এ মতভেদ ঠিক তদ্রূপ যা بهشتم এর মধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি। (ফাতাওয়ায়ে নাসাফী) স্ত্রী دست با داشتی مرا (তুমি আমার হাত মুক্ত করে দিয়েছো কি) বলার পর স্বামী যদি বলে داشتم (হ্যাঁ, মুক্ত করে দিয়েছি)-এতে একথাটি دست باز داشتم এর অনুরূপ হবে। স্ত্রী তার স্বামীকে مرا درکار خدائی کن (আমাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করুন বলার পর স্বামী যদি বলে ترا درکار خدائی کرد (তোমাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করলাম) অথবা স্ত্রী স্বামীকে مرا بخدائی بخش (আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন) বলার পর স্বামী যদি বলে بخشیدم (মাফ করে দিলাম) তবে এতে স্বামী তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। আর নিয়্যত না করলে তালাক পতিত হবে না। (যখীর)

৭. মাসআলা : স্ত্রী স্বামীকে ‘আমাকে তালাক দিয়ে দিন’ বলার পর স্বামী যদি বলে, کدام نکاح (তোমার কোন তালাক বাকী রয়েছে?) অথবা বলে نکاح (কোন বিবাহই বা আছে?)-এতে এ কথাটি তিন তালাক দেওয়ার স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হবে। (কিনয়া) শায়খ নজমুদ্দিন (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, স্ত্রী তার স্বামীকে “আমাকে তালাক দিয়ে দিন বলার পর স্বামী যদি বলে, نه ترا طلاق مانده است نه نکاح (না, তোমার জন্য তালাক বাকী আছে আর না বিবাহ তুমি উঠ এবং নিজের রাস্তা দেখ)-তাহলে স্বামীর এ বক্তব্য একথারই স্বীকৃতি বলে গণ্য হবে যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। (মুহীত) স্বামী তার স্ত্রীকে دست باز داشتت بیک طلاق (এক তালাকের বিনিময়ে আমি তোমার হাতকে মুক্ত করে দিলাম) বলার পর স্ত্রী তাকে যদি বলে, آবার বল যাতে সাক্ষীগণ তা গুনতে পায়। তখন স্বামী পুনরায় বলল دست باز داشتت بیک طلاق তারপর যখন উভয় পৃথক হয়ে গেল, তখন এক অপরিচিত মহিলা স্বামীকে বলল, زن را دست باز داشتی (তুমি কি তোমার স্ত্রীর হাতকে মুক্ত করে দিয়েছো?)-এ কথার জবাবে সে বলল دست باز داشتتم بیک طلاق (এক তালাকের বিনিময়ে আমি তার হাতকে মুক্ত করে দিয়েছি)। এ অবস্থায় মাশাইখে কেরাম বলেন, যদি স্বামী دست باز داشتم (আমি তোমার হাতকে মুক্ত করে দিলাম) কথাটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও বলে, তবে এটা انشاء طلاق হবে। এবং মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু স্বামী যদি বলে, আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় এ বাক্য বলে কেবলমাত্র প্রথমবারের কথাটি পুনঃ ধ্বনিত করেছি তবে তিন তালাক পতিত হবে না। যদি স্বামী বলে دست باز داشتتم (মাফি করীব, নিকটবর্তী অতীতকাল এর সীগার (শব্দের) সাথে বলে)-এবে এ কথা খবর হিসাবে গণ্য হবে। এতে নতুন তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, چهار راه بر تو کشاده است (তোমার জন্য চারিদিকের পথ খোলা আছে)-তবে এতে তালাক হবে না। যদিও সে তালাকের নিয়্যত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ কথা না বলবে যে, যে কোন পথ তুমি অবলম্বন করে নাও। অধিকাংশ মাশাইখ এ কথাই বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র)ও অনুরূপ মতপোষণ করেন। স্বামী যদি তার স্ত্রী বলে, چهار راه بر تو کشادم (আমি তোমার জন্য চারিদিকের পথ খুলে দিয়েছি)-এতে নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। যদিও সে না বলে “এর যে কোনটি তুমি অবলম্বন করে নাও।” ‘মাজমূউন নাওয়াযিল’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন মহিলা তার স্বামীকে دست از من بدار (আমার থেকে তোমার হাত উঠিয়ে নাও) বলার পর স্বামী তাকে বলল, তুমি জাহান্নামে যাও, তাহলে তালাক পতিত হবে। ইমাম নজমুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে; যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, دامت طلاق (আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, তুমি তোমার পথ অবলম্বন কর এবং নিজের রুখি তালাশ কর)-তবে এর হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি



বলেছেন, প্রথম তালাক রাজস্ব হবে। যদি 'নিজের পথ অবলম্বন কর' বলার দ্বারা অন্য তালাকের নিয়্যত না করে তবে প্রথম রাজস্ব তালাকই বাকী থাকবে এবং এ কথার দ্বারা অন্য কোন তালাক পতিত হবে না। আর যদি ঐ শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তাহলে এতে বায়িন তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয়টির সাথে সাথে প্রথমটিও বায়িন হয়ে যাবে। (যখীরা)

৯. মাসআলা : স্ত্রী স্বামীকে **كرار بخريدی بعيب باز ده** (তুমি অধিক মূল্যে খরীদ করেছো, সুতরাং দোষের কারণে তাকে ফেরৎ দিয়ে দাও) বলার পর স্বামী বলল, **باز** (আমি তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দিলাম)-এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী বলে, **ببيع باز دادم** (মা ছাড়া) অর্থাৎ আমি দোষের কারণে ফেরৎ দিলাম তবে নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা) কন্যার স্বামীকে তার পিতা **ده باز از من يمين باز ده** (তুমি আমার থেকে একে বহু মূল্য দিয়ে খরীদ করেছো, সুতরাং তাকে আমার নিকট ফেরৎ দিয়ে দাও) বলার পর স্বামী যদি বলে, **بتوباز دادم** (আমি তোমার নিকট ফেরৎ দিলাম)-এতে নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া) স্ত্রী স্বামীকে **سوگند خور بطلاق من كه فلاں كار نكم** (আমার অমুক কাজ না করার কারণে তুমি আমাকে তালাক দেওয়ার ব্যপারে শপথ কর) বলার পর স্বামী যদি বলে, **خورده كير** (ধরে নাও, আমি শপথ করেছি)-তাহলে শায়খুল ইসলাম উযজুনদী (র)-এর ফাতওয়া হাচ্ছে, এতে তালাক হবে না। কোন মহিলা তার স্বামীকে **من بيكسوى تو بيكسوى** (আমি এক প্রান্তে এবং তুমিও এক প্রান্তে) বলার পর স্বামী যদি বলে, **توبر من چرا** (এমনই ধরে নাও)-এতে তালাক হবে না। স্ত্রী-স্বামীকে **امده كه من زن تونه ام** (তুমি আমার নিকট কেন এসেছো, আমি তো তোমার স্ত্রী নই) বলার পর স্বামী যদি বলে **لى بغير** (ধরে নাও তুমি স্ত্রী নও)-তবে এতে তালাক হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্বীয় শয্যা় আসার জন্য আহ্বান করল। কিন্তু স্ত্রী তার ডাকে সাড়া দিল না। তখন স্বামী তাকে বলল, তুমি আমার নিকট থেকে বের হয়ে যাও। এ কথা শুনে ঐ মহিলা বলল, তাহলে আমাকে তালাক দিয়ে দাও, আমি চলে যাব। স্বামী বলল **اگر ارزوى تو چنين است چنين كير** (যদি তোমার বাসনা এইরূপই হয় তবে তা এইরূপই ধরে নাও) এখন মহিলা কিছু না বলে দাড়িয়ে গেল। এই অবস্থায় তার উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত)

১০. মাসআলা : কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি পুরুষ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয় **چرا كردى** (তুমি এ কাজ করলে কেন?) উত্তরে সে যদি বলে, **كرده نا کرده كير** (ধরে নাও আমি করিনি) অথবা বলে, **كرده تيرى كير** তবে নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন নিয়্যত করলেও তালাক হবে না। এর উপরই ফাতওয়া **نان خوردیم ونبیز** (খুলাসা) কেউ রুটি খাওয়া অথবা শরাব পান করার পর যদি বলে, **نان خوردیم ونبیز** (আমি রুটি খেলাম এবং শরাব পান করলাম। আর আসার স্ত্রীকে তিন)-এ

কথা বলে সে চুপ করার পর কেউ তাকে বলল, তিন তালাক? তখন সে বলল, হ্যাঁ তিন তালাক; এতে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে **اكر توزن منى سه طلاق** (তুমি আমার স্ত্রী হলে তোমাকে তিন তালাক) বলে এবং **طلاق** না বলে **طلاقى** তবে তালাক পতিত হবে না। যদি সে বলে এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি। কেননা **طلاق** শব্দে **يا** উল্লেখ নেই। কাজেই এই মহিলার প্রতি সম্পর্কিত হবে না। কোন মহিলার তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করার পর তার স্বামী যদি বলে **طلاق بردار و رفتى** (তিন তালাক নিয়ে চলে যাও)-তবে তালাক হবে না। অবশ্য এতে স্ত্রীর প্রতি তালাকের ক্ষমতা হস্তান্তর করা প্রমাণিত হবে। কিন্তু তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে **طلاق خود بردار و رفتى** (তোমার তিন তালাক নিয়ে তুমি চলে যাও)-এবে নিয়্যত ব্যতীতই তালাক পতিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীকে আমাকে তালাক দিয়ে দিন বলার পর সে যদি তাকে প্রহার করে এবং বলে **ايك طلاق** (এই তালাক)-এবে তালাক হবে না। কিন্তু যদি বলে, **ايكك طلاق** (এই তোমাকে তালাক)-এবে তালাক পতিত হবে।

১১. মাসআলা : 'মাজমা'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শায়খুল ইসলাম (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রহার করার পর বলে **دار طلاق** (তালাক লও)-তাহলে কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, তালাক হবে না। ইমাম আহমাদ কালানিসী (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঘৃষি দেওয়ার পর তাকে বলে, **ايك يك طلاق** (এই এক তালাক)-তারপর আবার ঘৃষি মেরে বলে, **ايك دو طلاق** (এই দুই তালাক)-এভাবে তিন তালাকের কথা বলে তবে তিন তালাক পতিত হবে। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, সে প্রহারকে তালাক নাম দিয়েছে। তাই তা বাতিল বলে গন্য হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সে যেহেতু এখানে তালাকের কথাও উল্লেখ করেছে কাজেই তালাক পতিত হবে। কোন মাতাল ব্যক্তির স্ত্রী তাকে ছেড়ে পলায়ন করার পর সে যদি তার পেছনে ধাওয়া করে, কিন্তু তাকে ধরতে না পেরে বলে, **سه طلاق** (তিন তালাক)-এবং বলে এর দ্বারা আমি আমার স্ত্রীকেই বুঝিয়েছি তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি কোন কথা না বলে তবে তালাক হবে না (খুলাসা) স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, **دار طلاق** (তালাক লও)-তবে নিয়্যত না করলে স্ত্রীর প্রতি সম্বোধন না থাকার কারণে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, নিয়্যত ছাড়াও তালাক পতিত হবে। এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা। কেননা ওরফের মধ্যে ফারসী **دار** এবং আরবী **دخلى** শব্দটি একই পর্যায়ে। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার তালাক গ্রহণ করে নাও, তবে নিয়্যত ছাড়াই তালাক পতিত হয়। এখানেও ঠিক তদ্রূপ (মুহীত)



১২. মাসআলা : একদা শামসুল আইয়্য উজ্জ্বলদী (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন মহিলা তার স্বামীকে বলল, যদি আমার হাতে আমার তালাকের বিষয়টি থাকত তবে আমাকে আমি এক হাজার তালাক দিতাম। তখন স্বামী من تيز مزار دادم (আমিও হাজার দিলাম) বলল, কিন্তু دادم ترا (তোমাকে দিলাম বলল না)-তাহলেও তালাক হয়ে যাবে। কোন মহিলা তার স্বামীকে 'আমাকে তিন তালাক দিন' বলার পর তার স্বামী যদি বলে, 'এই হাজার' তবে নিয়্যত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর যদি তাকে বলা হয়; তুমি এটা কি করলে, তুমি খারাপ কাজ করেছো, তখন সে যদি বলে, دادش مزار دیگر - তাকে আরো এক হাজার তালাক দিলাম। তবে নিয়্যত ব্যতীত তিন তালাক পতিত হবে। কোন মহিলার যদি তার স্বামীকে বলে من بز تو سه طلاقه ام (আমি তোমার উপর তিন তালাক)-তারপর তার যদি বলে سه طلاقه بیش (তিন তালাক থেকে বেশি) বা বলে بیش (এর থেকেও বেশি) অথবা বলে سه مگر چه صد کو (তিন তালাকের কথা বল না বল কত শত) তাহলে এসব কথা তিন তালাকের স্বীকারোক্তি বলে গন্য হবে। তাই উক্ত মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে।

১৩. মাসআলা : ফকীহ আবু বকর (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, مزار طلاق تو یکنی کردم (তোমার হাজার তালাক এক তালাক সাব্যস্ত করলাম)-তাহলে এর ফয়সালা কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, তিন তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি সে বলে, مزار طلاق ترا ایکی کنم (তোমার হাজার তালাককে আমি এক তালাক দিব)-এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে (যখীরা) ইমাম নজমুদ্দিন (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, স্বামী তার স্ত্রীকে 'আমরা সতর্কতা হেতু আমাদের বিবাহকে নবায়ন করে নিতে বলার পর স্ত্রী তাকে বলল, হারামের কারণ বর্ণনা কর এবং এ নিয়ে সে তার সাথে ঝগড়া করল। তারপর সে যদি তাকে বলে, سزای این زنکاں این است که همچنین حرام میداری (এ জাতীয় মহিলাদের শাস্তি এরূপই যে তাদেরকে হারাম রাখা)-তাহলে এই কথা হারাম হওয়ার স্বীকারোক্তি হিসাবে গন্য হবে। কিন্তু স্বামী যদি سزای این زنکاں اینست که حرام داری (এ জাতীয় মহিলাদের শাস্তি এরূপই যে তাদেরকে হারাম রাখা) বলে তখন তালাক পতিত হবে না। কেননা এখানে মহিলার প্রতি সম্বোধন নেই। কিন্তু প্রথমোক্ত বাক্যটি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা این زنکاں (এ জাতীয় মহিলাদের) শব্দ গুলোতে হারাম হওয়ার কথা প্রতীয়মান হয়। (খুলাসা: বিবিধ মাসাইল)

১৪. মাসআলা : শায়খুল ইসলাম ফকীহ আবু নসর (র) জিজ্ঞাসা করা হল, কোন মাতাল ব্যক্তি বলল, আমি তোমাকে তালাক দেই, তুমি কি এটা চাও? উত্তরে স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, তখন স্বামী বলল তুমি আমার স্ত্রী হলে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, তুমি উঠ এবং আমার এখান থেকে বের হয়ে যাও। তারপর স্বামী যদি দাবী করে যে, সে

তালাকের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেনি তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত) শায়খ আবু বকর (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোন মাতাল ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে بیزارم بیزارم بیزارم تو مرا چیزی نباشی (আমি অসন্তুষ্ট, আমি অসন্তুষ্ট, আমি অসন্তুষ্ট তুমি আমার কিছুই নও)-এবং এর উত্তরে স্ত্রী বলে, আর কত বকবক করবে? আমি আশংকা করছি হয়তো আমার ও তোমার মধ্যে কোন সম্পর্ক বাকী নেই। তখন স্বামী বলল چنین خواهم (আমি এমনটিই চাই)-তারপর স্বামী সুস্থ হওয়ার পর বলল, এসবের কোন কথাই আমার মনে নেই। তাহলে এর সমাধান কি? জবাবে তিনি বললেন, তালাক হবে না বলে আমি আশাবাদী, সে তার স্ত্রী হিসাবেই থাকবে। (তাতারখানিয়া) 'ফাতাওয়ায়ে নাসাফী'তে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন পুরুষ বলে, ان زن که مرا نجانی است به طلاق (আমার যে স্ত্রী ঘরের মধ্যে আছে তাকে তিন তালাক)। অথচ তালাকের সময় তার স্ত্রী ঘরের ভেতর ছিল না, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা ও মুহীত)

১৫. মাসআলা : ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে যে, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে স্বামী যদি তাকে বলে, ترا يك طلاق ترا يك طلاق (তোমাকে এক তালাক তোমাকে এক তালাক)-তবে এ কথা انت طالق انت এর মতে বলে গন্য হবে। (যখীরা) স্ত্রী যদি বলে, مرا طلاق ده، مرا طلاق ده، مرا طلاق ده (আমাকে তালাক দাও এবং আমাকে তালাক দাও এবং আমাকে তালাক দাও, এর উত্তরে স্বামী যদি বলে دادم (দিলাম)-তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি مرا طلاق ده، مرا طلاق ده، مرا طلاق ده (আমাকে তালাক দাও, আমাকে তালাক দাও-আমাকে তালাক) বলার পর স্বামী বলে مرا طلاق کن، مرا طلاق کن (আমাকে তালাক দাও)-তবে কে তালাকই পতিত হবে? স্ত্রী, مرا طلاق کن (আমাকে তালাক দাও) বলার পর স্বামী যদি বলে کردم کردم کردم (করলাম, করলাম, করলাম)-তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। এটাই বিদ্বৎমত। মহিলা তার স্বামীকে مرا طلاق ده (আমাকে তালাক দাও) বলার পর, স্বামী যদি বলে این نیز داد وآن (এটাও দিলাম এবং ওটাও)-এতবে তালাক হয়ে যাবে। যদি সে তালাকের নিয়্যত করে। কিন্তু নিয়্যত না করলে তালাক হবে না। (ফুসূলে ইমাদিয়া : ২২তম অনুচ্ছেদ : খুলার বিবরণ)

১৬. মাসআলা : কোন মহিলা তার স্বামীকে من وکیل تو هستم (আমি তোমাকে উকিল) বলার পর স্বামী যদি বলে হ্যাঁ, তুমি আমার উকিল। তারপর মহিলা বলে, আমি তো بر من حرام گشتی ما را جدا باید (তুমি আমার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো। সুতরাং এ আমার জন্য উচিত পৃথক হয়ে যাওয়া)-তাহলে স্বামী যদি 'উকিল বানান দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে সংখ্যার নিয়্যত না করে তবে এক তালাকে রাজস্ব পতিত হবে। আর যদি বিচ্ছিন্নতার নিয়্যত করে সংখ্যার

১. উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, স্ত্রীর ২য় বারের কথায় দাও। এর উল্লেখ নেই। (সম্পাদক)



নিয়ত না করে তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। এটি সাহিবায়নের অভিমত। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুযায়ী এক তালাকও না হওয়া উচিত। যেমন কোন ব্যক্তিকে এক তালাক দেওয়ার জন্য উকিল নিয়োগ করার পর সে যদি তিন তালাক দেয় তবে একটিও পতিত হয় না। (খুলাসা)-এর উপরই ফাতওয়া। ইমাম নজমুদ্দিন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে খুলা করার পর ইদ্দতের অবস্থায় সে যদি তাকে বলে, **دائمته سله طلاق** (আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম)-এর চেয়ে বেশী কিছু না বলে, তবে এর হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বলেছেন, যদি সে তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু নিয়ত না করলে পতিত হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে **طلاق دائم** (আমি তোমাকে তালাক দিলাম)-তারপর তাকে লোকেরা ভৎসনা করার পর সে বলল, **دیگر دائم** (পুনরায় দিলাম) কিন্তু এ সময় সে 'তাকে' এবং তালাক শব্দটি উল্লেখ করেনি, তাহলে সে যদি ইদ্দতের মধ্যে এ কথা বলে থাকে তবে তালাক হবে। (ফুসুলে ইমাদিয়া ২২তম অনুচ্ছেদ) কোন ব্যক্তিকে বলা হল, **این فلانه زن تو هست** (এই অমুক মহিলা কি তোমার স্ত্রী) সে বলল, হ্যাঁ, সে আমার স্ত্রী। তারপর তাকে পুনরায় বলা হল, **این زن تو سله طلاقه هست** (তোমার এই স্ত্রী তো তিন তালাকপ্রাপ্ত) সে বলল, হ্যাঁ। মাশায়িখে কিরামের মতে এতে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি পরে বলে যে, আমি তিন তালাকের কথাটি শুনি নি। আমি শুধু একি তোমার স্ত্রী এই কথাটি শুনেছি, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে। যদি **این زن تو سله طلاقه هست** বাক্যটি উচ্চ আওয়াজে না বলা হয়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে **زن از تو سله طلاق که** (তোমার স্ত্রী তোমার থেকে তিন তালাক। যদি তুমি এই কাজ করে থাকো) বলায় পর সে যদি বলে হাজার তালাক, তবে এ কথাটি জবাব হিসাবে গন্য হবে। সুতরাং এই লোকটি এ কাজ না করে থাকলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (যহীরিয়া)

১৭. মাসআলা : স্ত্রী তার স্বামীকে **من باتو نمیشم** (আমি তোমার সাথে থাকতে পারব না) বলায় পর স্বামী বলল **مباش** (থেকো না)। তারপর স্ত্রী বলল, **طلاق بدست تو** (তালাক তো তোমার হাতে আমাকে তালাক দিয়ে দাও) এখন স্বামী বলল, **طلاق میکنم طلاق میکنم** (তালাক দিয়ে দিচ্ছি, তালাক দিয়ে দিচ্ছি)-একথা সে তিনবার বলল, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু **کنم** বললে এ হুকুম হবে না। কেননা **کنم** শব্দটি শুধুমাত্র ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং সন্দেহের কারণে বর্তমান তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। 'মুহীত' গ্রন্থে আছে যদি কেউ বলে **اطلق** (আমি তালাক দিয়ে দিব)-তবে তালাক হবে না। কিন্তু যদি অধিক ব্যবহার বর্তমান কালের উপর হয় তবে তালাক হয়ে যাবে। 'আয়মানে মাজমু'উন

নাওয়াযিলে'র মধ্যে আছে, ইমাম নজমুদ্দিন (র) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি কোন মহিলা তার স্বামীকে বলে **من بر تو سله طلاقه ام** (আমি তোমার উপর তিন তালাক)-এরপর স্বামী বলল, কখনো নয়। তাহলে এতে কি তিন তালাক পতিত হবে। জবাবে তিনি বললেন, না তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি সে তালাকের নিয়ত করে তবে তালাক পতিত হবে। স্ত্রী স্বামীকে **جلال بر تو حرام** (আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা তোমার জন্য হারাম) বলার পর স্বামী যদি বলে হ্যাঁ, তবে এক তালাকের দ্বারা সে হারাম হয়ে যাবে। ইমাম নজমুদ্দিন (র) কে প্রশ্ন করা হয়েছে, স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি তোমার মায়ের বাড়ীতে চলে যাও বলার পর স্ত্রী যদি বলে' **طلاق ده تا بروم** (তালাক দিয়ে দাও তাহলেই চলে যাব) স্ত্রীর এ কথা শুনে স্বামী যদি বলে **توبرو من طلاق دما دم فرستم** (তুমি চলে যাও, আমি সর্বদা তালাক প্রেরণ করতে থাকব)-তবে এর সম্বন্ধে শায়খ বলেন, এতে তালাক হবে না। কেননা এটি হচ্ছে অঙ্গীকার (খুলাসা)

১৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, **طلاق ترا** (তোমাকে তালাক) অথবা বলে, **طلاق تو** (তালাক তোমাকে)-তবে তালাক হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আগে পরের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। (খায়ানুতল মুফতিয়িন) শায়খুল ইসলাম নজমুদ্দিন নাসাফী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি যার দুই স্ত্রী আছে সে তার এক স্ত্রীকে বলল, **طلاق ان دیگر ترا دادم تو این سله طلاق بوی ده** (এ স্ত্রীর তালাকসমূহ আমি তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম, তুমি এই তিন তালাক তাকে প্রদান করবে)। একথা বলার পর এই স্ত্রী বলল, তিন তালাক তাকে দিলাম। আর আমি জানি যে, ঐ স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত। এখন কথা হল, স্বামী যাকে সম্বোধন করে কথা বলেছে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে কিনা, এ সম্বন্ধে শায়খ নজমুদ্দিন (র) বলেন, এর প্রতিও তালাক পতিত হবে না এবং ওর প্রতিও তালাক পতিত হবে না। এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল, যখন সে কোন বাচ্চাকে দেখত তখন বলত, হে ছয় তালাকপ্রাপ্ত মহিলার পুত্র! একদিন হঠাৎ সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল, তখন তার নিজ সন্তান তার সামনে আসলে সে মনে করল যে, এ হয়তো অন্য কারো সন্তান। এরূপ ধারণা করে বলল, যাও হে ছয় তালাকপ্রাপ্ত মহিলার পুত্র। অথচ তার জানা নেই যে, এটি তার নিজেরই সন্তান। তাহলে তার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর তাকে কেউ বলল, **بیاتا اشتی کنت** (এসো তোমাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেই) জবাবে স্বামী বলল, **میاں ما دیوار آهنی می باید** (মিয়া আমাদের মধ্যেতো লৌহ প্রাচীর আবশ্যক) স্বামীর এইরূপ বক্তব্যের কারণে স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক পতিত হবে না এবং একথা তিন তালাকের স্বীকারোক্তি বলেও গন্য হবে না। মহিলা তার স্বামীকে **من بر تو سله طلاقه ام** (আমি তোমার উপর তিন তালাক) বলার পর স্বামী যদি বলে, **تو بر سله طلاقه** (তোমার কি তিন তালাক আর কি হাজার তালাক)-তবে এতে তালাক হবে না (যহীরিয়া)



১৯. মাসআলা : শায়খ নজমুদ্দীন (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কারো স্ত্রী তার স্বামীকে **طلاق مرا** (আমার তোমার সাথে থাকা হবে না, আমাকে তালাক দিয়ে দাও) বলার পর স্বামী যদি তাকে বলে, **چون تو دوی طلاق داده** (যখন তুমি যাবে তখন তোমার প্রতি তালাক হয়ে যাবে)-এ বক্তব্যের পর স্বামী যদি দাবী করে যে, এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি, তবে তা গ্রহণ করা হবে কিনা? এ সম্বন্ধে ইমাম নজমুদ্দীন (র) বলেন, হ্যাঁ গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য ইমামগণও এ বিষয়ে তাঁর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (যখীরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তিকে দেখেছে বলে অপবাদ দেওয়ার একদা সে তাকে নিজ ঘরে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, **زن غررا طلاق دادم** (বদকার মহিলাকে তালাক দিয়ে দিলাম) এহেন অবস্থায় কেউ কেউ বলেন, নিয়্যত করলে তার উপর তালাক পতিত হবে। আবার কোন কোন ফকীহ বলেন, নিয়্যত ছাড়াও তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তি তার বন্ধুদের একত্রিত করে স্ত্রীকে খানা পাকানোর জন্য বললে, সে তা না করে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন স্বামী বলল, **زنیکه دوست و دشمن مرا نبود از من بسه طلاق** (যে মহিলা আমার দোস্ত ও দুশমন বুঝে না তাকে আমার পক্ষ হতে তিন তালাক) 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, এতে মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তির কিছু চাকর-চাকরানী আছে, তারা সব সময় তার স্ত্রী বদনাম করত। একদিন সে বলল **چندان کردید که بسه طلاق کردیدش** (তোমরা এত বলেছ যে, তাকে তিন তালাকপ্রাপ্ত করে দিয়েছো) অথবা বলল, **چندان کردید که سه طلاقه کردیدش** তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (মুহীত)

২০. মাসআলা : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে **دادمت يك طلاق** (তোমাকে আমি এক তালাক দিলাম) বলার পর চুপ করে থাকে, তারপর বলে এবং দুই তালাক এবং তিন তালাক তবে তিন তালাক পতিত হবে। যদি **ترا يك طلاق** (তোমাকে এক তালাক) বলে চুপ করে এরপর বলে এবং দুই তবে তিন তালাক পতিত হবে। যদি দুই শব্দটি **حرف** তথা 'এবং' ছাড়া বলা হয় এবং এ অবস্থায়ও তার **عطف** এর নিয়ত থাকে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। আর যদি **عطف** এর নিয়ত না থাকে তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। (খুলাসা) স্বামী তার স্ত্রীকে **ترا طلاق دادم خريد** (আমি তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি কি তা খরীদ করেছো?)-বলার পর স্ত্রী যদি বলে, **خريدم وخويش را سه** (হ্যাঁ খরীদ করেছি এবং নিজেকে তিন তালাক প্রদান করলাম)। এ কথা শুনে স্বামী বলল, **راستی** (তুমি খালাস)। যদি **راستی** কথার দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্য হয় যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। অন্যথায় একটি রাজদৈ তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, **از تو بيزار شدم** (আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট)-তবে নিয়্যত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীকে **بيزار** (তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমার থেকে

তোমার হাত সরিয়ে নাও) বলার পর স্বামী যদি বলে, **بيزار شدم** (আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলাম) তবে এ বক্তব্যের দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়্যত শর্ত। আর মহিলার এ কথা তালাকের আলোচনার অবস্থা বলে গন্য হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে **مرا باتو کاری نیست و ترا با من نی** (তোমার সাথে আমার কোন কাজ নেই এবং আমার সাথেও তোমার কোন কাজ নেই)। সুতরাং তোমার নিকট আমার যা আছে তা দিয়ে দাও এবং তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাও, তবে এতে নিয়্যত ছাড়া তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা)

২১. মাসআলা : নজমুদ্দীন (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, **بر خیز و بخانه ما در دو سه ماه عده من بدار** (উঠ এবং তোমার মায়ের বাড়িতে চলে যাও আর আমার পক্ষ হতে তিন মাস ইদত পালন কর)-এরপর বলে, **دادمت يکی** (আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম, তারপর পুনরায় বলল, আমি এই শেষ বাক্যটি এ জন্য বলেছি যাতে তুমি প্রথম বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ না থাক। স্ত্রীর সাথে এরূপ আলোচনা হওয়ার পর এই স্ত্রীকে বিবাহ করা স্বামীর জন্য জায়েয হবে কি? জবাবে তিনি বললেন না, সে তো তিন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে (যখীরিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, **مکنای مदीنا دیرتر نیا** (তুও از من چنان دوری چنانکه مکه از مدینه) (তুমি আমার থেকে দূরে)-তবে এতে নিয়্যত ছাড়া তালাক পতিত হবে না। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে **زن تو بر هزار طلاقه است** (তোমার স্ত্রী তোমার উপর এক হাজার তালাক) বলার পর সে অপর ব্যক্তিকে বলল **است** (তোমার স্ত্রীও তোমার উপর এক হাজার তালাক) তাহলে শায়খ ইমাম নাসাফী (র)-এর মতে ঐ পুরুষের স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। শায়খ (র) বলেন, ইবন সিম'আ (র) রিওয়ায়েত অনুযায়ী এই ফাতওয়া। তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে তালাক হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে **تو مرا نشائی تا قیامت او همه عمر** (তুমি কিয়ামত বা বাকী জীবন আমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে না তবে এতে নিয়্যত ব্যতীত তালাক হবে না। যদি বলে, **ویراشوی جلاله می باید** (তার জন্য হালালকারী স্বামী আবশ্যিক)-এবে তিন তালাক পতিত হবে। (খুলাসা)

২২. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে **تو حيله خویشان کن** (তুমি নিজের জন্য কৌশল অবলম্বন কর) তবে এ কথা স্বামীর পক্ষ হতে তিন তালাক প্রদানের স্বীকারোক্তি হিসাবে গন্য হবে না। কিন্তু যদি বলে, **حيله زنان کن** (মহিলাদের ন্যায় কৌশল অবলম্বন কর)-তবে নিয়্যত করলে এটি তিন তালাকের স্বীকারোক্তি হিসাবে গন্য হবে। যদি বলে **میان ما راه نیست** (মিয়া আমাদের কোন রাস্তা নেই) এবং তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি নিয়্যত না করে তবে তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি বলে **این ساعت میان ما راه نیست** (এ মুহর্তে মিয়া আমাদের সামনে কোন পথ নেই) তবে নিয়্যত ব্যতীত কিছু হবে না। যদি বলে, **میان ما دیوار آهنین می باید** (মিয়া



আমাদের মধ্যে লৌহ প্রাচীর আবশ্যক) এবে তালাক পতিত হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) কোন মহিলা তার স্বামীকে **مرا طلاق ده هر سه** (আমাকে পুরা তিনটি তালাক প্রদান করুন) বলার পর আবার বলল **دادی** (দিলে তো) উত্তরে স্বামী বলল, **دادم** (দিলাম না)-এ কথাটি সে কঠোরভাবে বললে, এতে প্রত্যাখ্যান প্রতীয়মান এবং এতে তালাক হবে না। আর যদি নরম ভাষায় বলে তবে তালাক পতিত হবে। অনুকূলভাবে যদি **ه** (না) বলা ছাড়া শুধু বলে তবে তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া : হুজ্জাত এর সূত্রে) 'মাজমুউন নাওয়ামিল' গ্রন্থে আছে, স্ত্রী তার স্বামীকে **آخر زن توام** (কিছু না হলেও তো আমি তোমার স্ত্রী) বলার পর স্বামী যদি বলে, **نه نه نه** (না তুমি এবং না-তোমার স্ত্রী হওয়া) তবে এতে তালাক হবে না। (মুহীত)

২৩. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, تو زن من نشی (তুমি আমার স্ত্রী নও)-এবে এতে তালাক হবে না। যদিও সে তালাকের নিয়তে এ কথা বলে। এটাই পসন্দনীয় অভিমত। (জাওয়াহিরুল আখলাতী) ইমাম দাবুসী(র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, هشته هشته حرامی حرامی (ছাড়া হয়ে গেছে, ছাড়া হয়ে গেছে, তুমি হারাম, তুমি হারাম)-এবং এ অবস্থায় সে যদি বলে, আমি এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করিনি, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। এবং তিন তালাক হয়ে যাবে। (হাবী) 'নাসফিয়া' গ্রন্থে আছে কোন মহিলা তার স্বামীকে কেবল বলল, يا تو نا باشيده كير (আমি তোমার সাথে থাকব না) কথা শুনে তার স্বামী বলল, (না থাকাটাই ধরে নাও)-তারপর তার স্ত্রী বলল, এটি কেমন কথা হল? যা আল্লাহ ও তার রাসূল (সা)-তাই কর। ভালভাবে বল, তালাক, তাহলে আমি চলে যাব। তখন তার স্বামী বলল, طلاق کرده كير برو (ধরে নাও তালাক হয়ে গেছে এবং তুমি চলে যাও)-এ অবস্থায় তালাক হবে কি না? উত্তরে শায়খ বললেন, যদি সে তালাক প্রদানের নিয়তে এসব কথা বলে থাকে তবে এক তালাক পতিত হবে। তখন তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল। طلاق کرده كير কি এক তালাক নয় এবং বের হয়ে যাও। কি আরেক তালাক নয়? জবাবে তিনি বললেন, এই উভয় বাক্যতে এক তালাকই হবে। কিন্তু সে যদি দুই তালাকের নিয়্যত করে তবে তাও সহীহ হবে। (তাতারখানিয়া) শায়খুল ইসলাম আতা ইব্ন হামযা (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিল এবং সে তাকে তিন তালাক দিয়েছে বলে বাহ্যিক কোন প্রমাণ নেই। এ অবস্থায় কেউ তাকে বলল তুমি তাকে পুনঃ বিবাহ করে নিচ্ছ না কেন? জবাবে সে বলল، دی مرا نشاید (সে আমার জন্য মানানসই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কারো চেহারা প্রত্যক্ষ করবে)-তারপর সে দাবী করল যে, এ বক্তব্যের দ্বারা আমি তার পিতা ও মায়ের চেহারাকে বুঝিয়েছি। আমি তাকে তিন তালাক দিইনি। এ বিষয়ে শায়খ (র) কে প্রশ্ন করার পর জবাবে তিনি বললেন, এতে স্ত্রীর তিন তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি রয়েছে। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে এই ফয়সালা দেওয়া হবে। (যহীরিয়া)

২৪. মাসআলা : ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে যে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হওয়ার পর স্ত্রী স্বামীকে **من نا تو نميباشم** (আমি তোমার সাথে থাকব না) বললে পর স্বামী তাকে বলল, **انت طالق واحدہ وثلثین وثلاثا** (যদি না থাক তবে তোমাকে এক তলাক এবং দুই তলাক এবং তিন তলাক)। এ কথা শুনে স্ত্রী বলল **ميباشم** (আমি থাকব)-এবে তিন তলাক পতিত হবে। পিতা কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর ব্যাপারে ভর্ৎসনা করার পর পুত্র যদি বলে **سہ دادمش سے طلاقہ** (যদি আপনার পসন্দ না হয় তবে তাকে তিন তলাকই দিলাম)-এ কথা শুনে পিতা বলল **مرا خوش است** (আমার নিকট সে পসন্দনীয়)-তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্বের হুকুম প্রযোজ্য হবে। বস্তুতঃ এ মাসআলাটি গালি এবং প্রতিশোধের মাসআলার অনুরূপই। অতএব সে যদি **پس** (কাজেই) শব্দটি ব্যবহার না করে তবে তা তালীক (শর্তযুক্ত) হবে। অর্থাৎ শর্ত পাওয়া গেলে তলাক হবে। অন্যথায় তলাক হবে না। উপরোক্ত মাসআলা দু'টো নিম্নোক্ত মাসআলার অনুরূপ নয়। আর তা হল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীকে **مرا** (যদি তুমি আমাকে না চাও তবে তোমাকে তলাক) বলার পর স্ত্রী যদি বলে **مينخواهم** (আমি তোমাকে চাই)-তবে তলাক পতিত হবে না। কেননা এটি শর্তযুক্ত তলাক। অর্থাৎ চাওয়ার সাথে সম্পর্কিত তলাক। আর চাওয়া একটি গোপনীয় অভ্যন্তরীণ বিষয়। এর উপর অবহিত হওয়া যায় না। কাজেই এটি মহিলার ইখতিয়ারের সাথেই সম্পর্কিত হবে। আর উক্ত মহিলা তার সে ইখতিয়ারের কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। সুতরাং তলাক হবে না। পক্ষান্তরে **دادمش** (আমি তাকে দিলাম) বাক্যটি তালীক নয়। বরং **تحقيق** এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ বাক্য বলার সাথে সাথেই তলাক পতিত হবে। (খুলাসা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে **من دور باش از من** (তুমি আমার থেকে দূর হয়ে যাও)-তবে নির্যাত করলে তলাক হয়ে যাবে। যদি বলে **از بيزارم** (আমি মহিলাদের থেকে অসন্তুষ্ট এবং তাদেরকে বিবাহ করা থেকেও আমি নারাজ)-এবে তলাকের নির্যাত করলে তলাক পতিত হবে। অন্যথায় তলাক হবে না। (তাতারখানিয়া)



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ তাফবীয তালাকের বিবরণ [এতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

### প্রথম অনুচ্ছেদ : ইখতিয়ারের বিবরণ

১. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে اختاری তথা তুমি ইখতিয়ার কর বলে অথবা তুমি তোমার নিজের নফসকে তালাক দাও, তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মজলিসে (বৈঠকে) থাকবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মজলিস হতে না দাঁড়াবে অথবা অন্য কোন কাজ শুরু না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। যদিও এই মজলিস (যা বর্তমান অবস্থা) দীর্ঘ হয় যেমন একদিন কিংবা এর চেয়েও বেশী। স্বামী মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর স্ত্রী যদি ঐ মজলিসে বসা থাকে, তবে এই অবস্থায়ও স্ত্রীর হাতে তালাকের ইখতিয়ার থাকবে। স্ত্রীকে এভাবে ইখতিয়ার দেওয়ার পর স্বামী তা প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং তা ভঙ্গও করতে পারবে না। এমনিভাবে স্ত্রীকে যে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে পারবে।-(আল-জাওহারা তুন নায্যারা) যদি মহিলা তার ইখতিয়ার গ্রহণ করার আগে উঠে যায় অথবা যে কাজে রত ছিল সে কাজ বাদ দিয়ে অন্য কোন কাজ শুরু করে, তবে এতে একথা প্রতীয়মান হবে যে, সে তার প্রাপ্ত ইখতিয়ারকে নাকচ করে দিয়েছে। যেমন আহার করার জন্য খানা আনতে বলল, অথবা ঘুমিয়ে পড়ল কিংবা মাথার চুল চিরুণী করতে শুরু করল অথবা গোসল করল বা খিযাব লাগাতে আরম্ভ করল অথবা স্বামীর সাথে সহবাস করতে আরম্ভ করল কিংবা বেচাকেনার ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ শুরু করে দিল ইত্যাদি। এসব কাজে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)

২. মাসআলা : ইখতিয়ার পাওয়ার পর যদি মহিলা পানি পান করে তবে এতে ইখতিয়ার বাতিল হবে না। কেননা মহিলা তো পানি পান করেছে ঋগড়ায় শক্তি অর্জন করার জন্য। এমনিভাবে যদি সামান্য পরিমাণ বস্তু ভক্ষণ করে এবং তা চেয়ে না আনে তবে এতেও ইখতিয়ার বাতিল হবে না। (তাবয়ীন) যদি মহিলা বসে বসে ঘুমায় অথবা জায়গাতে না দাঁড়িয়ে কাপড় চোপড় পরিধান করে অথবা এমন সামান্য কোন কাজ করে

যার কারণে প্রদত্ত ইখতিয়ারের প্রতি তার অনীহা প্রমাণ হয় না। তবে এর দ্বারা ইখতিয়ার বাতিল হবে না। স্বামী কর্তৃক ইখতিয়ার প্রদানের পর মহিলা যদি বলে, তোমরা আমার জন্য সাক্ষী ডেকে দাও আমি তাদেরকে আমার ইখতিয়ারের ব্যাপারে সাক্ষী নিয়োজিত করব অথবা বলে, আমার পিতাকে ডেকে দাও আমি তার সাথে পরামর্শ করব অথবা মহিলা দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল এ কথা শুনে হেলান দিল বা বসে গেল, তবে সে তার ইখতিয়ারের উপর বহাল থাকবে। এমনিভাবে বসা থেকে যদি হেলান দেয় তবে এ অবস্থায়ও ইখতিয়ার অক্ষুণ্ণ থাকবে। এটাই বিগততম মত। যদি বসা থেকে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, তবে এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র)-এই কথাই বলেন। অপর বর্ণনা মতে বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে মহিলা যদি দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সাওয়ার হয়ে যায় তবে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি সে এক প্রাণীর উপর হতে অন্য প্রাণীর উপর গিয়ে সাওয়ার হয় তবে এ ক্ষেত্রেও তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি মহিলা হেলান দেওয়া হতে সোজা হয়ে বসে তবে তার ইখতিয়ার বাতিল হবে না। (যহীরিয়া) যদি সাওয়ারী থেকে নেমে যায় কিংবা মাটি থেকে সাওয়ারীতে আরোহণ করে তবে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। (খুলাসা)

৩. মাসআলা : মহিলা সাওয়ারীর উপর চলতে ছিল তারপর এ কথা শুনে থেমে গেল তবে তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। আর যদি গুলার পরও চলতে থাকে তাহলে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য স্বামী কথা বলে চূপ করতেই সে যদি প্রদত্ত ইখতিয়ার গ্রহণ করে নেয় তবে তা বাতিল হবে না। চলতে থাকলে ইখতিয়ার বাতিল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সাওয়ারীর চলা মূলতঃ মহিলার চলা এবং সাওয়ারীর থামা মূলতঃ মহিলার থামা। কাজেই তার চলতে থাকা মজলিস পরিবর্তনেরই নামান্তর। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার) মহিলা থেমে থাকা সাওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় থাকলে। তারপর এ কথা শুনে চলতে আরম্ভ করলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। সাওয়ারীর পশু দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর কথার জবাব দিয়ে পরে চলতে আরম্ভ করলে অথবা চলমান অবস্থায় স্বামীর কথা যে কদমে শুনেছে ঐ কদমেই সে যদি তার জবাব দেয়, তবে তখনই সে তার স্বামী থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। হেটে চলা অবস্থায়ও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি জবাব দেওয়ার আগে মহিলা সামনের দিকে কদম রাখতে আরম্ভ করে, তাহলে সে তার স্বামী থেকে বায়িনা হবে না। সাওয়ারীর জানোয়ার চলমান ছিল কিন্তু এ কথা শুনে তাকে সে থামিয়ে দিল তবে তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। স্বামীর পক্ষ হতে ইখতিয়ার দেওয়ার অবস্থায় যদি সে ঘরের ভেতর থাকে এবং এরপর ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হেঁটে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রেও তার ইখতিয়ার বাকী থাকবে। নৌকার হুকুম ঘরের অনুরূপ নয়। সাওয়ারী জানোয়ারের



হুকুমের অনুরূপ নয়। শামসুল আইন্যা হুলওয়ানী (র) বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে ইখতিয়ার দান কালে তারা উভয়ে দুই সাওয়ারীর উপর আরোহন অবস্থায় থাকুক কিংবা এক সাওয়ারীর উপর থাকুক অথবা একজন আরোহন অবস্থায় আর অপরজন পায়ে হেঁটে চলুক অথবা দুইজন দুই নৌকাতে থাকুক কিংবা একই নৌকাতে থাকুক অথবা দুই হাওদার মধ্যে থাকুক সব অবস্থায় হুকুম একই ধরনের। হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। এমনকি যদি উভয় এক ব্যক্তির কাঁধের উপর সাওয়ার থাকে এবং যে কদমে স্বামী তার স্ত্রীকে ইখতিয়ার দিয়েছে ঐ কদমেই সে যদি নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয়, তবে সে তার স্বামী থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। অন্যথায় বায়িনা হবে না। (ফুসূলে ইমদিয়াঃ ২৩তম অনুচ্ছেদ) উট যে হাওদা টেনে নিয়ে যায় সে হাওদার ভিতরে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অবস্থান করে তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার বাতিল হবে না। (ইতাবিয়া) বসার অবস্থার পরিবর্তনের কারণেও ইখতিয়ার বাতিল হবে না। যেমন মহিলা হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় ছিল পরে সে চারজানু হয়ে বসল, অথবা চারজানু হয়ে বসা অবস্থায় ছিল, পরে হাঁটু গেড়ে বসল তবে এত ইখতিয়ার বাতিল হবে না (যহীরিয়া)

৪. মাসআলা : স্বামী স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়ার পর স্ত্রী নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করার পূর্বেই স্বামী যদি তার হাত ধরে তাকে নিজ স্থান থেকে উঠিয়ে দেয় অথবা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার সাথে সহবাস করে, তাহলে স্ত্রীর হাতে যে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল তা তার হাত থেকে বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাতিল হয়ে যাবে। 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' কিতাবে 'আসল' গ্রন্থ যা ইমাম খাহারযাদা (র)-এর কপি এর সূত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, মহিলাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে তার নিকটে কোন লোক না থাকার কারণে সে নিজে যদি সাক্ষী ডাকার জন্য উঠে তবে তার দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো সে এ জন্য নিজের স্থান পরিবর্তন করবে অথবা স্থান পরিবর্তন করবে না। যদি স্থান পরিবর্তন না করে তবে কোন ইমামের মতেই তার ইখতিয়ার বাতিল হবে না। আর যদি স্থান পরিবর্তন করে তবে এফেত্রে মাশায়িখে কিরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। তাঁদের এ মতভেদের কারণ হল, কারো মতে মহিলার অনিহা বা মজলিস পরিবর্তন করার ভিত্তিতেই মূলত ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যায়। কাজেই এতদুভয়ের কোন একটি পাওয়া গেলে মহিলার প্রাপ্ত ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ বলেন, শুধু অনিহার কারণেই ইখতিয়ার বাতিল হয়। মূলতঃ এটিই বিগততম অভিমত। অতএব কোন মহিলা যদি বলে *خوشتن خریدم* (আমি আমাকে খরিদ করলাম)। তারপর তার স্বামী বসা থেকে উঠে এক দুই কদম হেঁটে তার নিকট গিয়ে যদি তাকে বলে, *فروختم* (বিক্রি করলাম)-তবে খুলা সহীহ হবে। এই কথাটি কোন কোন ফকীহ-এর কথার সাথে মিলে যায়। (খুলাসা) স্বামী তার স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়ার পর সে যদি নামায পড়তে শুরু করে দেয় তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। চাই নামায ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব বা নফল। মহিলার নামায-রত অবস্থায় তার স্বামী তাকে ইখতিয়ার দেওয়ার পর সে যদি

নামায পূর্ণ করা এবং এবং এ নামায যদি ফরয বা ওয়াজিব যেমন বিতর নামায হয় তবে নামায থেকে ফারিগ না হওয়া পর্যন্ত তার ইখতিয়ার বাতিল হবে না। আর যদি নফল নামায হয় এবং দুই রাক'আত আদায় করার পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে দেয় তবে তার ইখতিয়ার বলবৎ থাকবে। কিন্তু যদি দুই রাক'আতের পর আরো অতিরিক্ত আদায় করে তবে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যদি যুহরের চার রাক'আত সুন্নাত আদায়ের অবস্থায়ের তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয় এবং সে এই চার রাক'আত নামায পূরা করে নেয় দুই রাক'আতের পর সালাম না ফিরায় তবে এ ব্যাপারে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, নফল নামাযের মত এ ক্ষেত্রে এ তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, বাতিল হবে না। এটাই সহীহ অভিমত। (বাদায়ে) ইখতিয়ার প্রাপ্তির পর যদি মহিলা কিছু সময় তাসবীহ পড়ে বা সামান্য কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে তবে ইখতিয়ার বাতিল হবে না। কিন্তু দীর্ঘ সময় পড়লে বাতিল হয়ে যাবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা)

৫. মাসআলা : মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে, তুমি যদি আমাকে তালাক দিতে চাও তবে আমাকে দাও এতে তার ইখতিয়ার বাতিল হবে যাবে। কাজেই সে তালাক দিলে ঐ তালাক পতিত হবে না, কিন্তু যদি বলে, তুমি তোমার সুখে আমাকে তালাক দিবে না কেন? এরপর সে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করে তাহলে তালাক পতিত হবে। এই মতটি 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেয় এবং তাকে যদি গুফ'আ সম্পর্কেও খবর দেওয়া হয় তাহলে তার জন্য বাঞ্ছনীয় হল এভাবে বলা *اخترتها* (আমি উভয়টিই গ্রহণ করলাম) (ইতাবিয়া) স্বামী স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়ার পর সে যদি তা না শুনে অথবা সে যদি তখন অনুপস্থিত থাকে তাহলে মজলিসে ইলম (তার জ্ঞাতির অবস্থা) পর্যন্ত তার ইখতিয়ার বলবৎ থাকবে। যদি স্বামী দাবী করে যে, যখন আমি এই কথা বলেছি তখনই আমি তা তাকে জানিয়ে দিয়েছি, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত : সারাখসী) উল্লেখ্য যে স্বামীর ইখতার (اختاری) বলার মধ্যে তালাকের নিয়্যত থাকা আবশ্যিক। অতএব ইখতারী (اختاری) তুমি ইখতিয়ার কর বলার পর মহিলা যদি নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয় তাহলে এতে বায়িন তালাক পতিত হবে। কিন্তু তিন তালাক পতিত হবে না। যদিও স্বামী তিন তালাকের নিয়্যত করে। (হিদায়া) যদি তালাকের নিয়্যত করাকে অস্বীকার করে তবে স্বামীর কথাই কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। তালাকের আলোচনাত্তে স্বামী স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়ার পর স্ত্রী নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নিলে এরপর যদি স্বামী বলে, এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি

১. শরীকানা জমি, রাভী বা সংলগ্ন প্রতিবেশীর রাভী বিক্রয় করলে, সে বিক্রয় বাতিল করে নিজের জন্য বিক্রয় মূল্যে ক্রয় করার অধিকারকে গুফ'আর হক বলে, এফেত্রে শ্রবণের সাথে সাথে স্ত্রীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে, একে পরিভাষায় তলবে মুওয়াসাবা বা তাকফিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করা বলা হয়, ইচ্ছাকৃত দেরী করলে এ অধিকার বাতিল হয়ে যায়। (সম্পাদক)







অথবা ثم এর সাথে উল্লেখ করা হোক কিংবা কোন حرف ছাড়াই উল্লেখ করা হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (তাবরীন) স্ত্রী যদি 'আমি আমার নাকসকে তালাক দিলাম অথবা আমি তালাক' বলে তবে একথা স্বামীর পূর্বোক্ত সকল কথার জবাব হিসাবে ধর্তব্য হতে পারবে এবং তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে 'ইখতিয়ার গ্রহণ কর' তিনবার বলে এবং স্ত্রী এর জবাবে اخترت (আমি এক তাতলীকে গ্রহণ করেছি) অথবা اخترت التليقة الاولى (আমি প্রথম তাতলীকে গ্রহণ করেছি) বলে তবে সর্ব সম্মতমতে এক তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া)

৯. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে اختارى - اختارى - اختارى অথবা পরের দু'টিকে فاء সংযুক্ত করে বলে এবং এরপর স্ত্রী যদি বলে قد طلق نفسي واحدة (আমি আমার প্রতি এক তালাক প্রয়োগ করলাম) অথবা বলে اخترت نفسي تليقة (আমি আমার নাকসকে এক তাতলীকার দ্বারা ইখতিয়ার করেছি)-তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। (বাদায়ে) যদি স্বামী পুনঃপুনঃ ইখতিয়ারের বিষয়টি উল্লেখ করার পূর্বেই স্ত্রী বলে, আমি আমার নাকসকে ইখতিয়ার করেছি তবে পরবর্তীগুলো বাতিল হয়ে যাবে। (ইতাবিয়া) স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর' বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি একটিকে বাতিল করে দিয়েছি তাহলে সবগুলোই বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীত) স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর, স্ত্রী তার নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করে নিল, তারপর স্বামী যদি বলে, আমি এর প্রথমটির দ্বারা তালাকের নিয়্যত করেছি এবং শেষের দু'টোর দ্বারা একথাটি বুঝানোর ইচ্ছা করেছি, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) স্ত্রীকে তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইখতিয়ার কর, হাজারের বিনিময়ে বলার পর সে যদি বলে, আমি সবকটিই ইখতিয়ার করলাম, তবে প্রথম দুই তালাক বিনিময় ছাড়াই পতিত হবে। আর তৃতীয়টি পতিত হবে হাজারের বিনিময়ে। স্ত্রী اخترت نفسي اختيارة او واحدة او بواحدة (আমি আমার নাকসকে ইখতিয়ার করলাম, ইখতিয়ার করার মত অথবা একবার কিংবা একবারের দ্বারা)-এবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম হবে। (মিরাজুল দিরায়া) যদি মহিলা বলে আমি আমার নাকসকে প্রথমটি দ্বারা অথবা দ্বিতীয়টি দ্বারা অথবা তৃতীয়টি দ্বারা ইখতিয়ার করলাম তাহলেও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে পূর্বোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে যদি মহিলা প্রথম ও দ্বিতীয়টি ইখতিয়ার করে তবে বিনিময় ব্যতীতই এক তালাক পতিত হবে। আর যদি তৃতীয়টিকে ইখতিয়ার করে তবে এটি এক হাজারের বিনিময়ে পতিত হবে। (কাফী) মহিলা যদি বলে, আমি আমার নাকসকে তালাক দিয়েছি এক তালাক দ্বারা অথবা বলে, আমি আমার নাকসকে এক তাতলীক

দ্বারা ইখতিয়ার করেছি তবে একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। তারপর মহিলাকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যদি বলে আমি এর দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয়টির নিয়্যত করেছি তাহলে এ দু'টি বিনিময় ছাড়া পতিত হবে এবং তৃতীয়টি পতিত হবে হাজার টাকার বিনিময়ে। (ফাতহুল কাদীর)

১০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর এবং তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর এবং তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর হাজার টাকার বিনিময়ে। এরপর স্ত্রী যদি বলে আমি ইখতিয়ার করেছি অথবা বলে আমি ইখতিয়ার করেছি অথবা বলে আমি ইখতিয়ার করেছি এক দ্বারা তবে সর্বসম্মতমতে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে প্রথমটির দ্বারা অথবা দ্বিতীয়টির দ্বারা অথবা তৃতীয়টির দ্বারা তবে এই অবস্থায় ও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উক্ত হুকুম হবে। কিন্তু সাহিবায়নের মতে কিছুই পতিত হবে না। (কাফী) যদি তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর এবং ইখতিয়ার এবং ইখতিয়ার গ্রহণ কর হাজারের বিনিময়ে বলার পর স্ত্রী বলে আমি এক তাতলীকে ইখতিয়ার করেছি অথবা বলে, আমি আমার নাকসকে তালাক দিয়েছি তবে সর্বসম্মত মতে কিছুই পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) মহিলা যদি বলে, আমি এক তালাক দিয়েছি তবে কারো মতেই তালাক পতিত হবে না। আর স্বামী যদি প্রতিবার ইখতিয়ার প্রদানের সাথে কিছু কিছু মালের কথা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে তবে মহিলা যে কোনটি ইচ্ছা ইখতিয়ার করতে পারবে (ইতাবিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তিন তালাকের থেকে যে কয়টি ইচ্ছা তুমি ইখতিয়ার কর, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে একটি বা দু'টি ইখতিয়ার করতে পারবে। অন্য কিছু ইখতিয়ার করতে পারবে না। কিন্তু সাহিবায়নের মতে সে নিজের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। (ফাতহুল কাদীর)

১১. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে ইখতারী বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি তোমাকে ইখতিয়ার করছি না অথবা বলে আমি তোমাকে চাই না। অথবা বলে, তোমার প্রতি আমার কোন দরকার নেই, তবে এসব কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে আমি তালাক ইখতিয়ার করছি না, তবে এতে তাফবীয নাকচ হয়ে যাবে। যদি বলে আমি আমার স্বামীকে চাই অথবা বলে আমি তাকে ভালবাসি তবে তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। আর যদি বলে, আমি আমার স্বামীর বিচ্ছেদকে অপসন্দ করি, তবে এ কথা নিজ স্বামীকে ইখতিয়ার করে নেওয়ার মধ্যে গণ্য হবে। স্ত্রী যদি বলে আমি তোমার স্ত্রী না থাকা ইখতিয়ার করেছি তবে সে তার স্বামী থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। (মুহীত) স্বামী যদি বলে তুমি এক তাতলীকে ইখতিয়ার কর। এরপর স্ত্রী যদি বলে আমি তা ইখতিয়ার করলাম তবে এক তালাকে রাজস পতিত হবে। তুমি দুই তালাক ইখতিয়ার কর স্বামী এ কথা বলার পর স্ত্রী যদি বলে আমি এক তালাক গ্রহণ করলাম তবে তা পতিত হবে। স্বামী অপর কোন ব্যক্তিকে 'আমার স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদান কর' বলার পর সে যতক্ষণ



পর্যন্ত তাকে ইখতিয়ার না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইখতিয়ার প্রাপ্ত হবে না। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে আমার স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রাপ্তির খবর দাও। তারপর সে ব্যক্তি তাকে এ মর্মে সংবাদ দেওয়ার পূর্বেই সে মহিলা যদি তা শুনে ফেলে এবং নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করে নেয় তবে তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রী বলে, তুমি তোমার নাকসকে ইখতিয়ার করে নাও। আজকের দিনে অথবা এই মাসে অথবা এক মাস পর্যন্ত বা এক বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহলে উল্লেখিত সময় বাকী থাকা পর্যন্ত মহিলা তার নিজেকে ইখতিয়ার করতে পারবে। চাই সে ঐ মজলিস থেকে অনীহা প্রকাশ করুক বা অন্য কোন কাজে মশগুল হয়ে যাক অথবা অনীহা প্রকাশ না করুক সবই সমান। উল্লেখিত সময় বাকী থাকা পর্যন্ত তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। যদি বলে, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর আজ অথবা এই মাসের মধ্যে তবে আজকের দিন কিংবা মাস বাকী থাকলে তার ইখতিয়ারও বাকী থাকবে। এরপরে আর ইখতিয়ার থাকবে না। যদি আজ বলে তবে কথা বলার সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী দিনের এ সময় পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি মাস বলে তবে কথা বলার সময় থেকে শুরু করে ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার বহাল থাকবে। যদি ইখতিয়ারের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তবে ঐ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। চাই মহিলা এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যদি এর জন্য সময় নির্ধারণ না করা হয় তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী স্ত্রীকে 'তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর আজ এবং ইখতিয়ার গ্রহণ কর আগামীকাল' বলার পর স্ত্রী যদি অদ্যকার ইখতিয়ার প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তবে তার আগামীকালের ইখতিয়ার প্রত্যাখ্যাত হবে না। আর যদি 'তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর আজ এবং আজ বলার পর স্ত্রী যদি অদ্যকার ইখতিয়ার বাতিল করে দেয় তবে তার সমুদয় ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : সারাখসী)

### দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : 'আম্র বিল ইয়াদ' (الأمر باليد) -এর বিবরণ

১. মাসআলা : আম্র বিল ইয়াদ ও সমস্ত বিষয়ে তাখয়ীর (ইখতিয়ার প্রদান)-এর অনুরূপ। অর্থাৎ তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদান কালে যেমনিভাবে নাকস বা তার স্থলাভিষিক্ত শব্দের উল্লেখ করা শর্ত এবং যেমনিভাবে ইখতিয়ার প্রদানের পর স্বামী তা থেকে রুজু করতে পারে না। এমনিভাবে 'আম্র বিল ইয়াদ' এর মাসআলাও ঠিক অনুরূপই। তবে তিন তালাকের নিয়্যতের বিষয়টি হচ্ছে ব্যতিক্রম। এটি আম্র বিল ইয়াদ-এর ক্ষেত্রে সহীহ। কিন্তু ইখতিয়ার প্রদানের ক্ষেত্রে সহীহ নয়। (ফাতহুল কাদীর) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়্যতে বলে امرك بيدك 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে

১. 'আম্র বিল ইয়াদ' অর্থ কোন কাজ হাতের মধ্যে থাকা। এক্ষেত্রে এর মর্ম হল, তালাকের বিষয়টি মহিলার হাতে ন্যস্ত করা। এটি তাফসীরের শব্দ সমূহের মধ্যে অন্যতম। (আলমগীরী (উর্দু) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯)

ন্যস্ত করা হল' তবে স্ত্রী এই কথাটি শুনে থাকলে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাকে বিষয়টি তার ইখতিয়ারে থাকবে। আর যদি সে এ কথা না শুনে থাকে তবে যখন সে এ কথা শুনে অথবা তার নিকট এ খবর পৌছাবে তখন তালাকের বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হবে। (মুহীত) মহিলা যদি অনুপস্থিত থাকে তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে। (১) যদি স্বামী কথাটি সাধারণ অর্থে বলে থাকে তবে ঐ মজলিস সমাপ্তি পর্যন্ত এই ইখতিয়ার থাকবে যে মজলিসে তার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে। (২) আর যদি তালাকের কর্তৃত্বের বিষয়টিকে কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয় এবং এই নির্দিষ্ট মুদতের কিছু সময় বাকী থাকতে, যদি স্ত্রীর নিকট এ সংবাদ পৌছে তাহলে এ সময়ের শেষ পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে। আর তার জানার আগেই যদি ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে তার ঝিয়ার হাসিল হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

২. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাকের নিয়্যতে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে' বলার পর স্ত্রী যদি বলে 'আমি আমার নাকসকে এক তালাক দ্বারা ইখতিয়ার করলাম' তবে তিন তালাক পতিত হবে। (হিদায়া) স্বামী তিন তালাকের নিয়্যতে নিজ স্ত্রীকে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে' বলার পর স্ত্রী যদি নিজের নাকসকে তিন তালাক প্রদান করে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর স্বামী দুই তালাকের নিয়্যত করে থাকলে এক তালাক পতিত হবে। অনুরূপ স্বামী কর্তৃক তালাকের ক্ষমতা প্রদানের পর স্ত্রী যদি তিন তালাকের কথা উল্লেখ না করে শুধু 'আমি আমার নাকসকে তালাক দিয়েছি অথবা বলে আমি আমার নাকসকে ইখতিয়ার করেছি তবে তিন তালাকই পতিত হবে। এমনিভাবে যদি স্ত্রী বলে, আমি আমার নাকসকে বায়িনা করে দিলাম অথবা বলে, আমি আমার নাকসকে হারাম করে দিলাম, অথবা এমন সব কথা বলে যা স্বামীর কথার জবাব হতে পারে, তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। স্বামীর উক্ত কথার প্রেক্ষিতে স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাকসের প্রতি এক তালাক প্রয়োগ করলাম। অথবা বলে এক তাতলীক দ্বারা আমি আমার নাকসকে ইখতিয়ার করলাম, তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। (বাদায়ে) স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করার পর সে যে মজলিসে এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছে, সে মজলিসেই যদি নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করে নেয়, তবে তার উপর একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। স্বামী তিন তালাকের নিয়্যত করলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি দুই বা এক তালাকের নিয়্যত করে কিংবা কোন সংখ্যারই নিয়্যত না করে তবে এক তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

৩. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, একটি তালাক প্রদানের ব্যাপারে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করা হল, তবে এতে এক তালাকে রাজঈ সাব্যস্ত হবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে 'তিন তালাক প্রদানের ব্যাপারে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করা হল' বলার পর সে যদি তার নাকসের উপর এক তালাক বা দুই তালাক প্রদান করে তবে এতে রাজঈ তালাকই পতিত হবে।



(যখীরা) 'তিন তাতলীকের বিষয়টি তোমার হাতে' স্বামী স্ত্রী এ কথা বলার পর স্ত্রী যদি বলে, তুমি তোমার মুখে আমাকে তালাক দিচ্ছ না কেন? তবে এতে তাফবীয প্রত্যাখ্যাত হবে না। বরং তার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করার পর সে যদি বলে আমি তা কবুল করলাম, তবে এতে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এমনভাবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিষয়টি স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হওয়ার পর সে যদি বলে, আমি আমার নাফসকে কবুল করলাম, তবে এতেও সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (ফুসূলে উস্তুরূশনী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তোমার হাতুলীতে, তোমার ডান হাতে, তোমার বা হাতে, বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম, বিষয়টি তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম অথবা সমস্ত বিষয়ই তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম এবং তালাকের নিয়্যত করে তবে তা সহীহ হবে। আর যদি বলে তোমার বিষয়টি তোমার চোখ, তোমার পা, তোমার মাথার উপর ন্যস্ত করলাম কিংবা অনুরূপ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করে, তবে তা সহীহ হবে না। কিন্তু নিয়্যত করলে সহীহ হবে। স্ত্রীর বিষয়টি স্ত্রী হাতে ন্যস্ত করার সময় স্বামী এক তালাকের নিয়্যত করেছিল পরে নিয়্যত পরিবর্তন করে তিন তালাকের নিয়্যত করলে তা সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে দুই তালাকের নিয়্যত করলেও তা সহীহ হবে না। কিন্তু দাসীর ক্ষেত্রে সহীহ হবে। (ইতাবিয়া) তোমার বিষয়টি তোমার মুখে অথবা তোমার জিহবার উপর তবে এর হুকুমও 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে' এ কথার অনুরূপ হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমার বিষয়টি তোমার হাতে হবে পসন্দনীয় মতে এর হুকুম 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে' এর অনুরূপই হবে। (খুলাসা)

৪. মাসআলা : যদি স্বামী 'আম্র বিল ইয়াদ' এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত না করে তবে এর দ্বারা কিছুই হবে না। কিন্তু যদি ক্রোধের অবস্থায় অথবা তালাকের আলোচনা করা কালে সে মহিলার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে এতদুভয় অবস্থায় স্বামীর কথা 'আমি এত দ্বারা তালাকের নিয়্যত করিনি' গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি মহিলা দাবী করে যে স্বামী তালাকের নিয়্যত করেছে অথবা একথা দাবী করে যে সে ক্রোধের অবস্থায় কিংবা তালাকের আলোচনাকালে একাজ করেছে তবে কসমের সাথে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ক্রোধের অবস্থা অথবা তালাকের আলোচনা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু তালাকের নিয়্যত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু তালাকের নিয়্যত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তার পক্ষ হতে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য স্বামী কর্তৃক তালাকের স্বীকারোক্তির ব্যাপারে যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (যহীরিয়া) স্বামী কর্তৃক স্ত্রী তালাকের ক্ষমতা প্রদানের ভিত্তিতে স্ত্রী নিজের নাফসের প্রতি তালাক প্রদানের পর স্বামী যদি দাবী করে যে, তুমি অন্য কাজ বা

কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়ার পর তালাক দিয়েছে। আর স্ত্রী বলে, আমি অন্য কাজ বা কথা বার্তায় লিপ্ত হওয়ার আগে ঐ মজলিসেই নিজের নাফসকে তালাক দিয়েছি, তবে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তালাক পতিত হবে। (ফুসূলে উস্তুরূশনী) কোন মহিলা যদি দাবী করে যে, তার স্বামী তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করেছে, তবে তা শ্রুত হবে না। কিন্তু সে 'আম্র বিল ইয়াদ' এর হুকুমের ভিত্তিতে নিজেকে তালাক প্রদান করার পর তালাক পতিত হওয়া ও মহর ওয়াজিব হওয়ার দাবী করে তবে তা শুনা হবে। মহিলা 'আম্র বিল ইয়াদ' এর ব্যাপারে বিচারকের নিকট অভিযোগ করতে পারবে না এবং বিচারক ও স্ত্রীর হাতে তার বিষয়টি ন্যস্ত করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করতে পারবে না। (খুলাসা)

৫. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তের উপর তাফবীয করে যে, যদি সে দাড়ায় তবে তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতেই ন্যস্ত হয়ে যাবে। একথার পর স্ত্রী যদি নিজের নাফসকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর স্বামী দাবী করে যে, সে যে মজলিসে তালাক প্রদান করেনি। অথচ স্ত্রী দাবী করেছে যে, ঐ মজলিসেই সে নিজের নাফসের প্রতি তালাক প্রয়োগ করেছে তবে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। হাকিম (র) বলেন, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তো তোমার বিষয়টি গতকালই তোমার হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছি। তুমি তোমার নাফসকে তালাক দিলে না কেন? এ কথা শুনে স্ত্রী যদি বলে, আমি ইখতিয়ার করলাম, তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (ওয়াজীযঃ আল-কুরদুরী) একদা আমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি আমি জুয়া খেলি তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। এরপর সে জুয়াতে বসার পর স্ত্রী তার নিজের নাফসের প্রতি তালাক প্রয়োগ করলে স্বামী দাবী করল যে, তিন দিন হল তুমি এ সম্বন্ধে জান, এর পরও যে মজলিসে তুমি এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছো সে মজলিসে তালাক দিলে না কেন? জবাব স্ত্রী বলল, না, আমি এখনই এ ব্যাপারে অবগত হয়েছি এবং সাথে সাথেই নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করেছি। এ অবস্থায় করে কথা গ্রহণযোগ্য হবে? জবাবে দাদা বললেন, মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া : ২৩তম অনুচ্ছেদ) স্বামী তার স্ত্রীকে কর্তৃত্ব প্রদানের পর স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, তুমি আমার উপর হারাম, তুমি আমার থেকে বায়িন, আমি তোমার উপর হারাম অথবা আমি তোমার থেকে বায়িন, তবে এই সমস্ত কথায় তালাক পতিত হয়ে যাবে। যদি 'তোমার উপর' না বলে শুধু আমি হারাম বলে অথবা 'তোমার থেকে' না বলে আমি বায়িন বলে তবে এতেও তালাক হয়ে যাবে। (মুহীত) কোন পুরুষ তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীর বিষয়টি স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করার পর সে যদি তার স্বামীকে বলে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম তবে একথা বাতিল বলে গন্য হবে। যেমন স্বামী যদি তালাকের বিষয়টি নিজের প্রতি সম্বোধন করে তবে তা বাতিল বলে গন্য হয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)



৬. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে আজ এবং পরণ্ড তবে রাত এর মধ্যে দাখিল হবে না। কাজেই সে যদি রাতে নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর মহিলা যদি অদ্যকার ইখতিয়ার প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। তবে পরণ্ডর ইখতিয়ার তার অশুন্ন থাকবে। (যখীরা) অনুরূপভাবে সে যদি বলে আজকের দিনের মধ্যে আমি এসব কিছু প্রত্যাখ্যান করে দিলাম, তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে আজ এবং আগামীকাল তবে রাতও এই ইখতিয়ার এর মধ্যে দাখিল থাকবে। এ অবস্থায় মহিলা যদি তার অদ্যকার তাফবীয প্রত্যাখ্যান করে তবে তার আগামী দিনের তাফবীযও বাতিল হয়ে যাবে (যখীরা) 'ওয়াল ওয়ালজিয়া' গ্রন্থে আছে যে, এর উপরই ফাতাওয়া। (তাতারখানিয়া) কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত আজ, কাল এবং পরণ্ড। এ অবস্থায় সে যদি আজকের তাফবীয প্রত্যাখ্যান করে তবে তার সব তাফবীযই বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সে আর নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করতে পারবে না। এটাই সহীহ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে 'ইমলায়' বর্ণিত আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে আজ এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে আগামীকাল। তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি 'আমর বিল ইয়াদ' অর্থাৎ দু'টি তাফবীয সাব্যস্ত হল। কাজেই মহিলা যদি আজ তার স্বামী (এর সাথে থাকা) কে ইখতিয়ার করে নেয় তবে পরবর্তী দিন আসার পর পুনঃ ইখতিয়ার তার হাসিল হবে। এটাই সহীহ অভিমত। (কাফী) মহিলা আজ তার নাকসকে ইখতিয়ার করে নিজেকে তালাক দিয়ে আগামীকাল আসার আগেই যদি তাকে আবার বিবাহ করে নেয়, এ অবস্থায় সে যদি পুনরায় নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করতে চায়, তবে সে তা করতে পারবে। অবশ্য নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করা মাত্রই আরেক তালাক তার উপর পতিত হবে। (বাদায়ে) স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, যেদিন অমুক ব্যক্তি আসবে যে দিন অমুক ব্যক্তি আসবে সেদিন তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত হবে, তবে এখানে দিন বলতে দিবাভাগই ধর্তব্য হবে। রাত এর মধ্যে শামিল হবে না। তারপর যদি অমুক ব্যক্তি আসে। কিন্তু মহিলা এ সম্বন্ধে না জানে, এমনকি সূর্য ডুবে যায়, তবে ইখতিয়ার মহিলার হাত থেকে বের হয়ে যাবে। (ইতাবিয়া) যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে আজকাল) এ অবস্থায় মহিলা যদি আজকের ইখতিয়ারকে প্রত্যাখ্যান করে দেয় তবে তার পূর্ণ ইখতিয়ারই বাতিল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এক দিন, একমাস বা এক বছর পর্যন্ত অথবা বলে এই দিন, এই মাস কিংবা এই বছর পর্যন্ত তবে এই তাফবীয মজলিসে সাথে খাস হবে না। বরং উল্লেখিত পূর্ণ সময়ের মধ্যে তার ইখতিয়ার থাকবে। যখন ইচ্ছা নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করতে পারবে। যদি সে ঐ

মজলিস থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায় অথবা জবাব না দিয়ে অন্য কোন কাজে মশগুল হয়ে যায় তবে উক্ত সময়ের থেকে কিছু সময় বাকী থাকা অবস্থায় ও তার ইখতিয়ার বাতিল হবে না। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে যদি يوم - شيو বা سنة শব্দগুলোকে نكرو তথা الف ولام ছাড়া উল্লেখ করা হয়, তাহলে স্বামীর কথা বলার সময় থেকে আরম্ভ করে পরে দিন, মাস অথবা বছরের এ সময় পর্যন্ত ইখতিয়ার বাকী থাকবে। তখন মাস দিনের হিসাব অনুসারে ধর্তব্য হবে। আর যদি يوم - شيو বা سنة শব্দগুলোকে معرفة ব্যবহার করা হয় তাহলে মহিলার জন্য অবশিষ্ট দিন, অবশিষ্ট মাস এবং বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত ইখতিয়ার বহাল থাকবে। এ অবস্থায় মাসের হিসাব, চাঁদের হিসাব অনুসারে ধর্তব্য হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি মহিলা একবার ইখতিয়ার গ্রহণ করে নেয় তবে দ্বিতীয়বার আর সে নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করতে পারবে না। যদি মহিলা বলে, আমি আমার স্বামীকে ইখতিয়ার করলাম অথবা বলে আমি তালাক ইখতিয়ার করছি না তাহলে এর ফয়সালা কি হবে? এ সম্বন্ধে কোন কোন জায়গায় উল্লেখ আছে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর শর্তানুযায়ী উল্লেখিত সর্বদার জন্য ইখতিয়ার তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। কাজেই এরপর সে আর নিজের নাকসকে ইখতিয়ার করার অধিকারী হবে না। যদি সময় কিছু বাকী থাকে। (বাদায়ে)

৮. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত এই মাসে' এ কথা বলার পর যে যদি তার স্বামীকে ইখতিয়ার করে নেয়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) মতানুসারে স্ত্রীর হাত থেকে ইখতিয়ার খারিজ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী এই মজলিসে তার ইখতিয়ারের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। অন্য মজলিসে বাতিল হবে না। কোন কোন বর্ণনায় ইমামত্রয়ের মতভেদটি উল্টাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাটি সহীহ (শারহে জামি সাগীর : কাযীখান) যদি স্বামী বলে, আমার স্ত্রীর বিষয়টি একমাস পর্যন্ত অমুকের হাতে ন্যস্ত তবে ঐ মাস এই কথপোকথন পরবর্তী মাস হতে শুরু হবে। যদি এই মাস অমুক ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তাফবীয বাতিল হয়ে যাবে। (কাফী) যদি বলে সর্বদার জন্য তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত এবং এরপর মহিলা যদি তা একবার রদ করে দেয়, তবে তাফবীয বাতিল হয়ে যাবে। বুকার (র) বলেন, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত। আজ অথবা একমাস পর্যন্ত বলার পর স্ত্রী যদি তা রদ করে দেয়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) মতে অবশিষ্ট মুদতে তার ইখতিয়ার বাতিল হবে না। (তামারতানী) ইবন সিম'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে মাসের শুরুতে, তাহলে যে রাতে চাঁদ দেখা যাবে ঐ রাতে তার ইখতিয়ার হাসিল হবে এবং পরবর্তী দিন রাত্র হওয়া পর্যন্ত এ ইখতিয়ার বহাল থাকবে। আর যদি বলে, মাসের শুরু ভাগের মধ্যে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত, তবে এই মজলিসেই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে



এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই ইখতিয়ার বহাল থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, যদি স্বামী বলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত আগামী কাল, তাহলে পূর্ণ দিন তার এই ইখতিয়ার বহাল থাকে। কিন্তু আগামী কালের মধ্যে বললে, মজলিস থেকে আগামী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে। ইবরাহীম (র)-এর বিপরীতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কেউ বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রমযানে অথবা বলে রমযানের মধ্যে তবে উভয় কথাই সমান। পূর্ণ রমযান ইখতিয়ার মহিলার হাতে ন্যস্ত থাকবে। অনুরূপভাবে যদি বলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত আগামী কাল অথবা বলে আগামীকালের মধ্যে তবে এ ক্ষেত্রেও উভয় কথা সমান হবে। (মুহীত)

৯. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত, আজ তাহলে পূর্ণ দিন তার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি বলে, আজকের এই দিনের মধ্যে তবে ইখতিয়ার মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। এটিই সহীহ অভিমত। যেমন 'তোমাকে তালাক আগামী দিন এবং তোমাকে তালাক আগামী দিনের মধ্যে' বললে হয়ে থাকে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত দশ দিন পর্যন্ত তবে ঐ সময় হতে দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে। তার এই দশ দিনের হিসাব ঘন্টা অনুসারে করা হবে। যদি স্বামী দশ দিনের পরও ইখতিয়ার থাকার নিয়্যত করে তবে আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। (যহীরিয়া) যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে আমার স্ত্রীর বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত এক বছর পর্যন্ত, তবে এক বছর পর্যন্ত এ বিষয়ে তার ইখতিয়ার থাকবে। স্বামী যদি তার মত প্রত্যাহার করার ইচ্ছা করে তবে সে তা করতে পারবে না। যখন বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন এই ইখতিয়ার তার হাত থেকে বের হয়ে যাবে। (তাজনীস ও মযীদ)

১০. মাসআলা : 'ফাতাওয়ায়ে সুগ্‌রা'তে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বলে আমার স্ত্রীর বিষয়টি তোমার হাতে, তবে এই তাফবীয মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। আর স্বামী তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। 'মুহীত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। (খুলাসা) উল্লেখ্য যে, যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট নিজ স্ত্রীর বিষয়টি সোপর্দ করা হয় এবং সে যদি এই তাফবীযের কথা শুনে পায় তাহলে থাকা পর্যন্ত এই ইখতিয়ার তার হাতে ন্যস্ত থাকবে। আর যদি সে তা শুনে না পায় অথবা অনুপস্থিত থাকে তবে যখনই সে এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হবে অথবা তার নিকট যখনই এ খবর পৌছবে তখনই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। তবে যে মজলিসে সে জেনেছে বা খবর পেয়েছে ঐ মজলিসে থাকা পর্যন্ত তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। ঐ মজলিসে উক্ত তাফবীয কবুল করা শর্ত নয়। কিন্তু যার নিকট

১. অর্থাৎ আগামী কাল পূর্ণ দিন তার ইখতিয়ার বাকী থাকবে। (আলমগীরী (উদূ) ২য় খণ্ড পৃ. ৩৫৩)

তাফবীয করা হয়েছে যে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তবে তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। (যহীরা) কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, বল, আমার স্ত্রীকে যে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত' তবে আদিষ্ট ব্যক্তি এ কথা না বলা পর্যন্ত মহিলার হাতে ইখতিয়ার হস্তান্তর হবে না। কেননা এটি হচ্ছে তাফবীযের হুকুম। উল্লেখ্য যে, তাফবীয এবং তাফবীযের হুকুম এক নয়। যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, আমার স্ত্রীকে তুমি বলে দাও, যে, তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত, তবে খবর দেওয়ার পূর্বেই স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হয়ে যাবে। (যহীরিয়া) যদি কেউ অপর ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। এ বিষয়টি আমি তোমার হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছি তাহলে এতে তাফবীয সাব্যস্ত হবে এবং এর থেকে রুজুও করতে পারবে। যদি স্বামীর প্রত্যাহারের পূর্বে উক্ত ব্যক্তি ঐ মজলিসেই তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি তার তালাকের দায়িত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করলাম। তাহলে এই তাফবীয মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। এ অবস্থায় যে যদি তাকে তালাক দেয় তবে একটি রাজঈ তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও এবং আমি তার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছি। তারপর সে যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে ভিন্নতর হবে। কেননা **حرف عطف** আর **ف** অক্ষরটি এ স্থানসমূহে কারণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই উকিল ব্যক্তি এক তালাক প্রদানের মালিক হবে। আর যদি স্বামী **واو** ব্যবহার করে উকিলকে তালাক প্রদানের হুকুম দেয় এবং উকিল ব্যক্তি ঐ মজলিসেই মহিলাকে তালাক দেয়, তবে সে দুই তালাকের দ্বারা বায়িনা হয়ে যাবে। কেননা 'আমর বিল ইয়াদ' এর হুকুম অনুযায়ী যে তালাক পতিত হয় তা বায়িন হয়ে থাকে। আর একটি বায়িন হলে অপরটি বায়িন হওয়াও অবশ্যস্বাবী। আর এক্ষেত্রে স্বামীর রুজু করার ইখতিয়ার থাকবে না। যদি উকিল ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার পর তালাক দেয় তবে এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। এমনভাবে তার বিষয়টি তোমার হাতে বলার পর উকিল যদি তাকে তালাক দেয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১১. মাসআলা : 'জামি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার স্ত্রীর বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত। সুতরাং তুমি তাকে তালাক দাও। তারপর উকিল ব্যক্তি ঐ মজলিস থেকে উঠার আগেই যদি তাকে তালাক প্রদান করে, তবে এক তালাকে বায়িন তার উপর পতিত হবে। কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর উকিল ব্যক্তি যদি তালাক দেওয়ার আগে মজলিস থেকে উঠে যায় তবে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বলে তুমি তাকে তালাক দাও। তার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত তবে এ কথা এবং পূর্বের কথা উভয়টিই সমান। (মুহীত) 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি



কোন লিখককে বলে, আমার স্ত্রীর নিকট এ মর্মে পত্র লিখে দাও যে, তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত এই শর্তে যে, আমি যদি তার অনুমতি ছাড়া সফরে যাই, তবে সে যখন ইচ্ছা নিজের নাফসের উপর এক তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। এ কথা শুনে স্ত্রী বলল, আমি এক তালাক চাই না। আমি তিন তালাক চাই। কিন্তু স্বামী এতে অসম্মতি প্রকাশ করে। অবশেষে তারা কোন ঐক্যমতে না পৌঁছেই বের হয়ে যায়। এ অবস্থায় এক তালাক দেওয়ার ব্যাপারে তাই ইখতিয়ার হাসিল হবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া : ২৩তম অনুচ্ছেদ)

১২. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করে অথবা কোন অপরিচিত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করে পরে তারপর সে যদি সর্বদার জন্য পাগল হয়ে যায় তাহলে তাফবীয বাতিল হবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীর বিষয়টি কোন নাবালিগা সন্তান, পাগল, গোলাম বা কাফিরের হাতে ন্যস্ত করে, তবে এই মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইখতিয়ার তার হাতেই থাকবে। যেমনটি স্বয়ং মহিলার হাতে ন্যস্ত করলে হয়ে থাকে। কেউ যদি তালাকের নিয়্যতে নিজ নাবালিগা স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত এবং এরপর সে যদি নিজের নাফসের প্রতি তালাক প্রয়োগ করে তবে তা সহীহ হবে এবং তালাকও পতিত হবে (ফুসূলে উস্তুরুশনী) যদি 'আমর বিল ইয়াদ' কোন মতিভ্রম ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয় তবে তাও সহীহ হবে। তবে এই তাফবীয মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু স্বামী যদি বলে, সে যখন চায় তখন তুমি তালাক প্রদান করতে পারবে অথবা বলে 'তার নাফসের প্রতি তালাক প্রয়োগ করবে' তবে এর হুকুম ভিন্ন ধরনের হবে। যদি স্বামী তার স্ত্রীর বিষয়টি দুই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করে তবে কেউ এককভাবে তাকে তালাক দিতে পারবে না। যদি তারা উভয়ে বলে, আমরা মজলিসেই তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে স্বামীকে এ মর্মে শপথ করতে হবে যে, আল্লাহর কসম, আমি এ সম্বন্ধে জানি না। স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে এবং উকিলদের একজনে এক তালাক ও দ্বিতীয় জনে দুই বা তিন তালাক প্রদান করে, তবে এক তালাকের ব্যাপারে যেহেতু তাদের দ্বিমত নেই তাই এক তালাকই পতিত হবে। (ইতাবিয়া) স্বামী যদি বলে, আমার স্ত্রীর বিষয়টি আমার এবং তোমার হাতে অথবা বলে, আমি তার বিষয়টি আমার ও তোমার হাতে রাখলাম। এরপর যদি মুখাতাব (উপস্থিত) ব্যক্তি যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে এ তালাক জায়য হবে না। অর্থাৎ পতিত হবে না। অবশ্য স্বামী অনুমতি দিলে পতিত হবে। (মুহীত)

১৩. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, আমার স্ত্রীর বিষয়টি আল্লাহর হাতে এবং তোমার হাতে ন্যস্ত অথবা বলে, তার বিষয়টি আমি আল্লাহর হাতে এবং তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম এবং এর দ্বারা যদি সে তালাকের নিয়্যত করে তাহলে তারপর মুখাতাব ব্যক্তি যদি ঐ মহিলাকে তালাক দেয় তবে তালাক পতিত হবে। (কাফী) 'মুনতাকা' গ্রন্থে

উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিষয়টি তার পিতার হাতে ন্যস্ত করার পর পিতা যদি বলে, আমি তা কবুল করলাম, তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (মুহীত) 'আজনাসুন নাতিফী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি দুই ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি আমাদের নির্দেশ দিয়েছে আমরা যেন তার স্ত্রীর নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দেই যে, সে তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছে। আমরা উক্ত মহিলার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছি। তারপর ঐ মহিলা নিজের নাফসকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। তবে তাদের সাক্ষ্য জায়য হবে। কিন্তু যদি দুই ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছে, তোমরা আমার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করে দাও। আমরা তা তার হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছি, তাহলে তাদের সাক্ষ্য জায়য হবে না। (ফুসূলে উস্তুরুশনী)

১৪. মাসআলা : ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কারো দুই স্ত্রী থাকে এবং সে তাদেরকে বলে, তোমাদের বিষয়টি তোমাদের হাতে ন্যস্ত, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে তারা একমত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কেউ তালাকপ্রাপ্ত হবে না। যদি স্বামী তার এক স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত এবং আমার এই স্ত্রীর বিষয়টিও তোমার হাতে ন্যস্ত। এ অবস্থায় সে যদি প্রথমে অপর স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং এরপর নিজেকেও তালাক দেয় তবে তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি বলে, আমার স্ত্রীদের বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত অথবা বলে আমার যে স্ত্রীকে ইচ্ছা তালাক দিয়ে দাও তবে সে নিজেকে তালাক দেওয়ার অধিকারী হবে না। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি বলে আমার স্ত্রীদের থেকে একজনের বিষয়টি তোমার হাতে এবং এর দ্বারা সে তালাকের নিয়্যত করে। আর মহিলাও নিজেকে তালাক প্রদান করে। এ অবস্থায় স্বামী যদি বলে, আমি তার নয়, বরং অন্যের তালাকের নিয়্যত করেছিলাম, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (আল-ফাতাওয়াস সুগ্রা) স্বামী যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অথবা তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত, এরপর মুখাতাব (উপস্থিত) স্ত্রী যদি মজলিসের মধ্যেই নিজেকে তালাক দিয়ে দেয় তবে দ্বিতীয় জনের ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উভয় স্ত্রী একত্রে নিজেকে তালাক দেয় তবে তাদের যে কোন একজন তালাকপ্রাপ্ত হবে। তবে কে হবে এ বিষয়টি নির্ধারিত হবে স্বামীর বক্তব্যের ভিত্তিতে (ইতাবিয়া)

১৫. মাসআলা : কোন ফুসুলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তি) যদি অন্যের স্ত্রীকে বলে, আমি তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম। এ সংবাদ স্বামীর নিকট পৌঁছার পর সে যদি এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে, তাহলে মহিলার ইখতিয়ার করার কারণে তালাক পতিত হবে না। তবে যে মজলিসে মহিলা স্বামীর অনুমতি সম্পর্কে জ্ঞাত হবে ঐ মজলিসে তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। অনুরূপভাবে কোন মহিলা যদি নিজে নিজে বলে, আমার বিষয়টি আমার হাতে এবং আমি আমার নিজের নাফসকে ইখতিয়ার



করে নিয়েছি। এরপর তার স্বামী এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যদি এ সবেল অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে এতে তালাক পতিত হবে না। তবে মহিলার জন্য তাফবীয সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর মহিলা যদি বলে, আমি আমার বিষয়টি আমার হাতে রাখলাম এবং আমি আমার নাফসের প্রতি তালাক প্রয়োগ করলাম। তারপর যদি এ সবেল ব্যাপারে স্বামী অনুমতি প্রদান করে তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাক রাজঈ পতিত হবে। এবং মহিলার জন্য ইখতিয়ার বহাল থাকবে। তারপর সে যদি নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয় তাহলে আরেকটি তালাক তথা বায়িন তালাক পতিত হবে। স্ত্রী 'আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করেছি' বলার পর স্বামী যদি বলে, আমি এর অনুমতি দিলাম, তবে তালাকের নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাফসকে বায়িনা করে দিলাম এবং স্বামী বলে, আমি অনুমতি দিলাম তবে নিয়্যত করলে করলে তালাক পতিত হবে। মহিলা যদি বলে, আমি আমার নাফসকে তোমার উপর হারাম করে দিলাম, স্বামী বলল, আমি অনুমতি দিলাম তবে এতে স্বামী 'ঈলাকারী' বলে গন্য হবে। কেননা হালালকে হারাম সাব্যস্ত করাকেই পরিভাষায় ঈলা বলা হয়। কিন্তু আমাদের উরফে এতেও তালাক হবে। (যহীরিয়া)

১৬. মাসআলা : মহিলা তার স্বামীকে 'নিশ্চয়ই আমি আমার নাফসকে তালাক দিয়েছি' বলার পর স্বামী যদি বলে অবশ্যই আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছি তবে তা জাযিয় হবে এবং এতে মহিলার উপর এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। 'অবশ্যই আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছি' বলে তালাক পতিত করার জন্য স্বামী কর্তৃক তালাকের নিয়্যত করা শর্ত নয়। যদি স্বামী 'আমি অনুমতি দিয়েছি' বলার সময় তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত সহীহ হবে না। মহিলা 'আমি আমার বিষয়টি আমার হাতে ন্যস্ত করলাম' বলার পর স্বামী যদি বলে আমি এর অনুমতি দিলাম এবং এর দ্বারা তার তালাকের নিয়্যত ছিল তবে এতে মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হয়ে যাবে। আর 'ইখতিয়ারের বিষয়টি আমার হাতে আমি রাখলাম' বলার পর স্বামী যদি বলে, আমি এর অনুমতি দিলাম তবে ইখতিয়ারের বিষয়টি মহিলার হাতে সোপর্দ হয়ে যাবে। (মুহীত : অষ্টম অনুচ্ছেদ : স্বামী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে তালাক প্রদানের বিবরণ) এক ব্যক্তিকে খবর দেওয়া হল যে, অমুক তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। স্বামী বলল, সে ভাল কাজ করেছে অথবা বলল, সে খারাপ কাজ করেছে তাহলে প্রথমোক্ত কথায় তালাক পতিত হবে। আর শেষোক্ত কথায় তালাক পতিত হবে না। এটাই গ্রহণযোগ্য কথা (জাওয়াহিরুল আখলাতী) যদি কোন মহিলা বলে, গতকাল আমি আমার বিষয়টি হাতে ন্যস্ত করে নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নিয়েছি। এরপর স্বামী বলে, তুমি সত্য বলেছো এবং আমি এর অনুমতি দিয়েছি, তাহলে তার এই সময়ে ইখতিয়ার হাসিল হবে। আর সে পূর্বে যে ইখতিয়ার করেছে তা বাতিল বলে গন্য হবে। আর স্ত্রী যদি বলে, আমি গতকাল বলেছি যে, আজ আমার বিষয়টি আমার হাতে। একথা শুনে

স্বামী যদি বলে, আমি অনুমতি দিলাম, তবে তা সহীহ হবে না। কেননা ঐ দিন তো অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে (ইতাবিয়া)

১৭. মাসআলা : কেউ যদি 'যায়িদেদ স্ত্রী তালাক' বলার পর যায়িদ নিজে বলে হ্যাঁ আমি এর অনুমতি দিলাম অথবা বলে আমি এতে সন্তুষ্ট অথবা বলে আমি নিজের নাফসের উপর একে অপরিহার্য করে নিলাম তবে তার উপর তালাক অপরিহার্য হবে। (মুহীত : অষ্টম অনুচ্ছেদ) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে 'আমি তোমার নিকট তোমার আমর বিল ইয়াদ (তালাকের কর্তৃত্ব)কে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম' এবং স্ত্রী ঐ মজলিসেই নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নিলে তাতে তালাক পতিত হবে। এবং মালও স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। (খাজানাতুন মুফতিয়ীন) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অথবা বলে, আমি তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রাখলাম এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রাখলাম, তবে এতে দুই তাফবীয প্রতীয়মান হবে। অনুরূপ যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তারপর তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তবে এখানেও দুই তাফবীয হবে। আর যদি বলে, আমি তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম, অতঃপর তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম, তবে এতে এক তাফবীয প্রতীয়মান হবে। (মুহীত : সারাখসী)

১৮. মাসআলা : যদি স্বামী তাফবীযের একাধিক শব্দ একত্রে ব্যবহার করে, যেমন امرک بیدک اختاری و طلق যদি সে এ সব শব্দ حرف صلا ব্যতীত উল্লেখ করে, তবে এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন কথা হিসাবে গন্য হবে। আর যদি ۛ অক্ষর যুক্ত করে ব্যবহার করা হয় তাহলে ۛ এর সাথে সংযুক্ত পরবর্তী শব্দটি পূর্বের শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে গন্য হবে। যদি এর মধ্যে ব্যাখ্যা হওয়ার যোগ্যতা থাকে। উল্লেখ্য যে, ইখতিয়ার শব্দ 'আমর বিল ইয়াদ' শব্দের ব্যাখ্যা হতে পারে না। তালাক শব্দটি 'আমর বিল ইয়াদ' এবং ইখতিয়ার উভয় শব্দের ব্যাখ্যা হতে পারে। 'আমর বিল ইয়াদ' এর ব্যাখ্যা হতে পারে না। এমনভাবে ইখতিয়ার শব্দের ব্যাখ্যা হতে পারে না। কেননা কোন শব্দ নিজে নিজের ব্যাখ্যা হতে পারে না। ব্যাখ্যা না হতে পারলে একে পূর্ববর্তী কথার علت (কারণ) সাব্যস্ত করা হবে। যদি علت ও না হতে পারে তবে একে معطوف সাব্যস্ত করা হবে। যদি واو (এরং) এর সাথে কথা বলা হয়, তবে এ عطف এর জন্য বলে গন্য হবে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, معطوف عليه - معطوف এর ব্যাখ্যা হতে পারে না। যদি একটি অপরটির উপর عطف করা হয়, তাহলে শেষটিকে পূর্বোক্ত সবগুলোর ব্যাখ্যা হিসাবে গন্য করা হবে। (মুহীত) যদি ইখতিয়ার ও আমর বিল ইয়াদকে واو - حرف عطف ছাড়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয় এবং শেষে এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়, তবে এটি এর সাথে সংযুক্ত শব্দের ব্যাখ্যা হবে। প্রথমোক্ত শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে গন্য হবে না। (গয়াতুস সুরুজী)



১৯. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত, তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও অথবা বলে তুমি ইখতিয়ার কর; তোমার নাফসকে তালাক দাও এবং স্ত্রী বলে, আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম। তারপর স্বামী বলে এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে এবং মহিলার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। আর যদি বলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। অতএব তুমি ইখতিয়ার কর এবং তোমার নাফসকে তালাক দাও, তারপর স্ত্রী বলে, আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম। এ অবস্থায় স্বামী যদি বলে এর কোনটির দ্বারাই আমি তালাকের ইচ্ছা করিনি, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং 'আমর বিল ইয়াদ' এর কারণে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। তবে স্বামীকে এ মর্মে শপথ করতে হবে যে, সে এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যত করেনি। স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি ইখতিয়ার কর'; অতঃপর তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। সুতরাং 'তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও' বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম অথবা বলে, আমি আমার নাফসকে তালাক দিলাম, তবে 'আমর বিল ইয়াদ' এর কারণে স্ত্রীর প্রতি এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। (মুহীত)

২০. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও অথবা তুমি ইখতিয়ার কর। অতএব তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও' বলার পর সে যদি বলে আমি আমার নাফসকে তালাক দিলাম অথবা বলে, আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম, তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও অথবা বলে, তুমি ইখতিয়ার গ্রহণ কর এবং নিজের নাফসকে তালাক দাও এবং এরপর স্ত্রী বলে; আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম, তবে স্বামী তালাকের নিয়্যত না করলে এতে কিছুই পতিত হবে না। আর স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাফসকে তালাক দিলাম তবে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহারের কারণে এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। কিন্তু স্বামীর কথা *وطلقى نفسه* (এবং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও) এবং সে যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তুমি ইখতিয়ার কর আর নিজের নাফসকে তালাক দাও' বলার পর স্ত্রী যদি তার নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয় তবে এতে তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তুমি ইখতিয়ার কর, অতএব তুমি ইখতিয়ার কর অথবা বলে, তুমি ইখতিয়ার কর এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, অতএব তোমার বিষয়টি তোমার হাতে তাহলেও উক্ত হুকুম হবে এবং এতে কোন তালাক পতিত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তুমি ইখতিয়ার কর, অতএব তোমার নাফসকে তালাক দাও' বলার পর সে যদি তার নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয়, তবে তার উপর দুই তালাক পতিত

হবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীকে এ মর্মে শপথ করতে হবে যে, সে 'আমর বিল ইয়াদ' দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যত করেনি। অনুরূপভাবে স্বামী যদি বলে তুমি ইখতিয়ার কর এবং তুমি ইখতিয়ার কর, সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও। তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। সুতরাং তুমি তোমার তালাক দাও, তবে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম হবে। (গায়াতুস সুরুজী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, অতঃপর তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও, তবে এখানে 'আমর বিল ইয়াদ' একটিই হবে এবং তৃতীয় কথাটি আমর এর ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য হবে। (ইতাবিয়া)

২১. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি ইখতিয়ার কর, অতঃপর তুমি ইখতিয়ার কর, অতএব তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও' বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম তবে দুই তালাকে বায়িন পতিত হবে। তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, অতঃপর তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও, বললেও অনুরূপ হুকুম হবে। আর স্বামী তার স্ত্রীকে তুমি ইখতিয়ার কর, সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি ইখতিয়ার করলাম তাহলে দুই তালাকে বায়িন পতিত হবে। স্বামী 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। অতএব তুমি ইখতিয়ার কর এবং তোমার নাফসকে তালাক দাও' বলার পর স্ত্রী যদি তার নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয় অথবা স্বামী স্ত্রীকে 'তুমি ইখতিয়ার কর, সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে বলার পর স্ত্রী যদি ইখতিয়ার করে নেয় তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। (কাফী) 'তুমি ইখতিয়ার কর, অতএব তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও' বলার পর স্ত্রী যদি তার নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয়, তাহলে কোন তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্ত্রী নিজের নাফসকে তালাক দেয়, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)

২২. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, সুতরাং তুমি ইখতিয়ার কর এবং ইখতিয়ার কর এবং নিজের নাফসকে তালাক দাও অথবা বলে সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও' বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম, তবে এক তালাক বায়িন পতিত হবে। আর নিয়্যত বর্জন করার ব্যাপারে স্বামীর কথা বিশ্বাস করা হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও, অতএব তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অথবা আমি ইখতিয়ারের বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম। সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও অথবা তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও নিশ্চয়ই আমি ইখতিয়ারের বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করেছি' বলার পর স্ত্রী যদি তার নিজের নাফসকে তালাক দেয় তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। 'তুমি তোমার নাফসকে তালাক দেও, সুতরাং তুমি ইখতিয়ার কর'



বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি আমার নাফসকে তালাক দিলাম তাহলে দুই তালাকে বায়িন পতিত হবে। স্বামী যদি বলে, 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তুমি ইখতিয়ার কর, সুতরাং তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও' এবং কোন কিছু নিয়্যত না করে এরপর স্ত্রী বলে আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। স্বামী 'তোমার বিষয়টি তোমার হাতে' বলার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলে, তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও; তুমি তোমার নাফসকে তালাক দেওয়া কি যথেষ্ট নয়? এবং সে যদি 'আমর বিল ইয়াদ' দ্বারা কোন কিছু নিয়্যত না করে। এ অবস্থায় মহিলা যদি বলে 'আমি আমার নাফসকে ইখতিয়ার করলাম' তবে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু 'আমি আমার নাফসকে তালাক দিলাম' বললে, এক তালাকে রাজ্জি পতিত হবে।

২৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, সুতরাং তুমি ইখতিয়ার কর এবং ইখতিয়ার কর, অথবা তুমি ইখতিয়ার কর, সুতরাং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অথবা বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তুমি ইখতিয়ার কর, অতএব তুমি ইখতিয়ার কর অথবা বলে, তুমি ইখতিয়ার কর, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, অতএব তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অথবা বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে; তুমি ইখতিয়ার কর এবং তুমি ইখতিয়ার কর এবং কোন কিছু নিয়্যত না করে তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে কোন তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি বলে, আমি তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম। অতএব তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, এরপর স্ত্রী নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয় তবে নিয়্যত করলে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। এমনভাবে কোন আলামত থাকলে যেমন তালাকের আলোচনাকালে এ কথা বলল, তাহলেও অনুরূপ হুকুম হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম এবং তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং পরে স্ত্রী নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নিলে দুই তালাকে বায়িন পতিত হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে 'তুমি তোমার নাফসকে এমন তালাক প্রদান কর যাতে আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিতে পারি'। আমি তিন তালাকে বায়িনের ব্যাপারে তোমার বিষয়টিকে তোমার হাতে ন্যস্ত করেছি এবং এরপর স্ত্রী যদি নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করে নেয় অথবা তালাক প্রদান করে তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (কাফী)

২৪. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি তোমার নাফসকে তালাক দাও এবং ইখতিয়ার কর' বলার পর সে যদি ইখতিয়ার করে তাহলে বায়িন তালাক পতিত হবে। আর যদি তালাক দেয় তবে দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীতঃ সারাখসী) 'তোমার

বিষয়টি তোমার হাতে যাতে তুমি তোমার নাফস এর তালাক প্রদান করতে পার' বলার পর স্ত্রী যদি নিজের নাফসকে তালাক দেয়, তবে বায়িন তালাক পতিত হবে। (ফুসূলে উসতুন্ননী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক অথবা তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তাহলে সে ঐ মজলিসে নিজের নাফসকে ইখতিয়ার না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। স্ত্রী ঐ মজলিসে নিজের নাফসকে ইখতিয়ার করার পর স্বামীকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে সে ইচ্ছা করলে তাতলীক এর মাধ্যমে তালাক প্রয়োগ করবে অথবা ইচ্ছা করলে স্ত্রীর ইখতিয়ারে ভিত্তিতে তা পতিত করবে। (মুহীতঃ সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, সুতরাং তুমি ইখতিয়ার কর, কেননা তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তাহলে 'আমর বিল ইয়াদ' হিসাবেই হুকুম হবে। কাজেই তিন তালাকেই নিয়্যত করলে তা সহীহ হবে। কিন্তু স্বামী তিন তালাকের নিয়্যতকে অস্বীকার করলে এবং এক তালাকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তার থেকে শপথ নেওয়া হবে। (গায়াতুস সুরুজী)

২৫. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। সুতরাং তুমি নিজ নাফসকে আগামীকাল তালাক দাও তাহলে স্বামীর কথা 'তুমি তোমার নাফসকে আগামীকাল তালাক দাও' এটি পরামর্শ হিসাবে ধর্তব্য হবে। কাজেই স্ত্রী নিজের প্রতি তৎক্ষণাৎ তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। (ফুসূলে ইমাদিয়াঃ ২৩তম অনুচ্ছেদ) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, সুতরাং তুমি নিজেকে সুন্নাত সময়ে তিন তালাক দিয়ে দাও অথবা বলে, আগামীকাল আসলে তা প্রয়োগ করবে তাহলে মহিলা এই মজলিসে নিজেকে তিন তালাক দিতে পারবে। এক্ষেত্রে সুন্নাত সময়ের কথা এবং শর্তের বিষয়টি অনর্থক বলে বিবেচিত হবে। আর যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তুমি তোমার নাফসকে তিন তালাক প্রদান কর সুন্নাত সময়ে অথবা বলে আগামীকাল এবং আমর দ্বারা কোনরূপ নিয়্যত না করে তবে আমর বিল ইয়াদ এবং বিষয়টি অহেতুক বলে প্রতীয়মান হবে এবং বাকীগুলো সহীহ হবে। কাজেই মহিলা সুন্নাত সময়ে তিন তালাক প্রদান করতে পারবে অথবা আগামীকালও সে তা করতে পারবে। (কাফী)

২৬. মাসআলা : যে তাফবীয শর্তের সাথে সম্পর্কিত তা হয়তো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হবে অথবা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হবে না। সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হলে এর উপমা হল, যেমন কেউ বলল, 'যখন অমুক ব্যক্তি আসবে তখন তোমার বিষয়টি তোমার হাতে'। তারপর অমুক ব্যক্তির আগমনের পর যে মজলিসেই সে এ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে সে মজলিসেই তার তাফবীয হাসিল হবে। আর সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হলে এর উদাহরণ হল, যেমন কেউ বলল, যখন অমুক ব্যক্তি আসবে তখন তোমার বিষয়টি তোমার হাতে একদিন অথবা বলল ঐ দিন যে দিন অমুক ব্যক্তি আসবে। এরপর যখন ঐ ব্যক্তি আসবে তখন পূর্ণ দিন তার ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে মহিলা ঐ ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে



জানতে পারে। তবে 'يوم' (দিন) শব্দটিকে যদি نكروہ (ফাড়া) ব্যবহার করা হয় তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে পূর্ণ এক দিন। আর যদি معرفة (সহ) ব্যবহার করা হয় তাহলে যেদিন অমুক আগমন করবে এর অবশিষ্ট দিন উদ্দেশ্য হবে। এবং মহিলার ঐ মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার কারণে ইখতিয়ারের অধিকার বাতিল হবে না। উল্লেখ্য যে মহিলা পূর্ণ সময়ের মধ্যে একবারই ইখতিয়ার করতে পারবে। যদি মহিলা অমুকের আগমন সম্বন্ধে অবগত না হয় এবং এদিকে ঐ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তারপর সে জানতে পারে তবে এই তাফবীযের দ্বারা কখনো তার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। (বাদায়ে) যদি বলে, আমার স্ত্রীর বিষয়টি এক মাস অমুকের হাতে তাহলে এ কথা দ্বারা ঐ মাসই ধর্তব্য হবে যা এরপর আসছে। আর এ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাফবীয বাতিল হয়ে যাবে। যদিও অমুক এ সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে থাকে। স্বামী যদি বলে, যখন এই মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তার বিষয়টি অমুকের হাতে। তারপর যখন মাস অতিক্রান্ত হবে তখন সে যে মজলিসে এ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে, সে মজলিসেই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। যদিও অমুক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে দুইমাস পর অবগত হয়। কেননা এখানে তাফবীযকে মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যে জিনিষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে তা শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় মুরসাল (শর্তহীন)-এর অনুরূপ হয়ে যায়। যদি কেউ কাউকে তালাকের তাফবীয করে মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং শর্তহীনভাবে করে তবে মজলিস বহাল থাকা পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে। এখানেও ঠিক তদ্রূপই হবে। যদি কেউ বলে, আমার স্ত্রীর বিষয়টি এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর অমুক এবং অমুকের হাতে। অতঃপর এক মাসের পর তাদের কোন একজন যদি এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তালাকের আগেই নিজ জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ায় তবে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর সে যদি ঐ সময় তালাক দিয়ে দেয়, তবে এ তালাক মওকুফ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই তাফবীয সম্পর্কে অপরজন অবহিত হয়। জানার পর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি এই মজলিসেই তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তালাক পতিত হবে। অন্যথায় তাফবীয বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীত : সারাখসী)

২৭. মাসআলা : ঋণদাতা ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তিকে বলল, যদি তুমি এক মাসের মধ্যে আমার পাওনা পরিশোধ না কর, তবে তোমার স্ত্রীর বিষয়টি আমার হাতে। অতঃপর সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর যদি শর্ত পাওয়া যায় অর্থাৎ সে এক মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করে, তাহলে এই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) স্বামী যদি বলে যখন অমুক মাস আসবে তখন এর একদিন তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অথবা বলে, এর জুমু'আর দিনের এক ঘন্টা তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং এ কথা বলার সময় তার যদি কোন নিয়্যত না থাকে তবে এতে কিছুই হবে না। অবশ্য যে মজলিসে এ কথা বলবে সে মজলিসেই যদি ঐ দিন বা ঐ ঘন্টার কথা বলে দেয় তবে সে কথা অনুসারে কাজ হবে। (ইতাবিয়া)

'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ তার স্ত্রীকে চাঁদ উঠার পর তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, বলার পর স্ত্রী যদি চাঁদ উঠা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, কিন্তু ঐ মজলিসে নিজের নাফসকে ইখতিয়ার না করে তাহলে ইখতিয়ার হাত থেকে বের হয়ে যাবে। আর যদি সে চাঁদ উঠার কয়েকদিন পর আসে এবং বলে এ সম্পর্কে আমি জানতে পারিনি তাহলে এ অবস্থায় সে যদি এমন কোন প্রমাণ পেশ করে যার ব্যাপারে সে সত্যবাদী বলে ধারণা হয়, তবে তাকে শপথ করানো হবে এবং তার কথা গ্রহণ করা হবে। আর ইখতিয়ার তার হাসিল হবে। আর যদি সে এমন প্রমাণ পেশ করে যার ব্যবহার তাকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা হয়, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (মুহীত)

২৮. মাসআলা : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যখন আমি তোমার উপর অর্থাৎ তোমার থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে বিবাহ করি, তাহলে ঐ স্ত্রীর বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত থাকবে। তারপর সে তার ঐ স্ত্রীকে খুলা (তালাক) অথবা বায়িন তালাক অথবা তিন তালাক দিল। এরপর সে অপর মহিলাকে বিবাহ করল, তাহলে এই দ্বিতীয় স্ত্রীর বিষয় তার হাতে ন্যস্ত হবে না। আর যদি বলে, যখন আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব তখন তার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত হবে। স্বামী এ ক্ষেত্রে তোমার উপর বা তোমার থাকা অবস্থায় কথাটি উল্লেখ করেনি। এ অবস্থায় যে যদি তার প্রথম স্ত্রীর সাথে খুলা করে অথবা তাকে বায়িন তালাক বা তিন তালাক দেয় এরপর অপর মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে এই মহিলার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত থাকবে। স্বামী যদি বলে, এই বিবাহের অবস্থায় আমি যদি তোমার উপর অন্য কাউকে বিবাহ করি, তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অথবা বলে তার বিষয়টি তোমার হাতে। এরপর সে যদি তার স্ত্রীকে এক তালাকে বায়িন দিয়ে তাকে পুনঃবিবাহ করে নেয়, এরপর অন্য মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে এই মহিলার বিষয়টি পূর্বের স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হবে না। (যখীরা)

২৯. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমাকে বিবাহে থাকা অবস্থায় আমি যদি তোমার উপর কাউকে বিবাহ করি, তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। এরপর সে যদি তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক অথবা তার সাথে খুলা করে, এরপর তাকে পুনঃ বিবাহ করে, তারপর অন্য মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে 'তুমি আমার বিবাহে থাকা অবস্থায়' কথার দ্বারা তার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। এ অভিমতি মুখতাসারে কারখী (র)-এর 'কিতাবুল আয়মানে' উল্লেখ রয়েছে। এতে একথা বর্ণিত আছে যে, ما كنت فى نكاحى এবং ما دمت فى نكاحى এই দুই কথায় কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে এতদুভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। (ফুসূলে উস্তরুশনী) কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি সে তার উপর কাউকে বিবাহ করে তবে তার বিষয়টি তার। এমতাবস্থায় প্রথম স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে দাবী করে যে, তুমি আমার উপর অমুককে বিবাহ করেছো। আর অমুক উপস্থিত আছে এবং সে বলছে যে, আমি আমার নাফসকে তার বিবাহের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে,



তাহলে এই প্রথম স্ত্রীর বিষয়টির তার হাতে ন্যস্ত হবে। আর স্ত্রী যদি মজলিসে থেকে অনুপস্থিত থাকে এবং প্রথম স্ত্রী যদি এ মর্মে প্রমাণাদি শেষ করে বলে যে, তুমি আমার উপর অমুকের কন্যা অমুককে বিবাহ করেছো এবং আমার বিষয়টি আমার হাতে ন্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এ অবস্থায় তবে বক্তব্য শ্রুত হবে কিনা এ সম্বন্ধে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। বিত্তমত মতে তার কথা শুনা যাবে না। কেননা অমুকের কন্যা অমুকের বিবাহ প্রমাণ করার ব্যাপারে এ মহিলা বিবাদী নয়। (ফুসূলে ইমাদিয়া)

৩০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, এরপর সে তাকে এক বা দুই বায়িন তালাক প্রদান করলে তার আমর তথা ইখতিয়ার বাতিল হবে না। সুতরাং তার সাথে পুনঃবিবাহের পর সে যদি ঘরে প্রবেশ করে, তবে তার বিষয়টি তার হাতে হয়ে যাবে। চাই স্বামী ইদতের অবস্থায় তাকে বিবাহ করুক কিংবা ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ করুক এবং চাই তার সাথে সহবাস করা হোক অথবা না হোক। অতএব পুনঃ বিবাহের পর সে নিজের নাফসকে তালাক দিলে তা পতিত হবে। (খুলাসা) কেউ যদি বলে, তুমি অমুকের ঘরে প্রবেশ করলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তারপর সে অমুকের ঘরে করল এবং নিজের নাফসকে তালাক দিল, তাহলে ঘরের সে স্থানে পৌঁছলে তাকে প্রবেশকারী বলা হবে। ঐ স্থান থেকে দূরে সরার আগেই সে যদি নিজের নাফসকে তালাক দিয়ে থাকে, তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি দুই কদম হাঁটার পর তালাক দেয় তবে এ তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাই এবং এ অবস্থায় তুমি একদিন বা দুইদিন থাক, তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এ অবস্থায় সে যদি এক দিন থাকে তাহলে মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে প্রথমটির উপর হুকুম সাব্যস্ত হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করে এই শর্তে যে, যদি সে এই পরিমাণ সময় সময় তার থেকে অনুপস্থিত থাকে তবে সে যখন ইচ্ছা নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি উল্লেখিত মুদতের প্রায় আখিরী সময় পর্যন্ত তার থেকে অনুপস্থিত থাকে এবং শেষ দিন এসে হাযির হয়। আর এদিকে স্ত্রীও যদি এই পূর্ণ সময় অদৃশ্য হয়ে থাকে, তবে শায়খ উস্তাদ (র) বলেন, এ অবস্থায়ও মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। আর কাযী ফখরুদ্দীন (র) বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীর আবাস স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হবে না। স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়ে থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি সহবাসের পূর্বে সে এ পরিমাণ সময় স্ত্রী থেকে অদৃশ্য হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হবে না। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়ে থাকে এবং এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী থেকে এ পরিমাণ সময় অদৃশ্য হয়ে থাকে কিন্তু শহরে থাকে, তার ঘরে না আসে তবে স্ত্রীর জন্য ইখতিয়ার হাসিল হবে। কাযী ইমাম (র) অনুরূপ ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। স্বামী যদি বলে, আমি

বুখারার 'কুবা' (বিশেষ শহর) থেকে যদি অদৃশ্য হয়ে যাই, তবে তার বিষয়টি তার হাতে। এ অবস্থায় স্বামী যদি কুবা থেকে বের হয়ে গ্রামের দিকে চলে যায়, তবে স্ত্রীর 'আমর বিল ইয়াদ' হাসিল হয়ে যাবে (খুলাসা)

৩১. মাসআলা : ফাতাওয়ায়ে কাযীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, উস্তাদ যহীরুদ্দীন (র) বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিষয়টিকে এই শর্তে তার হাতে ন্যস্ত করে যে, তারা উভয়ে বুখারার যে স্থানে বসবাস করছে ঐ স্থানে সে যদি স্ত্রী থেকে দুই মাস অদৃশ্য থাকে, তবে সে যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দিতে পারবে। এরপর পুরুষ লোকটি বুখারা থেকে দুইমাস অনুপস্থিত থাকল এবং বাসর রাত্রি যাপনের আগেই এমনটি হয়ে গেল। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি তার নিজের নাফসকে তালাক দেয় তবে, এতে তালাক হবে না। কেননা সে তাদের উভয়ের বসবাসের স্থান থেকে উধাও হয়ে থাকেনি। কারণ বসবাসের বাড়ী বলতে দাম্পত্য জীবন ও বৈবাহিক জীবন যাপনের বাড়ীকে বুঝানো হল মূখ্য উদ্দেশ্য। (ফুসূলে উস্তরুশনী) যদি বলে আমি বুখারা শহর থেকে উধাও হয়ে গেল। তবে এত বুখারার বিশেষ শহরই ধর্তব্য হবে। এটাই অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের অভিমত। ইমাম সারাখসী (র) বলেন, কারমিনিয়া থেকে ফারীর পর্যন্ত এলাকা হল বুখারার অন্তর্গত। (খুলাসা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার অনুমতি ব্যতীত বুখারা শহর থেকে বের হই, তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তুমি যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দিতে পারবে। তারপর সে কুকসরা পর্যন্ত গেল এবং তথায় দুই দিন অবস্থান করল, এই অবস্থায় মহিলা নিজেকে তালাক দিলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৩২. মাসআলা : শায়খ নজমুদ্দীন নাসাফী (র) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এ কথা বলে যে, আমি যদি এই শহর থেকে উধাও হয়ে যাই এবং এই অবস্থায় ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে আমার স্ত্রীর বিষয়টি তোমার হাতে। এই ক্ষেত্রে তুমি অবশিষ্ট মহর এবং ইদত কালের খোরপোষ এর বিনিময়ে তার সাথে খুলা করতে পারবে। অতঃপর এই ব্যক্তি উধাও হয়ে গেল এবং ছয়মাস পর্যন্ত আর ফিরে এল না। তাহলে এর বিধান কি হবে? জবাবে শায়খ নজমুদ্দীন (র) বললেন, এটি হচ্ছে 'তাওকীলে মুত্লাক' (শর্তহীনভাবে উকিল বানানো)। কাজেই এই ব্যক্তি যদি মজলিস থেকে উঠে যায় তবে এতে তাওকীল বাতিল হবে না। শায়খ নজমুদ্দীন (র) ব্যতীত সমরকন্দ ও বুখারার অন্যান্য মাশাইখে কিরাম একে তামলীক (ইখতিয়ার প্রদান) বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই মজলিস থেকে উঠে গেলে তা বাতিল হয়ে যাবে। এটাই সহীহ কথা। (যহীরিয়া) যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এই শর্তে 'তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করে' যে, সে যদি তাকে এই সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ টাকা পয়সা প্রদান না করে, তবে সে যখন ইচ্ছা তার নাফসকে তালাক দিতে পারবে। অতঃপর ঐ নির্ধারিত



সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্ত্রী তার নাফসকে তালাক প্রদান করে এবং এরপর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। স্বামী বলে, আমি তাকে ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুত টাকা পয়সা দিয়ে দিয়েছি। আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবে তালাকের ব্যাপারে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে না। উপরোক্ত মাসআলার আসল মাসআলা 'মুনতাক্য' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আর তা হল, এই যে, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর পিতাকে বলে, যদি আমি চল্লিশ দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আপনার কাছে না আসি তবে আমার স্ত্রীর বিষয়টি আপনার হাতে। যে সময় স্বামী তার স্ত্রীর পিতাকে এ কথা বলেছে, তখন থেকে রাত্রসহ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার স্ত্রীর বিষয়টি তার স্ত্রীর পিতার হাতে ন্যস্ত হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মজলিসে থাকবে। চল্লিশ দিন পর স্বামী যদি বলে, আমি আপনার নিকট এসেছি এবং স্ত্রীর পিতা তা অস্বীকার করে তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (যখীরা)

৩৩. মাসআলা : কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে এই শর্তে ন্যস্ত করে যে, যদি সে তার থেকে তিন মাস উধাও হয়ে থাকে এবং তার খোরপোষ তার নিকট না পৌঁছে, তাহলে যখন ইচ্ছা সে নিজেকে তালাক দিতে পারবে। অতঃপর স্বামী তার নিকট পঞ্চাশ দিরহাম প্রেরণ করে কিন্তু এই সময়ে এই পরিমাণ দিরহাম যদি তার খোরপোষের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে স্ত্রী বিষয়টি তার হাতে এসে যাবে। আর স্ত্রীর খোরপোষ নির্দিষ্ট থাকলে এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীকে তা হিবা করে দেয় এবং এদিকে ঐ সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে যায় কিন্তু স্ত্রীর নিকট খোরপোষ না পৌঁছে, তবে তার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। আর ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কসম রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ শর্ত পাওয়া গেছে বলে ধর্তব্য হবে। স্ত্রী যদি তার খোরপোষ স্বামীকে হিবা না করে এবং স্বামী দাবী করে যে, আমি তার খোরপোষ তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তা তার নিকট পৌঁছেও গিয়েছে কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হওয়াই সমীচীন। শায়খ (র) বলেন, আমি আমার উস্তাদ কাযী ফখরুদ্দীন (র) কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। কিন্তু বেশ কিছু দিন পর তিনি তার পূর্ববর্তী মত পরিহার করে বলেন, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, যত জায়গায় হক পরিশোধের দাবী আসবে সব জায়গায় এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। ফুসূলে উস্তারুশনীতে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (খুলাসা) 'যখীরা' গ্রন্থে মুনতাকার সূত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, যদি এই মাসে তোমার খোরপোষ না পাঠাই তবে তোমাকে তালাক অথবা বলে, যদি আমি তোমার এই মাসের খোরপোষ না পাঠাই তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে যদি কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তার খোরপোষ পাঠায় এবং তা ঐ ব্যক্তির হাত থেকে নষ্ট হয়ে

যায়, তবে সে হানিস (কসম ভঙ্গকারী) হবে না। কেননা সে তো খোরপোষ পাঠিয়ে দিয়েছে। (ফুসূলে উস্তারুশনী)

৩৪. মাসআলা : এক ব্যক্তির তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে এ ভাবে ন্যস্ত করল যে, সে যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দিতে পারবে এই শর্তে যে, যদি স্বামী এই এক মাসের মধ্যে তার নিকট তার খোরপোষ প্রেরণ না করে। অতঃপর স্বামী অপর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তার নিকট খোরপোষ প্রেরণ করল। কিন্তু এই ব্যক্তি তালাক করে তার বাড়ী ঘর আর খুঁজে পেল না। এমনি করে ঐ মাস চলে গেল, মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে ঐ খোরপোষ তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিল এ অবস্থায় এই মহিলার ফয়সালা কি হবে? এ সম্বন্ধে কাযী উস্তারুশনী (র) বলেন, এ মহিলা নিজের উপর তালাক প্রয়োগের অধিকারী হবে। কিন্তু কাযী সাহেব এর এ বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা যেহেতু প্রেরিত ব্যক্তির হাতে খোরপোষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কাজেই মহিলা ইখতিয়ারের অধিকারী হবে না। কারণ ইখতিয়ার প্রাপ্তির জন্য শর্ত ছিল খোরপোষ প্রেরণ না করা। অথচ স্বামী তার জন্য খোরপোষ প্রেরণ করেছে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি দশ দিন পর তোমার নিকট পাঁচ দীনার প্রেরণ না করি, তবে তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যখন ইচ্ছা তুমি নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। এরপর যদি ঐ দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু স্বামী এ দীনারগুলো প্রেরণ না করে তবে স্বামী এগুলো ত্বরিতভাবে আদায় করার নিয়্যত করে থাকবেন, স্ত্রী নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। আর যদি সে ত্বরিতভাবে আদায় করার নিয়্যত না করে থাকে তবে সে তালাক প্রদান করতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের কোন একজন মারা যায় (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৩৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি সমরকন্দে অবস্থানরত তার স্ত্রীর নিকট হতে দূরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করল। অতঃপর স্ত্রী তার নিকট খোরপোষের খরচাদি তলব করল। তখন সে বলল, 'আমি যদি কুশ<sup>১</sup> এলাকা থেকে ১০ দিনের মধ্যে তোমার জন্য খোরপোষ না পাঠাই তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যাতে, তোমার ইচ্ছামত তুমি তোমার নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পার'। অতঃপর সে দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তার খোরপোষ পাঠিয়ে দিল। কিন্তু অন্য জায়গা থেকে পাঠাল। তাহলে এই অবস্থায় তার ইখতিয়ার হাসিল হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফাতাওয়ায়ে যহীরুদ্দীন<sup>২</sup> এর মধ্যে যা উল্লেখ আছে তা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। কেননা তিনি তাতে একথা উল্লেখ করেছেন যে, 'কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি কারমীনা থেকে দশ দিনের মধ্যে তোমার খোরপোষ না পাঠাই তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে যদি দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অন্য কোন জায়গা থেকে তার জন্য

১. কুশ জুরজান অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম (আলমগীরী ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮)



খোরপোষ পাঠায়, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী বলে গন্য হবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া) স্বামী যদি বলে, তোমার খোরপোষ তোমার নিকট দশ দিনের মধ্যে না পৌঁছালে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে যেমন সে এ সময়ের মধ্যে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার বাপের বাড়ীতে চলে গেল এবং খোরপোষ তার নিকট পৌঁছল না তবে তালাক পতিত হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার নিকট থেকে গায়েব হয়ে যাই তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। অতঃপর কোন যালিম ব্যক্তি যদি তার স্বামীকে কয়েদ করে রাখে, তাহলে তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হবে না। শায়খ (র) যদি তাকে যাওয়ার জন্য বাধ্য করার পর সে নিজে চলে যায় তাহলে তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হয়ে যাবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৩৬. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে এই শর্তে ন্যস্ত করে যে, সে যদি তাকে বিনা অপরাধে প্রহার করে তবে তার বিষয়টি তার হাতে। সুতরাং এরপর মহিলা নিজেকে তালাক দিতে পারবে। অতঃপর স্বামী তাকে মারলে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। স্বামী বলল, আমি তাকে অপরাধের কারণে প্রহার করেছি। তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (যখীরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিষয়টি এই শর্তে তার হাতে ন্যস্ত করল যে, যদি সে তাকে বিনা অপরাধে প্রহার করে তবে সে যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দিতে পারবে। অতঃপর সে মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হলে স্বামী তাকে প্রহার করল। এ অবস্থায় স্ত্রীর ইখতিয়ার হাশিল হবে। কিনা এ সম্বন্ধে বলা হয়, স্বামী যদি তার মহরে মু'আজ্জল (নগদ মহর) পরিশোধ করে থাকে তবে, তার বিষয়াদি তার হাতে ন্যস্ত হবে না। আর যদি সে তা পরিশোধ না করে থাকে তবে সে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত পিতার বাড়ীতে যেতে পারবে এবং নগদ মহর আদায় করার নিমিত্তে স্বামীর নিকট হতে দূরে থাকবে পারবে। অতএব তার এই বের হওয়া অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে না। শায়খ ইমাম যহীরুদ্দীন মুরগিনানী (র) সংক্ষেপে এভাবে ফাতাওয়া দিতেন যে, এ অবস্থায় মহিলার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হবে না। তিনি বলতেন, স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘর হতে বের হওয়া স্ত্রীর জন্য অপরাধ। তবে প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধতম। (মুহীত)

৩৭. মাসআলা : কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি এক মাসের মধ্যে আমি তোমাকে দুই দীনার না দেই তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। অতঃপর মহিলা কারো থেকে (ঐ পরিমাণ) ঋণ নিয়ে তা স্বামীর উপর বর্তিয়ে দিল। এ অবস্থায় স্বামী যদি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে ঋণদাতাকে তা পরিশোধ করে দেয়,

১. এ মাসআলা দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ রয়েছে, উল্লেখিত স্থান হতে প্রেরণ না করায় কসমভঙ্গকারী হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে টাকা প্রেরণ করে শর্ত পূর্ণ করেছে, কাজেই স্ত্রী তালাকের অধিকারী কেন থাকবে? (সম্পাদক)

তাহলে স্ত্রী নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। আর যদি সে তা পরিশোধ না করে তাহলে স্ত্রী নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যদি আমি তোমার অনুমতি ছাড়া শহর থেকে বের হই। অতঃপর সে যদি শহর থেকে বের হয় এবং মহিলাও তাকে বিদায় জানানোর জন্য বের হয়ে যায়, তবে এ যাওয়া তার পক্ষ হতে অনুমতি বলে স্বীকৃত হবে না। আর স্বামী স্ত্রীর নিকট অনুমতি চাওয়ার পর স্ত্রী যদি তাকে ইশারা করে বলে তবে এর হুকুম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) আমার দাদা (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত করল এই শর্তে যে, যদি সে জুয়া খেলে। এরপর স্বামী জুয়া খেলার শিগু হলে স্ত্রী তার নিজের নাকসকে তালাক দিল। তারপর স্বামী দাবী করল যে, তুমি এ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর তিন তিন গত হয়ে গেল। অথচ যে মজলিসে জেনেছো সে মজলিসে তুমি নিজের নাকসকে তালাক দাওনি। স্ত্রী বলল, না, আমি এ সম্পর্কে এই মাত্র জেনেছি এবং জানার সাথে সাথেই নিজেকে তালাক দিয়েছি, তাহলে এ অবস্থায় কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে? এ প্রশ্নের জবাবে দাদাজান বললেন, মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া)

৩৮. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যদি আমি নেশাকর কোন বস্তু পান করি অথবা তোমার নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে যাই। অতঃপর তার মধ্যে এতদুভয়ের কোন একটি পাওয়া যাওয়ার পর স্ত্রী যদি নিজের নফসের প্রতি তালাক প্রয়োগ করে, এরপর দ্বিতীয় কারণটি পাওয়া যায়, তবে এই মহিলা দ্বিতীয়বার পুনরায় নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। স্বামী যদি বলে আমি তোমাকে প্রহার করলে অথবা তোমার নিকট হতে উধাও হয়ে গেলে তোমার বিষয় তোমার হাতে। তুমি ইচ্ছা করলে নিজেকে এক তালাক, ইচ্ছা করলে, দুই তালাক অথবা ইচ্ছা করলে তিন তালাক দিতে পারবে। শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর স্ত্রী যদি নিজেকে এক তালাক প্রদান করে তবে এই মজলিসেই সে নিজের উপর আরো তালাক প্রয়োগ করতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বললেন, সে নিজের উপর পুনঃ তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। (ফুসূলে উস্তরুশুনী) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার থেকে ছয় মাস দূরে থাকি এবং এই সময়ের মধ্যে আমি তোমার সাথে মিলিত না হই এবং আমার পক্ষ থেকে তোমার নিকট খোরপোষ না পৌঁছে তবে তোমার তালাকে বিষয়টি তোমার হাতে। এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং স্ত্রীর সাথে সংগত হল না। কিন্তু স্বামীর প্রেরিত খোরপোষ তার নিকট পৌঁছল, তাহলে স্ত্রীর বিষয়টি স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়ে থাকবে। কেননা এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে দু'টি কাজ না করার সাথে তালাককে মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত) করা হয়েছে। আর এই শর্ত যেহেতু ওয়া মায় নি, কাজেই সে কসম ভঙ্গকারী বলে গন্য হবে এবং



স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হবে। আর সে যদি দু'টি কাজ হওয়ার সাথে তালাককে শর্তযুক্ত করে তবে উভয়টি না পাওয়া পর্যন্ত সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। অতএব, স্বামী যদি বলে, আল্লাহর শপথ। আমি এই দুই ঘরে প্রবেশ করব না অথবা বলে যদি আমি এই ঘরে এবং এই ঘরে প্রবেশ করি তবে তুমি তালাক এ অবস্থায় স্বামী ঐ ঘর দু'টিতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। উপরোক্ত বাক্যে সে তালাক শব্দটি আগে উচ্চারণ করুক বা পরে উচ্চারণ করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। (জাওয়াহিরুল আখলাতী)

৩৯. মাসআলা : স্বামী যদি তার নাবালিগা স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে এই শর্তে ন্যস্ত করে যে, যদি সে তার থেকে এক বছর অনুপস্থিত থাকে তবে স্ত্রী তার নিজের উপর তালাক পতিত করতে পারবে। আর এই তালাক এমনভাবে প্রয়োগ করবে যাতে স্বামীর কোন ক্ষতি না হয়। অতঃপর যদি শর্ত পাওয়া যায় এবং স্ত্রী স্বামীকে মহর ও ইদ্দতকালীন খোরপোষ থেকে মুক্ত করে দেয় এবং নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করে তবে এক তালাকে রাজস্ব পতিত হবে। তবে মহর ও খোরপোষ স্বামীর থেকে রহিত হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) যদি স্বামী তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে এই শর্তে ন্যস্ত করে যে, সে যদি তাকে বিনা অপরাধে প্রহার করে তবে সে তার নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। এরপর স্ত্রী যদি স্বামী নিকট খোরপোষ দাবী করে এবং না ছোড়বান্দা হয়ে তার নিকট এ দাবী পেশ করতে থাকে তবে তা অপরাধ বলে গন্য হবে না। কিন্তু স্বামীকে গালি দিলে, তার কাপড় ছিড়ে ফেললে কিংবা তার দাড়ি টেনে ধরলে তা অপরাধ বলে গন্য হবে। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে হে গাধা! হে নির্বোধ! অথবা আল্লাহ তোমাকে পাকড়াও করুক বলে, তবে একথা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে এই শর্তে ন্যস্ত করে যে, যদি সে তাকে বিনা অপরাধে প্রহার করে, তবে সে তার নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। এরপর স্ত্রী যদি গায়রে মাহররাম ব্যক্তির সামনে নিজের মুখমণ্ডল উন্মোচিত করে, তবে শায়খ উস্তাদ (র) মতে এটি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ কথাটি ইমাম কুদুরী (র)-এর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তাঁর মতে মহিলার মুখমণ্ডল এবং হাতুলী পর্দার ভিতরে রাখা অপরিহার্য নয় (খুলাসা) কিন্তু বিশুদ্ধমতে মহিলা যদি এমন ব্যক্তির সামনে চেহারা খুলে যার ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয় তবে একে অপরাধ বলে গন্য করা হবে। (যহীরিয়া) মহিলা যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিজের আওয়াজ শুনিতে দেয়, যেমন সে কোন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত হল কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জোরে কথা বলল, যাতে অপরিচিত ব্যক্তি শুনতে পায় কিংবা স্বামীর সাথে ঝগড়ার সুরে এমনভাবে কথা বলল যে, অপরিচিত ব্যক্তি তার আওয়াজ শুনতে পেল, তবে তা অপরাধ বলে গন্য হবে। (খুলাসা) কোন অপরিচিতকে গালি দিলে তার অপরাধ বলে গন্য হবে। (আল-বাহরুর রায়িক)

৪০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিষয়টি এই শর্তে ন্যস্ত করে যে, সে তাকে বিনা অপরাধে প্রহার করলে তার বিষয়টি তার হাতে থাকবে। এরপর স্ত্রী এমন কাজ করল যা শরী'আতের দৃষ্টিতে অপরাধ। কিন্তু এ কারণে স্বামী তাকে প্রহার করল না। এর কিছুদিন পর স্ত্রী এমন কাজ করল যা শরী'আতের দৃষ্টিতে অপরাধ নয়। এ অবস্থায় স্বামী তাকে প্রহার করার পর সে যদি পূর্ববর্তী ইখতিয়ারের ভিত্তিতে নিজেকে তালাক দেয়। তারপর স্বামী দাবী করে যে, প্রথম অপরাধের কারণে আমি তোমাকে প্রহার করেছি, কাজেই তুমি নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। স্ত্রী বলল, না তুমি আমাকে দ্বিতীয় অপরাধের কারণে প্রহার করেছো কাজেই আমি আমার নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগের অধিকার রাখি। এক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (ইতাবিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি বিনা অপরাধে তোমাকে প্রহার করলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে অর্থাৎ তুমি নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে, তবে এর ফয়সালা কি হবে, এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটি অপরাধ নয়। কিন্তু অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মর্মে এই অপরাধ। আর এ মতটিই সহীহ। স্বামী স্ত্রীর মা এর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার পর স্ত্রীও যদি স্বামীর মা-এর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে এর হুকুমও অনুরূপ হবে (যহীরিয়া)

৪১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি শরী'আত স্বীকৃত অপরাধ ছাড়া তাকে প্রহার করি, তবে তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হবে। তারপর ঝগড়ার সময় স্ত্রী তার স্বামীকে হে মজদুরের বাচ্চা, অথবা হে বেদুঈনের বাচ্চা, বলার পর সে যদি তার স্ত্রীকে প্রহার করে অথচ স্বামী তাই যা তার বলেছে, তাহলে স্ত্রী তার নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। আর যদি বলে, হে জোনার পুত্র, এবং সে বাস্তবেও তাই হয় তবে একথা ধর্তব্য হবে না এবং এটি অপরাধ বলেও বিবেচিত হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক) স্বামী স্ত্রীকে হে নাপাক! বলার পর স্ত্রীও যদি তাকে অনুরূপ বলে, তবে স্পষ্টভাবে বললে এটি অপরাধ বলে গন্য হবে। আর যদি বলে, তুমিও তাই তাহলে এ ক্ষেত্রে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে এটিও অপরাধ বলে গন্য হবে। এবং এটি তুমি স্বয়ং নাপাক একথা বলার অনুরূপ বলে ধর্তব্য হবে। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি অপরাধ ছাড়া তাকে প্রহার করলে সে যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দিতে পারবে। এরপর মহিলা আদালতে বিচারকের নিকট এ মর্মে মামলা করল যে, সে আমাকে অপরাধ ব্যতিরেকেই প্রহার করেছে তাই আমি আমার উপর তালাক প্রয়োগ করেছি এবং তার নিকট অবশিষ্ট মহরের দাবী করেছি। তখন বিচারক স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল তুমি তাকে কেন প্রহার করলে? জবাবে স্বামী যদি বলে, ইচ্ছাকৃতভাবে আমি তাকে প্রহার করিনি। কথা শুনে স্ত্রী বলল, সে তো প্রহারের কথা স্বীকার করে নিয়েছে এবং তালাক প্রয়োগ সহীহ হওয়ার জন্য সেটি শর্ত ছিল সে



তাও স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং আপনি তাকে অবশিষ্ট মহর পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দিন। স্ত্রীর এ সব বক্তব্যের পর স্বামী বিচারকের নিকট এসে নতুনভাবে দাবী করল যে, সে তাকে তার অপরাধের কারণেই প্রহার করেছে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী প্রমাণও পেশ করে। এহেন অবস্থায় কি ফয়সালা হবে এ বিষয়ে ফাতওয়া কামনা করা হলে মুফতীগণ সকলেই একবাক্যে বললেন, তার (স্বামীর) দাবীর মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে, কাজেই তা বাতিল হয়ে যাবে (যখীরা)

৪২. মাসআলা : কেউ যদি বলে, অপরাধ ছাড়া আমি আমার স্ত্রীকে প্রহার করলে তার এক তালকের ইখতিয়ার থাকবে। এরপর মহিলা পর্দা ছাড়া ছাদে আরোহণ করলে যদি সে দেখানোর জন্য একপ করে থাকে তবে এ কাজটি অপরাধ বলে গণ্য হবে অন্যথায় অপরাধ হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তাকে অপরাধ ব্যতিরেকে প্রহার করলে তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হবে। এরপর স্বামী-স্ত্রীর নিকট খোরপোষ চাইল। স্ত্রী তাচ্ছিল্যের সাথে তা তার নিকট ছুড়ে মারার পর স্বামী যদি তা তাকে প্রহার করে, তবে এ ছুড়ে মারা অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর যদি তাচ্ছিল্যের সাথে ছুড়ে না মারা হয় তবে এটি অপরাধ হবে না। যদি মহিলা কোন পাপের কাজ করে এবং স্বামী তাকে নিষেধ করার পর সে বলে এটি আমার ভাল লাগে। এরপর স্বামী তাকে প্রহার করে, তবে স্ত্রীর উক্ত উক্তি অপরাধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু মহিলা যে কাজ শুরু করেছে তা যদি গুনাহের কাজ না হয়, তবে এ জাতীয় উক্তি অপরাধ হবে না। (জাওয়াহিরুল আখতালী) কেউ যদি বলে, আমি আমার স্ত্রীকে প্রহার করলে তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হয়ে যাবে। এরপর সে অন্য কাউকে হুকুম দিল এবং সে তাকে প্রহার করল, এ অবস্থায় মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হবে কি না? এ বিষয়টি কসমের মাসআলার মতই অর্থাৎ কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে প্রহার করবে না, অতঃপর সে অপর কোন ব্যক্তিকে হুকুম করায় পর সে তাকে প্রহার করল, তাহলে এর সমাধানের ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কেউ কসম করল যে, সে তার গোলামকে প্রহার করবে না। এরপর সে অন্য ব্যক্তিকে হুকুম করল এবং ঐ ব্যক্তি তাকে প্রহার করল, তাহলে এতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ব্যাথা এবং চিমটি দেয় কিংবা তার চুল ধরে টানে অথবা তাকে কামড় দেয় কিংবা শ্বাসরুদ্ধ করে কষ্ট দেয়, তাহলে এতেও তার ইখতিয়ার হাসিল হয়ে যাবে। আর এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কৌতুক করে করে একপ না করে। কিন্তু ঠাট্টা করে একপ করলে মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। যদিও সে এভাবে তাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ঠাট্টার অবস্থায় যদি স্বামীর মাথা স্ত্রীর নাকের ডগায় লেগে তাতে রক্ত বের হয়, তবে এ অবস্থায়ও তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটাই সহীহ। (ফুসুলে উস্তুরুশুনী)

৪৩. মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘর থেকে কোন জিনিস কাউকে দান করে যা সাধারণতঃ দান করা হয় না, তবে দানও অপরাধ বলে গণ্য হবে। এমনভাবে স্বামীর প্রতি বদ্দু'আ করাও অপরাধের মধ্যে শামিল। স্ত্রী যদি বলে, মহিলাদের স্বামী তো পুরুষ লোক হয়ে থাকে। কিন্তু আমার স্বামী একপ নয় তা হলে একথাও অপরাধ হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে খালি রুটি খাওয়ার জন্য ডাকার পর সে যদি রাগ করে তবে এটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। (আল-বাহরুর রাযিক) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তাকে বিনা অপরাধে প্রহার করলে তার বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হয়ে যাবে। তারপর সে তাকে বলল, আমি তোমাকের অনুমতি দিলাম, তুমি প্রতি দশ দিনে তোমার পিত্রালয়ে যেতে পার এ অবস্থায় দশ বা দশ দিনের অধিক অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি পিত্রালয়ে না যায়। তারপর পিতা তাকে দেখতে আসে। অতঃপর সে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া পিত্রালয়ে যাওয়ার কারণে স্বামী যদি তাকে প্রহার করে তবে স্ত্রী ইখতিয়ার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্ত্রীর মা তাকে দেখতে আসে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমার কুত্বী এসেছে। জবাবে স্ত্রী স্বামীকে 'তোমার মা কোন কুত্বী' বলার পর স্বামী যদি তাকে প্রহার করে তবে তার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৪৪. মাসআলা : স্বামীর গৃহে মেহমান আসার পর মেহমানের ঘুমানোর জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে শয্যা বিছিয়ে দেওয়ার আদেশ করল। কিন্তু স্ত্রী তা না করায় স্বামী যদি স্ত্রীকে প্রহার করে, তবে স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কাপড় না ধোয়ার কারণে বা খানা না পাকানোর কারণে মারলে তা বিনা দোষে মারার হুকুমের মধ্যে গণ্য হবে। (খাবানাভুল মুফতিয়ীন) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তাকে গালি দেই তবে সে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। তারপর স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার লজ্জাস্থান বিদীর্ণ করো না কিংবা বলল, মল খেয়ো না অথবা বলল, খাও কিংবা বলল, তুমি তোমার মাথা দ্বারা দেওয়ালের উপর আঘাত কর, তবে এসব কথায় উক্ত মহিলা ইখতিয়ার প্রাপ্ত হবে না। (খুলাসা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, সে তাকে প্রহার করলে স্ত্রী নিজের উপর এমনভাবে তালাক প্রয়োগ করতে পারবে যে, এরপর উভয়ের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর আর কোন ঝগড়া থাকবে না। এ অবস্থায় শর্ত পাওয়ার পর স্ত্রী যদি নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করে তাহলে স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে 'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতিরেকে' তবে মহর ওয়াজিব হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) যদি কেউ বলে, আমার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যস্ত কর না যা যখন ইচ্ছা সে নিজের নাক্ষকে ইখতিয়ার করতে পারবে। তাহলে এই মহিলা এই মজলিসে অথবা অন্য কোন মজলিসে যখন ইচ্ছা নিজের নাক্ষকে ইখতিয়ার করতে পারবে। এবং সে তিন তালাকে বায়িনা হয়ে যাবে। তবে এই মজলিসে সে নিজের উপর এক তালাকের বেশী প্রয়োগ করতে পারবে না। যদি সে এক তালাক চায় তবে এক তালাক



পতিত হবে। তারপর ইদতে থাকা কালীন সময়ে আরেক তালাক চাইলে তাও ঐ সময় পতিত হবে। অনুরূপভাবে ইদতের অবস্থায় তৃতীয় তালাক চাইলে তাও পতিত হবে। কিন্তু তিন তালাক প্রাপ্ত হয়ে অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর স্ত্রী যদি পুনরায় প্রথম স্বামীর বিবাহে ফিরে আসে তালাক চায় তবে আমাদের মাযহাবে কোন কিছুই পতিত হবে না। অধিকন্তু তিন তালাক পতিত হওয়ার কারণে তার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আর এক তালাক কামনা করায় এক তালাক পতিত হয় এবং এর পর ইদত অতিবাহিত হলে আরেক স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তারপর পুনরায় যদি প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে পূর্ণ তিন তালাকের অধিকারসহ ফিরে আসল। এ অবস্থায় সে যদি তিন বারে তিন তালাক কামনা করে তবে পর্যায়ক্রমে তিন তালাক পতিত হবে। (ফুসূলে উস্তরুশুনী : একবিংশ অনুচ্ছেদ) স্ত্রী যদি একবারই তার নিকট তালাক কামনা করে এবং এক তালাক পতিত হয়, তারপর ইদত অতিবাহিত হয়ে গেলে পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ হয় তবে অবশিষ্ট দুই তালাকের ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার ও নাসিয়্যাত হাসিল হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪৫. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যখন তুমি ইচ্ছা করবে (اذا شئت او متى شئت) তাহলে সে যখন ইচ্ছা এই মজলিসে অথবা অন্য যে কোন মজলিসে নিজের নাফসকে একবার ইখতিয়ার করতে পারবে। স্বামীকে ইখতিয়ার করে নিলে তার ইখতিয়ার নিঃশেষ হয়ে যাবে। (ফুসূলে উস্তরুশুনী) মহিলা ইখতিয়ার পাওয়ার পর সে যদি তা নাকচ করে দেয় তবে তা নাকচ হবে না। অবশ্য মহিলা যদি মজলিস থেকে উঠে যায় বা অন্য কোন কাজ আরম্ভ করে কিংবা অন্য কথাবার্তা শুরু করে তবে এ অবস্থায়ও সে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। তবে এক তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। (বাদায়ে) যদি বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যেভাবে তোমার ইচ্ছা তবে তার চাওয়া ঐ মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। اينما شئت - اين شئت - ما شئت - ان شئت এর মত كيف شئت বললেও এ হুকুম হবে। এমনিভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যেখানে তোমার ইচ্ছা, তবে এ ক্ষেত্রেও মহিলার ইখতিয়ার মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখন ইচ্ছা তুমি নিজেকে ইখতিয়ার করে নাও অথবা বলে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। তারপর স্বামী স্ত্রীকে একটি বায়িন তালাক দিয়ে পুনরায় বিবাহ করলে এবং এই অবস্থায় স্ত্রী নিজেকে ইখতিয়ার করলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর মতে সে দ্বিতীয়বার তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার প্রতি দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, তার এ অভিমতটি দুর্বল। (খুলাসা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে,

অমুক মহিলার বিষয়টি তোমার হাতে, যাতে তুমি তাকে তালাক দিতে পার, যখন তুমি এর ইচ্ছা করবে, তাহলে এ কথা পরামর্শ হিসাবে গণ্য হবে এবং এই মজলিস পর্যন্ত ঐ মহিলার বিষয়টি তার হাতে ন্যাস্ত থাকবে। এ কথাটি মুনতাকা এত্বে উল্লেখ রয়েছে। (মুহীত)

৪৬. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীর বিষয়টি স্ত্রীর হাতে ন্যাস্ত করার পর সে যদি তাকে বায়িন তালাক দিয়ে দেয়, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে তার ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু রাজঈ তালাক দিলে তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। মাশায়িখে কিরাম বলেন, এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্ত্রীকে নগদ তথা শর্তহীনভাবে ইখতিয়ার প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি শর্তযুক্ত করে ইখতিয়ার প্রদান করে যেমন বলল, যদি আমি তোমাকে প্রহার করি তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। এরপর স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে খুলা করে অথবা তাকে বায়িন তালাক দেয় তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার বাতিল হবে না। অতএব স্বামী যদি তাকে পুনরায় বিবাহ করার পর তালাক দেয় তাহলে তখনও স্ত্রীর ইখতিয়ার হবে। চাই ইদতের অবস্থায় বিবাহ করুক অথবা ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ করুক। (যখীরা) যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার স্ত্রী থাকবে। তাহলে এই কথা এই বর্তমান বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাওয়ার পর এই ইখতিয়ার বাহিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে রাজঈ তালাক দিলে এর হুকুম ভিন্ন ধরনের হবে। অনুরূপভাবে যদি মহিলাকে সাধারণভাবে ইখতিয়ার দেওয়া হয় এবং যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী থাকবে এরূপ কথা না বলা হয়, তারপর যদি তাকে বায়িন তালাক প্রদান করে পুনরায় বিবাহ করা হয় তবে স্পষ্টতর বর্ণনা অনুসারে তার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। আর এর উপরই ফাতওয়া। (ইতাবিয়া)

৪৭. মাসআলা : এক ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীর ঝগড়া হল। এসময় স্ত্রী বলল, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তার থেকে নাজাত দাও। একথা শুনে স্বামী বলল, তুমি যদি আমার থেকে নাজাত পেতে চাও তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। এবং এর দ্বারা সে তালাকের নিয়্যত করে। কিন্তু তিন তালাকের নিয়্যত না করে এ অবস্থায় স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নাফসের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করলাম। তারপর স্বামী বলল, তুমি নাজাত পাইলে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর মতে তার উপর কোন তালিকই পতিত হবে না। (তাজনীস ও মযীদ) স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে, তুমি কি চাচ্ছ যে, আমি আমার নাফসকে তালাক দিয়ে দেই? স্বামী বলল, হ্যাঁ। তারপর স্ত্রী বলল, আমি তালাক দিয়ে দিলাম। এ অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর নিকট তালাকের বিষয়টি তাফবীয করার নিয়্যত করে থাকলে মহিলা উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী এরূপ নিয়্যত করে যে, তুমি পারলে নিজেকে তালাক দিয়ে দাও, তবে এতে তালাক পতিত হবে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি কি চাও যে, আমি তোমার স্ত্রীকে



তিন তালাক দিয়ে দেই? সে বলল, হাঁ, তখন ঐ ব্যক্তি বলল, তাহলে আমি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলাম। মাশাইখে কিরাম বলেন, এরূপ বললে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। বিশুদ্ধ মতে এটি এবং পূর্বোক্ত বিষয়টি একই সমান। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর নিকট তালাকের তাফবীয করার ইচ্ছা করলে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪৮. মাসআলা : কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি তোমার ভগ্নিকে আমার নিকট বিবাহ দাও এই শর্তে যে, আমার স্ত্রীর ইখতিয়ার তোমার হাতে। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি তাকে তালাক দিতে পারবে। আর ইচ্ছা হলে তালাক নাও দিতে পারবে। এ অবস্থায় সে যদি তার ভগ্নিকে ঐ ব্যক্তির বিবাহে দিয়ে দেয় এবং তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সে বিবাহের মজলিসেই তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকলে তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি সে মজলিস থেকে উঠে যায় তবে তালাক পতিত হবে না। (হাভী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমাকে মর থেকে মুক্ত করে দাও তবে তিন তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, অতঃপর মহিলা বলল, তুমি আমাদের তোমার উকিল বানিয়ে দাও যাতে আমি আমার নাক্ষকে তালাক দিতে পারি। তখন স্বামী বলল, তোমার নাক্ষকে তালাক দেওয়ার জন্য তুমি আমার পক্ষ হতে উকীল। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি প্রথমে তাকে মর থেকে মুক্ত করে দেয় এবং এরপর ঐ মজলিসেই নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করে তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি সে তাকে মর থেকে মুক্ত না করে তা হলে তালাক পতিত হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, তুমি যদি আমার বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দাও তবে আমি আমার মরের দাবী ছেড়ে দিব। স্বামী তাই করল, তাহলে স্ত্রী নিজেকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তার মরের বিষয়টি অরহিত অবস্থায় বহাল থাকবে। (মুহিত : সারাখসী)

৪৯. মাসআলা : স্ত্রীর বিষয়টি স্ত্রী হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য স্বামীকে বাধ্য করার পর স্বামী যদি তা করে তাহলে এরূপ করা সহীহ হবে। শায়খ আবু নাসর (র) বলেন, \*যদি স্বামীকে বাধ্য করা হয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য অথবা তার ইখতিয়ারের বিষয়টি তার হাতে ন্যাস্ত করার জন্য তবে তা সহীহ হবে না। কিন্তু স্বামীও যদি অনুরূপ নিয়্যত করে তবে তা সহীহ হবে। (ইতাবিয়া) কোন গোলাম যদি তার মুনীবকে বলে, আপনার এই দাসীকে আমার বিবাহে দিয়ে দিন এই শর্তে যে, তার বিষয়টি আপনার ইখতিয়ারে থাকবে। অতঃপর মুনীব তাই করল, তাহলে ঐ দাসীর বিষয়টি তার হাতে ন্যাস্ত থাকবে না। কিন্তু মুনীব যদি প্রথমে এই কথা বলে যে, আমি তাকে তোমার নিকাহতে দিলাম এই শর্তে যে, তার বিষয়টি আমার হাতে থাকবে। গোলাম যদি মুনীবের এই কথা গ্রহণ করে নেয়, তবে দাসীর বিষয়টি মুনীবের হাতে ন্যাস্ত থাকবে। (মুহিত : সারাখসী)

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : তালাকের সাথে মাশিয়াত (ইচ্ছা করা) শব্দ ব্যবহারের বিবরণ

১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও। চাই সে 'যদি তুমি চাও বলুক অথবা না বলুক' উভয় অবস্থাতেই সে তার নিজের নাক্ষকে তালাক দিতে পারবে। অবশ্য এই তালাক প্রদানের ইখতিয়ার এই মজলিসের সাথে খাস। স্বামী তার স্ত্রীকে এই অধিকার হতে বরখাস্ত করতে পারবে না। স্বামী যদি অপর কাউকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও এবং এর সাথে 'মাশিয়াত' শব্দ যোগ করে। তবে এর হুকুমও অনুরূপ হবে। আর যদি 'মাশিয়াত' (যদি চাও) শব্দ যোগ না করে তবে এ কথা উকীল নিয়োগের অনুরূপ হবে। তাই এ বিষয়টি মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং স্বামী উক্ত ব্যক্তিকে এই কাজ হতে ইচ্ছা করলে বরখাস্ত করতে পারবে। (আল-জাওহরাতুন নায়্যারা) স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও' বলার পর সে তার মত ফিরিয়ে নিতে পারবে না। যদি বলে, তুমি তোমার সতীনকে তালাক দাও তবে একথা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। কেননা এটি উকীল নিয়োগ করার নামান্তর। (কাফী) যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও এবং এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যত করে, তারপর স্ত্রী যদি একত্রে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজের প্রতি তিন তালাক প্রয়োগ করে কিংবা স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নিজেকে তালাক দিলাম, তবে তিন তালাক পতিত হবে। যদি এক বা দুই তালাক প্রদান করে তবে তাও পতিত হবে। যদি এক তালাক প্রদানের পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, এরপর পুনরায় দুই তালাক প্রদান করে, তবে এক তালাকই পতিত হবে। (তামারতানী) স্বামী যদি দুই তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাকই পতিত হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি দাসী হয় তাহলে দুই তালাকই পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) আর যদি স্বামী এক তালাকের নিয়্যত করে এবং স্ত্রী তিন তালাক প্রদান করে তবে এ অবস্থায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিছুই পতিত হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, এক তালাক পতিত হবে। মহিলা যদি এক তালাক প্রদান করে এবং স্বামী কোন প্রকার নিয়্যত না করে অথবা এক তালাকের নিয়্যত করে, তবে এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নিজেকে বায়িন করে দিলাম। 'আমি হারাম, আমি বায়িন, আমি বাস্তা অথবা আমি মুক্ত' তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। (তামারতানী) যদি বলে আমি আমার নাক্ষকে ইখতিয়ার করে দিলাম, তবে এতে কিছুই পতিত হবে না। তবে মহিলার হাত থেকে ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তিন তালাক দাও এবং স্ত্রী এক তালাক দেয়, তবে এক তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, তুমি তোমার নিজেকে এক তালাক দাও এবং সে তিন তালাক প্রদান করে, তবে ইমাম আযম

১. যেমন, বলল, তুমি যদি চাও তবে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। (অনুবাদক)



আবু হানীফা (র)-এর মতে কিছুই পতিত হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে পতিত হবে।<sup>১</sup> (হিদায়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে এক তালাক প্রদান কর। আর সে বলে, আমি আমার নিজেকে এক তালাক, এক তালাক, এক তালাক, প্রদান করলাম তবে এক তালাকই পতিত হবে। আর অতিরিক্ত তালাক দু'টি অনর্থক বলে গণ্য হবে। স্বামী যদি বলে, তুমি তোমার নিজেকে এক তালাকে রাজ্জি দাও। আর সে বলে, আমি বায়িন তালাক দিলাম। আর সে বলে আমি বায়িন তালাক দিলাম অথবা স্বামী বলল, তুমি তোমার নিজেকে বায়িন তালাক প্রদান কর। আর সে বলল, আমি রাজ্জি তালাক প্রদান করলাম, তবে স্বামী যে তালাকের আদেশ করেছেন ঐ তালাকই পতিত হবে। স্ত্রী যা প্রয়োগ করেছে সে তালাক পতিত হবে না। (বাদায়ে)

৩. মাসআলা : যদি স্বামী তার দুই স্ত্রী-যাদের সাথে সহবাস করা হয়েছে তাদেরকে বলে, তোমরা তোমাদের নিজেকে তিন তালাক প্রদান কর এবং তারা উভয়ে নিজেকে ও সতীনকে পর্যায়ক্রমে তালাক প্রদান করে, তাহলে প্রথম তাতলীক-এর কারণে তাদের প্রত্যেকের উপর তিন তালাক পতিত হবে। শেষোক্ত তাতলীকের দ্বারা নয়। কাজেই প্রথম তাতলীকের পর শেষোক্ত তাতলীকের দ্বারা তার নিজের নফস ও সতীনকে তালাক দেওয়ার বিষয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি প্রথম জনে তালাক প্রদান কালে প্রথমে সতীনের প্রতি তিন তালাক প্রয়োগ করে এবং পরে নিজের নফসের প্রতি তালাক প্রয়োগ করে, তা হলে সতীনের উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু তার নিজের নফসের উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা সে তার নিজের নফসের ব্যাপারে মালিক। আর তামলীক তথা মালিকানার অধিকারী হওয়ার বিষয়টি মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। অতএব যখন সে মহিলা সতীনের তালাকের দ্বারা কথার সূচনা করল তখন যে ইখতিয়ার তাকে তার নিজের নফসের জন্য দেওয়া হয়েছিল তা তার হাত থেকে বের হয়ে গেল। সুতরাং সে তার নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। আর যদি সে নিজের প্রতি তালাক প্রদানের দ্বারা কথার সূচনা করে তবে অন্যজনকে তালাক দেওয়ার ইখতিয়ার তার থেকে রহিত হবে না। কেননা সে অপর জনের ক্ষেত্রে উকীল। আর ওকালতের বিষয়টি মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয় না। (যহীরিয়া) 'মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তোমার উভয়ে নিজ নিজ নফসকে তালাক দাও। তারপর বলল, তোমরা নিজ নফসকে দিও না, তাহলে তারা ঐ মজলিসে থাকা পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ নফসের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। তবে 'তালাক দিও না' এই নিষেধাজ্ঞার পর সতীনের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। (মুহীত : সারাখসী, চতুর্থ অনুচ্ছেদ, মাশিয়াতযুক্ত করে তালাক প্রদানের বিবরণ)

৪. মাসআলা : স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমরা তোমাদের নফসকে তিন তালাক প্রদান কর, যদি তোমরা চাও। এ অবস্থায় তাদের একজনে যদি ঐ মজলিসে নিজের নফস ও সতীনের প্রতি তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে তাদের কেউই

১. অর্থাৎ এক তালাক হবে।

তালাকপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু যদি ঐ মজলিস থেকে উঠার আগেই তাদের অপর জনে নিজের নফস ও সতীনের উপর তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে উভয়ের উপরই তিন তালাক পতিত হবে। আর শুধু একজনের তালাক প্রদানের দ্বারা তালাক পতিত হবে না। আর যদি উভয়ে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর প্রত্যেকেই নিজেকে এবং নিজের সতীনকে তিন তালাক প্রদান করে, তবে কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নফসকে তিন তালাক দাও, যদি তুমি চাও। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি নিজের নফসকে এক বা দুই তালাক দেয় তবে কোন ইমামের মতেই তালাক পতিত হবে না। (বাদায়ে) উপরোক্ত মাসআলাতে স্ত্রী যদি বলে, আমি চাই এক এবং এক এবং এক তবে কথাটি এক সাথে মিলিতভাবে বললে তিন তালাক পতিত হবে; চাই সে তার সাথে সহবাস করুক অথবা না করুক। (তাবয়ীন)

৫. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে এক তালাক দাও যদি তুমি চাও। সে তিন তালাক দিল। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কোন তালাকই পতিত হবে না। সাহিবাইনের মতে, এক পতিত হবে। (কাফী) যদি বলে, তুমি যখন ইচ্ছা তোমার নিজেকে তালাক দাও, তাহলে স্ত্রী ঐ মজলিসে এবং মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর যখন ইচ্ছা নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। অবশ্য তার এ ইচ্ছা সে একবারই প্রয়োগ করতে পারবে। اذا متى شئت এবং متى شئت -এর ক্ষেত্রেও متى شئت -এর অনুরূপ হুকুম হবে। কিন্তু كلما شئت (যখন যখন ইচ্ছা) বললে, সর্বদার জন্য তার ইখতিয়ার হাসিল হবে, তিন তালাক পূর্ণ করা পর্যন্ত। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি বলে, যেভাবে ইচ্ছা তুমি তোমার নিজেকে তালাক প্রদান কর তবে মহিলা বায়িন, রাজ্জি, এক, দুই কিংবা তিন যেভাবে ইচ্ছা নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। তবে এই তালাক মজলিসের সাথে খাস হবে। অর্থাৎ মজলিসের বাইরে তার এ ইখতিয়ার কার্যকরী হবে না। (তাহযীব) যদি বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও যদি চাও এবং আমার অমুক স্ত্রীকেও তালাক দাও যদি তুমি চাও। এ অবস্থায় সে যদি বলে, অমুককে তালাক এবং আমাকেও তালাক অথবা বলে, আমাকে তালাক এবং অমুককেও তালাক, তবে উভয়েই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তিন তালাক দাও যদি তুমি চাও। তারপর স্ত্রী বলল, আমাকে তালাক তবে কোন তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি বলে, আমাকে তিন তালাক, তবে তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া) যদি বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দিয়ে দাও, যদি তুমি চাও। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি অবশ্যই আমার নফসকে তালাক দিয়ে দিতে চাই, তাহলে এ কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেউ তার স্ত্রীকে 'তুমি তোমার নফসকে তালাক দাও যদি চাও' বলার পর যদি স্বামী সর্বদার জন্য পাগল হয়ে যায়। তারপর স্ত্রী তার নফসের উপর তালাক প্রয়োগ করে, তাহলে এর সমাধান সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে সব ক্ষেত্রে স্বামী তার



বক্তব্য থেকে রুজু<sup>১</sup> করতে পারে, তা পাগল হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যাবে। আর যে সব ক্ষেত্রে রুজু করতে পারে না তা পাগল হওয়ার কারণে বাতিল হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার নফসের উপর যখন ইচ্ছা এক তালাক বায়িন প্রদান কর। তারপর আবার বলল, তুমি তোমার প্রতি এমন তালাক প্রদান কর যাতে আমি তোমাকে রুজু করে নিতে পারি যখন তুমি ইচ্ছা করবে। এ ক্ষেত্রে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি তালাক তবে স্ত্রীর উপর এমন এক তালাক পতিত হবে যে, স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে আবার ফেরৎ নিতে পারবে। আর মহিলার এ কথা স্বামীর শেষ বক্তব্যের জবাব হিসাবে গণ্য হবে। (মুহীত)

৭. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার নিজেকে দশ তালাক প্রদান কর। তারপর স্ত্রী বলল, আমি আমার নফসের প্রতি তিন তালাক প্রদান করলাম তবে এতে কিছুই পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার নিজেকে তালাক প্রদান কর। স্ত্রী বলল, আমি ইচ্ছা করলাম, তবে এতে তালাক পতিত হবে না। (বাদায়ে) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে আছে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আগামীকাল আসলে তুমি তোমার নিজেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক প্রদান কর। এরপর সে যদি আগামী কাল আসার পূর্বে এই কথা থেকে রুজু করে তবে তার এ রুজু কোন কাজে আসবে না। কিন্তু স্ত্রী যদি বলে, আগামী কাল আসলে তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমাকে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর আগামী কাল আসার পূর্বে সে যদি তার এ মত থেকে রুজু করে, তাহলে তার এ রুজু কার্যকরী হবে। (তাতারখানিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি চাইলে তোমাকে তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, আমি চাই, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। তবে তালাকের বিষয়টি মজলিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। (তাহযীব) স্বামী যদি বলে, তুমি ইচ্ছা করলে, রাযী থাকলে, আগ্রহ করলে কি বা পসন্দ করলে তোমাকে তালাক। স্ত্রী মজলিসেই বলল, আমি চাই বা ইচ্ছা করেছি, তবে তালাক পতিত হবে। (হাজী)

৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ভাল মনে করলে তোমাকে তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, আমি চাই তবে তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া) কিন্তু স্বামী 'তুমি চাইলে তোমাকে তালাক' একথা বলার পর স্ত্রী যদি বলে হাঁ, আমি পসন্দ করলাম, তবে তালাক পতিত হবে না। (গয়াতুস সুবুজী) আর যদি বলে, তুমি তালাক চাও এবং এর দ্বারা সে তালাকের নিয়্যত করে, তারপর স্ত্রী বলে, আমি চাইলাম, তবে ইসতিহসান (কিয়াসে খফী<sup>২</sup>) অনুযায়ী তালাক পতিত হবে। যদি স্বামীর মনে কোনরূপ নিয়্যত না থাকে তবে তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি বলে, তুমি তোমার তালাক চাও তবে নিয়্যত ছাড়াও তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তুমি চাইলে তোমাকে তালাক।

১. প্রত্যাহার করে নেয়া।

২. সুন্দরভাবে, গভীর বিশ্লেষণে ইত্যাদি অর্থ (সম্পাদক)।

এ কথার প্রেক্ষিতে স্ত্রী যদি বলে হাঁ, আমি কবুল করলাম অথবা বলল, আমি রাযী আছি তবে তালাক পতিত হবে না। 'তুমি কবুল করলে তোমাকে তালাক' স্বামী তার স্ত্রীকে একথা বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি চাইলাম তবে ফকীহ আবু বকর বালখী (র.)-এর মতে তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও। এ কথার পর স্ত্রী বলল, তুমি চাইলে আমিও চাই। তারপর স্বামী তালাকের নিয়্যতে বলল, আমি চাই, তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই স্বামী যদি তালাকের নিয়্যতে বলে, আমি তোমার তালাক চাই, তবে তালাক পতিত হবে। (হিদায়া)

৯. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও। একথা শুনে স্ত্রী বলল, আমি চাই যদি এরূপ হয়, তাহলে এই কথার দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো সে তার চাওয়াকে এমন বিষয়ের সাথে যুক্ত করবে যা অতীত কালে পাওয়া গেছে, তবে এই অবস্থায় তালাক পতিত হবে। আর যদি সে তার চাওয়াকে এমন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে যা এখনো পাওয়া যায়নি, তবে এ অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। আর উক্ত ইখতিয়ার মহিলার হাত থেকে রহিত হয়ে যাবে। এ কারণেই আমরা বলি, যদি স্ত্রী বলে, আমার পিতা চাইলে আমিও চাই তবে এতে মহিলার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এরপর পিতা যদি বলে, আমি চাই তবে এতে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক যদি তুমি চাও। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি তালাক, তবে এ কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে, আমার উপর তিন তালাক, তবে তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে এক তালাক যদি তুমি চাও। স্ত্রী বলল, আমি তিন তালাক চাইলাম, তবে ইমাম আযম আবু হানীফ (র.)-এর মতে তালাক পতিত হবে না। সাহিবাইনের মতে, এক তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী বলল, তোমাকে তিন তালাক যদি তুমি চাও। অতঃপর সে এক তালাক চাইল, তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি মহিলা এক এবং এক এবং এক চায়, তবে তিন তালাক পতিত হবে। চাই স্বামী তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। যদি মহিলা বলে, আমি চাই এক এবং এরপর চুপ করে থাকে, তবে এরূপ করা অনীহা বলে গণ্য হবে। অতএব এরপর সে যদি আরো তালাক চায়, তবে তালাক পতিত হবে না। (তামারতানী)

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও এবং তুমি চাও এবং তুমি চাও। স্ত্রী বলল, আমি চাই, তাহলে কিছুই পতিত হবে না। অবশ্য তিনবার আমি চাই বললে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী বলল, তোমাকে এক তালাক, যদি তুমি চাও। স্ত্রী বলল, আমি একের অর্ধেক চাই, তবে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) দাউদ ইবন রশীদ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে এক তালাক যদি তুমি চাও, তোমাকে দুই তালাক যদি তুমি চাও। তারপর স্ত্রী বলল, আমি এক চাইলাম, আমি



দুই চাইলাম। তাহলে মহিলা এই কথা যদি একসাথে মিলিয়ে বলে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যদি চাও একটি এবং যদি চাও দুইটি। তারপর স্ত্রী বলল, আমি চাইলাম তবে তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি অমুককে বিবাহ করি, তবে সে তালাক যদি সে চায়। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে যে মজলিসে সে তা জানতে পারল সে মজলিস পর্যন্ত তার নিজের মাশিয়্যাত অর্থাৎ চাওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যদি অমুক চায়, তাহলে অমুক যে মজলিসে তা জানবে সে মজলিস পর্যন্ত তার এই চাওয়ার ইখতিয়ার বাকী থাকবে। যদি সে ঐ মজলিসেই তালাক চায়, তবে তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তি যদি অনুপস্থিত থাকে তবে এই সংবাদ তার নিকট পৌঁছার পর যে মজলিসে সে এই সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হবে ঐ মজলিস পর্যন্ত তার এই ইখতিয়ার বাকী থাকবে। (বাদায়ে)

১১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক এবং তালাক এবং তালাক যদি যায়। অতঃপর যায় বলল, আমি তার এক তালাক চাই, তবে কোন কিছুই পতিত হবে না। যায় যদি বলে, আমি চারটি চাই, তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। (মুহীত : সারাখসী) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি চাও এবং যদি তুমি না চাও তবে তোমাকে তালাক, তবে এর কয়েক অবস্থা হতে পারে। (১) স্বামী মাশিয়্যাত তথা চাওয়ার কথা প্রথমে উল্লেখ করে এইভাবে বলল, যদি তুমি চাও এবং যদি তুমি না চাও তবে তোমাকে তালাক। (২) অথবা তালাকের কথা প্রথমে উল্লেখ করে বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও এবং তুমি না চাও। (৩) অথবা তালাকের কথাটি মাঝখানে উল্লেখ করে বলল, তুমি চাইলে তোমাকে তালাক এবং যদি না চাও। এর প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার। (১) হয়তো শর্তের শব্দ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে। এভাবে বলবে, যদি তুমি চাও এবং যদি তুমি না চাও, (২) অথবা শর্তের শব্দ পুনঃপুনঃ উল্লেখ না করে শুধু حرف عطف দ্বারা তা উল্লেখ করা হবে। যেমন বলল, যদি তুমি চাও এবং তুমি না চাও তবে তোমাকে তালাক। এখানে কথা তিনটি। (১) মাশিয়্যাত (চাওয়া) (২) ইবা (অসম্মতি করা) (৩) কারাহাত (অপসন্দ করা) যদি স্বামী শর্তের শব্দের পুনরুক্তি না করে এবং حرف عطف-এর হরফ দ্বারা বলে তবে উপরোক্ত তিন অবস্থার কোন অবস্থাতেই তালাক পতিত হবে না। চাই সে তালাক শব্দটি মাশিয়্যাতের আগে ব্যবহার করুক কিংবা শেষে ব্যবহার করুক অথবা মাঝখানে ব্যবহার করুক। আর যদি শর্তবোধক শব্দের পুনরুক্তি করে এবং চাওয়ার কথাটি আগে বলে, যেমন বলল, যদি তুমি চাও এবং যদি তুমি না চাও তবে তোমাকে তালাক, তাহলে কখনো তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, যদি তুমি চাও এবং যদি তুমি অসম্মতি প্রকাশ কর তবে তোমাকে তালাক, তাহলেও উক্ত হুকুম হবে। অসম্মতির স্থলে অপসন্দ শব্দ ব্যবহার করলেও অনুরূপ বিধান। আর যদি তালাক শব্দটিকে মাশিয়্যাত তথা চাওয়ার আগে ব্যবহার করে যেমন বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও এবং যদি তুমি না চাও। তারপর স্ত্রী ঐ

মজলিসেই যদি বলে, আমি চাইলাম তবে তালাক পতিত হবে। যদি স্ত্রী কোন কথা বলার আগেই মজলিস থেকে উঠে যায়, তাহলেও কোন চাওয়া না থাকার কারণে তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তালাক শব্দটি মাঝখানে ব্যবহার করে এবং বলে, যদি তুমি চাও তবে তোমাকে তালাক এবং যদি না চাও, তাহলে এই কথাটি তালাককে দুই শর্তের অগ্রে ব্যবহার করার মত বলে ধর্তব্য হবে। যদি অসম্মতিবোধক শব্দ ব্যবহার করে তালাককে শর্তের আগে উল্লেখ করা হয়, যেমন—স্বামী বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও এবং যদি তুমি অসম্মতি প্রকাশ কর। তারপর স্ত্রী বলল, আমি চাইলাম অথবা বলল, আমি অসম্মতি প্রকাশ করলাম তবে তালাক পতিত হবে।

আর যদি কোন কথা বলার আগেই সে মজলিস থেকে উঠে যায় তবে তালাক পতিত হবে না। অপসন্দ প্রকাশক শব্দ ও অসম্পতি প্রকাশক শব্দের মত। অর্থাৎ উভয়ের হুকুম একই। যদি তালাক শব্দকে মাঝখানে উল্লেখ করে এভাবে বলে যদি তুমি চাও, তবে তোমাকে তালাক এবং তুমি অসম্মতি প্রকাশ কর। এ কথাটিও তালাককে প্রথম উল্লেখ করে তালাক দেওয়ার মতই। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে এ কথা তখনই কার্যকরী হবে, যদি তালাকদাতা ব্যক্তি কোন কিছু নিয়্যত না করে। কিন্তু সে যদি তালাক পতিত করার নিয়্যত করে, তালাক (তালাককে শর্ত যুক্ত করা)-এর নিয়্যত না করে তবে উক্ত অবস্থা সমূহের সবগুলোতেই তালাক পতিত হবে। চাই তালাককে শর্ত আগে উল্লেখ করুক বা পরে উল্লেখ করুক কিংবা মাঝখানে উল্লেখ করুক। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও অথবা না চাও। তারপর মহিলা যদি ঐ মজলিসেই চায় তবে চাওয়ার কারণে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি মহিলা মজলিস থেকে উঠে যায়, তবেও তালাক হয়ে যাবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও অথবা অসম্মতি প্রকাশ কর তাহলে মহিলা ঐ মজলিসে থাকা অবস্থায় দুই অবস্থায় কোন একটি অবলম্বন করতে পারবে। যদি সে মজলিসে থাকা অবস্থায় বলে, আমি চাই তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি এ ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করলাম তবুও তালাক হবে। যদি চাওয়া বা অসম্মতি প্রকাশের আগেই সে মজলিস থেকে উঠে যায়, তবে তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, অসম্মতি ও অস্বীকৃতি মুখের কথা ছাড়া অন্য কোনভাবে সাব্যস্ত হবে না। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামীর কোন নিয়্যত না থাকে। আর যদি সর্বাবস্থায় স্ত্রীর উপর তালাক পতিত করার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুযায়ীই হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

১৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি চাও তবে তোমাকে তালাক এবং যদি অসম্মতি প্রকাশ কর তবুও তোমাকে তালাক। তবে তৎক্ষণাৎ তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি বলে, যদি তুমি তালাক পসন্দ কর তবে তুমি তালাক আর যদি তুমি তালাককে ঘৃণা কর, তবুও তুমি তালাক, তাহলে তালাক পতিত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি অস্বীকার কর অথবা তোমার তালাককে অপসন্দ কর। তারপর স্ত্রী বলল, আমি অস্বীকার করলাম, তবে তালাক পতিত হবে।



যদি বলে, তুমি তোমার তালাক না চাইলে তোমাকে তালাক। স্ত্রী বলল, আমি চাই না তবে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি আমাকে ভালবাস কিংবা আমার প্রতি বিদ্রোহ পোষণ কর তবে তোমাকে তালাক। স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি অথবা তোমার প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করি তবে তালাক পতিত হবে। যদিও সে যা প্রকাশ করেছে এর বিপরীত কথা তার হৃদয়ে থাকে। মহিলার পক্ষ থেকে এই জওয়াব মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয় দিয়ে মহব্বত কর তবে তোমাকে তালাক। স্ত্রী মিথ্যামিথি বলল, আমি তোমাকে মহব্বত করি, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে। (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে এক তালাক। যদি এটা অসম্মত কর তবে দুই তালাক। যদি বাস্তবেই সে অপসন্দ করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। প্রথম উক্তি কারণে এক তালাক এবং তালীকের কারণে আরো দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি সে চুপ থাকে তবে এক তালাকই পতিত হবে। (ইতাবিয়া)

১৪. মাসআলা : বিশর ইবন ওয়ালীদ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক; তবে তুমি এক তালাক চাইলে ভিন্ন কথা। এ অবস্থায় মহিলা কোন কিছু চাওয়ার আগেই যদি মজলিস থেকে উঠে যায়, তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি সে মজলিস থেকে উঠার আগে এক তালাক চায়, তবে এক তালাকই তার উপর অবধারিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক তবে তুমি যদি এক তালাকের ইচ্ছা কর কিংবা এক তালাকের আকাঙ্ক্ষা কর অথবা এক তালাক পসন্দ কর তবে এর হুকুমও পূর্বের অনুরূপ হবে। এমনভাবে স্বামী যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক। কিন্তু অমুক যদি এক তালাক চায় কিংবা অমুক যদি এক তালাকের আকাঙ্ক্ষা করে অথবা অমুক যদি এক তালাক পসন্দ করে অথবা অমুক যদি এক তালাকের ইরাদা করে, তবে এর হুকুমও পূর্বের মত হবে। যার কথা বলা হচ্ছে সে যদি মজলিসে হাযির না থাকে তবে যখন সে গুনবে ঐ মজলিসেই তার এই ইখতিয়ার হাসিল হবে। (মুহীত) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক। কিন্তু যদি অমুক ব্যক্তি ভিন্ন কিছু ইরাদা করে তবে সেটা ভিন্ন হবে। তাহলেও এই ইখতিয়ারও মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। যার কথা বলা হয়েছে সে যদি ভিন্ন কিছু ইখতিয়ার করার পূর্বে মজলিসে থেকে উঠে যায় তবে মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। এই মাসআলা এবং স্বামীর নিম্নোক্ত বক্তব্য 'তোমাকে তিন তালাক অমুক ব্যক্তি এর বিকল্প ইখতিয়ার না করে' উভয়টিই সমান। অর্থাৎ উভয় মাসআলার হুকুম একই। কাজেই এই ইখতিয়ারের অধিকার মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক। তবে আমি যদি ভিন্ন কিছু চাই (তাহলে এর হুকুম ভিন্ন) তবে এ কথা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। সুতরাং স্বামী যদি মজলিস থেকে উঠার পর বলে, আমি এর ব্যতিক্রম চাই তবে তিন তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, কিন্তু আমি যদি এর ব্যতিক্রম চাই তবে এই কথাও মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে

না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক যদি অমুক চায়, কিংবা যদি সে পসন্দ করে অথবা যদি সে রাযী থাকে অথবা যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে অথবা যদি সে সংকল্প করে। তারপর এ সংবাদ অমুকের নিকট পৌঁছার পর যে মজলিসে সে এই সংবাদ গুনবে ঐ মজলিসেই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। কিন্তু যদি বলে, যদি আমি চাই কিংবা পসন্দ করি তবে এই কথা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। স্বামীর ইখতিয়ারের বিষয়টি যেহেতু মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না অর্থাৎ স্বামী যদি বলে, তোমাকে তালাক যদি আমি চাই তবে একথা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাহলে কেমন করে বললে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না, এ মাসআলার আলোচনা ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁর কোন কিতাবে উল্লেখ করেননি। এ সম্বন্ধে আমাদের মাশাইখে কিরাম বলেন, এ ক্ষেত্রে স্বামী বলবে, তুমি যে বিষয়টি আমার প্রতি ন্যাস্ত করেছে-আমি তা চাই। আমি চাই বলার সময় নিয়্যত করা শর্ত নয়। অনুরূপভাবে তোমার তালাক চাই বলাও শর্ত নয়। স্বামী বলল, তোমাকে তালাক যদি অমুক ব্যক্তি তা না চায়। তারপর ঐ মজলিসেই 'অমুক ব্যক্তি' বলল, আমি চাই না তবে 'তালাক' পতিত হয়ে যাবে। আর স্বামী নিজের সম্পর্কে এরূপ শর্ত আরোপ করার পর নিজেই যদি বলে, আমি চাই না তবে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তালাক হবে না। (যখীরা)

১৫. মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বলল, তোমরা চাইলে তোমাদের উভয়কে তালাক। তারপর তাদের একজনে চাইলে তালাক হবে না। স্বামী অপর কোন দুই ব্যক্তিকে বলল, তোমরা চাইলে তাকে তিন তালাক। এ অবস্থায় একজনে এক তালাক এবং অপরজনে দুই তালাক চাইলে কিছুই পতিত হবে না। স্বামী তার এক স্ত্রীকে বলল, তুমি চাইলে তোমাকে তালাক। তারপর অপর স্ত্রীকে বলল, তোমার তালাক তার তালাকের সাথে সম্পৃক্ত। এ অবস্থায় প্রথম স্ত্রী চাইলে তাদের উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে। তবে শর্ত হল, যদি স্বামী এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে। যদি স্বামী তালাকের নিয়্যত না করে তাহলে তার কথাও গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত : সারাখসী) যদি বলে, তুমি এবং অমুক চাইলে বললে, তালাকের বিষয়টি উভয়ের চাওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে। (কাফী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও এবং অমুক চায়। তারপর মহিলা বলল, আমি চাই যদি অমুক পুরুষ চায়। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলল, আমিও চাই, তাহলে এতে তালাক হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

১৬. মাসআলাঃ স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে আগামীকাল তালাক যদি তুমি চাও, তাহলে সে আগামীকাল তালাক চাইতে পারবে। যদি বলে, তুমি চাইলে তোমাকে আগামীকাল তালাক, তবে সে এই মুহূর্তেই তালাক চাইতে পারবে।<sup>১</sup> এই মাসআলাতে কোন মতভেদের কথা উল্লেখ নেই। ফকীহগণ বলেন, এটি ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, উভয়

১. দু'টি বাক্যের মাঝে পার্থক্য হল, প্রথম বাক্যে তালাক আগে শর্ত পূর্বে, দ্বিতীয় বাক্যে আগে শর্ত পরে তালাক উচ্চারণ করা হয়েছে। (সম্পাদক)



অবস্থাতেই মহিলা আগামীকাল তালাক চাইতে পারবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বলা হয়, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ইখতিয়ার কর আগামীকাল যদি তুমি চাও; তুমি ইখতিয়ার কর যদি চাও আগামীকাল, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে আগামীকাল যদি তুমি চাও; তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যদি তুমি চাও আগামীকাল, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে মহিলা আগামীকাল তা চাইতে পারবে। এমনভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও আগামীকাল যদি তুমি চাও; তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও যদি তুমি চাও আগামীকাল, যদি তুমি চাও তবে নিজের নফসকে আগামীকাল তালাক দাও। এ অবস্থায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে মহিলা নিজেকে আগামীকাল না আসা পর্যন্ত তালাক দিতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যদি মাশিয়্যাত(চাওয়ার) কথা আগে উল্লেখ করা হয়, তাহলে মহিলা নিজেকে তখনই তালাক দিতে পারবে। সে বলবে, আমি আমার নিজেকে আগামীকাল তালাক দিলাম। (মুহীত)

১৭. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক আগামীকাল যদি তুমি চাও। স্ত্রী বলল, আমি এখন চাই তবে তালাক হবে না। কিন্তু সে যদি এরপর আগামীকাল আসলে পুনরায় চায় তবে তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এখন চাও তবে তোমাকে আগামীকাল তালাক অথবা স্বামী এই সময়ের কথা মুখে উচ্চারণ না করে কেবল মনে মনে নিয়ত করল। তারপর স্ত্রী বলল, আমি আগামীকাল তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যেতে চাই, তাহলে আগামীকাল তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি আজই তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যেতে চাই, তবে আজ তার উপর তালাক পতিত হবে না। তাকে যে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল তা তার হাত থেকে বের হয়ে যাবে। (মুহীত)

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি গতকাল তালাক যদি তুমি চাও, তাহলে চাওয়ার ইখতিয়ার স্ত্রীর এখনই হাসিল হয়ে যাবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, মাসের শুরুতেই তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও, তাহলে মাসের শুরুতেই স্ত্রীর চাওয়ার ইখতিয়ার হাসিল হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি অমুক ব্যক্তি আজকের দিনে তোমার তালাক না চায়। তারপর অমুক ব্যক্তি বলল, আমি চাই না তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে না। কেননা পূর্ণ দিবসের মধ্যেই অমুক ব্যক্তির চাওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আগামীকাল আসলে তুমি তালাক যদি তুমি চাও, তাহলে আগামীকালই তার চাওয়ার ইখতিয়ার হাসিল হবে।

১৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক যখন তুমি চাও; যদি তুমি চাও অথবা বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি চাও, যখন তুমি চাও। তবে উভয় বাক্য একই পর্যাভুক্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ স্ত্রী যখন ইচ্ছা নিজের নফসকে তালাক দিতে পারবে। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যদি সে 'যদি তুমি চাও' বাক্যটি পরে উল্লেখ করে তবে এই হুকুম হবে। আর যদি আগে উল্লেখ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ

তার চাওয়ার ইখতিয়ার হাসিল হবে। যদি মজলিসের মধ্যে চায় তবে সে এরপর যখন চাইবে তখনই নিজের নফসকে তালাক দিতে পারবে। যদি কোন কথা বলার আগেই মজলিস থেকে উঠে যায়, তাহলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। শামসুল আযম (র) বলেন, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি চাও তবে তোমাকে তালাক, যখন তুমি চাইবে, তাহলে এখানে দু'টি মাশিয়্যাত (চাওয়া) ধর্তব্য হবে। প্রথম চাওয়াটি মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। আর দ্বিতীয় চাওয়াটি শর্ত ও বন্ধনহীন। এবং তা ইখতিয়ার করার অধিকার মহিলার। তবে এটি প্রথমটির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি তৎক্ষণাৎ প্রথম চাওয়ার অনুকূলে তালাক চায়, তাহলে এরপর যখন ইচ্ছা সে নিজের নফসকে তালাক দিতে পারবে। কিন্তু মহিলা যদি 'আমি চাই' বলার আগেই মজলিস থেকে উঠে যায়, তবে তার চাওয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যদি তুমি এখন চাও, এ কথার উল্লেখ করা বা উল্লেখ না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (ফাতহুল কাদীর)

১৯. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে طالق متى شئت أو متى ما. (তোমাকে সব সময় তালাক অর্থাৎ যখন যখন চাইবে তখনই তালাক)। তবে সে মজলিসের মধ্যেও চাইতে পারবে এবং মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পরও চাইতে পারবে। যদি সে এই ইখতিয়ার রদ করে দেয় তবে তা রদ হবে না। উল্লেখ্য যে, এই তাফবীযের ভিত্তিতে মহিলা নিজের প্রতি কেবল এক তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। (কাফী) انت طالق زمان شئت أو حين شئت (তুমি তালাক, তোমার তালাক চাওয়ার যমানায়) বাক্যটি از شئت (যখন তুমি চাইবে) বাক্যের মতই। কাজেই এই বাক্য ব্যবহারে যে ইখতিয়ার হাসিল হবে তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে না। (গয়াতুস সুরুজী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে طالق كلما شئت (তোমাকে তালাক যতবার তা তুমি চাইবে) বলে, তবে সর্বদার জন্য তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। সে ইচ্ছা করলে এই মজলিসে তালাক চাইতে পারবে, এর বাইরে চাইতে পারবে, এক তালাক চাইতে পারবে এবং বেশীও চাইতে পারবে। এক কথায় তিন তালাক দেওয়া পর্যন্ত তার এই ইখতিয়ার বাকী থাকবে। (মুহীত) তবে একবারে যদি সে তিন তালাক কামনা করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন তালাকই পতিত হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, এক তালাক পতিত হবে। এই তাফবীয স্ত্রীর রদ করার দ্বারা রদ হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যতবার তুমি চাইবে। স্ত্রী নিজেকে তিন তালাক দিয়ে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। তারপর প্রথম স্বামীর নিকট এসে যদি পূর্ণ তাফবীযের ভিত্তিতে সে নিজেকে আবার তালাক দেয় তবে এতে তালাক পতিত হবে না। যদি সে নিজের নফসকে এক বা দুই তালাক দেয়, তারপর দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং এরপর প্রথম স্বামীর বিবাহে আসে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এই স্বামী তাকে নূতনভাবে তিন



তালাক দেওয়ার অধিকারী হবে। আর স্ত্রীও এক এক তালাক করে নিজেই উপর তিন তালাক পর্যন্ত প্রয়োগ করতে পারবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। (তাবয়ীন)

২০. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে 'যতবার তুমি চাইবে তোমাকে তিন তালাক' বলার পর স্ত্রী যদি এক তালাক চায়, তবে এই তাফবীয বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীত) যদি বলে, তোমাকে তালাক যখন চাইবে অথবা যেভাবে চাইবে, তবে মহিলা না চাওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। আর সে যদি মজলিস থেকে উঠে যায় তবে তার চাওয়ার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যদি বলে, 'তোমাকে তালাক যেভাবে তুমি চাইবে', তবে স্ত্রীর চাওয়ার পূর্বে তার উপর এক রাজস্ তালাক পতিত হবে। 'তোমাকে তালাক যেভাবে তুমি চাইবে' বলার পর স্ত্রী বলল, আমি এক তালাকে বায়িন কিংবা তিন তালাক চেয়েছি। স্বামী বলল, আমি এর নিয়্যত করেছি তবে স্বামীর নিয়্যতের অনুরূপ হবে। কিন্তু স্ত্রী তিন তালাকের এবং স্বামী এক তালাকে বায়িনের নিয়্যত করলে অথবা এর বিপরীতে নিয়্যত করলে এক তালাকে রাজস্ পতিত হবে। আর যদি এই কথা বলার সময় স্বামীর মনে কোন নিয়্যত বিদ্যমান না থাকে, তবে মাশাইখে কিরামের মতে তাখয়ীর (ইখতিয়ার প্রদান)-এর ভিত্তিতে মহিলার মাশিয়্যত ধর্তব্য হবে। (হিদায়া) এটি ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। সাহিবাইনের মতে স্ত্রী তালাক না চাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই পতিত হবে না। স্ত্রী যদি চায় সে নিজের উপর এক তালাকে রাজস্, বায়িন অথবা তিন তালাক পতিত করতে পারবে। তবে শর্ত হল, স্ত্রীর চাওয়া স্বামীর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) যা বলেছেন, তাই উত্তম। উপরোক্ত মতভেদের ফলাফল দুই ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে। (১) চাওয়ার পূর্বে মহিলার মজলিস থেকে উঠে যাওয়া। (২) যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তার সাথে একরূপ হওয়া। উপরোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক তালাকে রাজস্ পতিত হবে। আর সাহিবাইনের মতে, কিছুই পতিত হবে না। মহিলা কর্তৃক ইখতিয়ারকে রদ (প্রত্যাখ্যান) করা মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার মতই। (তাবয়ীন)

২১. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে انت طالق كم شئت او ما شئت (তোমাকে তালাক তুমি যত তালাকের ইচ্ছা করবে সে পরিমাণ) বললে, স্ত্রী মজলিস থেকে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত অথবা অন্য কোন কাজ শুরু না করা পর্যন্ত নিজের নফসকে এক, দুই অথবা তিন তালাক প্রদান করতে পারবে। মূল তালাক তার চাওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। স্ত্রী যদি ঐ তাফবীয প্রত্যাহার করে, তা প্রত্যাহত হবে। যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তিন তালাক হতে যত ইচ্ছা তালাক প্রদান কর অথবা তিন হতে যতটি ইচ্ছা ইখতিয়ার কর, তবে স্ত্রী নিজের নফসকে এক বা দুই তালাক প্রদান করতে পারবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে নিজেকে তিন তালাক দিতে পারবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, সে নিজের প্রতি তিন তালাকও প্রয়োগ করতে পারবে। (কাফী) অনুরূপভাবে কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীদের থেকে যাকে ইচ্ছা তালাক দিয়ে দাও, তাহলে সে তার স্ত্রীদের সবাইকে তালাক দিতে পারবে না। এটা

ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, সবাইকে তালাক দিতে পারে। (গয়াতুস সুক্কী) স্বামী কোন ব্যক্তিকে বলল, আমার স্ত্রীদের যে যে তালাক চায় তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও। তারপর তারা সকলেই তালাক চাইলে, উকীল ব্যক্তি তাদের সকলকে তালাক দিতে পারবে। (ফাতহুল কাদীর)

২২. মাসআলা : স্ত্রীর ওলীগণ তার স্বামীর নিকট তালাকের দাবী করল। স্বামী তার পিতামাতাকে বলল, আপনি আমার নিকট কি চান, আমি তাই করব যা আপনি চান, একথা বলে স্বামী বের হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীর পিতা তাকে তালাক দিয়ে দিল। এ অবস্থায় কন্যার তার শ্বশুরের নিকট তালাকের বিষয়টি সোপর্দ করার ইচ্ছা না করলে তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি বলে যে, সে তাফবীযের নিয়্যত করেনি তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (খুলাসা) কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে বলে, আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, তবে আদিষ্ট ব্যক্তি ঐ মজলিসে এবং ঐ মজলিসের পরে উভয় সময়েই তালাক দিতে পারবে। অনুরূপভাবে স্বামী ইচ্ছা করলে প্রদত্ত ইখতিয়ার প্রত্যাহারও করে নিতে পারবে। (হিদায়া) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমাকে এবং তোমার সতীনকে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে সে ঐ মজলিসে থাকা অবস্থায় নিজের নফসকে তালাক দিতে পারবে। কেননা স্বামীর এ কথা তার ব্যাপারে তাফবীয। আর সতীনকে ঐ মজলিসে এবং মজলিসের বাইরেও তালাক দিতে পারবে। কেননা সতীনের তালাকের ব্যাপারে সে উকীল স্বরূপ। স্বামী যদি দুই ব্যক্তিকে বলে যে, তোমরা আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, যদি তোমরা উভয়ে চাও, তাহলে তারা উভয়ে একমত না হয়ে একা কেউ তাকে তালাক দিতে পারবে না। আর যদি তোমরা উভয়ে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও বলে, কিন্তু যদি তোমরা চাও একথা না বলে, তাহলে এটা কেউ তাকে তালাক দিতে পারবে। (আল-জাওহারা তুন নায়্যারা) যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে তালাকের উকীল নিয়োগ করে তবে তাদের দুই জনের একজনেই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। যদি তালাক মালের বিনিময়ে না হয়। যদি স্বামী দুই ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর তালাকের জন্য উকীল বানায় এবং তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা একজনের অপরজন ব্যতীত তাকে তালাক দিতে পারবে না, এ অবস্থায় যদি একজনে প্রথমে তালাক দেয় এবং পরে অপরজনে তালাক দেয় অথবা প্রথমে একজন তালাক দেওয়ার পর অপরজন পরে এর অনুমতি দিয়ে দেয় তবে কোন তালাকই পতিত হবে না। যদি কারো স্বামী দুই ব্যক্তিকে বলে, তোমরা উভয়ে মিলে তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও। এ অবস্থায় একজনে এক তালাক দেয় এবং পরে অন্যজনে দেয় দুই তালাক, তবে এ পর্যায়েও কোন তালাক পতিত হবে না। যতক্ষণ না তারা উভয়ে একত্রিত হয়ে তাকে তিন তালাক প্রদান করে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৩. মাসআলা : কোন স্বামী যদি অপর দুই ব্যক্তিকে বলে, তোমরা আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দাও, তবে তাদের প্রত্যেকেই তাকে একা তালাক দেওয়ার অধিকারী বলে গন্য হবে। অনুরূপভাবে একজনে এক তালাক এবং অপরজনে দুই তালাক দিলে



তাও সহীহ হবে।<sup>১</sup> (ইতাবিয়া) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল, যদি তুমি চাও। তারপর সে ব্যক্তি যদি ঐ মজলিসেই তালাক চায়, তাহলে এ চাওয়া জাযিয় হবে। আর যদি চাওয়ার আগেই সে মজলিস থেকে উঠে যায়, তবে উকীল নিয়োগ করা বাতিল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দাও যদি সে চায়, তবে স্ত্রী না চাওয়া পর্যন্ত এই ব্যক্তি উকীল হিসাবে গণ্য হবে না। আর এই মহিলা যে মজলিসে এ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে সে মজলিসেই তার চাওয়ার এ ইখতিয়ার সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি সে ঐ মজলিসে তার চাওয়া ব্যক্ত করে, তাহলে এই ব্যক্তি উকীল হিসাবে গণ্য হবে। অতএব উকীল যদি ঐ মজলিসে তাকে তালাক দেয়, তবে তালাক পতিত হবে। কিন্তু মজলিস থেকে উঠে গেলে তার ওকালত বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সে তালাক দিলে তার দেওয়া তালাক পতিত হবে না। শামসুল আইন্বা হালওয়ানী (র) বলেন, এই মাসআলা স্মরণ রাখা উচিত। কেননা বিদেশে অবস্থারত স্বামীদের পক্ষ থেকে অধিকাংশ তালাকনামায় এরূপ লেখা থাকে, যে তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল। তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তার তালাক চায় কিনা? যদি চায় তবে তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিবে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, মহিলা যে মজলিসে নিজের চাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছে ঐ মজলিসে তাকে তালাক না দিয়ে উকীল আরো অনেক বিলম্ব করে থাকে। অথচ তার জানা নাই যে বিলম্ব করে তালাক দিয়ে তালাক পতিত হয় না। যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ হতে উকীল এই শর্তে যে, এই বিষয়ে আমার ইখতিয়ার থাকবে অথবা মহিলার ইখতিয়ার থাকবে অথবা অমুক ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে তবে উকালতী জাযিয় হবে। কিন্তু ইখতিয়ার বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীদের কোন একজনকে তালাক দাও। তারপর সে ঐ ব্যক্তির নির্দিষ্ট এক স্ত্রীকে তালাক দিলে তা সহীহ হবে। স্বামী এই স্ত্রীর তালাককে অন্য স্ত্রীর দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে উকীল ব্যক্তি যদি অনির্দিষ্টভাবে তালাক দেয় তবে তাও সহীহ হবে। তবে কোন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে এ বিষয়টি নির্ধারণ করা স্বামীর ইখতিয়ারে থাকবে। (মুহীত)

২৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে আমার সকল কাজের উকীল নিয়োগ করলাম। তারপর সে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর এই তালাক পতিত হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিশদ্ব মতে, তালাক হবে না। আর যদি বলে যে সব কাজে ওকালত জাযিয় সে সব বিষয়ে আমি তোমাকে আমার উকীল নিয়োগ করলাম, তাহলে এই ব্যক্তি সাধারণ উকীল হিসাবে গণ্য হবে। এবং ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-সাদী সব কিছুই এর মধ্যে शामिल হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল তার স্ত্রীকে এক

তালাক দেওয়ার জন্য। এ অবস্থায় সে যদি দুই তালাক প্রদান করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে জাযিয় হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে এক পতিত হবে। (আল-ফাতাওয়াস সুগ্গা) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করার পর উকীল ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তবে যদি স্বামী উকীল নিয়োগকালে তিন তালাকের নিয়্যতে তাকে উকীল নিয়োগ করে থাকে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়্যত না করে থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন তালাকই পতিত হবে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে এক তালাকে রাজঈ প্রদান কর। তখন উকীল ঐ মহিলাকে বলল, আমি তোমাকে বায়িন তালাক দিলাম তবে, এক তালাকে রাজঈই পতিত হবে। যদি উকীল বলে, আমি তাকে বায়িন করে দিলাম, তবে কিছুই পতিত হবে না। স্বামী উকীলকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে এক তালাক বায়িন প্রদান কর। তারপর উকীল মহিলাকে বলল, তোমাকে এক তালাকে রাজঈ তবে তার উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে আমার ভাইয়ের সামনে এক তালাক প্রদান কর। সে তার ভাইয়ের উপস্থিতি ছাড়াই তাকে তালাক দিয়ে দিল, তবে তালাক হয়ে যাবে। যেমনিভাবে কেউ বলল, তুমি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তাকে তালাক দিয়ে দাও। তারপর উকীল তাকে সাক্ষীদের উপস্থিতি ছাড়াই তালাক দিয়ে দিল এতেও তালাক পতিত হবে। যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে আমি তোমাকে নিষেধ করি না, তবে এতে উকীল নিয়োগ সহীহ হবে না। স্বামী দেখল যে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। এ অবস্থায় সে যদি তালাকদাতা ব্যক্তিকে বারণ না করে, তবে এতে তালাকদাতা ব্যক্তি উকীল হিসাবে গণ্য হবে না এবং এ ক্ষেত্রে তালাকও পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৫. মাসআলা : স্বামী কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে সুন্নাত তরীকা মত বায়িন তালাক দিয়ে দাও এবং অপর ব্যক্তিকে বলল, তাকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী রাজঈ তালাক দিয়ে দাও। তারপর উভয় ব্যক্তি যদি একই তুহরে তালাক দেয় তবে ঐ মহিলার উপর এক তালাক পতিত হবে। তবে এটি বায়িন হবে না রাজঈ তা নির্দিষ্ট করণের ব্যাপারে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। (আল-বাহরুর রায়িক) নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য যদি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত উকীল ব্যক্তি নিজ ওকালত সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বেই যদি ঐ মহিলাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার তালাক বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা তালাক সম্পর্কিত ওকালত এ সম্বন্ধে জানার আগে সাব্যস্ত হতে পারে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট যাও, সে তোমাকে তালাক প্রদান করবে। অতঃপর স্ত্রী ঐ ব্যক্তির নিকট যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তি যদি তাকে তালাক প্রদান করে তবে তা সহীহ হবে এবং ঐ ব্যক্তি তালাক প্রদানের উকীল হিসাবে গণ্য হবে। যদিও সে তার ওকালত সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়নি। কিন্তু 'মাবসূত' গ্রন্থের বর্ণনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অবগত হওয়ার আগে সে তালাকের ব্যাপারে উকীল হিসাবে গণ্য হবে না। কেউ কেউ বলেন, এই

১. উপরের বাক্যে আছে 'উভয়ে মিলে' ২য় বাক্যে 'উভয়ে মিলে' কথাটি নাই বলে এই পার্থক্য। (সম্পাদক)



মাসআলায় দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। বলা হয়, 'যিয়াদাত' গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল 'কিয়াস' (قیاس جلی)। আর 'আসল' গ্রন্থে যা উল্লিখিত আছে তা হল ইসতিহসান। ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে 'আসল' গ্রন্থের বর্ণনা মতে, যেহেতু উকীল তার ওকালত সম্বন্ধে না জানলেও উকীল হয়ে যেতে পারে। কাজেই স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ঐ উকীলের নিকট যেতে নিষেধ করে, তবে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে শুধু নিষেধাজ্ঞার কারণে ঐ উকীল ব্যক্তি নিজ ওকালতের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হবে না। এই মাসআলাটি নিম্নোক্ত মাসআলার অনুরূপ। যেমন—কেউ নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল। এরপর সে তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিতে তাকে নিষেধ করে দিয়েছি, তাহলে ঐ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে অপসারিত হবে না। কেননা উকীল অপসারিত হয় স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে। মহিলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার ভিত্তিতে উকীল অপসারিত হতে পারে না। অথচ মহিলার প্রতি এমন কোন কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়নি, যার ফলে উকীল ব্যক্তিকে তার মাধ্যম হিসাবে অপসারণ করা যায়। অধিকন্তু ওকালত হতে অব্যাহতি প্রদান সম্বন্ধে অবগত হওয়ার আগে উকীল ব্যক্তিকে পরিষ্কার ভাষায় অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এ কথা আদৌ বলা যায় না। কাজেই অব্যাহতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে উকীল ব্যক্তি তার ওকালতের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হবে না। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট যাওয়ার পূর্বে মহিলাকে নিষেধ করা হয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির নিকট যাওয়ার পর যদি তাকে নিষেধ করা হয়, তাহলে এতে সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব হতে অপসারিত হবে না। যদিও সে উকীল ব্যক্তি নিজের অপসারণের কথা জেনে নিয়ে থাকে। আর অমুক ব্যক্তির নিকট যাওয়ার পূর্বেই সে যদি মহিলাকে তার নিকট যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং নিজের বরখাস্তের কথা সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে যায়, তাহলে সে বরখাস্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে তাকে বল, সে যেন আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর ঐ অপরিচিত ব্যক্তিকে পুনরায় নিষেধ করে দেয় তবে ঐ নিষেধাজ্ঞা সहीহ হবে। কিন্তু স্ত্রীকে যদি অমুক ব্যক্তির নিকট যেতে নিষেধ করে তবে তা সहीহ হবে না। পক্ষান্তরে স্বামী যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার স্ত্রী তোমার নিকট গেলে তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিবে অথবা বলে, আমার স্ত্রী তোমার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলে তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর মহিলা তার নিকট যাওয়ার পর স্বামী উকীলকে তালাক প্রয়োগ করতে নিষেধ করে দিল, তবে জানার সাথে সাথেই ঐ নিষেধাজ্ঞা সहीহ বলে গণ্য হবে। যেমন আসার আগে নিষেধ করে দেওয়া সहीহ হয়ে থাকে। (মুহীত)

২৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর উকীল সে মহিলাকে নেশার অবস্থায় তালাক দিয়ে দিল। এ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হবে কি না; এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সहीহ মতে তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর মু'আকিল (উকীল নিয়োগকারী) নিজে স্ত্রীকে বায়িন বা রাজঈ তালাক দিল। এরপর উকীলও তাকে তালাক দিল। এ ক্ষেত্রে মহিলা যতদিন পর্যন্ত ইদতের মধ্যে থাকবে উকীলের তালাক তার উপর পতিত

হবে। আর মু'আকিলের বায়িন করে দেওয়ায় উকীল বরখাস্ত হবে না। যদি উকীলের তালাক মালের বিনিময়ে না হয়। যদি উকীল ঐ মহিলাকে তালাক না দেয় এমনকি ইদত শেষ হওয়ার পূর্বে মু'আকিল যদি উক্ত মহিলাকে বিবাহ করে নেয়, তারপর উকীল তাকে তালাক দেয় তবে তালাক পতিত হবে। আর মু'আকিল যদি তাকে ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ করে থাকে এবং এরপর উকীল তাকে তালাক দেয়, তবে তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বামী বা স্ত্রী মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ) তারপর উকীল তাকে তালাক দেয় তবে মহিলা ইদত পালনরত থাকা অবস্থায় উকীলের তালাক পতিত হবে। মু'আকিল মুরতাদ হয়ে যদি দারুল হরবে চলে যায় এবং বিচারক তাকে যাওয়ার হুকুম দেয়, তবে তার ওকালত বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং সে যদি মুসলমান হয়ে এসে পুনরায় তাকে বিবাহ করে এবং এ সময় উকীল তাকে তালাক দেয়, তবে উকীলের তালাক পতিত হবে না। যদি উকীল মুরতাদ হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ) তবে তার ওকালত বহাল থাকবে। যদিও সে দারুল হরবে চলে যায়। কিন্তু যদি বিচারক তাকে যাওয়ার হুকুম করে তবে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৭. মাসআলা : স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য যে ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করা হয়েছে সে অন্য কাউকে এ কাজের জন্য উকীল বানাতে পারবে না। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য কোন বুদ্ধিমান বালক কিংবা ক্রীতদাসকে উকীল নিয়োগ করা সहीহ আছে। (সিরাজিয়া) কেউ যদি কাউকে উকীল বানায়, কিন্তু সে তা কবুল না করে প্রত্যাখ্যাত করে দেয়, তারপর তালাক দেয় তবে তালাক পতিত হবে না। উকীল বানানোর পর যদি সে তা কবুল না করে কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে তালাক দেয় তবে তালাক পতিত হবে। স্বামী কাউকে বলল, তুমি তাকে আগামীকাল তালাক দিয়ে দাও। উকীল যদি তৎক্ষণাৎ বলে তোমাকে আগামীকাল তালাক, তবে একথা বাতিল বলে গণ্য হবে। স্বামী কোন এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। তারপর উকীল বলল, তুমি তালাক যদি ঘরে প্রবেশ কর। অতঃপর সে ঘরে প্রবেশ করল তবে তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দাও। উকীল তাকে হাজার তালাক দিলে এ তালাক সहीহ হবে না। এমনভাবে স্বামী অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে অর্ধেক তালাক দাও। উকীল তাকে পূর্ণ এক তালাক দিল তবে এ তালাক পতিত হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক)

২৮. মাসআলা : শর্তহীনভাবে হাল সময়ে তালাক দেওয়ার জন্য নিয়োজিত উকীল যদি শর্তযুক্ত করে তালাক দেয় তবে তা সहीহ হবে না। (কিনয়া : কিতাবুল ওকালাত) এক ব্যক্তি সফরের ইরাদা করে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর যদি স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ঐ উকীলকে বরখাস্ত করে দেয়, তবে যদি এই উকীল নিয়োগ স্ত্রীর দাবীতে না হয়ে থাকে, তাহলে বরখাস্ত করা সहीহ হবে। আর যদি উকীল নিয়োগ স্ত্রীর দাবীর প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে

১. অর্থাৎ ওকালত গ্রহণ করলাম একথা না বলে চুপ থাকে। (সম্পাদক)



উকীলকে বরখাস্ত করা সহীহ হবে না। শামসুল আইশ্বা সারাখসী (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতে তালাকের উকীলকে বরখাস্ত করা স্বামীর ইখতিয়ারাধীন। যদিও উকীল নিয়োগ স্ত্রীর দরখাস্তের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে তালাকের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং বলে, যতবারই আমি তোমাকে বরখাস্ত করব, তুমি তো আমার উকীল, তবে এভাবে উকীল নিয়োগ সহীহ কি না এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এভাবে উকীল নিয়োগ সহীহ নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, সহীহ হবে এবং মু'আক্কিল তাকে বরখাস্ত করতে পারবে না। কেননা ওকালত নবায়ণ হতে থাকবে। শায়খ শামসুল আইশ্বা সারাখসী (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে মু'আক্কিল তাকে বরখাস্ত করতে পারবে। তবে বরখাস্ত কেমন করে করবে এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। শায়খ ইমাম (র) বলেন, যদি মু'আক্কিল বলে, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার ওকালত থেকে বরখাস্ত করলাম, তবে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। এবং এ কথা শর্তহীন ও শর্তযুক্ত সর্বপ্রকার ওকালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, এভাবে বলবে, আমি তোমাকে যেভাবে উকীল নিয়োগ করেছি সেভাবেই বরখাস্ত করলাম। আবার কেউ কেউ বলেন, এভাবে বলবে যে, আমি শর্তযুক্ত ওকালত থেকে আমার মত প্রত্যাহার করলাম এবং বরখাস্ত করলাম তোমাকে শর্তহীন ওকালত থেকেও। (তাতারখানিয়া)

২৯. মাসআলাঃ স্বামী যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। অতএব তাকে বায়িন করে দাও অথবা বলে, তাকে বায়িন করে দাও। অতএব তাকে তালাক দিয়ে দাও তবে এতে ওকালত সহীহ হয়ে যাবে। এবং এ ওকালত মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। অবশ্য স্বামী এর থেকে মত প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। এ জাতীয় উকীল যখন তাকে তালাক দিবে তখন এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। এরূপ উকীলের পক্ষে একাধিক তালাক প্রদানের ইখতিয়ার থাকবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও, এই শর্তে সে যেন ঘর থেকে কোন বস্তু বের করে না নেয়। অতঃপর উকীল বলল, আমি তোমাকে তালাক দিলাম এই শর্তের উপর যে, তুমি ঘর থেকে কোন কিছু বের করে নিয়ে যাবে না। মহিলা এই কথা কবুল করে নিলে তার উপর তালাক পতিত হবে। চাই সে ঘর থেকে কোন কিছু বের করে নিক বা না নিক। যদি বলে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম এই শর্তে যে তুমি ঘর থেকে কোন কিছু বের করে নিবে না। তারপর মহিলা যদি ঘর থেকে কোন জিনিস বের করে নেয়, তবে তালাক পতিত হবে না। যদি এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে হচ্ছে منكر (স্ত্রীর দাবী অস্বীকারকারী)। (ইতাবিয়া) এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার এই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। উকীল এই ওকালত কবুল করে নিল। তারপর মু'আক্কিল বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেল। তবে উকীলকে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কেউ তার স্ত্রীর বিষয়টি অন্য কোন ব্যক্তির হাতে ন্যাস্ত করার পর সে (এ ব্যক্তি) যদি পাগল হয়ে যায় এবং এরপর তালাক প্রদান করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি তার অবস্থা এমন হয় যে সে নিজের কথাই বুঝে না, তাহলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি তালাক দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগকারী স্বামী নিজে পাগল হয়ে যায় এবং সময়ে সময়ে এ অবস্থা তার মধ্যে দেখা দেয় তবে উকীল তার ওকালতের উপর বহাল থাকবে। আর যদি পাগলপনা অবস্থা তার মধ্যে

সর্বদা বিদ্যমান থাকে তবে তার ওকালত বাতিল হয়ে যাবে। স্বামী যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে হাযিয় থেকে পবিত্র হওয়ার পর তালাক দাও। তারপর উকীল ঐ মহিলাকে বলল, যখন তোমার হাযিয় আসবে এবং তুমি এর থেকে পবিত্র হবে তখন তোমাকে তালাক তবে একথা বাতিল বলে গন্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩০. মাসআলাঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, অমুক মহিলার সাথে আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও এবং এরপর তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও। তারপর দেখা গেল যে, উকীল নিজেই তাকে উকীল হওয়ার আগে বা পরে বিবাহ করে নিয়েছে তবে তালাকের ব্যাপারে তার ওকালত বাকী থাকাই বাঞ্ছনীয়। (কিনয়াঃ কিতাবুল ওকালাত)। তালাকের উকীল এবং দূত উভয়ই সমান। (তাতারখানিয়া) দূত প্রেরণের প্রক্রিয়া হল এই যে, স্বামী কোন এক ব্যক্তির হাতে তার অনুপস্থিত স্ত্রীর তালাকনামা দিয়ে পাঠাবে। তারপর দূত তার নিকট পৌঁছে স্বামীর এ পর্যগাম যথাযথভাবে পৌঁছে দিবে। এরূপ করলে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (বাদায়ে) 'ফাওয়ায়িদে নিযামুদ্দীন'-এ বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার নিজের বিষয়টি তার হাতে এই শর্তে ন্যাস্ত করল যে, আমি যদি অমুক কাজ করি তবে যখন ইচ্ছা তুমি তোমার নফসকে তালাক দিতে পারবে। তারপর স্বামী সে কাজটি করলে মহিলা ঐ কাজের কারণে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগের পূর্বেই যদি স্বামীর সাথে খুলা করে নেয়। তবে এরপর মহিলা নিজের নফসকে তালাক দিয়ে পারবে কি না? এর জবাবে শায়খ (র) বলেন, হ্যাঁ তালাক দিতে পারবে। কিন্তু ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি যদি তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তবে মহিলা নিজেকে নিজে তালাক দিতে পারবে কি না? এ সম্বন্ধে শায়খ (র) বলেন, না পারবে না।

৩১. মাসআলাঃ 'যিয়াদাত' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি কাউকে উকীল নিয়োগ করল, তার স্ত্রীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক দেওয়ার জন্য। তারপর সে নিজেই তাকে বায়িন তালাক দিয়ে দিল। এ অবস্থায় উকীল তাকে পুনরায় তালাক দিতে পারবে না। বিবাহ নবায়ণ করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক দেওয়ার পর অন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বলে যে, আমার স্ত্রীকে কিছু পরিমাণ মালের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দাও। তারপর উকীল তাকে মালের বিনিময়ে তালাক দিল এবং মহিলাও তা কবুল করল, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু মাল ওয়াজিব হবে না। স্ত্রীর ইদতের অবস্থায় বিবাহকে নবায়ণ করে নেওয়ার পর উকীল যদি তাকে তালাক দেয় এবং মহিলা এই তালাক কবুল করে নেয়, তবে তালাক পতিত হবে এবং মালও ওয়াজিব হবে। ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর যদি বিবাহ নবায়ণ করা হয়; তারপর উকীল তাকে তালাক দেয় এবং সে ঐ তালাক কবুলও করে নেয়, তবে এ তালাক পতিত হবে না। আমার দাদা (র) কর্তৃক প্রণীত 'ফাওয়ায়িদ'-এ উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার বর্তমানে কোন মহিলাকে বিবাহ করি তবে তার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যাস্ত। তারপর এই পুরুষ এবং তার নববিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে হরমতে মুসাহারা প্রমাণিত

১. যে নারীর সাথে সহবাস বা ব্যভিচার করা হয় বা এরূপ কার্যের প্রাথমিক কার্যাদি যথা—চুম্বন, আলিঙ্গন করা, সে নারীর মা, দাদী, নানীকে ইত্যাদিকে বিবাহ করা হারাম, একে 'হরমতে মুসাহারা' বলে (অনুবাদক)।



হল। যেমন স্বামী তার স্ত্রীর মাকে কামোদীপনার সাথে স্পর্শ করল। এ অবস্থায় হরমত সাব্যস্ত হওয়ার পর প্রথম স্ত্রীর হাতে দ্বিতীয় স্ত্রীর বিষয় ন্যাস্ত থাকবে কিনা? অর্থাৎ এই স্বামী যদি ঐ মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে তবে প্রথম স্ত্রী তাকে তালাক দিতে পারবে কি না? দাদা- (র) বলেন, হ্যাঁ তালাক দেওয়ার ইখতিয়ার তার হাতে বাকী থাকবে। কেননা এর অনুকূলে বিচারকের রায় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা যে মহিলার মা বা কন্যার সাথে যিনা করা হয়েছে সে মহিলার সাথে বিবাহ হলে এ বিবাহের বৈধতার ব্যাপারে যদি বিচারক রায় দিয়ে দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ বিবাহ কার্যকরী হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর থেকে দ্বিমত পোষণ করেন। (ফুসূলে ইমাদিয়া)

৩২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিষয়টি এই শর্তে তার হাতে ন্যাস্ত করল যে, তুমি যদি তোমার মহর মাফ করে দাও, তবে যখন ইচ্ছা তুমি নিজেকে তালাক দিতে পারবে। অথচ স্ত্রী এই তাফবীযের পূর্বেই স্বামীকে তার মহর মাফ করে দিয়েছে। শায়খুল ইসলাম নিযামুদ্দীন (র) এবং আমাদের কোন কোন ফকীহ বলেন, এ অবস্থায়ও মহিলা নিজেকে তালাক দিতে পারবে। কিন্তু অন্যান্য ফকীহগণের মতে, সে এ অবস্থায় নিজেকে তালাক দিতে পারবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমার যাওয়ার পর এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, আমি তোমার নিকট না আসি এবং তোমার নিকট তোমার খোরপোষ না পৌঁছে তাহলে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যাস্ত থাকবে। তুমি যখন ইচ্ছা নিজের নফসকে তালাক দিতে পারবে। তারপর একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর নিকট তার খোরপোষ এসে গেল। কিন্তু স্বামী নিজে আসল না। তাহলে স্ত্রী ইখতিয়ার হাসিল হবে না। কেননা স্ত্রীর ইখতিয়ারের বিষয়টি দুই শর্তের সাথে যুক্ত ছিল। (১) তার নিজের না আসা (২) খোরপোষ না পৌঁছা। এখানে দুই শর্তের একটি পাওয়া গেছে; অপরটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু যদি এরূপ বলত যে, যদি আমি এবং আমার খোরপোষ না পৌঁছে, তারপর উভয়ের মধ্য হতে একটি পৌঁছত তবে মহিলার বিষয়টি মহিলার হাতে ন্যাস্ত হয়ে যেত। ফাতওয়ার মধ্যে আমি দেখেছি যার বিবরণ হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার থেকে এক মাস অনুপস্থিত থাকি, তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। তারপর এই ব্যক্তিকে যদি কাফিররা বন্দী করে নিয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ) তবে মহিলা ইখতিয়ারপ্রাপ্ত হবে কিনা? এ সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম আলাউদ্দীন আল-হারিসী আল-মিরওয়াযী (র) বলেন, তার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। কিন্তু আমার পিতা (র) বলতেন, যদি কাফিররা তাকে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে থাকে এবং এ কারণে সে নিজে নিজে যায়, তবে সমীচীন হল শর্ত পাওয়া গেছে ধরে নেওয়া। আর তা হল, অনুপস্থিতি। কেননা কসম ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কাজ বাধ্য হয়ে করা ইচ্ছাকৃতভাবে করা এবং ভুলক্রমে করা সবই সমান। (খুলাসা)

৩৩. মাসআলা : ‘মুসতাফতিয়াতে সাহেবে মুহীতে’ উল্লেখ আছে যে, আমি যদি দশ দিন তোমার থেকে অনুপস্থিত থাকি এবং তোমার নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন

খোরপোষ না পৌঁছে তবে তোমার বিষয়টি তোমার নিকট আমি ন্যাস্ত করে দিলাম। তারপর দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে খোরপোষ পৌঁছা ও না পৌঁছার মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। স্বামী বলল, আমি খোরপোষ পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করল। তবে শায়খ (র) বলেন, এ পর্যায়ে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্ত্রীর ইখতিয়ার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এটা ‘আসল’ গ্রন্থের রিওয়ায়েত। কিন্তু ‘মুনতাকা’ গ্রন্থের বর্ণনা এর বিপরীত। (ফুসূলে ইমাদিয়া) এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি যদি আমার পাওনা দিরহামসমূহ অমুক সময়ের মধ্যে পরিশোধ না কর তবে তুমি যে মহিলাকে বিবাহ করেছো তার তালাকের ইখতিয়ার আমার হাতে রাখলে কি? সে বলল, রাখলাম। তারপর সে ঐ সময়ের মধ্যে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করল না। এদিকে সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং সে এক মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে পাওনাদার ব্যক্তি এই মহিলাকে তালাক দিতে পারবে না। অবশ্য যদি এরূপ বলে যে, যদি আমার টাকা তুমি অমুক সময় পর্যন্ত না দাও তাহলে তুমি ঐ মহিলার তালাকের ইখতিয়ার আমার হাতে রাখলে কি যাক তুমি বিবাহ করতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ, রাখলাম। বাকী মাসআলা পূর্বের অনুরূপ, তাহলে পাওনাদার ব্যক্তি ঐ মহিলাকে তালাক দিতে পারবে। (মুহীত)

৩৪. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যাস্ত করার পর স্ত্রী دسب باذن (আমি হাত সংবরণ করে নিলাম) বলল, কিন্তু ‘খেশেতন’ (আমার নিজের) বলল না, তবে মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হবে না। অবশ্য মহিলা যদি বলে, উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা আমি আমার নিজেকেই বুঝিয়েছি, যদি মজলিস কায়েম থাকে তবে স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করা হবে। অন্যথায় তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাদের কোন কোন মাশাইখ বলেন, এ ক্ষেত্রে তালাক পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (যহীরিয়া) মহিলা যদি ‘আফগান দাম’ (আমি তা ফেলে দিলাম) বলে এবং বলে এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে। যদি বলে, আমি তালাকের নিয়্যত করেছি তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, ‘তালাক আফগান দাম’ (আমি তালাক পতিত করলাম) তবে নিয়্যত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে ‘আমি ছয় মাস পর্যন্ত তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যাস্ত করলাম’ বললে, ছয় মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার এ ইখতিয়ার বহাল থাকবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৩৫. মাসআলা : ‘ফাওয়ায়িদে সদরুল ইসলাম তাহির ইবন মাহমুদ (র)’-এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, যদি দশ দিন পর্যন্ত আমার পক্ষ হতে কোন খোরপোষ তোমার নিকট না পৌঁছে, তবে তুমি তোমার নফসকে তালাক দিয়ে দিবে। এ সময় মহিলা স্বামীর অবাধ্য হয়ে গেল এবং সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে গেল তাহলে মহিলার নিজের নফসকে তালাক না দেওয়া সমীচীন হবে। ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, যদি এক মাস পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার খোরপোষ না পৌঁছাই তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। এরপর ঐ মহিলা ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই বাপের বাড়ী চলে গেল এবং তথায় এক মাস থাকল। এ সময় স্বামী তার নিকট কোন খোরপোষ পৌঁছাল না এ অবস্থায় মহিলার ব্যাপার তার হাতে ন্যাস্ত হবে না। অর্থাৎ সে ইখতিয়ার প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে না। ফাতওয়া তলব করা



হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি দশ দিন পরপর আমি তোমার নিকট পাঁচ দীনার করে না পৌঁছাই তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যাস্ত যাতে, তুমি ইচ্ছামত তোমার নফসকে তালাক দিতে পার। তারপর দশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু স্বামী ঐ দীনার তার নিকট পাঠাল না, তবে সে কি নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে? আমি বললাম, হ্যাঁ পারবে। তবে শর্ত হল, এ ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়্যত এরূপ হতে হবে যে, যদি দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর পরই বিলম্ব করা ব্যতিরেকে আমি ঐ দীনার না পৌঁছাই তবে সে তার নফসকে তালাক দিতে পারবে। আর যদি স্বামী এরূপ নিয়্যত না করে তবে তাদের কোন একজনের মারা না যাওয়া পর্যন্ত মহিলা নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। আমার পিতা এ জবাবকে সঠিক বলেছেন। (ফুসূলে উস্তুর্শনী)

৩৬. মাসআলা : আমার কোন এক উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমার অনুমতি ছাড়া এ শহর থেকে কোথাও যাই তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যাস্ত করলাম। যাতে তুমি তোমার ইচ্ছামত তালাক দিতে পার। তারপর এই লোকটি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই 'কুকছড়াই' চলে গেল এবং তথায় দুই দিন অবস্থান করল। এ অবস্থায় মহিলা তার নফসকে তালাক দিতে পারবে কি না প্রশ্ন করা হলে জবাব দেওয়া হল যে, না পারবে না। এক ইস্তিফতার এভাবে বিবরণ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ছেড়ে সফরে চলে গেল। তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার পক্ষ হতে পত্র আসল যে, তোমার নিকট হতে আমার অনুপস্থিতির সময় যদি দুই মাস হয়ে যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমি তোমার নিকট না পৌঁছি, তবে তুমি তোমার নফসকে যে কোন সময় ইচ্ছা তালাক দিতে পারবে। আর বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে এই লোক এই চিঠি তার স্ত্রীর নিকট হতে গায়েব হওয়ায় এক মাসের অধিক হওয়ার পূর্বেই লিখেছে। কিন্তু পত্রবাহক পথে দেরী করেছে তাহলে এই অবস্থায় মহিলা নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে কি না? যদি তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং মহিলা এ সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকে? তাহলে স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হবে না। 'ফাওয়ারিদে শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন (র)'-এ উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, আমি যদি তোমাকে শরঈ অপরাধ ছাড়া প্রহার করি তবে তোমার বিষয়টি তোমারই ইখতিয়ারে। তারপর স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে প্রতি দশ দিনে একবার করে পিতামাতার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম। এরপর দশ দিন অতিবাহিত হয়ে বার দিন হয়ে গেল এবং তখন স্ত্রীর পিতামাতা তার নিকট আসল। অতঃপর সে তাদের সাথে তাদের বাড়ীতে গেল। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর তার বাপের বাড়ী যাওয়ার অপরাধের কারণে স্বামী তাকে প্রহার করল, এ অবস্থায় উক্ত মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হবে কিনা, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ ইখতিয়ার হাসিল হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আমার চাচা শায়খ নিযাম উদ্দীন (র) এক ফাতওয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে শরঈ অপরাধ ব্যতীত প্রহার করি, তবে তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। অতঃপর স্ত্রীর মাতা তার কন্যা গৃহে আসলে তার স্বামী বলল, এই কুন্তী এখানে আসছে কেন? এ কথা শুনে স্ত্রী বলল, তোমার মা-বোন কুন্তী। তারপর স্বামী তাকে এ কথার কারণে প্রহার

করল, তাহলে স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে ন্যাস্ত হবে না। অর্থাৎ সে ইখতিয়ার প্রাপ্ত হবে না। শায়খ (র) ও অনুরূপ জবাব দিয়েছেন। (ফুসূলে ইমাদিয়া)

৩৭. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে এই শর্তে ইখতিয়ার প্রদান করে যে, যদি সে বিনা অপরাধে তাকে প্রহার করে তবে সে নিজের নফসকে তালাক দিতে পারবে। তারপর স্বামী তাকে বলল, তোমার প্রতি লানত। তবে এ অবস্থায় মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হবে কি না, এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এরূপ বলা স্ত্রীর অপরাধ নয়। কেননা প্রথম কটুক্তি মহিলা করেনি। বরং সে স্বামীর কথার জবাব দিয়েছে। আর অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে এটি মহিলার পক্ষ হতে অপরাধ এবং এটিই বিগততম অভিমত। এই মাসআলার উপর ভিত্তি করে বলা হয় যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে যার মাতা কালী হাবশী! জবাবে স্ত্রী বলে, তোমার মাও কালী হাবশী। প্রথমোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে একথা অপরাধ বলে গন্য হবে না। তবে আমাদের মাশাইখে কিরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যদি স্বামীর মাতা জীবিত থাকে, তবে মহিলার এ কথা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। আবার কোন কোন ফকীহ বলেন, এই অবস্থায় মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হয়ে যাবে। চাই স্বামীর মাতা জীবিত থাক বা মরে যাক। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দান করুন, তবে একথা অপরাধ বলে গন্য হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি বলে, হে আল্লাহদ্রোহী কাফির! তবে এ বক্তব্যও অপরাধ বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি স্বামীকে বলে, হে বদম্ভভাব! এবং স্বামী যদি বাস্তবেও অনুরূপ হয়, তবে এ কথা অপরাধ বলে গন্য হবে না। কিন্তু বাস্তবে স্বামী অনুরূপ না হলে এ কথা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি এরূপ করো না। জবাবে স্ত্রী বলল, আমি খুব করব। এ কথা স্ত্রী যদি গুনাহের কাজের ব্যাপারে বলে, তবে তা অপরাধ হবে। আর তা যদি গুনাহের কাজের ব্যাপারে না হয়ে থাকে তবে অপরাধ হবে না।

৩৮. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মহিলা তার স্বামীকে 'আমাকে তালাক দিয়ে দাও' বলার পর তার স্বামী যদি বলে আমি তোমার তালাক তোমার হাতে রেখে দিলাম। তারপর স্ত্রী বলল, আমি আমার নিজেকে তালাক দিয়ে দিলাম। স্বামী বলল, আমিও তোমাকে তালাক দিলাম, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত) স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, হে রুচিহীন! তবে শরীফ তথা ভদ্র মানুষের ক্ষেত্রে এ কথা অপরাধ বলে গন্য হবে। ইন্দতের বর্ণনায় অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। আমার পিতা মরহুমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এই ইখতিয়ার প্রদান করে যে, তাকে বিনা অপরাধে প্রহার করবে না। অতঃপর এই মহিলা অন্যান্য মহিলাদের নিকট বলল, তোমাদের স্বামী পুরুষ হলেও আমার স্বামী পুরুষ নয়। একথা শুনে স্বামী তাকে প্রহার করল। এতে ঐ মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, এতে তার বিষয়টি তার হাতে ন্যাস্ত হবে না। কেননা এ জাতীয় কথা অপরাধ বলে বিবেচিত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। ফাতাওয়ায়ে দীনারীর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কেউ তার স্ত্রীর



বিষয়টি তার হাতে এই শর্তে ন্যাস্ত করল যে, সে তাকে কোন পাপ কাজ করা ব্যতিরেকে প্রহার করবে না। কিন্তু সে যদি আমার অনুমতি ছাড়া অমুক ব্যক্তির বাড়ীতে যায় তবে তাকে প্রহার করা হবে। অতঃপর মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অমুক ব্যক্তির বাড়ীতে গেল। এতে স্বামী স্ত্রীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হল, স্ত্রী স্বামীকে গালি দিল এবং স্বামী তাকে প্রহার করল। তখন স্ত্রী বলল, আমি আমার ইখতিয়ারের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করলাম। স্বামী বলল, তুমি আমার অনুমতি ছাড়া অমুক ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়েছো, তাই আমি তোমাকে প্রহার করেছি। এ অবস্থায় স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তার উপর তালাক পতিত হবে না।

৩৯. মাসআলা : ফাতাওয়ায়ে দীনারীর তালাকের বিবরণ পর্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, তুমি আমার তালাকের শপথ করে বলেছিলে যে, তুমি আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করবে না। অথচ তুমি আমাকে এখন বিনা অপরাধে প্রহার করেছো। অতএব আমি তোমার থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে গেলাম। এ কথা শুনে স্বামী বলল, আমি তোমাকে শরঈ অপরাধ ছাড়া প্রহার করিনি। এ ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এরপর স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তোমার বোনের বাড়ী যাবে না। কেননা এতে আমার কষ্ট হয়। তুমি সে কথা মাননি, সেখানে গিয়েছ। আর এ কারণেই আমি তোমাকে প্রহার করেছি। এদিকে স্ত্রী তার বোনের বাড়ীতে যাওয়ার কথা অস্বীকার করে। শায়খ (র) বলেন, এ পর্যায়ে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং সাক্ষীদের কথা শ্রবণ করা হবে না। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে মদ্যপানের মজলিসে বলল, আমি যে কোন মহিলাকে বিবাহ করছি তা তোমার জন্যই করেছি। কাজেই তাকে রাখা ও ছেড়ে দেওয়া তোমার হাতে। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, বিষয়টি যদি এমনই হয় তবে আমি তাকে এক তালাক, দুই তালাক ও তিন তালাক দিলাম। এতে তালাক হবে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তালাক হবে না। কেননা তোমার হাতে কথাটি 'অতীতকালে তার হাতে ইখতিয়ার ছিল' এর সংবাদ বহন করে। আর বিগত সময়ে তার হাতে ইখতিয়ার হওয়ায় বর্তমান পর্যন্ত তা বাকী থাকাকে আবশ্যিক করে না। বরং **امر مطلق** (সাধারণ ইখতিয়ার) মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ এখানে মজলিস পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। অতএব ঐ ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং 'তোমার হাতে' কথাটি বর্তমানে তার ইখতিয়ার আছে -এর স্বীকারোক্তির শামিল। কাজেই এ ক্ষেত্রে তালাক দেওয়া সহীহ হবে। (ফুসূলে উসতরুশনী)

৪০. মাসআলা : আমার দাদা কর্তৃক প্রণীত ফাওয়াইদে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিষয়টি এই শর্তে তার হাতে ন্যাস্ত করল যে, আমি যদি এক মাসের ভিতর তোমার নিকট দুই দীনার না পৌছাই তবে তুমি আমাকে তালাক দিতে পারবে। এদিকে মহিলার এক পাওনাদার ছিল। মহিলা ঐ পাওনাদারকে স্বামীর হাওলা করে দিল। এ অবস্থায় নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা নিজের নফসকে তালাক দিতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পর তিনি জবাব দিলেন, (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)

নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে পাওনা পরিশোধ করে দিলে তালাক দিতে পারবে না। আর যদি পরিশোধ না করে তবে পারবে। তার ফাওয়াইদে আরো উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর হাতে তার বিষয়টি এই শর্তে ন্যাস্ত করল যে, সে তার অনুমতি ছাড়া শহর থেকে বের হবে না। তারপর স্বামী শহর থেকে বের হল এবং স্ত্রী তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য গেল, তবে এরূপ ফাওয়া স্ত্রীর পক্ষ হতে অনুমতি বলে ধর্তব্য হবে কি না, এ সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বললেন, হবে না। একটি ফাতওয়ার ঘটনা এই যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এই শর্তে ইখতিয়ার দিল যে, সে তার অনুমতি ছাড়া কোন দাদী খরীদ করবে না। তারপর স্ত্রী স্বামীর সাথে নাখ্বাস নামক স্থানে গেল এবং একটি দাসী পসন্দ করল। পরে স্বামী তাকে ক্রয় করে নিল। এ অবস্থায় মহিলা কর্তৃক দাসী পসন্দ করা দাসী খরীদের জন্য অনুমতি হিসাবে ধর্তব্য হবে কি না, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে আমাদের ফরমানার এমন কতিপয় লোক যারা ফাতওয়া দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন না তারা বলেন, এতে স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হবে না। কিন্তু আমার মতে স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া)

৪১. মাসআলা : 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে যে কোন মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে, আমি একটি কথা বলব, তুমি যা কার্যকরী করবে কি অথবা বলল, আমি একটি কাজ করব তুমি তা অনুমোদন করবে কি? স্বামী বলল হ্যাঁ, আমি অনুমোদন করব। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি আমার নফসের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করলাম, তাহলে এতে তালাক পতিত হবে না। আর স্বামী যদি বলে, আমি তাকে তালাক দেওয়ার নিয়ত করিনি তবে এতে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত) এক ব্যক্তি বিনা অপরাধে তার স্ত্রীকে প্রহার করার উপর তালাককে মু'আল্লাক করে দিল। তারপর মহিলা আগুন আনার জন্য এমন এক গলিতে প্রবেশ করল যার অন্য দিকে প্রশস্ত নয়। ঐ গলিতে একজন বেগানা পুরুষ বাস করত। ঘটনাক্রমে তার সাথে মহিলার দেখা হয়ে গেল। অথচ তাকে দেখা মহিলার ইচ্ছা ছিল না। তারপর স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করল। তাহলে এ অবস্থায় মহিলা নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে না। কেননা স্বামী তাকে অপরাধের কারণেই প্রহার করেছে। (খায়নাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি যখন আমার অনুমতি ছাড়া শহরের বাইরে যাবে তখন তুমি তোমার স্ত্রীর বিষয়টি আমার হাতে ন্যাস্ত করে দিবে কি? সে বলল, হ্যাঁ দিলাম। তারপর সে বাইরে যাওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি থেকে একবার অনুমতি নিয়ে নিল। এখন ঐ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারবে কি? শায়খ আলউদ্দীন (র)-এর জবাবে বললেন, হ্যাঁ, যেতে পারবে। কেননা যখন অর্থ যে কোন সময় বা সব সময়। আর একবারের জন্য অনুমতি দেওয়া ঐ সব সময়ের জন্য অনুমতি দেওয়ার শামিল। আমি তার ফাওয়াইদ অংশ থেকে অনুরূপ সংকলন করেছি।

৪২. মাসআলা : কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি প্রতি ছয় মাসের শুরুতে তোমাকে তোমার পিতামাতার বাড়ীতে না পৌছাই তবে তোমার বিষয়টি তোমার

১. কোন বলল, আমি যদি তোমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করি তবে তুমি নিজেকে তালাক দিতে পারবে। (অনুবাদক)



হাতে। তুমি যখন ইচ্ছা নিজেকে এক তালাকে বায়িন প্রদান করতে পারবে। অতঃপর মহিলা এই তাফবীযকে ঐ মজলিসেই কবুল করে নিল। তারপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অথচ স্বামী তার স্ত্রীকে তার পিতামাতার বাড়ীতে নিয়ে গেল না। এ অবস্থায় মহিলা তার নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে কি না? এ ঘটনা মুরগিনান শহরে ঘটেছিল। তখন সে এলাকার লোক আমাদের নিকট এ সম্বন্ধে ইসতিফতা করলে আমরা লিখে দিলাম হাঁ, সে তা করতে পারবে। সময়কন্দের তৎকালীন মুফতীগণ এ বিষয়টি আমার সাথে ঐক্যমত ব্যক্ত করছেন। আমার দাদা মরহুমের সংকলিত ফাওয়াইদে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলল, আমি মদ পান করব না, জুয়া খেলব না এবং ব্যভিচার করব না। যদি করি তবে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক। যদি সে এগুলোর কোন একটি করে তবে তার স্ত্রীর তালাকপ্রাপ্ত হয়ে হয়ে যাবে। তারপর দাদাজান বলেছেন, نفى (নেতিবাচক শর্ত আরোপ করার) ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই। তবে ইতিবাচক ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ বলে, যদি আমি মদ পান করি, জুয়া খেলি এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হই তবে আমার স্ত্রীর বিষয়টি আমি তার হাতে ন্যাস্ত করলাম। তারপর সে এগুলোর কোন একটি করল, তবে কারো মতে তার ইখতিয়ার হাসিল হবে না। কিন্তু অন্যান্যদের মতে ইখতিয়ার হাসিল হবে। শায়খ (র) বলেন, এ জাতীয় শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নফসকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা এবং নফসকে সতর্ক করা। এখানে উল্লেখিত فعل সমূহের প্রত্যেকটি এককভাবে এ অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম। কাজেই এই সব فعل পাওয়া যাওয়ার উপর جزء মওকুফ না থাকাই স্বাভাবিক। যদিও واو ও واء জমা ও একত্রিত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৩. মাসআলা : ফাওয়াইদুল আল্লামাতে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি মদ বা নবীয পান করি তবে তোমার বিষয় তোমার হাতে ন্যাস্ত করে দিলাম যাতে তুমি তোমার নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পার। মহিলা এই ইখতিয়ারকে গ্রহণ করল। অতঃপর সে নবীয পান করল। অন্য কিছু করল না; তাহলে নবীয পান করার পর ইখতিয়ার মহিলার হাসিল হবে কিনা জবাবে আল্লামা বলেন, হাঁ, মহিলা ইখতিয়ার প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। কেননা তার ইখতিয়ারের বিষয়টি পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটির সাথে সম্পর্কিত, সমষ্টির সাথে নয়। এভাবে দলিল বিশ্লেষণ করে আল্লামা জবাব দিয়েছেন আর তৎকালীন যমানার আলিমগণ এ ব্যাপারে তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ইখতিয়ার তার হাতে এই শর্তে প্রদান করল যে, যদি সে তাকে অপরাধের কারণে অথবা বিনা অপরাধে প্রহার করে তবে যখন ইচ্ছা সে নিজেকে তালাক দিতে পারবে। মহিলা এই ইখতিয়ারকে কবুল করে নিল। অতঃপর স্বামী তাকে অপরাধের কারণে প্রহার করলে মহিলা তার নিজের তালাক প্রয়োগ করতে পারবে কিনা, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পর আমি জবাব দিলাম পারবে। আমার দাদা এবং আল্লামা সমরকান্দী (র) উল্লেখিত মাসআলায় যে মত ইখতিয়ার করেছেন এবং তৎকালীন যুগের লোকেরা যা পসন্দ করেছেন তাঁকে শায়খে কবীর আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফযল আল-বুখারী (র) ও ইখতিয়ার করেছেন। (ফুসুলে ইমাদিয়া)

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## শর্তের সাথে তালাক দেওয়ার বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

### প্রথম অনুচ্ছেদ : শর্তের শব্দসমূহ

১. মাসআলা : শর্তের শব্দমালা নিম্নরূপ : إِنْ (ইন), إِذَا (ইযা), إِذَا مَا (ইযামা), كُلُّ (কুল), كَلِمًا (কুল্মা), مَتَى (মাতা) ও مَتَى مَا (মাতা মা)। এই শব্দগুলোতে যখন শর্তের অর্থ পাওয়া যাবে তখন কসমও পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তা শেষ হয়ে যাবে। কেননা উপরোক্ত শব্দসমূহ তাকরার ও পুনঃকৃতিকে চায় না। সুতরাং فعل তথা ক্রিয়া পাওয়া যাওয়ার পর শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং কসমও প্রকাশ পাবে। এরপর আর কোনভাবেই কসম ভঙ্গ করা প্রতীয়মান হবে না। তবে كَلِمًا (যখন-যখন)-এর বিষয়টি-এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা كَلِمًا শব্দটি عموم أفعال কে ওয়াজিব করে সুতরাং শর্ত যদি كَلِمًا যুক্ত হয় جزء হয় তালাক তবে যতবার কসম ভঙ্গ করবে ততবারই তালাক পতিত হবে। তবে এক বিবাহের মধ্যে তিন তালাক পতিত হওয়া পর্যন্ত كَلِمًا শব্দটি কার্যকরী হবে। কাজেই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহের পর প্রথম স্বামী যদি পুনঃরায় তাকে বিবাহ করে এবং শর্ত পুনঃ পাওয়া যায়, তবে আমাদের মাযহাবে এই ব্যক্তি হানিস (কসম ভঙ্গকারী) হবে না। (কাফী) যদি تَزَوَّجَ (বিবাহ করা) শব্দের উপর সরাসরি كَلِمًا শব্দ ব্যবহার করা হয় যেমন—بَلَغَ كَلِمًا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَهِيَ كَلِمًا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ (যতবার আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব, ততবার সে তালাক অথবা বলল, যতবার আমি তোমাকে বিবাহ করব, ততবার তোমাকে তালাক) তবে যতবার বিবাহ করবে ততবারই তালাক পতিত হবে। যদিও দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহের পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনঃ বিবাহ হয়।<sup>২</sup> (গায়াতুস সুক্কজী)

২. মাসআলা : স্বামী كُلِّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ (আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব তাদের প্রত্যেককে তালাক) বলার পর সে কয়েকজন মহিলাকে বিবাহ করল তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর তালাক পতিত হবে। যদি একই মহিলাকে কয়েকবার বিবাহ করে তবে একবারই তার উপর তালাক পতিত হবে। (মুহীত) এইরূপ বাক্য ব্যবহার করার পর সে যদি কয়েকজনের তালাকের নিয়্যত করে তবে দিয়ানাতান

১. শব্দগুলোর বাংলা অর্থ যথাক্রমে—যদি, যখন, যখনই, প্রতিটি, প্রত্যেকটি, যখন, যখনই (সম্পাদক)।

২. তবে এই ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তালাক পতিত হবে। (অনুবাদক)



গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম খাসসাফ (র) বলেন, আইনের দৃষ্টিতেও একথা সहीহ হবে। এই যাহিরী মাযহাবের উপরই ফাতওয়া। যদি শপথকারী ব্যক্তি যালিম হয়, তবে খাসসাফ (র)-এর মত গ্রহণ করতে কোন দোষ নেই। (আল-বাহরুর বায়িক)

৩. মাসআলা : **ایان (আয়ানা), ای (আয়ুন), من (মান), لو (লাও)** (আইনা) এবং **انی (আনা)** শব্দসমূহও শর্তের শব্দমালার অন্তর্ভুক্ত। (তাবয়ীন) **فی (ফী)** অক্ষরটি শর্তের শব্দসমূহের মধ্যে शामिल। যদি তা **فعل** এর উপর ব্যবহৃত হয়। যেমন কেউ বলল, **ان دخلت - فی دخولك الدار** এখানে **ان دخلت** এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। (ইতাবিয়া) ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত শর্তের শব্দমালা নিম্নরূপ **اگر (আগার), می (হামী), همیشه (হামীসা), هر زمان (হার যমান), هر بار (হারবার)**। প্রথম অক্ষরটি আরবী **ان** অর্থ ব্যবহৃত হয়। কাজেই এক্ষেত্রে ব্যক্তি একবারই কসম ভঙ্গকারী হবে। দ্বিতীয়টি **متى** এর অর্থ আসে। এক্ষেত্রেও ব্যক্তি একবারই কসমভঙ্গকারী হবে।

দ্বিতীয়টি **متى** এর অর্থ আসে। এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তি একবার কসমভঙ্গকারী প্রতীয়মান হবে। তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির মত এবং উভয়ের অর্থ একই। চতুর্থ ও পঞ্চমটির ক্ষেত্রেও ব্যক্তি একবার কসমভঙ্গকারী হবে। কেননা এ দু'টি অক্ষর **كل** এর অর্থ ব্যবহৃত হয়। এটাই সहीহ অভিমত। ঊষ্ঠটি **كما** এর অর্থ ব্যবহৃত হয়। কাজেই এর দ্বারা কেউ তালাক দিলে সে বারবার কসমভঙ্গকারী বলে প্রতীয়মান হবে। (মুহীত : সারাখসী, কিতাবুল আয়মান) **هـ** শব্দ সম্বন্ধে ফকীহগণের বক্তব্য হল, যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে গিয়ে বলে **امرأته طالق ثلاثا** (তার স্ত্রীকে তালাক- যদি সে এ কাজ করে) তবে এ শব্দের দ্বারা তালীক করার প্রচলন উরফে না থাকলে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। কেননা এখানে এটি **تحقیق (নিশ্চিতকরণ)** এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি উরফের মধ্যে শুধু এর দ্বারা তালীক করার প্রচলন থাকে, তবে শর্ত পাওয়া গেলে মহিলা নিজেকে তালাক দিতে পারবে। আর যদি এই শব্দ দ্বারা এবং স্পষ্ট জ্ঞাপক শব্দ দ্বারা উরফে তালীক করার প্রচলন থাকে তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম ফযলী (র) তাঁর ফাতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। কিন্তু আমাদের কোন কোন মাশাইখ বলেন, তালাক পতিত হবে না। এটাই বিমুদ্রতম অভিমত। (মুহীত)

৪. মাসআলা : যদি কসম করার পর মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায়, যেমন—স্বামী তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দিল তবে এতে কসম বাতিল হবে না। যদি মালিকানা থাকা অবস্থায় শর্ত পাওয়া যায় তাহলে কসম শেষ হয়ে যাবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে তালাক। অতঃপর ঐ মহিলা তার স্ত্রী থাকা

১. অর্থ যথাক্রমে-যদি, কাকেও যে, যে কেউ বা কাউকে, যথায় বা যেখানে সেখানে, যেই। 'কী' এর অর্থ কী এর অর্থ এখানে কারণে, তাই যদি অর্থবোধক (সম্পাদক)।

অবস্থায়ই ঘরে প্রবেশ করল, তবে তালাক হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কসম আর বাকী থাকবে না। আর যদি মালিকানা নিঃশেষ হওয়ার অবস্থায় শর্ত পাওয়া যায় তাহলে কসম শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর কার্যকারীতা থাকবে না। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক। অতঃপর শর্ত পাওয়া যাওয়ার আগে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল। এরপর ইদত অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তারপর মহিলা ঘরে প্রবেশ করল, তবে কসম নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং কোন কিছুই পতিত হবে না। (কাফী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে, তোমাকে তিন তালাক। তারপর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করার আগেই স্বামী তাকে এক বা দুই তালাক দিয়ে দিল। তারপর সে অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং এ সময় ঘরে প্রবেশ করল। এরপর আবার সে প্রথম স্বামীর বিবাহে ফিরে এল এবং ঘরে প্রবেশ করল তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে)

৫. মাসআলা : প্রথমে তা'লীক তথা শর্তযুক্ত করে তিন বা তার চেয়ে কম তালাক দেওয়ার পর যদি তানজীয তথা শর্তহীনভাবে তিন তালাক দেওয়া হয় তবে এতে তা'লীক বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি তার স্ত্রীকে শর্তযুক্ত করে তিন বা এর চেয়ে কম তালাক প্রদান করে তারপর শর্ত পাওয়া যাওয়ার আগেই তিন তালাক তানজীয করে প্রদান করে। অতঃপর হালালায়ে শারঈর পর এ মহিলা যদি প্রথম স্বামীর বিবাহে ফিরে আসে এবং এরপর শর্ত পাওয়া যায় তবে কোন তালাকই পতিত হবে না। [শারহুন নিকায়া : ইমাম বরজুনদী (র)] 'তানজীয' দ্বারা যেমনিভাবে তা'লীক বাতিল হয়ে যায় অনুরূপভাবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্বামী দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণেও তা'লীক বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু সাহিবাইন এর থেকে দ্বিমত পোষণ করেন। কাজেই স্বামী দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর ইদতের অবস্থায় স্ত্রী যদি ঘরে প্রবেশ করে তবে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবে না। কিন্তু সাহিবাইন-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) ও সাহিবাইনের উক্ত মতভেদের ফলাফল হল এই যে, স্বামী দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর সে যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে পুনরায় দারুল ইসলামে আসে এবং ঐ মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফ (র)-এর মতে তালাকের সংখ্যা হ্রাস পাবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে হ্রাস পাবে। অর্থাৎ ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে পুনরায় তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে পূর্বে এক তালাক দিয়ে থাকলে এখন দুই তালাকের অধিকারী হবে। (ফাতহুল কাদীর)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : 'কুল ও কুলুমা' শব্দের মাধ্যমে তা'লীক তালাক দেওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা : কেউ যদি বলে, যখনই আমি এই ঘরে প্রবেশ করব তখনই আমার স্ত্রী তালাক। অথচ তার চারজন স্ত্রী। অতঃপর ঐ ব্যক্তি চারবার ঐ ঘরে প্রবেশ করল।



কিন্তু কোন স্ত্রীর বিষয়টি নির্ধারণ করল না তাহলে প্রতিবার প্রবেশ করাতে এক এক তালাক করে পতিত হবে। সে ইচ্ছা করলে এই তালাকগুলোকে তাদের উপর পৃথক পৃথকভাবে প্রয়োগ করবে এবং ইচ্ছা করলে একজনের উপরও তা প্রয়োগ করতে পারবে। যদি বলে যখনই তুমি এই ঘরে প্রবেশ করবে, অতঃপর যখনই তুমি অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলবে তখনই তোমাকে তালাক, তবে দ্বিতীয় শপথ বাক্যটি ঘরে প্রবেশ করার উপর **معلق** (নির্ভরশীল) হবে। অতএব যখন ঐ মহিলা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন দ্বিতীয় কসম সংঘটিত হবে। তারপর যখন অমুক ব্যক্তির সাথে তিনবার কথা বলবে তখন তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর বায়িক) যদি এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে বলে, যখন আমি তোমাদের উভয়ের নিকট আহার করব, তখন আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে একদিন তাদের একজনের নিকট আহার করল এবং পরের দিন দ্বিতীয় জনের নিকট আহার করল, তবে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। কেননা যখন সে প্রথম জনের নিকট তিন বা ততোধিক লুক্‌মা খানা খাবে তখন সে যেন তার নিকট তিনবার আহার করল। অনুরূপভাবে যখন দ্বিতীয় জনের নিকট খানা খাবে তবে তার নিকটও সে যেন তিনবার আহার করল। এই হিসাবে দুইজনের নিকট তিনবার করে আহার করা পাওয়া গেল। আর তাদের নিকট এক এক বার করে খানা খাওয়া এক একটি তালাক পতিত হওয়ার শর্ত<sup>১</sup>। অনুরূপভাবে যদি দুই ব্যক্তির একজনকে বলে, যখন আমি তোমার নিকট আহার করব এবং এরপর তার নিকট আহার করব, তখনই আমার স্ত্রী তালাক তবে এই ক্ষেত্রে উপরোক্ত হুকুম হবে। (মুহীত)

২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যখনই আমি কোন ভাল কথা বলব, তখনই তোমাকে তালাক। তারপর সে **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** বাক্যটি উচ্চারণ করল তবে তার স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি সে **سُبْحَانَ اللَّهِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে ব্যবহার না করে এরূপ) বলে তবে তিন তালাক পতিত হবে। (খুলাসা : আমি অমুকের সাথে কথা বলব না- হলফ অধ্যায়) কেউ তার দুই স্ত্রী-যাদের সাথে সে সহবাস করেছে অথবা কারো সাথেই সহবাস করেনি অথবা একজনের সাথে সহবাস করেছে, অপরজনের সাথে করেনি বলে, যখনই আমি তোমাদের তালাকের ব্যাপারে হলফ করব তখনই তোমাদের দুইজনের থেকে একজন তালাক অথবা বলে, দুই জনের একজন তালাক এবং একথা পরপর দুই বার বলে, তবে কিছুই পতিত হবে না। যদি তিনবার বলে, তবে এর বিধান কি হবে এ সম্বন্ধে কিতাবে কিছু উল্লেখ নেই। তবে মাশাইখে কিরাম বলেছেন, তালাক পতিত হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বারে যে একজনের কথা বলা হয়েছে তৃতীয়বারে যদি এ ছাড়া ভিন্ন জনের ইচ্ছা করা হয় তবে সে এই দুই মহিলার তালাকের ব্যাপারে শপথকারী বলে গন্য হবে। এবং প্রথম কসমের মধ্যে কসম ভঙ্গকারী

১. কাজেই তাদের নিকট তিনবার খানা খাওয়ার কারণে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (অনুবাদক)

বলে পরিগণিত হবে। যদি বলে, যখনই আমি তোমাদের একজনের তালাকের ব্যাপারে কসম করব তখনই সে তালাক তবে একজনের উপর তালাক পতিত হবে। অবশ্য কে তালাকপ্রাপ্ত হবে এ কথা নির্ধারণের দায়িত্ব স্বামীর ইচ্ছাভিত্তিক থাকবে। আর যদি এরূপ বলে, যখনই আমি তোমাদের দুইজনের কোন একজনের তালাকের কসম করব, তখনই তোমাদের দুইজনের একজন তালাক, যখনই আমি তোমাদের দুইজনের কোন একজনের তালাকের কসম করব তখনই তোমাদের দুইজনের কোন একজন তালাক, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। স্বামী ইচ্ছা করলে এই দুই তালাক একজনের উপর আরোপ করতে পারবে। আবার সে ইচ্ছা করলে দুইজনের প্রত্যেকের উপর একটি করে তালাক আরোপ করতে পারবে।

৩. মাসআলা : এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে। তাদের এক জনের সাথে সহবাস করা হয়েছে এবং অপর জনের সাথে সহবাস করা হয়নি। এ জাতীয় দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে কেউ যদি বলে, যখনই আমি তোমাদের দুইজনের তালাকের ব্যাপারে হলফ করব তখনই তোমাদেরকে তালাক। এ কথাটি স্বামী তিন বার বলল, তাহলে প্রথম তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি খতম হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর উপর এক এক তালাক করে পতিত হবে। আর যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে তৃতীয় তালাকটিও সংঘটিত হবে। কেউ যদি তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক, তবে এ কথা সहीহ হবে না। অবশ্য যদি এরূপ বলে যে, অন্য স্বামীর সাথে বিবাহের পর যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তোমাকে তালাক, তাহলে এ কসম সहीহ হবে। কেননা সে তার মালিকানাধীন স্ত্রীর প্রতি তালাকের নিসবত করেছে। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

যদি কেউ নিজের কয়েকজন স্ত্রীর একজনকে লক্ষ্য করে বলে, যখনই আমি তোমার তালাকের কসম করব তখন বাকী স্ত্রীগণ তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ স্ত্রীকেও পর্যায়ক্রমে অনুরূপ বলে তবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্ত্রীর উপর দুই তালাক এবং প্রথম স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। কেননা দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা সে প্রথম স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে শপথকারী হয়েছে এবং তৃতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে শপথকারী হয়েছে। যদি **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** এর পরিবর্তে **إِذَا** শব্দ ব্যবহার করা হয়, তবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্ত্রীর উপর দুই তালাক করে পতিত হবে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রত্যেকের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। (ইতাবিয়া)।

৪. মাসআলা : যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার স্ত্রীদের থেকে যে ঘরে প্রবেশ করবে সে তালাক এবং অমুক তবে অমুক মহিলার উপর হাল যমানা অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর সে যদি ইদতের অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে, তবে তার উপর আর একটি তালাক পতিত হবে। একথা 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল ফযল (র) বলেন, 'জামি' গ্রন্থে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে এটি তার বিপরীত (যখীরা) 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শায়খ নাসির (র) বলেন, আমি হুসাইন



ইবন যিয়াদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, যখনই আমি এই ঘরে একবার প্রবেশ করব তখন তুমি তালাক, যখনই আমি এই ঘরে দুইবার প্রবেশ করব তখন তোমার প্রতি দুই তালাক। অতঃপর ঐ ব্যক্তি দুইবার ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে এই মহিলার প্রতি তিন তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া) যদি কেউ দুই মহিলাকে বলে, যখনই আমি তোমাদের দুইজনকে বিবাহ করব তখনই তোমরা তালাক। তারপর সে একজনকে একবার বিবাহ করল এবং অপরজনকে দুইবার বিবাহ করল তাহলে উভয়ের উপর এক এক তালাক করে পতিত হবে। কিন্তু যদি প্রথম জনকেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তবে উভয় জনের উপর আরেক তালাক করে পতিত হবে। কেউ যদি বলে, যখনই আমি দুই মহিলাকে বিবাহ করব তখনই তারা উভয়ে তালাক। অতঃপর সে তিন জন মহিলাকে বিবাহ করল, তাহলে সকলের উপরই তালাক পতিত হবে। কেননা প্রত্যেকের মধ্যে শর্ত পাওয়া গিয়াছে। আর তাহলে দুই মহিলাকে বিবাহ করা। আর যদি বলে যখনই আমি তোমাদের দুই মহিলার নিকট আহ্বান করব তখনই আমার স্ত্রীকে তালাক। অতঃপর সে তাদের উভয়ের নিকট তিন লোক্কা করে আহ্বান করল, তবে প্রত্যেকের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। (ইতাবিয়া)

৫. মাসআলাঃ কেউ যদি বলে, আমার সমস্ত স্ত্রী এবং যখনই আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব ত্রিশ বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তখনই তাকে তালাক, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি। ঐ পুরুষের বিবাহে এক স্ত্রী আছে। তারপর সে দ্বিতীয় একজনকে বিবাহ করল এবং এরপর উভয়কে তালাক দিয়ে দিল। তারপর আবার তাদেরকে সে বিবাহ করল এবং ঐ ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে তাদের উভয়ের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। তালাক প্রদানের কারণে এক তালাক পতিত হবে। আর দুই তালাক পতিত হবে কসমের কারণে। এ উভয় মহিলাকে তালাক দেওয়ার সময় সে যদি তাদেরকে বিবাহ না করে থাকে এবং এ অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে আর এরপর তাদেরকে বিবাহ করে তবে কসম ভঙ্গ করলে প্রত্যেকের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। (মুহীত) কেউ যদি বলে, যখনই আমি এই ঘরে প্রবেশ করব এবং আমি অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলব (অথবা كَلِمَتِ فُلَانَا বলে) তখনই আমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজন তালাক, অতঃপর সে কয়েকবার ঘরে প্রবেশ করল এবং অমুক ব্যক্তির সাথে একবারই কথা বলল, তবে ঐ স্ত্রীর উপর একই তালাক পতিত হবে। যদি এরূপ বলে, যখনই আমি এই ঘরে প্রবেশ করব এবং অতঃপর আমি অমুকের সাথে কথা বলি, তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে তিনবার ঘরে প্রবেশ করল এবং অমুকের সাথে কথা বলল একবার তবে স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। যদি এরূপ বলে, যখনই আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব এবং তারপর ঘরে প্রবেশ করব তখনই সে তালাক। অতঃপর সে তাকে তিনবার বিবাহ করল এবং ঘরে প্রবেশ করল একবার তবে ঐ মহিলার উপর এক তালাক পতিত হবে। এরপর আবার ঘরে প্রবেশ করলে আরেক তালাক পতিত হবে। তৃতীয়বার প্রবেশ করলে ঐ মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। যেমনিভাবে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখনই আমি খেজুর ও আখরুট খাব তখনই তুমি তালাক। তারপর

সে তিনটি খেজুর এবং একটি আখরুট খেল, তাহলে তার উপর একটি মাত্র তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি আরেকটি আখরুট খায় তবে আরেকটি তালাক পতিত হবে। আর তৃতীয় আখরুটটি খেলে তিনটি তালাক তার উপর পতিত হবে। (শারহ তালখীসিল জামিইল কাবীর)

৬. মাসআলাঃ ইবন সিমা'আ (র) বলেন, একদা আমি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, যতবার তুমি এই ঘরে প্রবেশ করবে অতঃপর যতবার তুমি অমুকের সাথে কথা বলবে, তোমাকে তালাক। স্বামীর এ তালাকের কথা উভয় বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে এবং এফেত্র (فَانْتِ) এর) অক্ষরটি جزء উপর ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। যদি ঐ মহিলা প্রথমে তিনবার ঘরে প্রবেশ করে, তারপর অমুক ব্যক্তির সাথে একবার কথা বলে, তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি ঘরে একবার প্রবেশ করে এবং অমুকের সাথে কথা বলে তিনবার, তবে তিন তালাক পতিত হবে। (বাদায়েঃ কসম অধ্যায়) যদি বলে, যখনই আমি ঘরে প্রবেশ করব তখনই তোমাকে তালাক যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি। তারপর সে কয়েকবার ঘরে প্রবেশ করল তারপর অমুকের সাথে কয়েকবার কথা বলল, তাহলে সর্বধরনের কসমের ক্ষেত্রেই সে কসম ভঙ্গকারী বলে গন্য হবে। কেউ যদি বলে, যখনই আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব তখনই সে তালাক যদি সে ঘরে প্রবেশ করে। তারপর সে ঐ মহিলাকে কয়েকবার বিবাহ করল আর মহিলা একবার ঘরে প্রবেশ করল তবে ঐ মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর রায়িক)

৭. মাসআলাঃ এক ব্যক্তি বলল, যখনই আমি ঐ গ্রামের কোন মহিলাকে বিবাহ করব তখনই সে তালাক। তারপর সে ঐ গ্রামের এক মহিলাকে গ্রাম থেকে বাইরে এনে বিবাহ করল, তাহলে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হবে না। এমনিভাবে যদি সে ঐ মহিলাকে সে গ্রাম থেকে বের না করে, বরং ঐ গ্রামের বাইরে অন্য কোথাও বসে বিবাহ করে তবে এতে সে কসম ভঙ্গকারী বলে গন্য হবে না। কেউ যদি বলে ঐ গ্রামের যত মহিলাকে আমি বিবাহ করব সে তালাক। তারপর ঐ গ্রামের কোন মহিলাকে বিবাহ করলে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি এরূপ বলে, মহিলাই বুখরা অঞ্চলে আমার স্ত্রী হবে তাকে তালাক। এ কথার মর্ম হবে, যে মহিলাকেই সে বুখরায় বিবাহ করবে তাকে তালাক। এ নীতির ভিত্তিতে মাশাইখে কেরাম বলেছেন, যদি সে বুখরা ব্যতীত অন্য কোথাও বিবাহ করে, তারপর উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে বুখরায় আসে এবং নিজেও তার সাথে বুখরায় অবস্থান করে তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। এটাই সহীহ অভিমত। (খুলাসাঃ তালাক অধ্যায়)

৮. মাসআলাঃ যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি তাকে লক্ষ্য করে তার স্বামী যদি বলে, আমার যে স্ত্রী আছে এবং আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে আমি যাকে বিবাহ করব তাকে তালাক যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি। তারপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করে তাকে তালাক দিয়ে দিল এবং প্রথম স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দিল। তারপর ত্রিশ বছরের মধ্যে



তাদের উপর উভয়কে বিবাহ করে নিল। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে প্রথম স্ত্রীর উপর কসমের কারণে দুই তালাক পতিত হবে, ঐ তালাক ব্যতীত যা সে তাকে নগদ প্রদান করেছিল। অতএব সব মিলে তার উপর কসমের কারণে এক তালাক পতিত হবে। ঐ তালাক ব্যতীত যা সে তার উপর শর্তহীনভাবে নগদ প্রদান করেছিল, সব মিলে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। তাদেরকে প্রথমবার তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি তাদেরকে বিবাহ না করে, বরং এ অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে তারপর তাদেরকে বিবাহ করে তবে প্রথম স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। যদিও তার ক্ষেত্রে দুই ধরণের কসম পাওয়া গিয়েছে। এক কসম হল বিবাহের ব্যাপারে। আর নতুন স্ত্রীর উপর কসম ভঙ্গ করার কারণে কোন কিছুই পতিত হবে না। (মুহীত) যদি কেউ বলে, আমি যে মহিলাকেই বিবাহ করব, তাকে তালাক এবং আমার অমুক স্ত্রীকেও অথবা-এরূপ বলল, আমার স্ত্রীদের থেকে যে কেউ ঘরে প্রবেশ করবে তাকে তালাক এবং অমুক তবে অমুকের উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। তার তালাকের ক্ষেত্রে বিবাহ করা এবং প্রবেশ করার অপেক্ষা করা হবে না। তারপর স্বামী যদি এই মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করে অথবা ইদতের মধ্যে থাকাকালে সে ঘরে প্রবেশ করে, তবে তার উপর দ্বিতীয় আরেক তালাক পতিত হবে। (যহিরিয়া)

৯. মাসআলা : যদি কেউ বলে, জীবনের যে কোন সময় আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব অথবা বলল ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে তবে তাকে তালাক, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি। তারপর সে অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলার পূর্বে এক মহিলাকে বিবাহ করল এবং কথা বলার পর অপর মহিলাকে বিবাহ করল তাহলে এই সময়ের মাধ্যমে যাকে যাকে বিবাহ করেছে তাদের উপর তালাক পতিত হবে। কসম যদি সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয় যেমন বলল, আমি যে মহিলাকেই বিবাহ করব তাকে তিন তালাক, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি। তারপর সে অমুকের সাথে কথা বলার আগে এক মহিলাকে বিবাহ করল এবং কথা বলার পর আরেকজনকে বিবাহ করল তবে কথা বলার পূর্বে যে মহিলাকে বিবাহ করল সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কথা বলার পর যে মহিলাকে বিবাহ করেছে তার উপর তালাক পতিত হবে না। এরূপ বলে যদি আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি, তাহলে আমি যত বিবাহ করব সকলকে তালাক, তাহলে কথা বলার পূর্বে যত জনকে বিবাহ করবে তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। চাই কসম সময়ের সাথে শর্তযুক্ত হোক, অথবা না হোক। যদি সে এর দ্বারা ঐ মহিলার তালাকের নিয়্যত করে যাকে সে অমুকের সাথে কথা বলার পূর্বে বিবাহ করেছে তবে তার নিয়্যত সही হু হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : কেউ যদি বলে, যত মহিলাকে আমি বিবাহ করব যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি তবে সে তালাক। এ পর্যায়ে যাকে সে ঘরে প্রবেশ করার আগে বিবাহ করবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর যাকে ঘরে প্রবেশের পর বিবাহ করবে, তার উপর তালাক পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে ঘরে প্রবেশ করার বিষয়টিকে তালাক সংঘটিত

হওয়ার জন্য শর্ত হিসাবে গন্য করা হবে। আর প্রথম শর্তটি কসম ভঙ্গের শর্ত হিসাবে ধার্য হবে। যদি এরূপ বলে যে সব মহিলার আমি মালিক হব তাদেরকে তালাক, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি অথবা প্রবেশ করার শর্ত প্রথমে উল্লেখ করে তবে এই তালাক মালিকানাধীন রয়েছে। যারা ভবিষ্যতে তার মালিকানায় আসবে তারা এর মধ্যে शामिल হবে না। যদি সে ভবিষ্যতে যারা তার বিবাহাধীনে আসবে তাদের তালাকের নিয়্যত করে থাকে তবে 'তাগলীযান' এ কথা বিশ্বাস করা হবে। কাজেই যে মহিলা বর্তমানে তার মালিকানাধীন আছে বাক্যের যাহিরী দাবী অনুসারে তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে এবং পরে যে স্ত্রী তার মালিকানায় আসবে সে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তালাকপ্রাপ্ত হবে। (কাফী : কসম অধ্যায়, তালাক ও আযাদ করা সম্বন্ধে শপথের বিবরণ পরিচ্ছেদে)

১১. মাসআলা : নাওয়াদিরে ইবন সিম'আয় ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, কেউ যদি বলে মহিলাকে আমি বিবাহ করব সে ছাতু খেলে তাকে তালাক অথবা বলল, যত মহিলাকে আমি বিবাহ করব সে যদি কুসুম বর্ণের কাপড় পরিধান করে তবে তাকে তালাক এ অবস্থায় এ বাক্যের অর্থ হবে বিবাহের পর ছাতু খাওয়া বা কুসুম বর্ণের কাপড় পরিধান করা। কিন্তু সে যদি বিবাহে পূর্ববর্তী অবস্থার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুসারে হবে। (যখীরা : তালীক পরিচ্ছেদের বিবিধ মাসাইল) কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে, তোমার জীবদ্দশায় আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব তাদেরকে তালাক। তারপর সে হুবহু ঐ মহিলাকেই বিবাহ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বস্তুত এ কথা উক্ত মহিলা ব্যতীত অন্য মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে এ কথা বলে তারপর তাকে বায়িন তালাক দিয়ে পুনরায় বিবাহ করে তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। (ফুসূলে উসতরুশনী : বিশতম অনুচ্ছেদ : যে সব শর্তের কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তোমার নামের যে কোন মহিলাকে আমি বিবাহ করব সে তালাক। তারপর সে এ মহিলাকে তালাক দিয়ে পুনরায় বিবাহ করলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কসমের সময় তার তালাকের নিয়্যত করলেও তালাক পতিত হবে না। যেমন কেউ যদি বলে, তুমি ছাড়া আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব তাদেরকে তালাক তবে সে এই মহিলা কসমের মধ্যে शामिल হবে না। নিয়্যত করলেও হবে না।

১২. মাসআলা : এক ব্যক্তির চার স্ত্রী। সে বলল, আমার সমস্ত স্ত্রীকে তালাক যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর। তারপর সে তাদের নির্দিষ্ট একজনকে বায়িন তালাক দিল। অতঃপর ইদতের মধ্যে থাকাকালে সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে ঐ ব্যক্তির সমস্ত স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি বলল, আমার সমস্ত স্ত্রী তালাক এবং এর দ্বারা সে ঐ মহিলাদের নিয়্যত করল যারা বর্তমানে তার বিবাহে আছে এবং যারা ভবিষ্যতে তার বিবাহে আসবে, তাহলে যারা ভবিষ্যতে তার বিবাহে আসবে তাদের উপর তালাক পতিত

১. অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ।



হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, আমার সমস্ত স্ত্রী তালাক যদি আমি একরূপ করি। অথচ ঐ সময় পর্যন্ত তার কোন স্ত্রী নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে যদি এ কথার দ্বারা ঐ মহিলার নিয়্যত করে যাকে সে তারপর বিবাহ করবে, তবে তার নিয়্যত সহীহ হবে। উপরোক্ত মাসআলাটি ঠিক নিম্নোক্ত মাসআলাটির মতই। যেমন কেউ বলল, যারাই আমার স্ত্রী হবে তাদেরকে তালাক। শামসুল ইসলাম মাহমুদ (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শায়খ নাজমুদ্দীন (র) বলেন, এ নিয়্যত সহীহ হবে না। সায়্যিদ ইমাম আবু শুজা বালখী (র) বলেন, আমরা প্রথমোক্ত অভিমতটি গ্রহণ করে থাকি। (ফুসূলে উসতরুশনী)

১৩. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ নিজ পিতামাতাকে বলে যে, তোমরা জীবিত থাকাকালে আমি যে মহিলাকেই বিবাহ করব সে তালাক। তারপর তাদের যে কোন একজন মারা গেল, তাহলে কসম বাতিল হয়ে যাবে। এটাই সহীহ অভিমত। (মুহীত : সারাখসী) কোন পুরুষ যদি বলে, যে মহিলাই আমার বিবাহে আসবে তাকে তালাক। তবে এই বক্তব্য 'যে মহিলাকেই আমি বিবাহ করব তাকে তালাক' এর অনুরূপই। 'যে মহিলা আমার জন্য হালাল বলে গন্য হবে তাকে তালাক' বললেও অনুরূপ হুকুম হবে। (খুলাসা : ৪র্থ অনুচ্ছেদ : বিবাহ সংক্রান্ত কসমের বিবরণ) এক ব্যক্তি জানত যে সে এভাবে কসম করেছে যে, যাকে আমি বিবাহ করব সে তালাক। কিন্তু কসমের সময় সে বালিগ ছিল কি ছিল না একথা তার জানা ছিল না। তারপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করল তবে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা কসমের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সে সন্দীহান। কাজেই সন্দেহের সাথে কসম ভঙ্গ হতে পারে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি বলে, ফাতিমাকে বিবাহ না করা পর্যন্ত আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব তারা তালাক। তারপর ফাতিমা মারা গেল অথবা উধাও হয়ে গেল। তারপর সে অন্য মহিলাকে বিবাহ করল, তবে ফাতিমার উধাও হওয়া অবস্থায় তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু মারা যাওয়া অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, যে মহিলাকেই আমি বিবাহ করব তার তালাক এক দিরহামের বিনিময়ে আমি তোমার নিকট বিক্রি করে দিব। তারপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করল। এরপর তার প্রথম স্ত্রী ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিবাহ সম্বন্ধে অবগত হয়ে বলল, আমি কবুল করলাম অথবা আমি ঐ মহিলাকে খরীদ করে নিলাম, তবে স্বামী দ্বিতীয়বার যে মহিলাকে বিবাহ করেছে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করার পূর্বে বর্তমান স্ত্রী বলে, আমি কবুল করলাম, তবে তার এ কবুল সহীহ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে ঈজাবের পূর্বে কবুল হয়ে যাচ্ছে। অথচ ঈজাবের পূর্বে কবুল হতে পারে না। (আল-বাহরুর রাযিক)

১৪. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর ফাসিদ বিবাহের মাধ্যমে সে কোন মহিলাকে বিবাহ করল তারপর আবার সহীহভাবে তাকে বিবাহ করল, তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (আল-ফাতাওয়ায়াল কুবরা) 'মুলতাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার ঘাড়ের

উপর আমি যেসব মহিলাকে বিবাহ করব তাদেরকে তালাক। এ ক্ষেত্রে সে যদি অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। (তাতারখানিয়া) যদি একরূপ বলে, আমি যাকে বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর কোন ফুযুলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন কোন) ব্যক্তি যদি তাকে বিয়ে করিয়ে দেয় এবং এ ব্যাপারে সে তাকে কার্যতঃ অনুমতি প্রদান করে, যেমন মহর পাঠিয়ে দিল ইত্যাদি, তবে সে মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে বিবাহের জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করলে তার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তার উপর তালাক পতিত হবে। 'মুলতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ বলল, যদি আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক এবং আমি যদি কাউকে হুকুম করি আমাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য, তবে সে তালাক। তারপর সে এক ব্যক্তিকে হুকুম করল, সে তাকে বিয়ে করিয়ে দিল, তবে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি সে ব্যক্তি কাউকে উকীল নিয়োগ করা ব্যতিরেকে নিজেই তাকে বিয়ে করে নেয়, তবে তালাক পতিত হবে না। অবশ্য পরে যদি সে কাউকে হুকুম করে এবং বলে, আমাকে অমুকের সাথে বিয়ে করিয়ে দাও। অথচ বর্তমানে সে তার বিবাহাধীন রয়েছে তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি একরূপ বলে, আমি যদি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি অথবা বলে, অমুক মহিলাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি যদি কোন মানুষকে হুকুম করি তবে সে তালাক। তারপর সে কাউকে হুকুম করল এবং সে তাকে ঐ মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দিল, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে, কেউ বলল, যদি আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি অথবা তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব করি তবে সে তালাক। তারপর সে তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব করল এবং বিয়ে করল, তবে এতে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। আর যদি পূর্বের মাসআলায় হুকুম দেওয়ার আগে এবং ঐ মাসআলায় প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে সে তাকে বিবাহ করে নিল তবে তালাক পতিত হবে। যেমন দুইজন সাক্ষীর সামনে প্রথমে সে বলল, আমি তোমাকে এক হাজারের বিনিময়ে বিবাহ করলাম এবং মহিলা তা কবুল করে নিল, তবে তালাক পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর)

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : 'ইন, ইয়া' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তালাককে মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত) করার বিবরণ

১. মাসআলা : যদি তালাককে বিবাহের দিকে সম্বোধন (إضافت) করা হয় তবে বিবাহের পর পরই তালাক পতিত হবে। যেমন কেউ কোন মহিলাকে বলল, আমি তোমাকে বিবাহ করলে তুমি তালাক অথবা বলল, আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। এমনিভাবে যদি ইয়া (إيا-যদি) ও মাতা (متى-যখন) সংযুক্ত করে তালাক প্রদান করে, তবে এই ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। এতে কোন পার্থক্য হবে না; চাই



এই তালাককে কোন শহর গোত্র বা সময়ের সাথে খাস করুক বা না করুক। যদি তালাককে শর্তের দিকে সম্বোধন (اضافت) করে, তবে শর্ত পাওয়ার পর পরই তালাক পতিত হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তালাক। কসমকারী ব্যক্তি যার মালিক তার শর্তারোপ করে ঐ মহিলার তালাকের ইযাফত (সম্বোধন) শুদ্ধ। অনুরূপ মালিকানার প্রতিও তালাকের সম্বোধন করা সহীহ আছে। এ ছাড়া অন্য কারো প্রতি তালাকের সম্বোধন সহীহ নয়। মালিকানা হাসিলের 'সবব' (سبب) কারণ এর মাধ্যমে যেমন বিবাহ (তাযাওউজ)-এর দিকে তালাকের ইযাফত মালিকানার দিকে ইযাফত করার মতই। সুতরাং কেউ যদি কোন অপরিচিতা মহিলাকে বলে, ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে তালাক। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল এবং সে ঘরে প্রবেশ করল তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। (কাফী)

২. মাসআলা : কেউ যদি বলে, যত মহিলা তার সাথে এক বিছানায় থাকবে তাকে তালাক। তারপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করল তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, সেই মহিলার অর্ধেক যার সাথে তুমি আমাকে বিবাহ করিয়ে দিবে সে তালাক। তারপর সে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করিয়ে দিল চাই তার হুকুমে হোক বা হুকুম ছাড়া হোক এতে তালাক হবে না। কেউ যদি কোন মহিলাকে এই শর্তে বিবাহ করে যে, সে তালাক তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর) স্পষ্টভাবে হরফে শর্ত উল্লেখ করে তালীক করলে তা নির্দিষ্ট মহিলা ও অনির্দিষ্ট মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হবে। শর্তে অর্থে তালীক অনির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলল, যে মহিলাকেই আমি বিবাহ করব তাকে তালাক, তবে একথা কার্যকরী হবে। কিন্তু শর্তের অর্থে ব্যবহৃত তালীক নির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না। যেমন কেউ বলল, এই মহিলাকে যদি আমি বিবাহ করি তবে তাকে তালাক। তারপর সে তাকে বিবাহ করলে এই মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হবে না। (মিরাজুদ দিয়ারা) শর্ত যদি জাযা (جزاء)-এর পর ব্যবহৃত হয় তবে তালাক সহীহ হবে। যদি ۞ অক্ষরটি এখানে অনুল্লেখ থাকে। কিন্তু শর্ত হল, শর্ত ও জাযা-এর মধ্যে সুকূত (سكوت-নীরব) থাকতে পারবে না। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে ঘরে প্রবেশ করার সাথে তালাক সম্পর্কযুক্ত হবে। যদিও এখানে ۞ অক্ষরটি অনুল্লেখ রয়েছে। কেননা এখানে শর্তও জাযার মধ্যে সুকূত নেই। আর যদি শর্ত আগে উল্লেখ করা হয় এবং জাযা পরে উল্লেখ করা হয় এবং জাযা اسم (বিশেষ্য) হয়, তাহলে তালাকের বিষয়টি শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। যদি জাযাকে ۞ অক্ষরের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়, যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক, তাহলে তালাক হওয়া ঘরে প্রবেশ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। আর যদি বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তালাক; তবে সঙ্গেসঙ্গে তালাক পতিত হবে। যদি সে বলে, এর দ্বারা শর্তযুক্ত করে তালাক দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল তবে দিয়ানাতান তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. মাসআলা : আর জাযা যদি فعل (ক্রিয়া) হয় তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে (১) হয়ত فعل مستقبل-বর্তমান কাল হবে (২) অথবা فعل ماضی-অতীতকাল হবে। উভয় অবস্থাতেই এ জাতীয় জাযা ۞ অক্ষর ব্যতিরেকে শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয়ে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে তালাক, তবে সঙ্গেসঙ্গে তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি সে বলে, এর দ্বারা আমি তালীকের নিয়্যত করেছি, তবে তার কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। 'জামি' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের কোন কোন মাশাইখ বলেছেন, এ অবস্থায় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হবে এর দ্বারা তুমি কিভাবে তালীকের নিয়্যত করলে? যদি বলে ۞ অক্ষরকে উহ্য ধরে আমি এরূপ নিয়্যত করেছি, তবে তার নিয়্যত সহীহ হবে না। যদি বলে, তাকদীম ও তাখীর তথা মূল বক্তব্যে অগ্রপশ্চাৎ ধরে আমি এরূপ নিয়্যত করেছি, তাহলে আল্লাহর নিকট তার নিয়্যত সহীহ হবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, فان دخلت الدار فانت طالق (তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে তালাক) তাহলে সঙ্গেসঙ্গে তালাক পতিত হবে। যদি সে এর দ্বারা শর্তযুক্ত করে তালাকের নিয়্যত করে তবে আল্লাহর নিকট তার এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে যদি বলে, أنت طالق وإن دخلت الدار (তোমাকে তালাক এবং যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর) তবে তৎক্ষণাৎ তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি তালীকের নিয়্যত করে তবে দিয়ানাতান ও কাযায়ান কোনভাবেই তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আর أنت طالق وإن دخلت الدار বাক্য দ্বারা সে হালাত (অবস্থা) বর্ণনা করার নিয়্যত করে। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করে যে, এখানের ۞ বর্ণটি হচ্ছে ۞ যার অর্থ হল, ঘরে প্রবেশ করার অবস্থায় তোমাকে তালাক। এ বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করেননি। তবে শায়খ আবুল হাসান কারখী (র) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, তার নিয়্যত সহীহ হওয়ার উচিত। কেননা এ জাতীয় বাক্যে ۞ হাল (حال) এর অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (মুহীত)

৪. মাসআলা : কেউ যদি শুধু أنت طالق (তোমাকে তালাক যদি) বলে, অতিরিক্ত কিছু না বলে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে না। যদি এরূপ বলে أنت طالق لولا (অথবা ۞) কিংবা إن كان (অথবা বলে لم يكن) তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তালাক হবে না। মুহাম্মদ ইবন সালাম (র) এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে أنت طالق دخلت (তোমাকে তালাক তুমি দাখিল হয়েছে) তবে শর্তহীনভাবে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। এই জন্য যে, এর মধ্যে তালীক নেই। যদি বলে, أنت طالق أن دخلت (শব্দের হামযাতে যবর দিয়ে) তবে সঙ্গেসঙ্গে তালাক পতিত হবে। এ বিষয়ে জমহুর উলামায়ে কিরাম সকলেই একমত। আর যদি বলে ادخلی الدار وأنت طالق (তুমি ঘরে প্রবেশ কর এ অবস্থায় যে তুমি তালাক) তবে তালাক প্রবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। কেননা ঘরে



প্রবেশের অবস্থাটি এখানে শর্ত হয়েছে। যেমন طالق وأنت طالق (আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় করে দাও তোমার তালাকের অবস্থায়)-এর অবস্থায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ এরূপ বলবে, এক হাজার দিরহাম আদায় না করা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে أنت طالق ثم إن دخلت الدار তবে তালাক পতিত হবে। এ অবস্থায় তালাকের নিয়্যত করলে নিয়্যত আদৌ সহীহ হবে না। অবশ্য যদি মুকারানাত-এর নিয়্যত করে অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করার সাথেসাথে তালাক পতিত হওয়ার নিয়্যত করে তবে অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে এ অবস্থায়ও নিয়্যত সহীহ হবে না। (মুহীত)

৫. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক যদি আসমান আমাদের উপরে থাকে অথবা দিনে বলে, তোমাকে তালাক যদি এখন দিন হয় অথবা রাতে বলে, তোমাকে তালাক যদি এখন রাত হয়, তাহলে সঙ্গেসঙ্গে তালাক পতিত হবে। কেননা এটি তালীক নয় বরং তাহকীক তথা সুনিশ্চিত বিষয়। কারণ এমন জিনিসই শর্ত হিসাবে পরিগণিত হয় যা বর্তমানে নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে অস্তিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ আলোচ্য অবস্থায় যেটিকে শর্ত ধার্য করা হয়েছে তা বর্তমানেই অস্তিত্বমান। কাজেই এর দ্বারা তালীক হতে পারে না। যদি বলে, উট সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করলে তোমাকে তালাক, তাহলে তালাক পতিত হবে না। কেননা উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে تحقيق النفي অর্থাৎ নেতিবাচক বিষয়ে নিশ্চিতকরণ। আর এ কারণেই সে তালাকের বিষয়টিকে মহাল তথা অসম্ভব বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছে। (বাদায়ে) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার থলে থেকে যে দীনার নিয়ে গিয়েছো তা ফেরৎ না দিলে তুমি তালাক। অথচ দীনারসমূহ তার থলের ভিতর রয়েছে, তবে ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক মাতাল ব্যক্তি দরজায় টাকা দিল। কিন্তু দরজা খোলা হল না। তখন সে বলল, যদি রাতে দরজা না খোল তবে তোমাকে তালাক। অথচ ঘরে ভিতর কেউ নেই। তাই রাত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু দরজা খোলা হল না তবে তালাক পতিত হবে না। (আন্ নাহরুল ফায়িক কিনিয়ার সূত্রে)

৬. মাসআলা : কেউ যদি তার ঋতুমতী স্ত্রীকে বলে, তুমি ঋতুমতী হলে তোমাকে তালাক অথবা কোন রোগাক্রান্ত স্ত্রীকে বলে তুমি রোগাক্রান্ত হলে তোমাকে তালাক, তবে এর দ্বারা ভবিষ্যতে যে ঋতু বা রোগ হবে তা ধর্তব্য হবে। কিন্তু স্বামী যদি বর্তমান হায়িয (ঋতু) বা বর্তমান রোগের কথা নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুযায়ী কাজ হবে। স্ত্রী ঋতুমতী এ কথা জানা সত্ত্বেও স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি যদি আগামীকাল ঋতুমতী হও তবে তোমাকে তালাক, তবে এই কথা চলমান হায়িযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এ হায়িয যদি আগামী দিন সকাল পর্যন্ত জারী থাকে তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, এই সময়ের দ্বারা তিনদিন পূর্ণ হতে হবে অথবা তা তিন দিনের অতিরিক্ত হতে হবে অথবা তা তিন দিনের অতিরিক্ত হতে হবে। আর যদি স্বামী

স্ত্রীর হায়িয সম্পর্কে অবগত না থাকে তবে এর দ্বারা আগামীকাল নতুনভাবে হায়িয জারী হওয়া উদ্দেশ্য হবে। এমনভাবে জুরে আক্রান্ত স্ত্রীকে যদি বলে, তোমার জুর হলে তুমি তালাক, অথবা মাথা ব্যথায় আক্রান্ত স্ত্রীকে যদি বলে, তোমার মাথা ব্যথা হলে তোমাকে তালাক, তবে হায়িয ও রোগের ব্যাপারে যে হুকুমের কথা বলা হয়েছে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। স্বামী যদি তার সুস্থ স্ত্রীকে বলে, তুমি সুস্থ হলে তোমাকে তালাক, তবে এ কথা বলে চূপ করতেই সঙ্গেসঙ্গে তার উপর তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি বলে, তুমি দৃষ্টিমান হলে, তুমি শ্রুতিমান হলে, তোমাকে তালাক। অথচ তার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি উভয়ই ঠিক-ঠাক আছে, তাহলে ও সঙ্গেসঙ্গে তালাক পতিত হবে। দাড়ান, উপবিষ্ট হওয়া, সাওয়ার হওয়া এবং বসবাস করা ইত্যাদির সাথে যদি কসম করা হয় তবে এ কারণে তালাক পতিত হওয়ার জন্য শর্ত হল, কসমের পর কিছুক্ষণ সময় এ অবস্থায় পাওয়া যেতে হবে। অবশ্য প্রবেশ করা বা বের হওয়ার ব্যাপারে কসম করলে স্বতন্ত্রভাবে প্রবেশ করা বা বের হওয়া উদ্দেশ্য হবে। হামুলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি গর্ভবতী হও তবে তোমাকে তালাক। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে গর্ভবতী হওয়া উদ্দেশ্য হবে। প্রহার করা বা আহার করা সম্পর্কে কসম করলে এর দ্বারা কসম পরবতী প্রহার করা বা আহার করা উদ্দেশ্য হবে। (মুহীত)

৭. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক যতক্ষণ না তুমি ঋতুমতী হতে অথবা গর্ভবতী হবে অথচ কসমের অবস্থায়ই সে ঋতুমতী বা গর্ভবতী আছে, তবে স্বামী কসম বাক্য উচ্চারণ করে চূপ করতেই তার উপর তালাক পতিত হবে। সে যদি বলে, এই হায়িযই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে দিয়ানাতান তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কিন্তু গর্ভের ব্যাপারে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি একদিন রোযা রাখলে তোমাকে তালাক। তারপর স্ত্রী যে দিন রোযা রেখেছে ঐ দিনের সূর্যাস্তের পর পরই তার উপর তালাক পতিত হবে। (কাফী) যদি 'যখন তুমি রোযা রাখবে' তাহলে রোযার নিয়্যতের সাথে কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হলেই তার উপর তালাক পতিত হবে। (নিহায়া)

৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখন তুমি হায়িয হবে তখন তোমাকে তালাক তারপর স্ত্রী রক্ত দেখল। তাহলে তিন দিন একাধারে রক্ত না আসা পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা তিন দিনের আগে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে তা হায়িয হিসাবে গন্য হবে না। তিন দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রক্ত দেখার পর হতে তার উপর তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। (হিদায়া) আর যদি বলে, যখন তোমার পূর্ণ হায়িয আসবে তখন তোমাকে তালাক, তাহলে হায়িয বন্ধ হয়ে তুহর (পবিত্রতা) না আসা পর্যন্ত তালাক হবে না। হায়িয বন্ধ হয়ে তুহর আসার আলামত হল, দশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে অথবা দশ দিনের কম মুদতের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে নেওয়া হয়েছে কিংবা রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসলের স্থলাভিষিক্ত কোন কাজ করা



হয়েছে। (গায়াতুস সুরুজী) দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্ত্রী যদি বলে আমি ঋতুমতী হয়ে পুনরায় পবিত্র হয়ে গিয়েছি। কিন্তু স্বামী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবুও তার উপর তালাক হয়ে যাবে। একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি একবার ঋতুমতী হয়ে পবিত্র হয়েছি, তারপর আবার আমি ঋতুমতী হয়েছি এবং এখনও আমি ঋতুর অবস্থায়ই আছি, তবে তার এ খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এই হায়িয থেকে পবিত্র হতেই তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেনন সে যথাসময় সংবাদ দিতে বিলম্ব করেছে। এ কারণে এ মহিলা সন্দেহের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে পড়েছে। (কাফী)

৯. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার অর্ধেক হায়িয আসলে তুমি তালাক, তাহলে তার হায়িয এসে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, যদি তোমার এক হায়িযের ষষ্ঠাংশ অথবা তৃতীয়াংশ হায়িয জারী হয় তবে তোমাকে তালাক, তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, তোমার যদি অর্ধেক হায়িয আসে তবে তোমাকে তালাক এবং তোমার যদি শেষ অর্ধেক হায়িয আসে তবে তুমি তালাক, তাহলে হায়িয এসে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। অবশ্য হায়িয আসার পর যখন সে পবিত্র হবে তখন তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে) যদি এরূপ বলে, যদি তোমার অর্ধেক হায়িয আসে তবে তুমি তালাক এবং যদি তোমার হায়িয আসে তবে তুমি তালাক। তারপর ঋতুমতী হয়ে যখন সে পবিত্র হবে তখন তার উপর একত্রে দুই তালাক পতিত হবে। (আল-জামি'উল কাবীর) যদি বলে, যদি তুমি অর্ধেক দিন ঋতুমতী থাক তবে তোমাকে তালাক। তারপর অর্ধেক দিন ঋতুমতী থাকার পর তার উপর তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার দুই হায়িয আসার পর তোমাকে তালাক। তারপর ঐ মহিলার প্রথম হায়িয তার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় আসে, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি দ্বিতীয় হায়িয অতিক্রান্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ঐ পুরুষ তাকে বিবাহ করে তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ হুকুম হবে। যদি দশ দিনের কম মুদতের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয় এবং রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করার পূর্বে যদি ঐ মহিলাকে বিবাহ করে, তবে এই ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। অবশ্য যখন সে মহিলা গোসল করে নিবে বা এক নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর রাযিক)

১০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখন তোমার পূর্ণ একবার হায়িয আসবে তখন তোমাকে তালাক এবং যখন তোমার পূর্ণ দুইবার হায়িয আসবে তখন তোমাকে তালাক। তারপর তার যদি দুইবার হায়িয আসে, তাহলে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। প্রথম হায়িয প্রথম কসমের জন্য পূর্ণ শর্ত হিসাবে গন্য হবে। আর দ্বিতীয় কসমের শর্ত আংশিকভাবে হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার একবার পূর্ণ হায়িয আসলে তোমাকে তালাক। তারপর যদি তোমার পূর্ণ দুইবার হায়িয আসে তবে তোমাকে পুনরায় তালাক। অতঃপর তার যদি একবার হায়িয আসে তাহলে প্রথম কসমের কারণে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। এরপর পুনরায় দুই হায়িয না আসা

পর্যন্ত দ্বিতীয় কসমের কারণে তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। এরূপ করলেই ۳ (অতঃপর) যা সে দুই কসমের মাঝে ব্যবহার করেছে তার উপর বাস্তবে আমল করা সম্ভব হবে। তারপর স্বামী যদি বলে, প্রথম কসমটি আমার উদ্দেশ্য ছিল তবে দিয়ানাতান তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বাকালীতে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখন তোমার ঋতুদ্রাব হবে তখন তুমি তালাক, তারপর পুনরায় বলল, যখন পূর্ণ দুইবার তোমার হায়িয আসবে তখন তোমাকে তালাক। তাহলে প্রথম হায়িযের শুরুতেই তার উপর এক তালাক পতিত হবে। আর এই হায়িয শেষ হয়ে দ্বিতীয় হায়িয পূর্ণ হওয়া পর আরেক তালাক তার উপর পতিত হবে। (মুহীত)

১১. মাসআলা : যদি শর্ত পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু মহিলা যদি নিজ দাবীর পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে এবং বিষয়টি যদি একমাত্র মহিলার মাধ্যমেই জানার মত বিষয় হয়, তবে তার নিজের ব্যাপারে তার (মহিলার) কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন স্বামী বলল, যদি তুমি ঋতুমতী হও তবে তুমিও অমুক তালাক অথবা বলল, যদি তুমি আমাকে ভালবাস তবে তুমিও অমুক তালাক। তারপর মহিলা বলল, আমি ঋতুমতী অথবা বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি, তবে কেবলমাত্র তার উপরই তালাক পতিত হবে। হায়িয হওয়ার ব্যাপারে মহিলার কথা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যদি হায়িয বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে এ সংবাদ দেয়। কিন্তু হায়িয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সংবাদ দিলে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তোমার পূর্ণ হায়িয আসে তবে তোমাকে তালাক। এ অবস্থায় ঐ হায়িযের পর যে তুহুর আসবে সে তুহুরে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এটিই হচ্ছে শর্ত। তাই শর্ত পাওয়ার আগে ও পরের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী-স্ত্রীর কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর কথাকে সত্য মনে করে, তবে মহিলার সাথে তার সতীনও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (তাবয়ীন) অনুরূপভাবে এই বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী তার হায়িয সম্পর্কে অবগত না থাকে। যদি অবগত থাকে তবে সতীনও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা)

১২. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি হায়িযা হও তবে আমার গোলাম আযাদ এবং তোমার সতীন তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, আমি ঋতুমতী। কিন্তু স্বামী তার এ দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, তাহলে স্ত্রীর তালাক হবে না। এবং গোলামও আযাদ হবে না। স্বামী যদি স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে এবং তিন দিন পর্যন্ত একাধারে রক্ত আসে, তবে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং যখন থেকে রক্ত দেখছে তখন থেকে স্ত্রীর উপর তালাকও পতিত হবে। আর ঐ তিন দিনের শুরুতেই স্বামীকে বলে দেওয়া হবে যাতে সে তার সতীনের সাথে সহবাস না করে এবং ঐ গোলাম দ্বারা খিদ্মত না নেয়। মহিলার সতীন যদি غير موطوءة অর্থাৎ যার সাথে তার স্বামী সহবাস করেনি, এমন হয় এবং মহিলার ঐ বক্তব্যের পর সে যদি অপর কোন স্বামীর বিবাহে



আবদ্ধ হয় আর রক্ত তিন দিন পর্যন্ত জারি থাকে তবে তার বিবাহ জারিয় হবে। তিন দিনের আগে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া বা জারী থাকার ব্যাপারে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং মহিলা যদি তিনদিনের মধ্যে বলে, আমার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং স্বামী এ কথা বিশ্বাস করে তবে তার গোলাম আযাদ হবে না এবং সতীনও তালাকপ্রাপ্ত হবে না। বরং এ অবস্থায় সতীনের বিবাহ বাতিল বলে প্রকাশিত হবে। আর উক্ত মহিলা যদি তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর দাবী করে যে, তিন দিনের মধ্যে আমার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং স্বামী তা বিশ্বাস করে। কিন্তু গোলাম ও সতীন এই বক্তব্যকে অবিশ্বাস করে, তাহলে গোলাম ও সতীনের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সতীনের বিবাহও সহীহ বলে গন্য হবে। মহিলা যদি বলে, আমি ঋতুমতী এবং স্বামীও তার এ কথা বিশ্বাস করে নেয়। এ অবস্থায় সে যদি পুনরায় বলে যে, স্রাব জারী হওয়ার আগে তার তুহর দশ দিন ছিল তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। আর যদি বলে, আমি রক্ত দেখেছি। তারপর দাবী করে যে, এই রক্তের আগের দিন তার তুহর ছিল তবে তাকে বিশ্বাস করা হবে। স্বামী যদি বলে, এই রক্তের আগে তোমার তুহর দশ দিন ছিল আর মহিলা বলে না, বরং বিশ দিন ছিল তাহলে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (কাফী)

১৩. মাসআলা : স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, যখন তোমরা হায়িয়া-ঋতুমতী হবে তখন তোমাদেরকে তালাক। তারা বলল, আমরা ঋতুমতী হয়েছি। যদি স্বামী তাদের কথা বিশ্বাস করে তবে তাদের উপর তালাক পতিত হবে। আর সে যদি তাদেরকে অবিশ্বাস করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর স্বামী যদি একজনকে বিশ্বাস করে এবং অপরজনকে অবিশ্বাস করে তবে যাকে অবিশ্বাস করেছে তার উপর তালাক পতিত হবে আর যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা যাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে তার মধ্যে পূর্ণ শর্ত পাওয়া গিয়েছে, কেননা তাদের প্রত্যেকেই নিজের ক্ষেত্রে খরবদাতা এবং সতীনের ক্ষেত্রে সাক্ষী এবং নিজের ব্যাপারে সত্যায়িত ও অন্যের ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিপন্ন। যখন স্বামী একজনকে তাসদীক (সত্যবাদী প্রতিপন্ন) করে এবং অপরজনকে 'তাকযীব' (মিথ্যাবাদ প্রতিপন্ন) করল, তখন যাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল তার মধ্যে দুই শর্ত পাওয়া গেল। (১) নিজের ব্যাপারে খবর দেওয়া। (২) স্বামী কর্তৃক তার সতীনের কথা তাসদীক করা। আর স্বামী যে স্ত্রীকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে তার মধ্যে কেবল এক শর্ত পাওয়া গিয়েছে। কাজেই তার উপর তালাক পতিত হবে না। কোন স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমাদের পূর্ণ হায়িয় আসার পর তোমাদেরকে তালাক অথবা বলে, যখন তোমরা এক সন্তান প্রসব করবে তখন তোমাদেরকে তালাক। তবে এর দ্বারা এক হায়িয় উদ্দেশ্য হবে যা তাদের কোন একজনের থেকে পাওয়া যাবে। অথবা এমন এক সন্তান উদ্দেশ্য হবে যা তাদের কোন একজনের গর্ভ হতে প্রসবিত হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন যদি বলে, আমি ঋতুমতী হয়েছি এবং স্বামী এ বিষয়ে তাকে সত্যায়ন করে তবে তাদের উভয়ের উপর

তালাক পতিত হবে। আর স্বামী যদি তাকে অবিশ্বাস করে শুধু সেই তালাকপ্রাপ্ত হবে। তার সতীন তালাকপ্রাপ্ত হবে না। যদি স্ত্রীদের উভয়েই বলে, আমি ঋতুমতী হয়েছি তবে উভয়ের উপরই তালাক পতিত হবে। চাই স্বামী তাদেরকে বিশ্বাস করুক বা অবিশ্বাস করুক। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১৪. মাসআলা : এক ব্যক্তির তিন স্ত্রী আছে। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের ঋতুস্রাব হলে তোমরা তালাক। তারপর তারা বলল, আমরা ঋতুমতী হয়েছি, তাহলে স্বামী তাদেরকে সত্যায়ন না করা পর্যন্ত তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। সত্যায়ন করলে তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তাদের একজনকে সত্যায়ন করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। যদি দুইজনকে বিশ্বাস করে এবং একজনকে অবিশ্বাস করে তবে যাকে অবিশ্বাস করা হবে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর স্ত্রীদের সংখ্যা চারজন হলে এবং মাসআলার বিবরণ পূর্ববৎ হলে এক্ষেত্রেও স্বামী তাদের কথা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। একজন বা দুইজনকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। আর যদি দুইজনকে বিশ্বাস করে এবং একজনকে অবিশ্বাস করে, তবে যাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে শুধু তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু যাদেরকে বিশ্বাস করা হয়েছে তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। (তাবয়ীন) স্বামী তার চার স্ত্রীকে বলল, তোমরা যদি এক হায়িয় দ্বারা হায়িয়া হও তবে তোমাদেরকে তালাক। তারপর তাদের একজন বলল, আমি একবার হায়িয়া-ঋতুমতী হয়েছি। এবং স্বামীও তার কথা বিশ্বাস করে নিল, তবে তারা সকলে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি বলে, যখন তোমরা একবার ঋতুমতী হবে, তখন তোমাদের তালাক। তারপর স্ত্রীদের একজন বলল, আমার একবার হায়িয় এসেছে এবং স্বামী তার কথা বিশ্বাস করল, তবে তারা সকলেই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। 'তোমরা যখনই ঋতুমতী হবে তখনই তোমাদেরকে তালাক' একথা বলার পর স্ত্রীদের প্রত্যেকে যদি বলে, আমার একবার হায়িয় এসেছে। স্বামী যদি তাদের এ বক্তব্যকে অবিশ্বাস করে তবে তাদের প্রত্যেকের উপর এক তালাক পতিত হবে। যদি একজনকে বিশ্বাস করে এবং বাকী তিনজনকে অবিশ্বাস করে তবে তাদের প্রত্যেকের উপর শুধু দুই তালাক করে পতিত হবে। আর যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। যদি তাদের দুইজনকে বিশ্বাস করে, তবে যাদেরকে বিশ্বাস করা হয়েছে তাদের উপর দুই তালাক করে পতিত হবে। আর যাদেরকে অবিশ্বাস করা হয়েছে তাদের প্রতি তিন তালাক করে পতিত হবে। যদি তিন জনকে বিশ্বাস করা হয় তবে চারজনের প্রত্যেকের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। কেননা যাদেরকে বিশ্বাস করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তিন হায়িয় এবং যাদেরকে অবিশ্বাস করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে চার হায়িয় পাওয়া গিয়েছে। (আল-বাহরুর রাযিক)

১৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে বলল, যখন তোমার দুই হায়িয় আসবে তখন তোমাকে তালাক। তারপর তার দুই হায়িয় আসল, তাহলে তার উপর এক



তালাক পতিত হবে। এরপর যদি আবার দুই হায়িয আসে তবে আরেক তালাক পতিত হবে। অতঃপর আবার যখন দুই হায়িয আসবে তখন আর কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা তৃতীয় বারের আগেই হায়িয আসায় তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সে ইদ্দত থেকে বের হয়ে গিয়েছে। স্বামী বলল, তোমার একবার হায়িয আসলে তুমি তালাক, তারপর আবার বলল, যখন তোমার হায়িয আসবে তখন তোমাকে তালাক। এ অবস্থায় মহিলা যখন রক্ত দেখতে পাবে তখন তার উপর এক তালাক পতিত হবে। হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার উপর আরেক তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী, কসম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ হায়িযের দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার বিবরণ) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার হায়িযের অবস্থায় তোমার সাথে সহবাস না করি এবং তুমি এর থেকে পরিত্র হয়ে যাও তবে তোমাকে তালাক। তারপর স্ত্রী হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্বামী দাবী করে বলল, তোমার হায়িযের অবস্থায় আমি তোমার সাথে সহবাস করেছি, তবে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এবং স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া)

১৬. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমার হায়িয আসার পর তোমাকে তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, আমার হায়িয এসেছে। এ ঘটনার পর যদি তার কোন বাচ্চা প্রসবিত হয়, তবে এ বাচ্চা যদি ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কিন্তু তিন দিন পূর্ণ হওয়ার আগে প্রসবিত হয়, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা এতে একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, তিন দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই ঐ মহিলা গর্ভবতী ছিল। আর যদি তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পর হতে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ সন্তান প্রসবিত হয়, তাহলে সে বায়িনা হয়ে যাবে। এবং স্বামীর জন্য এ সন্তান লাযিম হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে আর এই সন্তানের নসব অস্বীকার করতে পারবে না। স্বামী তার ঋতুমতী স্ত্রীকে বলল, তুমি হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার পর তালাক। স্ত্রী বলল, আমি পবিত্র হয়ে গিয়েছি। কিন্তু স্বামী তাকে অবিশ্বাস করছে। তাহলে মহিলার নিজের ব্যাপারে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কিন্তু সতীনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। স্বামী যদি ঐ মহিলার কথা বিশ্বাস করে এবং এতে তার সতীন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তারপর ঐ মহিলা দাবী করে যে, দশ দিনের মধ্যে তার দুইবার শ্রাব এসেছে, তবে তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না। এমনভাবে স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে সুন্নাত অনুযায়ী তালাক দিলে অমুকও তালাক। তারপর তাকেই আবার বলল, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী তালাক। অতঃপর তার শ্রাব আসল এবং সে এর থেকে পবিত্র হল। এরপর স্বামী বলল, হায়িযের অবস্থায় আমি তোমার সাথে সহবাস করেছি অথবা তোমাকে তালাক দিয়েছি, তবে সতীনের উপর তালাক পতিত হবে না। শুধু তার উপর তালাক পতিত হবে। আর এইভাবে যদি সে তার তালাক মু'আল্লাক করে থাকে, তবে তার উপর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী তার হায়িযের অবস্থায় এরূপ করে, তবে তার উপরও তালাক পতিত হবে না। (ইতাবিয়া)

১৭. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা শাস্তি দেন, এটা যদি তুমি চাও তবে তুমি এবং অমুক তালাক এবং আমার গোলাম আযাদ। তারপর মহিলা বলল, হাঁ আমি চাই, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না এবং গোলামও আযাদ হবে না। বস্তুতঃ এ কথাটি *إن كنت تحبيني أو تبغضيني* (যদি তুমি আমাকে ভালবাস অথবা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর) বাক্যের মতই। যদি বলে, তুমি যদি আমাকে হৃদয় দিয়ে মহব্বত কর তবে তোমাকে তালাক। তারপর মহিলা বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। অথচ সে মিথ্যামিথি এ কথা বলছে। তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দিয়ানাতান ও আইনের দৃষ্টিতে উভয় দিক থেকেই তার উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক যদি আমি অমুক বস্তুকে ভালবাসি। তারপর সে মিথ্যামিথি বলল, আমি ভালবাসি না। তাহলে এই মহিলা তার স্ত্রী হিসাবেই বহাল থাকবে এবং আল্লাহর আইনে তার সাথে সে সহবাস করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, মহব্বতের উপর তালাককে তা'লীক তথা শর্তযুক্ত করা হায়িযের উপর তা'লীক করার মতই। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধু দুই বিষয়ে তফাৎ আছে। (১) মহব্বতের তা'লীক করলে তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা এই তা'লীক মূলতঃ তাখরীর (ইখতিয়ার প্রদান) তুল্য। অতএব তা'লীকের পর মহিলা যদি মজলিস থেকে উঠে গিয়ে বলে, আমি তোমাকে মহব্বত করি তবে তালাক হবে না। আর হায়িযের উপর তা'লীক অন্যান্য তা'লীকের মত মজলিস থেকে দাড়িয়ে যাওয়ার কারণে বাতিল হয় না। (২) মহিলা যদি মিথ্যা সংবাদ দেয় তবে মহব্বতের তা'লীকের অবস্থায় তালাক পতিত হবে। কিন্তু হায়িযের তা'লীকের অবস্থায় দিয়ানাতান তালাক পতিত হবে না। (তাবয়ীন)

১৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, যদি তোমরা সন্তান প্রসব কর অথবা বলে যদি তোমরা দুই সন্তান প্রসব কর তবে তোমাদেরকে তালাক। অতঃপর তাদের কোন একজন সন্তান প্রসব করলে তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। যতক্ষণ না তারা প্রত্যেকে এক সন্তান প্রসব করবে। 'যদি তোমাদের দুই হায়িয আসে' একথা বললেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, যদি তোমরা দুই সন্তান প্রসব কর, তবে তোমাদেরকে তালাক। তারপর যদি একজনই দুই বাচ্চা প্রসব করে অথবা এরূপ বলল, যদি তোমাদের দুই শ্রাব আসে তবে তোমাদেরকে তালাক। তারপর তাদের এক জনের দুই হায়িয আসল, তাহলে তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। যদি প্রত্যেকের একটি করে হায়িয আসে অথবা যদি প্রত্যেক মহিলা একটি করে সন্তান প্রসব করে তবে উভয়ের দুই সন্তান করে প্রসবিত হওয়া শর্ত নয়। (মুহীত) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যখন তুমি সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, আমি সন্তান প্রসব করেছি। কিন্তু স্বামী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং সে তার হামেলা হওয়ার কথাও স্বীকার করছে না। আর ঐ মহিলার গর্ভের অবস্থাটি



প্রকাশমান ছিল না, কিন্তু ধাত্রী মহিলা তার সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাযী (বিচারক) কোন ফয়সালা দিতে পারবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা দিতে পারবে। (শারহুল জামিউস সাগীর : কাযীখান : যার দ্বারা নসব সাব্যস্ত হয় এবং যার দ্বারা নসব সাব্যস্ত হয় না এর বিবরণ)

১৯. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি সন্তান প্রসব করলে তোমাকে তালাক। তারপর স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করল, তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা) হাকিম (র) 'কাফী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি সন্তান প্রসব করলে তোমাকে তালাক, তারপর স্ত্রী অস্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করল যা কোন কোন অঙ্গ দৃশ্যমান হয়েছে, তবে সে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু কোন অঙ্গই দৃশ্যমান না হয় তাহলে তালাক হবে না। (গায়াতুল বয়ান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলেছিল, তুমি দুই সন্তান প্রসব করলে তোমাকে তালাক। তারপর সে তার মালিকানাধীন অবস্থায় এক সন্তান প্রসব করল এবং দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করল তার মালিকানা বহির্ভূত অবস্থায়। তারপর সে পুনরায় প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসল তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি প্রথম সন্তান তার মালিকানার বাইরে প্রসবিত হয় এবং দ্বিতীয় সন্তান প্রসবিত হয় তার মালিকানার ভেতরে তবে তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী বলল, তুমি পুত্র সন্তান প্রসব করলে তোমাকে এক তালাক এবং তুমি যদি কন্যা সন্তান প্রসব কর, তবে তোমাকে দুই তালাক। তারপর স্ত্রী পুত্র কন্যা দুই সন্তান প্রসব করল তবে প্রথম কোনটি তা জানা নেই, তবে আইনের দৃষ্টিতে এক তালাক অপরিহার্য হবে। তবে সতর্কতামূলক দুই তালাক ধর্তব্য হবে। অতএব ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী যদি তাকে ঐ দুই তালাক ব্যতীত আরো একটি তালাক দিয়ে দেয় অথবা সে যদি দাসী হয় তবে অন্য স্বামীর মাধ্যমে হালাল না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্বামী তাকে নিজ বিবাহে আনতে পারবে না। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, ইদত অতিবাহিত হওয়ার পর কন্যা সন্তান প্রসবিত হয়েছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কে প্রসবিত হয়েছে তা যদি জানা থাকে তবে আর কোন জটিলতাও সন্দেহ থাকবে না, কে প্রথমে প্রসবিত হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে مُنْكَر (অস্বীকারকারী)। (তাবয়ীন)

২০. মাসআলা : যদি উক্ত অবস্থায় এক নপুংসক সন্তান প্রসবিত হয়, তবে এখন এক তালাক পতিত হবে। সন্তান বড় হওয়ার পর তার অবস্থা যখন প্রকাশিত হবে তখন সে যদি পুত্র সন্তান সাব্যস্ত হয় তবে এক তালাকই থাকবে। আর যদি কন্যা সন্তান সাব্যস্ত হয় তবে দ্বিতীয় তালাকও পতিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) যদি এক পুত্র ও

দুই কন্যা সন্তান প্রসব করে এবং এদের মধ্যে কোনটি প্রথমে হয়েছে তা জানা না থাকে তবে আইনের দৃষ্টিতে দুই তালাক পতিত হবে। আর পরহেযগারী হিসাবে তিন তালাক পতিত হবে। আর দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে আইনের দৃষ্টিতে এক তালাক এবং সতর্কতা হিসাবে তিন তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান হয়, তবে তোমাকে এক তালাক। আর যদি কন্যা সন্তান হয় তবে দুই তালাক। তারপর সে এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান প্রসব করল তাহলে তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা হামল (গর্ভ) সমাপ্ত পেটের নাম। অতএব যখন পর্যন্ত সমস্ত পেটে পুত্র বা কন্যা সন্তান না হবে তখন পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি বলে, যা কিছু তোমার পেটে আছে তা যদি পুত্র হয় এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তবে তিন তালাক পতিত হবে। (তাবয়ীন)

২১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখনই তুমি এক সন্তান প্রসব করবে তখনই তোমাকে এক তালাক। তারপর একই পেট থেকে তার দুই সন্তান প্রসবিত হল। অর্থাৎ দুই সন্তানের মাঝে ছয় মাসের কম সময়ের ব্যবধান, তাহলে প্রথম সন্তানের কারণে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এবং দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পর তার ইদত সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর তার উপর অন্য কোন তালাক পতিত হবে না। যদি তিন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি এমনভাবে তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে যে প্রত্যেক দুই জনের মধ্যে ছয় মাসের ব্যবধান তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। এবং তিন হায়িয দ্বারা ইদত সমাধা করতে হবে। কেউ যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, যখনই তোমরা দুই সন্তান প্রসব করবে, তখনই তোমাদের উভয়ের উপর তালাক। তারপর প্রথম জনের সন্তান প্রসবিত হয় এরপর দ্বিতীয় জনের সন্তান প্রসবিত হয়। এরপর একই পেট থেকে প্রথম জনের এবং পরে দ্বিতীয় জনের আরেক সন্তান প্রসবিত হয়, মোটকথা তাদের দুইজনের প্রত্যেকেই দুই সন্তান করে প্রসব করে, তবে প্রথম জনের উপর দুই তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পরপর তার ইদতও শেষ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সাথেসাথে তার ইদতও সমাপ্ত হয়ে যাবে। যদি উভয় সন্তানের মাঝে ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হয় তবে প্রথম স্ত্রীর উপর দুই তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয় সন্তানের দ্বারা তার ইদতও সমাপ্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় উভয় সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে এবং প্রথম সন্তানের জন্মের পর পর তার ইদতকালও পূর্ণ হয়ে যাবে। অবশ্য তার দ্বিতীয় সন্তানের নসব প্রমাণিত হবে না। স্বামী যদি তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি একটি সন্তান প্রসব কর তবে তোমাকে দুই তালাক। তারপর আবার বলল, তোমার এ প্রসবিত সন্তান যদি পুত্র সন্তান হয় তবে তোমাকে তালাক। অতপর সে পুত্র সন্তান প্রসব করলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। কেননা কসমের শর্ত হল, তার পেটে সন্তান হওয়া। আর প্রসবের দ্বার একথা প্রতীয়মান হল যে, পেটের মধ্যে পুত্র ছিল। অতএব এতে একথা স্পষ্ট হল যে, তালাক ঐ সময় থেকেই ধর্তব্য হবে, প্রসবের সময় থেকে নয়।



অবশ্য ইদত সম্পন্ন হবে এই প্রসবের দ্বারা। কাজেই এ প্রসবের কারণে কোন তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

২২. মাসআলা : 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, যখন তুমি কোন সন্তান প্রসব করবে তখন তোমাকে তালাক। তারপর ঐ মহিলাকে আবার বলল, তুমি যদি পুত্র সন্তান প্রসব কর তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে পুত্র সন্তান প্রসব করল, তাহলে দুই কসমের কারণে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

২৩. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীর তালাককে তার গর্ভবতী হওয়ার উপর মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত) করে তবে কসমের সময় হতে শুরু করে দুই বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। মুস্তাহাব হল, তার সাথে সহবাস করার আগে তার গর্ভাশয়কে পবিত্র করে নেওয়া। কেননা সে এখন হামেলা নাও হতে পারে। এরূপ হলে এ কসম ভবিষ্যত হামেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (আন্ নাহরুল ফায়িক) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি হামেলা না হও তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর কসমের সময় হতে দুই বছরের কমে তার সন্তান হলে আইনের দৃষ্টিতে তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি দুই বছরের একদিন পরও তার সন্তান প্রসবিত হয় তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি কসমের পর হায়িয আসে তবে তার সাথে সহবাস করবে না। কেননা তার গর্ভবতী না হওয়ার ও সম্ভাবনা রয়েছে। এমনভাবে যদি সে ঋতুমতী না হয় তারপরে তার সাথে সহবাস না করা উচিত। যতক্ষণ না তার সন্তান প্রসবিত হয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে, আমি তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব করলে অথবা বিবাহ করলে তোমাকে তালাক। তারপর সে তাকে প্রথমে বিবাহের প্রস্তাব করল, তারপর বিবাহ করল তাহলে তালাক পতিত হবে না। প্রস্তাব করার আগে সে যদি তাকে বিবাহ করে নেয় যেমন কোন ফুযুলী ব্যক্তি তাকে ঐ মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দিল। অতঃপর এ সংবাদ তার নিকট পৌঁছার পর মহিলা এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করল, তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (খুলাসা : কসম অধ্যায়)

২৪. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি দুই মহিলাকে যাদের সে মালিক নয় বলল, আমি যদি তোমাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব করি বা বিবাহ করি তবে তোমরা তালাক। তারপর সে তাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব করল, অতঃপর বিবাহ করল তাহলে তাদের উপর তালাক পতিত হবে। যদি একজনকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে তাকে বিবাহ করে পরে আবার অপরজনকে প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ করে নেয়, তাহলে তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। যদি একজনকে প্রস্তাব করে তাদের দুইজনকে বিবাহ করে নেয় তবে তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। যদি একজকে প্রস্তাব করে তাদের দুইজনকে বিবাহ করে নেয় তবে তাদের উপর তালাক পতিত হবে। যদি একজনকে বিবাহ করে তাকে তালাক দেয় তারপর উভয়কে বিবাহ করে তবে তাদের উভয়ের উপর দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

২৫. মাসআলা : স্বামী যদি ফারসী ভাষায় কসম করে বলে, اگر فلانہ را بخوام (যদি আমি অমুককে চাই তবে সে তালাক) অথবা বলে هرزنی را که بخوام پس او طالق است (যে মহিলাকে আমি চাই তাকে তালাক) তাহলে যে সকল স্থানে এসব শব্দ প্রস্তাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে স্থানে এর দ্বারা কসম সংঘটিত হবে না। আর যে সব স্থানে এগুলোর দ্বারা বিবাহ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেখানে এর দ্বারা কসম সংঘটিত হবে, যদি কসম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব যদি সে বিবাহ করে তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে। আমাদের দেশের উরফে نکحت و نخواستم শব্দটি এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই এর দ্বারা কসম সংঘটিত হবে এবং প্রস্তাবের কারণে সে ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। অতএব বিবাহ করলে তালাক পতিত হবে। কোন ব্যক্তি যদি এই জাতীয় শব্দের হাকীকত সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে এবং জানে যে, এগুলো প্রস্তাবের অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ঐ ব্যক্তি বলে যে, এর দ্বারা আমি প্রস্তাবের অর্থের নিয়্যত করেছি তবে আইনের দৃষ্টিতে একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু দিয়ানাতান গ্রহণযোগ্য হবে। (যখীরা)

২৬. মাসআলা : যদি কেউ বলে اگر فلانہ را خواهندگی کنم তবে এ কথার দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব উদ্দেশ্য হবে। যদি বলে اگر فلانہ را زن کنم তবে একথাটি ان (যদি আমি এই মহিলাকে বিবাহ করি) এর অর্থে ধর্তব্য হবে। স্বামী যদি (যদি আমি স্ত্রী নিয়ে আসি) বলে, তবে এ ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। ফাতওয়া হাচ্ছে, এই কথার উপর যে, এর দ্বারা বাসর যাপন উদ্দেশ্যে। কেউ যদি বলে, অমুকের কন্যা যদি আমাকে দেয় তবে তাকে তালাক। তারপর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি بزنم بدم বলে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয়, তবে পসন্দনীয় অভিমত হচ্ছে, এ অবস্থায়ও তালাক পতিত হবে না। ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি اگر فلان کارکنم هرزنی که بخوام خواستن ازمن طلاق (আমি যদি অমুক কাজটি করি তবে যে মহিলা আমার থেকে তালাক চাইবে তাকে তালাক) বলে এবং তারপর সে ঐ কাজটি করে এবং ঐ মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে তালাক পতিত হবে না। ফাতাওয়ায়ে সুগরাতে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি তার বিবাহিতা স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি অথবা ফারসী ভাষায় বলে اگر ترا بزنم (আমি যদি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করি) তবে তুমি তালাক, তবে এর দ্বারা আকদ উদ্দেশ্য হবে। সহবাস উদ্দেশ্য হবে না। যদি اگر ترا نکاح کنم (যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি) বলে, তারপর বিবাহ করে তবে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু বিচ্ছেদের পর যদি পুনরায় বিবাহ করে তবে তালাক পতিত হবে। কেউ যদি তার বিবাহিতা স্ত্রীকে বলে অথবা

১. অমুক মেয়েকে যদি আমি চাই, ২. অমুক মেয়েকে যদি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করি। ৩. যদি অমুককে আমার স্ত্রীরূপে দেয়। (সম্পাদক) -



এমন মহিলাকে বলে যার সাথে তার বিবাহ বৈধ নয়। 'যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তোমাকে তালাক' তবে এর দ্বারা সহবাস করা উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং সে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনরায় বিবাহ করে, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা : কসম অধ্যায়)

২৭. মাসআলা : কেউ যদি বলে, যদি আমি এমন মহিলাকে বিবাহ করি যার স্বামী ছিল তবে সে তালাক। তারপর কেউ তার নিজ স্ত্রীকে বায়িন তালাক দিয়ে তাকে বিবাহ করল তবে এই মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। (তাজনীস ও মযীদ) যদি বলে, আমি যদি অমুক মহিলার সাথে যিনা করি অথবা ঐ মহিলাকে সম্বোধন করে বলল, আমি যদি তোমার সাথে যিনা করি তবে আমার প্রত্যেক স্ত্রী যাকে আমি বিবাহ করব, সে তালাক। তারপর সে ঐ মহিলার সাথে যিনা করে তাকেই আবার বিবাহ করল তবে সে তালাক হবে না। (খুলাসা) কেউ যদি নিজ পিতামাতাকে বলে যে, যদি তোমরা আমাকে কোন মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও তবে তাকে তিন তালাক। তারপর তারা যদি তার হুকুম ছাড়া কোন মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি কেউ নিজ পিতামাতাকে এরূপ বলে যে, যদি আমার সাথে কোন মহিলার বিবাহ সম্পাদন করে দাও তবে সে তালাক। তারপর তারা তার নির্দেশে তার সাথে কোন মহিলার বিবাহ সম্পাদন করে দিল তবে ফকীহগণের মতে এই কসম সহীহ হবে না এবং তার উপর তালাক পতিত হবে না। শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফযল (র) বলেন, কসম সহীহ হবে এবং তালাকও পতিত হবে। এটাই সহীহ অভিমত। কেউ বলল, যদি আমি অমুক ব্যক্তির কোন কন্যাকে বিবাহ করি তবে তালাক। অথচ অমুক ব্যক্তির কোন কন্যা নেই। তারপর তার কন্যা সন্তান জন্ম হল এবং কসমকারী ব্যক্তি তাকে বিবাহ করল। এ অবস্থায় মাশাইখে কিরামের অভিমত হল, এই কসমের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি হানিস (কসম ভঙ্গকারী) হবে না। কসমের মধ্যে শর্ত হল, কসম করার সময় কন্যা বিদ্যমান থাকতে হবে। কাজেই কসমের পর যে জন্মগ্রহণ করবে সে কসমের আওতায় দাখিল হবে না। কেউ বলল, কুফায় থাকা অবস্থায় আমি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। তারপর সে কুফা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। এরপর আবার কুফায় আসল এবং এক মহিলাকে বিবাহ করল তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৮. মাসআলা : কেউ বলল, আমি যদি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি তবে চিরদিন পর্যন্ত সে তালাক। তারপর সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করে তাকে তালাক দিয়ে দিল। তারপর আবার তাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করল, তবে এখন আর তালাক পতিত হবে না। কেউ কোন অপরিচিতা মহিলাকে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার বিবাহাধীন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। তারপর সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করল এবং এরপর তার থাকা অবস্থায় অপর মহিলাকেও বিবাহ করল তাহলে প্রথম স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। যদি এরূপ বলে, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি আমার বিবাহাধীন থাকা অবস্থায় আমি যতি মহিলাকে বিবাহ করব

সকলকে তালাক, তারপর সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করল এবং সে তার বিবাহে থাকাবস্থায় পুনঃ অপর এক মহিলাকে বিবাহ করল, তাহলে পরবর্তীতে সে যে মহিলাকে বিবাহ করেছে তার উপর তালাক পতিত হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

২৯. মাসআলা : এক ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্ত এক স্ত্রী ছিল। সে তাকে বলল, আমি যদি তাকে বিবাহ করি তবে আল্লাহ নির্ধারিত যত হালাল বস্তু আছে সবই আমার জন্য হারাম। তারপর সে তাকে বিবাহ করলে তার উপর তালাক পতিত হবে। কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, তোমার জীবদ্দশায় আমি যদি কাউকে বিবাহ করি, তাহলে আল্লাহর নির্ধারিত সমস্ত হালাল বিষয় আমার জন্য হারাম। তার পর সে পুনরায় বলল, যদি আমি তোমার উপর কাউকে বিবাহ করি তবে তালাক দেওয়া আমার উপর ওয়াজিব। অতঃপর সে প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায়ই অপরজনকে বিবাহ করল, তাহলে প্রথম কসমের কারণে তাদের প্রত্যেকের উপর এক তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় কসমের কারণে তাদের কোন এক জনের উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী নিজ ইচ্ছামত যে কোন একজনের উপর তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। (ফাতহুল কাদীর) এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি পাঁচবছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। তারপর সে পঞ্চম বছর বিবাহ করলে তার উপর তালাক পতিত হবে। (তাজনীস ও মযীদ) যদি কেউ বলে, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তোমাকে এর পূর্বে তালাক। তারপর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর) স্বামী যদি বলে, আমি যদি তোমার উপর কাউকে বিবাহ করি তবে যাকে বিবাহ করব, সে তালাক। তারপর সে তার প্রথম স্ত্রীকে বায়িন তালাক দিল। এরপর তার ইদ্দতের অবস্থায় অপর এক মহিলাকে বিবাহ করল। তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। স্বামী বলল, আমরা নাম্মী মহিলাকে বিবাহ করার পর আমি যদি যয়নকেও বিবাহ করি তবে তাদের উভয়কে তালাক। তারপর সে উভয়কে এইভাবেই বিবাহ করল অথবা এরূপ বলল যে, যদি আমি যয়নকে আমার সাথে বিবাহ করি। তারপর সে তাদেরকে একসাথে বিবাহ করল। অথবা বলল যে, আমার উপর যদি আমি যয়নকে বিবাহ করি। তারপর সে আম্রাকে বিবাহ করার পর যয়নকে বিবাহ করল এবং আমরা তখনো তার বিবাহাধীন ছিল, তবে উপরোক্ত সবকিছু অবস্থায় তাদের উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে যদি তাদেরকে উপরোক্ত ক্রমধারার এবং শর্তের বিপরীত বিবাহ করা হয় তবে তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি এরূপ বলে, আমি যদি যয়নকে আমার পূর্বে বিবাহ করি তবে তারা উভয়ই তালাক। তারপর সে যয়নকে বিবাহ করল, তবে সে তালাক হয়ে যাবে। তার তালাক আম্রাকে বিবাহ করার উপর নির্ভরশীল হবে না। আর আম্রাকে বিবাহ করার পর তার উপরও তালাক পতিত হবে না। যদি এইরূপ বলে, আমি যদি আম্রাকে বিবাহ করার সামান্য কিছু পূর্বে যয়নকে বিবাহ করি তবে তারা তালাক। তারপর সে যয়নকে



বিবাহ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। তবে অবিলম্বে এরপর আমরা বিবাহ করলে আমরা উপর তালাক পতিত হবে না। কোন ব্যক্তি অপরের বাদীকে বিবাহ করল। তারপর সে দাসীকে বলল, তোমার মুনীব মারা গেল এবং এই ব্যক্তিই তার ওয়ারিস হল। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ হয়ে সহবাস না হওয়া পর্যন্ত এই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। (কাফী)

৩০. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ বলল, যদি আমি এক মহিলার পর আরেক মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। তারপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করে পুনরায় আরো দুইটি মহিলাকে বিবাহ করল একই আকদে, তাহলে পরের দুইজনের একজনের উপর তালাক পতিত হবে। তবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি এক আকদে প্রথমে দুই মহিলাকে বিবাহ করে তারপর আরেক মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে শেষে যাকে বিবাহ করেছে তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি এরূপ বলে, আমি যদি এক আকদে দুই মহিলাকে বিবাহ করি তারপর অপর এক মহিলাকে বিবাহ করি তাহলে দুইজনকে তালাক। তারপর সে তিন মহিলাকে বিবাহ করল, তবে এই তিনজনের মধ্যে দুইজনের উপর তালাক পতিত হবে। আর এই দুই জন নির্ধারণের বিষয়টি স্বামীর বর্ণনা উপর নির্ভরশীল হবে। (মুহীত : সারাখসী) এক ব্যক্তির তিন স্ত্রী আছে। সে তাদের একজনকে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিলে অপর দুইজন তালাক। তারপর দ্বিতীয় জনকেও অনুরূপ বলল। এরপর তৃতীয় জনকেও এভাবে বলল। অতঃপর প্রথম জনকে এক তালাক দিল তাহলে শেষের দুইজনের প্রত্যেকের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। আর যদি প্রথম স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে মাঝের জনকে তালাক দেয় তাহলে প্রথম স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। এবং মধ্যম ও শেষের স্ত্রীর উপর দুই তালাক করে পতিত হবে। যদি শেষের স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে এবং মধ্যম স্ত্রীর উপর দুই তালাক এবং প্রথম স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। একজনের চার স্ত্রী আছে। সে তাদের কোন একজনকে বলল, যদি আমি এই রাতে তোমার নিকট শয়ন না করি তবে (বাকী) তিনজনকে তালাক। তারপর সে দ্বিতীয়জনকে অনুরূপ বলল। অতঃপর তৃতীয় স্ত্রীকেও অনুরূপ বলল। অতঃপর চতুর্থ স্ত্রীকেও অনুরূপ বলল। এরপর সে তার প্রথম স্ত্রীর নিকট রাত যাপন করল। তাহলে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর যাদের নিকট রাত যাপন করেনি তাদের প্রত্যেকের উপর দুই তালাক করে পতিত হবে। যদি দুই জনের সাথে রাত যাপন করে তবে তাদের উভয়ের প্রত্যেকের উপর দুই তালাক করে পতিত হবে। আর বাকী দুইজন যাদের কাছে সে থাকেনি তাদের উপর এক তালাক করে পতিত হবে। যদি তিন জনের সাথে রাত যাপন করে তবে তাদের প্রত্যেকের উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যার সাথে রাত যাপন করেনি তার উপর কোন তালাকই পতিত হবে না।

৩০. মাসআলা : এক ব্যক্তির চার স্ত্রী। সে তাদেরকে বলল, আজ রাত যার সাথে আমি সহবাস করব না সে ছাড়া বাকী সকলকে তালাক। তারপর সে তাদের একজনের সাথে সহবাস করল। এরপর সুবহে সাদিক হল। তাহলে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) এক ব্যক্তির তিন স্ত্রী। এবং তাদের সাথে সহবাসও করেছে। তারপর তারা ধর্মত্যাগ করে পরে আবার মুসলমান হয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি বলে, আমি যদি এক মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক, দুই মহিলাকে বিবাহ করলে তারা দুইজন তালাক এবং তিন মহিলাকে বিবাহ করলে তারা তিন জন তালাক। তারপর স্বামী তাদের সকলকে বিভিন্ন আকদে ইদতকালে বিবাহ করে নিলে, প্রথম স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। কেননা সে তিন কসমের মধ্যেই शामिल আছে। দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর দুই তালাক পতিত হবে। কেননা স্বামী যখন তাকে বিবাহ করেছে তখন প্রথম কসম শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সে দুই কসমে शामिल। আর তৃতীয় স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে। কেননা তাকে বিবাহ করার সময় প্রথম ও দ্বিতীয় কসম শেষ হয়ে গিয়েছে। (ইতাবিয়া)

৩১. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি অমুক ঘরে প্রবেশ করি তবে আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক এবং এই অমুক; এই বলে সে এমন মহিলার দিকে ইশারা করেছে যে তার বিবাহাধীন আছে। তারপর সে ঘরে প্রবেশ করল। ফলে অমুক মহিলার উপর তালাক পতিত হয়ে গেল। তারপর সে উক্ত মহিলাকেই পুনরায় বিবাহ করল। তবে তার উপর আরেকটি তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি এরূপ করি তবে ফাতিমাকে বিবাহ না করা পর্যন্ত আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। তারপর সে ঐ কাজ করল এবং এরপর উক্ত ফাতিমাকে বিবাহ করল তবে সে তালাক হয়ে যাবে। (যখীরা) এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি শর্ত দুই وصف (গুণ) সম্পন্ন হয়, তবে তালাক পতিত হওয়ার জন্য শর্ত হল, দ্বিতীয় وصف টি শপথকারী ব্যক্তি মালিকানায় পাওয়া যেতে হবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি যায়ীদের ঘরে এবং আমর-এর ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক। অথবা বলল, তুমি যদি আবু আমর এবং আবু ইউসুফ-এর সাথে কথা বল তবে তোমাকে তালাক। তবে তালাক তখনই পতিত হবে যদি দ্বিতীয় শর্তটি তার বিবাহের মিল্কিয়াতে পাওয়া যায়। সুতরাং কেউ যদি দুই শর্তের উপর মা'আল্লাক (শর্তযুক্ত) করে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তাকে শর্তহীনভাবে তালাক দেয় এবং এরপর তার ইদতও অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তারপর তার বায়িন হয়ে যাওয়ার অবস্থায় যদি এক শর্ত পাওয়া যায়। অতঃপর সে তাকে পুনঃবিবাহ করার পর যদি অপর শর্ত পাওয়া যায় তাহলে মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত) তালাক তার উপর পতিত হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র)-এর মতে তালাক পতিত হবে না। এ মাসআলার চার অবস্থা হতে পারে।



১. হয়ত, উভয় শর্ত মালিকানায় পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় সকলের মতে তালাক পতিত হবে।
২. অথবা উভয় শর্ত মালিকানার বাইরে পাওয়া যাবে। এ অবস্থায় কারো মতেই তালাক পতিত হবে না।
৩. অথবা প্রথম শর্তটি মালিকানায় পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয় শর্তটি মালিকানার বাইরে পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় তালাক পতিত হবে না।
৪. অথবা প্রথম শর্তটি মালিকানার বাইরে পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয় শর্তটি পাওয়া যাবে মালিকানার মধ্যে। এই অবস্থায় তালাক পতিত হওয়া এবং না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। (তাবয়ীন)

৩২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘরে এবং ওই ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক অথবা বলল, তোমাকে তালাক যদি তুমি এই ঘরে এবং ওই ঘরে প্রবেশ কর অথবা বলল, তুমি যদি প্রবেশ কর এই ঘরে তবে তোমাকে তালাক এবং ওই ঘরে, তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে তখনই তালাক পতিত হবে যদি সে উভয় ঘরে প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে যদি حرف عطف এর স্থলে واو ব্যবহৃত করে তালাক দেওয়া হয় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ উভয় ঘরে প্রবেশ করলেই তালাক পতিত হবে; এর আগে নয়। তবে واو ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রমধারা রক্ষা করা আবশ্যিক নয়। কিন্তু فاء এর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে রক্ষা করা আবশ্যিক অর্থাৎ মহিলা কর্তৃক প্রথম ঘরে প্রবেশ করার পর দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করা। ثم - حرف ব্যবহার করে তালাক দিলেও এই হুকুম হবে। পর্যায়ক্রমে রক্ষা আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে فاء এবং ثم এর একই হুকুম। তবে ثم এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করা প্রথম ঘরে প্রবেশ করার বেশ পর হতে হবে। (বাদায়ে) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাকে তালাক, যদি তুমিও দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ কর। তারপর সে তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক দিয়ে দিল এবং তার ইদ্দতকালও অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তারপর সে প্রথম ঘরে প্রবেশ করল। তারপর এই মহিলাকেই পুনরায় বিবাহ করে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে সে আর তালাকপ্রাপ্ত হবে না। কেননা প্রথম ঘরে প্রবেশ করাটাই এখানে ধর্তব্য ব্যাপার। আর তা পাওয়া যায়নি। (তামারতালী)

৩৩. মাসআলা : কেউ যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমরা যদি উভয়ে এই ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাদেরকে তালাক। তাহলে তারা উভয়ে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যদি তাদেরকে বলে, তোমরা যদি এই দুই ঘরে প্রবেশ কর তবে এক ঘরে উভয়কে তালাক। তারপর তাদের একজন একঘরে এবং দ্বিতীয় জন অন্য ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে ইসতিহসানের (কিয়াসে খফী-এর) ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেকের উপর তালাক পতিত হবে। এইভাবে

স্বামী যদি উভয়কে বলে, তোমরা যদি উভয়ে এই ঘরে এবং এই ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাদেরকে তালাক। তারপর তাদের একজন এক ঘরে এবং অপরজন অন্য ঘরে প্রবেশ করে তাহলে এ অবস্থায়ও ইসতিহসানের ভিত্তিতে তাদের উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমরা যদি উভয়ে এই ঘরে প্রবেশ কর এবং তোমরা ওই ঘরে প্রবেশ কর তবে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে এই ঘরে এবং ওই দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। এটা কিয়াস ও ইসতিহসান-এর কথা। (মুহীত)

৩৪. মাসআলা : কেউ যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমরা যদি এই রুটি খাও তবে তোমাদেরকে তালাক। এ অবস্থায় তারা উভয়ে এই রুটি না খাওয়া পর্যন্ত তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। যদি তাদের একজন অপরজনের তুলনায় অধিক খায় তাহলেও তাদের উপর তালাক পতিত হবে। কেননা সাধারণভাবে শর্ত ছিল তাদের প্রত্যেকের এই রুটি হতে কিছু খাওয়া। সুতরাং তাদের দুইজনের কেউ যদি ঐ রুটি এই পরিমাণ খায় যাকে ঐ রুটির কোন টুকরা বলা যায় না। যেমন কেউ রুটির একটি পতিত টুকরা হাতে নিয়ে ভক্ষণ করল তবে তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। (যখীরা) কেউ বলল, যদি তোমরা এই ঘরে প্রবেশ কর অথবা বলল, যদি তোমরা এই ঘরে প্রবেশ কর অথবা অমুকের সাথে কথা বল অথবা এই কাপড় পরিধান কর অথবা এই সাওয়ারীর উপর আরোহণ কর অথবা এই খাদ্য আহার কর অথবা এই পানীয় বস্তু পান কর তবে তোমরা তালাক। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের পক্ষ হতে এই কাজ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর তালাক পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া) কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করে এবং এর থেকে বের হয়ে যাও তবে তুমি তালাক। তারপর অন্য কোন মানুষ যদি জোরপূর্বক উঠিয়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করায়। তারপর সে নিজে ঐ ঘরে বেরিয়ে এসে পুনঃ প্রবেশ করলে তার উপর তালাক পতিত হবে। এমনিভাবে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি উষু করে নামায পড়, তবে তুমি তালাক। তারপর সে পূর্বের উষু দিয়ে নামায পড়ে পুনঃ উষু করলে এতেও তালাক পতিত হয়ে যাবে। উঠা, বসা, দাঁড়ান, রোযা রাখা এবং ইফতার করা ইত্যাদি বিষয়ে কসম করলেও অনুরূপ হুকুম হবে। (মুহীত : সারাখসী : কসম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : এক শর্তকে অপর শর্তের উপর আতফ করার বিবরণ)

৩৫. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি সুতা পাকাও এবং এর দ্বারা কাপড় বুনাও, তবে তুমি তালাক। তারপর এ মহিলা যদি অন্য কোন মহিলার পাকানো সুতা দ্বারা কাপড় বুনে, অতঃপর নিজে সুতা কাটে কিন্তু কাপড় না বুনে তাহলে নিজে সুতা কেটে কাপড় না বুনা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (যখীরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ কর, তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ কর, তবে তুমি তালাক। স্বামী একই ঘরের দিকে ইশারা করে এ কথা বলেছে। অতঃপর মহিলা যদি এ ঘরে একবার প্রবেশ করে ইসতিহসানান তার উপর তালাক পতিত হবে।



(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি অমুককে বিবাহ করি, আমি যদি অমুককে বিবাহ করি তবে সে তালাক, তবে দ্বিতীয় শর্তের সাথে তালাক মু'আল্লাক তথা সম্বন্ধযুক্ত হবে। প্রথম শর্ত নিরর্থক গণ্য হবে। অনুরূপভাবে 'তুমি তালাক যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি' বলে তবে দ্বিতীয় শর্তটি নিরর্থক বলে গণ্য হবে। যদি جزءا কে মধ্যখানে উল্লেখ করে এভাবে বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে প্রথম শর্তের কসম সংঘটিত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় শর্তটি নিরর্থক বলে গণ্য হবে। যদি বলে, যখন আমি তোমাকে বিবাহ করব তখন তুমি তালাক যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে দ্বিতীয় শর্তের দ্বারা কসম পূর্ণ হবে এবং প্রথম শর্তটি নিরর্থক বিবেচিত হবে। (মুহীত : সারাখসী : কসম অধ্যায় : অনুচ্ছেদ শর্তের উপর শর্তের বিবরণ)

৩৬. মাসআলা : যদি তালাক বাক্যটিকে হরফে আতফের সাথে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে এভাবে বলা হয় যে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি অথবা বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তারপর যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি অথবা তখন আমি তোমাকে বিবাহ করব তুমি তালাক, তবে তাকে দুইবার বিবাহ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। যদি তালাকের কথা আগে উল্লেখ করে এভাবে বলে, 'তুমি তালাক যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি এবং যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি' তবে এক্ষেত্রে একবার বিবাহ করলেই তালাক পতিত হবে। যদি বলে, 'যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক এবং যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি' তবে এ অবস্থায় দুইবার বিবাহ করলে দুইবারই তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে)

৩৭. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তুমি তালাক যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, অতঃপর যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি অথবা জায়া (جزاء) কে মধ্যখানে উল্লেখ করে যদি বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক, অতঃপর যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে এক্ষেত্রে দুই বার বিবাহ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা فاء অক্ষরটি تعقيب (পর্যায়ক্রমে পরপর হওয়া) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এর প্রতিফলন দুই জিনিসের মধ্যে হয়ে থাকে। কাজেই দ্বিতীয় শর্তটিকে প্রথমটির পুনঃ উল্লেখ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। যদি বলে, তোমাকে তালাক যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে প্রথম বিবাহের পরই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তারপর যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তারপর যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে প্রথম বিবাহের পরই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তারপর যদি আমি যদি বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক, তাহলে শেষ শর্তের উপর ভিত্তি করে কসম সংঘটিত হবে। কেননা ثم (তারপর) অক্ষরটি فصل (ব্যবধান) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই হিসাবে দ্বিতীয় শর্তটি جزءا থেকে পৃথক বিষয় বলে গণ্য হবে। (শারহ জামিউল কাবীর : ইমাম হুসায়রী)

৩৮. মাসআলা : কেউ বলল, তুমি তালাক যদি তুমি আহার কর এবং যদি তুমি পান কর অথবা বলল, যদি তুমি আহার কর তবে তোমাকে তালাক এবং যদি তুমি পান কর, তবে উভয় ক্রিয়ার মধ্যে কোন একটি পাওয়া গেলেই তালাক পতিত হবে এবং এরপর আর কসম বাকী থাকবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমাকে তালাক তোমার আহার করার অবস্থায় এবং তোমার পান করার অবস্থায়, তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, তুমি আহার করলে তোমাকে তালাক এবং যদি তুমি পান কর তবে তুমি ঐরূপ তালাক দ্বারাই তালাক। তবে এক তালাকই উভয় ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত হবে। অর্থাৎ যদি খায় অথবা পান করে তবে একই তালাক পতিত হবে। আর যদি 'ঐরূপ তালাক দ্বারা তালাক' কথাটি না বলে তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তুমি যদি খাও এবং তুমি যদি পান কর, তবে তোমাকে তালাক। তাহলে উভয় কাজ না করা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। যদি বলে আমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে তুমি তালাক, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি, তাহলে ঘরে প্রবেশ করার পর যে কথা হবে তাই ধর্তব্য হবে। (ইতাবিয়া)

৩৯. মাসআলা : কেউ বলল, তোমাকে তালাক যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি এবং যদি ঐ দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করি অথবা جزءا কে মাঝখানে উল্লেখ করে এভাবে বলল যে, 'যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে তোমাকে তালাক এবং যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি, তাহলে এই ব্যক্তি উক্ত দুই ঘরে প্রবেশ করলে ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং কসম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি جزءا কে শেষে উল্লেখ করে এভাবে বলা হয় যে, 'যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি এবং যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে তুমি তালাক' তাহলে ঐ দুই ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আল-কারখী) যদি স্ত্রীকে বলে, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তবে তুমি তালাক। তারপর সে অমুকের সাথে কথা বললে তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। এমনভাবে যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। তারপর বলল, আমি যত মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর সে অমুক মহিলাকে বিবাহ করল, তার উপর দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত)

৪০. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি অমুক ঘরে যাই এবং আমার গোলাম আযাদ এবং আমার উপর পদব্রজে বায়তুল্লাহ যিয়ারতে যাওয়া ওয়াজিব যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি। তাহলে এ সম্পর্কে বিধান হল এই যে, স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হওয়া ঐ ঘরে প্রবেশের উপর নির্ভরশীল হবে, আর গোলাম আযাদ হওয়া এবং বায়তুল্লাহ পায়দল যিয়ারত ওয়াজিব হওয়া কথা বলার উপর নির্ভরশীল হবে। (তাতারখানিয়া) 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও তোমার ঘরে আমাকে প্রবেশ করার জন্য। কিন্তু এরপর আমি যদি তোমার জন্য অলংকার খরীদ করে না আনি তবে তুমি তালাক। তারপর ঐ মহিলা



ঘরে প্রবেশ করার জন্য তাকে ছেড়ে দিল, কিন্তু সে তার জন্য তৎক্ষণাৎ অলংকার খরীদ করে আনল না, তবে তার বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উত্তম মতে তালাক পতিত হবে। শায়খ (র) বলেন, এই জাতীয় এক ঘটনাও অতীতে ঘটে গিয়েছে। তাহল এই যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার গাভীটি বিক্রি করলে এবং আমি তা গ্রহণ না করলে তোমাকে তালাক। তারপর মহিলা ঐ গাভীটি বিক্রি করল এবং স্বামী তা তৎক্ষণাৎ কবুল করল না, তবে ফকীহগণ বলেন, সে তালাক হবে না। 'যিয়াদাত' গ্রন্থে আছে যে, এক ব্যক্তি বলল, আমার স্ত্রী তালাক, যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে তোমার কাজের খবর না দেই যা তুমি করেছ যেন সে তোমাকে প্রহার করে। তারপর সে অমুক ব্যক্তিকে খবর দিল কিন্তু সে তাকে প্রহার করল না। তবে কসমকারী ব্যক্তি স্বীয় কসমের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবে এবং এই শপথ শুধু খবর দেওয়া ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (খুলাসা)

৪১. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি আমি এই গলিতে প্রবেশ করি। তারপর সে ছাদের পথ দিয়ে ঐ গলির কোন একটি ঘরে প্রবেশ করল। কিন্তু গলির দিকে বেরিয়ে আসল না, তবে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীর ভাইকে বলল, তুমি যদি আমার ঘরে প্রবেশ না কর, যেমন তুমি করে আসছ তবে আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে দেখতে হবে যদি তাদের কথপোকথন এমন হয় যা থেকে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করা বুঝা যায়, তবে এর দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করাই উদ্দেশ্য হবে। কেননা *حَال* থেকে *تَقْيِيد* এর অর্থ প্রতীয়মান হয়। আর যদি এমনটি না হয় তবে এর দ্বারা কসমে আবাদ বা সর্বদার জন্য হয়ে থাকে উদ্দেশ্য হবে। কসম করার পূর্বে যে ভাবে আসা যাওয়া করার তার অভ্যাস ছিল, ঐভাবে আসলে কসম পতিত হবে। সুতরাং অভ্যাস মত একবার আসতেও যদি তার শ্যালক অস্বীকার করে তবে তালাক পতিত হবে। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)

৪২. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি আজকার দিন এই দুই ঘরে না যাই, যদি আজকার দিনে অমুক ব্যক্তিকে দুইটি চাবুক না মারি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে ঐ দুই ঘরের কোন এক ঘরে প্রবেশ করল অথবা একটিই চাবুক মারল। দ্বিতীয় চাবুক মারল না এবং দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করল না। এমনকি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা কসম পূর্ণ হওয়ার শর্ত ছিল দুই ঘরে প্রবেশ করা অথবা দুইটি চাবুক মারা। আর তা পাওয়া যায়নি। কাজেই এ বুঝা যায় যে এক্ষেত্রে কসম পূর্ণ হওয়া শর্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কসম পূর্ণ হওয়ার শর্ত শেষ হয়ে গেলে কসম ভঙ্গ হওয়া অনিবার্য। অনুরূপ এক ব্যক্তি বলল, অদ্যকার দিনে আমি যদি অমুক ও অমুকের সাথে কথা না বলি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে কেবলমাত্র একজনের সাথে কথা বলল অপর জনের সাথে বলল না। এদিকে দিন ফুরিয়ে গেল, তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে মূলনীতি হল, দুই ক্ষেত্রে কোন কাজ না করার ব্যাপারে কসম করলে কসম পূর্ণ হওয়ার

জন্য উভয় ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। আর কোন ক্ষেত্রে কসম পূর্ণ হওয়ার শর্ত শেষ হয়ে গেলে সে অবস্থায় কসম ভঙ্গ হওয়া অনিবার্য। এক ব্যক্তি বলল, আজ রাতে আমি যদি শহরে না যাই এবং অমুকের সাথে সাক্ষাৎ না করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে শহরে গেল এবং ঐ ব্যক্তি বাড়ীতে না থাকায় তার সাথে সাক্ষাৎ হল না। এমনি অবস্থায় ভোর হয়ে গেল। ঐ লোকটি যে বাড়ীতে নেই একথা কসম করার সময় কসমকারীর জানা থাকলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর কসমের সময় এ বিষয়টি তার জানা না থাকলে কসম ভঙ্গ হবে না। ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়স (র)-এর মধ্যে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। আর পূর্ববর্তী মাসআলার উপর কিয়াস করলেও একথাই প্রতীয়মান হয়। কাজেই চিন্তা ভাবনা করে ফাতাওয়া প্রদান করা উচিত। 'কুদুরী' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর এবং আমাকে অমুক কাপড়টি প্রদান না কর, তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে মহিলা তাকে কাপড় প্রদানের আগেই ঐ ঘরে প্রবেশ করলে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। এরপর তাকে কাপড় প্রদান করুক বা না করুক তাতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। আর যদি সে তাকে প্রথমে কাপড় প্রদান করে এবং এরপর ঘরে প্রবেশ করে তবে তালাক হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে *وَأَنْتَ رَاكِبَةٌ* (অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষ্য) হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আরবীতে বলা হয় *رَاكِبَةٌ* *إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ وَأَنْتَ رَاكِبَةٌ* (সে ঘরে প্রবেশ কর)। এখান *وَأَنْتَ رَاكِبَةٌ* এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমাকে এ কাপড়টি না দাও এবং ঘরে প্রবেশ কর, তবে তুমি তালাক, তাহলে ঘরে প্রবেশ করা এবং কাপড় না দেওয়া উভয়টি পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, কাপড় না দেওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যদি তাদের কোন একজন মারা যায় কিংবা কাপড়টি ছিড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন মারা যায় কিংবা কাপড়টি নষ্ট হয়ে যায়, তারপর মহিলা ঘরে প্রবেশ করে তবে উভয় শর্ত পাওয়া গেছে বলে প্রমাণিত হবে এবং তখনই ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে। (যখীরা)

৪৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি দাসী খরীদ করার ইচ্ছা করল। তারপর সে তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি দাসী খরীদ করি এবং তাতে যদি তোমার গায়রত (ঈর্ষা) হয়, তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর সে দাসী খরীদ করল এবং স্ত্রীর মনে এ ব্যাপারে গায়রত আসল। এ অবস্থায় দেখতে হবে যদি খরীদ করার পর পরই তার মধ্যে গায়রত আসে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি দীর্ঘ দিন পর গায়রত আসে তবে তালাক পতিত হবে না। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্ত্রী তার এ গায়রত<sup>১</sup> কোন কটু বাক্য দ্বারা ব্যবহার করে বা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা প্রকাশ করে। যদি মনে মনে গায়রত পোষণ করে কিন্তু মুখে কিছু না বলে, তবে তালাক পতিত হবে না। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ কর

১. অমর্যাদাবোধ (সম্পাদক)।



তবে তোমাকে তালাক এবং তালাক যদি তুমি অমুকের সাথে কথা বল। এ ক্ষেত্রে প্রথমও দ্বিতীয় তালাক ঘরে প্রবেশ করার সাথে সম্পর্কিত হবে। আর তৃতীয় তালাক দ্বিতীয় শর্তের সাথে সম্পর্কিত হবে। অতএব মহিলা যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি অমুকের সাথে কথা বলে, তবে এক তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি শর্ত বাক্য মাঝখানে ব্যবহার করে এভাবে বলে, তোমাকে তালাক যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর। তোমাকে তালাক যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর অথবা শর্তের কথা আগে উল্লেখ করল তাহলে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করবে তখনই তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। (খুলাসা)

৪৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, সক্ষম অবস্থায় আমি যদি আগামীকাল তোমার নিকট না আসি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। পরের দিন সে অসুস্থ ছিল না এবং রাজা বাদশাহ ও অপরাপর অন্য কেউ তাকে ঐ ব্যক্তির নিকট যেতে নিষেধ করেনি। আর এমন কোন অবস্থাও সৃষ্টি হয়নি যার ফলে সে ঐ ব্যক্তির নিকট যেতে অপারগ হয়ে পড়েছে, এতদসত্ত্বেও সে তার নিকট গেল না তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে অথবা সামর্থবান হওয়ার নিয়্যত করে আসবাব তথা উপকরণের দিন থেকে। আর যদি প্রকৃত সামর্থবান হওয়ায় নিয়্যত করে যা কর্মের সাথে প্রমাণিত হয় অর্থাৎ তাকদীরে যে সামর্থবান হওয়া লিপিবদ্ধ আছে এর নিয়্যত করলে তা আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। ভিন্ন বর্ণনা মতে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। (আল-জামিউস সাগীর : কাযীখান) এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি এই ঘরে থেকে আজ বের না হই তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর তার পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কয়েক দিন পর্যন্ত তাকে বের হওয়া থেকে আটকিয়ে রাখা হল, তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটাই সহীহ অভিমত। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে এই ঘরে বসবাস করবে না। তারপর তার পায়ে বেড়ি লাগিয়ে তাকে রেব হতে দেওয়া হল না, তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমার রান্না করা ঐ হাড়ির কিছু খাই তবে তুমি তালাক। ঐ মহিলা যদি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, তাহলে তাকে রান্নাকারী বলে গণ্য করা হবে। চাই চুলা বা উনানের উপর হাড়ি রাখার পর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করুক বা এর আগে অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করুক এবং চাই সে নিজে চুলার উপর হাড়ি রাখুক বা অন্য কেউ রাখুক। আশুন যদি সে মহিলা ছাড়া অন্য কেউ প্রজ্জ্বলিত করে তবে সে রান্নাকারী বলে গণ্য হবে না। চাই হাড়ি চুলার উপর রাখার পর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক। 'কুদুরী' গ্রন্থে এর দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ইমাম কুদুরী (র)-এর মতে, ঐ মহিলাই রান্নাকারী হবে, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে, ঐ মহিলা নয় যে হাড়ি বসাবে, পানি ঢালবে এবং মসলা ইত্যাদি মিশাবে। ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন,<sup>১</sup> যে মহিলা উনান

বা চুলার উপর হাড়ি রাখবে সেই রান্নাকারী বলে গণ্য হবে। যদিও অপর কোন মহিলা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে থাকে। সাদরুশ শহীদ (র) নিজ ওয়াকি'আতে বর্ণনা করেছেন যে, এর উপরই ফাতওয়া। (মুহীত)

৪৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি সব খাদ্য খারাপ করে ফেল। আমি যদি এক মাস পর্যন্ত তোমার নিকট কোন খাদ্য নিয়ে আসি তবে তুমি তালাক। তারপর কসমকারী ব্যক্তি এ জন্য কিছু গোশত আনল যাতে এগুলো কেটে টুকরা টুকরা করে মানুষের নিকট প্রেরণ করা যায়, তাহলে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা অবস্থা একথা প্রমাণ করে যে, এ কসম দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন খাদ্য নিয়ে আসা যা ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই ঐ গোশত আনার কারণে কসম ভঙ্গ হবে না। (যহীরিয়া) ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়স-এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে তাকে বলল, তুমি যদি আমার সাথে ঘরে না যাও তবে তুমি তালাক। তারপর ঐ ব্যক্তির কামোত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর সে ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু এর আগে প্রবেশ করলে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) এক ব্যক্তি শপথ করে বলল, আজ রাতে আমি যদি তোমার সাথে দুধের মত সহবাস না করি তবে তোমাকে তালাক। এরূপ কসম করলে এর হুকুম কি হবে এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে প্রশ্ন করার পর তিনি বললেন, আমি জানি না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বললেন, এর দ্বারা সহবাসে *مباحة* (অতিরিক্ত) করা উদ্দেশ্য। কাজেই এ জাতীয় কসম করার পর স্বামী যদি তার সাথে বেশী বেশী করে সহবাস করে তবে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি আমি অমুক মহিলার সাথে এক হাজার বার সহবাস না করি। তবে এই কসম দ্বারা অধিক সংখ্যক বার সহবাস করা উদ্দেশ্য। পূর্ণ একহাজার বার সহবাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এর দ্বারা বিশেষ সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না। যেমন সত্তর সংখ্যক দ্বারা আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি সহবাসের মাধ্যমে তোমাকে তৃপ্ত করতে না পারি তুমি তালাক। তবে শায়খ (র) বলেন, তৃপ্ত হওয়ার বিষয়টি স্ত্রীর কথার দ্বারাই প্রমাণিত হবে। ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, শায়খ আবু হাফস বুখারী (র)-এর মতে, এ জাতীয় কথা বলার পর স্বামী যদি তার সাথে দীর্ঘক্ষণ এমনভাবে সহবাস করে যে এতে তার বীর্যপাত ঘটে তবে স্বামী তাকে তৃপ্ত করেছে বলে ধর্তব্য হবে এবং স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, আমি এই মতটিই গ্রহণ করেছি। (মুহীত) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আজ রাত আমার নিকট না আস তবে তুমি তালাক, তারপর ঐ মহিলা কক্ষের দরজা পর্যন্ত আসল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করল না। তবে তালাক হবে না। আর যদি স্বামীর ঘুমন্ত অবস্থায় সে কক্ষে প্রবেশ করে তবুও তালাক হবে না। কেননা শর্ত ছিল এই যে, তার নিকট এভাবে আসবে যে হাত বাড়াতেই যেন হাত তার নিকটে পৌঁছে যায়। (খুলাসা : অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ : কসমের বিবরণ)



৪৭. মাসআলা : এক মহিলা তার নিজ বিছানায় শায়িত ছিল। তাকে তার স্বামী তার বিছানায় আসার জন্য ডাকল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন স্বামী তাকে বলল, তুমি যদি আজ রাতে আমার বিছানায় না আস তবে তুমি তালাক। তারপর স্বামী তাকে জোর করে এমনভাবে নিজ বিছানায় নিয়ে এল যে, তার পা আর মাটিতে লাগেনি। এরপর সে ঐ রাতে স্বামীর সাথে ঘুমাল, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। এক ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য নিজ ঘর থেকে বাইরে গেল। তারপর সে ঘরে এসে মনে করল হয়তো তার স্ত্রী ঘরে নেই। এ ধারণায় সে বলল, আজ রাতে যদি আমি আমার স্ত্রীকে ঘরে না নিয়ে আসি তবে তার উপর তিন তালাক। তারপর ভোর হল। স্ত্রী বলল, আমি তো ঘরেই ছিলাম। তাহলে ঐ ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার কাপড়ের উপর ঘুমাই তবে তুমি তালাক। তারপর সে তার বালিশের উপর ঘুমালে অথবা সে যদি তার কুনইয়ের উপর মাথা রাখে অথবা যদি স্ত্রীর বিছানায় শয়ন করে অথবা নিজের কান পার্শ্ব বা শরীরের অধিক অংশ যদি স্ত্রীর কাপড়ের উপর রাখে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এভাবে শয়ন করাকেও ঘুম হিসাবে গণ্য করা হয়। যদি স্ত্রীর বালিশের উপর হেলান দেয়, তার গদির উপর বসে, তাহলে পার্শ্ব বা অধিকাংশ শরীর তাতে না রাখা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি কতিপয় লোকের সাথে ছাদের উপর ছিল। সে ঐ স্থান থেকে অন্যত্র যেতে চাইলে তার সঙ্গীগণ তাকে নিষেধ করল। তখন সে ছাদের কোণে কোন এক দিকে পা রেখে বলল, যদি আমি আজ রাতে এখানে কাটাই বা এখানে আহার করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এ অবস্থায় তার উদ্দেশ্য যদি ঐ জায়গা যে যেখানে সে পা রেখে বসেছিল তবে সে যদি ঐ জায়গা ছেড়ে ছাদের অন্য স্থানে শয়ন করে বা আহার করে তবে আইনের দৃষ্টিতে এ অবস্থায়ও তালাক পতিত হবে। কিন্তু দিয়ানাতান তালাক হবে না। (খুলাসা : ২৬তম অনুচ্ছেদ : কসমের বিবরণ)

৪৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি আজ রাতে তোমার সাথে তোমার এই জামাসহ শয়ন না করি, তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, আজ রাতে আমি যদি তোমার সাথে এই জামা পরিধান করে শয়ন করি, তবে আমার দাসী আযাদ। তারপর স্বামী তার স্ত্রীর জামা পরিধান করে তারা উভয়ে যদি একত্রে ঘুমায় তাহলে তাদের কারো কসমই ভঙ্গ হবে না। কেননা স্ত্রীর কসম তখনই ভঙ্গ হত যদি ঐ জামা পরিধান করে স্বামীর সাথে শয়ন করত এবং স্বামীর কসম তখনই পূর্ণ হত যদি সে স্ত্রীর জামা পরিধান করে তার সাথে শয়ন করত। আর এ ক্ষেত্রে তা পাওয়া গিয়েছে। কাজেই কারো কসমই ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি এই উড়নাসহ তোমার সাথে সহবাস না করি তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর আবার বলল, আমি যদি এই উড়নাসহ তোমার সাথে সহবাস করি তবে তোমাকে তিন তালাক। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য কৌশল হল, সে তাকে উড়না বিহীন অবস্থায় সহবাস করবে। কাজেই যতদিন পর্যন্ত এই উড়না অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং তারাও জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না এবং তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি স্বামী স্ত্রীর কোন

কোন একজন মারা যায় অথবা উড়নাটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪৯. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, এই বর্ষার ফলার উপর আমি যদি তোমার সাথে সহবাস না করি তবে তুমি তালাক। তবে এই ক্ষেত্রে কৌশল হবে এরূপ যে, ছাঁদ ছিদ্র করে এর ভিতর দিয়ে বর্ষার ফলা বের করে এর উপর সহবাস করবে। তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি দ্বিপ্রহরের সময় বাজারের মধ্যে তোমার সাথে সহবাস না করি তবে তোমাকে তালাক। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কৌশল করবে। অর্থাৎ স্ত্রীকে পাল্‌কীতে বসিয়ে ঐ পাল্‌কী বাজারে নিয়ে যাবে। এরপর নিজে এর মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার কোল ছাড়া অন্যত্র রাত যাপন কর তবে তোমাকে তালাক। তারপর ঐ মহিলা তার শয্যায় রাত যাপন করল। কিন্তু স্বামী তাকে বাস্তবভাবে কোলে তুলে নিল না, তাহলে তালাক পতিত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে بكنار من ندر বললে আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হলে, এ অবস্থায় তালাক পতিত হওয়া অপরিহার্য। (মুহীত)

৫০. মাসআলা : এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, তুমি এই দাসীর সাথে শয়ন করেছ। স্বামী বলল, আমি যদি এই দাসীর সাথে শয়ন করে থাকি, তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, যদি তোমার এই কসমের কোন অর্থ থাকে তবে সত্যিই আমি তালাক। এরপর স্বামী বলল, হাঁ, আছে। তাহলে এক্ষেত্রে মাসআলা হল এই যে, স্বামী মুখে যা বলেছে তা ছাড়া যদি তার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যও তার থাকে তবে তালাক পতিত হবে। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে আছো এর মধ্যে যদি আমি তোমার সাথে সঙ্গম করি, তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর স্বামী যদি কোন কৌশল অবলম্বন করতে চায়, তবে এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে স্বামী তাকে বায়িন তালাক প্রদান করে তৎক্ষণাতই তাকে পুনঃ বিবাহ করে নিবে, তারপর সঙ্গম করবে। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫১. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে বলল, আমার স্ত্রী গতকাল তোমার নিকট ছিল। প্রতিবেশী ব্যক্তি বলল, তোমার স্ত্রী গতকাল আমার নিকট থেকে থাকলে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, না অন্য মহিলা ছিল। এরপর প্রমাণিত হল যে, তার নিকট অন্য কোন মহিলা ছিল। এ অবস্থা সম্বন্ধে শায়খ নাসীর (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না। উপরোক্ত মতভেদ নিম্নোক্ত মূলনীতি ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। আর তা হল, কসমকারী ব্যক্তি যদি কসমের সাথে এমন শর্ত যোগ করে যার মধ্যে তার উপকার নিহিত আছে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে কসমের সাথে এই শর্ত যোগ হবে না। আর যদি এমন শর্ত যোগ করে যার মধ্যে তার ক্ষতি রয়েছে এক্ষেত্রেই ফকীহগণের



মতভেদ। শায়খ নাসীর (র) যা বলেছেন তা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের অধিক কাছাকাছি। কেননা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফাসিদ শর্ত ঐ সমস্ত বায় (আকদ)-এর সাথে যুক্ত হয় যা পূর্ণাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র)-এর মতটি অধিক পসন্দনীয় এবং এর উপরই ফাতওয়া। কেননা جزء (বিবর্তি)-এর অবস্থায় প্রথম শর্তের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না কাজেই দ্বিতীয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়াই উত্তম। শায়খ (র) বলেন, আমার মামা ইমাম যহীরুদ্দীন (র) মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র)-এর মতানুসারেই ফাতওয়া প্রদান করতেন। (খুলাসা : ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ : পান করার ব্যাপারে শপথ করার বিবরণ)

৫২. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমার কাপড় ধৌত কর তবে তোমাকে তালাক। তারপর স্ত্রী জামার আস্তিন বা আঁচল ধৌত করল তবে তালাক হবে না। (তাজুনীস) কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই পেয়ালা ধৌত না কর, তবে তোমাকে তালাক। তারপর মহিলা গৃহ পরিচালিকাকে হুকুম করল, ঐ পেয়ালাটি ধৌত করার জন্য। অতঃপর সে তা ধৌত করল, তাহলে মহিলার অভ্যাস যদি নিজে ধৌত করার হয়ে থাকে অন্য কারো দ্বারা ধৌত করানো না হয়, তবে তালাক পতিত হবে। যদি গৃহ পরিচালিকার মাধ্যমে ধৌত করানো স্ত্রীর অভ্যাস হয়ে থাকে এবং স্বামীও তা জানে তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি প্রচলন এরূপ হয় যে, কখনো মহিলা নিজে ধৌত করে আবার কখনো গৃহ পরিচালিকা তা ধৌত করে থাকে, তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে তালাক পতিত হবে। কিন্তু স্বামী যদি খাদিমকে ধৌত করার হুকুম দেওয়ার নিয়্যত করে তবে এ অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। (আল-ফাতাওয়ায়ে কুবরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার জন্য পানি খরীদ করি তবে তুমি তালাক। তারপর সে সাকী (যে পানি পান করায়) কে এক দিরহাম দিল, যেন সে মটকাতে পানি ঢালে। তাহলে এই ব্যক্তি এই অবস্থায় হানিস (কসম ভঙ্গকারী) হবে কি না? এ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, সাকীকে দিরহাম প্রদান করার সময় লোটায় পানি থাকলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এ অবস্থায় পানি না থাকলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা সাকীকে দিরহাম প্রদান করার সময় লোটায় পানি থাকলে সে পানি খরীদকারী বলে গণ্য হবে। আর পানি না থাকলে সে ইজারা গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। (যহীরিয়া)

৫৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের নিকট আমার সম্পর্কে কোন অভিযোগ কর তবে তুমি তালাক। তারপর তার ভাই আসল। তখন মহিলার নিকট এক অবুঝ বাচ্চা ছিল। মহিলা তাকে বলল, হে বালক! আমার স্বামী আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছে। এই কথা তার ভাইও শুনল। এতে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা, সে ঐ বালককে সম্বোধন করেছে। তার ভাইকে সম্বোধন করেনি। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি চুপ না কর তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলা বলল, আমি চুপ থাকব না। এরপর সে চুপ হয়ে গেল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি চেচামেচি কর তবে তুমি তালাক। তারপর সে বলল, আমি চেচামেচি করব। অথচ সে চুপ থাকল, তবে তার কসম ভঙ্গ

হবে না। উল্লেখ্য যে, মহিলার কথা আমি জোরে চেচামেচি করব এতে কোন কিছুই হবে না, যদি সে তা না করে। এমনিভাবে যদি কোন মহিলা বিশেষ কোন ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করে তাতে স্বামী যদি তাকে বলে, তুমি যদি ঐ ব্যক্তির কথা আমার নিকট পুনরায় বল, তবে তুমি তালাক। সে বলল, আমি তোমার নিকট তার কথা পুনরায় বলব না অথবা বলল, তুমি যেহেতু অমুকের কথা আলোচনা করতে আমাকে নিষেধ করেছো তাই আমি তার কথা পুনরায় আলোচনা করব না, তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এতটুকু কথা কসমের আওতাভুক্ত নয়। মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে, তুমি কেন অমুক ব্যক্তির আলোচনা করতে আমাকে নিষেধ করেছো অথবা বলে, যদি তুমি আমাকে অমুকের আলোচনা করতে নিষেধ কর, আমি তো তার আলোচনা করেই ফেলেছি তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তালাকও পতিত হবে। কিন্তু মহিলা যদি বানান করে অমুক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তবে তাতে কসম ভঙ্গ হবে না। (খুলাসা : নবম অনুচ্ছেদ : কথা সম্পর্কিত কসমের বিবরণ)

৫৪. মাসআলা : 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শায়খ আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন মহিলা তার স্বামীকে বলল, ভুকা-ফাকা অবস্থায় তোমার সাথে থাকার শক্তি আমার নেই। এ কথা শুনে স্বামী বলল, তুমি যদি আমার ঘরে ভুকা থাক তবে তুমি তালাক। জবাবে শায়খ (র) বললেন, রোযা ব্যতীত অন্য সময় মহিলার যদি এরূপ অবস্থা না হয়, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে খুলা করল। তারপর ইদ্দতের অবস্থায় বলল, যদি তুমিই আমার স্ত্রী হও তবে তোমাকে তিন তালাক। এ কথার দ্বারা সে যদি তালাক প্রদানের নিয়্যত না করে তবে তালাক হবে না। কেননা এ মহিলা পূর্ণাঙ্গভাবে তার স্ত্রী নয়। (তাতারখানিয়া) 'ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়স' এ বর্ণিত আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আগামীকাল আমার স্ত্রী থাকলে তোমাকে তিন তালাক। তারপর পরবর্তী দিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে খুলা করল। শায়খ (র) বলেন, যদি সাবেক কথার দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্য হয় আগামী দিনের কোন এক সময় সে তার স্ত্রী না থাকা, তবে খুলাকে সুবহে সাদিকের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করলে মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি তার বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে তবে পরবর্তী দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে স্ত্রীর সাথে খুলা করলে উক্ত কসমের কারণে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু পরবর্তী দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে খুলা করে যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে সে পুনঃ বিবাহ করে নেয় তাহলে উক্ত কসমের কারণে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি পরবর্তী দিন সূর্যাস্তের পূর্বে খুলা করে এবং পরও তাকে পুনঃ বিবাহ করে তাহলে উক্ত কসমের কারণে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত)

৫৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি এ মর্মে কসম করল, যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না। তারপর অপর কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার স্ত্রীর সাথে খুলা করল। অতঃপর তার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছার পর সে যদি অনুমতি প্রদান করে, তাহলে মৌখিকভাবে অনুমতি দিল যেমন বলল, আমি অনুমতি দিলাম, তবে তার কসম ভঙ্গ



হয়ে যাবে। আর যদি মুখে কিছু না বলে কাজের মাধ্যমে অনুমতি প্রদান কর, যেমন সে খুলার বিনিময় গ্রহণ করল তবে তালাক পতিত হবে এবং তার কসম ভঙ্গ হবে না। (তাজনীস ও মযীদ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমাকে বলি তুমি তালাক তবে তুমি তালাক। তারপর সে তাকে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার উপর দ্বিতীয় আরেকটি তালাক পতিত হবে। যদি সে এই কথা দ্বারা, তালাকের নিয়্যত করে তবে আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : শর্তযুক্ত করে তালাক প্রদান অধ্যায়) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমাকে আজ রাত রাখি তবে তুমি তিন তালাক। তারপর সে ঐ রাতেই তাকে বায়িন তালাক দিয়ে দিল রাত চলে গেল। তারপর সে তাকে পুনঃ বিবাহ করল তবে এখন আর তার উপর তালাক হবে না। এমনভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে আজ ব্যতীত যদি আমি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে রাখি তবে তুমি তালাক। তারপর এই দিনই সে তাকে বায়িন তালাক দিল, তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তাজনীস ও মযীদ)

৫৬. মাসআলা : এক ব্যক্তির নিকট তার শহরের ফকীহগণের মধ্য হতে কোন এক ফকীহ এর কথা আলোচনা করা হল। তারপর ঐ ব্যক্তি বলল, অমুক যদি ফকীহ হয়, তবে আমার স্ত্রী তালাক। এ কথা বলে সে যদি ওরফে যাকে ফকীহ বলে, তার নিয়্যত করে অথবা কোন কিছুই নিয়্যত না করে তাহলে তালাক পতিত হবে। আর যদি সে ব্যক্তির এর দ্বারা প্রকৃত ফকীহ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে আইনের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে না। কেননা সে তো প্রকৃত ফকীহ নয়। কারণ হযরত হাসান বাসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি তাকে 'ফকীহ' বলে সম্বোধন করল। তিনি বললেন, তুমি কখনো ফকীহ দেখেছো কী? ফকীহ তো ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়া বিমুখ, কিন্তু আখিরাতমুখী এবং যে নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সদা সচেতন। (আল-ফাতাওয়ায়াল কুবরা) এক ব্যক্তি বলল, আমার পুত্র খাতনার বয়সে পৌছা সত্ত্বেও আমি যদি তাকে খাতনা না করাই তবে আমার স্ত্রী তালাক। তবে খাতনার বয়স স্বাভাবিক হচ্ছে দশ বছর। কাজেই সে যদি আওয়াল ওয়াজে খাতনা করাবার নিয়্যত করে, তাহলে সাত বছর বয়সে না পৌছা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি শেষ সময়ের নিয়্যত করে তবে সাদরুশ শহীদ (র)-এর মতে খাতনার শেষ সময় হচ্ছে বার বছর। কাজে তখন এই বয়সে না পৌছা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। (খুলাসা) এক ব্যক্তি বলল, আমার সন্তান খাতনার বয়সে পৌছার পরও আমি যদি তাকে খাতনা না করাই তবে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, এরূপ কসম করার অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অপরাপর মাশাইখে কিরামের মতে বার বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। ফাতাওয়া এর উপরই। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫৭. মাসআলা : কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে খিদ্মতের উপর মু'আমালা না করি যেমন মু'আমালা আমি করতে ছিলাম, তবে তুমি তালাক। যদি

মহিলার জন্য তার পক্ষ হতে বিশেষ কোন খিদ্মত থাকে তবে এ বক্তব্যের দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হবে। আর যদি তা না থাকে তাহলে পুরুষের নিয়্যত অনুসারে সমাধান হবে। (বায়যাযিয়া) এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি বাদশাহকে ভয় করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে যদি কসমের সময় তার বাদশাহর প্রতি কোন ভয় না থাকে এবং সে এমন কোন অপরাধও করেনি যার ফলে বাদশাহকে তার ভয় করতে হবে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তিকে কোন এক বালকের প্রতি আকৃষ্ট বলে, তার প্রতি অভিযোগ করা হল এবং তাকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি বলছে, আমি তাকে অমুক বালকের সাথে গোপনে কথা বলতে দেখেছি। একথা শুনে সে বলল, যদি সে আমাকে অমুক বালকের সাথে গোপনে কথা বলতে দেখে থাকে তবে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তাকে অন্য ব্যাপারে ঐ বালকের সাথে গোপনে কথা বলতে দেখেছে। এ ক্ষেত্রে শায়খ বলেন, আমার আশা এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি বলল, যদি আমার ঘরে আগুন থাকে তবে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ তার ঘর চেরাগ জ্বলছে। এক্ষেত্রে তার নিয়্যতের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। যদি সে তার প্রতিবেশীর এই আগুন থেকে আগুন জ্বালানোর জন্য আগুন চাওয়ার পর এরূপ বলে থাকে তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি প্রতিবেশী লোকদের রুটি বা এ জাতীয় কোন কিছু চাওয়ার পর সে এরূপ কসম করে থাকে অথবা কোন কারণ ছাড়াই এরূপ কসম করে থাকে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (খুলাসা)

৫৮. মাসআলা : এক ব্যক্তিকে কোন বালকের প্রতি আকৃষ্ট বলে তার প্রতি অভিযোগ করার পর সে বলল, আমি ঐ বালকের সাথে আপত্তিকর কিছু করে থাকলে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ সে ঐ বালকের প্রতি নয়র করেছে এবং তাকে চুম্বন করেছে, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। (আল-ফাতাওয়ায়ে কুবরা) কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি কোন দাসী খরীদ করি অথবা তোমার উপর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করি তবে তোমাকে এক তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, আমি এক তালাকে রাখি নই। স্বামী বলল, তুমি এক তালাক। শায়খ বলেন, এই কথার সাথে এই শর্তটিও ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ এতে তৎক্ষণাৎ কোন কিছু পতিত হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ তা'আলা যদি একত্ববাদে বিশ্বাসী লোকদের শাস্তি প্রদান করেন, তবে তুমি তালাক, তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না তৎক্ষণাৎ কোন কিছু পতিত হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ তা'আলা যদি একত্ববাদে বিশ্বাসী লোকদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কে একত্ববাদে বিশ্বাসী তা প্রকাশিত না হবে। ফকীহ (র) বলেন, কেননা একত্ববাদে বিশ্বাসীদের কারো কারো শাস্তি হবে আবার কারো কারো শাস্তি হবে না। অতএব বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। আর এ অবস্থায় ফয়সাল দেওয়া সম্ভব নয়। (হাভী) এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তা'আলা যদি মুশরিক লোকদেরকে শাস্তি দেন তবে তার স্ত্রী তালাক। ফকীহগণ বলেন, এতে ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা কোন কোন মুশরিক এমন আছে যাদের আযাব হবে না। কাজেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)



৫৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি অমুকের ঘরে প্রবেশ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ঘরে থাকবে তুমি তালাক। তারপর অমুক ব্যক্তি ঘর ছেড়ে গিয়ে অন্যত্র অনেক দিন কাটাল এবং এরপর আবার ঐ ঘরে ফিরে এলো। তারপর মহিলা ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে কোন কোন ফকীহ-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ফকীহ আবুল লায়স (র)-এ মতই গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ মতে তালাক হবে না। (জাওয়াহিরুল আখলাতী : খুলা অনুচ্ছেদ) রাগের অবস্থায় এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি পাঁচ বছর পর্যন্ত এরূপ কর তবে তুমি আমার থেকে তালাক হয়ে যাবে। এ কথা বলে স্বামীর উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভয় দেখানো। তারপর ঐ উল্লেখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা পূর্বে মহিলা সে কাজ করল। এ অবস্থায় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হবে এর দ্বারা সে কি তার স্ত্রীর তালাকের কসম করেছিল? যদি সে বলে, হ্যাঁ এর দ্বারা সে তার তালাকের কসমই করেছিল, তবে তার কথা অনুসারেই হুকুম হবে এবং তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, এর দ্বারা আমি তালাকের কসম করিনি তবে তারই গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত) এক ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসার জন্য ডাকল। কিন্তু স্ত্রী তার ডাকে সাড়া দিল না। তখন স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার কথা মান্য কর আমাকে সহায়তা কর তবে ভাল। অন্যথায় তোমাকে তালাক। এই কসমের পর ভবিষ্যতে স্বামী তাকে ডাকার পর স্ত্রী যদি তাকে সহায়তা করে এবং তার কথা মানে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি এর বিপরীত কাজ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। মাওলানা (র) বলেন, সহায়ত না করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়াই সমীচীন। যদিও নুতনভাবে ডাকা না হয়। কেননা উরফের মধ্যে লোকেরা এর দ্বারা সাবেক হুমুকে মান্য করাই বুঝিয়ে থাকে। এক ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় তার স্ত্রীকে একটি দিরহাম প্রদান করল। তারপর স্ত্রী বলল, তোমার হুশ আসার পর এ টাকা আমার থেকে নিয়ে যাবে। স্বামী বলল, আমি যদি তোমার থেকে এ টাকা নিয়ে যাই, তবে তুমি তালাক। অতঃপর নেশার অবস্থায় সে তার থেকে এ দিরহাম নিয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা কসম ভঙ্গ হওয়ার শর্ত হল, সুস্থ হওয়ার পর নিয়ে যাওয়া। এক মাতাল ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি আমার এই ঘর তোমার জন্য হিবা করলাম। তারপর সে আবার বলল, যদি আমি এই কথা অন্তর দিয়ে না বলে থাকি তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর সে সুস্থ হল। তখন তার এ কথা আর কিছুই মনে নেই, তাহলে ফকীহগণের মতে ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, মানুষ এ অবস্থায় যা বলে তা অন্তর দিয়েই বলে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬০. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি অমুকের ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক। তারপর অমুক ব্যক্তি মারা গেল। এ সময় মহিলার ঐ ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে যদি মৃত ব্যক্তির উপর এমন কোন ঋণ না থাকে যা তার সমস্ত পাওনা পরিব্যাণ্ড তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি এরূপ ঋণ থাকে তবে ফকীহ আবুল লায়স (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতওয়া। এক ব্যক্তি ঘরের

এক কক্ষে বসা ছিল। এমতাবস্থায় সে বলল, আমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে ঐ ঘরে প্রবেশ করার উপর কসম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি এভাবে কসম করে যে, আমি যদি এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তবে এই কসম-বাড়ীতে প্রবেশ করার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি কসমকারী ব্যক্তি বলে এর দ্বারা কক্ষে প্রবেশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে এই কথা দিয়ানাতান গ্রহণযোগ্য হবে; আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কক্ষের দিকে ইশারা করে এরূপ বলে তবে সর্বাস্থায়ই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (খুলাসা : সপ্তদশ অনুচ্ছেদ)

৬১. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক। তারপর তার ভাই যদি এই ঘর ছেড়ে অন্য কোন ঘরে বসবাস করে তাহলে কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যদি ঐ ঘরের প্রতি বিদ্বেষের কারণে সে এরূপ কসম করে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি শুধু ভাইয়ের কারণে এরূপ কসম করে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি মহিলা ঐ ঘরে প্রবেশ করে যে ঘরে ভাই কসম খাওয়ার সময় বসবাস করত তবে এই ঘর যদি তখনও মালিকানাধীন থাকে, কিন্তু সে তাতে বসবাস করে না তাহলে এ অবস্থায়ও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু কসমের পর যদি এই ঘর বিক্রি বা হেবা করে দেওয়ার কারণে তার মালিকানা থেকে বাইরে চলে যায় তবে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি অমুক ব্যক্তির চৌকাঠের নিকটে ঘুর তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে বলল, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল, ঘরে প্রবেশ করা। তারপর সে যদি এর চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করে এবং তাদের ঘরে প্রবেশ না করে তবুও তালাক হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, অমুকের ঘরে তুমি প্রবেশ করলে তোমাকে তালাক। যদি বা কখন বলল না। তাহলে তৎক্ষণাৎ তার উপর তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি ঐ ঘরে প্রবেশ কর তবে আমার স্ত্রীগণ তালাক। তারপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে তার উপর এবং অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর তালাক পতিত হবে। শায়খ (র) বলেন, এটিই নির্ভরযোগ্য কথা। (খুলাসা : সপ্তদশ অনুচ্ছেদ)

৬২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর অপর ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অপবাদ আরোপ করল। তারপর সে একদা ঘরে প্রবেশ করে ঐ সন্দেহভাজন লোকটিকে ঘরের এক জায়গায় দেখতে পেল। তখন তার স্ত্রী ঘরের অন্য কোণে শায়িত ছিল। এরপর স্বামী ঘর থেকে বের হল এবং ঐ লোকটিও ঘর থেকে বের হল। অতঃপর বাদশাহ (অথবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি) মহিলার স্বামীর নিকট থেকে এ মর্মে শপথ নিল যে, সে অমুককে তার স্ত্রীর সাথে ধরতে পারেনি। তারপর ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম করে বলল, যে সে অমুককে তার স্ত্রীর সাথে ধরতে পারেনি তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার মালিকানাধীন যব থেকে কিছু শজি বিক্রেতার নিকট প্রেরণ কর তবে তুমি তালাক।



স্বামীর বাড়ীতে একটি গবাধি পশু ছিল যা যব খাওয়ায়ে লালন পালন করা হত। ঐ পশুটিকে যব খাওয়ানোর পর এক মুঠ পরিমাণ বেঁচে গেল। তারপর মহিলা নিজের যবের সাথে ঐ যবগুলো মিলিয়ে সবগুলোকে একত্রে শজি বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করল। স্বামী এরূপ করাকে অপসন্দ না করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা সাধারণতঃ এই পরিমাণ খাদ্য কসমের মধ্যে शामिल হয় না। আর যদি এই সামান্য পরিমাণের ব্যাপারেও স্বামী মনে কোন কার্পণ্য থাকে তবে তা কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে, কিন্তু বিশুদ্ধ মতে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি সে এগুলোকে নিজের যবের সাথে মিশ্রিত করে নেয়। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। (যহীরিয়া)

৬৩. মাসআলা : এক মহিলা তার স্বামীর উপর হারাম কাজের অপবাদ দিল। তখন স্বামী বলল, আমি যদি এক বছরের মধ্যে কোন হারাম কাজ করে থাকি তবে তুমি তালাক। তাহলে এই হারাম কাজের অর্থ হবে কারো সাথে সঙ্গম করা, যা মহিলা নিজে একজনের যৌনাঙ্গ অপরজনের যৌনাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করানো অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছে। আর মহিলা (স্ত্রী) একথা জানে যে, এই মহিলাটি তার স্বামীর দাসী নয় এবং তার স্ত্রীও নয়। অথবা এরূপ সঙ্গম করার ব্যাপারে চারজন সাক্ষী প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে কিংবা স্বামী নিজে এ ব্যাপারে একবার নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে। কেননা একাজ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যভিচার উপরোক্ত প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রমাণিত হয় না। এরূপ অবস্থায় স্বামী যদি বিচারকের নিকট একাজ করেছে বলে অস্বীকার করে এবং স্ত্রীর নিকটও কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তাহলে মহিলা বিচারকের সামনে তার স্বামীর নিকট থেকে এ ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করবে। যদি স্বামী শপথ করে নেয় তবে এই মহিলা তার স্বামীর সাথে ঘর সংসার করতে পারবে। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি কারো সাথে হারাম কাজ কর তবে তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিয়ে দিল। এরপর স্বামী নিজেই ইন্দতের অবস্থায় তার সাথে সহবাস করল, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর তালাক পতিত হবে। কেননা তাদের বিবেচনায় 'কারো সাথে' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে স্বামীও অন্তর্ভুক্ত আছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) উদ্দেশ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছেন। কাজেই তার যুক্তি অনুসারে তালাক হবে না। এর উপরই ফাতওয়া। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি কাউকে চুম্বন কর তবে তুমি তিন তালাক। তারপর স্ত্রী তার স্বামীকে চুম্বন করলে সে তালাক হয়ে যাবে। (খুলাসা)

৬৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার স্ত্রী হওয়ার পর হতে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যদি তোমার করমবন্দ কোন হারাম কাজের জন্য খুলে থাক তবে তুমি তালাক। তখন মহিলা বলল, একদা এক ব্যক্তি আমাকে ধরে নিয়ে জোরপূর্বকভাবে সঙ্গম করেছে। ফকীহগণ বলেন, যদি মহিলার অবস্থা এমন হয় যে, সে বাধা দিতে সক্ষম ছিল না। তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বাধা দিতে সক্ষম হলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি স্বামী তার কথা বিশ্বাস করে। এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি

হারাম কাজ করে গোসল করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে কোন অপরিচিতা মহিলার সাথে করমর্দন করল এবং এতে তার বীর্য স্থলিত হল; পরে সে গোসল করল। তবে মাশাইথে কিরাম বলেন, আশা করা যায় যে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর এ জাতীয় কসম সহবাস করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি অমুককে আমার ঘরে আনি তবে আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে কসমকারী ব্যক্তির নির্দেশে অমুক ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ না করবে তালাক হবে না। আর যদি বলে, যদি অমুক ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করে তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর অমুক ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করল, তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে কসমকারী ব্যক্তির অনুমতিতে প্রবেশ করুক বা তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করুক অথবা তার জ্ঞাতসারে প্রবেশ করুক কিংবা অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করুক সর্বাস্থায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬৫. মাসআলা : কেউ বলল, আমি যদি স্বশব্দে বায়ু ত্যাগ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর অনিচ্ছাকৃতভাবে তার স্বশব্দে বায়ু নির্গত হল, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হবে না। যেমন কেউ শপথ করল যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর তাকে জোরপূর্বক এই ঘরে ঢুকানো হল অথবা শপথ করল যে, সে এই ঘর থেকে বের হবে না। তারপর তাকে জোরপূর্বক এই ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, (মুহীত) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে খুশী করি তবে তুমি তালাক। তারপর স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করল। অতঃপর স্ত্রী বলল, সে আমাকে খুশী করেছে তবে তালাক হবে না। কেনন আমরা জানি যে, এ বক্তব্যে সে মিথ্যাবাদী। স্বামী তার স্ত্রীকে এক হাজার টাকা দেওয়ার পর স্ত্রী যদি বলে সে আমাকে খুশী করেনি তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, হতে পারে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট দুই হাজার টাকা চেয়ে ছিল। কাজেই এই অবস্থায় এক হাজার টাকায় খুলা হওয়ার কথা নয়। (মুহীত : সারাখসী : গালি ও প্রহার করা সম্বন্ধে কসম করার বিবরণ)

৬৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তোমার কোন আত্মীয় আমার ঘরে প্রবেশ করে তবে তুমি তালাক। তারপর স্বামীও স্ত্রীর উভয়ের আত্মীয় এমন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করল, কারো কারো মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা আত্মীয় এক অভিভাজ্য বিষয়। কাজেই এ জাতীয় ব্যক্তি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই পূর্ণ আত্মীয় আংশিক নয়। আর কোন কোন ফকীহ বলেন, এরূপ অবস্থায় দেখতে হবে; যদি ঐ ব্যক্তি পুরুষের কাজের ব্যাপারে এসে থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি মহিলার কাজের ব্যাপারে এসে থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক মহিলা তার স্বামীর কোন একটি কাপড় টেনে নেওয়ার পর তার স্বামী বলল, যদি আজকের ভিতরে তুমি ঐ কাপড়টি ফেরৎ না দাও তবে তুমি তালাক। তারপর ঐ কাপড়টি ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গেল। ইতিমধ্যে স্বামীও তার নিকট গেল। তখন মহিলা গাটুরী থেকে কাপড়টি নিচ্ছিল স্বামীকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু স্বামী তার অপেক্ষা না করে নিজেই গাটুরী থেকে কাপড়টি



তুলে নিল অথবা মহিলা কাপড়টি স্বামীর হাতে ন্যাস্ত করার পূর্বে সে নিজেই তা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তবে ইস্তিহসান (استحسان) অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। শায়খ ফকীহ আবুল লায়স (র) এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। (যহীরিয়া)

৬৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমার জননেত্রী তোমার জননেত্রী হতে উত্তম না হয় তবে তুমি তালাক। তারপর স্ত্রী বলল, যদি আমার জননেত্রী তোমার জননেত্রী হতে সুন্দর না হয় তবে আমার দাসী আবাদ। শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফয়ল (র) বলেন, এইরূপ কথোপকথনের সময় যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দাঁড়ানো থাকে তাহলে মহিলা তার কসমে সত্যবাদী সাব্যস্ত হবে এবং স্বামীর কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে তবে স্বামী তার কসমে সত্যবাদী হবে, কিন্তু মহিলার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা দণ্ডায়মান অবস্থায় স্ত্রীর জননেত্রী স্বামীর জননেত্রী হতে সুন্দর থাকে। আর উপবিষ্ট অবস্থায় বিষয়টি এর বিপরীত। যদি পুরুষ ব্যক্তি দাঁড়ান অবস্থায় থাকে আর মহিলা বসা অবস্থায় থাকে তবে ফকীহ আবু জাফর (র) বলেন, এর সমাধান কি হবে তা আমার জানা নেই। তিনি বলেন, আমার মতে তাদের প্রত্যেকের কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা তাদের প্রত্যেকের কসম সত্য হওয়ার জন্য শর্ত হল, তাদের কোন একজনের জননেত্রী অন্যেরটির তুলনায় সুন্দর হওয়া। আর تعارض (সংঘাত) এর সময় একটি অপরটির তুলনায় সুন্দর হতে পারে না। কাজেই তাদের প্রত্যেকের কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক মাতাল ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি অমুকের নিকট তোমার নিকটের তুলনায় মোটা না হয় তুমি তালাক। তাহলে শায়খ আবু বকর ইসফাক (র) বলেন, এটি এমন একটি বিষয় যা জানা এবং অনুমান করা সম্ভব নয়। কাজেই এই বক্তব্যের কারণে স্বামীর কসম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬৮. মাসআলা : কেউ যদি তার দুই স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, তোমাদের যার জননেত্রী অধিক প্রশস্ত হবে তাকে তালাক। তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে যে হালকা পাতলা তার উপর তালাক পতিত হবে। শায়খ ইমাম যহীরুদ্দীন (র) বলেন, তাদের মধ্যে যে রূপ তথা ঠাণ্ডার রোগে আক্রান্ত তার উপর তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়ার পর স্ত্রী স্বামীকে বলল, আমি তোমার সর্দার। এ কথা শুনে স্বামী বলল, যদি বিষয়টি এমনই হয় তবে তোমাকে তালাক। যদি মহিলা তার থেকে উত্তম না হয় তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা শ্রেষ্ঠত্ব ইলম, ফযীলত এবং বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। (মুহীত : সারাখসী) দুই ব্যক্তি পরস্পর একে অপরকে বলল, যদি আমার মাথা তোমার মাথার চেয়ে ভারী না হয় তবে আমার স্ত্রী তালাক। ফকীহগণ বলেন, এটা চিনবার পদ্ধতি হল, তারা উভয় ব্যক্তি ঘুমানোর পর তাদেরকে ডাকা হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে যে আগে জবাব দিবে তার মাথার তুলনায় অন্য ব্যক্তির মাথা অধিক ভারী বলে প্রমাণিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : তালাকের বিবরণ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমার জননেত্রী লোহার থেকে শক্ত না হলে

তোমাকে তালাক, তবে এতে ঐ মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা ব্যবহারের কারণে জননেত্রী ক্রমে ক্ষীণ ও শীর্ণ হয় না। (খুলাসা : কিতাবুল তালাক)

৬৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি যিয়াফতের খাদ্যের ব্যবস্থা করল। তখন অপর-গ্রামের এক ব্যক্তি আসল। তাকে দেখে মেয়বান বলল, এই আগন্তুক এর জন্য আমি যদি একটি গরু যবাহ না করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এই নবাগত ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের আগেই সে যদি একটি গরু যবাহ করে, তবে তার কসম পূর্ণ হবে। আর যদি তা না করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সে যদি তার স্ত্রীর গাভী যবাহ করে তাহলে তার কসম পূর্ণ হবে না। কিন্তু যদি তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন ভালবাসা থাকে যে তারা নিজেদের মালামাল পৃথক করে রাখেন না এবং একজনে অপরজনের মালামাল নিয়ে গেলে পরস্পর তারা বিবাদেও লিপ্ত হয় না, তাহলে আমি আশাবাদী যে তা কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি মেয়বান ব্যক্তি নবাগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিজের গরু যবাহ করে কিন্তু এর গোশত দ্বারা তাকে আপ্যায়ণ না করে এবং আগন্তুক ব্যক্তি যে গ্রাম থেকে এসেছে সে গ্রাম যদি এই গ্রামের কাছাকাছি হয়, তবে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা কসম পূর্ণ হওয়ার শর্ত এ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি দুই গ্রামের দূরত্ব সফরের দূরত্বের অনুরূপ পরিমাণ হয় তবে আমার আশংকা হয় হয়তো কসম পূর্ণ হবে না। কেননা এ জাতীয় মানুষ সফর করে আসলে সাধারণত এর জন্য যিয়াফতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কাজেই এর পরবর্তী যিয়াফতের উপর এই কসম প্রযোজ্য হবে। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা) কেউ বলল, আমি যদি অমুককে এই ঘরে প্রবেশ করতে দেই তবে আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে কসমকারী ব্যক্তি যদি এই ঘরের হয়, তবে তার কসম পূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত হল, কথাও কাজের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ঐ ঘরে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা। সাদরুশ শহীদ (র) নিজ 'ওয়াকি' আত' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, তার কসম পূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত হল বাধা দেওয়ার অধিকারী হওয়া। ঘরের মালিক হওয়া জরুরী নয়। কসমকারী ব্যক্তি যদি বাধা প্রদানের অধিকারী হয় তবে তাকে বাধাদান করা এবং বারণ করা উভয়ই ওয়াজিব। আর-সে যদি বাধা দেওয়ার অধিকারী না হয় তবে এই কসম বাধা দেওয়ার উপর প্রযোজ্য হবে। বারণ করার উপর প্রযোজ্য হবে না। শায়খ ইমাম যহীরুদ্দীন (র) বাধা দেওয়ার মালিক হওয়াকে শর্ত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং এর উপরই ফাতওয়া। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক যদি আমি কোন ওয়র বা বিশেষ জরুরত ছাড়া তোমার সাথে সহবাস করি। তারপর সে যদি যোনি দ্বার ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে তার সাথে সঙ্গম করে ফেলে তবে তার ভুলক্রমে এরূপ করা ওয়র হিসাবে গণ্য হবে। (যখীরা)

৭০. মাসআলা : এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, তুমি উধাও হয়ে যাও। অথচ আমার জন্য কোন খোরপোষ রেখে যাও না। এ কথা শুনে স্বামী তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে গেল। তারপর স্ত্রী বলল, আমি তো এমন কোন গুরুতর কথা বলিনি যার



ফলে তোমাকে রাগ করতে হবে। তখন স্বামী বলল, এটা যদি গুরুতর কথা না হয় তবে তুমি তালাক। এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য যদি মুজাযাত তথা শর্তহীনভাবে তালাক প্রদান করা হয়ে থাকে তবে তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর যদি এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য তা'লীক তথা শর্তযুক্ত করে তালাক প্রদান করা হয় তবে ফকীহগণ বলেন, তার স্বামী যদি এমন সম্মানিত ব্যক্তি হয় যার ক্ষেত্রে এই অভিযোগ লজ্জাজনক বিষয় তাহলে তালাক হবে না। আর যদি স্বামী সেরূপ সম্মানিত ব্যক্তি না হয়, তবে তালাক পতিত হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এখনই না উঠ এবং আমার পিতা বাড়ীর দিকে রওয়ানা না কর তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলা যদি স্বামীর বের হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়ায় এবং কাপড় পরিধান করে বের হয়ে যায়। অতঃপর আবার ফিরে এসে বসে। এরপর তার স্বামী রেব হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে মহিলা পেশাব করার জন্য দৌড়িয়ে যায় এবং পেশাব করে। তারপর বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কাপড় পরিধান করে তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি উভয়ে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকে এবং এতে অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর মহিলা উঠে কাপড় পরিধান করে রওয়ানা করে, তাহলেও তৎক্ষণাৎ রওয়ানা করা বাতিল হবে না। যদি নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকায় মহিলা নামায পড়ে নেয়, তবে শায়খ নাসীর (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (যহীরিয়া) এর উপরই ফাতওয়া। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৭১. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আজ দুই রাক'আত নামায না পড় তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে নামায শুরু করার আগে অথবা এক রাক'আত নামায আদায় করার পর ঋতুমতী হয়ে গেল। তাহলে শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, যদি কসমের সময় হতে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত এই পরিমাণ সময় সে পেয়ে থাকে যাতে সে দুই রাক'আত নামায আদায় করতে পারত, তবে সকলের মতে তার কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। এবং সে মহিলার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি এতদুভয়ের মধ্যে সময়ের পরিমাণ এর চেয়ে কম হয় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কসম সংঘটিত হবে না। এবং তার উপর তালাকও পতিত হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে কসম সংঘটিত হবে এবং তালাকও পতিত হবে। সহীহ বর্ণনা অনুসারে সকলের মতে কসম সংঘটিত হবে এবং তালাকও পতিত হবে। (তাতারখানিয়া, যখীরা এর সূত্রে) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার দিরহামসমূহ চুরি করছো। স্ত্রী বলল, তাওবা। অতঃপর স্বামী বলল, তুমি যদি আমার কিছু দিরহাম উঠিয়ে নিয়ে থাক তবে তুমি তালাক। তারপর স্ত্রী ঘর ঝাড় দেওয়ার সময় দিরহামের একটি থলি মাটিতে পড়া অবস্থায় পেল এবং তা উঠিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিল এবং স্বামীকে জানিয়েও দিল যে, আমি এগুলো তোমাকে না দেওয়ার জন্য নয় বরং দেওয়ার জন্য উঠিয়ে রেখেছি। শায়খ বলেন, আমি আশাবাদী এতে তালাক পতিত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার থলে থেকে কিছু

দিরহাম উঠিয়ে নিয়ে যাও তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলা থলের মুখ খুলে নিজ কন্যাকে হুকুম করল এ থলে থেকে দিরহাম উঠিয়ে নিয়ে নাও। অতঃপর সে তা থেকে কিছু দিরহাম নিয়ে গেল। তাহলে কিতাবে আছে, আমার আশংকা হয় হয়তো এতে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে।

৭২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার থলে থেকে দিরহাম চুরি করার ব্যাপারে তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করে তাকে বলল, তুমি যদি আমার কিছু দিরহাম উঠিয়ে নিয়ে থাক তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর স্ত্রী তার স্বামীর ঐ দিরহামগুলো কোন একটি রুমালে পেয়ে তা উঠিয়ে নিল। অতঃপর সে তা অপর এক মহিলাকে প্রদান করে বলল, তুমি এখানে থেকে কিছু দিরহাম নিয়ে নাও। তারপর ঐ আদিষ্ট মহিলা এখান থেকে কিছু দিরহাম তুলে নিয়ে রুমালটি আবার আদেশদাতা মহিলার নিকট ফেরৎ দিল। তাহলে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি এক বছরের মধ্যে তুমি আমার কিছু দিরহাম চুরি করে থাক তবে তুমি তালাক। তারপর স্বামী তাকে কতগুলো দিরহাম দিল পরীক্ষা করে দেখার জন্য। স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতসারে যেখানে থেকে কিছু দিরহাম রেখে দিল। অতঃপর স্বামী তাকে বলল, তুমি এখান থেকে কোন দিরহাম রেখেছো কি? সে বলল, হ্যাঁ, তবে চুরি করার জন্য নয়। তারপর সে ঐ দিরহামগুলো স্বামীর নিকট ফেরৎ দিয়ে দিল। এ অবস্থায় স্বামী মজলিস থেকে চলে যাওয়ার পর সেগুলো তার নিকট হস্তান্তর করে থাকলে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি মজলিস থেকে চলে যাওয়ার আগে তা তার হস্তান্তর করা হয়ে থাকে, তবে তালাক পতিত হবে না। আর স্ত্রী যদি দিরহাম চুরি করার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলেও তালাক পতিত হবে। যদি কোন মহিলা স্বামীর ব্যাগ থেকে দিরহাম নিয়ে তা দ্বারা গোশ্বত খরীদ করে নেয়। তারপর কসাই ঐ দিরহামগুলো নিজের দিরহামের সাথে মিশিয়ে ফেলল। অতঃপর স্বামী বলল, তুমি যদি আজকের দিনের ভিতরে ঐ দিরহামগুলো আমার নিকট ফেরৎ না দাও তাহলে তোমাকে তিন তালাক। তারপর দিনটি অতিবাহিত হয়ে গেলে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে এই তালাক থেকে মুক্তি পাওয়ার কৌশল হচ্ছে, মহিলা কসাইর নিকট থেকে তার দিরহামের ব্যাগটি নিয়ে তার স্বামীর নিকট হস্তান্তর করে দিবে, তাহলে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৭৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, দিরহামগুলো কি করেছো? স্ত্রী বলল, আমি এর দ্বারা গোশ্বত খরীদ করেছি। তারপর স্বামী বলল, এই দিরহামগুলো আমার নিকট ফেরৎ না দিলে তুমি তালাক। অথচ ঐ দিরহাম কসাইর হাত থেকে অন্যের হাতে চলে গিয়েছে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এ কথা জানা না যাবে যে এ দিরহাম গলিয়ে ফেলা হয়েছে বা তা সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক মহিলা তার স্বামীর ব্যাগ থেকে কিছু দিরহাম চুরি করে তা অন্যের দিরহামের সাথে মিশিয়ে ফেলল। এ অবস্থায় স্বামী তাকে বলল, তুমি যদি আমার দিরহামগুলো হব্ব আমার



নিকট ফেরৎ না দাও তাহলে তুমি তালাক। তারপর স্ত্রী যদি এক এক দিরহাম করে ফেরৎ দেয়, তাহলে হুবহু সেই দিরহামই ফেরৎ দিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। (হাভী) এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর কাছে কিছু দিরহাম রাখল। তারপর তা স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরৎ গ্রহণকালে স্বামী তার উপর অপবাদ দিল এবং বলল, তুমি আমার এই দিরহাম থেকে কিছু নিয়ে থাকলে তোমাকে কি তিন তালাক দিব? জবাবে স্ত্রী বলল, হাসতম্ (আমি আছি)। তারপর দেখা গেল যে, সে দিরহাম উঠিয়ে নিয়েছে। এই কথার দ্বারা কসম ভঙ্গ হওয়ার সময় তালাক পতিত করা স্বামী উদ্দেশ্য হলে, তালাক সে অনুসারেই পতিত হবে। আর যদি এ কথার দ্বারা শুধু তাকে ভয় দেখানো উদ্দেশ্য হয়, যাতে সে বিষয়টি স্বীকার করে তবে তালাক পতিত হবে না। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৭৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার পুত্রকে বলল, তুমি যদি আমার কোন মাল চুরি কর তবে তোমার মাকে তালাক। তারপর সে পিতার ঘর থেকে ইট চুরি করল, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এই সামান্য বিষয়েও পিতা যদি পুত্রের নিকট কার্পণ্য প্রদর্শন করে তবে তার মা এর উপর তালাক পতিত হবে। তারপর এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি কোন উত্তর দিলেন, না। তাকে বলা হল, ইমাম আবু ইউসুফ (র) তো এরূপ জবাব দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র) ছাড়া এমন সুন্দর কথা কে বলতে পারে আর? এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি কোন কিছু ক্রয় করার জন্য তোমাকে দিরহাম প্রদান করি, তবে তুমি তালাক। তারপর সে তাকে দিরহাম দিয়ে বলল, এগুলো অমুকের নিকট দাও সে তোমাকে কিছু ক্রয় করে দিবে। তারপর তার কসমের কথা মনে পড়ল। অমনি স্বামী তার স্ত্রীর নিকট দিরহাম ফেরৎ চাইল। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি নিজে এর দ্বারা কিছু খরীদ করে থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি নিজে খরীদ না করে থাকে, অন্যে তার জন্য খরীদ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘর হতে ওই ঘরে কোন কিছু পাঠাও তবে তুমি তালাক। তারপর কসমকারী ব্যক্তি তার দাসীকে হকুম করল ঐ ঘরের লোক কিছু চাইলে তাদেরকে দিও। অতঃপর ঐ ঘরের এক ব্যক্তি এসে কিছু চাইল। দাসী তা দিয়ে দিল। তারপর মুনীব তা জানল এবং এ কাজ তার নিকট খুব খারাপ লাগল এবং এতে সে রাগান্বিত হল। তখন স্ত্রী স্বামীর দাসীকে বলল, তুমি যাও এবং মুনীবের ঘর হতে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু নিয়ে ঐ ঘরে পৌঁছিয়ে দাও। অতঃপর দাসী তা পৌঁছিয়ে দিল। এ অবস্থায় মাশাইখে কিরাম বলেছেন, যদি দলিল প্রমাণ দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, এ কাজ দাসী তার মুনীবের জন্যই করেছে, মুনীবের স্ত্রীর আনুগত্য করার উদ্দেশ্য নয়, তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি জানা যায় যে, সে একাজ মুনীবের স্ত্রী আনুগত্য করার লক্ষ্যে আজ্ঞাম দিয়েছে তবে কসমকারী কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এক্ষেত্রে কোন ব্যাপারেই দলীল প্রমাণ না থাকে, তবে এ সম্বন্ধে দাসীকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এবং সে যা বলবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিতাবে অনুরূপ

বর্ণিত রয়েছে। মাওলানা (র) বলেন, এই মাসআলার ধরণ এরূপ হবে যে, ঐ ঘরের লোকেরা দাসীর নিকট কোন বস্তু চাইল। কিন্তু সে তা দিল না। বরং অস্বীকার করল। অতঃপর এ সম্বন্ধে মুনীব কসমকারী ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর দাসীকে বলল, তুমি এর চেয়েও উত্তম বস্তু স্বামীর ঘর থেকে নিয়ে ঐ ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। মাসআলার বাকী অংশ পূর্বে যা উক্ত হয়েছে অনুরূপই তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭৫. মাসআলা : এক ধোপার দোকান হতে কারো একটি কাপড় হারানো গেল। ধোপা এ ব্যাপারে দোকানের এক কর্মচারীকে দায়ী করল। তখন কর্মচারী কসম করে বলল, আমি যদি তোমার ক্ষতি করে থাকি তবে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক। অথচ কর্মচারীই ঐ কাপড়টি তুলে নিয়েছে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঐ কর্মচারীর স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তিকে ছিনতাইকারীরা ধরে তার নিকট যে দিরহাম ছিল তা সবই নিয়ে গেল এবং তার দ্বারা এ মর্মে কসম করাল যে, তার নিকট এই ছিনিয়ে নেওয়া দিরহাম ছাড়া আর কোন দিরহাম নেই। যদি থাকে তাহলে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক। এ অবস্থায় যদি তার নিকট তিন দিরহাম থেকে কম থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি তার নিকট তিন বা তিনের অধিক দিরহাম থাকে এবং সে যদি তালাকের ব্যাপারে কসম করে থাকে, তাহলে তালাক পতিত হবে, যদি সে না জানে। আর যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে তাহলে তার উপর কোন কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে যদি এই শপথের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে তবে এই কসম 'ইয়ামীনে গামুস' (اليَمِينِ الغَمُوسِ) হিসাবে গণ্য হবে।<sup>১</sup> আর যদি জ্ঞাত না থাকে তবে এই কসম 'ইয়ামীনে লাগব' অর্থাৎ অর্থহীন শপথ বলে গণ্য হবে। যদি ছিনতাইকারী কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তি ফার্সী ভাষায় এরূপ বলে اكر بامن اگر بامن (যদি আমার নিকট কোন দিরহাম থাকে) তাহলে তোমাকে<sup>২</sup> তালাক। এ অবস্থায় যদি তার নিকট এক বা ততোধিক দিরহাম থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত মাসআলা হকুম প্রযোজ্য হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি اكر بامن سيلم است (যদি আমার নিকট রৌপ্য থাকে) বলে তবে যদি তার নিকট রৌপ্যের এমন কোন জিনিষ থাকে যা তারা জানতে পারলে ছিনিয়ে নিবে বলে আশংকা আছে, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

৭৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি থেকে ছিনতাইকারীরা হামলা করে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে গল এবং তাকে এ মর্মে কসম করাল যে, যদি সে তাদের ব্যাপারে কাউকে জানায় তবে তার স্ত্রী তালাক। তারপর রাস্তায় কোন কাফেলার সাথে দেখা হবার পর সে তাদেরকে বলল, রাস্তায় নেকড়ে আছে। এতে তারা বুঝে গেল এবং অন্য পথে রাস্তা অতিক্রম করতে আরম্ভ করল। এ অবস্থায় নেকড়ে বলে সে যদি ডাকাতদেরকে বুঝিয়ে

১. জেনেগুনে কসম খাওয়া, ইয়ামীন না কসমের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

২. নিজের স্ত্রীকে সোধোদন করে বলল।



থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এ কথার দ্বারা আসল নেকড়ে বাঘের কথা উদ্দেশ্য করে থাকে যেন তারা ফিরে যায় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কেউ বলে, আজ রাত এক দল লোক এসে আমার সর্বস্ব নিয়ে গিয়েছে এবং তারা আমার থেকে এ মর্মে শপথ নিয়েছে যে, আমি তাদের কারো নাম প্রকাশ করব না। এখন তারা আমার সাথে এই গলিতেই আছে এবং সে যদি তাদের নামসমূহ হাতে লিখে দেয় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে এভাবে কৌশল অবলম্বন করা যায় যে, তার প্রতিবেশীদের নাম কাগজে লিখে তার সামনে পেশ করা হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এটাই কি ঐ ছিনতাইকারী লোক? সে বলবে না। অবশেষে যখন তাদের নাম আসবে তখন সে চুপ করে থাকবে অথবা বলবে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলব না, তাহলে কারা ছিনতাই করেছে তাও পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তার প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হবে না। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৭৭. মাসআলা : এক ব্যক্তির একটি কাপড় ছিল। ঐ কাপড়টি কোন চোর অথবা ছিনতাইকারী চুরি বা ছিনতাই করে নিয়ে গেল। অতঃপর কাপড়ের প্রতি ইশারা করে বলল, কাপড়টি যদি আমার হয় তবে আমার স্ত্রী তালাক। উপরোক্ত মাসআলার তিন অবস্থা হতে পারে। যদি কাপড়টি অক্ষত আছে বলে, তার জানা থাকে তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি কাপড়টি নষ্ট হয়ে গেছে বলে তার জানা থাকে, তবে তালাক পতিত হবে না। যদি কোনটাই জানা না থাকে তবে এই অবস্থাও তালাক পতিত হবে। কেননা কাপড় থাকাই হল মূল। (তাজনীস ও মযীদ) কেউ বলল, আমি যদি কাউকে নবীয দেই তবে আমার স্ত্রী এই (তালাক) তবে নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে। অর্থাৎ দেওয়ার দ্বারা পান করানোর নিয়্যত করে তবে হাদিয়া দেওয়ার কারণে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি হাদিয়া দেওয়ার নিয়্যত করে থাকে তবে পান করানোর কারণে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কোন কিছুই নিয়্যত না করে তবে হাদিয়া দেওয়া যা পান করা এতদুভয়ের যে কোন একটি করলেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (খায়ানাতুল মুফতিয়ীনঃ কসম অধ্যায় : পান করার ব্যাপারে কসম করা অনুচ্ছেদ)

৭৮. মাসআলা : 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী শরাব পান করার কারণে ভর্ৎসনা করল। অতঃপর সে বলল, আমি যদি স্থায়ীভাবে শরাব পান ছেড়ে দেই তবে তুমি তালাক। এই কথার দ্বারা তার সংকল্প যদি এরূপ হয় যে, সে শরাব পান কখনো ছাড়বে না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি সে আর কখনো শরাব পান না করে (খুলাসা : ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ) বন্ধ ব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিল। পরে যখন সে সুস্থ হল তখন বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। তারপর বলল, আমার এই কথা বলার কারণ হল, আমি সন্দেহ করেছি যে, বন্ধব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় আমি যে কথা বলেছি তা হয় তো পতিত হয়ে গিয়েছে। এই কথা সে যদি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলে তবে তা বিশ্বাস করা হবে। অথ্যায় বিশ্বাস করা হবে না। এক বালক বাল্যকালে বলল, আমি যদি কোন নেশার বস্তু পান

করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর সে বাল্যকালেই নেশার বস্তু পান করল তাহলে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি তার শ্বশুর এ কথা শুনে বলে যে, আমার কন্যা তোমার কসমের কারণে তোমার উপর হারাম হয়ে গিয়েছে। বালক জবাব দিল, হাঁ, হারাম হয়ে গিয়েছে। তবে এ কথা বালিগ অবস্থায় তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। অতঃপর এক তালাক কিংবা তিন তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ বালকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম যহীরুদ্দীন (র) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই মাসআলায় এবং বন্ধব্যাধি মাসআলার তালাক পতিত হবে না বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। কেননা যে কথার উপর ভিত্তি করে তালাক দেওয়ার ফাতওয়া প্রদান করা হবে তা তো *غير واقع* অর্থাৎ এমন বস্তু যা পতিত হয়নি। সুতরাং তালাক পতিত হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৭৯. মাসআলা : কেউ শপথ করে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার অনুমতি ছাড়া বের হও তবে তুমি তালাক। এতে মহিলা ক্রোধান্বিতা হয়ে বের হওয়ার জন্য উদ্যত হল। তখন স্বামী বলল, তাকে ছেড়ে দাও, সে বের হয়ে যাক। একথা বলার সময় তার কোন নিয়্যত ছিল না। তবে এতে অনুমতি সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য যদি এ কথার দ্বারা অনুমতি প্রদানের নিয়্যত করে, তাহলে ঘটনা প্রেক্ষিতে অনুমতি সাব্যস্ত হবে। স্বামী যদি গোস্বার অবস্থায় তার স্ত্রীকে বের হয়ে যাও বলে তবে এ কথার দ্বারা বের হওয়ার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে অনুমতি প্রতীয়মান হবে। কিন্তু যদি সে নিয়্যত করে যে, তুমি বের হও যাতে তুমি তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাও, তাহলে তার নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে। (খুলাসা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমার বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বের হও তবে তুমি তালাক। তারপর স্বামী কোন ভিক্ষুকের ভিক্ষা প্রার্থনা করার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলল, ভিক্ষুককে এই টুকরাটি দিয়ে দাও। তাহলে ভিক্ষুক যদি এমন জায়গায় হয় যে, ঘর থেকে বের না হয়ে তাকে ভিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে ঘর থেকে বের হয়ে ভিক্ষা দেওয়াতে ঐ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি ঘর থেকে বের হওয়া ব্যতিরেকে ভিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় তবে এমতাবস্থায় বের হলে তার উপর তালাক পতিত হবে। যার যদি স্বামীর অনুমতি দেওয়ার সময় ভিক্ষুক এমন স্থানে থাকে যে, ঘর হতে বের না হয়েও তাকে ভিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু পরে আবার ঐ ভিক্ষুক রাস্তায় চলে যায়। এখন মহিলা ঘর থেকে বের হয়ে যদি তাকে ভিক্ষা প্রদান করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞার খেলাফ হবে এবং তালাকও পতিত হবে।

৮০. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার অনুমতি ছাড়া এই ঘর হতে বের হও তবে তুমি তালাক। একথা শুনে স্ত্রী বলল, তুমি চাও যে, আমি ঘর হতে বের হয়ে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাই। তখন স্বামী বলল, হাঁ, আমি তাই চাই। তারপর সে বের হল। তবে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা স্বামী ধমক দেওয়ার জন্য একথা বলেছে, অনুমতি দেওয়ার লক্ষ্য নয়। যদি মহিলা ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়ায় এবং তার পায়ের কিছু অংশ এইভাবে থাকে যে, দরজা বন্ধ করে দিলে সে বাইরে



পড়ে যাবে। এ অবস্থায় যদি তার শরীরের ভার বা ওজন পায়ের ঐ অংশের উপর থাকে যা ভিতরের দিকে অথবা উভয় পায়ের উপর যদি শরীরের ভার থাকে তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি শরীরের ভার পায়ের ঐ অংশের উপর থাকে যা বাইরের দিকে তবে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘর থেকে আমার অনুমতি ব্যতিরেকে বের হও তবে তোমাকে তালাক। অতঃপর সে তাকে আরবী ভাষায় অনুমতি প্রদান করল। অথচ স্ত্রী আরবী জানে না। তারপর স্ত্রী ঐ ঘর থেকে বের হল, তবে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। যেমন ঘুমন্ত বা অনুপস্থিত স্ত্রীকে অনুমতি দেওয়ার পর সে যদি ঘর থেকে বের হয় তবে তালাক হয়ে যায়। (নাওয়াযিল) 'আসল' গ্রন্থের শপথ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এমনভাবে অনুমতি প্রদান করে যে, সে তা শুনতে পায়নি তবে এটা অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে না। এ অবস্থায় সে যদি বের হয়ে যায় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক যদি তুমি আমার আদেশ ছাড়া ঘর থেকে বের হও। তাহলে অনুমতি এইভাবে হতে হবে যে, স্বামী স্ত্রীকে এইভাবে বলবে যাতে সে শুনতে পায় অথবা দূত প্রেরণ করে তাকে শুনিয়ে দিবে। স্বামী যদি অনুমতি দানের উপর একদল লোককে সাক্ষী রাখে তবে তা অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে না। এতদসত্ত্বেও অনুমতি দানের সাক্ষীগণ যদি স্ত্রীর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয় যে, তোমার স্বামী তোমাকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ স্বামী তাদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানোর অনুমতি দেয়নি, এ অবস্থায়ও মহিলা যদি বের হয়ে যায় তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী তাদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানোর অনুমতি প্রদান করে এবং এর পর সে বের হয় তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে এই ঘর থেকে বের হও তবে তুমি তালাক। উল্লেখ্য যে, স্বামীর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং সন্তুষ্টির কথা স্ত্রীর শ্রবণ করা শর্ত নয়; বরং স্বামী যদি বলে, আমি এ ব্যাপারে রাজী আছি এবং এরপর স্ত্রী যদি বের হয় তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। যদিও সে একথা না শুনে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

৮১. মাসআলা : 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমার অনুমতি ছাড়া বের হও তবে তুমি তালাক। তারপর স্ত্রী তার কোন আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট অনুমতি কামনা করল এবং স্বামী তাকে অনুমতি প্রদান করল। কিন্তু স্ত্রী তখন বের না হয়ে ঘর ঝাড় দিতে গিয়ে দরজার বাইরে গেল তাহলে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি প্রদানের সময় বাইরে না গিয়ে অন্য সময় ঐ আত্মীয়ের বাড়িতে যায়, যার বাড়িতে যাওয়ার জন্য স্বামী অনুমতি প্রদান করেছে তাহলে আশংকা আছে, স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়ে যেতে পারে। কেননা সাধারণতঃ উপস্থিত সময়ের জন্যই অনুমতি প্রদান করা হয়ে

থাকে। অন্য সময়ের জন্য নয়। (মুহীত) এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে শহরের বাইরে যাবে না। যদি বাইরে যায় তবে তার আয়িশা নামী স্ত্রী তালাক। অথচ তার স্ত্রীর নাম ফাতিমা। এ অবস্থায় সে যদি শহরের বাইরে যায় তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার আহল তথা পরিবারের নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে তবে তার আহলের মধ্যে তার মাতাপিতা ধর্তব্য হবে। যদি তাঁরা জীবিত না থাকে তবে তাঁর মহলের মধ্যে তার ঐ সব আত্মীয় ধর্তব্য হবে, যাদের সাথে তার বিবাহ শাদী হারাম। আর যদি স্ত্রীর পিতামাতা জীবিত থাকে। কিন্তু তাদের ঘর পৃথক পৃথক স্থানে অর্থাৎ স্ত্রীর পিতা তার মাকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছে এবং তার মাও অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয়ে তার বাড়িতে বসবাস শুরু করে দিয়েছে, তবে এ অবস্থায় উক্ত স্ত্রীর আহল তার পিতার গৃহে হবে। (খুলাসা)

৮২. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি বের হও তবে তালাক পতিত হবে। অতঃপর স্ত্রী ঘর থেকে বের হলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তালাকের ইযাফত (সম্বোধন) স্ত্রীর প্রতি করা হয়নি। (কিন্য়া : তা'লীক ও তানজীয তালাকের বিবরণ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার অনুমতি ছাড়া এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও তবে তুমি তালাক। তারপর নদীর ভাঙ্গনে ঐ ঘর ডুবে গেল বা আগুন লেগে জ্বলে গেল। অতঃপর নিরুপায় হয়ে মহিলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এ অবস্থায় স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (কিন্য়া : কোন কাজের ব্যাপারে শপথ করার বিবরণ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার অনুমতি ব্যতীত এই বাড়ী থেকে বের হও তবে তুমি তালাক। এই মহিলা তার মালিকানাধীন কোন বস্তু নির্ধারিত মেয়াদের ভিত্তিতে বন্ধক রেখেছিল। অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট বাড়ী থেকে বের হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামী তাকে বলল, তুমি এখান থেকে কিছু দিরহাম নিয়ে যাও এবং বন্ধকী বস্তু উসূল করে নাও। তারপর সে গেল কিন্তু মুরতাহিন (যার নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে)-কে পেল না। এ কারণে তার বারবার আসা-যাওয়া করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ফলে সে বারবার আসা-যাওয়া করেছে, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। ইমাম নাসাফী (র) অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন। (খুলাসা)

৮৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি তুমি আমার অনুমতি ছাড়া এই ঘর থেকে বের হও অথবা আমার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অথবা আমার অবগত ব্যতিরেকে অথবা বলল, তুমি তালাক যদি তুমি আমার অনুমতি ছাড়া এই ঘর থেকে বের হও। অর্থাৎ এই জাতীয় কথা বলার ক্ষেত্রে لا باذننى বা بغير اذننى বলা সবই সমান। কেননা لا এবং بغير উভয় শব্দই ইস্তিসনাত (استثناء) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উভয় শব্দের হুকুম এটিই হবে যে, একবার অনুমতি প্রদান করার দ্বারা কসম

১. অবশ্য, কিন্তু ইত্যাদি শব্দ দ্বারা পূর্ব বাক্যের অর্থ হতে বের করা বা ব্যতিক্রমের আওতায় বুঝানো। (সম্পাদক)



শেষ হয় না। অতএব একবার অনুমতি প্রাপ্তির পর মহিলা যদি একবার বের হয় তারপর অনুমতি ছাড়া আবার বের হয় তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি শরীরের চাদর জড়ানো ছাড়া এই ঘর থেকে বের হও তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে চাদর ছাড়াই বের হল, তবে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। (মুহীত)

৮৪. মাসআলা : স্ত্রীকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করার পর সে বের হওয়ার পূর্বেই যদি আবার তাকে নিষেধ করে দেয়, এরপর স্ত্রী যদি বের হয়, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে) স্বামী তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদানকালে যদি لا باذن (আমার অনুমতি সাপেক্ষে) বলার দ্বারা একবার বের হওয়ার অনুমতি প্রদানের নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ফাতওয়া এই কথার উপরই। কেননা এটি সাধারণত ব্যবহারের বিপরীত কথা। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হওয়ার কৌশল হল এই যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে বলবে, 'যতবার তুমি বের হবে আমি তোমাকে ততবারেই অনুমতি প্রদান করলাম অথবা বলবে যখনই তুমি বের হবে আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করলাম। এ অবস্থায় মহিলা যতবারই বাইরে বের হবে কোন অবস্থাতেই তার উপর তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যখনই বের হতে চাইবে আমি তখনই তোমাকে অনুমতি দিয়ে দিলাম অথবা বলল, আমি তোমাকে সর্বদার জন্য অনুমতি দিয়ে দিলাম তবে এই সকল অবস্থায় মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। যতবারই সে ঘর থেকে বের হোক না কেন। অতঃপর স্বামী যদি তাকে অন্যভাবে নিষেধ করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সহীহ হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) ইমাম ফযলী (র) ও এমতটি পসন্দ করেছেন, এর উপরই ফাতওয়া। যদি বলে, আমি তোমাকে দশ দিনের জন্য অনুমতি দিলাম, তবে উক্ত মহিলা যখন ইচ্ছা বাইরে যেতে পারবে। স্বামী যদি বলে, যদি আমি এরূপ করি তবে আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম, তাহলে একথা অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৮৫. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি তুমি আমার অনুমতি ছাড়া, আমার হুকুম ছাড়া; আমার সন্তুষ্টি ছাড়া অথবা আমার অবগতি ছাড়া এই ঘর থেকে বের হও, তবে এই ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়াই যথেষ্ট হবে। অতএব স্বামী অনুমতি দেওয়ার পর স্ত্রী যদি বের হয় তারপর ফিরে আসে, অতঃপর পুনরায় স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বের হয়, তাহলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি স্বামী তার বক্তব্য حتى (যতক্ষণ না আমি অনুমতি দিব) এর দ্বারা বারবার বের হওয়ার অনুমতি প্রদানের নিয়্যত করে, তবে সকল ইমামের মতেই তার নিয়্যত অনুসারেই ফয়সালা হবে। (বাদায়ে) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক যদি তুমি এই ঘর থেকে বের হও। لا اذن لك - কিন্তু যদি আমি অনুমতি দেই তবে বের হতে পারবে। এই বাক্যটি এবং حتى اذن لك এই বাক্যটি উভয়ই হুকুমের দিক থেকে সমান। সুতরাং একবার

অনুমতি প্রদানের পর প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। (মুহীত) কেউ যদি তার দাসীর বাইরে না যাওয়ার উপর নিজের স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম করে<sup>১</sup> অতঃপর তার দাসীকে বলে, এই দিরহাম ৬টির দ্বারা তুমি কিছু গোশত খরীদ করে আন, তবে একথা বের হওয়ার অনুমতি হিসাবে ধর্তব্য হবে। (খুলাসা)

৮৬. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার অনুমতি ছাড়া কারো নিকট যাও তবে তোমাকে তালাক। অতঃপর স্ত্রী যদি তার নিজ পিতার নিকট যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে এবং স্বামী তাকে অনুমতিও দেয়। তারপর যদি সে মহিলা পিতার নিকট না গিয়ে ভাইয়ের নিকট যায় তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (খুলাসাতুল মুফতিয়ীন) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে যে, আমাকে আমার পিতার বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দিল। অতঃপর স্বামী বলল, আমি যদি তোমাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেই তবে তুমি তালাক। এরপর আবার বলল, আমি তোমাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম। কিন্তু কোথায় যাওয়ার অনুমতি দিলাম তা বলেনি, তাহলে স্বামী তার প্রতিজ্ঞার মধ্যে মিথ্যাবাদী হবে না। উক্ত মাসআলাটি নিম্নোক্ত অবস্থার বিপরীত। তা হল, এক গোলাম তার মুনীবের নিকট অংপর কোন ব্যক্তির দাসীকে বিবাহ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। মুনীব তাকে বলল, উক্ত দাসীকে বিবাহ করার জন্য আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমার স্ত্রীকে তালাক। তারপর বলল, আমি তাকে বিবাহ করার জন্য অনুমতি দিলাম অথবা বলল, আমি তোমাকে বিবাহ করার জন্য অনুমতি দিলাম, তাহলে এই ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞায় মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে।

৮৭. মাসআলা : কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি যদি আমার অনুমিতক্রমে এই দাসটিকে খরীদ কর তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে ঐ গোলামকে ব্যবসার অনুমতি দিল এবং তখন সে ঐ গোলামকে খরীদ করল তবে তার মুনীবের স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর মুনীব যদি তাকে বলে, আমি তোমাকে কাপড় খরীদ করার অনুমতি দিলাম। তারপর সে ঐ গোলামকে খরীদ করল তবে এতে মুনীবের স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। এক ব্যক্তি বলল, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি, অবশ্য অমুকে অনুমতি প্রদান করলে। তবে এই কথা একবার অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু لا اذن لي ان يامرني فلان বলার পরিবর্তে যদি لا اذن لي ان يامرني فلان (অবশ্য এই ঘরে প্রবেশের ব্যাপারে অমুকে অনুমতিতে) বলে তবে যতবার ঘরে প্রবেশ করবে ততবারই অমুকের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার অনুমতি ব্যতীত এই ঘর থেকে বের হও তবে তোমাকে তালাক। তারপর বলল, তোমাকে অমুক যা হুকুম করবে সব ব্যাপারে তার আনুগত্য করবে। অতঃপর অমুক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার হুকুম করার পর সে যদি ঘর থেকে বের হয়

১. যেমন বলল, আমার দাসী যদি আমার অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যায়, তবে আমার স্ত্রী তালাক। (অনুবাদক)



তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা তার স্বামী তাকে বের হওয়ার জন্য আদেশ করেনি। অনুরূপভাবে স্বামী অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দাও। অতঃপর সে ব্যক্তি তাকে অনুমতি দিল এবং মহিলাও ঘর থেকে বের হল, তাহলে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এমনভাবে কোন ব্যক্তি যদি কারো স্ত্রীকে বলে, তোমার স্বামী তোমাকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, অমুক ব্যক্তি তোমাকে যা হুকুম করবে ধরে নিবে এটা আমারই হুকুম। অতঃপর অমুক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিল। তারপর সে বের হল তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, সে তার স্ত্রীকে বের হওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছে। অতঃপর ঐ খবর স্ত্রীর নিকট পৌঁছার পর সে ঘর থেকে বের হল তবে এই মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত)

৮৮. মাসআলা : 'ফাতাওয়ায়ে আসল'-এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার অনুমতি ছাড়া এই ঘর থেকে বের হবে না। আমি তালাক দেওয়ার ব্যাপারে শপথ করেছি। অতঃপর ঐ মহিলা তার অনুমতি ব্যতিরেকে ঘর থেকে বের হল তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এমন কাজ যা করা ছাড়া তোমার কোন গত্যন্তর নেই, এ জাতীয় কাজ ব্যতিরেকে ঘর থেকে বের হও তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে কারো নিকট তার পাওনা আদায়ের ইচ্ছা করল। এ ক্ষেত্রে সে মহিলা যদি কাউকে উকীল নিয়োগ করতে সক্ষম হয় তবে সে (উকীল নিয়োগ না করে) বের হলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু উকীল নিয়োগ করতে সক্ষম হলে, স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এবং তালাকও পতিত হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে শপথ করে বলল, সে তার অবগতি ছাড়া বের হতে পারবে না। তারপর তার স্ত্রী বের হল এমতাবস্থায় যে, সে তাকে দেখছিল। এ দেখে সে তাকে বারণ করল বা বারণ করল না, তাহলে স্বামী তার শপথে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে না।<sup>১</sup> এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর জনৈক প্রতিবেশীর সাথে তার খারাপ সম্পর্কের ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করল। অতঃপর সে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার অনুমতি ছাড়া আমার বাড়ী থেকে বের হও তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে আবার বলল, আমি তোমাকে অন্যায় কাজ ছাড়া তোমার অভিলাস অনুযায়ী কাজের জন্য অনুমতি প্রদান করলাম। অতঃপর সে স্বামীর বাড়ী থেকে বের হয়ে ঐ প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রবেশ করল। যার ব্যাপারে তার উপর অভিযোগ করা হয়েছে। তাহলে যদি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঐ মহিলার মনে ঐ প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রবেশ করা এবং কোন কুকর্ম করার নিয়ত না থাকে তবে স্বামীর কসম মিথ্যা হবে না। যদিও বের হওয়ার পর কোন খারাপ কাজ হয়েও যায়। কেননা সে তো কোন খারাপ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়নি। কিন্তু বের হওয়ার সময় যদি

১. অর্থাৎ তালাক হবে না।

ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে কোন কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করে থাকে তাহলে স্বামী তার কসমে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে।<sup>২</sup> (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৮৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম করে বলল যে, সে আমার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হতে পারবে না অথবা বাদশাহর হুকুমে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম করে বলল যে, তার স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া এই শহরের বাইরে যেতে পারবে না অথবা ঋণদাতা ব্যক্তি ঋণ গৃহিতা থেকে এভাবে শপথ গ্রহণ করল যে, সে তার অনুমতি ব্যতিরেকে শহরের বাইরে যাবে না, তাহলে এই শপথ বৈবাহিক সম্পর্ক, বাদশাহী এবং ঋণগ্রস্ততার অবস্থা বাকী থাকার সাথে শর্তযুক্ত বলে গণ্য হবে। কাজেই স্ত্রী যদি তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বাদশাহ যদি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায় অথবা ঋণ যদি উসূল হয়ে যায় তবে শপথও রহিত হয়ে যাবে।<sup>২</sup> আর কখনো তা কার্যকরী হবে না। বৈবাহিক সম্পর্কও বাদশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও এবং ঋণ পুনঃবহাল হলেও উক্ত হুকুম কার্যকরী হবে না। এক ব্যক্তি ওলীর সাথে কোথাও বাইরে গেল এবং এ মর্মে তালাকের কসম করল যে, সে এই ওলীর অনুমতি ব্যতীত ফিরে আসবে না। সফরে আসলে তার স্ত্রী তালাক। তারপর কোন জিনিষ তার হাত থেকে পড়ে গেল এবং এ জিনিষ নেবার জন্য ফিরে আসল। তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে না। এক ব্যক্তি বলল, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি এই ঘর থেকে অমুক ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত বের হই। অতঃপর অমুক ব্যক্তি তাকে অনুমতি দেওয়ার আগেই মারা গেল, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীত)

৯০. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি সঙ্গত কারণ ব্যতীত বাইরে যাও তবে তুমি তালাক। তারপর সে তার পিতা বা ভাইয়ের জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। অনুরূপ যু-রেহম -মাহররাম (نورحم محرم) তথা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনভাবে বিবাহের অনুষ্ঠানে বা অপরিহার্য কর্তব্য কাজের উদ্দেশ্যে গেলেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (বাদায়ে)<sup>৩</sup> স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঋণগড়া হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আজ এখান থেকে চলে গিয়ে আগামী এক বছরের মধ্যে ফিরে এসো তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর সে যদি নামাযের উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য বিশেষ কোন কাজে বাইরে যায় এবং ফিরে আসে তবে যদি এ প্রতিজ্ঞা করার বাসস্থান পরিবর্তন বা সফরে গমন হয় তাহলে তালাক হবে না। কেননা এই প্রতিজ্ঞা এ জাতীয় উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সাথেই সম্পর্ক যুক্ত হবে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই বাচ্চাকে ঘরের বাইরে যেতে দাও তবে তুমি তালাক। অতঃপর ঐ মহিলা কিছুটা অমনোযোগী হলে অথবা নামায পড়তে দাঁড়ালে ঐ বাচ্চা ঘরের বাইরে চলে গেল। এ অবস্থায় এই

১. অর্থাৎ তালাক তালাক হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ তালাক হবে না।



মহিলাকে এই কথা বলা যাবে না যে, সে বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই তার উপর তালাক পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া)

৯১. মাসআলা : এক ব্যক্তি বাগদাদে আছে। এ অবস্থায় সে বলল, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি এ অবস্থাতেই কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে না যাই। তারপর সে কিছুক্ষণ সময় বাহন ভাড়া করার ব্যাপারে বাহনের মালিকের সাথে কথাবার্তা বলল। মাশাইখে কিয়াম বলেন, এতে ঐ ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না।<sup>১</sup> এর উপরই ফাতওয়া। যদিও ঐ ব্যক্তি ফরয নামায আদায় করার জন্য উযু করতে আরম্ভ করে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন কাজে রত হয়, তাহলে এ কাজ ওয়র হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি নফল নামায আদায় করার জন্য অযু করতে লিপ্ত হয় কিংবা খানাপিনায় লিপ্ত হয় তবে তা ওয়র হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এ অবস্থায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (যহীরিয়া) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি তোমার পিতামাতার বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হও, তবে তুমি তিন তালাক। তবে এ কসম পিত্রালয়ে যাওয়ার নিয়্যতে বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। চাই সে তথায় পৌঁছুক কি না পৌঁছুক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি তোমার মাতা-পিতার ঘরে যাও তবে তোমাকে তালাক। এই কথা পৌঁছার অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। চাই সে পিত্রালয়ে যাওয়ার নিয়্যত করুক বা না করুক। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৯২. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) বলেন, যাওয়া- বের হওয়ার অনুরূপই। এটাই সহীহ্ অভিমত। কোন কিছু নিয়্যত না করা অবস্থায় এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি পৌঁছা বা বের হওয়ার নিয়্যত করে তবে হুকুম নিয়্যত অনুযায়ী হবে। (শারহু জামি'ইস সাগীর : কাযীখান) আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এক মহিলা যিয়াফতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর তার স্বামী বলল, তুমি যদি সেখানে তিন দিনের বেশী থাক তবে তুমি তালাক। অতঃপর ঐ মহিলা তৃতীয় দিনে স্বামীর গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্তন করল। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করল না। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে সে আগের জায়গায় গিয়ে পুনরায় কয়েক দিন অবস্থান করল। এ অবস্থায় তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, আমি তার ব্যাপারে ফাতওয়া দিচ্ছি না। তবে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ভাল। ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, মহিলা যদি স্বামীর গ্রামের আবাদীতে প্রবেশ করে পুনরায় ফিরে যায় তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি প্রবেশ না করে তবে তালাক পতিত হওয়াই সমীচীন। (মুহীত) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি আমার এই কক্ষ হতে বের হও তবে তুমি তালাক। তারপর সে ঐ কক্ষ হতে শুধু বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত বের হল, তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি শুধু বলে, 'যদি তুমি বের হও' তবে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি বের হয়ে মহল্লা পর্যন্ত চলে যায় তাহলে তালাক পতিত হবে। উল্লেখ্য যে, ফাতওয়া হচ্ছে উপরোক্ত অবস্থা দু'টোতে তালাক পতিত হবে না। হাঁ, যদি মহল্লা পর্যন্ত চলে যায় তবে তালাক

পতিত হবে। এ সব কথা ফার্সী ভাষায় বললেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এই মতের উপরই ফাতওয়া। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৯৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘরের দরজা দিয়ে বের হও তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে ছাদে আরোহণ করে প্রতিবেশীর বাড়িতে অবতরণ করে, তবে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ তালাক পতিত হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। (খুলাসা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই সিঁড়িতে আরোহণ কর অথবা তোমার পা-এর উপর রাখ তবে তুমি তালাক। তারপর সে তার এক পা সিঁড়ির উপর রাখল। অতঃপর তার স্মরণ হওয়া মাত্রই সে ফিরে চলে এলো, তথাপিও তার উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী বলল, যদি আমি আমার পা এই ঘরে রাখি তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে তার এক পা ঐ ঘরের ভিতর রাখল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা পা রাখার মানে হল, ঐ ঘরে প্রবেশ করা। কিন্তু পূর্ববর্তী মাসআলাটি এর থেকে ব্যতিক্রম। (যহীরিয়া)

৯৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘর থেকে বের হও তবে তুমি তালাক অথবা বলল, তুমি যদি এই গলিতে তোমার পা রাখ তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে ঐ গলিতে তার পা রাখল তাহলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।<sup>১</sup> অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ছাদে আরোহণ কর তবে তুমি তালাক। তারপর সে কয়েক সিঁড়ি পর্যন্ত বেয়ে উঠল তাহলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ তার স্ত্রীর প্রতি তালাক পতিত হবে না। এটাই পসন্দনীয় অভিমত। কেননা, সে তো এখনো ছাদে আরোহণ করেনি। (তাজনীস : মযীদ) এক মহিলা তার নিজের ঘর থেকে বের হয়ে প্রতিবেশীর ছাদে আরোহণ করল, এতে তার স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বলল, তুমি যদি এই ঘর থেকে প্রতিবেশীর ঘরের ছাদে যাও অথবা দরজায় যাও তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে মহিলা অন্য এক প্রতিবেশীর ছাদের দিকে গেল তাহলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি এরূপ ঘটনা এর পূর্বে না ঘটে থাকে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা প্রতিবেশী শব্দটি 'আম' অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৯৫. মাসআলা : কোন এক মহিলা ঘরের কামরায় বসে ক্রন্দন করছিল। তখন তার স্বামী তার শ্বশুরকে বলল, যদি আপনার কন্যা এই কামরা থেকে বের হয়ে অন্যত্র গিয়ে না কাঁদে তবে তাকে তালাক। তারপর মহিলা এই কামরা থেকে বের হয়ে অন্য কামরায় গিয়ে আবার কাঁদতে আরম্ভ করল। এ পর্যায়ে ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, যদি তার এই ক্রন্দন অন্য কেউ শুনতে পায় তবে ক্রন্দন করতেই তার উপর তালাক পতিত হবে। কেননা স্বামী তাকে এই কারণেই ক্রন্দন করতে বারণ করেছিল। আর যদি সে এভাবে আওয়াজ করে ক্রন্দন না করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে- ইমাম আবু জা'ফর (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,



এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দানের নিমিত্তে এভাবে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে-এ বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না। ঐ বাড়ীর পার্শ্বেই একটি পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল। সেখানে থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত একটি পথও রয়েছে। কিন্তু পুরুষ লোকটি ঐ পথটি বন্ধ করে দিয়ে নিজ ঘরের মধ্যে একটি জানালা কেটেছে ঐ পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে। উদ্দেশ্য হল, ফায়দা হাসিল করা। এমতাবস্থায় ঐ মহিলা যদি ঘরের জানালা দিয়ে বের হয় তাহলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে কি না? জবাবে ইমাম আবু জা'ফর (র) বললেন, পরিত্যক্ত বাড়িটি যদি ঐ পুরুষ ব্যক্তির বাড়ি থেকে ছোট হয় তাহলে আমি আশাবাদী হয়তো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ তার উপর তালাক পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া)

৯৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই বাড়ী থেকে বের হও তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলা ঐ বাড়ির চার দেয়াল পরিবেষ্টিত আঙ্গুরের বাগানে প্রবেশ করল তাহলে বাগানটি যদি বাড়ির অন্তর্ভুক্ত বলে ধর্তব্য হয় অর্থাৎ বাড়ির কথা উল্লেখ করতেই বাগানের কথাও বুঝে আসে, তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর বাগানটি যদি বাড়ির মধ্যে ধর্তব্য না হয় এবং বাড়ির কথা বলতেই যদি বাগানের কথা বুঝে না আসে, তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা প্রথমোক্ত অবস্থায় বাগানটিও ঐ বাড়ির মধ্যে শামিল। আর শেষোক্ত অবস্থায় বাগানটি ঐ বাড়ির মধ্যে শামিল নয়। উল্লেখ্য যে, বাগানটি তখনই বাড়ির মধ্যে গণ্য হবে এবং বাড়ির কথা বলতে বাগানটি তখনই বুঝে আসবে যদি বাগানটি বড় ধরনের না হয় অথবা যদি এর দরজা অন্য কোন বাড়ির দিকে না থাকে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৯৭. মাসআলা : মহিলা তার পিতার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল। তার পিতার বাড়ি ছিল অন্য গ্রামে। এ সময় তার স্বামীও তার পিছনে পিছনে গেল এবং তাকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করল। স্ত্রী তাতে অসম্মতি প্রকাশ করল। অতঃপর স্বামী কসম করে বলল, তুমি যদি এই রাতে আমার বাড়িতে না আস তবে তোমাকে তালাক। একথা শুনে সে স্বামীর সাথে রওয়ানা করল। স্বামী পরদিন ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই তাকে নিয়ে নিজ বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। এ অবস্থায় ফকীহগণ বলেন; যদি বেশীর ভাগ রাত সে ঐ গ্রামে অতিবাহিত করে থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আর যদি বেশীর ভাগ রাত্র অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সে রওয়ানা করে তবে আসা করা যায় যে, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। সহীহ মতে মহিলা যদি রাত শেষ হওয়ার আগেই স্বামীর সাথে রওয়ানা তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এক মহিলা নিজ পিতার ঘরে স্বামীর সাথে ছিল। এ অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার সাথে চল। স্ত্রী অস্বীকার করল। তখন স্বামী তাকে বলল, তুমি যদি আমার সাথে না যাও তবে তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর স্বামী বের হওয়ার পর সেও তার পেছনে পেছনে বের হয়ে গেল এবং স্বামীর আগেই তার বাড়িতে পৌঁছে গেল। ফকীহগণ বলেন, যদি সে স্বামীর এই পরিমাণ পরে বের হয় যে এই বের হওয়াকে স্বামীর সাথে বের হওয়া বলা যায় না, তবে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীকে বের হওয়ার সময় বলল, তুমি যদি আমার বাড়িতে আবার ফিরে আস তবে তোমাকে তিন তালাক। একথা শুনে সে বসে

রইল। কিছুক্ষণ সময় পর্যন্ত বের হল না। তারপর বের হয়ে আবার ফিরে এলো। তখন স্বামী বলল, 'আমি সাথে সাথে ফিরে আসার নিয়্যত করেছিলাম।' ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, আইনের দৃষ্টিতে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কারো কারো মতে একথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটিই সহীহ অভিমত। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৯৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সহবাসের উদ্দেশ্যে ডাকল। কিন্তু স্ত্রী এতে অসম্মতি প্রকাশ করল। একথা শুনে স্বামী বলল, 'তা হলে কবে হবে?' স্ত্রী বলল, আগামীকাল, স্বামী বলল, যদি তুমি আগামীকাল এ কাজ না কর তবে তুমি তালাক। অতঃপর তারা উভয়েই একথা ভুলে গেল। এমনি করে দিন চলে গেল তাহলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। মহিলা তার পিত্রালয়ে। এমতাবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আজ রাতে আমার ঘরে না এসো তবে তুমি তালাক। অতঃপর স্ত্রীর পিতা তাকে তার স্বামীর ঘরে উপস্থিত হতে দিল না। তাহলে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটাই পসন্দনীয় মত। (আল-বাহরুর রাযিক)

এক ব্যক্তির সামনে এক মহিলা চাদর আবৃত অবস্থায় ছিল। তাকে বলা হল, এই চাদর আবৃত মহিলা তোমার স্ত্রী। অতঃপর তাকে পুনরায় বলা হল, এ মহিলা ব্যতিরেকে তোমার কোন স্ত্রী না থাকলে তাকে তিন তালাক দেওয়ার জন্য শপথ কর। তারপর সে, তিন তালাকের শপথ করে বলল, এ ছাড়া তার অন্য কোন স্ত্রী নেই। (যদি থাকে তবে তাকে তিন তালাক) অথচ চাদর আবৃত এই মহিলা অপরিচিতা এক মহিলা। এই বিষয়ে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। বর্তমানকালে ফাতওয়া হল, আইনের দৃষ্টিতে এই মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি এক মহিলাকে বলল (ঢাকা) বিবাহ কর। তারপর এই মহিলা তার অবগতি ছাড়া তিরমিয়ে চলে যায়। এ অবস্থা দেখে তার স্বামী কসম করে বলল, যদি তিরমিয়ে তার কোন স্ত্রী থাকে তবে তাকে তালাক, তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৯৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করার পর মহিলার পরিবারের লোকেরা তার নিকট তাকে বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। কারণ তার অপর এক স্ত্রীও আছে। অতঃপর যে তার স্ত্রীকে নিয়ে কবরস্থানে গিয়ে তাকে সেখানে বসিয়ে রেখে চলে আসল। তারপর প্রথমোক্ত মহিলার পরিবারের লোকদের বলল, আমার কবরস্থানের স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব স্ত্রীকে তিন তালাক। এতে তারা মনে করল যে, লোকটির স্ত্রী জীবিত নেই। অতএব তারা তার নিকট উক্ত মহিলাকে বিবাহ দিল, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে এবং তার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে না। (আল-ফাতওয়াল কুবরা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আগামীকাল আমার আচকানটি না নিয়ে এসো তবে তুমি তালাক। অতঃপর মহিলা তা জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে তার নিকট পাঠাল। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি শুধু কেবল তার নিকট আচকানটি পৌঁছাবার নিয়্যত করে তবে তার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে না। আর যদি মহিলার মাধ্যমে সরাসরি প্রাপ্ত হওয়ার নিয়্যত করে অথবা কোন প্রকার নিয়্যতই না করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (তামারতানী)



১০০. মাসআলা : ঋণদাতা এক ব্যক্তির ঋণ গৃহীতাকে বলল, যদি তুমি আমার ঋণ পরিশোধ না কর তবে তোমার স্ত্রী তালাক। তখন ঋণ গৃহীতা বলল, না- আম। পাওনাদার বলল, বল, না-আম (نعم) হ্যাঁ। উত্তরে সে না-আম- (হ্যাঁ) বলল এবং এর দ্বারা সে পাওনাদারের কথার জবাব দেওয়ার নিয়্যাত করল। তাহলে প্রতিজ্ঞা অপরিহার্য হয়ে যাবে। যদিও ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার কথা এবং জবাবের মধ্যে ব্যবধান পাওয়া যায়। (খায়ানাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির উপর এক হাজার দিরহাম পাওনার দাবী করল। অতঃপর বিবাদী ব্যক্তি বলল, যদি আমার নিকট তোমার এক হাজার দিরহাম পাওনা হয় তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর বাদী বলল, আমি যদি তোমার থেকে এক হাজার দিরহাম না পাই তবে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর বাদী তার দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল এবং বিচারকও এই সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ফয়সালা দিয়ে দিল, তাহলে বিবাদী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দুইটি অভিমতের একটি অভিমত। এর উপরই ফাতওয়া। অতঃপর যদি বিবাদী এই মর্মে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার দাবী করার আগেই তার নিকট এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে দিয়েছে, তাহলে বিচারক কর্তৃক তাদের কৃত বিচ্ছেদ বাতিল হয়ে যাবে। বাদীর স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। যদি বাদী এই কথা বলে যে, বিবাদীর নিকট তার কেবল মাত্র এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে, বেশী নয়। আর যদি বিবাদী কর্তৃক এ হাজার টাকা স্বীকারোক্তির উপর বাদী সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে ফকীহগণ বলেন, বিবাদী ও তার স্ত্রীর মধ্যে এ অবস্থায় বিচারক বিচ্ছেদ ঘটাবেন না। মাওলানা (র) বলেন, এটি অনেক জটিল বিষয়। কেননা যে বিষয়টি দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত তা চাক্ষুষ দেখে প্রমাণিত বিষয়ের মতই। আর যদি বিবাদী কর্তৃক বাদীর এক হাজার দিরহাম পাওনার স্বীকারোক্তির বিষয়টি বিচারক নিজে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয় তাহলে সে অবশ্যই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০১. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমাকে গালি দাও তবে তুমি তালাক এবং যদি তুমি আমার প্রতি অভিসম্পাত কর তবে তুমি তালাক। অতঃপর স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি লা'নত করল, তাহলে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা) 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ফকীহ আবুল লায়স (র) বলেন, আমরা উপরোক্ত অভিমতটিই গ্রহণ করেছি। (তাতারখানিয়া) যদি স্ত্রী বলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত না দেন তবে তালাক হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, হে মূর্খ, হে গাধা, হে বে-ওকূফ! তবে তালাক হবে না। কেননা এ জাতীয় শব্দ গালি হিসাবে ধর্তব্য হয় না। (মুহীত) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমাকে গালি দিলে তোমাকে তালাক। অতঃপর সে তার প্রতি লা'নত করল, তাহলে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্তা

১. অর্থাৎ প্রথমে অশুদ্ধভাবে ناعم না- আম বলল, পরে শুদ্ধভাবে نعم বলল, যার অর্থ হ্যাঁ। (অনুবাদক)

হয়ে যাবে। (যহীরিয়া) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি আমার মাকে গালি দাও কিংবা কোন খারাপ কথা বল তবে তোমাকে তালাক। অতঃপর স্বামী বলল, তোমার আত্মা 'সালাম আলাইকা' ছিল। তখন মহিলা বলল, না এবং তোমার আত্মা তা ছিল। যদি এই শর্ত বলখ বা এমন শহরে করা হয় যেখানে ভিক্ষুককে 'সালাম আলাইকা' বলা হয় তবে মহিলার উপর তালাক পতিত হবে। মাওয়ারাউন নাহর বা এমন শহর যেখানে এই শব্দ গালি হিসাবে এবং খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না, সেখানে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না।

১০২. মাসআলা : স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে স্বামীর ভগ্নির ব্যাপারে ঝগড়া হল। তখন স্বামী বলল, তুমি যদি আমার সামনে আমার ভগ্নিকে গালি দাও তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর স্বামী তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে দেখল, সে তার ভগ্নির সাথে ঝগড়া করছে এবং তাকে গালি দিচ্ছে। স্বামী যদি এই গালি নিজ কানে শুনতে পায় এবং স্ত্রী যদি তাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। কেননা সে তার ভগ্নিকে তার সামনে গালি- গালাজ করেছে। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা) এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি কাউকে গালি দেই তবে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর সে এক মৃত ব্যক্তিকে গালি দিল, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার উপর যিনার অপবাদ দেই তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে তাকে বলল, হে যিনাকারিণীর কন্যা! তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। কেননা উরফে এই কথা মহিলার প্রতি অপবাদ হিসাবে গণ্য করা হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে এই শব্দ দ্বারা মহিলার মায়ের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি আমাকে অপবাদ দাও তবে তুমি তালাক। অতঃপর স্ত্রী তাকে বলল, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! তবে এতে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। ফকীহ (র) বলেন, তবে আমাদের যমানায় তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া)

১০৩. মাসআলা : স্বামীকে তার স্ত্রী বলল, হে ছোট লোক! একথা শুনে স্বামী বলল, আমি ছোট লোক বললে তোমাকে তালাক। উপরোক্ত কথার দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে হচ্ছে তা'লীক। অর্থাৎ শর্তযুক্ত করে তালাক দেওয়া। সুতরাং সে ছোটলোক না হলে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, ফকীহগণ ছোট লোক (سفله)-এর অর্থ নিয়ে বেশ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলমান কখনো ছোট লোক (সফালা) হতে পারে না। সুফালা তো হল কাফির সম্প্রদায়। এর উপরই ফাতওয়া। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে 'সুফালা-(ছোট লোক) ঐ ব্যক্তি যে কথা বলার সময় কি বলল এবং তাকে কি বলা হল' এর কোন তোয়াক্কা করে না এবং ফাতওয়ার-এর উপরই। (তাজনীস ও মযীদ) এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, হে কাশখান! একথা শুনে স্বামী বলল, আমি যদি কাশখান হই তবে তুমি তালাক এবং এর দ্বারা সে তা'লীকের নিয়্যাত করে। তবে শায়খ



আবু ইসমা (র) বলেন, কাশখান ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে এ কথা শুনল যে, এক ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীর প্রতি হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু এ কথা শুনেও সে এর প্রতি মনঃযোগ দিল না এবং এর জন্য স্ত্রীর প্রতি কোন সাজারও ব্যবস্থা করল না। পক্ষান্তরে স্বামী যদি তাকে প্রহার করে তবে তাকে কালখান বলা হবে না। স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, হে বাগাক! (بغاك) অথবা-বলল, হে কালতুবান (قالتبان)। একথা শুনে স্বামী বলল, আমি যদি 'বাগাক' অথবা 'কালতুবান' হই তবে তোমাকে তিন তালাক। এই কথা স্বামী যদি তার স্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে থাকে এবং ফার্সী ভাষায় ঝগড়ার নিয়্যত করে থাকে, তবে বলামাত্রই তালাক পতিত হবে। চাই স্বামী স্ত্রীর কথার অনুরূপ ছোট বা না না হোক। আর যদি স্বামী এর দ্বারা তালীক তালাকের নিয়্যত করে তবে স্বামী সেরূপ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, 'বাগাক এবং কালতুবান' এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যারা নিজ স্ত্রীর অপকর্মের ব্যাপারে জেনেও তার উপর রাযী। আর যদি স্বামীর কোন রূপ নিয়্যত না থাকে তবে কোন কোন মাশায়েখ বলেন, এটিকে প্রতিশোধের অর্থে ধরে নেওয়া হবে। কারো কারো মতে তা তা'লীকের অর্থে গণ্য হবে। আর কেউ কেউ বলেন, যদি একথা ক্রোধের অবস্থায় বলে তবে তা প্রতিশোধ নেওয়ার অর্থে গণ্য হবে এবং এটিই হল স্পষ্ট কথা। আর যদি ক্রোধের অবস্থা না হয় তবে তা তা'লীকের অর্থে গণ্য হবে এবং এটিই স্পষ্ট কথা। স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, তুমি কুরতুবান। স্বামী বলল, তুমি যদি জান যে, আমি কুরতুবান তবে তোমাকে তিন তালাক। এই অবস্থায় স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত একথা না বলবে যে, আমি জানি, তুমি কুরতুবান ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (আল-ফাতাওয়ালা কুবরা)

১০৪. মাসআলা : এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, হে কূসাজ! (দাড়ীবিহীন)। একথা শুনে স্বামী বলল, আমি যদি কূসাজ হই, তবে তুমি তালাক। এই কথার দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল তা'লীক। তাহলে পসন্দনীয় মতে, তার দাড়ি যদি হালকা হয় এবং মিলিত না হয় (ফাঁক থাকে) তবে তালাক পতিত হবে। এরূপ না হলে তালাক পতিত হবে না। কেননা মানুষের উরফে একেই কূসাজ বলা হয়। (মুহীত : সারাখসী) কূসাজ-এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে যার দাড়ি হালকা-পাতলা সে কূসাজ। (খুলাসা : ওয়াজীযঃ আল-কুরদুরী) মু'আল্লা (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি আমার থেকে ছোট না হও তবে তুমি তালাক। তবে এ কথার দ্বারা বংশ উদ্দেশ্য হবে। যদি পুরুষ ব্যক্তি তার স্ত্রী থেকে অধিক বংশ মর্যাদাবান হয়, তবে তার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে না। কিন্তু মহিলা যদি পুরুষের তুলনায় অধিক বংশ মর্যাদাবান হয়, তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি উক্ত বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয় তবে কসমের সাথে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ সে শপথ করে এ কথা বলবে যে, বংশ মর্যাদায় আমার স্ত্রী থেকে শ্রেষ্ঠ। (মুহীত : সারাখসী : গালি ও প্রহার করার ব্যাপারে শপথ করা অধ্যায়)

১০৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমাকে গালি দিলে তোমাকে তালাক। অতঃপর মহিলা নিজের ছোট বাচ্চাকে বলল, হে অসৎ-এর পুত্র! তবে দেখা যাবে, মহিলা যদি এই বাক্যটি সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা হেতু উচ্চারণ করে থাকে তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি সন্তানের পিতার প্রতি অবজ্ঞা হেতু উচ্চারণ করে থাকে তবে তালাক পতিত হবে। (মুহীত) এক মহিলা তার সন্তানকে বলল, হে অসৎ-এর পুত্র! একথা শুনে স্বামী বলল, এ যদি অসৎ-এর পুত্র হয়ে থাকে, তবে তুমি তিন তালাক। এ মাসআলাটির তিন অবস্থা হতে পারে। (১) এই কথার দ্বারা স্বামী হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণের নিয়্যত করবে। (২) অথবা কোন নিয়্যতই করবে না। (৩) কিংবা তা'লীকের নিয়্যত করবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার হুকুম সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ এই দুই অবস্থার সাথে সাথে তালাক পতিত হবে। আর তৃতীয় অবস্থা আইনের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে না। কেননা শর্ত পাওয়া যায় নি। মহিলা যদি এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে যে, এ সন্তান যিনার মাধ্যমে পয়দা হয়েছে, তবে মহিলার উপর তালাক পতিত হবে। কেননা মহিলার ক্ষেত্রে এ পর্যায়ে শর্ত পাওয়া গেছে। কাজেই এই অবস্থায় এই মহিলা তার স্বামীর সাথে আর একত্রে বসবাস করতে পারবে না। কেননা সে তিন তালাকপ্রাপ্ত। (তাজনীস) আর যদি একথা ঐ বাচ্চার কোন অসংলগ্ন কাজ বা কথার কারণে মহিলা বলে থাকে, তবে এতে তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

১০৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমার মধ্যে দুনিয়ার বহু খারাবী রয়েছে তা যদি আমি তোমার ভ্রাতার নিকট না বলি তবে তুমি তালাক। ফকীহগণ বলেন, দুনিয়ার বহু খারাবীর মানে কমপক্ষে তিনটি খারাবীর কথা বর্ণনা করতে হবে। যখন স্বামী মহিলার ভ্রাতার নিকট তা বলে, তখন শর্ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। অবশ্য একথা বলার পর মহিলার ভ্রাতার নিকট তৎক্ষণাৎই বলে দিবে যে, আমি এই মর্মে কসম করার কারণেই আপনার নিকট এসব কথা বলছি। অন্যথায় সে তো এসব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। (খুলাসা) 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, শেষোক্ত কথাটি যদি পূর্বেই বলে দেয় তবে তা জাযিয হবে না। কেননা, বলে দেওয়ার পরতো তার আর কোন দোষই থাকছে না। (তাতারখানিয়া) এক ব্যক্তি তার ভাই ও বোনের সাথে ঝগড়া করে পরে তাদেরকে বলল, আমি যদি তোমাদেরকে গাধার পিছনে না বাঁধি তবে আমার স্ত্রী তালাক। ফকীহগণ বলেন, এ জাতীয় কথার উদ্দেশ্য হল, ধমক দেওয়া। কাজেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উভয়েই মারা যায় বা শপথকারী ব্যক্তি মারা যায়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : গালি দেওয়ার উপর শপথ করার বিবরণ) কিন্তু কেউ কেউ বলেন, সাথে সাথেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তালাক হয়ে যাবে। ফাতওয়া-এর উপরই। (মুহীত : সারাখসী) আবার কেউ কেউ একথাও বলেন যে, সাথে সাথেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে বটে। তবে এ বাক্যের দ্বারা সে যদি তাদেরকে ধমক দেওয়ার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত সहीহ হবে এবং তার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাকারী অথবা যার উপর প্রতিজ্ঞা করেছে তাদের কোন একজন মারা



যাবে সে যা নিয়্যত করেছে-এ কাজটি সম্পাদন করার পূর্বে। ফাতওয়া-এর উপরই। (আল-ফাতওয়াল কুবরা : মুহীত : তাজনীস : ফাতওয়ায়ে কাযীখান : তালীক অধ্যায় এবং খুলাসা)

১০৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে ত্রোধান্বিত করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর স্বামী ঐ মহিলার কোন এক সন্তানকে প্রহার করল এবং এতে মহিলা ত্রোধান্বিত হল। তাহলে দেখতে হবে, যদি উক্ত পুরুষ তাকে এমন কাজের জন্য প্রহার করে থাকে যে কাজের জন্য প্রহার করা এবং আদব শিখানো আবশ্যিক। তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর যদি এমন কাজের জন্য প্রহার করে থাকে যে কাজের জন্য প্রহার করাও আদব শিখানো উচিত নয়, তবে তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। (মুহীত) আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাগের অবস্থায় বলেছিল, আমি যদি তোমার হাড়গুলো না ভাঙ্গি এবং তোমার গোশত টুকরা টুকরা না করি তবে তোমাকে তিন তালাক। এ অবস্থায় তার বিধান কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, অতঃপর ঐ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে এমনভাবে প্রহার করে যে, সে তার জায়গা থেকে নড়তেই পারছে না তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা হাড় ভাঙ্গার অর্থ হল, ভীষণভাবে প্রহার করা। আর তা করা হয়েছে। আমার পিতাকে এ মর্মে ও প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে পাথরে না ডুবাই তবে তোমাকে তালাক। অতঃপর সে যদি তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে এবং তার প্রতিটি কাজে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে স্বামী হানিস (حائض) হবে না। অর্থাৎ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (তাতারখানিয়া)

১০৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আজ যদি আমি তোমার সন্তানকে এভাবে না মারি যে সে দুই টুকরা হয়ে যায়, তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর তাকে যমীনে ফেলে মারল। কিন্তু এতে সে দুই টুকরা হল না তবে ঐ মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী : গালি দেওয়া ও প্রহার করার ব্যাপারে শপথ অধ্যায়) যদি স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমাকে এরূপ না মারি যে, তোমাকে জীবিতও ছাড়ব না এবং মৃতও ছাড়ব না, তবে তুমি তালাক। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এ জাতীয় প্রতিজ্ঞার অর্থ হবে স্ত্রীকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা। অতঃপর সে যদি অনুরূপভাবে প্রহার করে তবে তার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়ে যাবে। আর যদি বলে, যতক্ষণ না তুমি মারা যাবে বা অসুস্থ হবে কিংবা ফরিয়াদ করবে তবে প্রকৃতভাবে এগুলো না পাওয়া পর্যন্ত সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী সাব্যস্ত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি বিনা দোষে তোমাকে প্রহার করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর মহিলা দস্তরখানের উপর একটি পেয়ালা রাখল। কিন্তু পেয়ালাটি দস্তরখানের উপর পড়ে গিয়ে এক টুকরা স্বামীর পায়ে গিয়ে পতিত হল। ফলে স্বামীর কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে গেল। এতে সে ক্ষেপে গিয়ে স্ত্রীকে প্রহার করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদিও মহিলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কাজ হয়ে থাকে। কেননা দুনিয়াবী হুকুম আহ্‌কামের ক্ষেত্রে ভুলের কারণে মহিলাকে পাকড়াও করা বা তার প্রতি শাস্তি বিধান করা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। তবে এ জাতীয়

অপরাধের কারণে তার কোনরূপ পাপ হবে না।<sup>১</sup> (খুলাসা : একবিংশ অনুচ্ছেদ : প্রহার করার ব্যাপারে শপথ করার বিবরণ)

১০৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে প্রহার করল। অতঃপর প্রহৃত ব্যক্তি বলল, যদি আমি তার শাস্তির ব্যবস্থা না করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর বহু দিন গত হয়ে গেল। কিন্তু স্বামী ঐ ব্যক্তির কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করল না। ফকীহগণ বলেন, এই উক্তির দ্বারা শরয়ী শাস্তি তথা 'দিয়াত' (রক্তপণ) 'কিসাস' (হত্যার বদলে হত্যা) বা 'তা'যীর' উদ্দেশ্যে হবে না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাকে কষ্ট দেওয়া বা তার সাথে দুর্ব্যবহার করা। তা যেভাবেই হোক না কেন। যদি সাথেসাথে কষ্ট দেওয়ার নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে। আর যদি কোন কিছু নিয়্যত না করে তবে তা শর্তহীনভাবে কার্যকরী হবে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে যে, যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে এরূপ বলে যে, যদি আমি আজ তোমার সাথে এরূপ না করি যা করা উচিত ছিল, তবে আমার স্ত্রীকে তালাক। তারপর ঐ দিন চলে গেল। অথচ সে তার সাথে ভাল-মন্দ কিছুই করল না তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ তালাক পতিত হবে না। কেননা শপথকারী ব্যক্তি তার সাথে ঐ আচরণই করেছে যা তার সাথে করা দরকার ছিল আর তা হল ক্ষমা প্রদর্শন। কিন্তু সে যদি বলে এর দ্বারা প্রহার করা বা গালি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে এরূপ না করা অবস্থায় সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।<sup>২</sup> এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমাকে রক্তে রঞ্জিত না করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে তার নাকে প্রহার করল। এতে নাক থেকে রক্ত বের হল এবং তার কাপড় চোপড় রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা সত্য প্রমাণিত হবে। যদি তার উদ্দেশ্য এতটুকু প্রহার করা হয়ে থাকে। কেননা বাহ্যত একথার দ্বারা উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে রক্তে রঞ্জিত করে দেওয়া নয়। যদি বলে, আমি যদি এই গ্রামকে তুর্কিস্তান না বানাই তবে তুমি তালাক। এই অবস্থায় এই গ্রামের উপর তুর্কিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হলে তার প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত হবে।<sup>৩</sup> আর যদি বলে, আমি যদি কাল তোমার সাথে এরূপ না করি যে রূপ কুকুর আটার খেলের সাথে করে তাহলে তুমি তালাক। তাহলে যে মহিলাকে এরূপ বলা হয়েছে তার কাপড় ছিন্ন করে তাকে টেনে এনে যমীনের উপর ফেলে দিলেই সে তার প্রতিজ্ঞা সত্যবাদী প্রমাণিত হবে। (খুলাসা : একবিংশ পরিচ্ছেদ : কিতাবুল আয়মান)

১. কথাটিকে এভাবে ব্যক্ত করা যায়, 'একজনের হাতে একখানা খোলা ছুরি ছিল, আর একজন এসে তাকে ধাক্কা দেয়ায় ছুরিটি ছিটকে অপর একজনের পায়ের উপর পড়ল, তাতে কি তার পা কেটে রক্ত বের হবে না? সে কি একথা বলতে পারে? আমি তা ইচ্ছা করে ছুরি দিয়ে আঘাত করিনি, তাহলে কেন ওর পা কেটে রক্ত বের হল? ধারাল ছুরি নিঃপতিত হলে তার ক্রিয়া প্রকাশ পাবে অবশ্যই, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন পার্থক্য নেই, তবে অনিচ্ছায় হওয়ায় ছুরি যার হাতে ছিল, তাকে অপরাধী অর্থাৎ গোনাহগার সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু পা কেটে যাবার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। (সম্পাদক)

২. স্ত্রীর উপর তালাক হয়ে যাবে।

৩. তালাক হবে না।



১১০. মাসআলা : মু'আল্লা (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কেউ এরূপ শপথ করে যে, আমি অবশ্যই তোমাকে প্রহার করব। এমন কি তোমাকে হত্যা করে ফেলব বা মৃত কাঁধে তোলে নিয়ে যাব। আমি যদি এরূপ না করি তবে তুমি তালাক এবং তার কোন নিয়্যত ছিল না। জবাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সে যদি তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে, তবে সে তার কথায় সত্যবাদী হয়ে যাবে। (বাদায়ে) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমার নিকটে আস তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে তার সন্তানকে প্রহার করল। তখন স্ত্রী সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তার নিকটে আসল। আর এত নিকটে আসল যে, সে যদি তার হাত সম্প্রসারিত করে তবে উভয়কে আলাদা করে দিতে পারে তাহলে স্বামী তার কথায় মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে।<sup>১</sup> (খুলাসা) এক ব্যক্তি তার গোলামকে বলল, যদি তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আমি তোমাকে না মারি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে গোলামকে এক কিলোমিটার দূরে বা ঘরের ছাদের উপর এমন স্থানে দেখল যেখানে পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে তার কথার খেলাপ হবে না।<sup>২</sup> (আল-ফাতাওয়ায়াল কুবরা) শায়খ আবুল হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রহার করেছিল। এমতাবস্থায় কতিপয় মহিলা তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করার ইচ্ছা করল। তখন সে তাদেরকে বলল, তোমরা যদি আমাকে বারণ কর তবে আমার স্ত্রী তিন তালাক। তারপর মহিলাগণ তাকে বারণ করল। কিন্তু সে বিরত থাকল না। বরং সে ঐ মহিলাদেরকে এর থেকে নিবৃত্ত রাখল। তাহলে তার স্ত্রী উপর তিন তালাক পতিত হবে। এবং এটিই সহীহ অভিমত। (মুহীত)

১১১. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমাকে কষ্ট দেই তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে একজন দাসী খরীদ করে আনল। তাহলে যদি প্রতিজ্ঞার সময় এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার প্রতি কষ্ট দেওয়ার বিষয়টিকে ফিরানো যায়- এই কর্ম ব্যতিরেকে তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা এই অবস্থায় কসমটিকে ঐ দিকেই ফিরানো হবে। আর এরূপ না হলে তালাক পতিত হবে। কেননা মহিলা এটিকে কষ্ট মনে করে। এমন কি মহিলা যদি এটিকে কষ্ট মনে না করে তবে তালাক পতিত হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমাকে ভালবাস না। একথা শুনে স্ত্রী বলল, আমি যদি তোমাকে ভাল না বাসি তবে তোমাকে তিন তালাক। তখন স্বামী বলল, বরং তুমি তালাক। তবে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা স্ত্রী তার নিকট মাটি থেকেও অধিক তাচ্ছিল্যের বস্তু প্রতীয়মান হয়েছে। (আল-ফাতাওয়ায়াল কুবরা)

১১২. মাসআলা : আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কতিপয় মহিলা একত্রিত হল। তাদের উদ্দেশ্য হল নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য সুতা কাটা। এতে তাদের একজনের স্বামী খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং বলল, তুমি যদি কারো জন্য সুতা কাট অথবা অন্য কেউ যদি তোমার জন্য সুতা কাটে তবে তুমি তালাক। তারপর তাদের অপর এক মহিলা ঐ মহিলার বাড়িতে সুতা কাটার জন্য কিছু তুলা পাঠিয়ে দিল।

অতঃপর তার মা ঐ তুলা দিয়ে সুতা কাটল। এ অবস্থায় উক্ত মাসআলার সমাধান কি হবে? জবাবে শায়খ (র) বললেন, যদি ঐ সব মহিলাদের অভ্যাস হয় নিজের সুতা নিজে কাটা তবে নিজে সুতা না কাটা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) এক পুরুষ তার স্ত্রীকে বলল, তোমার কাটা সুতা যদি আমার কাজে ব্যবহৃত হয় তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে নিজের সুতা অন্যের সুতার সাথে বিনিময় করল অথবা নিজের সুতা দিয়ে তৈরী কাপড় অন্যের সুতা দিয়ে তৈরী কাপড়ের সাথে বিনিময়ে করল। তারপর স্বামী তা পরিধান করল। শায়খ আবু বকর বালখী (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না। (যহীরিয়া) ঐ সুতা দিয়ে জাল বানিয়ে স্বামী যদি এর দ্বারা শিকার করে তবে সহীহ মতে সে হানিস হয়ে যাবে। কেননা তার জন্য লোভনীয় কাজেই ঐ সুতা ব্যবহার করেছে, (খাযানাতুল মুফতিয়ীনঃ কিতাবুল আয়মান)

১১৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার সুতা কাজে ব্যবহার করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে তার কাটা সুতার তৈরী কাপড় পরিধান করল। শায়খ আবু বকর (র) বলেন, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।<sup>১</sup> তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'যদি আমার কাজে আসে' বলে তাহলে কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, এ অবস্থায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে বলে আমি আশংকা করছি। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তোমার কাটা সুতা আমার শরীরে লাগে তবে তুমি তালাক। অতঃপর স্বামী তার হাত ঐ সুতার উপর রাখল বা তা দ্বারা কাপড় সেলাই করে পরিধান করল কিংবা ঐ সুতার তৈরী বালিশের উপর হেলান দিল অথবা ঐ সুতার তৈরী শয্যার উপর শয়ন করল, তাহলে ফকীহগণ বলেন, তার প্রতিজ্ঞা শুধু কেবল পরিধান করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কাজেই বাকী অবস্থাগুলোতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি এই জামা আমার গায়ে আসে তবে আমার স্ত্রী তালাক। যে কাপড়টি সম্পর্কে সে প্রতিজ্ঞা করেছে তা একটি কামীস ছিল। তারপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ঐ কাপড়টি কাঁধের উপর উঠিয়ে রাখল। ফকীহগণ বলেন, এই কাপড়টি সাধারণত যেভাবে পরিধান করা হয় ঐভাবে পরিধান করার উপর এই প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। (যহীরিয়া)

১১৪. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি তোমার কাটা সুতা কাজে ব্যবহৃত হয় অথবা বলল, আমার উপকার বা অপকারে আসে তবে তুমি তালাক। অতঃপর মহিলা ঐ সুতা বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা ঘরের শরবত খরীদ করে তা স্বামীকে পান করাল। এতে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা সুতা ও সুতার মূল্য সরাসরি তার উপকারে বা অপকারে আসেনি। কেননা উপকার বা অপকারে আসার মানে হল তার মালিকানায় আসা। অথচ এখানে তা পাওয়া যায়নি। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি তোমার কাটা সুতা বা তোমার কোন কর্ম আমার উপকার বা অপকারে আসে তবে তুমি তিন তালাক। অতঃপর মহিলা নিজে সুতা কেটে তা দ্বারা জামা তৈরী করে নিজে পরিধান করল এবং নিজের বাচ্চাদেরকে পরিধান করাল তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে সে যদি এর দ্বারা স্বামীর ঋণ পরিশোধ করে তবে এ অবস্থায়ও তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা এ সুতা স্বামীর মালিকানার

১. তালাক হয়ে যাবে।

২. তালাক হবে না।

১. অর্থাৎ তালাক হবে না।



অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মহিলা যদি ইহা বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা ঘরের রুটি, তরকারি ইত্যাদি তৈরি করে এ অবস্থায়ও তার উপর তালাক পতিত হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ শর্ত পাওয়া যায় নি। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

১১৫. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি উপার্জন করে তোমাকে পোষাক তৈরি করে পরিয়ে দেই তবে তুমি তালাক। অতঃপর মহিলা স্বামীর নিকট কিছু সুতা নিয়ে গেল। যেন সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে কাপড় বুনে দেয়। তারপর সে পারিশ্রমিক নিয়ে তাকে কাপড় বুনে দিল এবং মহিলা ঐ কাপড় পরিধান করল, তাহলে তার স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।<sup>১</sup> কেননা এতো মহিলার উপার্জন পুরুষের উপার্জন নয়। তুলা যদি স্বামীর হয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা কসম ভঙ্গ হওয়ার শর্ত হল, পোষাক পরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। এমনিভাবে কাপড়টি যদি পুরুষের হয় আর ঐ কাপড় মহিলা তার অনুমতি ছাড়া পরিধান করে তবে এ ক্ষেত্রেও স্বামী হানিস<sup>২</sup> হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে পরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি অবর্তমান। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : পোষাক পরিধান করার ব্যাপারে শপথ করা পরিচ্ছেদ) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি চরখিতে হাত রাখ তবে তুমি তালাক। অতঃপর মহিলা চরখিতে হাত স্থাপন করল। কিন্তু সুতা কাটল না তাহলে তালাক হবে না। স্বামী তার স্ত্রীর কাটা সুতা দ্বারা বুনিত কাপড় পরিহিত অবস্থায় স্ত্রীকে বলল, যে কাপড় আমি পরিধান করেছিলাম তা ফেটে ও ছিড়ে গিয়েছে। এখন আমি যদি তোমার সুতা দ্বারা বুনিত কাপড় পরিধান করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর যে জামা তার গায়ে ছিল তা যদি সে না খুলে তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বলে, এটি ছাড়া আর পরিধান করলে তুমি তালাক। এ অবস্থায় সে যদি এই জামা গাত্র থেকে না খুলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (খুলাসা)

১১৬. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমার সুতা বিক্রি করি, তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে অন্য মানুষের সুতা বিক্রি করল যাতে স্ত্রীর সুতাও ছিল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও স্বামী ও সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকে। (আল-ফাতাওয়াল সুগ্গরা) এক মহিলা তার স্বামীর জন্য একটি কাবা তৈরি করার ইচ্ছা করছে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে বলল, তুমি যে কাথা সেলাই করতে ইচ্ছা করেছ, আমি যদি তা এখন পরিধান করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর মহিলা এক বছর পর তা তৈরী করল এবং স্বামী তা পরিধান করল তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা তৎক্ষণাৎ পরিধান করার ব্যাপারে সে শপথ করেনি। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) এক মহিলা তার স্বামীর মাল থেকে কিছু মাল লুকিয়ে নিয়ে তা অপর এক মহিলাকে প্রদান করত যেন সে তার জন্য সুতা কেটে দেয়। অতঃপর স্বামী এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাকে বলল, তুমি যদি আমার মাল থেকে আর কখনো এভাবে আত্মসাৎ কর তবে তোমাকে তালাক। তারপর ঐ মহিলা তার স্বামীর মাল থেকে আরো কিছু নিয়ে গেল এবং তা কোন এক শজি বিক্রেতাকে দিয়ে তার থেকে কিছু শজি খরীদ করে নিয়ে এলো অথবা কাউকে রুটি

১. তালাক হবে না।

২. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী।

কর্জ দিল কিংবা জনৈক প্রতিবেশী তার ঘরে বসে রুটি তৈরী করছিল, হঠাৎ কিছু আটার অভাব পড়ে যায়, তখন ঐ মহিলা তাকে কিছু আটা হাওলাত দিল। এভাবে আটা হাওলাত দেওয়াকে স্বামী খারাপ মনে করত না। সে তো সুতা কাটার জন্য কিছু প্রদান করাকে খারাপ মনে করত। তাহলে দেখতে হবে; যদি স্বামীর মাল দ্বারা ঘরের প্রয়োজনীয় কিছু খরীদ করার জন্য পূর্বে এভাবে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা না হয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে পূর্বে এরূপ কিছু করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা তখন এটি আকস্মিক ঘটনা বলে বিবেচিত হবে (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

১১৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি এই গম দ্বারা উপকৃত হই তবে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর সে ঐ গম বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা উপকৃত হল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (খাজানাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি এক সের গোশত খরীদ করল। অতঃপর তার স্ত্রী শপথ করে বলল, এখানে গোশত এক সেরের কম হবে। একথা শুনে স্বামী বলল, গোশত যদি এক সের না হয় তবে তুমি তালাক। তারপর এই গোশত ওজন করার পূর্বেই রান্না করা হল। তাহলে স্বামী-স্ত্রী কারো কসমই ভঙ্গ হবে না। (খুলাসা : আহার করার ব্যাপারে শপথ করা) এক ব্যক্তি বলল, যদি এই ঘরে আমি কোন কোঠা তৈরি করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর এই ঘর এবং প্রতিবেশীর বাড়ীর মধ্যস্থিত দেওয়ালটি ধসে পড়লে সে তা নির্মাণ করল এবং নিয়্যত করল যে, আমি প্রতিবেশীর ঘর মেরামত করছি, এই ঘরের কোঠা মেরামত করছি না। ফকীহগণ বলেন, এরূপ করার কারণে উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তার নিয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি মিথ্যা কথা বলি তবে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর তার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে তাতে মিথ্যার উপর মাথানাড়া দিল। তাহলে সে মৌখিকভাবে কোন কথা না বলা পর্যন্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞায় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১১৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি কসম করে বলল, সে নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে না। করলে তার স্ত্রী তালাক। অতঃপর সে নিজের গলায় নেশা জাতীয় বস্তু ঢালল এবং তা তার পেট পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এ অবস্থায় তার নিজের কর্ম ছাড়াই যদি ঐ সববস্তু তার পেটে পৌঁছে যায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি প্রথমে সে ঐ সব নেশা জাতীয় বস্তু মুখে নেয়, তারপর পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। স্বামী বলল, আমি যদি মদপান করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা তার মদ পান করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল তাহলে দণ্ড প্রদান ও তালাকের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। ফাতাওয়ার জন্য এটাই পসন্দনীয় অভিমত। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এক বছরের মধ্যে কোন নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে না। অতঃপর সে শরাব পানের আসর ছাড়া অন্য কোন স্থানে বসে শরাব পান করল এবং লোকজন তাকে নেশার অবস্থায় দেখতে পেল। অথচ সে নেশা জাতীয় বস্তু পান করেছে বলে অস্বীকার করেছে। তখন লোকজন কাযী (বিচারক)-এর নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে। মাসআলার সমাধানের ব্যাপারে ফকীহ আবুল কাসিম (র) বলেন, এ বিষয় কাযী সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং যারা প্রত্যক্ষভাবে তাকে শরাব পান করতে



দেখেনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর মহিলা নিজের ব্যাপারে এই সতর্কতা অবলম্বন করবে যে, সে তার সাথে খুলা করে নিবে। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে কোন এক বিষয়ে কথা বলল। অতঃপর সে বলল, তুমি তো নেশার অবস্থায় কথা বলছ। একথা শুনে লোকটি বলল, আমি নেশার অবস্থায় কথা বলে থাকলে আমার স্ত্রী তালাক। আমি নেশাগ্রস্ত মাতাল নই। ফকীহগণ বলেন, যদি তার কথাবার্তা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কথাবার্তার ন্যায় হয় এবং লোকেরা তাকে নেশাগ্রস্ত মনে করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১১৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর অমুক ব্যক্তি কোথাও চলে যায়। তারপর শপথকারী ব্যক্তির স্ত্রী এ মর্মে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করল যে, তার স্বামী কসম করার পর অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। শায়খ আবু নসর দাবুসী (র) বলেন, এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই সহীহ অভিমত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট যাও এবং তার নিকট থেকে একটি কার্পেট ফেরৎ লয়ে এফুণি আমার নিকট নিয়ে এসো। যদি না নিয়ে এসো তবে তুমি তালাক। তারপর সে গেল এবং সেদিন তার থেকে ঐ জিনিষটি ফেরৎ আনতে পারল না। কিন্তু পরের দিন ফেরৎ লয়ে তার নিকট নিয়ে আসল। ফকীহগণ বলেন, এই অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা স্বামীর বক্তব্য ‘এফুণি আমার নিকট তা বহন করে নিয়ে এসো’ এর মানে হল, বিলম্ব করা ব্যতিরেকে তা নিয়ে আসা। এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে প্রহার করল। তারপর সে ঘর হতে বের হয়ে গেল। তখন স্বামী বলল, তুমি আমার নিকট ফিরে না এলে তোমাকে তালাক। ঘটনাটি আসরের নামাযের সময় ঘটেছিল। উক্ত মহিলা তার স্বামীর নিকট ইশারার সময় ফিরে এলো। ফকীহগণ বলেন, এ অবস্থায় স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তার প্রতিজ্ঞা তৎক্ষণাৎ ফিরে আসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সে যদি বলে, আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে আসার নিয়্যত করিনি, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য কোন মহিলা যদি বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় এবং তার স্বামী বলে, বের হলে তুমি তালাক। একথা শুনে মহিলা বসে পড়ল। অতঃপর প্রায় একঘণ্টা পরে সে বাইরে বের হল, তাহলে স্বামীর প্রতিজ্ঞা বাতিল হবে না।

১২০. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি এরূপ করি তবে আমার স্ত্রী যে ঘরে আছে তার উপর তালাক। অতঃপর সে ঐ কাজ করল। কিন্তু কথা বলার সময় তার স্ত্রী ঘরে ছিল না। তাহলে ঐ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তার উদ্দেশ্য হল, স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি এই তালাক কার্যকর করা। যদি বলে, এই স্ত্রী যে এই ঘরে আছে তাকে তালাক। অথচ তার ঐ নির্দিষ্ট ঘরে তার কোন স্ত্রী ছিল না। তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে না। কেননা, ঘর নির্দিষ্ট করা অবস্থায় বিবাহিতা স্ত্রী উদ্দেশ্য হয় না। এক বালক বলল, যদি আমি শরাব পান করি তবে আমি যে মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর সে বাল্য অবস্থায়ই শরাব পান করল। তারপর বালিগ হয়ে সে বিবাহ করল। তখন তার শ্বশুর ধারণা করল যে, তালাক হয়ে গিয়েছে এবং ঐ প্রাপ্তবয়স্ক বালকও বলল, হাঁ, আমার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। ফকীহগণ বলেন, এই বক্তব্যটি

বালকের পক্ষ হতে-হরমতের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি হিসাবে ধর্তব্য হবে। অতএব তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন, হারাম হবে না এবং এটিই সহীহ অভিমত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আজ রাতে তুমি যদি এই ঘরে থাক তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে তৎক্ষণাৎ তার স্বামীর সাথে বেরিয়ে পড়ল এবং তার সাথে তার বাড়িতে রাত্রি যাপন করল। তাহলে ফকীহগণ বলেন, উক্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে যদি সামান-পত্রসহ সেখান থেকে অত্র স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে সামান-পত্র সেখানে রেখে আসে। আর যদি শুধু নিজে চলে আসা উদ্দেশ্য হয়, অন্য কিছু উদ্দেশ্য না হয় তবে তার কথার খেলাফ হবে না। যদি স্বামীর উদ্দেশ্যে মহিলার নিকট অস্পষ্ট থাকে তবে সে এ ব্যাপারে স্বামীকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে। স্বামী শপথ করার পর তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট ন্যাস্ত হবে। উপরোক্ত ফয়সালা তো সময় নির্দিষ্ট করে এভাবে শপথ করার ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। যেমন স্বামী বলল, তুমি যদি দুই দিন এখানে অবস্থান কর। যদি এক বছর নির্দিষ্ট করে বলে তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নিজে মাল-সামানসহ সেখান থেকে চলে আসা। আর যদি কোন সময় নির্দিষ্ট না করে এবং কোন ধরনের নিয়্যতও না থাকে তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শুধু নিজে নিজে সেখান থেকে প্রস্থান করা। এক ব্যক্তি সফরের নিয়্যত করল। তখন তার শ্বশুর তার থেকে শপথ গ্রহণ করে বলল, এরপর হতে তুমি যদি তোমার স্ত্রী থেকে গোপন হয়ে যাও এবং মাসের প্রথম দিকে তোমার স্ত্রীর নিকট ফিরে না আসো তবে তোমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর জামাতা বলল, হাঁ, ঠিক আছে। এর থেকে বেশী কিছু বলল না। তারপর সে এক মাসের অধিক গায়ের হয়ে থাকল। তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা সে তার শ্বশুরের কথার জবাব দিয়েছে। আর এ জবাবের মধ্যে প্রশ্নে উল্লেখিত কথাও বিদ্যমান আছে। কাজেই তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১২১. মাসআলা : এক ব্যক্তি এক লুক্‌মা খাদ্য নিজ মুখে রাখল। তখন তাকে অন্য ব্যক্তি বলল, তুমি যদি এই লুক্‌মাটি খেয়ে ফেল তবে আমার স্ত্রী তালাক। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি বলল, যদি তুমি এই লুক্‌মাটি ফেলে দাও তবে আমার গোলাম আযাদ। ফকীহগণ বলেন, এই অবস্থায় তার জন্য উচিত হল, কিছু খেয়ে কিছু ফেলে দেওয়া। তাহলে কারো প্রতিজ্ঞা বাতিল হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি কোন পাখি আটকিয়ে রাখ তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে মহিলা পাখিটি ধরার জন্য অপর এক মহিলাকে ডাকল। তাহলে দেখতে হবে, যদি পাখি কাছে রাখার কারণে সে এরূপ প্রতিজ্ঞা করে থাকে, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি পাখি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এরূপ শপথ করে থাকতে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (খুলাসা : ২৩তম পরিচ্ছেদ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রী যয়নবকে বলল, আমি যদি ‘আমরা’ নামী মহিলাকে তালাক দেই তবে তুমি তালাক। তারপর সে আমরাকে বলল, তুমি তালাক যখন আমি যয়নবকে তালাক দিব। অতঃপর সে যয়নবকে তালাক দিয়ে দিল। তাহলে আমরার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু যয়নবের উপর তালাক পতিত



হবে না। আর যদি যয়নবকে তালাক না দেওয়া হয়, আমরাকে তালাক দেওয়া হয়, তাহলে যয়নবের উপর এক তালাক পতিত হবে এবং আমরার উপরও এক তালাক পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম অবস্থায়ও যয়নবের উপর অপর এক তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় আমরার উপর অপর এক তালাক পতিত না হওয়া অপরিহার্য। এটাই সহীহ অভিমত। (মুহীত : সারাখসী)

১২২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক, যদি তোমার চরিত্র সংশোধন হয় তবে শীঘ্রই তোমাকে ফেরৎ নিয়ে নিব। তাহলে তার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। এটা কসম নয়; বরং অঙ্গীকার মাত্র। (আল-ফাতাওয়ালা কারখী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, انت طالق ان دخلت الدار। তাহলে এ বাক্যটি (তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর) এর অনুরূপ বলে গণ্য হবে। কাজেই ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না, কেননা ১ অক্ষরটি না সূচক অব্যয়। একে প্রতিজ্ঞার দ্বারা আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে। যেন সে এর দ্বারা ঘরে প্রবেশ করাকে না করে দিয়েছে। এ কারণেই ঘরে প্রবেশ করার সাথে তালাকের বিষয়টি সম্পর্কিত হবে। (বাদায়ে)

১২৩. মাসআলা : কেউ তার স্ত্রীকে বলল, انت طالق لو دخلت الدار لطلقتك। তাহলে তার বক্তব্য তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার শপথ। যদি সে ঘরে প্রবেশ করার পর তাকে তালাক না দেয়। যেন সে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে আমি তোমাকে তালাক দিব। যদি আমি তোমার তালাক না দেই তবে তুমি তালাক। অতঃপর সে যখন ঘরে প্রবেশ করবে তখন তাকে তালাক দেওয়া তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি সে তাকে তালাক না দেয় আর স্বামী বা স্ত্রী মারা যায় তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। এটি এমন হল যেমন কেউ বলল, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ যদি আমি তাকে প্রহার না করি। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ঘরে প্রবেশ কর এবং তুমি তালাক। তাহলে ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তার উপর তালাক পতিত হবে। কেননা امر (আদেশসূচক ক্রিয়া) এর জবাবে وا ব্যবহার করা ব্যবহার করার অনুরূপই। কাজেই তালাক হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১২৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, আমি যে মহিলাকেই বিবাহ করব সে তালাক। তাহলে একথা এক মহিলার ক্ষেত্রে নিয়্যত করে তবে হুকুম তার নিয়্যত অনুসারেই হবে। যদি কেউ এরূপ বলে, هر کدام زن که بزنی کنم তবে প্রত্যেক মহিলার ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য হবে। সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, পসন্দনীয় মতে, এক মহিলার উপরই তালাক পতিত হবে। কেউ যদি বলে যে কোন মহিলা তার নিজের সন্তাকে আমার বিবাহে সমর্পণ করবে সেই তালাক, তাহলে এ কথা সমস্ত মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি পুরুষ ব্যক্তি هر چه زن بزنی کنم বলে তাহলে এক মহিলার উপর একবার একথা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সে যদি পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হবার

নিয়্যত করে তবে হুকুম সে মতই হবে। আর যদি বলে هر چه گاه زن بزنی کنم (যে সময়ই আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব তখনই সে তালাক) তবে এক মহিলার উপর তা একবারই কার্যকরী হবে। অর্থাৎ যখনই সে কোন মহিলাকে বিবাহ করবে তখনই তার উপর এক তালাক পতিত হবে। তারপর কসম শেষ হয়ে যাবে। পুরুষ ব্যক্তি যদি বলে, আজকের দিন থেকে আগামী এক হাজার বছরের মধ্যে যে মহিলা আমার স্ত্রী হবে সে তালাক। অথচ তখন তার কোন স্ত্রী ছিল না। কিন্তু পরে সে এক মহিলাকে বিবাহ করেছে তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। (খুলাসা)

১২৫. মাসআলা : জনৈক পুরুষ ব্যক্তি বলল, আমার স্ত্রীদের যেই তোমার সাথে কথা বলবে তাকে তালাক। অতঃপর তারা সকলেই তার সাথে কথা বলল, তাহলে তারা সকলেই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি বলে, আমার স্ত্রীদের যার সাথে তুমি কথা বলবে সে তালাক। তারপর সে তাদের সকলের সাথে একই সময়ে কথা বলল, তাহলে তাদের একজনের উপর তালাক পতিত হবে। তবে তালাক কার উপর পতিত হবে তা নির্ধারণের বিষয়টি স্বামীর ইচ্ছাভিত্তিক থাকবে। (শারহ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বলল, তোমাদের দুইজনের যে এই আনার খাবে সে তালাক। অতঃপর তারা উভয়েই ঐ আনার থেকে কিছু খেল, তাহলে তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক হে ব্যভিচারিণী! যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর। এ ক্ষেত্রে তালাকের বিষয়টি ঘরে প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত হবে। কিন্তু কোন হদ্দ (দণ্ড) ও লি'আন ওয়াজিব হবে না। কেননা হে ব্যভিচারিণী! শব্দটি হচ্ছে একটি ডাক। আর ডাক কখনো মিমাংসাকারীরূপে পরিগণিত হয় না। যদি কেউ তুমি তালাক বলে 'হে ব্যভিচারিণীর কন্যা ব্যভিচারিণী! যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর' তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি কেউ বলে, হে ব্যভিচারিণী! তুমি তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে এতে উক্ত ব্যক্তি অপবাদদাতারূপে গণ্য হবে। কাজেই সে তার সাথে লি'আন করবে। উল্লেখ্য যে, অপবাদ যদি সহীহ হয় তবে দেখতে হবে যদি প্রথমে লি'আন করে পরে ঘরে প্রবেশ করে তবে সে ইদ্দতের অবস্থায় থাকবে এবং এ অবস্থায় ক্ষেত্র (محل) বাকী থাকার কারণে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি সে মহিলা প্রথমে ঘরে প্রবেশ করে তারপর অপবাদের কারণে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় আর তালাক রিজঈ তালাক হয় তবে সে তার সাথে লি'আন করবে। কিন্তু বায়িন তালাক হলে লি'আন করবে না। যদি বলে, হে তালিকা! তোমাকে তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে না। বরং ঘরে প্রবেশ করার উপর তালাক সম্পর্কযুক্ত হবে। কেউ যদি বলে, হে ব্যভিচারিণীর কন্যা ব্যভিচারিণী! তুমি তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে এ বক্তব্যের কারণে সে তার স্ত্রীর এবং তার মায়ের উপর অপবাদদাতা বলে গণ্য হবে। আর ঘরে প্রবেশ করার সাথে তালাকের বিষয়টি সম্পর্ক যুক্ত হবে। অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করলে তালাক পতিত হবে। (শারহ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)



১২৬. মাসআলা : যদি তালাকের কথা অগ্রে উল্লেখ করে কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে, হে তালিকা! তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর। তবে হে তালিকা! বলাতেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর ঘরে প্রবেশ করলে আরেক তালাক পতিত হবে। আর যদি 'নিদা' (نِدا) তথা আহ্বানসূচক শব্দ পরে উল্লেখ করে এভাবে বলে, তুমি তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, হে ব্যভিচারিণী! তবে তালাক ঘরে প্রবেশ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। কেননা সে তালাকের বিষয়টিকে এর সাথে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেছে এবং পরে তাকে সম্বোধন করেছে। তাই এতে সে অপবাদদাতা বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে, তুমি তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর হে তালিকা! তাহলে প্রথম তালাকটি ঘরে প্রবেশ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। আর হে তালিকা! বলাতে তৎক্ষণাৎ তার উপর এক তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে) এক ব্যক্তি তার স্ত্রী আম্রা কে বলল, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর, হে আম্রা! তবে তুমি তালাক এবং হে যয়নব! অতঃপর আম্রা ঘরে প্রবেশ করল তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর যয়নবের বিষয়ে তার নিয়্যত কি ছিল, এ সম্পর্কে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি বলে আমি তার তালাকের নিয়্যতের একথা বলেছিলাম তবে তার উপরও তালাক পতিত হবে। আর যদি সে وا (এবং) ছাড়া বলে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার পর বলে যে, আমি আম্রার সাথে যয়নবে তালাকেরও নিয়্যত করেছি, তাহলে উভয়ের উপরই তালাক পতিত হবে। যদি তালাকের কথা আগে উল্লেখ করে এভাবে বলে, হে আম্রা তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর এবং হে যয়নব! অতঃপর আম্রা নামী স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করল তাহলে উভয়ই তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি বলে, আমি যয়নবের তালাকের নিয়্যত করিনি তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি হে আম্রা! তালাক এবং হে যয়নব! তবে যয়নবের উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু নিয়্যত করলে পতিত হবে। যেমন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, لك يا فلان على ألف درهم ويا فلان, তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে এবং হে অমুক তুমি, তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পাওনাদার বলে সাব্যস্ত হবে। (উপরোক্ত মাস'আলাটিও ঠিক অনুরূপই)। আর যদি মালের কথাটি আগে উল্লেখ করে বলে, لك ألف درهم على يزيد وياسالم, তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে হে যায়িদ এবং হে সালিম! তাহলে এই এক হাজার দিরহাম তারা উভয়ে সমান সমান করে পাবে। স্বামী যদি বলে, হে 'আম্রা তুমি তালাক, হে যয়নব! তাহলে আম্রার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু যয়নবের উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু নিয়্যত করলে হবে। যদি বলে, তুমি তালাক হে আম্রা, হে যয়নব! তাহলে যয়নবের উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। যদি উভয়ের নাম অগ্রে উল্লেখ করে এভাবে বলে, হে আম্রা, হে যয়নব! তুমি তালাক, তাহলে প্রথম জনের উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১২৭. মাসআলা : যদি কোন পুরুষ ব্যক্তি বলে, আমি প্রথমে যে মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করল, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা

হয়ে যাবে। চাই সে এরপর অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করুক বা না করুক। (মুহীত) এক ব্যক্তি বলল, প্রথমে যে মহিলাকে আমি বিবাহ করব সে তালাক। তারপর সে প্রথমে দুই মহিলাকে বিবাহ করে এরপর অপর এক মহিলাকে বিবাহ করল, তাহলে তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। যদি দুই মহিলাকে এক আক্দের বিবাহ করে এবং তাদের একজনের বিবাহ ফাসিদ তরীকায় সম্পাদিত হয়, তাহলে যার বিবাহ সহীহভাবে সম্পাদিত হয়েছে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, শেষের মহিলা যাকে আমি বিবাহ করব সে তালাক। তারপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর পুনরায় অপর এক মহিলাকে বিবাহ করল তবে স্বামী না মারা যাওয়া পর্যন্ত শেষের স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। স্বামী মারা যাওয়ার পর এই মহিলা শেষ স্ত্রী হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিবাহের সময় হতেই তার উপর তালাক পতিত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। সুতরাং যদি এই সময়ের মধ্যে তার সাথে সহবাস হয়ে থাকে তবে দেড়গুণ মহর অপরিহার্য হবে। অর্ধ মহর সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে। আর পূর্ণ মহর ফাসিদ আকদের উপর ভিত্তি করে সহবাস করার কারণে। অতঃপর এই মহিলা তিন হায়িযের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, উক্ত মহিলার উপর মাওত ও তালাকের ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর তালাকের ইদ্দত ওয়াজিব হবে। (মুহীত : সারাখসী)

১২৮. মাসআলা : 'জামি' এস্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কেউ বলে যে, শেষে আমি যে মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর সে প্রথমে আম্রাকে তারপর যয়নবকে বিবাহ করল। এরপর আম্রার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিয়ে পুনরায় তাকে বিবাহ করল। তারপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি মারা গেল। এ অবস্থায় যয়নবের উপর তালাক পতিত হবে, কিন্তু আম্রার উপর তালাক পতিত হবে না। কেউ যদি দশজন মহিলার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের থেকে শেষে আমি যে মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। তারপর সে প্রথমে তাদের থেকে একজনকে বিবাহ করে পরে আবার অপরজনকে বিবাহ করল। এরপর প্রথম জনকে তালাক দিয়ে পুনরায় তাকে বিবাহ করল এবং পরে সে মারা গেল, তাহলে যে মহিলাকে একবার বিবাহ করেছে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু যাকে দুইবার বিবাহ করেছে তার উপর তালাক পতিত হবে না। এই মাস'আলা এবং এর পূর্বের মাস'আলা উভয় একরূপ, ঐ সূরতের মধ্যে যদি দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামী মারা যায়। আর এই দুই মাস'আলায় পার্থক্য তখনই হবে যদি স্বামী মারা না যায়। এমনকি যদি সে দশম মহিলাকে বিবাহ করে তবে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন প্রথমে চারজন মহিলাকে বিবাহ করে তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর আবার চারজনকে বিবাহ করে তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে। এরপর নবম মহিলাকে বিবাহ করবে। অতঃপর দশম মহিলাকে বিবাহ করবে। এ অবস্থায় দশম মহিলাকে বিবাহ করা মাত্রই তার উপর তালাক পতিত হবে। স্বামী চাই মারা যাক বা না



যাক। আর প্রথম মাসআলায় স্বামী যদি দশজন মহিলাকে পৃথক পৃথক সময়ে বিবাহ করে তাহলে দশম মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামী মারা যাবে।

১২৯. মাসআলা : কেউ বলল, আখিরী বিবাহে যাকে আমি বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করে তাকে তালাক দিয়ে দিল। এরপর অপর এক মহিলাকে বিবাহ করল। তারপর প্রথমে যে মহিলাকে তালাক দিয়েছিল তাকে পুনরায় বিবাহ করল। অতঃপর স্বামী মারা গেল, তাহলে যে মহিলাকে দুইবার বিবাহ করা হয়েছে তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু একবার যার সাথে বিবাহ হয়েছে তার উপর তালাক পতিত হবে না। অগুরুপভাবে কেউ যদি দশজন মহিলার দিকে নয়র করে বলে, তোমাদের থেকে যাকে আমি শেষে বিবাহ করব সে তালাক। অতঃপর সে একজনকে বিবাহ করে তাকে তালাক দিয়ে দিল। তারপর অপর একজনকে বিবাহ করল। তারপর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আবার বিবাহ করল। অতঃপর স্বামী মারা গেল, তাহলে যে মহিলাকে দুইবার বিবাহ করা হয়েছে তার উপর তালাক পতিত হবে। যদি সে তাদের দশম জনকে বিবাহ করে তবে স্বামী বা মারা যাওয়া পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। (মুহীত) এক ব্যক্তি বলল, আমি প্রথমে যে মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক। এই কসমের পর সে এক মহিলাকে বিবাহ করার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করল। অতঃপর ঐ মহিলা নিজের তালাকের ব্যাপারে দাবী করল এবং বলল, আমিই তোমার প্রথম স্ত্রী। একথা শুনে স্বামী বলল, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে অপর এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। যে মহিলা সম্পর্কে একথা-বলা হয়েছে সে তার একথা সত্যায়ন করুক বা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক কোন অবস্থাতেই আইনের দৃষ্টিতে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। পূর্বে একজনকে বিবাহ করেছে এ দাবীর ব্যাপারেও গ্রহণ হবে না এবং উভয়কে বিবাহ করা ও তালাক প্রদান করার ক্ষেত্রেও তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, সে وجود شرط তথা শর্ত পাওয়ার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছে। আর তা হল, প্রথমে বিবাহ করার স্বীকারোক্তি। তাহলে এতে যে ঐ মহিলার উপর তালাক প্রদানেরই ইকরার করেছে মূলতঃ। অথচ তালাক বিবাহিতা স্ত্রীর উপরই পতিত হয়ে থাকে; অবিবাহিতার উপর নয়। এতে বুঝা যায় যে, সে এই মহিলার তালাকের বিষয়টির স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আর এটিই স্পষ্ট কথা। এহেন অবস্থায় সে যখন অপর মহিলাকে প্রথমে বিবাহ করার দাবী করেছে, তাই তার এই দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য সে যদি তার দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে তার প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তার দাবী অনুসারে এই মহিলার উপরই তালাক পতিত হবে; পরিচিতা মহিলার উপর নয়। কেননা এখন সেই প্রথম স্ত্রী। এমনিভাবে দ্বিতীয় জনের উপরও তালাক পতিত হবে। কেননা স্বামী তার নিজের উপর ঐ স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। অতঃপর এই দ্বিতীয় স্ত্রী যদি স্বামীর কথার সত্যায়ন করে তবে সে অর্ধেক মহর পাবে। আর যদি বিবাহের ব্যাপারে তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে কিছুই পাবে না। পরিচিতা স্ত্রী যদি অপরিচিতা সম্পর্কে একথা স্বীকার করে যে, সেই প্রথম স্ত্রী, তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে পরিচিতার উপর কোন তালাক পতিত হবে না।

১৩০. মাসআলা : স্বামী বলল, আমি তাকে এবং অমুককে একই আক্কে বিবাহ করেছি। কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এ অবস্থায় পুরুষের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাদের থেকে কোন একজনের উপরও তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, অমুক মহিলার বিবাহ যদি সে তা মেনে নেয় তবে তার বিবাহ সহীহ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় তা সহীহ বলে সাব্যস্ত হবে না। স্বামী যদি বলে, অমুক মহিলাকে যদি আমি প্রথমে বিবাহ করি তবে সে তালাক, তারপর সে তাকে বিবাহ করল। অতঃপর ঐ মহিলা তালাকের দাবী করল। তখন স্বামী বলল, আমি এর পূর্বে আরেক জনকে বিবাহ করেছি, তাহলে কসমের সাথে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ যদি দুই মহিলাকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের দুইজনের যাকে আমি প্রথমে বিবাহ করব সে তালাক অথবা বলল, যদি আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের আগে বিবাহ করি তবে সে তালাক। অতঃপর সে একজনকে বিবাহ করল এবং সে তালাকের দাবী করল। তখন স্বামী বলল, আমি তার আগে অপরজনকে বিবাহ করেছি। তবে সাক্ষী প্রমাণ ব্যতীত তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি বলে, আমি তাদের উভয়কে একই আক্কে বিবাহ করেছি, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তালাক পতিত হবে না। কেউ বলল, আমি যদি যখনবের পূর্বে আমরা নানী মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। তারপর সে আমাকে বিবাহ করল। এরপর আমরা তার তালাকের দাবী করল। তখন স্বামী বলল, আমি তোমার পূর্বে যখনবকে বিবাহ করেছি, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি এরূপ বলে, যদি আমি তোমাদের একজনকে অন্য জনের আগে বিবাহ করি, তবে সে তালাক। সে তাদের একজনকে বিবাহ করল এবং বলল, এর পূর্বে আমি অপরজনকে বিবাহ করেছি। তবে স্বামীর কথা বিশ্বাস করা হবে না। আর যদি বলে, আমি উভয়কে একত্রে বিবাহ করেছি তবে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (শারহ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

১৩১. মাসআলা : কেউ বলল, সর্বশেষ যে মহিলাকে আমি বিবাহ করব তাকে তালাক। অতঃপর সে এক মহিলাকে দুইবার বিবাহ করল এবং পরে সে নিজে মারা গেল, তবে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হবে না। আর যদি বলে, শেষে আমি যে বিবাহ করব ঐ বিবাহের স্ত্রী তালাক। বাকী মাসআলার সূরত পূর্ববৎ তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হবে। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে পরে তালাক দিয়ে দেয় তারপর অন্য মহিলাকে বিবাহ করে। এরপর যাকে তালাক দিয়েছে তাকে পুনরায় বিবাহ করে এবং তালাকের নিসবত করে অতীতকালের (فعل ماضی এর) দিকে। অর্থাৎ এরূপ বলে যে, সর্বশেষ আমি যে মহিলাকে বিবাহ করেছি সে তালাক এবং এ ক্ষেত্রে তার যদি কোন নিয়ত না থাকে তবে যাকে একইবার বিবাহ করা হয়েছে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে সর্বশেষ বিবাহ যা আমি সম্পাদন করেছি সে বিবাহিতা স্ত্রী তালাক তবে যাকে দুইবার বিবাহ করা হয়েছে তার উপর তালাক পতিত হবে। (শারহ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে। একজনের নাম আমরা এবং অপর জনের নাম যখনব। তাদের সম্বন্ধে তাদের স্বামী বলল, এখন আমাকে তালাক



অথবা এখন যখনবকে তালাক কিংবা আমি যখন ঘরে প্রবেশ করব তখন যখনবকে তালাক, তাহলে তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। যতক্ষণ না সে ঘরে প্রবেশ করবে। ঘরে প্রবেশ করার পর তাদের কোন একজনের উপর তালাক পতিত করার ব্যাপারে স্বামীকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক অথবা আমি পুরুষ নই তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। কেননা উক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুরুষ এবং সে তার বক্তব্যে মিথ্যাবাদী। যদি বলে, তুমি তালাক অথবা আমি পুরুষ। তবে আর এই কথা সত্য বলে গণ্য হবে এবং তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৩২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক, যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, না বরং এই দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাহলে এই কসম প্রথমা স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করার উপর প্রযোজ্য হবে। অতএব যদি প্রথমা স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে তবে তারা উভয়ে তালাকপ্রাপ্ত হবে। আর যদি দ্বিতীয়া স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে তবে তাদের কেউই তালাকপ্রাপ্ত হবে না। যদি শেষোক্ত কথার দ্বারা স্বামী তার আরোপিত শর্ত থেকে রুজু করার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত সহীহ হবে। এ অবস্থায় যদি দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে তবে প্রথম স্ত্রীর উপর দিয়ানাত (আল্লাহর নিকটে) ও কাযা (আইনের দৃষ্টিতে) উভয় হিসাবেই তালাক পতিত হবে। আর যদি প্রথমজন ঘরে প্রবেশ করে তবে এ অবস্থায়ও প্রথম জনের উপর দিয়ানাত এবং কাযা উভয় হিসাবে তালাক হবে এবং দ্বিতীয়জনের উপর আইনের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক যদি তুমি চাও। না, বরং দ্বিতীয় স্ত্রী। তাহলে প্রথম স্ত্রীর চাওয়ার উপর এই তাফবীয (ন্যাস্তকরণ) প্রযোজ্য হবে। আর উভয়ের তালাকের জন্য উভয় স্ত্রীর মাশিয়্যাত (ইচ্ছা) শর্ত নয়। কাজেই কেউ যদি শুধুমাত্র নিজের তালাক কামনা করে সতীনের তালাক কামনা না করে তবে সে একাই তালাকপ্রাপ্ত হবে। আর যদি শুধুমাত্র সতীনের তালাক কামনা করে তাহলে শুধুমাত্র সতীনের উপরই তালাক পতিত হবে। এমনভাবে যদি কোন একজনে উভয়ের তালাক কামনা করে তবে উভয়ের উপরই তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী বলে, 'না, বরং এই দ্বিতীয় স্ত্রী' এই কথার দ্বারা আমি মাশিয়্যাতকে দ্বিতীয়া স্ত্রীর দিকে রুজু করার ইচ্ছা করেছি তবে আল্লাহর নিকটে তার একথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কিন্তু হুকুমকে লঘু করার ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

১৩৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি তুমি প্রবেশ কর; না, বরং অমুক তালাক। তাহলে বলার সাথে সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর তালাক তার ঘরে প্রবেশ করার উপর শর্তযুক্ত হবে। আর যদি শর্তকে শেষে উল্লেখ করে এবং বলে, তুমি তালাক না; বরং অমুক তালাক যদি সে (ঘরে) প্রবেশ করে, তাহলে হুকুম উল্টা হয়ে যাবে। অর্থাৎ কথা বলার সাথে সাথে প্রথমা স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয়া স্ত্রীর তালাক ঘরে প্রবেশের উপর শর্তযুক্ত হবে। (শারহু তালখীসিল জামিইল কাবীর) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, না বরং ঐ ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি

তালাক। তাহলে শেষোক্ত ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে স্বামী যদি বলে, যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক; না বরং ঐ ঘরে। তাহলে যে কোন ঘরে প্রবেশ করলে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (মুহীত : সারাখসী)।

১৩৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি অমুক ব্যক্তি এই ঘরে প্রবেশ করে, না বরং অমুক ব্যক্তি। তবে এই দুইজনের যে কোন একজন ঘরে প্রবেশ করলে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি উভয়ে প্রবেশ করে তাহলেও এক তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি না, বরং অমুক এই কথার দ্বারা রদে জায়ার (তালাক রদ করার) নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুসারে হুকুম হবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তবে আল্লাহর নিকটে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তালাক হয়ে যাবে। যদি স্বামী বলে, তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর; না বরং অমুক তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি বলে, আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করলে সে তালাক, না বরং অমুককে। অথচ দ্বিতীয় মহিলা তার স্ত্রী। তাহলে এই দ্বিতীয়জন সাথে সাথে তালাকপ্রাপ্ত হবে না। কেননা দ্বিতীয় বাক্যটি অসম্পূর্ণ। কাজেই এটি শর্তের উপর মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত) হবে। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে তিন তালাক, না বরং অমুক মহিলা। অতঃপর প্রথমজন ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে তাদের উভয়ের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। উক্ত মাস'আলায় স্বামী যদি বলে, না বরং অমুক মহিলা তালাক তাহলে দ্বিতীয়জনের উপর তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। আর প্রথম জনের ক্ষেত্রে তিন তালাক মু'আল্লাক থাকবে। অর্থাৎ শর্ত পাওয়া গেলে এই তিন তালাক পতিত হবে। কেউ যদি বলে, তুমি প্রবেশ করলে তুমি হারাম, না বরং অমুক মহিল, তাহলে প্রথমজন ঘরে প্রবেশ করলে উভয়ের তালাকে বায়িন পতিত হবে। কিন্তু যদি বলে, না বরং অমুক মহিলা তালাক, তাহলে দ্বিতীয়জনের উপর তৎক্ষণাৎ রাজঈ তালাক পতিত হবে এবং প্রথমজন ঘরে প্রবেশ করলে তার উপর বায়িন তালাক পতিত হবে। (শারহু তালখীসিল জামিইল কাবীর)

১৩৫. মাসআলা : 'কুদুরী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তালাক এবং তালাক এবং তালাক; না বরং এই দ্বিতীয়া স্ত্রী। তারপর প্রথমা স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে উভয়ের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি এক তালাক, না বরং তিন তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। আর ঘরে প্রবেশ করলে দুই তালাক পতিত হবে। যদি এই মহিলার সাথে তার স্বামীর সহবাস হয়ে থাকে। আর যদি বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে এক তালাক, না বরং তিন তালাক। তাহলে ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। অবশ্য ঘরে প্রবেশ করার পর তিন তালাক পতিত হবে। চাই তার সাথে সহবাস হোক বা না হোক। (মুহীত)



### চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইস্তিস্নার বিবরণ

১. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক 'ইনশা আল্লাহ্' অর্থাৎ 'ইনশা আল্লাহ্' শব্দটি তালাকে সাথে যুক্ত করে ব্যবহার করে, তবে তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি 'ইনশা আল্লাহ্' বলার পূর্বেই স্ত্রী মারা যায় তবে এ ক্ষেত্রেও তালাক হবে না। (হিদায়া) পক্ষান্তরে 'তুমি তালাক' বলার পর 'ইনশা আল্লাহ্' বলার ইচ্ছা পোষণ করেছিল তাহলে তালাক পতিত হবে। আর এ কথা তখনই জানা যাবে যদি কেউ তালাক দেওয়ার পূর্বে বলে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিব এবং ইস্তিস্না করব। অর্থাৎ 'ইনশা আল্লাহ্' যুক্ত করে তালাক দিব। (কিফায়া)

أنت طالق إن شاء الله এবং أنت طالق إلا أن يشاء الله -এর অনুরূপই। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি বলে তুমি তালাক 'মাশা আল্লাহ্' কননা অথবা বলল, তুমি তালাক ইল্লা মাশা আল্লাহ্ তাহলে তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে তুমি তালাক 'ফীমা শাআল্লাহ্' তাহলে শেষের কথাটি আগের কথার সাথে মিলিয়ে বললে এতে তালাক পতিত হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, তুমি তালাক 'যদি আল্লাহ্ না চান' তবে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি এই কথাকে কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে বলে, যেমন বলল, আজকের দিন, তবে এইদিন চলে যাওয়ার পর তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি বলে, 'তুমি তালাক মা লাম ইয়াশা ইল্লাহ্' (ما لم يشاء الله) এতেও তালাক পতিত হবে না। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার) যদি বলে, তুমি তালাক যেভাবে আল্লাহ্ চান, তবে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী)

২. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তিন তালাক 'ইল্লা মাশা আল্লাহ্' (কিন্তু যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন) তবে এ অবস্থায় এক তালাক পতিত হবে। তবে এরপর গ্রন্থকার আরো কিছু মাসআলা বর্ণনা করেছেন। তাহল নিম্নরূপ, যদি কেউ বলে, أنت طالق إلا ما يشاء الله কিংবা أنت طالق إلا أن يشاء الله তাহলে এতে আদৌ তালাক, যদি আল্লাহ্ পসন্দ করেন, রায়ী থাকে; ইরাদা করেন বা তাকদীরে তা লিপিবদ্ধ করে থাকেন, তাহলে তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه তাহলে তালাক হবে না। কেননা উপরোক্ত কথায় তালাককে এমন বিষয়ের ভিত্তিতে বাতিল করা বা এমন বিষয়ের উপর তালীক (শর্তযুক্ত) করা হয়েছে যা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। কাজেই এতে তালাক হবে না। যেমন 'ইনশা আল্লাহ্' বলার ক্ষেত্রে তালাক পতিত হয় না। কেননা إنا شاء الله এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর তালীকের অবস্থায় জাযা শর্তের সাথে ملصق হয়। যদি উপরোক্ত শব্দসমূহকে কোন বান্দার দিকে নিসবত (সম্বোধন) করা হয়, তবে এতে তামলীক (মালিক বানানো) সাব্যস্ত

হবে। কাজেই তা মজিলেসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। যেমন إن شاء فلان (যদি অমুক চায়) এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেউ যদি আল্লাহ্ বা বান্দার প্রতি সম্বোধন করে বলে, তুমি তালাক بامرہ أو بحكمہ أو بقضايہ أو بإذنه أو بعلمہ وبقدرته (তার আদেশে, তাঁর হুকুমে, তাঁর ফয়সালা মুতাবিক, তাঁর অনুমতিতে, তাঁর অবগতিতে কিংবা তাঁর কুদ্রতে) তবে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। চাই একথার সম্বোধন আল্লাহ্ দিকে করা হোক বা বান্দার দিক করা হোক। কেননা এ জাতীয় কথার দ্বারা পরিভাষা তাখয়ীর (ইখতিয়ার প্রদান) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন তুমি বিচারকের হুকুম অনুসারে তালাক বললে, তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে থাকে। উপরোক্ত শব্দসমূহের সাথে لا এর পরিবর্তে لا যোগ করে যদি তালাক প্রদান করা হয়। তবে সর্বাবস্থায় তালাক পতিত হবে। চাই এসবের সম্বোধন আল্লাহ্ দিকে করা হোক বা বান্দার দিকে করা হোক। আর যদি لا সংযোগ করে বলা হয় তবে আল্লাহ্ দিকে সম্বোধন করা অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। অবশ্য 'ফী ইলমিল্লাহ্' (في علم الله) বললে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। কিন্তু 'ফী কুদরতিল্লাহ্' (في قدرة الله) বললে তালাক পতিত হবে না। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে কুদ্রত উদ্দেশ্য হলে, তখনই তালাক পতিত হবে। যদি উপরোক্ত শব্দমালা বান্দার প্রতি সম্বোধন করে ব্যবহার করা হয় তবে প্রথম চারটির ক্ষেত্রে তামলীক হবে এবং শেষেরগুলোর ক্ষেত্রে তা'লীক হবে। (তাবয়ীন)

৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন অথবা বলল, আল্লাহ্ সাহায্যে এবং এর দ্বারা ইস্তিস্নার ইচ্ছা করে তবে আল্লাহ্ নিকটে এ কথা ইস্তিস্না হিসাবে গণ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি তালাককে এমন সত্তার মাশিয়্যাত ও ইচ্ছার উপর সম্পর্কিত করা হয় যার ইচ্ছা জানা যায় না। যেমন বলল, যদি জিব্রাইল (আ) ফিরিশ্তা, জিন্ন বা শয়তান ইচ্ছা করে, তাহলে এ তা'লীক আল্লাহ্ ইচ্ছার সাথে তালীক করার অনুরূপ হবে। যদি আল্লাহ্ ও বান্দারা মাশিয়্যাত একত্রিত করে এইভাবে যে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন এবং যায়দ চান। অতঃপর যায়দ চাইল তাহলে তালাক পতিত হবে না। কেননা, এখানে এমন দু'টি শর্তের উপর তালাককে মু'আল্লাক-শর্তযুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে একটির অস্তিত্ব অজানা। কাজেই দুই শর্তের থেকে এক শর্তের অনুপস্থিতিতে তালাক পতিত হবে পারে না। (বাদায়ে) যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। যদি আল্লাহ্ চান এবং তুমি চাও অথবা ইনশা আল্লাহ্ এবং অ-শি'তা (তুমি যদি ইচ্ছা কর) এর পরিবর্তে 'মাশাআল্লাহ্' এবং অ-শি'তা বলল। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি তালাক প্রদান করল তাহলে তালাক হবে না। এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বলল, طالق امرأتى بما شاء الله وشئت অতঃপর উক্ত ব্যক্তিকে মালের বিনিময়ে তাকে তালাক প্রদান করল, তবে এই তালাক জায়য হবে। কেননা এখানে ইচ্ছা অভিপ্রায় বিনিময়ের উপর দাখিল হয়েছে। তালাকের উপর নয়। কাজেই বিনিময়ের উল্লেখ নিরর্থক গণ্য হবে



এবং তালাকের বিষয়টি বাকী থেকে যাবে। (মুহীত) যদি কেউ দেওয়ানের মাশিয়্যাতের উপর তালাক দেয় এবং বলে, আমার স্ত্রী তালাক যদি দেওয়ান চায় তবে তালাক পতিত হবে না। (আনু নাহরুল ফায়িক)

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিল এবং 'ইনশা আল্লাহ' বলল। অথচ সে জানে না যে, ইনশা আল্লাহর অর্থ কী, তাহলে তালাক হবে না। (তাজনীস ও মযীদ)-এর উপর ফাতওয়া দেওয়াই উত্তম। (মুখতারুল ফাতাওয়া) এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক, কিন্তু যদি অমুক ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কিছু চায় কিংবা কিন্তু অমুক যদি ভিন্ন কিছু পসন্দ করে কিংবা কিন্তু অমুক যদি ভিন্ন কিছু ইচ্ছা করে অথবা কিন্তু অমুক যদি অন্য কিছুতে রাযী থাকে অথবা কিন্তু অমুক যদি ভিন্ন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় বা কিন্তু অমুক যদি এর অন্যথা করাকে ভাল মনে করে অথবা কিন্তু অমুকের নিকট অন্য কিছু যদি ভাল বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে অমুক যদি তার ওয়াকিফহাল হওয়ার মজলিসে ভিন্ন কিছু না চায় বা ভিন্ন কিছুর ইচ্ছা না করে তবে তালাক পতিত হবে। উপরোক্ত সবগুলো শব্দের ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হবে তার স্পষ্ট বক্তব্য এ ক্ষেত্রে আবশ্যিক। মনে মনে যা ইচ্ছা করবে তা ধর্তব্য হবে না। অতএব যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে যদি ভিন্ন কিছুর ইচ্ছা করেনি সে যদি মনে মনে ভিন্ন কিছুর ইচ্ছা করে, কিন্তু মুখে কিছু না বলে তাহলে তালাক পতিত হবে।

যদি স্বামী 'یا' দ্বারা নিজের কর্মের ব্যাপারে ইস্তিসনা করে এবং বলে তুমি, তালাক। কিন্তু যদি আমি এ ছাড়া অন্য কিছু চাই বা অন্য কিছু ইচ্ছা করি তাহলে শুধু কেবল এই মজলিসে নয় বরং জীবনভর সময়ে অন্য কিছু না চাওয়ার উপর তালাক পতিত হবে। পসন্দ করা, রাযী থাকা, আকৃষ্ট হওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যদি সে ব্যক্তি ব্যতিক্রম কিছু না চেয়ে বা প্রকাশ না করে মারা যায় তাহলে তার স্ত্রী তার জীবনের শেষ অবস্থায় তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু না চাওয়া ইয়াকীনের সাথে প্রমাণিত হয়েছে। এই মহিলার সাথে যদি তার স্বামীর সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে সে তার স্বামীর নিকট থেকে মীরাসও পাবে না। কেননা এ অবস্থায় ইদত পালন করা ওয়াজিব নয়। যদিও এ ক্ষেত্রে স্বামী **فَارَ بِالطَّلَاقِ** বলে পরিগণিত হয়েছে।<sup>১</sup> (তালখীসু জামি'ইল কাবীর)

৫. মাসআলা : ফকীহ মু'আল্লা (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক যদি তোমার এ ঘরে প্রবেশ করা না হত অথবা তুমি তালাক, যদি তোমার মহর নির্ধারিত না হত অথবা তুমি তালাক যদি তোমার শরাফত

বা মর্যাদা না হত, তাহলে এসব কথা ইস্তিসনা হিসাবে গণ্য হবে। এবং এতে তালাক হবে না। অনুরূপ কেউ যদি বলে 'لَوْ لَا اِلَّا' (তুমি তালাক যদি আল্লাহ তা'আলা না হত) তাহলে এক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (শারহু জামি'ইল কাবীরঃ আল-হুসায়রী) 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক যদি তোমার পিতা না হত বা তোমার সৌন্দর্য না হত কিংবা যদি আমি তোমাকে ভাল না বাসতাম, তবে এই মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। বরং এ জাতীয় শব্দ ইস্তিসনা হিসাবে গণ্য হবে। (খুলাসা) 'আল্লাহর মাশিয়্যাত' (চাওয়া) এর সাথে তালাককে মু'আল্লাক করা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তালাককে বাতিল করার নামান্তর। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এটিও মু'আল্লাক বিশ শর্ত—শর্তরোপের শর্তের মধ্যে গণ্য। তবে এটি এমন শর্ত যার উপর অবগত হওয়া যায় না। কাজেই এই জাতীয় শর্তের সাথে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না। যেমনিভাবে কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির মাশিয়্যাতের সাথে তালাককে মু'আল্লাক করলে তালাক পতিত হয় না। এ জন্যই এই ক্ষেত্রে শর্ত হল, অন্যান্য শর্তের ন্যায় এটিও মিলিতভাবে ব্যবহৃত হতে হবে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যকার মতভেদটি হল সম্পূর্ণ উল্টো। উল্লেখ্য যে, এই মতভেদের ফলাফল কয়েক জায়গায় প্রকাশ পায়। (১) যদি শর্তকে প্রথমে উল্লেখ করা হয় এবং শর্তের জওয়াবের মধ্যে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتَ طَالِقٌ** ব্যবহার না করা হয়। যেমন বলল, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتَ طَالِقٌ** (আল্লাহ তা'আলা চাইলে তুমি তালাক)। এ অবস্থায় ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তালাক হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি বলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْتَ طَالِقٌ** (আল্লাহ চাইলে এবং তুমি তালাক) অথবা বলল, **كُنْتَ طَلَقْتَكَ بِالْأَمْسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ** (আমি তোমাকে গতকল্য তালাক দিয়েছিলাম যদি আল্লাহ তা'আলা চান) তাহলেও ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তালাক হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তালাক হবে। (২) যদি কেউ দুই অভিপ্রায়কে একত্রিত করে এবং বলে যে, তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর এবং আমার গোলাম আযাদ যদি তুমি যায়ীদের সাথে কথা বল 'ইনশাআল্লাহ তা'আলা'। তাহলে এই ইস্তিসনা ইমাম ইউসুফ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উভয় বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যদি উভয় ঈক্বা (إِقْفَاع) অর্থাৎ তালাক প্রয়োগ ও গোলাম আযাদ করার পরে 'ইনশাআল্লাহ' ব্যবহার করে এবং বলে তুমি তালাক এবং আমার গোলাম আযাদ ইনশাআল্লাহ, তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে এই ইস্তিসনা উভয় বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে।<sup>১</sup> (৩) কেউ কসম করল যে, আমি শর্তযুক্ত তালাকের কসম করব না। এ অবস্থায় 'ইনশাআল্লাহ' এর

১. তালাক হবে না, গোলামও আযাদ হবে না।

১. যে ব্যক্তি মূর্খ অবস্থায় অথবা জীবনের শেষ পর্যায়ে নিজ স্ত্রীকে এমনভাবে তালাক প্রদান করে যার ফলে সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। বাহ্যত এতে মীরাস দেওয়া থেকে স্বামীর পলায়নীভাব প্রকাশ পায় বিধায় এভাবে তালাকদাতা স্বামীকে **فَارَ بِالطَّلَاقِ** বলা হয়। (অনুবাদক)



সাথে তালাক প্রদান করলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে না। (তাবয়ীন) জামে সাগীরের আয়মান অর্থাৎ শর্তারোপ পরিচ্ছেদ উল্লেখ আছে যে, দুই কসমের পরে যে 'ইনশা আল্লাহ' বলা হবে তা যাহিরী রিওয়ায়েত মতে উভয় কসমের সাথে সম্পৃক্ত হবে। (গায়াতুস সুকুজী)

৬. মাসআলা : কেউ যদি বলে যে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتَ طَالِقٌ** (আল্লাহ্ তাআলা যদি চান তবে তুমি তালাক) তাহলে ফকীহগণের কারো মতেই তালাক হবে না। যদি তালাককে অগ্রা উল্লেখ করে বলে, **أَنْتَ طَالِقٌ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ** (তুমি তালাক এবং ইনশা আল্লাহ) অথবা বলে **أَنْتَ طَالِقٌ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ** (তুমি তালাক অতঃপর ইনশা আল্লাহ) তাহলে সে ইস্তিসনাকারী বলে গণ্য হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) কেউ বলল, তুমি তালাক ইনশা আল্লাহ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে ঘরে প্রবেশ করলে তালাক পতিত হবে না। কেননা শর্ত ও জাযা-এর মধ্যে 'হরফে ইস্তিসনা' হল **فَاعِلٌ** তথা পার্থক্য বিধানকারী। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) যদি বলে, তুমি তালাক ইনশা আল্লাহ তুমি তালাক তাহলে ইস্তিসনা প্রথমটির সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর দ্বিতীয় তালাকটি আমাদের মতে পতিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কেউ বলে, তোমাকে তিন তালাক, ইনশা আল্লাহ তোমাকে তালাক, তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) যদি বলে, তুমি এক তালাক ইনশা আল্লাহ এবং আমি দুই তালাক যদি আল্লাহ তাআলা না চান। ফকীহগণ বলেন, এই অবস্থায় কিছুই পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ চাইলে তোমাকে আজ এক তালাক এবং তিনি না চাইলে তোমাকে দুই তালাক। অতঃপর ঐ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু সে তাকে তালাক দিল না, তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে তাকে এক তালাক দিয়ে দেয় তবে তার উপর এই এক তালাকই পতিত হবে। (মুহীত) যদি বলে, তুমি তালাক ইনশা আল্লাহ না বরং অমুক স্ত্রী তাহলে এই ইস্তিসনা উভয় মহিলার উপর প্রযোজ্য হবে। তবে দ্বিতীয় জনের মাশিয়্যাত তথা চাওয়া ধর্তব্য হবে না। কেননা 'না বরং সে' বলে উক্ত ব্যক্তি প্রথম কথা প্রত্যাহার করেছে। যেন সে এরূপ বলেছে, তুমি তালাক ইনশা আল্লাহ না বরং অমুক তালাক ইনশা আল্লাহ। যে শর্ত হতে অর্থাৎ ইচ্ছা হতে প্রত্যাহারের নিয়্যাত করে তবে তার নিয়্যাত সহীহ হবে। কেননা তার কথাতো এই জাতীয় নিয়্যতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আর এতে তার উপর বিধান কঠোর করা হয়। (শারহুল জামিইস সাগীর : আল-হুসায়রী) যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু (১।) এক। অর্থাৎ এক কম তিন তালাক তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, কিন্তু দুই অর্থাৎ দুই কম তিন তালাক বললে এক তালাক পতিত হবে। (হিদায়া)

৮. মাসআলা : লেখক 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'কুল' (كُلُّ) তথা পূর্ণবস্তু থেকে পূর্ণ বস্তুকে ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) করা কখনো শুদ্ধ হয় না, যদি অবিকল

ঐ শব্দ দ্বারা ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) করা হয়। আর যদি অন্য শব্দ দ্বারা ইস্তিসনা করা হয় তবে তা সহীহ হবে। যদিও অর্থের দিক থেকে কুল থেকে কুলের ইস্তিসনা করা হয়। যেমন কেউ বলল, **كُلُّ نَسَائِي طَوَالِقٍ إِلَّا كُلَّ نَسَائِي** (আমার সমস্ত স্ত্রী তালাক কিন্তু সমস্ত স্ত্রী) তাহলে তার এই ইস্তিসনা সহীহ হবে না। বরং তার সমস্ত স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। যদি বলে, আমার সমস্ত স্ত্রী তালাক কিন্তু যখনব; আমরা, বাকরাও সালমা তাহলে তাদের কারো উপর তালাক পতিত হবে না। যদিও এটি **كُلُّ** (সমষ্টি) থেকে **كُلُّ** (সমষ্টির)-এর ইস্তিসনা-ব্যতিক্রম। (ইতাবিয়া) স্বামী যদি বলে, আমার স্ত্রীগণ তালাক কিন্তু এই স্ত্রীগণ। অথচ এই স্ত্রীগণ ব্যতীত তার অন্য কোন স্ত্রী নেই। তাহলে ইস্তিসনা সহীহ হবে। এবং স্ত্রীদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। (বাদায়ে) যদি বলে আমার স্ত্রীগণ তালাক অমুক, অমুক, কিন্তু অমুক তবে এই ইস্তিসনা জাযিয় হবে। যদি বলে, অমুক তালাক অমুক তালাক এবং অমুক তালাক কিন্তু অমুক তাহলে ইস্তিসনা সহীহ হবে না। এমনিভাবে যদি বলে, এই এই এবং এই কিন্তু এই তবে এই ইস্তিসনা বাতিল বলে গণ্য হবে। (মুহীত)

৯. মাসআলা : যদি বলে তার স্ত্রীগণ তালাক কিন্তু যখনবের উপর তালাক পতিত হবে না। যদিও যখনব ব্যতীত তার আর কোন স্ত্রী নেই। (গায়াতুস সুকুজী) যদি বলে, তুমি তিন তালাক কিন্তু এক এক এবং এক তাহলে ইস্তিসনা বাতিল হয়ে যাবে। এবং ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু সাহিবাইন-এর মতে, দুই তালাক পতিত হবে। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতটি অধিক যুক্তি সম্মত। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, তুমি তালাক এক, এক এবং এক কিন্তু তিন। তাহলে সকলের মতে ইস্তিসনা বাতিল হয়ে যাবে এবং তিন তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে) যদি বলে, তোমাকে এক তালাক এবং দুই তালাক কিন্তু দুই তালাক অথবা বলে, তোমাকে দুই তালাক এবং এক তালাক কিন্তু দুই তালাক তবে তিন তালাক পতিত হবে। অনুরূপ যদি বলে, দুই এবং এক কিন্তু এক তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে এক তালাক এবং দুই তালাক কিন্তু এক তালাক তবে দুই তালাক পতিত হবে। (যখীরা) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে দুই তালাক এবং চার তালাক কিন্তু পাঁচ তালাক তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া) যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে তাকে যদি তার স্বামী বলে, তুমি তালাক, তুমি তালাক তুমি তালাক, কিন্তু এক তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক)

১০. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক এবং তিন (তালাক) কিন্তু চার, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। এবং তার দ্বিতীয় বক্তব্য অর্থাৎ তিন তালাক হওয়ার কথা **فَاعِلٌ** (পার্থক্যকারী)



হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। (মুহীত) যদি বলে, তোমাকে দুই তালাক এবং দুই (তালাক) কিন্তু দুই তালাক, এই দুইকে যদি দুই-এর থেকে ইস্তিস্না করার নিয়্যত করে তবে এই নিয়্যত সহীহ হবে না। যদি কোনরূপ নিয়্যত না করে তাহলেও ইস্তিস্না সহীহ হবে এবং দুই তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়াঃ গায়াতুস্ সুরুজী) যদি বলে-তোমাকে দুই এবং দুই তালাক কিন্তু তিন, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে চার তালাক কিন্তু তিন তবে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক, কিন্তু এক এবং দুই তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে এ তালাককে ইস্তিস্না করা সহীহ হবে এবং বাকী তালাক বাতিল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'মুস্তাস্না মিনহ' (যার থেকে ব্যতিক্রম করা হয়) থেকে মুস্তাস্নার (যা ব্যতিক্রম) সংখ্যা অধিক হলে ইস্তিস্না বাতিল হয়ে যাবে। যেমন কেউ বলল, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু চার। এমনভাবে তালাকের অংশ বিশেষকে ইস্তিস্না করা হলে, যেমন বলল, তোমাকে তালাক, কিন্তু অর্ধেক। তাহলে এই ইস্তিস্না বাতিল বলে গণ্য হবে। (খুলাসা)

১১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে দুই এবং অর্ধেক তালাক কিন্তু অর্ধেক, তবে ইস্তিস্না সহীহ হবে না এবং তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তোমাকে দুই তালাক এবং অর্ধেক; কিন্তু দুই ও অর্ধেক। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে এক ও অর্ধেক তালাক, কিন্তু এক (তালাক) তবে এক তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক এর অর্ধেক তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তিন তালাক কিন্তু এর প্রত্যেকটির অর্ধেক, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক তালাকের অর্ধেক, তবে তিন তালাক পতিত হবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর এটাই পসন্দনীয় অভিমত। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, তোমাকে বায়িন তালাক কিন্তু বায়িন। তবে যদি প্রথম বায়িনার দ্বারা তিন তালাক এবং শেষের বায়িনা দ্বারা এক তালাকের নিয়্যত করে তাহলে ইস্তিস্না সহীহ হবে এবং দুই তালাক পতিত হবে। অনুরূপ যদি বলে, তোমাকে এক তালাকে বায়িনা কিন্তু এক। এ অবস্থায় যদি বায়িনা তালাকের দ্বারা তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে ইস্তিস্না সহীহ হবে এবং হুকুমও অনুরূপ হবে।<sup>১</sup> (ইতাবিয়া)

১২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে বায়িন তালাক। এর দ্বারা সে তিন তালাকের নিয়্যত করল কিন্তু এক, তাহলে তার উপর দু'টি বায়িন তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে তোমাকে তিনটি বায়িন তালাক কিন্তু এক, তবে দুই তালাকের বায়িন পতিত হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে।

অথবা বলে ثلاثاً إلا واحدة তবে দুই তালাকে রাজস পতিত হবে। এমনভাবে যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু একটি বায়িন, তাহলেও দুই তালাকে রাজস পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তোমাকে দুই তালাকে বায়িন কিন্তু এক, তবে বায়িন তালাকই পতিত হবে। (কাফী) যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু একটি বায়িন, তবে দুই তালাক কিন্তু একটি বায়িন, তবে দুই তালাকে রাজস পতিত হবে। 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে দুই তালাক বায়িন কিন্তু এক, তবে এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। এমনভাবে যদি বলে, তোমাকে দুই তালাক কিন্তু এক বায়িন, তাহলে একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি বলে, أنت طالق واحدة إلا واحدة, এক তালাকে রাজস পতিত হবে। 'আল-কিতাব' এ উল্লেখ আছে, যদি এরূপ নিয়্যত করে যে, এই বায়িনটি পূর্বোক্ত দুই-এর বিশেষণ তখন এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। কেননা সে এমন জিনিসে নিয়্যত করেছে যার সম্ভাবনা শব্দের মধ্যে রয়েছে। (মুহীত) যদি বলে, তোমাকে বায়িন তালাক ছাড়া অন্য তালাক কিন্তু এই বায়িন, তবে এই ইস্তিস্না সহীহ হবে না। (যহীরিয়া)

১৩. মাসআলা : যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক বা দুই তবে তার নিকট থেকে এ কথার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। যদি ব্যাখ্যা প্রদানের আগেই সে মারা যায়, ইবন সিম'আর সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে আছে যে, এক তালাক পতিত হবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি অভিমতও বটে। এবং এটিই সহীহ। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে তোমাকে তিন তালাক কিন্তু কিছু, তবে দুই তালাক পতিত হবে। যদি বলে, তিন তালাকের কিছু তবে এ অবস্থায়ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, দুই তালাক কিন্তু এক তালাকের অর্ধেক অথবা কিছু তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে অর্ধেকের ইস্তিস্না এক সংখ্যার ইস্তিস্না করার মতই। (ইতাবিয়া) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক অথবা কিছু নয় তবে এতে ইস্তিস্না হবে না। বরং তিন তালাকই পতিত হবে। (মুহীত) যদি বলে, তোমাকে চার তালাক কিন্তু এক। তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে এও বর্ণিত আছে যে, দুই তালাক পতিত হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধতম। (হাভী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে চার তালাক, কিন্তু তিন তবে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে পাঁচ কিন্তু এক, তবুও তিন তালাক পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, তোমাকে পাঁচ তালাক কিন্তু তিন, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি বলে, তোমাকে দশ তালাক কিন্তু নয়, তবে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে কিন্তু আট, তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে কিন্তু সাত, তবে তিন তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে কিন্তু ছয়, কিন্তু পাঁচ কিন্তু চার, কিন্তু তিন, কিন্তু দুই বা কিন্তু এক, তবে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে তিন তালাক পতিত হবে। (বাদায়ে)



১৪. মাসআলা : কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু দুই, কিন্তু এক তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। (যহীরিয়া) যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু তিন কিন্তু এক, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। কেননা প্রত্যেক সংখ্যা তার নিকটবর্তী সংখ্যা থেকে مستثنى (ব্যতিক্রম) হয়ে থাকে। অতএব তিন সংখ্যা থেকে এক সংখ্যাকে ইস্তিসনা করার পর এখন দুই বাকী রয়ে গেল। অতঃপর দুই সংখ্যাকে তিন থেকে ইস্তিসনা করার পর এখন এক বাকী থাকল। কাজেই এক তালাক পতিত হবে। (আল-জাওহারা তুন নায়্যারা) যদি বলে তোমাকে দশ তালাক। কিন্তু নয়, কিন্তু আট। এখানে নয় থেকে আট ইস্তিসনা করা হয়েছে। তাই থাকল এক। আবার দশ থেকে এক সংখ্যাকে ইস্তিসনা করা হল। পরে নয় বাকী থাকল পরিণাম এই দাঁড়াল যে, যেন কেউ বলল, তুমি নয় তালাক। আর এরূপ বললে, তিন তালাক পতিত হয়ে থাকে। যদি বলে, তোমাকে দশ তালাক কিন্তু নয়, কিন্তু এক। তাহলে এক নয় থেকে মুস্তাসনা হবে। বাকী থাকবে আট। আর আটকে ইস্তিসনা করা হয়েছে দশ সংখ্যা থেকে। তাই বাকী থাকবে দুই। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) ইবন সিম'আ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে চার তালাক কিন্তু তিন কিন্তু দুই। তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। যেমন তোমাকে চার তালাক, কিন্তু এক বললে, তিন তালাক পতিত হয়। (হাভী) যদি বলে তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক কিন্তু এক, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রে শেষ ইস্তিসনা বাতিল বলে গণ্য হবে। (গায়াতুস সুরুজী)

১৫. মাসআলা : যদি বলে তিন কিন্তু তিন কিন্তু দুই কিন্তু এক, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। যদি বলে দশ তালাক, কিন্তু নয় কিন্তু আট কিন্তু সাত, তাহলে দুই তালাক বাকী থাকবে। (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক। তারপর ইল্লার পরিবর্তে 'গায়রা' যোগ করে বলল, গায়রা সালাসিন, গায়রা সিনতাইন অর্থাৎ তিন ব্যতীত দুই ব্যতীত। তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দুই তালাক পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'গানিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আজকের দিন ছাড়া তোমাকে চিরদিনের জন্য তালাক তাহলে তৎক্ষণাৎ তার উপর তালাক পতিত হবে। একথার মর্ম ঠিক অর্থাৎ যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি এমন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত যা আজ পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া) যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক ছাড়া তবে মুস্তাসনা দুই হবে এবং এক তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক যদি তুমি অমুকের আগমনের পূর্বে অমুকের সাথে কথা বল। তাহলে সে যদি অমুকের আগমনের পূর্বে অমুকের সাথে কথা বলে, তবে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। চাই অমুক আসুক বা না আসুক। পক্ষান্তরে অমুকের আগমনের পর অমুকের সাথে কথা বললে, তালাক পতিত হবে না। যদি বলে তুমি তালাক কিন্তু যদি অমুক আসে। তাহলে তার পূরা জীবনের

কোন এক সময়ে যদি অমুক না আসে এবং সে মরে যায় তবে তার জীবনের শেষ অংশে তালাক পতিত হবে। আর যদি অমুক আসে তবে তালাক পতিত হবে না। (শারহ তালখীসিল জামিইল কাবীর)

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক তালাক আগামী দিন অথবা বলল, এক তালাক যদি তুমি অমুকের সাথে কথা বল, তাহলে আগামী দিন না আসা এবং কথা না বলা পর্যন্ত তার উপর তালাক পতিত হবে না। আগামী দিন আসার পর এবং কথা বলার পর দুই তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। কিন্তু ভুলবশতঃ তারপর সে কথা বলল। এবং পরে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।<sup>১</sup> এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল তুমি তালাক যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি। কিন্তু যদি আমি ভুলে যাই। অতঃপর প্রথমে সে ভুলে তার সাথে কথা বলল এবং পরে ইচ্ছাকৃতভাবে বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা لا يا شاكى (শেষসীমা) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি অপ কোন ব্যক্তিকে বলল, দশ দিনের মধ্যে আমি তোমার নিকট আসব। কিন্তু যদি আমি মরে যাই। অথচ সে মনে মনে নিয়ত করল যে, সে কখনো মরবে না। এক্ষেত্রে তার শপথ যদি আল্লাহর নামের সাথে হয় তবে সে হানিস-শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি তালাক বা আযাদ করার সাথে হয় তবে তার কথা আইনে দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না।<sup>২</sup> এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তোমাকে তিন তালাক। তবে তোমার উপর তালাক পতিত হবে। অতঃপর সে ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর অমুকের সাথে কথা বলার বিষয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৭. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু এক যদি তোমার ঋতুস্রাব হয় এবং তুমি এ থেকে পবিত্র হয়ে যাও। অথবা বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে শর্ত মুস্তাসনা মিনহু -এর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হবে। যেন সে বলল, তুমি তিন তালাক যদি তুমি এরূপ কর কিন্তু এক। তাহলে শর্ত পাওয়া গেলে দুই তালাক পতিত হবে। (শারহুল যিয়াদাত : আল-ইতাবী) 'ওয়াল ওয়াল জিয়্যা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক, কিন্তু একটি সুনাত মত। তাহলে দুই তালাক সুনাত তরীক অনুসারে পতিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক তুহরে এক তালাক করে পতিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) ইস্তিসনার জন্য শর্ত হল, অক্ষরের দ্বারা তা উচ্চারণ করতে হবে চাই তা শ্রুত হোক বা না হোক। এটা ইমাম আবুল হাসান কারখী (র)-এর অভিমত। ফকীহ আবু জা'ফর (র)-এর মতে নিজে তা শোনা আবশ্যিক।

১. তালাক হয়ে যাবে।

২. তালাক হয়ে যাবে না। গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।



শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফযল (র) এভাবেই ফাতওয়া দিতেন। (মুহীত) ফকীহ আবু জা'ফর (র) যা বলেছেন তাই সহীহ অভিমত। (বাদায়ে) বধীর ব্যক্তির ইস্তিসনা করা সহীহ আছে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'মুলতাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে কোন মহিলা যদি তালাকের কথা শুনে কিন্তু ইস্তিসনার কথা না শুনে তবে স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দেওয়া তার জন্য অবকাশ নেই (তাতারখানিয়া) ইস্তিসনা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত, যে ক্ষেত্রে فصل (পৃথকভাবে বর্ণনা করা)-এর কোন প্রয়োজন নেই। এ জাতীয় ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে তা মিলিতভাবে (موصولا) ব্যবহৃত হওয়া। সুতরাং যদি চূপ থেকে বা অন্য উপায়ে বিনা প্রয়োজনে পূর্ববর্তী বাক্য থেকে فصل করা হয়, তবে ইস্তিসনা সহীহ হবে না। অবশ্য যদি স্বাস নেওয়ার প্রয়োজনে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে ইস্তিসনা অশুদ্ধ হবে না। এবং فصل (বিবর্তি) গন্য করা হবে না। তবে এতে যদি সাক্ষ্য হয়ে যায়, তবে তার বিরতি বলে গণ্য হবে। হিশাম (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাদায়ে) যদি হাঁচি বা ঢেকুর আসার কারণে বক্তার যবানে তোলামি থাকার কারণে একটু সময় নিয়ে ঠিক হয়ে তারপর 'ইনশা আল্লাহ' বলে তবে ইস্তিসনা সহীহ হবে (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার)

১৮. মাসআলা : যদি কেউ বলে, তুমি তালাক। তারপর এক সাথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'ইনশা আল্লাহ' কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তবে তালাক পতিত হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) এটাই যাহিরী মায়হাব। (ফাতহুল কাদীর) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে শপথ করল এবং শেষে 'ইনশা আল্লাহ' বলার ইচ্ছা করল। অতঃপর এক বক্তি তার মুখ ঠেসে ধরল। এ অবস্থায় মুখ থেকে ঐ বক্তির হাত সরানোর পর পরই বিলম্ব করা ব্যতীতই যদি ইস্তিসনার শব্দ ব্যবহার করে তবে তার ইস্তিসনা সহীহ হবে। যেমন তালাক ও ইস্তিসনার মধ্যে হাঁচি বা ঢেকুর আসলে এ অবস্থায়ও ইস্তিসনা সহীহ হয়।<sup>১</sup> (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক এবং তিন তালাক 'ইনশা আল্লাহ' অথবা বলল তোমাকে তিন তালাক ও এক তালাক 'ইনশা আল্লাহ' কিংবা তোমাকে তালাক এবং তালাক এবং তালাক এবং তালাক 'ইনশা আল্লাহ' তবে এই ইস্তিসনা সহীহ হবে না। তাই ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। আর সাহিবাইনের মতে ইস্তিসনা সহীহ হবে এবং তালাক পতিত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যদি বলে, তোমাকে এক এবং তিন তালাক 'ইনশা আল্লাহ' তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে এই ইস্তিসনা সহীহ হবে। এমনভাবে যদি বলে, তোমাকে তালাক এবং তালাক এবং তালাক 'ইনশা আল্লাহ' তাহলে এ ক্ষেত্রেও 'ইনশা আল্লাহ' এর মধ্যে কোন অহেতুক কথা মাঝখানে আসেনি। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার) যদি বলে, তোমাকে চার তালাক 'ইনশা আল্লাহ' তবে

১. অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে তালাক হবে না।

সকলের মতেই এই ইস্তিসনা সহীহ হবে। (মুহীত) যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক বায়িন 'ইনশা আল্লাহ' তবে ইস্তিসনা সহীহ হবে না। (গায়াতুস সুফুজী)

১৯. মাসআলা : 'মুজ্তাবা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে রাজস্ তালাক 'ইনশা আল্লাহ' তবে এই তালাক পতিত হবে। কিন্তু বায়িন বললে তা পতিত হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তিন তালাক। সুতরাং তুমি জেনে রেখো 'ইনশা আল্লাহ' তবে ইস্তিসনা সহীহ হবে। আর যদি বলে তোমাকে তিন তালাক। জেনে রেখো তুমি 'ইনশা আল্লাহ' অথবা বলল, তুমি চলে যাও 'ইনশা আল্লাহ' তবে তিন তালাক পতিত হবে। এবং ইস্তিসনা বাতিল বলে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তোমাকে তালাক 'আমরা' 'ইনশা আল্লাহ' তবে তালাক হবে না। (বাদায়ে) 'মুলতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক হে আবদুল্লাহর বেটি আমরা 'ইনশা আল্লাহ' তবে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি বলে তোমাকে তিন তালাক হে আমরা বিনতে আবদুল ইবন আবদুর রহমান 'ইনশা আল্লাহ' তাহলে তালাক হয়ে যাবে। (মুহীত)

২০. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক হে তালিকা! তোমাকে তিন তালাক 'ইনশা আল্লাহ' তবে এই ইস্তিসনা তিন সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এবং তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক হে তালিকা! 'ইনশা আল্লাহ' তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি সহীহ। ইমাম ফখরুল ইসলাম (র)-এ কথা বর্ণনা করেছেন। (শারহ তালখীসি জামি'ইল কাবীর) যদি বলে, হে ব্যভিচারিণী! তোমাকে তালাক 'ইনশা আল্লাহ' তবে এই ইস্তিসনা শুধু তালাক থেকে ধর্তব্য হবে। এবং পুরুষকে তার স্ত্রীর সাথে লি'আন করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক, হে ব্যভিচারিণী কন্যা ব্যভিচারিণী 'ইনশা আল্লাহ', তবে পূর্ণ বাক্যের সাথে এই ইস্তিসনা সম্পৃক্ত হবে। কাজেই তালাক হবে না। হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং লি'আনও করতে হবে না। (তাতারখানিয়া) যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক হে অমুক! কিন্তু এক তালাক দুই তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রে 'হে অমুক! শব্দটি فصل (বিবর্তি) হিসাবে গণ্য হবে না। (আল-ফাতাওয়াস সুগরা) যদি বলে, তুমি তালাক "যাতে তোমার মন খুশী হয় 'ইনশা আল্লাহ' তাহলে যাতে তোমার মন খুশী হয়" বাক্যটি فصل (বিবর্তি) বলে গণ্য হবে। কাজেই তালাক পতিত হবে এবং ইস্তিসনা সহীহ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২১. মাসআলা : যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয় বা স্ত্রীর সাথে খুলা করে। অতঃপর সে যদি ইস্তিসনা বা শর্তের দাবী করে এবং এ ক্ষেত্রে যদি কোন বাধা না থাকে তবে স্বামীর কথা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতহুল কাদীর) স্ত্রী



তালাকের দাবী করল। স্বামী বলল, আমি বলেছিলাম, তুমি তালাক 'ইনশা আল্লাহ'। কিন্তু মহিলা ইস্তিসনার ব্যাপারে স্বামীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) তারপর যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য খুলা বা তালাক ইস্তিসনা ব্যতীত হয়েছে বলে। অর্থাৎ যদি তারা বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঐ ব্যক্তি ইস্তিসনা ব্যতীত তার স্ত্রীর সাথে খুলা করেছে অথবা বলে, ঐ ব্যক্তি ইস্তিসনা ব্যতীত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে অথবা বলে, সে তালাক দিয়েছে কিন্তু ইস্তিসনা করেনি। তবে স্বামীর কথা গৃহীত হবে না। আর যদি সাক্ষীগণ এরূপ বলে যে, আমরা ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে খুলা বা তালাকের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা শুনি নি তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং বিচারক তাদের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিচ্ছেদের হুকুম দিবে না। কিন্তু যদি স্বামীর পক্ষ হতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় যা দ্বারা খুলার বিশুদ্ধতা প্রতীয়মান হয়, যেমন খুলার বিনিময় হস্তগত করা বা এ জাতীয় অন্য কিছু। এই অবস্থায় স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)

২২. মাসআলা : শায়খ নাজমুদ্দীন নাসাফী (র) শয়াখুল ইসলাম আবুল হাসান (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের মাশয়িখে কিরাম ইসতিহসানের ভিত্তিতে বলেছেন, স্বামী যদি তালাকের মধ্যে ইস্তিসনার দাবী করে তবে দলীল প্রমাণ ব্যতীত তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ কথা যাহীরের পরিপন্থী অধিকন্তু বর্তমান যমানা হচ্ছে ফিতনা ফ্যাসাদের যমানা। এই যমানার প্রভাবনা, ধোঁকা ও মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা বড়ই মুশকিল (আল-ফাতাওয়াল গিয়াসিয়া) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে গতকাল তালাক দিয়েছি। এবং সাথে সাথে ইনশাআল্লাহুও বলেছি। তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে এই মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মধ্যে মতভেদ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তালাক পতিত হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে তালাক পতিত হবে এবং স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, এই অভিমতটির উপরই ফাতওয়া। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। অতঃপর তার নিকটে দুই জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, তুমি তালাকের সাথে ইস্তিসনা যোগ করে তালাক দিয়েছ। অথচ এ কথা তার স্মরণ নেই। এই অবস্থায় ফকীহগণ বলেন, যদি ঐ ব্যক্তি ক্রোধের অবস্থায় তালাক দিয়ে থাকে এবং তার হালাত এমন হয় যে, মুখ দিয়ে ইচ্ছা বিরোধী কথা বের হয়ে যেতে পারে, আর সে তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তার জন্য ঐ দুই ব্যক্তির কথার উপর নির্ভর করা জাযিয় আছে। আর এইরূপ অবস্থা না হলে জাযিয় হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## রুগ্ন ব্যক্তির তালাকের বিবরণ

১. মাসআলা : শায়খ খাজান্দী (র) বলেন, কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায় রাজস্ব তালাক দেয়-চাই তা মহিলার সন্তুষ্টিতে হোক কিংবা অসন্তুষ্টিতে হোক। অতঃপর মহিলার ইদ্দতের অবস্থায় স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে তারা পরস্পর একে অপরের ওয়ারিস হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত। এইভাবে যদি মহিলা তালাকের সময় কিতাবী হয় কিংবা কারো দাসী হয়। তারপর ইদ্দতের অবস্থায় যে মুসলমান হয় কিংবা আযাদ হয়, তাহলেও সে তার স্বামীর থেকে মীরাস পাবে। (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক কিংবা তিন তালাক দেওয়ার পর যদি স্ত্রীর ইদ্দতের অবস্থায় মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও সে আমাদের মাযহাব অনুসারে উত্তরাধিকারী হবে। অবশ্য যদি ইদ্দত চলে যাওয়ার পর মারা যায়, তাহলে সে উত্তরাধিকার পাবে না। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে তাকে তার চাওয়া ব্যতীত তালাক প্রদান করে থাকে। আর যদি স্ত্রীর আবেদনের পর তাকে তালাক প্রদান করে থাকে তাহলে সে মীরাস পাবে না। (মুহীত) তালাকের আবেদনের ব্যাপারে স্ত্রীকে বাধ্য করা হলে এক্ষেত্রে সে মীরাস পাবে। (মি'রাজুদ দিরায়া) এক্ষেত্রে তালাকের সময় স্ত্রীর মধ্যে أهلية তথা উপযুক্ততা বিদ্যমান থাকা এবং তা মাউত পর্যন্ত উল্লেখ হওয়া আবশ্যিক। (বাদায়ে') 'মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রুগ্ন অবস্থায় স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদানকালে স্ত্রী যদি দাসী বা কিতাবী হয়, তারপর ঐ দাসী আযাদ হয় এবং কিতাবী স্ত্রী মুসলমান হয়, তাহলে সে মীরাস পাবে না। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)।

২. মাসআলা : যদি অসুস্থ স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী মরতাদ হয়ে যায় তারপর আবার মুসলমান হয়, এরপর স্ত্রীর ইদ্দতের অবস্থায় স্বামী মারা যায়, তাহলে সে তার স্বামীর ওয়ারিস হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যদি স্বামী মরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ) তারপর নিহত হয় অথবা দারুল হারবে চলে যায় কিংবা মরতাদ হওয়ার অবস্থায় দারুল ইসলামে মারা যায়, তবে তার স্ত্রী তার ওয়ারিস হবে। আর যদি মহিলা মরতাদ হয়ে যায়, তারপর মারা যায় অথবা দারুল হারবে চলে যায় তাহলে দেখতে হবে, যদি সে সুস্থ অবস্থায় মরতাদ হয়ে থাকে, তবে স্বামীর ওয়ারিস হবে না। কিন্তু যদি অসুস্থ অবস্থায় মরতাদ হয়ে থাকে, তবে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে সে তার স্বামীর থেকে মীরাস পাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় একত্রে মরতাদ হয়ে যায়,



তারপর তাদের কোন একজন মুসলমান হয় এবং এরপর তাদের একজন মারা যায় তবে যদি মুসলিম ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকে তাহলে মুরতাদ ব্যক্তি তার ওয়ারিস হবে না। আর যদি মুরতাদ ব্যক্তি মারা যায় এবং সে স্বামী হয়ে থাকে তবে মুসলিম রমণী তার থেকে মীরাস পাবে। যদি মুরতাদ রমণী মারা যায় এবং সে যদি রোগের অবস্থায় মুরতাদ হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম স্বামী তার থেকে মীরাস পাবে। আর যদি সুস্থ অবস্থায় সে মুরতাদ হয়ে থাকে তবে মীরাস পাবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : যদি রোগী ব্যক্তির পুত্র নিজ পিতার স্ত্রীর সাথে জোরপূর্বক সহবাস করে, তবে ঐ মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে মীরাস পাবে না। 'আসল' এত্বে উল্লেখ আছে যে, কিন্তু পিতা যদি তার পুত্রকে এরূপ করার জন্য হুকুম দেয় তাহলে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুত্রের একাজ পিতার বলে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যেন পিতা নিজেই এ কাজ করেছে। তাই তাকে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলে গণ্য করা হবে। (মুহীত) রুগ্ন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর তার পুত্র যদি তার ঐ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে বা তাকে চুম্বন করে তাহলে সে তার স্বামীর থেকে মীরাস পাবে। (মুহীত : সারাখসী) রুগ্ন অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যদি স্বামীর পুত্রকে চুম্বন করে তারপর স্ত্রীর ইদ্দতের অবস্থায় যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে এই স্ত্রীর মীরাসের অংশীদার হবে। (মুহীত) অসুস্থ অবস্থায় কোন মহিলা যদি নিজের স্বামীর পুত্রের সাথে সঙ্গম করে। তারপর ইদ্দতের মধ্যে মারা যায়, তাহলে এ মহিলার স্বামী তার থেকে উত্তরাধিকার সম্পদ পাবে। এটা ইসতিহসান-এর কথা। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি স্বামী অসুস্থ অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে বায়িন তালাক দেয়। তারপর সুস্থ হয়ে মারা যায় তবে মহিলা এই স্বামীর ওয়ারিস হবে না। (নিহায়া) স্ত্রী স্বামীকে বলল, তুমি আমাকে রাজস্ তালাক দিয়ে দাও। অতঃপর স্বামী তাকে তিন তালাক কিংবা বায়িন তালাক দিল। তারপর সে মারা গেল, তাহলে উক্ত মহিলা স্বামীর ওয়ারিস হবে। (গায়াতুস সুরুজী)

৪. মাসআলা : রুগ্ন অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমার বিষয়টি তোমার হাতে ন্যাস্ত অথবা বলল, তুমি নিজেকে ইখতিয়ার কর। তারপর সে তার নিজের নফসকে ইখতিয়ার করে নিল অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি নিজে নিজেকে তিন তালাক প্রদান কর। অতঃপর মহিলা তাই করল কিংবা স্বামীর সাথে খুলা করল। তারপর তার ইদ্দতের অবস্থায় স্বামী মারা গেল, তাহলে এই মহিলা তার স্বামীর ওয়ারিস হবে না। (বাদায়ে) যদি মহিলা নিজে স্বৈচ্ছায় নিজেকে তিন তালাক প্রদান করে এবং পরে স্বামী এর অনুমোদন দেয়, তাহলে সে মীরাস পাবে। কেননা মীরাস বাতিলকারী হচ্ছে স্বামীর অনুমতি। (তাবয়ীন) ফকীহগণ বলেন, রুগ্ন অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে। স্বামীর এই রোগ যদি দুই বছরেরও বেশী স্থায়ী হয়। অতঃপর স্বামী মারা যায় এবং তার মৃত্যুর হয় মাসের ভেতর যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে এই মহিলা তার স্বামীর ওয়ারিস হবে না। (বাদায়ে) তালাকদাতা ব্যক্তি তখনই **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** (তালাক দিয়ে পলায়নকারী) বলে

গণ্য হবে, যদি এই নিয়তে তালাক দেয় যাতে মহিলা মীরাসের মাল থেকে বঞ্চিত থাকে। (এভাবে তালাকদাতা ব্যক্তিকে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলা হয়, এরূপ নিয়তে তালাক দিলে মহিলা মীরাস পাবে।) আর এটা তখনই হবে যদি এমন রোগের অবস্থায় তালাক প্রদান করা হয় যে রোগে মারা যাওয়ার আশংকাই প্রবল থাকে। যেমন তালাকদাতা ব্যক্তির এমনভাবে শয্যাশায়ী হয়ে যাওয়া যে, সে ঘরের কোন কাজ নিজে আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয়, যেমন সক্ষম হয়ে থাকে সুস্থ লোকেরা। যদিও সে কষ্ট করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিন্তু ঘরের প্রয়োজনীয় কাজ নিজে আঞ্জাম দিতে পারে সে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তাকে 'তালাক দিয়ে পলায়নকারী' বলে গণ্য করা হবে না। কেননা এতটুকু শক্তি সামর্থ্য থেকে খুব কম মানুষই খালি হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ অভিমত হল, যে ব্যক্তি বাড়ির বাইরে গিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয় সে রোগী বলে গণ্য হবে। যদিও ঘরের ভিতর নিজে নিজে দাঁড়াতে সে সক্ষম হয়। কেননা ঘরের ভিতরে দাঁড়াতে সক্ষম না হওয়া এটি সব রোগীর ক্ষেত্রে হয় না। যেমন পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির জন্য দাঁড়ানো। (তাবয়ীন)

৫. মাসআলা : কোন মহিলা যদি এমন অসুস্থ হয় যে, সে ছাদের উপর আরোহণ করার জন্য দাঁড়াতে সক্ষম হয় না। তাহলে তাকে রুগ্ন বলে গণ্য করা হবে। এরূপ না হলে সে রুগ্ন বলে গণ্য হবে না। যে যে অবস্থা মরণরোগের অনুরূপ সে সে অবস্থায়ও **فَارٍ** (পলায়ন)-এর হুকুম আপত্তিত হবে। আর যে যে রোগের অবস্থায় সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী তা সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ হবে এবং সে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তাকে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলে গণ্য করা হবে না। যে ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের ময়দানে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে অথবা যে জংগলে হিংস্র প্রাণী থাকে এমন জংগলে পদার্পণ করেছে অথবা নৌকায় আরোহণ করে আছে কিংবা কিসাস বা রজমের উদ্দেশ্যে যাকে বন্দী করা হয়েছে, এ জাতীয় লোক বাহ্যত শারিরীকভাবে সুস্থ এবং সুস্থ থাকবে বলেই বেশী আশা করা যায়। কেননা দুর্গ তো নির্মাণ করা হয় শত্রুর আক্রমণ থেকে হিফাযতের জন্য। আর অনেক সময় মানুষ বন্দীদশা থেকে এবং হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে কৌশল অবলম্বন করে রেহাই পেয়ে যায়। যে ব্যক্তি সম্মুখ সময়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে কিংবা নিজেকে হত্যার জন্য পেশ করে দিয়েছে কিংবা নৌকা ভেংগে যাওয়ার পর কোন কাঠ খণ্ড ধরে কোন মতে বেঁচে আছে অথবা হিংস্র প্রাণীর থাবাতে আক্রান্ত আছে, তার ক্ষেত্রে সারা যাত্রায়ই হচ্ছে প্রবল আশংকা। তাই সে যদি এ অবস্থায় তালাক দেয় তবে তাকে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলা হবে। প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ যদি বাড়তে থাকে তবে সে রুগ্ন বলে গণ্য হবে। কিন্তু এই অবস্থা যদি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে, তবে সে তালাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের মধ্যে शामिल হবে। (কাফী) মাদকূক অর্থাৎ ক্ষয়-জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির হুকুমও অনুরূপই। কোন



কোন মাশাইখ এ অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। সাদরুল কবীর বুরহানুল আইশ্বা এবং সাদরুল শহীদ হুসাম উদ্দীন (র) ও অনুরূপ ফাতওয়া দিতেন। (মুহীত)

৬. মাসআলা : যদি কারো ফুসফুস এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগ দীর্ঘমেয়াদী হয়, তবে তার হুকুম সুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ হবে। কিন্তু যদি তার অসুস্থতার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে তবে পরিবর্তনের সময়টি মুমূর্ষ অবস্থা বলে ধর্তব্য হবে। লেংড়া ব্যক্তি এবং এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যার এক পায়ে গুঁকিয়ে গিয়েছে তাদের হুকুমও অনুরূপই। (বাদায়ে) ফকীহগণ দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ার ব্যাখ্যায় এক বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এক বছর এ অবস্থায় গেলে তার সমুদয় কাজ সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ হবে। (তামারতানী) ক্ষত ও ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তি যে এখনো শয্যাশায়ী হয়নি, সে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির হুকুমের মধ্যে শামিল। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যে ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য কয়েদখানা থেকে বের করে আনা হয়েছে, তাকে যদি আবার কয়েদখানায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়, অথবা কেউ এক যুদ্ধের পর অপর যুদ্ধের জন্য ময়দানে এসেছে, সেও সুস্থ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন ব্যক্তির রোগ থেকে মুক্তি লাভের পর হয়ে থাকে। (বাদায়ে) যদি কোন ব্যক্তিকে তালাক প্রদানের জন্য বাধ্য করা হয় এবং তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখানো হয়, তবে সে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলে গণ্য হবে না। আর যদি তাকে বন্দী করার ভয় দেখানো হয় তাহলে সে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলে গণ্য হবে। (ইতাবিয়া) যদি কেউ অসুস্থ অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তারপর সে নিহত হয় বা সুস্থ হওয়ার আগেই এর রোগ ছাড়া অন্য কোন কারণে মারা যায়, তবে স্ত্রী মীরাস পাবে। (কাযী) অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যদি তাকে হত্যা করে, তবে এই স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা হত্যাকারী ব্যক্তি মীরাস প্রাপ্ত হয় না। (মুহীত : সারাখসী) মহিলার হুকুমও পুরুষের অনুরূপ। কাজেই যদি মহিলার মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ পাওয়া যায়, যেমন—মহিলার খিয়ারে বুলুগ বা খিয়ারে ইতাক প্রাপ্ত হওয়া, স্বামীর পুত্রকে নিজের সাথে সঙ্গমের সুযোগ দেওয়া কিংবা ধর্মত্যাগ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ রোগ-ব্যধির পর যদি উপরোক্ত অবস্থাসমূহের কোন একটি মহিলার মধ্যে পাওয়া যায় তবে স্বামী ঐ মহিলা থেকে উত্তরাধিকার পাবে। কেননা এ মহিলা হচ্ছে **فَارَةٌ** অর্থাৎ পলায়নকারিণী। গর্ভবতী মহিলা **فَارَةٌ** (পলায়নকারিণী) হিসাবে গণ্য হয় না। অবশ্য প্রসব ব্যথা শুরু হওয়ার পর যদি এরূপ কিছু তার মধ্যে পাওয়া যায় তবে **فَارَةٌ** হবে। (তাবয়ীন)

৭. মাসআলা : যদি পৌরুষত্বহীনতার কারণে স্বামী ও তার রুগ্ন স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, যেমন স্বামী পৌরুষত্বহীন সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে এক বছর সময় দেওয়া হল, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হল না। অতঃপর মহিলাকে অসুস্থ অবস্থায়ই ইখতিয়ার দেওয়া হল এবং সে নিজেকে ইখতিয়ার করে নিল, তারপর সে তার ইদ্দতের অবস্থায় মারা গেল অথবা জননেদ্রীয় কর্তিত হওয়ার

কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হল, যেমন কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর তাকে বায়িন তালাক দিয়ে দিল তারপর তার জননেদ্রীয় কেটে গেল। অতঃপর ইদ্দতের মধ্যে সে তাকে বিবাহ করল। এরপর মহিলা তার সম্বন্ধে জানতে পারল। অতঃপর তখন সে অসুস্থ। তারপর সে নিজেকে ইখতিয়ার করে নিল এবং ইদ্দতের অবস্থায় মারা গেল তাহলে উভয় মাসআলায় স্বামী তার স্ত্রীর উত্তরাধিকার পাবে না। (শারহ তালখীসিন জামিইল কাবীর) স্বামী তার অসুস্থ স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করার পর, যদি তারা উভয়ে লি'আন করে এবং বিচারক তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয় এবং মহিলা ইদ্দতের অবস্থায় মারা যায়, তাহলে স্বামী তার ওয়ারিস হবে না। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) অসুস্থ অবস্থায় যে মহিলাকে তালাক দেওয়া হয়েছে সে যদি ইস্তিহাযার রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার হায়িযের মেয়াদ বিভিন্ন রকমের হয়, তাহলে মীরাসের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মেয়াদটি আমরা গ্রহণ করব। আর যদি তার হায়িযের মেয়াদ জানা থাকে, অতঃপর তার রক্ত বন্ধ হয় এবং তার অভ্যাস যদি দশ দিনের কম হয়, এ অবস্থায় সে যদি গোসল করার আগে অথবা নামাযের পূর্ণ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে সে গোসল করে নেয়, তাহলে সে মীরাস পাবে। অনুরূপভাবে যদি গোসল করার পর তার শরীরের কোন অংশে পানি না পৌঁছে তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (যহীরিয়া) স্বামীর অসুস্থতার অবস্থায় পৌরুষত্বহীনতা এবং যৌনাঙ্গ কর্তিত হওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয় এবং সে মহিলা যদি তার ইদ্দতের অবস্থায় মারা যায়, তাহলে এই মহিলা তার স্বামীর নিকট হতে মীরাস পাবে। যেহেতু এই মহিলা বিচ্ছেদের ব্যাপারে রাযী আছে। (তামারতানী)

৮. মাসআলা : স্বামী যদি অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করে এবং অসুস্থ অবস্থায়ই সে তার সাথে লি'আন করে, তবে সমস্ত ইমামের মতে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট মীরাস পাবে। আর যদি সুস্থ অবস্থায় অপবাদ আরোপ করে এবং অসুস্থ অবস্থায় লি'আন করে, তাহলে সে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে মীরাস পাবে। (বাদায়ে) স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে অসুস্থ অবস্থায় ঈলা করে, অতঃপর অসুস্থ অবস্থায়ই ঈলার মুদত খতম হয়ে যায়, তবে ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় এই মহিলা তার স্বামীর মীরাস পাবে। আর যদি সুস্থ অবস্থায় ঈলা করে এবং অসুস্থ অবস্থায় মুদত খতম হয়, তবে সে মীরাস পাবে না। স্বামী যদি অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলে, আমি আমার সুস্থ অবস্থায় তোমাকে তিন তালাক দিয়েছিলাম এবং তোমার ইদ্দতও অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। একথা স্ত্রীও বিশ্বাস করেছিল। তারপর সে স্ত্রী তার নিকট কিছু টাকা পাওনা আছে বলে স্বীকার করল এবং তার অসিয়্যতও করল তাহলে আযম ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে মীরাস এবং এই ঋণের মধ্যে যেটি কম তা পাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ঋণের স্বীকারোক্তি এবং মীরাস উভয়টিই কার্যকরী হবে। স্বামী যদি স্ত্রীর নির্দেশে তাকে তিন তালাক প্রদান করে তারপর সে তার নিকট টাকা পাবে বলে স্বীকার করে বা তার জন্য কোন কিছুর অসিয়্যত করে, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে এতদূভয়ের মধ্যে যেটি



কম সে তা প্রাপ্ত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) আমাদের মাযহাব মতে, স্ত্রী এতদুভয়ের মধ্যে তখনই কম সংখ্যাটি পাবে যদি স্ত্রীর ইদ্দতের অবস্থায় স্বামী মারা যায়। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী স্বামীর স্বীকারোক্তি পরিমাণ টাকাই প্রাপ্ত হবে। (ফুসূলে ইমাদিয়া)

৯. মাসআলা : স্বামী মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী বলল, আমার স্বামী আমাকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় তালাক দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আর আমি এখন ইদ্দতের অবস্থায় আছি এবং তার নিকট আমার মীরাস পাওনা রয়েছে। অপর দিকে স্বামীর ওয়ারিসগণ বলেছে যে, সে তোমাকে সুস্থ অবস্থায় তালাক দিয়েছে। কাজেই তুমি মীরাস পাবে না। এক্ষেত্রে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (যহীরা) যদি ওয়ারিসগণ বলে, তুমি দাসী ছিলে এবং তোমাকে তার মৃত্যুর পর আযাদ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মহিলা বলেছে, আমি সব সময়েই আযাদ ছিলাম, তাহলে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (গায়াতুস্ সুরুজী) যদি মহিলা দাসী হয় এবং তাকে আযাদ করা হয়। অতঃপর তার স্বামী মারা যায়। এরপর মহিলা দাবী করে যে, তার স্বামীর জীবদ্দশায়ই তাকে আযাদ করা হয়েছে। অপরদিকে স্বামীর ওয়ারিসগণ বলে যে, তাকে তার স্বামীর মৃত্যুর পর আযাদ করা হয়েছে, তাহলে ওয়ারিসগণের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি দাসীর মুনীব বলে, আমি তাকে তার স্বামীর জীবদ্দশায় আযাদ করেছি, তাহলে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে মহিলা যদি কিতাবী হয় এবং কোন মুসলিম ব্যক্তির অধীন্য থাকে। অতঃপর মুসলমান হয় এবং তার স্বামী মারা যায়। এমতাবস্থায় মহিলা যদি বলে, আমি আমার স্বামীর জীবদ্দশায় মুসলমান হয়েছি। আর ওয়ারিসগণ বলে, না বরং তার মৃত্যুর পর সে মুসলমান হয়েছে, তাহলে এই অবস্থায়ও ওয়ারিসদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : যদি মহিলা বলে, আমার স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে তালাক দিয়েছে। অপর দিকে তার ওয়ারিসগণ বলেছে যে, সে তাকে জাগ্রত অবস্থায় তালাক দিয়েছে, তাহলে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (তাতারখানিয়া) স্বামী অসুস্থ এই অবস্থায় সে যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি সুস্থ থাকা অবস্থায় তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি অথবা বলে, আমি আমার স্ত্রীর মা বা তার কন্যার সাথে সঙ্গম করেছি কিংবা বলে, আমি তাকে সাক্ষী ব্যতিরেকে বিবাহ করেছি অথবা বলে, আমার ও তার মধ্যে রিয়া'আত তথা দুধ সম্পর্ক বিবাহের পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে অথবা বলে, আমি তাকে ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করেছি। কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করেছে তবে সে ঐ স্বামী হতে বায়িনা হয়ে যাবে এবং সে মীরাস পাবে। পক্ষান্তরে মহিলা যদি তাকে সত্যায়ন করে তাহলে সে মীরাস পাবে না। (ফুসূলে ইমাদিয়া) মুমূর্ষ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। এরপর সে মারা গেল। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী যদি বলে, আমার ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়নি, তবে তার কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় মহিলা যদি শপথ করে তবে সে উত্তরাধিকার এর

হক্‌দার হবে। আর যদি কসম যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে সে মীরাস পাবে না। যেমন ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদানকালে মীরাস প্রাপ্ত হয় না। যদি মহিলা কোন কথা না বলে এবং অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর সময় এ পরিমাণ অতিক্রান্ত হয়ে যায় যে, সময়ের মধ্যে ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে পারে। এতদসত্ত্বেও মহিলা যদি বলে, প্রথম স্বামীর থেকে আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়নি, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই তার কথা দ্বিতীয় স্বামীর জন্য ক্ষতিকারক হবে না। বরং সে তার স্ত্রী হিসাবেই থাকবে এবং প্রথম স্বামীর নিকট হতে এ মহিলা কোন মীরাস পাবে না। আর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া একথার প্রমাণ বহন করে যে, তার ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয় এবং বলে যে, আমি ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছি। তাই আমি তিন মাসের দ্বারা ইদ্দত পালন করেছি। অতঃপর তার স্বামী যদি মারা যায় এবং সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তারপর সে যদি অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং এর তার কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয় অথবা স্রাব আরম্ভ হয় তাহলে সে প্রথম স্বামীর নিকট থেকে মীরাস পাবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। (মুহীত)

১১. মাসআলা : সুস্থ অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখন মাস শুরু হবে বা তুমি ঘরে প্রবেশ করবে কিংবা বলে, যখন অমুক ব্যক্তি যুহরের নামায আদায় করবে অথবা বলে, যখন অমুক ব্যক্তি এই ঘরে প্রবেশ করবে তখন তুমি তালাক। তারপর স্বামীর রুগ্ন অবস্থায় এসব জিনিষ পাওয়া গেলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে মীরাস পাবে না। আর যদি এসব কথাবার্তা অসুস্থ অবস্থায় হয়ে থাকে তবে মীরাস পাবে। কিন্তু যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে। এই কথা বলার অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে মীরাস পাবে না। (হিদায়া) স্বামী যদি তালাককে শর্তের সাথে যুক্ত করে এবং নিজের কোন কর্মের সাথে যুক্ত করে তবে এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সময়টি ধর্তব্য হবে। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সময় স্বামী অসুস্থ থাকে এবং মহিলা ইদ্দতের অবস্থায় থাকে, তবে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে মীরাস পাবে। তাই এই শর্ত সুস্থ অবস্থায় করা হোক বা অসুস্থ অবস্থায় করা হোক। চাই এমন কাজের ব্যাপারে তা'লীক করা হোক বা না করে তার কোন উপায় নেই বা উপায় আছে।<sup>১</sup> যেমন কেউ যদি বলে, যখন অমুক আসবে তখন তোমাকে তালাক, এক্ষেত্রে অমুক আসার পর তার উপর তালাক পতিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) অনুরূপভাবে যদি তালাককে আসমানী কোন কাজের উপর শর্তযুক্ত করা হয় যেমন বলল, মাসের প্রথমংশ আরম্ভ হলে ইত্যাদি তাহলে এক্ষেত্রেও উপরোক্ত হকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত)

১. যদি তালাককে অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাজের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়, তবে প্রতিজ্ঞা করা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া উভয় অবস্থাই ধর্তব্য হবে। যদি উভয় অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তবে মহিলা তার থেকে মীরাস পাবে, অন্যথায় পাবে না। চাই এই কাজ না করার তার কোন সুযোগ থাকুক বা না থাকুক। (সম্পাদক)



১২. মাসআলা : যদি তালাককে মহিলার এমন কাজের উপর মু'আল্লাক তথা শর্তযুক্ত করা হয় যে, কাজ না করে/থাকারও সুযোগ ছিল তবে মহিলা মীরাস পাবে না। চাই তা'লীক ও কর্ম উভয় অসুস্থ অবস্থায় হোক অথবা তা'লীক শর্তারোপ সুস্থ অবস্থায় এবং কর্ম (কসম ভঙ্গ হওয়া) অসুস্থ অবস্থায় হোক। আর যদি তা'লীক তথা শপথ এমন কাজের ব্যাপারে করা হয় যা না করে কোন উপায় নেই যেমন—পানাহার করা; ঘুমানো, সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, মাতাপিতার সাথে কথা বলা এবং ঋণ গৃহিতার নিকট পাওনা চাওয়া ইত্যাদি তাহলে তা'লীক (শর্তারোপ) ও শর্তকৃত কর্ম উভয়ই যদি অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে ইজ্জা তথা ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে এই মহিলা তার স্বামীর নিকট হতে মীরাস পাবে। আর যদি তা'লীক সুস্থ অবস্থায় হয় এবং কর্ম অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন নিজের কর্মের সাথে তালাককে শর্তযুক্ত করা অবস্থায় হয়ে থাকে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) সুস্থ অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি বসরায় গমন না করি তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর সে বসরায় গেল না এবং এ অবস্থায় মারা গেল তবে স্ত্রী মীরাস পাবে। যদি স্ত্রী মারা যায় এবং স্বামী জীবিত থাকে তবে স্বামী তার থেকে মীরাস পাবে। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি বসরা না যাও তবে তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর সে বসরায় গেল না। এদিকে স্বামী মারা গেল, তাহলে স্ত্রী তার থেকে মীরাস পাবে। আর যদি স্ত্রী মারা যায় কিন্তু স্বামী জীবিত থাকে তবে সে স্ত্রীর ওয়ারিস হবে না। (বাদায়ে)

১৩. মাসআলা : অসুস্থ স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের পর বায়িন তালাক দিল। তারপর স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর সে তাকে ইদতের অবস্থায় বিবাহ করল, তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। স্ত্রীর ইদতের অবস্থায় যদি অসুস্থ স্বামী মারা যায় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এক নতুন ইদতের অবস্থায় সে মারা গেছে বলে ধর্তব্য হবে এবং বিবাহ করে সে যে পালায়নী কাজ করেছিল তার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। যদিও এরপর তালাক পতিত হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর কর্মের ভিত্তিতেই যেহেতু বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এ কারণে স্বামীকে **فَارٍ بِالطَّلَاق** বলা যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) অসুস্থ স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে আগামীকাল তিন তালাক। প্রকৃতপক্ষে সে মহিলা হল অপর একজনের দাসী। স্বামীর একথা বলার পর মুনীব তাকে বলল, তুমি আগামী কাল আযাদ। অতঃপর আগামী দিন আসার পর তালাক ও আযাদ হওয়া উভয় একত্রেই পতিত হবে। আর এ মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে মীরাস পাবে না। অনুরূপভাবে যদি মুনীব আযাদ করার কথা প্রথমে বলে এবং স্বামী তালাকের কথা পরে বলে, তাহলেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি স্বামী এরূপ বলে,

যখন তুমি আযাদ হবে তখন তোমাকে তিন তালাক, তাহলে স্বামী **فَارٍ بِالطَّلَاق** (পলায়নকারী) বলে গণ্য হবে। যদি মুনীব বলে, তুমি আগামীকাল আযাদ এবং স্বামী বলে, তোমাকে পরশু তিন তালাক; এক্ষেত্রে স্বামী যদি মুনীবের কথা জানা সত্ত্বেও এরূপ বলে তবে সে **فَارٍ بِالطَّلَاق** বলে গণ্য হবে। আর যদি না জানে তবে সে তালাক দিয়ে পলায়নকারী বলে গণ্য হবে না। (যহীরিয়া)

১৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যখন রোগাক্রান্ত হব তখন তুমি তিন তালাক। অতঃপর সে অসুস্থ হয়ে ঐ রোগেই এমতাবস্থায় মারা গেল যখন তার স্ত্রী ইদতের মধ্যে আছে। তাহলে স্ত্রী তার থেকে উত্তরাধিকার পাবে। আবুল কাসিম সাফ্ফার (র) বলেন, সে মীরাস পাবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি সহীহ। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক দাসী এক গোলামের স্ত্রী ছিল। তাদেরকে তাদের মুনীব বলল, আগামীকাল তোমরা উভয়ে আযাদ। এদিকে স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আগামীকাল তোমাকে তিন তালাক, তাহলে সে মীরাস পাবে না। আর স্বামী যদি বলে, তোমাকে পরশু দিন তিন তালাক, তবে কিয়াস অনুসারে সে মীরাস পাবে না। কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে স্বামী যদি মুনীবের এসব কতাবার্তা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে তবে স্ত্রী মীরাস পাবে। আর যদি জ্ঞাত না থাকে তবে স্ত্রী মীরাস পাবে না। জনৈক মহিলা নিজ রুগ্ন স্বামীর ব্যাপারে দাবী করল যে, সে আমাকে তিন তালাক দিয়েছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করছে। অতঃপর বিচারক স্বামীকে কসম দিলে, সে এ বিষয়টি শপথ করে বলল এবং স্ত্রীও তাকে তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে সত্যায়ন করল। অতঃপর স্বামী মারা গেল। তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীর মারা যাওয়ার পর স্বামীকে সত্যায়ন করে তবে তার এ সত্যায়ন সহীহ হবে না। এক রুগ্ন ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বলল, তোমরা যদি এই ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমাদেরকে তিন তালাক। তারপর তারা উভয়ে একসাথে ঘরে প্রবেশ করল। অতঃপর তারা ইদতে থাকাকালে স্বামী মারা গেল, তাহলে তারা মীরাস পাবে। যদি একজন অপর জনের আগে ঘরে প্রবেশ করে তবে প্রথমজন ওয়ারিস হবে, দ্বিতীয়জন নয়। এক ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলল, যখন আমি এবং অমুক চাইব তখন তুমি তিন তালাক। অতঃপর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং স্বামী ও অমুক ব্যক্তি এক সাথে তালাক চাইল কিংবা প্রথমে স্বামী তালাক চাইল তারপর অমুক ব্যক্তি চাইল। অতঃপর স্বামী মারা গেল, তাহলে স্ত্রী মীরাস পাবে না। আর যদি প্রথমে অমুক ব্যক্তি তালাক চায়, তারপর স্বামী চায় তবে মীরাস পাবে। (যহীরিয়া)

১৫. মাসআলা : যদি কোন মুসলিম রুগ্ন স্বামী তার কিতাবী স্ত্রীকে বলে, যখন তুমি মুসলমান হবে তখন তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর সে মুসলমান হল। এরপর স্বামী মারা গেল, তাহলে সে **فَارٍ بِالطَّلَاق** হিসাবে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্ত্রী যদি কিতাবিয়া ও আযাদ হয় এবং স্বামী তাকে বলে, তুমি আগামীকাল তিন তালাক।



অতঃপর সে আগামীকাল আসার আগেই মুসলমান হয় বা পরশু মুসলমান হয়, তাহলে এই স্ত্রী মীরাস পাবে না। যদি মুসলমান হওয়ার পর তাকে তিন তালাক প্রদান করা হয় এবং স্বামী তার ইসলাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে না জানে, তাহলে সে মীরাস পাবে। যদি কোন কাফির ব্যক্তির স্ত্রী মুসলমান হয়, তারপর সে তাকে অসুস্থ অবস্থায় তিন তালাক দেয়; তারপর সে নিজে মুসলমান হয়ে মারা যায় এবং তখন স্ত্রী ইদতের মধ্যে থাকে তাহলে সে তার স্বামী থেকে মীরাস পাবে না। অনুরূপভাবে কোন গোলাম যদি অসুস্থ অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তারপর সে আযাদ হয়ে যায় এবং কিছু মালপ্রাপ্ত হয় তবে এই স্বামী থেকে স্ত্রী মীরাস পাবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যখন আমাকে আযাদ করা হবে তখন তোমাকে তিন তালাক, তাহলে সে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলে গণ্য হবে। স্ত্রীও যদি দাসী হয়, এ অবস্থায় অসুস্থ স্বামী যদি বলে, যখন আমি ও তুমি আযাদ হবো তখন তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর স্ত্রীকে আযাদ করা হল, তাহলে সে মীরাস পাবে। যদি বলে, তোমাকে আগামীকাল তিন তালাক, তারপর উভয়ে অদ্য আযাদ হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী মীরাস পাবে না। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হসায়রী) স্বামীর অধীনে আছে এমন কোন দাসীকে যদি তার মুনীব আযাদ করে দেয়, তারপর তার স্বামী যদি অসুস্থ অবস্থায় তাকে তিন তালাক প্রদান করে, অথচ সে তার আযাদ হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে কিংবা জ্ঞাত নেই তবে সে **فَارٍ بِالطَّلَاقِ** বলে গণ্য হবে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) এক দাসী কোন এক আযাদ ব্যক্তির বিবাহধীনে ছিল। তাকে আযাদ করা হয়েছে। অতঃপর তার স্বামী তাকে কিছু মাল হিবা করেছে এবং এরপর সে নিজেকে ইখতিয়ার করে নিয়েছে। তখন সে অসুস্থ অতঃপর তার ইদতকালে তার স্বামী মারা যায়, তাহলে তার স্বামীর উত্তরাধিকার পাবে।

১৬. মাসআলা : এক রুগ্ন ব্যক্তি তার সহবাসকৃত দুই স্ত্রীকে বলল, তোমরা তোমাদের উপর তিন তালাক প্রয়োগ কর। অতঃপর তারা উভয়ে পর্যায়ক্রমে নিজেকে ও সতীনকে তালাক প্রদান করল। তাহলে উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে এবং তা প্রথম তালাকদাতা মহিলার তালাক দানের কারণে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় মহিলা কর্তৃক নিজেকে এবং নিজের সতীনকে তালাক প্রদান করা বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই দ্বিতীয়া স্ত্রী মীরাস পাবে। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী মীরাস পাবে না। অবশ্য যদি প্রথমা স্ত্রী সতীনের উপর তালাক প্রয়োগ করে এবং নিজের উপর তালাক প্রয়োগ না করে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু তার সতীনের উপর তালাক পতিত হবে। তবে তারা উভয়েই তাদের স্বামী থেকে মীরাস পাবে। অনুরূপভাবে উভয় স্ত্রীর প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ সতীনের উপর তালাক প্রয়োগ করে তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি দুই স্ত্রীর প্রত্যেকেই নিজের ও সতীনের প্রতি তালাক বাক্য একত্রে প্রয়োগ তবে উভয়েই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারা মীরাস পাবে না। যদি দুই সতীনের

একজন বলে, আমি আমার নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করলাম এবং অপরজন বলে যে, আমি আমার সতীনের উপর তালাক প্রয়োগ করলাম এবং তাদের উভয়ের কথা একত্রে মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে, তাহলে এই একজনের উপরই তালাক পতিত হবে এবং সে মীরাস পাবে না। যদি দুই সতীনের একজন প্রথমে নিজেকে তালাক প্রদান করে এবং পরে তার সতীনও তাকেই তালাক প্রদান করে তাহলে সে একাই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে এবং মীরাস পাবে না কিন্তু বিপরীত অবস্থা হলে মীরাস পাবে। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তারা তালাকের ক্ষমতা হস্তান্তর করার মজলিসেই উপবিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে যদি তারা ঐ মজলিস থেকে উঠে যায়, অতঃপর নিজের এবং সতীনের প্রতি একত্রে অথবা পর্যায়ক্রমে তিন তালাক প্রয়োগ করে অথবা তাদের প্রত্যেকেই যদি অপরজনকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তারা উভয়েই মীরাস পাবে। আর যদি প্রত্যেকেই কেবলমাত্র নিজের উপর তালাক প্রয়োগ করে, তাহলে তাদের কেউই তালাকপ্রাপ্ত হবে না।

১৭. মাসআলা : যদি অসুস্থ ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমরা উভয়ে নিজেদেরকে তিন তালাক করে দাও যদি তোমরা চাও। অতঃপর তাদের একজনে নিজেকে নিজ সতীনকে তালাক প্রদান করল, তাহলে অপরজন নিজেকে ও নিজ সতীনকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। প্রথমজনের তালাক প্রদানের পর যদি দ্বিতীয় জনও যদি নিজের প্রতি ও সতীনের প্রতি তিন তালাক প্রয়োগ করে তবে উভয়েই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমজন মীরাস পাবে এবং দ্বিতীয়জন মীরাস পাবে না। আর যদি উভয়ের বাক্য এক সাথে মুখ থেকে বের হয়, তবে উভয় বায়িনা হয়ে যাবে এবং মীরাসও পাবে। যদি স্ত্রীদের প্রত্যেকেই তাফবীযের মজলিস থেকে উঠে গিয়ে একসাথে অথবা পর্যায়ক্রমে একে অপরকে তালাক প্রদান করে তাহলে এক্ষেত্রে কারো উপরই তালাক পতিত হবে না। রুগ্ন অবস্থায় স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তালাকের ব্যাপারে তোমাদের কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে এবং এ বাক্যের দ্বারা তালাকের ইচ্ছা করে তবে উভয়ের তালাকের তামলীক (মালিক বানানো) এর নিয়মে উভয়ের হাতে সোপর্দ হবে। কাজেই তাদের কেউই এককভাবে তালাক দিতে পারবে না। আর এই তাফবীয মজলিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন মাশিয়াত তথা চাওয়ার সাথে তালীক করার অবস্থায় হয়ে থাকে। তবে নিম্নোক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল এই যে, যদি স্ত্রীদের উভয়ের কোন একজনের তালাকের উপর একমত হয়, তবে যার তালাকের উপর একমত হবে তাফবীযের অবস্থায় তার উপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু মাশিয়াত (চাওয়া) এর অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, তোমরা তোমাদের উপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক প্রদান কর। এ অবস্থায় প্রত্যেকে যদি একত্রে অথবা পর্যায়ক্রমে বলে, আমি আমাকে এবং আমার সতীনকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক প্রদান করলাম। তাহলে এক হাজারের



বিনিময়ে তারা উভয়ে বায়িনা হয়ে যাবে এবং এই এক হাজার তাদের উভয়ের মহরের উপর বন্টন হবে। আর তারা কোন অবস্থায়ই মীরাস পাবে না। যদি এক হাজারের অর্ধেকের বিনিময়ে তালাক প্রদান করে তবে এক্ষেত্রেও মহিলা মীরাস পাবে না। আর যদি তারা উভয়ে মজলিস থেকে উঠে যায়, তবে তাদের ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। (কাফী)

১৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার সহবাসকৃত দুই স্ত্রীকে বলল, তোমাদের থেকে একজনকে তিন তালাক। অতঃপর সে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় একজনকে তা বর্ণনা করে দিল, তাহলে এই মহিলা মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। এক্ষেত্রে স্বামী উক্ত বর্ণনার কারণে ۱/۳ পলায়নকারী বলে বিবেচিত হবে। যদি এই দুই স্ত্রী ছাড়া তার তৃতীয় অন্য কোন স্ত্রী থাকে তবে সে অর্ধেক মীরাস পাবে। আর যদি স্বামীর মারা যাওয়ার পূর্বে ঐ মহিলা মারা যায়, যার উপর তালাক পতিত হওয়ার কথা স্বামী বলেছিল, তবে সে মীরাস পাবে না এবং তার ক্ষেত্রে স্বামীর বর্ণনা সহীহ বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় মীরাস অপর স্ত্রী পাবে। যদি স্বামীর এই স্ত্রী ছাড়া আরো কোন স্ত্রী থাকে তবে মীরাসের অংশ তাদের মধ্যে অর্ধেক হারে বন্টিত হবে। যদি দ্বিতীয় জন মারা যায় এবং যার উপর তালাক পতিত হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে সে জীবিত থাকে। তারপর স্বামী মারা যায়, তাহলে এই মহিলা অর্ধেক মীরাস পাবে। কেননা তার ক্ষেত্রে তালাকের বর্ণনা এই অর্ধেকের মধ্যে সহীহ হবে। আর বাকী অর্ধেকের ক্ষেত্রে সহীহ নয়। সুতরাং সে এক হিসাবে এখনো উক্ত স্বামীর বিবাহাধীনে রয়েছে। কাজেই সে অর্ধেক মীরাসেরই হকদার হবে। এজন্যেই বলা হয় যে, যদি তার সাথে অপর কোন মহিলা জীবিত থাকে তবে এক চতুর্থাংশ এই মহিলা পাবে। আর বাকী তিন চতুর্থাংশ অপর মহিলা পাবে। যদি দুই সতীনের একজন স্বামীর মৃত্যুর আগে এবং স্বামী কর্তৃক অর্পিত তালাক নির্ধারণের আগে মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয়জন তালাকপ্রাপ্ত হওয়া নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কোন মীরাস পাবে না।

১৯. মাসআলা : যদি স্বামী মারা না যায় এবং কে তালাকপ্রাপ্ত একথা নির্ধারণও না করা হয়, এমতাবস্থায় যদি তাদের কোন একজনের দুই বছরের কম এবং ছয় মাসের বেশী সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে এ অবস্থাটি স্বামী কর্তৃক বর্ণনা হিসাবে ধর্তব্য হবে না। বরং এ অবস্থায় তার ব্যাপারে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। যদি স্বামী এই সন্তানকে অস্বীকার করে; তবে তাকে এ বিষয়ে বর্ণনা পেশ করার জন্য আদেশ দেওয়া হবে। যদি বলে, তালাক পতিত করার সময়ই আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি ঐ মহিলাকে যার কোন সন্তান হয়নি। তাহলে তাকে এবং সন্তান জন্মদাতা জননীকে লি'আন করানো হবে এবং পরে এই সন্তানের নসব তার থেকে ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আর তখন এই সন্তান তার মায়ের দিকে সম্বোধিত হবে। যদি স্বামী বলে, সন্তান জন্মদাতা স্ত্রীকে তালাক দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে তার উপর দণ্ডদেশ জারী হবে এবং সন্তানের নসব

তার থেকে সাব্যস্ত হবে। যদি বলে, তালাক পতিত করার কালে আমি তোমাদের কারোই নিয়্যত করিনি। বরং তা যার বাচ্চার হবে তার কথা নিয়্যত করেছি, তবে হদ্দ ও লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে নসব সাব্যস্ত হবে। তালাক পতিত করার সময় হতে নিয়ে যদি দুই বছরের অধিক সময়ের পর বাচ্চা প্রসবিত হয়, তাহলে দ্বিতীয়া স্ত্রী তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কেননা আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে, এক্ষেত্রে তালাকের পর সহবাস করা হয়েছে। আর যে মহিলার বাচ্চা প্রসবিত হয়েছে সে বিবাহের জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে যাতে উক্ত স্বামী তালাকপ্রাপ্ত মহিলার সাথে সঙ্গম করে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে না যায় এবং বাচ্চা যাতে ধ্বংস হয়ে না যায়। যদি উক্ত পুরুষ ব্যক্তি সন্তানের নসব অস্বীকার করে, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের থেকে লি'আন গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই পুরুষ থেকে সন্তানের নসব বিলুপ্ত হবে না। কেননা শরীয়াত যেহেতু এ মর্মে বিধান দিয়েছে যে, এই সন্তানের নসব তার থেকে এবং বীর্যও তার। আর এর সাথে একটি হুকুমও লাগিয়ে দিয়েছে যে, এই ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম তালাকের জন্য বর্ণনা স্বরূপ। কাজেই এটি নসব ছিন্ন করা থেকে প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য হবে।

২০. মাসআলা : যদি তালাক প্রয়োগের পর দুই সতীনের কোন একজন দুই বসরের কম সময়ের মধ্যে এবং অপরজন দুই বছরান্তে সন্তান প্রসব করে, তবে যার সন্তান দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে প্রসবিত হয়েছে সেই তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এই মহিলার উপর তালাক পতিত হওয়ার পর তার ইদ্দতের ব্যাপারে লক্ষ্য করতে হবে, যদি তার এবং তার সতীনের সন্তান জন্মদানের মধ্যে ব্যবধান ছয় মাসের কম হয়, তবে তার ইদ্দত সন্তান প্রসবের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাবে। আর যদি মধ্যস্থানের ব্যবধান ছয় মাস বা এর চেয়ে বেশী হয় তবে দুই বছরের কম পর সন্তান হয়েছে তার ইদ্দত হায়িযের দ্বারা গণনা করা হবে। স্বামী যদি কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসবকারিণী মহিলার সঙ্গম করার কথা স্বীকার করে, তাহলে অধিক সময়ের পরে সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী থেকে তালাকের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই তার উভয় স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি উভয় স্ত্রী তালাক প্রয়োগের সময়ের পর দুই বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সন্তান প্রসব করে এবং যদি উভয়ের সন্তান প্রসবের মধ্যে একদিন বা এর চেয়ে বেশী ব্যবধান থাকে, তাহলে প্রথম জনের সন্তান প্রসব দ্বিতীয় জনের তালাকের জন্য বর্ণনা বলে ধর্তব্য হবে। এরপর যখন দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান প্রসবিত হবে তখন তার উপর যে তালাক পতিত হয়েছে তা অন্যজনের দিকে ফিরে যাবে না। যেন সে দুই স্ত্রীর একজনের সাথে প্রথমে সঙ্গম করেছে এরপর অপর জনের সাথে সঙ্গম করেছে। তাহলে এই অবস্থায় দ্বিতীয়জন



যার সাথে শেষে সঙ্গম করেছে তার উপর তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ হবে। কাজেই সন্তান প্রসবের পর পরই তার ইদতকাল শেষ হয়ে যাবে এবং সন্তানের নসবও তার থেকে সাব্যস্ত হবে। (শারহুয় যিয়াদাত : আল-ইতাবী)

২১. মাসআলা : তালাক কোন স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে একথা বর্ণনা করার পূর্বেই যদি দুই স্ত্রীর কোন একজন মারা যায় এবং এরপর স্বামী যদি বলে, আমি একেই তালাক দেওয়ার নিয়্যত করেছিলাম, তবে স্বামী এই স্ত্রী থেকে মীরাস পাবে না, আর দ্বিতীয় স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি দুই স্ত্রীর উভয়েই পর্যায়ক্রমে মারা যায় তারপর স্বামী বলে, প্রথমে যে মারা গেছে তাকেই আমি তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম, তাহলে স্বামী তাদের কারো থেকেই মীরাস পাবে না। আর যদি উভয়ে এক সময়ে মারা যায়। যেমন উভয় স্ত্রীর উপর দেওয়াল ধসে পড়ল কিংবা তারা উভয়ে পানিতে ডুবে মারা গেল, তাহলে স্বামী তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে অর্ধেক মীরাস পাবে। এমনভাবে যদি পর্যায়ক্রমে তারা মারা যায় গিয়েছে তা জানা না থাকে তবে এ বিষয়টিও উভয় স্ত্রীর একত্রে মারা যাওয়ার হকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি উভয় স্ত্রী একত্রে মারা যায় এবং এর পর স্বামী একজনকে নির্দিষ্ট করে বলে, আমি তাকেই তালাক দেওয়ার নিয়্যত করেছিলাম। তাহলে সে তার থেকে মীরাস পাবে না এবং দ্বিতীয় থেকে অর্ধেক মীরাস পাবে। কোন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা এ কথা বর্ণনা করার পূর্বেই যদি উভয় স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যায় এবং উভয়ের ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যদি তারা বায়িনা না হয়ে যায়, তবে তাদের কারো ক্ষেত্রে তিন তালাকের কথা ঘোষণা দেওয়ার ইখতিয়ার স্বামীর আর থাকবে না। (বাদায়ে)

২২. মাসআলা : স্বামী যদি সুস্থ অবস্থায় নিজ স্ত্রীর তালাকের বিষয়টি কোন অপরিচিত ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করে, তারপর সে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় তাকে তালাক প্রদান করে, তবে যদি সোপর্দ করা এইরূপ হয় যে, তাকে আর বরখাস্ত করা যায় না তাহলে স্ত্রী মীরাস পাবে না। যেমন কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে তালাকের উকীল বানিয়ে দেওয়ার অবস্থায় হয়ে থাকে। আর যদি তাফবীয এই নিয়মে করা হয় উকীলকে এই দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা যায়, যেমন কাউকে তালাকের উকীল নিয়োগ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ অবস্থায় উকীল যদি নিজ মু'আক্কিলের অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী-স্বামীর সম্পদের ওয়ারিস হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## রাজ'আত (স্ত্রীকে রুজু করে নেওয়া) এবং যে কাজের দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হয়ে যায়-এর বিবরণ

১. মাসআলা : তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদতের মধ্যে থাকা অবস্থায় তার বিবাহকে পূর্বের ন্যায় পূরাপুরি বাকী রেখে দেওয়াকে শরী'আতের পরিভাষায় রাজ'আত বলে। (তাবয়ীন) রাজ'আত দুই প্রকার (১) সুন্নী (২) বিদ্ঈ। সুন্নী রাজ'আত হল, কথার মাধ্যমে স্ত্রীকে রাজ'আত করা তথা ফেরৎ নেওয়া এবং এ বিষয়ে দুইজনকে সাক্ষী রাখা আর এ বিষয়টি স্ত্রীকেও জানিয়ে দেওয়া। বিদ্ঈ রাজ'আত হল, স্ত্রীকে কথার মাধ্যমে রাজ'আত করা, যেমন—তাকে বলা আমি তোমাকে রুজু করে নিলাম কিংবা বলা আমি আমার স্ত্রীকে রুজু করে নিয়েছি। কিন্তু এ ব্যাপারে সাক্ষী না রাখা অথবা সাক্ষী তো রেখেছে কিন্তু স্ত্রীকে এ বিষয়ে অবগত করেনি। এভাবে রুজু করাকে বিদ্ঈ রাজ'আত বলে। এটি সুন্নাত তরীকার বিপরীত। অবশ্য এভাবেও রাজ'আত সহীহ হয়ে যায়। আর যদি নিজের কোন কার্য দ্বারা রাজ'আত করা হয়, যেমন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল কিংবা তাকে কমোদীপনায় সাথে চুম্বন করল বা কামভাবের সাথে তার যৌনাস্বের প্রতি নজর করল, এতেও আমাদের মাযহাবে রুজু হয়ে যাবে। তবে এভাবে রুজু করা মাকরুহ। এ অবস্থায় সাক্ষী রেখে পুনরায় রুজু করা মুস্তাহাব। (আল-জাওয়হারাতুন নায়ার)

২. মাসআলা : রাজ'আতের শব্দসমূহ দুই প্রকার। (১) সরীহ—স্পষ্ট ও পরিষ্কার (২) কিনায়া—রূপক। সরীহ শব্দসমূহ যেমন—স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলা আমি তোমাকে রুজু করে নিলাম কিংবা স্ত্রীর সামনে বা তার অনুপস্থিতিতে বলা, আমি আমার স্ত্রীকে রুজু করে নিলাম। কেউ যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বলে أرجعتك (আমি তোমাকে রুজু করলাম) رجعتك (আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম) أمسكتك (আমি তোমাকে রেখে দিলাম) বা أمسكتك তাহলে এইগুলো সরীহ শব্দ হিসাবে গণ্য হবে এবং এ জাতীয় শব্দ দ্বারা বিনা নিয়্যতেও রাজ'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিনায়া শব্দসমূহ যেমন স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার নিকট সেইরূপ ছিলে সেইরূপই আছো অথবা তুমি আমার স্ত্রী। তাহলে নিয়্যত করা ছাড়া তার রুজু সহীহ হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, أرى رفته باز اوردمت (হে চলে যাওয়া রমণী! আমি তোমাকে ফেরৎ নিয়ে আসলাম) এবং এর দ্বারা রুজু করার নিয়্যত করে তাহলে তার রুজু করা হয়ে যাবে।



(খুলাসা) আর যদি تزويج (তায়বীজ) শব্দ দ্বারা স্ত্রীকে রুজু করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তা জায়েয হবে এবং এর উপরই ফাতওয়া। অনুরূপভাবে যদি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে নেয় তবে এতেও রাজ'আত হয়ে যাবে। এটিই পসন্দনীয় কথা। (আল-জাওহারা তুন নায়্যারা) যদি বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করে নিলাম, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এতে রাজ'আত হয়ে যাবে। (বাদায়ে)

৩. মাসআলা : যদি স্বামী তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে এক হাজার দিরহাম মহরের বিনিময়ে রুজু করে নিলাম। তাহলে স্ত্রী যদি এই কথা কবুল করে নেয় তবে তা সহীহ হবে; অন্যথায় তা সহীহ হবে না। কেননা এই টাকা মূল মহরের উপর বর্ধিত এবং অতিরিক্ত। কাজেই তা স্ত্রী কর্তৃক গৃহীত হওয়া আবশ্যিক। মূলত এটি বিবাহ নবায়ণ করার মতই। (মুহীত) রাজ'আত যেমন কথার দ্বারা হয় অনুরূপভাবে তা কর্মের দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। যেমন স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা তাকে কামোদ্দীপনার সাথে তাকে স্পর্শ করা। (নিহায়া) অনুরূপভাবে কামভাবের সাথে স্ত্রীর মুখে চুম্বন করা এবং এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। কিন্তু যদি গন্ডদেশ, চিবুক, কপাল বা মাথায় চুম্বন করে তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। 'উয়ুন' কিতাবের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, চুম্বন চাই যে কোন স্থানেই হোক না কেন এর দ্বারা 'হরমতে মুসাহারা' সাব্যস্ত হবে।<sup>১</sup> এটিই সহীহ অভিমত। (আল-জাওহারা তুন নায়্যারা) কামোদ্দীপনার সাথে যৌনাসঙ্গের অভ্যন্তরে তাকানোও রাজ'আতের মধ্যে শামিল। (ফাতহুল কাদীর) স্ত্রীর যৌনাসঙ্গ ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অঙ্গের প্রতি নজর করলে তাতে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (তাবয়ীন) যে কাজের দ্বারা 'হরমতে মুসাহারা' সাব্যস্ত হয় সে কাজের দ্বারা রাজ'আতও সাব্যস্ত হবে। (তাতারখানিয়া) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ফেরৎ আনার ইচ্ছা না হলে এবং কামোদ্দীপনা না থাকলে এমতাবস্থায় তাকে চুম্বন করা বা স্পর্শ করা মাকরুহ। এমনিভাবে কামোদ্দীপনা ছাড়া উলঙ্গ অবস্থায় ঐ স্ত্রীকে দেখাও মাকরুহ। ইমাম আবু ইউসুফ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাদায়ে)

৪. মাসআলা : কামোদ্দীপনা ছাড়া তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা তার প্রতি তাকানো দ্বারা ইমামগণের সর্বসম্মত মতে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যেভাবে স্বামীর চুম্বন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হয়, অনুরূপভাবে স্ত্রীর চুম্বন, দর্শন এবং স্পর্শ করণের দ্বারাও রাজ'আত সাব্যস্ত হয়। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে শর্ত হল এই যে, মহিলার পক্ষ হতে এসব কাজ যদি স্বামীর জ্ঞাতসারে হয় এবং স্বামী তাকে বাধা না দেয় তবে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। যদি স্ত্রী হঠাৎ করে স্বামীর অজ্ঞাতসারে এ কাজ করে যেমন স্বামী ঘুমিয়ে ছিল। এ অবস্থায় স্ত্রী তার সাথে এ কাজ করল অথবা স্বামীকে বাধ্য করে তার সাথে একরূপ করল কিংবা সে মতিভ্রম ছিল তাহলে শায়খুল ইসলাম ও শামসুল আইম্মা (র) বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। তবে শর্ত হল, যদি কামভাবের সাথে স্বামী তার কথা সত্যায়ন করে। কিন্তু যদি অস্বীকার করে তবে

১. অতএব রাজ'আত অর্থাৎ পুনরায় স্ত্রী হিসাবে গিরিয়ে নেয়া সহীহ হবে। (অনুবাদক)

রাজ'আত হবে না। অনুরূপভাবে স্বামীর মারা যাওয়ার পর যদি তার ওয়ারিসগণ একথা সত্যাসত্য স্বীকার করে নেয় তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি স্ত্রী কামভাবের সাথে এ কাজ করেছে এ কথার উপর সাক্ষীও পেশ করে, তার এ সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি তারা সহবাস হয়েছে বলে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে ইমামগণের ঐকমত্যে তা জায়েয হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) স্ত্রী যদি ঘুমন্ত বা পাগল স্বামীর যৌনাসঙ্গ নিজের যৌনাসঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দেয় তবে এতে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে রাজ'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

৫. মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, আমি তোমাকে রুজু করে নিলাম, তবে এতে রাজ'আত সহীহ হবে না। (বাদায়ে) ইদতরত মহিলার সাথে নির্জনবাস করাতে রাজ'আত হবে না। কেননা নির্জনবাস মিলকিয়াতের<sup>১</sup> সাথে খাস নয়। আর যে কাজ মিলকিয়াতের সাথে খাস নয়, এ জাতীয় কোন কাজ যদি স্বামী স্ত্রীর ইদতকালে করে তবে এর দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (মুহীত) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমার সাথে সহবাস করলে, তুমি তিন তালাক। অতঃপর সে তার সাথে সহবাস করল। এ অবস্থায় তাদের উভয়ের যৌনাসঙ্গ পরস্পর মিলিত হওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। পরস্পরের যৌনাসঙ্গ মিলিত হওয়ার পর যদি তা এ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকে তবে স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে না। আর যদি যৌনাসঙ্গ বের করে তা আবার পুনরায় ঢুকায় তাহলে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে রাজ'ঈ তালাক দিয়ে থাকলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হওয়ার পর স্বামী যদি তার যৌনাসঙ্গ কিছুক্ষণ এ অবস্থায় রেখে দেয় তবে এতে রাজ'আত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্ন মতপোষণ করেন। আর যদি বের করে আবার ঢুকায় তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে রাজ'আত হয়ে যাবে। (হিদায়া) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে স্পর্শ করি তবে তুমি তালাক। তারপর সে তাকে স্পর্শ করল। এ অবস্থায় সে যদি তাকে একবার হাত দ্বারা স্পর্শ করে ঐ হাত তুলে আবার দ্বিতীয়বার স্পর্শ করে তবে এতে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। স্বামী যদি তার বিবাহিতা স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমাকে রুজু করে নেই তবে তুমি তালাক, তাহলে তার এ শর্তারোপ প্রকৃত রাজ'আতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বিবাহের আক্দের উপর নয়। সুতরাং সে যদি ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনরায় বিবাহ করে তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। অপরিচিতা মহিলাকে যদি বলে, 'আমি তোমাকে রুজু করলে তুমি তালাক' তবে একথা আক্দের উপর প্রযোজ্য হবে। স্বামী তার রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে রুজু করে নিলে তুমি তিন তালাক। অতঃপর তার ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে এই মহিলা পুনরায় তালাকপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বায়িন তালাক হলে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (মুহীত)

৬. মাসআলা : স্বামী যদি কামোদ্দীপনার সাথে তার স্ত্রীর নিতম্বের প্রতি তাকায় তবে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে এতে রাজ'আত হবে না। (আল-জাওহারা তুন নায়্যারা) স্বামী

১. স্বামী হিসাবে স্ত্রীর উপর যে অধিকার।



যদি স্ত্রীর গুহাঘার দিয়ে সঙ্গম তবে এতে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে কি না, এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, এতে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। ইমাম কুদুরী (র) এ দিকেই ইংগিত করেছেন। কিন্তু ফাতওয়া হল, এতে রাজ'আত হয়ে যাবে। (তাবয়ীন) পাগল ব্যক্তির রাজ'আত কর্মের দ্বারা সহীহ। কিন্তু কথার দ্বারা সহীহ নয়। (ফাতহুল কাদীর) বাধ্য হয়ে, ঠাট্টাচ্ছলে, কৌতুকবশতঃ বা ভুলে রাজ'আত করলে তাও সহীহ হবে, যেমন বিবাহ সহীহ হয়ে থাকে। 'কিন্য়া' গ্রন্থে আছে যে, কোন ফুযুলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন) ব্যক্তি কারো তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে রাজ'আত করে নেওয়ার পর স্বামী যদি এর অনুমতি দেয় তবে তা সহীহ। (আল-বাহরুর রায়িক) হাকিম শহীদ (র) বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে না জানিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং এরপর তাকে রুজু করে নেয় আর তাও স্ত্রী থেকে গোপন রাখে, তবে ঐ মহিলা তার স্ত্রীই থাকবে। কিন্তু এরূপ করা ভাল নয়। ভাল নয় এজন্য বলা হয়েছে যেহেতু সে মুস্তাহাব তরীকা বর্জন করেছে। আর তা হল, এ বিষয়ে সাক্ষী রাখা এবং মানুষকে জানিয়ে দেওয়া। (গয়াতুল বয়ান)

৭. মাসআলা : রাজ'আতকে শর্তের সাথে মু'আলাক করা জাযিয় নয়। যেমন স্বামী বলল, যখন আগামীকাল আসবে তখন আমি তোমাকে রুজু করে নিব অথবা বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর বা এ কাজটি কর তবে আমি তোমাকে রুজু করে নিব, তাহলে এতে ইমামগণের সর্বসম্মত মতে রাজ'আত সহীহ হবে না। (আল-জাওহারাভুন নায়ারা) রাজ'আতের ক্ষেত্রে স্বামী যদি থিয়ারে শর্ত আরোপ করে তবে রাজ'আত সহীহ হবে না। তালাকের পর স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে আগামীকাল রুজু করব কিংবা বলে মাসের প্রথমার্শে রুজু করব, তাহলে কোন ইমামের মতেই তার রাজ'আত সহীহ হবে না। (বাদায়ে) যদি বলে, আমি আমার রুজু করার অধিকার বাতিল করে দিলাম অথবা বলে, তোমাকে রুজু করার আমার কোন অধিকার নেই। তাহলেও তার রুজু করার অধিকার থাকবে। (আন্ নাহরুল ফায়িক)

৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এক তালাকে রাজস্ব প্রদান করে অথবা দুই তালাকে রাজস্ব প্রদান করে তবে ইদতের মধ্যে সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। এতে স্ত্রী রাযী থাকুক বা রাযী না থাকুক এতে কোন অসুবিধা নেই। (হিদায়া) স্বামী যদি তার ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাসের দাবী করে অথচ সে তার সাথে বাধ্যমুক্ত নির্জন বাস করেছে, তবে তার রাজ'আত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাধ্যমুক্ত নির্জন বাস না হলে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (মুহীত) 'রাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ইদত খতম হয়েছে বলে একমত থাকে কিন্তু রাজ'আতের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে তবে বিশুদ্ধ মতে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এটিই জমহুর আলিমগণের অভিমত। (গয়াতুস্ সুরুজী) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কোনরূপ কসম অপরিহার্য হবে না। (হিদায়া)

আর যদি ইদত বাকী থাকে তবে সহীহ মতে, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (গয়াতুস্ সুরুজী) ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী যদি সাক্ষী কায়েম করে এবং তারা

বলে যে, সে ইদতের অবস্থায় বলেছে, আমি আমার স্ত্রীকে রুজু করে নিলাম। অথবা বলে, সে বলেছে আমি তার সাথে সঙ্গম করেছি, তাহলে এতে রাজ'আত হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর রায়িক) ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি ইদতের অবস্থায় তোমাকে রুজু করে নিয়েছিলাম এবং স্ত্রী এই কথা সত্য বলে মেনে নেয় তবে রাজ'আত সহীহ হবে। (হিদায়া)

৯. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জুমু'আর দিন রাজ'আত করার ব্যাপারে একমত হয় এবং স্ত্রী বলে, আমার ইদত বৃহস্পতিবারই শেষ হয়ে গিয়েছে। আর স্বামী বলে, শনিবার দিন শেষ হয়েছে, তাহলে কসমসহ স্বামীর কথা গৃহীত হবে, না স্ত্রীর কথা, না যার দাবী প্রথম ছিল তার কথা? এর মধ্যে তিন অবস্থা হতে পারে। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সহীহ। (সিরাজুদ্ দিরায়া) শারহুত তাহাভীতে উল্লেখ আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে রুজু করে নিলাম। তারপর স্ত্রী স্বামীর কথার সাথে সাথেই বলল, আমার ইদত তো অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার রাজ'আত সহীহ হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে রাজ'আত সহীহ হবে। (নিহায়া) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতটিই বিশুদ্ধ। (মুযমারাত) উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মেয়াদ এই পরিমাণ হয়ে থাকে যার মধ্যে ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে রাজ'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (আন্ নাহরুল ফায়িক) উপরোক্ত মাস'আলায় ইমামগণের সর্বসম্মত মতে, মহিলা যখন ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দিবে, তখন তার থেকে কসম নেওয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর) ইমামগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যদি মহিলাগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যদি মহিলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বলে, আমার ইদত অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবে রাজ'আত সহীহ হবে। মহিলা 'আমার ইদত খতম হয়ে গেছে' বলা আরম্ভ করতেই সাথেসাথে পুরুষ যদি বলে, আমি তোমাকে রুজু করে নিলাম তবে এতে রাজ'আত সহীহ হবে না। (নিহায়া)

১০. মাসআলা : দাসীর ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার স্বামী বলল, আমি তোমাকে রুজু করে নিয়েছি। এতপর মুনীব তা সত্য বলে গ্রহণ করল। কিন্তু দাসী তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তাহলে আযম ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দাসীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর সাহিবাইনের মতে মুনীবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (হিদায়া) বস্তুত ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ। (মুযমারাত) আর যদি বিষয়টি এর উল্টা হয়। অর্থাৎ মুনীব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং দাসী সত্য বলে মেনে নেয়, তবে মুনীবের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং ইমামগণের সর্বসম্মত ফয়সালা অনুসারে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (তাবয়ীন) যদি মুনীব ও দাসী উভয়ে তা বিশ্বাস করে তবে সকলের মতে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। আর যদি উভয়ে এই খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে কারো মতেই রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (আন্ নাহরুল ফায়িক)



১১. মাসআলা : দাসী বলছে, আমার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মুনীব এবং স্বামী উভয়ে বলছে যে, তোমার ইদ্দত অতিবাহিত হয়নি, তাহলে দাসীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (হিদায়া) যদি বলে বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে আমার ইদ্দত পূরা হয়েছে তবে দলীল প্রমাণ ব্যতীত তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি দাসীর গর্ভপাত ঘটে এবং সন্তানের অকৃতি প্রকাশমান হয় তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বামী দাসী থেকে গর্ভপাত হওয়ার ব্যাপারে শপথ নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আযাদ নারী এবং দাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (ফাতহুল কাদীর) মুনীব দাসীর স্বামীকে বলল, তুমি তাকে রুজু করে নিয়েছো। একথা শুনে স্বামী তা অস্বীকার করল, তাহলে মুনীবের কথাগ্রহণযোগ্য হবে না। (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা) যদি দাসী প্রথমে বলে, আমার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর আবার বলে, এখনো পর্যন্ত আমার ইদ্দত পূরা হয়নি, তাহলে স্বামী তাকে রুজু করে নিতে পারবে। স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে স্বামী যদি তাকে রুজু করে নেয়, অতঃপর তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয় এবং এরপর সে অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয়, তাহলেও সে আগের স্বামীর স্ত্রী হিসাবেই থাকবে। চাই দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। এই ক্ষেত্রে এই মহিলা এবং তার দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। 'মুগনী' গ্রন্থে আছে যে, এটিই সহীহ অভিমত (গায়াতুস সুরুজী) আযাদ মহিলা যদি তৃতীয় শ্রাব শুরু হওয়ার দশ দিন পর শ্রাব থেকে ফারিগ হয় এবং এ ব্যাপারে হুকুমও জারী হয়ে যায়, তবে আর রাজ'আত করা যাবে না। আর দাসী যদি দ্বিতীয় হায়িয থেকে অনুরূপ সময়ের পর বের হয়ে যায়, তবে তাকেও আর রুজু করা যাবে না। যদিও রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ না হয়ে তাকে। (আল-বাহরুর রায়িক) যদি দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত বা এক নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বামী তাকে রুজু করতে পারবে। (হিদায়া) যদি আখিরী ওয়াক্তের মধ্যে পবিত্র হয় এবং সময় এত কম বাকী থাকে যে, এর মধ্যে কেবল গোসল করে তাহরীমা বাঁধা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এর চেয়ে কম হলে হবে না। আর যদি আওয়াল ওয়াক্তে রক্ত বন্ধ হয় তবে পুনঃ ওয়াক্ত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাহারাতের হুকুম সাব্যস্ত হবে না। কেননা পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হলেই নামায যিন্মায় অপরিহার্য হয়ে থাকে। (আল-বাহরুর রায়িক) যদি এই পরিমাণ ওয়াক্ত বাকী থাকে যে সময়ে গোসল করা যায় না অথবা কেবল গোসলই করা যায়, অন্য কিছু করা যায় না, তবে এই পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে তাহারাতের হুকুম সাব্যস্ত হবে না। যতক্ষণ না সে গোসল করবে কিংবা পূর্ণ নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হবে (শারহুল হিদায়া) যদি মুহমাল সময়ে (নামায আদায়ের সময় নয় এমন সময়) তাহারাত হাসিল হয় যেমন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। এ সময়েও রাজ'আত করা যাবে আসরের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত। (আল-বাহরুর রায়িক) হায়িযের ক্ষেত্রে যে মহিলার কখনো পাঁচ দিন আবার কখনো ছয় দিন ছিল। তারপর তার ইসতিহাযা আরম্ভ হয় তাহলে রাজ'আতের অধিকার হাত ছাড়া হওয়ার ক্ষেত্রে কম

সময়টি ধর্তব্য হবে। আর অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক সময়টি ধর্তব্য হবে। (ইতিবিয়া)

১২. মাসআলা : তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি কিতাবিয়া হয় তবে রক্ত বন্ধ হতেই রাজ'আতের ইখতিয়ার খতম হয়ে যাবে। (বাদায়ে) যে গোসলের পর রাজ'আতের অধিকার থাকে না ঐ গোসলের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে রুজু করে নেয় তাহলে এ রাজ'আত তো সহীহ হবে না। কিন্তু হায়িযের দশ দিনপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি পুনরায় খুন দেখা দেয়, তাহলে রাজ'আত সহীহ হয়ে যাবে। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (আন নাহরুল ফায়িক) যদি মহিলা গোসল না করে এবং নামাযের পূর্ণ ওয়াক্ত ও অতিবাহিত না হয় বরং তায়াম্মুম করল, যেমন সে মুসাফির ছিল, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে শুধু তায়াম্মুমের কারণে রাজ'আতের অধিকার বিনষ্ট হবে না। (মুহীত) অবশ্য তায়াম্মুম করে এর দ্বারা কোন ফরয বা নফল নামায আদায় করলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে রাজ'আতের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর) সাহিবাইনের মতে নামায শুরু করতেই রাজ'আতের অধিকার শেষ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না নামায থেকে ফারিগ হবে। এটাই তাদের সহীহ অভিমত। (মুহীত) যদি তায়াম্মুম করে কুরআন শরীফ পড়ে বা কুরআন শরীফ পড়ে বা কুরআন শরীফ স্পর্শ করে অথবা মসজিদে প্রবেশ করে তবে ইমাম কারখী (র)-এর মতে রাজ'আতের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু বকর রাযী (র) বলেন, রাজ'আতের অধিকার শেষ হবে না। (গায়াতুস সুরুজী) কোন মহিলা যদি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা গোসল করে, তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে শুধু গোসলের কারণেই তাকে রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না এবং তায়াম্মুম না করে এর দ্বারা নামায পড়াও তার জন্য জায়িয হবে না। (বাদায়ে)

১৩. মাসআলা : গোসলের সময় যদি শরীরের কিছু অংশ শুকনা থেকে যায় পানি না পৌঁছে এবং এ অংশটি যদি পূর্ণ অঙ্গ হয় বা তদপেক্ষা বেশী হয় তাহলে রাজ'আতের অধিকার শেষ হবে না। আর যদি এক অঙ্গ থেকে কম হয় তবে স্ত্রীকে আর রুজু করতে পারবে না। 'ইয়ানাবী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক অঙ্গের কর্মের পরিমাণ হচ্ছে, এক আঙ্গুল বা দুই আঙ্গুল পরিমাণ আর এটা হল, ইস্তিহসান এর কথা। (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ) বাহুর কিয়দংশও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ণ অঙ্গ যেমন হাত-পা ইত্যাদি। (ফাতহুল কাদীর) যদি দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে কোন মহিলার তৃতীয় হায়িযের রক্ত বন্ধ হয় এবং এরপর সে গোসল করে, কিন্তু কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা ভুলে যায়, তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। হিশাম (র)-এর বর্ণনা মতে রাজ'আতের অধিকার 'মুনকাতি' (منقطع) হবে না। কিন্তু অন্য বর্ণনা মতে, রাজ'আতের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। (গায়াতুল বয়ান) ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সে তার স্বামী থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (বাদায়ে) যদি নাকের এক রাসানন্দ্র পূর্ণ বাকী থেকে যায়, তাহলে ইমামগণের সকলের মতে রাজ'আতের অধিকার বাকী থাকবে। (মুহীত)



১৪. মাসআলা : যদি কোন মহিলার সন্তান প্রসব আরম্ভ হয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি মাথা ছাড়া সন্তানের অর্ধেক বের হয়ে আসে অর্থাৎ যদি নিতম্ব হতে কাঁধ পর্যন্ত বের হয়ে আসে তাহলে ইদত শেষ হয়ে গেছে বলে ধর্তব্য হবে এবং এ অবস্থায় রাজ'আত সহীহ হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বাধ্যমুক্ত নির্জন বাস করার পর তাকে তালাক দিল এবং এরপর বলল, আমি তার সাথে সঙ্গম করিনি, তাহলে স্ত্রী তার কথা সত্যসত্য মনে করুক বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক সে আর এই মহিলাকে রাজ'আত করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও সে যদি তাকে রুজু করে নেয় এবং এই স্ত্রী তার ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার খবর দেওয়ার পূর্বে দুই বছরের এক দিন কম সময়ের মধ্যে যদি তার বাচ্চা প্রসবিত হয়, তাহলে তার রাজ'আত সহীহ হয়ে যাবে। (তামারতানী)

১৫. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয় অথবা তার ইদতের মধ্যে বাচ্চা পয়দা হওয়ায় তাকে তালাক দেয় এবং পরে বলে, আমি তার সাথে সঙ্গম করিনি, তাহলে সে তাকে রুজু করতে পারবে। কেননা হায়িয যখন এমন সময়ে যাহির হয়েছে যে সময়ের মধ্যে বাচ্চা তার থেকে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন বাচ্চা তার বিয়ের ছয় মাস বা এর চেয়ে বেশী সময় পর প্রসবিত হল, তাহলে এ বাচ্চা তার বীর্য দ্বারাই পয়দা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। অনুরূপভাবে বাচ্চা যদি ইদতকালে এমন সময়ের মধ্যে পয়দা হয় যে, এ সময়েও বাচ্চা তার থেকে হওয়ার কল্পনা করা যায়, যেমন বিয়ের ছয় মাস বা এর চেয়ে বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রসবিত হল তাহলে এ বাচ্চা তার বলেই ধর্তব্য হবে। কাজেই উভয় অবস্থায় এই বাচ্চার নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমার বাচ্চা প্রসবিত হলে, তুমি তালাক। অতঃপর তার বাচ্চা প্রসবিত হল। এরপর প্রথম সন্তান জন্মের ছয়মাস পর দ্বিতীয় সন্তান প্রসবিত হল তাহলে এর দ্বারা তার রাজ'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি এই সন্তান দুই বছর পর জন্ম লাভ করে তাহলে স্ত্রী ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার না করা অবস্থায়ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য যদি দুই সন্তানের মধ্যে ছয়মাসের কম সময়ের ব্যবধান হয় তাহলে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (তাবয়ীন) রাজস্ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি দুই বছরের অধিক সময়ের পর সন্তান প্রসব করে তাহলে এতে রাজ'আত হয়ে যাবে। আর যদি দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তবে রাজ'আত হবে না। (মুহীত)

১৬. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যতবার সন্তান প্রসব করবে ততবার তোমাকে তালাক। তারপর সে তিন সন্তান প্রসব করল। এ অবস্থায় যদি প্রত্যেক দুই সন্তানের মধ্যে ছয় মাসের ব্যবধান হয়, তাহলে প্রথম সন্তান জন্মের পর সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় সন্তানের বীর্য আলাক (রক্তপিণ্ড) হওয়ার পর তার রাজ'আত হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর আবার সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং তৃতীয় সন্তানের বীর্য রক্তপিণ্ড হওয়ার পর সে পুনরায় তার স্ত্রী হয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় সন্তান প্রসবের পর সে আবার তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং এরপর সে তার ইদত পূরা করবে। (তামারতানী)

১৭. মাসআলা : রাজস্ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সাজ-সজ্জা করে থাকবে। স্বামীর মনে যদি তাকে ফেরৎ নেওয়ার ইচ্ছা না থাকে, তবে সে তাকে অবগত না করে বা তার জুতার আওয়াজ না শুনিয়ে তার কাছে গমন করবে না। উক্ত স্ত্রীর রাজ'আতের ব্যাপারে সাক্ষী না রেখে তাকে সাথে নিয়ে সফর করাও স্বামীর জন্য বৈধ নয়। (হিদায়া) অনুরূপভাবে সফর অপেক্ষা কম দূরবর্তী স্থানেও তাকে নিয়ে বের হওয়া স্বামীর জন্য জায়েয নেই। (আন্ নাহরুল ফায়িক) এ জাতীয় স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেমনিভাবে সফর করা মাকরুহ অনুরূপভাবে তার সাথে নির্জনবাস করাও মাকরুহ। ইমাম সারাখসী (র) বলেন, নির্জনবাস তখনই মাকরুহ যদি সে সঙ্গম হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত না হয়। (ফাতহুল কাদীর) রাজস্ তালাক সহবাসকে হারাম করে না। সুতরাং এ অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলে তবে তার উপর 'উক্‌র' (সঙ্গম করার কারণে জরিমানা) অপরিহার্য হবে না। (কিফায়া) স্ত্রী কারো দাসী, এ জাতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে স্বামী যদি কোন আযাদ রমণীকে বিবাহ করে তবে, সে ঐ দাসী স্ত্রীকে রুজু করে নিতে পারবে। (আল-বাহরুর বায়িক)।

অনুচ্ছেদ : যেভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হয় এর বিবরণ

১. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাকের কম বায়িন তালাক প্রদান করে তবে স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে ইদতের মধ্যে এবং ইদতের পরে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। স্বামী যদি তার আযাদ স্ত্রীকে তিন তালাক বা দাসী স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদান করে, তাহলে এই স্ত্রী এই স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীর সাথে সহীহ বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং সে তার সাথে সঙ্গম করে। তারপর সে তাকে (সেচ্ছায়) তালাক দেয় কিংবা মারা যায়। (হিদায়া) এ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সঙ্গমকৃত হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (ফাতহুল কাদীর) এই ক্ষেত্রে স্বামীর জননেন্দ্রীয় স্ত্রীর জননেন্দ্রীয়ে এভাবে ঢোকানো চাই যাতে গোসল ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ ন্যূনতম পক্ষে উভয়ের জননেন্দ্রীয়ের অগ্রভাগ পরস্পর মিলিত হওয়া। (আইনী : শারহুল কান্‌য) হালাল হওয়ার জন্য বীর্যস্থলন শর্ত নয়। অনুরূপভাবে কেউ যদি (বিবাহ ছাড়া) ঐ মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কিংবা কেউ সন্দেহের বশীভূত হয়ে তার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে সে তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যেহেতু এ ক্ষেত্রে বিবাহ পাওয়া যায়নি। যদি তালাকপ্রাপ্তা দাসী স্ত্রীর সাথে তার মুনীব 'মিল্‌কে ইয়ামীন' তথা মালিকানা হবার অধিকার বলে সঙ্গম করে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন কারো দাসী ঐ দাসীর স্বামীর জন্য পাপাপাকিতাবে হারাম হয়ে গেল। অতঃপর তার ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর মুনীব তার সাথে সঙ্গম করল, তাহলে এই মহিলা তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (বাদায়ে)



২. মাসআলা : দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে তার হায়িয, নিফাস, ইহরাম বা রোযার মধ্যে তথা যে কোন অবস্থায় সহবাস করে তবে এতে সে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। (মুহীত : সারাখসী) যে মহিলার বাহ্যদ্বার এবং যৌনিদ্বার এক হয়ে গেছে তার সাথে দ্বিতীয় স্বামী যদি সঙ্গম করে তবে সে এতে গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যদি মহিলা এমন কম বয়স্কা নাবালিকা হয় যার সাথে সঙ্গম করা যায় না, তবে তার সাথে সঙ্গম করলে এতে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। আর যদি নাবালিক সহবাস উপযুক্ত হয়, তবে তার সাথে সঙ্গম করা হলে সে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। যদিও তার উভয় দ্বার একত্রিত হয়ে গিয়ে থাকে। (আন্ নাহরুল ফায়িক) 'আন্ফা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের নাবালিক বালকও হালাল করার ক্ষেত্রে বালিগের অনুরূপ। কাজেই সে যদি তার বিবাহিতা স্ত্রী বালিগ হওয়ার পূর্বে সহবাস করে এবং বালিগ হওয়ার পর তালাক প্রদান করে, তাহলে এই মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। (উল্লেখ্য যে, তালাক বালিগ অবস্থায়ই হওয়া আবশ্যিক।) কারণ বালিগ হওয়ার পূর্বে তালাক দিলে তা পতিত হয় না। (তাতারখানিয়া)

৩. মাসআলা : 'জামি সাগীর' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বালক বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পদার্পণ করার অর্থ হল, বালক এখনো বালিগ হয়নি তবে সঙ্গম করার উপযুক্ত হয়েছে। সে যদি নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে গোসল ওয়াজিব হবে এবং এই মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। এই কথাটির অর্থ হল এই যে, তার জননেন্দ্রীয় আন্দোলিত হয় এবং কামতাড়িত হয়ে উত্তেজিত হয়। (হিদায়া) দ্বিতীয় স্বামী পাগল হলেও এই মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। (খুলাসা) দ্বিতীয় স্বামী যদি গোলাম, মুদাক্কার বা মুকাতাব হয় এবং মুনীবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে এবং তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে এই মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। (মুহীত) আর যদি গোলাম মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে এবং এরপর স্ত্রীর সাথে সহবাসও করে তারপর মুনীব অনুমতি দেয়। কিন্তু অনুমতির পর সে আর ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি, এ অবস্থায় তালাক দিয়ে দেয় তাহলে এই মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ না সে অনুমতির পর পুনরায় তার সাথে সহবাস করে। (ফাতহুল কাদীর)

৪. মাসআলা : দ্বিতীয় স্বামীর জননেন্দ্রীয় কর্তিত হলে তার বিবাহের কারণে মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। অবশ্য যদি মহিলা দ্বিতীয় স্বামীর কারণে গর্ভবতী হয় এবং সন্তান প্রসব করে তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। তখনই এই মহিলা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 'মুহসানা' বলে গণ্য হবে। (মুহীত : সারাখসী) দ্বিতীয় স্বামী যদি প্যারালাইসিসে রোগে আক্রান্ত হয় তাহলেও তার বিবাহের কারণে এই

মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। (মুহীত) অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি যে নিজ শক্তি বলে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম নয়, সে যদি হাত দ্বারা যৌনাঙ্গ ধরে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করায় তাহলে মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। কিন্তু যদি তার জননেন্দ্রীয় নিজে নিজে খাড়া হয়ে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তবে অবশ্যই এই মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) যদি কোন খ্রিস্টান মহিলা কোন মুসলমানের স্ত্রী হয় এবং সে তাকে তিন তালাক দেওয়ার পর ঐ মহিলা অপর কোন খ্রিস্টান পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং সে তার সাথে সহবাস করে নেয়, তাহলে এই মহিলা তিন তালাকদাতা মুসলিম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। অতঃপর সে অপর এক স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং পরে এই স্বামী তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তিন তালাক দিয়ে দিল। এরপর সে তৃতীয় আরেক স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং এই স্বামী তার সাথে সহবাসও করল, তাহলে এই মহিলা প্রথম দুই স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। যেই তাকে বিবাহ করবে তার বিবাহ সহীহ হবে। (মুহীত)

৫. মাসআলা : তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, অতঃপর বাদী হয়ে তার স্বামীর মালিকানায় আসে কিংবা স্বামী যদি তার দাসী স্ত্রীকে দুই তালাক দেয় এবং পরে সে কোনভাবে ঐ স্ত্রীর মালিক হয়, তাহলে এই দুই অবস্থাতে উক্ত পুরুষের জন্য তার সাথে সঙ্গম করা জাযিয হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে হালালায়ে শারঈ না হবে। (আন্ নাহরুল ফায়িক) স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী বলল, আমার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, আমি অন্য স্বামী গ্রহণ করেছি এবং সে আমার সাথে সহবাসের পর আমাকে তালাক দিয়েছে। এরপর আমার ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় সময়ের মধ্যে যদি উভয় স্বামীর ইদ্দত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে স্বামী যদি মনে করে যে, স্ত্রী তার বক্তব্যে সত্যবাদী, তবে সে তার বক্তব্যকে সত্য বলে মেনে নিতে পারবে। (হিদায়া) তবে এই সময়টি কি পরিমাণ সময় হতে হবে এ বিষয়ে আমাদের ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, স্ত্রী যদি আযাদ হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তার হায়িয জারী থাকে তাহলে ষাট দিনের কম হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু সাহিবাইন বলেন, উনচল্লিশ দিন হলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি গর্ভবতী হয় এবং সন্তান প্রসবের পর তার উপর তালাক পতিত হয়, এ অবস্থায় সে যদি বলে, আমার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বর্ণনা মতে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, পঁচাশি দিনের কম হলে তার

১. শরীয়াত সম্মতভাবে অন্য পুরুষের দ্বারা সহবাসকৃত, অতঃপর সেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হওয়া অথবা স্বামী মারা যাওয়া। (অনুবাদক)



কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম হাসান (র)-এর বর্ণনা মতে, একশত দিনের কম হলে স্ত্রীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, পঁয়ষট্টি দিনের কম হলে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, চুয়ান্ন দিনের কম হলে স্ত্রীর কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। উপরোক্ত মতামত তখন প্রযোজ্য হবে, যদি স্ত্রী আযাদ হয়। আর স্ত্রী যদি দাসী হয় এবং হাযিয়া হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে চল্লিশ দিনের কম হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম হাসান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবু আযম হানীফা (র)-এর অপর এক মতে তিপান্ন দিনের কম হলে, তার বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আর সাহিবাইনের মতে একুশ দিনের কম হলে, স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সন্তান প্রসবের পর তালাক পতিত হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে পঁয়ষট্টি দিনের কম হলে, তার কথা গ্রহণীয় হবে না। ইমাম হাসান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পঁচাত্তর দিনের কম হলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, সাতচল্লিশ দিনের কম হলে, তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে চল্লিশ দিন ও আরো কিছু সময়ের কম হলে তার বক্তব্য গ্রহণীয় হবে না। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যদি মাসের গণনায় ইদত পালনকারিণী হয়ে থাকে এবং সে যদি আযাদ স্ত্রী হয়, তাহলে তিন মাসের কমে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর দাসী হলে দেড় মাসের কমে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত। (মুযমারাত)

৬. মাসআলা : 'মাজমুউন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যদি তালাকের চার মাস পর বাচ্চা প্রসবিত হয় অথচ এ সময়ের মধ্যে অপর স্বামীর সাথেও তার বিবাহ হয়েছিল। এমতাবস্থায় সে যদি বলে, দ্বিতীয় স্বামীর ইদত আমার পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, আমি এখন প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চাই, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ মর্মে প্রশ্ন করা হলে, ইমাম নজমুদ্দীন আন নাসাফী (র) বলেন, তার কথা গ্রহণ করা হবে না। এটাই সহীহ অভিমত। (যখীরা) তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যদি তার প্রথম স্বামীকে বলে, আমি আপনার জন্য হালাল হয়ে গিয়েছি। অতঃপর সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করে নেয়। তারপর বলে দ্বিতীয় স্বামী আমার সাথে সহবাস করেনি। এ অবস্থায় উক্ত মহিলা যদি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার নির্ধারিত শর্তাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে, যদি প্রথমে এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান না করে থাকে যে, দ্বিতীয় স্বামী আমার সাথে সহবাস করেছে। (তাতারখানিয়া) যদি মহিলা শুধু এ কথা বলে যে, আমি হালাল হয়ে গিয়েছি তাহলে 'কিভাবে হালাল হয়েছে' তা জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত উক্ত স্বামীর জন্য তাকে বিবাহ করা হালাল হবে না। কেননা হালাল হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে উলামায়ে কিরামে মতভেদ রয়েছে। (যখীরা) শায়খ (র) বলেন, এটিই সঠিক অভিমত। (কিন্য়া)

৭. মাসআলা : 'আজনাস'-এর কিতাবুন নিকাহতে উল্লেখ আছে যে, যদি স্ত্রী এমর্মে সংবাদ দেয় যে, দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে তাহলে এ মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। আর যদি বিষয়টি এর উল্টা হয় অর্থাৎ স্ত্রী সহবাসের কথা অস্বীকার করে কিন্তু স্বামী তা স্বীকার করে তাহলে হালাল হবে না। স্ত্রী যদি বলে, দ্বিতীয় স্বামী আমার সাথে সঙ্গম করেছে। অতঃপর প্রথম স্বামীর সাথে তার পুনরায় বিবাহ হয়। বিবাহের পর প্রথম স্বামী যদি বলে, তোমার সাথে সে সঙ্গম করেনি, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। আর সে তার এই প্রথম স্বামীর নিকট উল্লেখিত মহরের অর্ধে পাওনা হবে। ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রী যদি পুনরায় প্রথম স্বামীর বিবাহে আসার পর বলে, অপর কোন পুরুষের সাথে আমার বিবাহ হয়নি এবং স্বামী বলে, তোমার বিবাহ হয়েছে এবং তোমার স্বামী তোমার সাথে সঙ্গমও করেছে, তাহলে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। দ্বিতীয় স্বামী যদি বলে, তার সাথে আমার বিবাহ হয়েছে ফাসিদ তরীকায়, কেননা আমি তার মায়ের সাথে সঙ্গম করেছি। এ অবস্থায় মহিলা যদি তার কথা বিশ্বাস করে তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না। আর যদি মহিলা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে হালাল হয়ে যাবে। কাযী ইমাম (র) অনুরূপ জবাব দিয়েছেন। (খুলাসা) কেউ যদি কোন মহিলাকে ফাসিদভাবে বিবাহ করে অতঃপর সে যদি তাকে তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে সে এই মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। যদিও সে অন্য স্বামীর নিকট বিবাহে আবদ্ধ হয়নি। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৮. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তাহলীলের নিয়্যতে কোন মহিলাকে বিবাহ করে কিন্তু তাহলীলের এ কথাটি শর্ত হিসাবে উল্লেখ না করে তবে এতেও মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। তবে মাকরুহ হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। আর যদি শর্তরূপ করে তবে মাকরুহ হবে।<sup>১</sup> কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে এতেও স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। (খুলাসা) এটিই সহীহ অভিমত। (মুযামারাত)<sup>২</sup> এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার পর তার ইদত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অতঃপর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করল এবং সে তার সাথে সহবাসও করল। তারপর সে তাকে তালাক দিল এবং তার ইদতও অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর প্রথম স্বামী তাকে আবার বিবাহ করল। এ অবস্থায় সে পুনরায় তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। দ্বিতীয় স্বামী যেমন তিন তালাককে নিঃশেষ করে দেয় এমনিভাবে এক বা দুই তালাকেও নিঃশেষ করে দেয়। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার) এটিই সহীহ অভিমত। (মুখতারাত) 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী অনুপস্থিত, এমতাবস্থায় যদি দুইজন সাক্ষী এসে কোন মহিলাকে বলে যে,

১. মাকরুহ তাহরীমী বরং হারাম হবে। কেননা হিলা করার জন্য এরূপ শর্তরূপ করে বিবাহ প্রদানকে হাদীসে 'ভাড়া করা ঘাঁড়' উল্লেখ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত-অভিসম্পাত উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব ফাতওয়া প্রদানকারীগণ সবাধান! (সম্পাদক)

২. এটি ভিন্ন কথা, অনেক কাজ হারাম হওয়া সত্ত্বেও করে ফেললে তার ফলাফল প্রকাশ পায়। (সম্পাদক)



তোমার স্বামী তোমাকে তিন তালাক প্রদান করেছে, তাহলে এই মহিলা ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। আর স্বামী যদি উপস্থিত থাকে তবে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। (খুলাসা)

৯. মাসআলা : স্বামী স্ত্রীর তিন তালাকের বিষয়টি কোন শর্তের সাথে মু'আল্লাক (সংযুক্ত) করল এবং ঐ শর্ত পাওয়াও গেল। কিন্তু মহিলা আশংকা করছে, যদি সে একথা তার স্বামীর নিকট বলে, তবে সে অস্বীকার করবে। এই জন্য সে আলিমগণের নিকট ফাতওয়া চাইল। তাঁরা ফাতাওয়া দিলেন যে, তিন তালাক হয়ে গিয়েছে। এরপরও স্ত্রী আশংকা করছে যে, যদি স্বামী এ বিষয়ে অবগত হয়, তবে তা'লীকের বিষয়টিই সে অস্বীকার করে বসবে। এ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য জাযিয় হবে যখন সে কোথাও সফরে যাবে তখন গোপনে অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করে হালাল হয়ে যাবে। তারপর সে যখন সফর থেকে আসবে তখন বলবে, বিবাহের ব্যাপারে আমার মনে কিছু খটকা আছে, তাই আমাদের বিবাহটি নবায়ণ করে নিলে ভাল হয়। এ কারণে নয় যে, স্বামী তালাকের বিষয়টি অস্বীকার করছে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) শায়খুল ইসলাম ইউসুফ ইবন ইসহাক খিত্তী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে এ বিষয়টি তার থেকে গোপন করে রাখে। আর স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে থাকে। এমনভাবে তিন হাযিয় অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর স্বামী তাকে এই সম্পর্কে স্ত্রীকে অবগত করে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা জাযিয় আছে কি না? জবাবে তিনি বললেন, জায়েয নেই। কেননা বিবাহের সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সঙ্গম জারী আছে। আর এতে ইদতও ওয়াজিব হবে। কাজেই ইদত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু শেষ সহবাসের পর যদি তিন হাযিয় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে অপর স্বামীর সাথে তৎক্ষণাৎ বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে।<sup>১</sup> অতঃপর তাকে পুনরায় প্রশ্ন করা হল, যদি তারা উভয়ে হরমত সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে এবং হরমতে গলীয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করে। আর সাথে সাথে সঙ্গমও জারী রাখে। এমনি করে তিন হাযিয়ের মুদত অতিক্রান্ত করে যায়। এরপর ঐ মহিলা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তবে তা তার জন্য জায়েয আছে। কেননা যখন তাদের কৃত সঙ্গম যিনা হিসাবেই গণ্য হবে আর যিনার পর ইদত ওয়াজিব হয় না এবং এতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় না। আর আমরা এই অভিমতটিই গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, সে গর্ভ প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এখন তার বিবাহ জায়েয হবে। (তাতারখানিয়া) শায়খুল ইসলাম আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এক মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে এ কথা শুনতে পেল যে, সে তাকে তিন তালাক প্রদান করেছে এবং মহিলার এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, সে স্বামীকে নিজের থেকে বারণ করে। এ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য স্বামীকে হত্যা করা জায়েয আছে কিনা? জবাবে শায়খ (র)

বললেন, যে সময় স্বামী তার সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করবে ঐ সময় সে তাকে হত্যা করে দিবে। তবে শর্ত হল, যদি এ ছাড়া তাকে সঙ্গম থেকে ফিরানো কোন উপায় না থাকে, তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। শায়খুল ইসলাম আতা ইবন হামাযা এবং ইমাম আবু শুজা (র) বলতেন, স্ত্রীর জন্য স্বামীকে এ অবস্থায়ও হত্যা করা জায়েয নেই। (মুহীত) 'মুলতাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া। শায়খ ইমাম আবু শুজা (র) শায়খ ইমাম নজমুদ্দীন (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য জায়েয স্বামীকে হত্যা করা। এই ফাতওয়া শুনে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, তিনি বহু বড় মানুষ। তাঁর শাইখগণও বহু বড় বড় আলিম। তিনি ভুল কথা বলবেন না। তাঁর কথা নির্ঘাত সত্য। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কাজেই তাঁর কথার উপর নির্ভর করা যায়। (তাতারখানিয়া)

১০. মাসআলা : যদি দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কোন মহিলার নিকট এসে এমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তোমাকে তোমার স্বামী তিন তালাক প্রদান করেছে। অতঃপর সাক্ষীদ্বয় কাযীর নিকট উক্ত সাক্ষ্য পেশ করার পূর্বেই মারা যায় কিংবা অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে এই মহিলার জন্য তার স্বামীর সাথে উঠাবসা করা এবং সহবাস করা জায়েয নেই। উক্ত অবস্থায় স্বামী যদি তার অস্বীকারের উপর শপথ করে এবং সাক্ষীদ্বয়ও মারা গিয়ে থাকে। আর সে প্রেক্ষিতে কাযীও ঐ মহিলাকে তার-স্বামীর নিকট ফেরৎ দিয়ে দেয় তথাপিও এই স্বামীর জন্য এই স্ত্রী সাথে একত্রে বসবাস করা জায়েয হবে না। বরং এক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য সমীচীন হল, স্বামীকে নিজের কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে হলেও তার থেকে দূরে সরে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া। যদি স্ত্রী তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যখন সে বুঝতে পারবে যে, স্বামী এখন তার সাথে সহবাস করবে, তখনই সে তাকে হত্যা করে দিবে। এক্ষেত্রে তাকে ঔষধ পান করিয়ে হত্যা করাই উত্তম। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় মহিলার জন্য আত্মহত্যা করা জায়েয নেই। স্ত্রী যদি স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে চলে যায়, তবে তার জন্য ইদতান্তে অন্য স্বামী গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। শামসুল আইম্মা হলওয়ানী (র) কিতাবুল ইসতিহসানের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এটাই হচ্ছে আইনের বিধান। কিন্তু আল্লাহর নিকটে এরূপ ক্ষেত্রে ইদতের পর মহিলার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েয। (মুহীত)

১১. মাসআলা : 'নাসাফিয়াতে' উল্লেখ আছে কেউ প্রশ্ন করেছে, যে, এক মহিলা তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্বামী তার ফান্দ থেকে ছুটতে পারছে না। এমন কি স্বামী তার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেও সে তাকে যাদু করে আবার তার নিকট ফিরিয়ে আনে। এমতাবস্থায় বিষ প্রয়োগ করে স্ত্রীকে হত্যা করা জায়েয আছে কিনা? এ প্রশ্নে জবাবে শায়খ নাসাফী (র) বলেন, এরূপ করা জায়েয নয়। তবে সে যে কোন উপায়ে এই স্ত্রী থেকে দূরে সরে যাবে। (তাতারখানিয়া) হালাল হওয়ার একটি সূক্ষ্ম



কৌশল হল, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এমন একজন কম বয়সী দাসকে নিজের স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে যার যৌনাঙ্গ আন্দোলিত হয়, অতঃপর তার সাথে সহবাসের পর কোন উপায়ে তার মালিক হয়ে যাবে। অতঃপর এমনিই তাদের মধ্যকার বিবাহ ফস্খ হয়ে (ভেঙ্গে) যাবে। (তাবয়ীন) এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করি তবে তাকে তিন তালাক। এ ক্ষেত্রে হীলা হল, কোন ফুযুলী ব্যক্তি<sup>১</sup> তাকে এক মহিলার সাথে বিবাহ সম্পাদিত করিয়ে দিবে। তারপর উক্ত ব্যক্তি কথার মাধ্যমে নয় বরং কাজের মাধ্যমে এই বিবাহের অনুমতি দিয়ে দিবে। এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি কথার মাধ্যমে অনুমতি প্রদান করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ অভিমতটির উপর নির্ভর করে যায়। (যহীরিয়া) মহিলা যদি আশংকা করে যে, মুহাল্লিল (হালালকারী দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দিবে না, এ কারণে সে বলল, আমি আমাকে এই শর্তে তোমার বিবাহে সম্পর্কিত করলাম যে, আমার বিষয়টি আমার ইচ্ছাতির থাকবে। যখন ইচ্ছা আমি আমার প্রতি তালাক প্রয়োগ করব। স্বামী এই শর্ত মেনে নিল, তবে এই বিবাহ জায়েয হবে এবং কর্তৃত্ব স্ত্রীর হাতে থাকবে। (তাবয়ীন) মহিলা যদি মুহাল্লিল ব্যক্তির লোভ বিনাশ করে দিতে চায় তবে সে তাকে বলবে, আমি তোমার কথা মানব না। যতক্ষণ না তুমি আমাকে তিন তালাক দেওয়ার শপথ করবে। যদি আমি তোমাকে আবেদন পূরা না করি। যখন সে এইভাবে শপথ করবে তখন তাকে তার সাথে সহবাস করার সুযোগ দিবে। তারপর একবার সঙ্গম হয়ে যাওয়ার পর সে তার নিকট তালাক চাইবে। যদি তালাক দেয় তবে তো সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর তালাক না দিলেও তিন তালাক হয়ে যাবে। (সিরাজিয়া)

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

### ঈলার বিবরণ

১. মাসআলা : শরী'আতের পরিভাষায় ঈলা বলা হয়, আল্লাহর নাম বা তালাক, দাস মুক্তি, সওম, হজ্জ ইত্যাদির কথা উল্লেখপূর্বক কসম করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বা আযাদ স্ত্রীর জন্য চার মাসের, দাসীর জন্য দুই মাসের মেয়াদে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে এমন পরিমাণ সময়ের ফাঁক না রাখা যে সময়ের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ছাড়াও স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা যায়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি স্বামী উল্লেখিত সময়ে মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কসম আল্লাহর নামে করে থাকলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহর নামে কসম করার ক্ষেত্রে আল্লাহর যাতী (সত্তামূলক) নাম এবং যে সব সিফাতী (গুণগত) নাম যার মাধ্যমে সাধারণত কসম করা হয় সবই সমান। অর্থাৎ কাফ্ফার ওয়াজিব হবে। আর আল্লাহর নাম ব্যতিরেকে অন্য কিছু কথার উল্লেখ করে কসম করলে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা পতিত হবে। স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তাহলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়িনা পতিত হবে। (শারহুন নিকায় : বরজুন্দী)

২. মাসআলা : যদি চার মাসের কসম করে তাহলে মেয়াদান্তে কসম রহিত হয়ে যাবে। আর যদি চিরদিনের জন্য কসম করে যেমন বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি আমি কখনো তোমার নিকটে যাব না অথবা বলল, আল্লাহর শপথ আমি তোমার নিকটে যাব না। (بلى) বলল না) তাহলে কসম সব সময়ের জন্য বাকী থাকবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ না করা পর্যন্ত পুনঃ তালাক পতিত হবে না। যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তাহলে ঈলার হুকুম পুনরায় আবর্তিত হবে। যদি এ সময়ের ভিতর সে তার সাথে সহবাস করে তবে তো ভাল। অন্যথায় চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর অপর এক তালাক পতিত হবে। বিবাহের সময় হতে এই ঈলার সময়ের সূচনা ধর্তব্য হবে। যদি তৃতীয়বার বিবাহ করে, তবে ঈলার হুকুম আবার ফিরে আসবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তবে চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তৃতীয়বার তালাক পতিত হবে। (কাফী) কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহের পর যদি ঈলাকারী প্রথম স্বামী তাকে পুনঃ বিবাহ করে তবে এই ঈলার কারণে তালাক পতিত হবে না। তবে কসম বাকী থাকবে। কাজেই এই স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। (হিদায়া) ঈলার



কারণে যদি কোন মহিলা এক বা দুই তালাকে বায়িনা হয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং এরপর প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসে, তাহলে প্রথম স্বামী পুনরায় তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। অবশ্য চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এই মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং স্বামী থেকে তিন তালাকে বায়িনা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় তৃতীয় তথা অসংখ্যবার পর্যন্ত এ হুকুম চলতে থাকবে। (তাবয়ীন)

৩. মাসআলা : কোন স্বামী যিস্মী ব্যক্তি যদি আল্লাহর সত্তাগত বা গুণগত নাম উল্লেখ করে ঈলা করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে না। অবশ্য যদি তালাক বা ইতাক (দাস মুক্তি) এর কথা উল্লেখ পূর্বক ঈলা করে তবে সে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কেউ যদি হজ্জ, উমরা, সাওম বা সাদাকার কথা উল্লেখ করে কসম করে তাহলে এ ক্ষেত্রে সর্বসম্মতমতে সে ঈলাকারী হিসাবে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে 'আমি যদি তোমার কাছে যাই, তবে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের ন্যায়' এতে সে ঈলাকারী হবে না। যিস্মী ব্যক্তির ঈলা যেহেতু সহীহ, কাজেই ঈলার যাবতীয় মাসআলায় সে মুসলিম ব্যক্তির অনুরূপ হবে। তবে সে যদি মহিলার সাথে সঙ্গম করে এবং আল্লাহর নামে কসম করে থাকে, তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)

৪. মাসআলা : যে শব্দ দ্বারা ঈলা সংঘটিত হয় তা দুই প্রকার—(১) সরীহ (স্পষ্ট) (২) কিনায়া (রূপক বা ইংগিতবহ শব্দ) যে সব শব্দ বলতেই যেহন (মন) সঙ্গমের অর্থের প্রতি ধাবিত হয় অর্থাৎ এই অর্থ বুঝ আসে এ জাতীয় শব্দকে সরীহ শব্দ বলা হয়। যেমন—কেউ বলল, আমি তোমার নিকটবর্তী হব না, আমি তোমার সাথে সহবাস করব না, আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না অথবা বলল, আমি তোমার সাথে **مجامعت** (সহবাস) করব না। কিংবা বলল, আমি তোমার সাথে জানাবাতের গোসল করব না। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করলে মানুষ সাধারণতঃ এর দ্বারা সহবাস করাই বুঝে থাকে। অনুরূপভাবে যদি তার কুমারী স্ত্রীকে বলে, তোমার কুমারীত্ব আমি বিনষ্ট করবো না। তাহলেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত : সারাখসী) কেউ যদি বলে, আমিও গুহুদ্বার বা গায়রে ফরজ-যোনীদ্বার ছাড়া তোমার সাথে সঙ্গম করবো না তবে সে ঈলাকারী হবে না। যদি বলে 'আমি তোমার সাথে খারাপভাবে সহবাস করবো' তাহলে তাকে প্রশ্ন করা হবে? যদি বলে, আমি এর দ্বারা গুহুদ্বারে সঙ্গম করার ইচ্ছা করেছি, তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে, আমি এ কথার দ্বারা এমন দুর্বলভাবে সঙ্গম করা ইচ্ছা করেছি যে, এ ক্ষেত্রে উভয়ে যৌনাঙ্গ মিলিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। এমনিভাবে যদি তার কোনরূপ নিয়্যত না থাকে তাহলেও সে ঈলাকারী হিসাবে গণ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) 'ইয়ানাবী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উপরোক্ত শব্দসমূহ ব্যবহার করে স্বামী যদি বলে, আমি এর দ্বারা সহবাসের অর্থ বুঝানোর ইচ্ছা করেছি, তাহলে তার কথা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তা গ্রহণযোগ্য হবে। (তাতারখানিয়া)

৫. মাসআলা : যে সব শব্দ বললে সাধারণতঃ সহবাসের অর্থ বুঝে আসে না। বরং এর মধ্যে অন্য অর্থেও সম্ভাবনা রয়েছে। এ জাতীয় শব্দকে 'কিনায়া' শব্দ বলে। এ

জাতীয় শব্দ ব্যবহার করার পর কোনরূপ নিয়্যত না করলে তাতে ঈলা হবে না। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে স্পর্শ করব না, তোমার নিকট আসব না, আমি তোমাকে আচ্ছাদিত করব না, তোমাকে সহ আমি দাখিল হবো না, আমি আমার মাথা ও তোমার মাথা একত্রিত করব না। আমি এক বিছানায় তোমার সাথে থাকব না, অথবা বলল, আমি তোমাকে চিত্তাযুক্ত করে দিব। এগুলো সবই কিনায়াসূচক শব্দ। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার সাথে একত্রে শয়ন করি তবে তোমাকে তিন তালাক। এক্ষেত্রে তার যদি কোন নিয়্যত না থাকে তবে তা ঈলা হিসাবে গণ্য হবে এবং উরফে-এর দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য হবে। (যহীরিয়া) **الامساك** (পৌছা) **المضاجعة** (একত্রে শয়ন করা) এবং **الدنو** (নিকটবর্তী হওয়া) শব্দগুলোও কিনায়া অন্তর্ভুক্ত। (আয়নী : শারহুল কানয)

৬. মাসআলা : 'ইয়ানাবী' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যে সব শব্দ দ্বারা কসম সংঘটিত হয় সে শব্দ দ্বারাও ঈলাও সংঘটিত হবে। যেমন—

**وعظمة الله - وجلال الله - تالله - بالله - والله وكبرياء الله** ইত্যাদি শব্দমালা। যার দ্বারা কসম সংঘটিত হয়ে থাকে। যেসব শব্দ দ্বারা কসম সংঘটিত হয় না। সে সব শব্দ দ্বারা ঈলাও সংঘটিত হবে না। যেমন **على غضب الله - وعلم الله - لا اقربك - سخط الله -** ইত্যাদি। এমন সব শব্দ যা দ্বারা কসম সংঘটিত হয় না। 'মানাফি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে সে ঈলা করারও অধিকার রাখে। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে, যে ব্যক্তি কাফফারা ওয়াজিব করার অধিকার রাখে সে ঈলা করাও অধিকার রাখে। (তাতারখানিয়া) যৌনাঙ্গে সঙ্গম না করার কসম করলে কেবল ব্যক্তি ঈলাকারী হতে পারে। যৌনাঙ্গের বাইরে সঙ্গম করার কারণে যদি কোন ব্যক্তি হানিস হয় তবে সে ঈলাকারী হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম আমার দেহের চামড়াকে স্পর্শ করবে না। তাহলে এতে সে ঈলাকারী হবে না। কেননা সে যৌনাঙ্গে সঙ্গম করা ব্যতিরেকে স্ত্রীকে স্পর্শ করলেই হানিস হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বলে, আল্লাহর কসম, আমার যৌনাঙ্গ তোমার যৌনাঙ্গকে স্পর্শ করবে না। তাহলে যে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কেননা এ জাতীয় কথার দ্বারা সহবাসই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যদি বলে, আমি যদি তোমার সাথে ঘুমাই তবে তুমি তালাক। এ অবস্থার সে যদি কোন কিছু নিয়্যত না করে তবে সে ঈলাকারী হবে। কেননা এ জাতীয় কথার দ্বারা সহবাসই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু যদি শুধু এক সাথে শয্যাগ্রহণের নিয়্যত করে তাহলে ঈলা হবে না। অবশ্য যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে একত্রে শয়ন করে। যদি এক বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমি আমার হাত আমার স্ত্রীর উপর উত্তোলন করি তবে আমার উপর এই হুকুম আপত্তিত হবে। এ কথা বলে, স্বামী যদি চার মাস পর্যন্ত তার স্ত্রীর নিকটে না যায় তবে এই মহিলার উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। কেননা উরফে এর দ্বারাও সহবাস

১. আল্লাহ জানেন, আল্লাহর গয়ব, আল্লাহর অসত্ত্বি, আমি তোমার নিকটে যাবো না। (সম্পাদক)



উদ্দেশ্য হতে থাকে। এ কারণেই সে যদি এক বছরের মধ্যে স্বীয় স্ত্রীর সাথে যৌনাসঙ্গের বাইরে সঙ্গম করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমার সাথে ঈলা করলাম। এবং এর দ্বারা সে যদি শুধু মিথ্যা খবর দেওয়ার নিয়্যত করে, তবে আল্লাহর নিকটে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে না। এবং আইনের দৃষ্টিতেও তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আর যদি এর দ্বারা ঈলা অপরিহার্য করার নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে এবং আল্লাহর নিকটে উভয় হিসাবেই সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি বলে, আমি তোমার নিকটে গেলে আমার উপর সালাত আদায় করা ওয়াজিব হবে, তাহলে সে ঈলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। (কাফী) ইবন সিম'আ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর ওয়াজিব হল, আমার এই গোলামকে যিহারের কাফফারা হিসাবে আযাদ করা, যদি আমি আমার এই স্ত্রীর নিকটে যাই। অথচ সে তার এই স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে কিংবা যিহার করেনি। তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে না। যদি বলে, আমার এই গোলাম যিহারের কাফফারা হিসাবে আযাদ যদি আমি আমার স্ত্রীর নিকটে গমন করি, তাহলে সে ঈলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। চাই সে তার স্ত্রী সাথে যিহার করুক বা না করুক। আর এই গোলাম আযাদ করার দ্বারা তার যিহারের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। এই কথার অর্থ হল, যদি যিহারের পর সে এই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে এই গোলাম আযাদ করাতে যিহারের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেই যে গোলাম আযাদ হয়ে যায়, এই ক্ষেত্রে স্বামী ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি গোলাম অন্যের কোন কর্ম সংযোজিত না হলে আযাদ না হয় তবে এতে উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী বল গণ্য হবে না। (মুহীত)

৮. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার নিকটে গমন করি বা তোমাকে আমার বিছানায় ডাকি তবে তুমি তালাক, সে ঈলাকারী হিসাবে গণ্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, তুমি আমার স্ত্রী থাকা অবস্থায় জানাবাতের গোসল করলে তোমাকে তিন তালাক। অতঃপর সে এ কথার পুনরুক্তি করল। কিন্তু স্ত্রী এ সম্পর্কে অবগত ছিল না এবং সে ছিল গর্ভবতী। আর তার গর্ভ প্রসবের পূর্বে স্বামী তার সাথে সঙ্গমও করেনি। এজাতীয় কথা বলার চার মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের পর যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে, তবে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার উপর বায়িন তালাক পতিত হবে। আর সন্তান প্রসবের পর পরই তার ইদত শেষ হয়ে যাবে, এরপর সে যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে তবে তা জাযিয় হবে এবং এরপর সে হানিস হবে না। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) কেউ যদি এ মর্মে শপথ করে বলে যে, আমি যদি তোমার নিকটে গমন করি অর্থাৎ তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে আমার উপর হজ্জ, উমরা, সাদাকা, সাওম, হাদী, ইতিকাফ অথবা কসমের কাফফারা প্রদান করা ওয়াজিব, তাহলে এই ব্যক্তি ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, তাহলে আমার উপর

জানাযায় শরীক হওয়া, তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা, বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়া অথবা তাসবীহ পড়া অপরিহার্য, তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে না। অবশ্য কেউ যদি বলে, তাহলে আমার উপর একশত রাক'আত নামায পড়া ওয়াজিব অথবা এমন কথা বলে, যাতে তার কষ্ট সাধিত হয় তবে তার ঈলা সহীহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে আমার উপর এই মিস্কীনের জন্য এই পরিমাণ দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব অথবা বলে, মিস্কীনদের জন্য আমার মাল-সম্পদ হিবা করে দেওয়া ওয়াজিব, তবে তার ঈলা সহীহ হবে না। অবশ্য যদি সাদাকার নিয়্যত করে তবে ঈলা সহীহ হবে। যদি বলে, আমি মহিলাকে বিবাহ করব সকলকে তালাক; তাহলে সে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ঈলাকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৯. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার সাথে কুরবত তথা সঙ্গম করি তবে আমার উপর অমুক মাসের রোযা রাখা ওয়াজিব, তাহলে যদি কসমের সময় হতে চার মাসের আগেই এ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে সে ঈলাকারী হবে না। আর যদি চার মাসে অতিক্রান্ত হওয়ার আগে ঐ মাস অতিবাহিত না হয় তবে সে ঈলাকারী হবে। (বাদায়ে) যদি বলে, আমি যদি তোমার নিকটে গমন করি তবে আমার উপর মিস্কীনকে আহায দান করা বা এক দিনের সাওম পালন করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত। নির্দিষ্ট সময় অথবা অমুক নির্দিষ্ট স্থানে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না তবে সে ঈলাকারী হবে না। অনুরূপ যদি কেউ কসম করে যে সে হাযিয়ের অবস্থায় তার স্ত্রীর নিকটে গমন করবে না তবে সেও ঈলাকারী হবে না। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার কাছে অমুকের স্ত্রীর অনুরূপ। অথচ অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যদি তার বক্তব্য দ্বারা ঈলা করার নিয়্যত করে, তবে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে, অন্যথায় হবে না। স্বামী যদি বলে, তুমি আমার নিকট মৃত্যের অনুরূপ এবং এর দ্বারা সে কসমের নিয়্যত করে তবে সে ঈলাকারী হবে। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার নিকটে গমন করি তবে তুমি আমার জন্য হারাম এবং এর দ্বারা কসমের নিয়্যত করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ঈলাকারী হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে, সে ঈলাকারী হবে না। যতক্ষণ না সে তার সাথে সঙ্গম করে। কেউ যদি তার এক স্ত্রীর সাথে ঈলা করার পর অপর স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে তার ঈলার মধ্যে শরীক করলাম তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। শায়খ কারখী (র) বলেন, কেউ যদি তার এক স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম, অতঃপর সে তার অপর স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে তার সাথে শরীক করলাম, তাহলে সে উভয়ের সাথেই ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কাজেই তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। (যহীরিয়া)

১০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীদেরকে বলে, আমি তোমাদের নিকটে যাব না তাহলে সে তাদের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়



এবং এ সময়ের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তবে তারা উভয়ে বায়িনা হয়ে যাবে। আর যদি সে এতদুভয়ের কোন একজনের সাথে সঙ্গম করে তবে তার সাথে কৃত ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় জনের ঈলা পূর্ববৎ বহাল থাকবে এবং তার উপর কোন কাফ্যারা ওয়াজিব হবে না। যদি উক্ত ব্যক্তি তার উভয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাদের উভয়ের সাথে কৃত ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। এবং কসমের কাফ্যারা ওয়াজিব হবে। যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তাদের কোন ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। তবে কাফ্যারা ওয়াজিব হবে না। যদিও এরপর সে জীবিত স্ত্রী সাথে সঙ্গম করে। এ ব্যাপারে ফকীহদের সকলেই একমত। যদি ঈলাকৃত দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে ঈলা বাতিল হবে না। (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)

১১. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার চার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাদের নিকটে গমন করব না। তাহলে সে একথা বলার সাথেসাথে ঈলাকারী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং স্বামী যদি তাদের সাথে সহবাস না করে এবং এভাবে চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে তারা সকলে বায়িন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটা আমাদের ইমামত্রয়ের সকলের অভিমত। আর এটা ইসতিহসানেরও কথা। (বাদায়ে) কেউ যদি তার চার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাদের নিকট গমন করব না কিন্তু অমুক, অমুক। কাজেই সে এই জনের সাথে ঈলাকারী হবে না। এবং তাদের সাথে সঙ্গম করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না এবং সঙ্গম করা ব্যতিরেকে চারমাস অতিবাহিত হলে তার এবং ঐ দুই স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ও সংঘটিত হবে না। (ফুসূলে ইমাদিয়া) একই মজলিসে কেউ যদি তার নিজ স্ত্রীর সাথে তিনবার ঈলা করে তবে সাহিবাইনের মতে ইস্তিহসান-এর ভিত্তিতে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি মজলিস একাধিক হয় তবে তালাকও একাধিক পতিত হবে। (যহীরিয়া) যদি কেউ নিজ দুই স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের একজনের সাথে সঙ্গম করব না, তাহলে তাদের এজনের সাথে ঈলাকারী হয়ে যাবে। সুতরাং সে যদি তাদের একজনের সাথে সঙ্গম করে, তবে তার উপর কাফ্যারা ওয়াজিব হবে এবং ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। যদি মহিলাদের কোন একজন মারা যায় কিংবা স্বামী তাদের কোন একজনকে তিন তালাক প্রদান করে অথবা মুরতাদ হয়ে কোন একজন স্বামী থেকে বায়িন হয়ে যায়, তাহলে সন্দেহ না থাকার কারণে দ্বিতীয়জন ঈলার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি উভয়ের মধ্যে কারো সাথে সহবাস না করে এবং এ অবস্থায় চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে তাদের একজন বায়িনা হয়ে যাবে। তবে স্বামী তার ইচ্ছামত তাদের যে কোন একজনের উপর তালাক পতিত করতে পারবে। স্বামী যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তাদের কোন একজনের ক্ষেত্রে ঈলাকে সুনির্দিষ্ট করতে চায় তাহলে সে তাও পারবে না। অতএব সে যদি এ ব্যাপারে তাদের কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে এবং এরপর চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে এই নির্দিষ্ট স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। বরং অনির্দিষ্ট স্ত্রী উপর তালাক পতিত হবে। তারপর স্বামী তাদের একজনকে তালাকের জন্য নির্দিষ্ট করে নিবে। তারপর সে যদি

উভয়ের কোন একজনের উপর তালাক পতিত না করে আর এমনিভাবে আরো চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে অপরজনের উপরও এক তালাক পতিত হবে। পরিণামে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে তাদের উভয়ের উপরই এক তালাক বায়িন পতিত হবে। (বাদায়ে)

১২. মাসআলা : যদি উভয়ে মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে উভয় স্ত্রী বায়িনা হয়ে যায়, তারপর পুনরায় উভয়কে বিবাহ করে নেয়, তাহলে সে উভয়ের মধ্যে একজনের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। আর সে যদি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে বিবাহ করে তবে সে একজনের সাথে ঈলাকারী হবে। তবে যাকে প্রথমে বিবাহ করা হয়েছে সে অথ্রে বিবাহজনিত কারণে অথবা নির্দিষ্ট করার কারণে, এক্ষেত্রে প্রথমজন নির্দিষ্ট হবে না। কিন্তু যখন প্রথম স্ত্রীর বিবাহের দিন হতে চার মাস অতিবাহিত হবে, তখন সে ঈলার মুদতের অগ্রতাজনিত কারণে প্রথম বায়িনা হবে। তার বায়িনা হওয়ার পর যখন আরো চারমাস অতিবাহিত হবে, তখন দ্বিতীয়জনও বায়িনা হয়ে যাবে। (কাফী) স্বামী যদি তার দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, আমি তোমাদের কারো নিকটেই গমন করব না, তাহলে সে উভয়ের সাথে ঈলাকারী হয়ে যাবে। যদি তাদের সাথে সহবাস করা ছাড়াই চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে উভয় স্ত্রীই বায়িনা হয়ে যাবে। আর সে যদি তাদের একজনের সাথে সঙ্গম করে তবে তাদের উভয়ের ঈলাই বাতিল হয়ে যাবে এবং কাফ্যারা ওয়াজিব হবে। (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)

১৩. মাসআলা : স্বামী যদি এমর্মে কসম করে যে, সে তার স্ত্রী এবং নিজ দাসীর সাথে অথবা নিজ স্ত্রী ও বে-গানা মহিলার সাথে সঙ্গম করবে না। তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। যতক্ষণ না সে বে-গানা মহিলার সাথে অথবা দাসীর সাথে সঙ্গম করবে না। যখন সে তাদের উভয়ের সাথে সঙ্গম করবে, তখন সে ঈলাকারী হবে। কেননা এরপর কাফ্যারা ব্যতীত নিজ স্ত্রীর সাথে আর সঙ্গম করা সম্ভব নয়। (ইখতিয়ারুল শারহিল মুখতার) এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং নিজ দাসীকে বলল, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের নিকটে গমন করব না। তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। অবশ্য এর দ্বারা যদি তার নিজ স্ত্রীকে বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তবে ঈলাকারী হবে। যদি সে তাদের কোন একজনের সাথে সঙ্গম করে, তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে দাসীকে আযাদ করে পরে তাকে বিবাহ করে তাহলেও সে ঈলাকারী হবে না। যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কারো সাথেই সঙ্গম করব না, তাহলে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে সে আযাদ স্ত্রীর সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। (শারহ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) কেউ যদি তার এক আযাদ স্ত্রী এবং এক দাসী স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে সঙ্গম করব না তাহলে সে তাদের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। সহবাস ব্যতীত যদি দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে দাসী স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে। এরপর যদি আরো দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে আযাদ স্ত্রী বায়িন হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি তোমাদের কারো সাথেই সঙ্গম করব না, তবে অনির্দিষ্টভাবে একজনের সাথে ঈলাকারী হয়ে যাবে।



যদি দুইমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সে একজনকে নির্দিষ্ট করতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে না। যদি দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে তাদের সাথে সঙ্গম না করে তাহলে দাসী স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে। আর যদি আযাদ স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঈলার মুদত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং স্বামী তাদের কারো সাথেই সঙ্গম না করে তাহলে আযাদ স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে। যদি দুই মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই দাসী মারা যায়, তবে কসমে সময় থেকে আযাদ স্ত্রীই ঈলার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। (বাদায়ে)

১৪. মাসআলা : মুদত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যদি দাসী স্ত্রী আযাদ হয়ে যায়, তাহলে তার ঈলার মুদতও আযাদ স্ত্রীর অনুরূপ হয়ে যাবে। যদি কসমের পর চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তাদের একজন তালাক হয়ে যাবে। আর নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকবে। যদি দাসী স্ত্রী বায়িনা হওয়া পর আযাদ হয়, তারপর স্বামী তাকে বিবাহ করে তাহলে দাসীর বায়িনা হওয়ার পর হতে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আযাদ স্ত্রীও বায়িনা হয়ে যাবে। আর ঈলার কারণে দাসী বায়িনা হয়ে যাওয়ার পর হতে আযাদ স্ত্রীর ঈলার মুদত আরম্ভ হবে, এর পূর্ব হতে নয়। স্বামী যদি দাসীকে দুইমাস অতিক্রম হওয়ার পূর্বে খরীদ করে নেয়, তাহলে কসমে সময়ের পর হতে চারমাস অতিবাহিত হতেই আযাদ স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে। স্বামী যদি দাসীকে আযাদ করার পর পুনরায় উভয়কে বিবাহ করে, তাহলে সে একজনের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি কসমের পর ঈলার মুদত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে আযাদ স্ত্রীও বায়িনা হয়ে যাবে। আর যদি মুদত অতিবাহিত হওয়া পূর্বে আযাদ স্ত্রী মারা যায়, তাহলে আযাদকৃত স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে এবং এ আযাদ স্ত্রী না মরে বরং স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিয়ে দেয় এবং এখনো তার ইদতকাল অতিক্রান্ত না হয়, এ অবস্থায় যদি কসমের পর ঈলাকারীর মুদত অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর আরেকটি বায়িন তালাক পতিত হবে। (কাফী)

১৫. মাসআলা : যদি ঈলার কারণে আযাদ স্ত্রী বায়িনা হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যত ঈলার ব্যাপারে আযাদকৃত দাসী স্ত্রীর নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর সময়ের বিষয়টি আযাদ স্ত্রীর বায়িন হওয়ার সময়কাল হতে ধর্তব্য হবে। যদি আযাদ স্ত্রীর ইদতকাল শেষ হয়ে যায় অথবা স্বামী যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দেয় এবং আযাদকৃত স্ত্রীকে বিবাহ করার পর হতে চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে ঈলার কারণে সে বায়িনা হয়ে যাবে। যেহেতু এই সময় হতেই সে এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমাদের কোন একজনের সাথে সঙ্গম করি, তবে দ্বিতীয়জন আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত, তবে সে তাদের একজনের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন দাসী স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে এবং আযাদ স্ত্রীর ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে আযাদ হয় এবং স্বামী তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে, আমি তোমাদের কারো সাথে সঙ্গম করলে অপরজন আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত, তাহলে সে

তাদের একজনের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন চারমাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন ঈলার কারণে একজন বায়িনা হয়ে যাবে এবং স্বামীই বিষয়টি নির্দিষ্ট করবে। স্বামী যদি তাদের কোন একজনের তালাকের বিষয়টি নির্দিষ্ট না করে অথবা নির্দিষ্ট করে কিন্তু অতিরিক্ত আরো চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে কিছুই পতিত হবে না। যদি বলে আমি যদি তোমাদের কোন একজনের সাথে সঙ্গম করি, তাহলে সে আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত, তবে ঈলা বাকী থাকবে। অনুরূপভাবে যদি বলে আমি যদি তোমাদের একজনের সাথে সঙ্গম করি, তবে সে আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত, তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। (কাফী)

১৬. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমাদের একজনের সাথে সঙ্গম করি তবে তোমাদের একজন আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত, তারপর দুই মাস অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে দাসী স্ত্রী বায়িনা হয়ে গেলে, আযাদ স্ত্রীর সাথে সে ঈলাকারী হিসাবে ধর্তব্য হবে। অতঃপর দাসী বায়িনা হওয়ার পর যদি চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে আযাদ স্ত্রীও বায়িনা হয়ে যাবে। এক ব্যক্তির একজন আযাদ এবং একজন দাসী স্ত্রী আছে। সে তাদের উভয়কে বলল, আমি তোমাদের একজনের সাথে সঙ্গম করলে অপর জন তালাক, তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে যদি দুইমাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে দাসী মহিলা বায়িনা হয়ে যাবে। এবং আযাদ স্ত্রী হতে ঈলা রহিত হবে না। আর দাসী যখন থেকে বায়িনা হবে তখন থেকে তার ঈলার মুদত আরম্ভ হবে। যদি বায়িনা হওয়ার পর হতে চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে ইদতের মধ্যে থাকে এবং তবে আযাদ স্ত্রীও বায়িনা হয়ে যাবে। কেননা দাসী স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত আযাদ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা সম্ভব নয়। আর যদি এর পূর্বেই দাসীর ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে আযাদ স্ত্রীর উপর থেকে ঈলার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কেননা যেহেতু দাসী তালাকের উপযুক্ত থাকল না এইজন্য অবশ্যম্ভাবী কোন কাজ করা ব্যতিরেকেই তার (আযাদ স্ত্রীর) সাথে সঙ্গম করা সম্ভব। যদি তারা উভয়ে আযাদ হয় তাহলে চারমাস অতিবাহিত হওয়া মাত্রই তাদের একজন বায়িনা হয়ে যাবে। তবে কোন জন বায়িনা হবে, একথা বর্ণনা করার ইখতিয়ার স্বামীর নিকট থাকবে। আর অপর স্ত্রীর সাথে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। যদি চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং প্রথম স্ত্রী ইদতের মধ্যে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। আর স্বামী যদি কোনজন তালাকপ্রাপ্ত তা নির্ধারণ না করে এমনিভাবে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে উভয় স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে।

১৭. মাসআলা : স্বামী যদি আযাদ ও দাসী এই দুই স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমাদের কারো সাথে সঙ্গম করি, তবে তোমাদের একজন তালাক। তাহলে সে তাদের একজনের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে দুই মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে দাসী স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাবে। আর যদি এরপর চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে আযাদ স্ত্রীও বায়িনা হয়ে যাবে। চাই দাসী স্ত্রী ইদতের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক।



কেননা অবশ্যম্ভাবী কোন কাজ না করা ব্যতীত তার জন্য এই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা সম্ভব নয়। কেননা جزء তাদের কোন একজনের ইদতকাল শেষ হয়ে গেছে, তখন ঐ মহিলাই তালাকের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল, যার মধ্যে এখনো তালাকের উপযুক্ততা বাকী আছে। অনুরূপভাবে যদি উভয় স্ত্রী আযাদ হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। হাঁ তবে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, এক্ষেত্রে বায়িনা হওয়ার মুদত হবে চার মাস। যদি বলে, আমি যদি তোমাদের একজনের সাথে সঙ্গম করি তবে অপরজন তালাক তাহলে সে উভয়ের সাথে ঈলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। এবং তাদের মধ্যে যে দাসী সে দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এরপর যখন আরো দুইমাস অতিবাহিত হবে এবং দাসী তখনো ইদতের মধ্যে থাকবে তখন আযাদ স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি এই দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার আগে দাসীর ইদত শেষ হয়ে যায় তাহলে আযাদ স্ত্রীর উপর কিছুই পতিত হবে না। যদি উভয় স্ত্রী আযাদ হয়, তাহলে চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর উভয়ের উপর বায়িন তালাক পতিত হবে। যদি বলে, আমি যদি তোমাদের একজনের সাথে সঙ্গম করি তবে তোমাদের একজন তালাক, তাহলে এ অবস্থায়ও তাদের উভয়ের সাথে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। এবং দুই মাস পর দাসী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর আরো দুইমাস অতিবাহিত হলে পর আযাদ স্ত্রীও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। চাই দাসী স্ত্রী ইদতের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক। আর যদি তারা উভয়ে আযাদ রমনী হয় তবে চারমাস পর তাদের প্রত্যেকের উপর একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। এ অবস্থায় সে যদি তাদের কোন একজনের সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং তালাক মাত্র একটি পতিত হবে। আর কসম বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বলে, আমি তোমাদের একজনের সাথে সঙ্গম করলে সে তালাক। এ অবস্থায় স্বামী যদি কোন একজনের সাথে সঙ্গম করে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে। এবং কসমও বাতিল হবে না। এমন কি পরে যদি অপর জনের সাথে সঙ্গম করে, তাহলে সেও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

১৮. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, 'আল্লাহর কসম আমি এর সাথে কিংবা ওর সাথে সঙ্গম করব না' এবং পরে মুদত অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে উভয়ই বায়িনা হয়ে যাবে। (ফুযূলে ইমাদিয়া) স্বামী বলল, আমি যদি তার সাথে এবং ওর সাথে সঙ্গম করি তাহলে এটা নিম্নোক্ত কথার অনুরূপ হবে, যেমন কেউ বলল, যদি আমি তোমাদের উভয়ের সাথে সঙ্গম করি তাহলে সে তাদের উভয়ের সাথে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বলে, আমি যদি তার সাথে অতঃপর তার সাথে সঙ্গম করি তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। (মিরাজুদ দিয়ারা) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করার পর যদি তাকে বায়িন তালাক দেয়, এক্ষেত্রে যদি ঈলার পর চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে ইদতের মধ্যে থাকে, তাহলে ঈলার পর তার উপর আরেকটি তালাক পতিত হবে। আর যদি তার ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঈলার মুদত পূর্ণ হয়, তাহলে ঈলার কারণে কোন তালাক পতিত হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করল। তারপর তালাক

দিয়ে তাকে আবার বিবাহ করল। এক্ষেত্রে সে যদি ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তাকে বিবাহ করে থাকে, তাহলে তার ঈলা পূর্ববৎ বহাল থাকবে। কাজেই ঈলার পর যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে ঈলার কারণে তার উপর আরেকটি তালাক পতিত হবে। আর যদি তালাকের পর ইদত ও অতিবাহিত হয়ে যায় এবং এরপর সে তাকে বিবাহ করে তবে সে তো ঈলাকারী হবে। তবে দ্বিতীয় বিবাহের পর হতে ঈলার মুদত ধর্তব্য হবে। নিজ স্ত্রীকে বায়িন তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি তার সাথে ঈলা করে তবে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে না।। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৯. মাসআলা : রাজস্ টালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে কেউ যদি ঈলা করে তবে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। ঈলার মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি তার ইদতকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে ঈলা রহিত হয়ে যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে ঈলা করার পর মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়। তারপর চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে ঈলার কারণে সে বায়িনা হবে না। কেননা মুরতাদ হওয়ার কারণে তার মালিকানা বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং তার উপর বায়িন তালাক পতিত হয়েছে। অবশ্য মুরতাদ হওয়ার কারণে ঈলা এবং যিহার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। তবে বর্ণিত অভিমতটি হল পসন্দনীয়। এক ব্যক্তি এ মর্মে কসম করল যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিব না। অতঃপর সে তার সাথে ঈলা করল এবং মুদতও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং ঈলার কারণে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। কসমের কারণে অতঃপর কাযী যদি তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তবে পসন্দনীয় অভিমত অনুসারে তার উপর কিছুই পতিত হবে না। (তাতারখানিয়া)

২০. মাসআলা : এক গোলাম নিজ আযাদ স্ত্রীর সাথে ঈলা করল। তারপর ঐ আযাদ স্ত্রী উক্ত গোলামের মুনীব হয়ে গেল, তবে ঈলা বাকী থাকবে না। কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী উক্ত গোলামকে আযাদ করে দেয় বা বিক্রি করে দেয়, তারপর ঐ গোলাম উক্ত মহিলাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তাহলে পূর্বোক্ত ঈলার হুকুম পুনরায় বলবৎ হবে। (যহীরিয়া) স্বামী যদি বলে, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সাথে দুইমাস এবং দুইমাস সঙ্গম করব না তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে, আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না দুইমাস এবং এই দুইমাসের পর আরো দুই মাস, তবে এই অবস্থায়ও সে ঈলাকারী হবে। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে প্রথম দুই মাসের পর আরো দুইমাস পর্যন্ত সঙ্গম করব না, তবে সে ঈলাকারী হবে না। অনুপভাবে যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি দুই মাস পর্যন্ত তোমার সাথে সঙ্গম করব না, তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকে। অতঃপর পুনরায় বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না দুইমাস এবং দুইমাস, তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)

২১. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলে চার মাস পর আমি তোমার সাথে, চারমাস পর্যন্ত সহবাস করব না, তাহলে সে ঈলাকারী হবে



এবং একথাটি আমি তোমার সাথে আট মাস পর্যন্ত সহবাস করব না, বলার মতই। যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে দুইমাস পূর্বে দুই মাস সঙ্গম করব না, তবে সে ঈলাকারী হবে। ইবন সিম'আ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি একদিন ব্যতীত চারমাস তোমার সাথে সঙ্গম করব না। তারপর তৎক্ষণাৎ বলল, আল্লাহর শপথ! আজকের দিন আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। (মুহীত) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমার সাথে সঙ্গম করার একমাস পূর্বে তোমাকে তালাক, তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। যতক্ষণ না একমাস অতীত হবে। যদি একমাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে তার সাথে সঙ্গম না করে, তবে এ সময় হতে ঈলা হয়ে যাবে। কেননা এক মাসের আগে তার সাথে সঙ্গম করা তার পক্ষে সম্ভব। কাজেই স্বামীর উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। তারপর যদি ঈলার মুদত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে কসম হয়ে যাবে। আর যদি চার মাস পর্যন্ত এভাবে কাটে স্বামী তার সাথে সহবাস না করে, তবে ঈলার কারণে সে বায়িন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি বলে, তোমার সাথে সঙ্গম করার একমাস পূর্বে যদি আমি তোমার সাথে সঙ্গম করি, তবে তালাক তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (শারহু তালখীসিল জামিইল কাবীর)

২২. মাসআলা : 'শারহু তাহাভীতে' উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তোমার সাথে সঙ্গম করার কিছু আগে তুমি তালাক, তাহলে সে ঈলাকারী হবে। এক্ষেত্রে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে সঙ্গসঙ্গে তার উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি এইভাবে সময় কেটে যায়, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করে এমনি করে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। (তাতারখানিয়া) কেউ যদি তার দুই স্ত্রীকে বলে, তোমাদের সাথে সঙ্গম করার পূর্বে তোমাদেরকে তিন তালাক, তাহলে এক মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের সাথে ঈলাকারী হবে না। একমাস অতিবাহিত হলে পর সে তাদের সাথে ঈলাকারী হবে। আর যদি উক্ত স্ত্রীদ্বয়ের সাথে সঙ্গম করা ব্যতীত এমনিই চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তারা উভয়ে বায়িনা হয়ে যাবে। যদি উভয়ের সাথে সঙ্গম করে তবে তাদের প্রত্যেকের উপর তিন তালাক পতিত হবে। যদি মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তাদের কোন এক জনের সাথে সঙ্গম করে অথবা উভয়ের সাথে সঙ্গম করে তবে ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের কোন একজনের সাথে সঙ্গম করে তবে তার থেকে ঈলা রহিত হয়ে যাবে। এবং অপর জনের সাথে তার ঈলা বাকী থেকে যাবে। পরবর্তীতে যদি অপর জনের সাথেও সঙ্গম করে নেয় তাহলে উভয়ের উপর তিন তালাক করে পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি তোমাদের সাথে সঙ্গম করার একমাস পূর্বে যখন আমি তোমাদের সাথে সঙ্গম করব তখন তোমাদের দুইজনের প্রত্যেককে তিন তালাক, তাহলে এ এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

২৩. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার উপর স্বীয় গোলাম আযাদ করা কসম করে, তারপর তাকে বিক্রি করে দেয় তবে ঈলা রহিত হয়ে যাবে। অতঃপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বেই ঐ গোলাম যদি পুনরায় তার মালিকানায় আসে তবে পুনরায় ঈলা সংঘটিত হবে। আর যদি সঙ্গমের পর তার মালিকানায় আসে তবে ঈলা সংঘটিত হবে না। যদি বলে, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার এই দুই গোলাম আযাদ। অতঃপর তাদের একজন মারা গেলে কিংবা সে নিজে তাদের একজনকে বিক্রি করে দিল, তবে ঈলা বাতিল হবে না। আর যদি উভয়ে মারা যায় কিংবা উভয়কে একত্রে বিক্রি করে দেওয়া হয় অথবা পর্যায়ক্রমে বিক্রি করে দেওয়া হয়, তবে ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। যদি সঙ্গমের আগে তাদের কোন এক গোলাম পূর্বের মুনীবের মালিকানায় আসে তবে পুনরায় ঈলা সংঘটিত হবে। অতঃপর যদি দ্বিতীয় গোলামও তার মালিকানায় আসে তবে প্রথম গোলামের মালিকানায় আসার সময় হতে ঈলার সময় ধর্তব্য হবে। স্বামী বলল, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে আমার উপর আমার পুত্রকে কুরবানী করা ওয়াজিব, তবে সে ঈলাকারী হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

২৪. মাসআলা : যদি দুই গোলামের মধ্যে এক অনির্দিষ্ট গোলামের আযাদ হওয়ার উপর ঈলা করে, তারপর তাদের কোন একজনকে বিক্রি করে পুনরায় খরীদ করে নেয়, অতঃপর দ্বিতীয় গোলামকে বিক্রি করো, তবে ঈলার মুদত ঐ সময় থেকে হবে, যখন সে প্রথম বিক্রয়কৃত গোলামকে খরীদ করেছে। আর যদি প্রথম বিক্রয়কৃত গোলামকে খরীদ করার আগে দ্বিতীয় গোলামকে বিক্রি করে দেয়, তবে ঈলা রহিত হয়ে যাবে। স্বামী যদি বলে, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে মাসের শুরুভাগে আমার গোলাম আযাদ অথবা বলে আমি যত দাসকে খরীদ করব সে আযাদ, তবে সে ঈলাকারী হবে। কিন্তু যদি কেউ বলে, এই গোলাম আযাদ যদি আমি তাকে খরীদ করি অথবা বলে, অমুক মহিলা তালাক যদি আমি তাকে বিবাহ করি অথবা বলে আরবের যে মহিলাকেই আমি বিবাহ করব, সে তালাক কিংবা বলে যে, কোন মুসলিম রমনীকে আমি বিবাহ করব সে তালাক, যদি আমি এর মালিক হই তবে সে ঈলাকারী হবে না। কেননা এগুলো সঙ্গম করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। (ইতাবিয়া) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে আমার এই গোলাম আযাদ, তারপর চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর মহিলা বিচারকের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অতঃপর উক্ত গোলাম এ মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, আমি দাস নই, বরং আমি আযাদ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি, তাহলে বিচারক তার আযাদ হওয়ার ব্যাপারে হুকুম জারী করবেন এবং ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। আর উক্ত মহিলাকে নিজ স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া হবে। কেননা দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সে মূলতঃ ঈলাকারী ছিল না। কেননা অবশ্যম্ভাবী কোন কাজ ব্যতিরেকেই তার পক্ষে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা সম্ভব। (যহীরিয়া)

২৫. মাসআলা : 'ইয়ানবী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে কেউ বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। তারপর একদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর আবার



বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। অতঃপর আবার একদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর পুনরায় বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, তাহলে এতে তিন ঈলা এবং তিন কসম হয়ে যাবে। যদি এ অবস্থায় সঙ্গম করা ছাড়া চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে এক তালাকে বায়িনা হয়ে যাবে। তারপর যখন একদিন অতিবাহিত হবে তখন দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। তারপর যখন আরো একদিন অতীত হবে তখন তৃতীয় অপর একটি তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ তাঁর উপর তিন তালাকে বায়িন পতিত হয়ে সে তিন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর অপর কোন স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। আর যদি সে ঐ কসমের পরে উক্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, তবে তার উপর তিন কাফ্যারা ওয়াজিব হবে। (তাতারখানিয়া) কেউ যদি একই বৈঠকে নিজ স্ত্রীর সাথে তিনবার ঈলা করে এবং বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না তাহলে যদি পুনরুজ্জির নিয়্যত করে তবে এক ঈলা এবং এক কসম হবে। যদি কোন কিছু নিয়্যত না করে তবে এক ঈলা এবং তিন কসম হবে। আর যদি এ বক্তব্যের দ্বারা বক্তব্যকে মযবুত করার ইচ্ছা করে, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও এক ঈলা এবং তিন কসম হবে।

২৬. মাসআলা : ঈলা চার প্রকার। (১) এক ঈলা এবং এক কসম। যেমন—কেউ বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। (২) দুই ঈলা এবং দুই কসম। যেমন—কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে দুই বৈঠকে ঈলা করল অথবা বলল, আগামী দিন আসলে আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না এবং পরাও আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। (৩) এক ঈলা ও দুই কসম। এটি হল, বিতর্কিত মাসআলা। তাহল এই যে, যদি কেউ এক মজলিসে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না এবং এর দ্বারা কথাকে মযবুত করার নিয়্যত করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এক ঈলা এবং দুই কসম হবে। সুতরাং যদি এই অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা ব্যতীত চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। আর যদি সঙ্গম করে তাহলে তার উপর দুই কাফ্যারা ওয়াজিব হবে। (৪) দুই ঈলা এবং এক কসম। যেমন—কেউ তার নিজ স্ত্রীকে বলল, যতবার তুমি এই দুই ঘরে প্রবেশ করবে আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। অতঃপর সে ঐ দুই ঘরের কোন একটিতে দুইবার প্রবেশ করল কিংবা উভয় ঘরে একবারই প্রবেশ করল, তবে এক্ষেত্রে দুই ঈলা এবং এক কসম হবে। প্রথম ঈলা প্রথমে প্রবেশ করার পর সংঘটিত হবে এবং দ্বিতীয় ঈলা দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার পর সংঘটিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

২৭. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম! এক দিন বাদে পূর্ণ বছর আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। তবে এই দিন বছরের শেষ দিন হতে বাদ দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত। আর সে ঈলাকারী হবে।

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে এক বছর পর্যন্ত সঙ্গম করব না। এই অবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে সে বায়িনা হয়ে যাবে। অতঃপর পুনঃ বিবাহের পর যদি এভাবে চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে, সে পুনরায় বায়িনা হয়ে যাবে। এরপর সে যদি তাকে তৃতীয়বার বিবাহ করে তবে আর বায়িনা হবে না। কেননা বিবাহের পর বছরের থেকে চার মাসেরও কম বাকী রয়েছে। কাজেই সে আর বায়িনা হবে না। (গয়াতুল বয়ান) যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে এক দিন ছাড়া এক বছর পর্যন্ত সঙ্গম করব না, তবে আমাদের ইমামদ্বয়ের মতে, সে হালাল ঈলাকারী হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু ইমাম যুফার (র)-এর মতে ঈলাকারী হবে। কাজেই যদি স্ত্রীর সঙ্গম করা ব্যতীত এভাবে এক বছর অতীত হয়ে যায় তবে ইমামদ্বয়ের মতে তার উপর কাফ্যারা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে উক্ত কথা বলার পর যদি স্বামী তার সাথে কোন একদিন সঙ্গম করে, তবে দেখতে হবে যদি ঐ বছরের চারমাস বা এর থেকে বেশী বাকী থাকে তবে সে ঈলাকারী হবে না। নিন্মোক্ত মাসআলায়ও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। যেমন কোন এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! একবার ব্যতীত পূর্ণ বছর আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। এ ক্ষেত্রেও পূর্ববৎ মতভেদ রয়েছে। তবে পার্থক্য কেবল ততটুকু যে, 'এক বার ব্যতীত' বলার অবস্থায় যদি সে বছরের কোন একদিন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে এবং বছরের মধ্যে চারমাস বা বেশী বাকী থাকে তবে এই দিনের সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে ঈলাকারী হবে না এবং ঈলার মুদতের সূচনা হবে এই দিনের সূর্যাস্তের পর হতে। আর 'এক বার ব্যতীত' বলার অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গমের পরই উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী হয়ে যাবে। এবং তার ঈলার মুদতের সূচনা ধর্তব্য হবে সহবাস হতে ফারিগ হওয়া পর হতে। (বাদায়ে)

২৮. মাসআলা : আর স্বামী যদি কোন মুদত বর্ণনা না করে যেমন বলল, একদিন ব্যতীত আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, তবে সঙ্গম না করা পর্যন্ত সে ঈলাকারী হবে না। সঙ্গমের পর ঈলাকারী হবে। যদি বলে, একদিন ব্যতীত পূর্ণ বছরই আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব তবে সে কখনো ঈলাকারী হবে না, অনুরূপভাবে যদি ইস্তিসনার সাথে সময়ও অনির্দিষ্ট রাখে তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম হবে। (ফাতহুল কাদীর) এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে সঙ্গম করব না, কিন্তু এক দিন—যেদিন তোমাদের সাথে সঙ্গম করবো তাহলে এভাবে কসম করে সে ঈলাকারী হবে না। কিন্তু সে যদি দুই দিনে দুইজনের সাথে সঙ্গম করে তবে দ্বিতীয় দিনের সূর্যাস্তের পর সে কসমভঙ্গকারী (হানিস) হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি তোমাদের সাথে সঙ্গম করব না, কিন্তু এক দিন কিংবা এক দিনের মধ্যে অথবা কিন্তু এক দিন—যে দিন আমি তোমাদের সাথে সঙ্গম করব বা এক দিনের মধ্যে, যেদিন আমি তোমাদের সাথে সঙ্গম করব তবে এই দিনে তাদের সাথে না করা পর্যন্ত সে ঈলাকারী হবে না।



যখন এই দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন ঈলার আলামত পাওয়া যাওয়ার কারণে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন দুই দিনে সে তাদের সাথে সঙ্গম করে যেমন একজনের সাথে বৃহস্পতিবার তারপর অন্যজনের সাথে শুক্রবার সঙ্গম করল, তবে সে হানিস হয়ে যাবে এবং তার কসম রহিত হয়ে যাবে। আর যদি উভয়ের সাথে প্রথমে বৃহস্পতিবার সঙ্গম করে তারপর আবার উভয়ের সাথে শুক্রবার সঙ্গম করে তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি বৃহস্পতিবার উভয়ের সাথে সঙ্গম করে তারপর শুক্রবার কোন এক জনের সাথে সঙ্গম করে তাহলে শুক্রবার যার সাথে সঙ্গম করেনি তার সাথে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। আর অপর জনের ঈলা রহিত হয়ে যাবে। যদি বৃহস্পতিবার একজনের সাথে সঙ্গম করে এবং শুক্রবার উভয়ের সাথে সঙ্গম করে তাহলে বৃহস্পতিবার যার সাথে সঙ্গম করেনি তার সাথে যে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে শুক্রবার সূর্যাস্তের পর হতে। অবশ্য বৃহস্পতিবার যার সাথে সঙ্গম হয়েছে তার সাথে যে ঈলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। এহেন অবস্থার পর সে যদি পুনরায় ঐ মহিলার সাথে সঙ্গম করে যার সাথে সে বৃহস্পতিবার সঙ্গম করেছিল তাহলে সে হানিস হবে না। অবশ্য অপর জনের সাথে সঙ্গম করলে হানিস হয়ে যাবে এবং তাদের উভয়ের থেকে ঈলা রহিত হয়ে যাবে। যদি মঙ্গলবার একজনের সাথে সঙ্গম করে অতঃপর বৃহস্পতিবার দিন উভয়ের সাথে সঙ্গম করে তবে বৃহস্পতিবার দিন ইস্তিসনার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তারপর যদি দ্বিতীয় জনের সাথে জুমু'আর দিন সঙ্গম করে তবে সে হানিস হয়ে যাবে এবং কসম রহিত হয়ে যাবে। যেহেতু বাদ দেওয়া দিন ছাড়া অন্য দিনে স্ত্রী সহবাস পাওয়া গিয়েছে। অতঃপর স্বামী যদি ঐ স্ত্রীর সাথে পুনরায় সঙ্গম করে যার সাথে সে মঙ্গলবার সঙ্গম করেছে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা শর্ত তো ছিল উভয়ের সাথে সঙ্গম করা, একজনের সাথে সঙ্গম করা নয়। অথচ সে একজনের সাথেই দুইবার সঙ্গম করেছে। কাজেই সে যে, স্ত্রীর সাথে মঙ্গলবার সঙ্গম করেনি তার সাথে ঈলা বাকী থাকবে। এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর শপথ! বৃহস্পতিবার ব্যতীত আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না তবে সে ঈলাকারী হবে না। অবশ্য বৃহস্পতিবার অতিবাহিত হলে সে ঈলাকারী হবে। কিন্তু **إلا يوم خميس** (কিন্তু বৃহস্পতিবার) বললে সে কখনো ঈলাকারী হবে না। (শারহ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী : বাবুল ইস্তিসনা)

২৯. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি নিজে বসরা থাকে এবং তার স্ত্রী কূফা থাকে; এমতাবস্থায় সে যদি বলে, আমি কূফায় প্রবেশ করব না তবে সে ঈলাকারী হবে না। (হিদায়া) কেউ যদি ঈলার জন্য এমন সীমানার কথা উল্লেখ করে যার অস্তিত্বের আশা করা যায় না তবুও সে ঈলাকারী হবে। যেমন কেউ রজব মাসে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, মুহররম এর রোযা না রাখা পর্যন্ত অথবা বলল, অমুক জায়গা ব্যতীত অন্য কোথাও আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না অথচ তার এবং

ঐ স্থানের মধ্যে চারমাস বা এর চেয়েও বেশী দূরত্বের পথ, তবে সে ঈলাকারী হবে। কিন্তু এরা চেয়ে কম হলে সে ঈলাকারী হবে না। যদি বলে, যতক্ষণ না তুমি তোমার বাচ্চার দুধ ছাড়াবে। অথচ তার এবং বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর মধ্যে চারমাস বা এর বেশীর ব্যবধান, তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। আর যদি বলে, আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হয় কিংবা 'দাব্বাতুল আরদ' (কিয়ামতের পূর্বে বের হবে এক বিশেষ ধরনের জানোয়ার) বের হয় কিংবা দাজ্জালের আবির্ভাব হয়, তাহলে কিয়াস অনুসারে সে ঈলাকারী হবে। এমনিভাবে যদি বলে, যতক্ষণ না কিয়ামত হবে, বা সূর্যের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে, তবে এক্ষেত্রেও সে ঈলাকারী হবে। বস্তুত যদি মুদতের মধ্যে গায়াত-এর আশা করা যায়, বিবাহ বাকী থাকা অবস্থায় নয়, তবে সেও ঈলাকারী গণ্য হবে। যেমন কেউ বলল, আল্লাহর কসম আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যতক্ষণ না তুমি মারা যাও কিংবা আমি মারা যাই অথবা তুমি নিহত হও বা আমি নিহত হই অথবা যতক্ষণ না তুমি আমাকে হত্যা কর বা আমি তোমাকে হত্যা করি কিংবা যতক্ষণ না আমি তোমাকে তিন তালাক প্রদান করি, তবে সমস্ত ইমামগণের মতে সে ঈলাকারী হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি দাসীকে বলে, আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যতক্ষণ না আমি তোমার মালিক হবো কিংবা আংশিক মালিক হবো তবে সে ঈলাকারী হবে। যদি বলে, যতক্ষণ না আমি তোমাকে খরীদ করব তবে সে ঈলাকারী হবে না এবং তার বিবাহও নষ্ট হবে না। আর যদি বিবাহ বাকী থাকা অবস্থায় ঈলার গায়াত এর অস্তিত্বের আশা করা যায় তবে যদি সেটি এমন বস্তু হয় যার দ্বারা শপথ করা যায়, মানত করা যায় এবং যা নিজের উপর ওয়াজিব করা যায়, তবে এরূপ বাক্য উচ্চারণকারী ব্যক্তি ঈলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন—কেউ বলল, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে আমার গোলাম আযাদ। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৩০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যতক্ষণ না আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য খরীদ করি, তবে সহীহ মতে সে ঈলাকারী হবে না। যে পর্যন্ত না এ কথা বলবে যে, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে আমার নিজের জন্য খরীদ করি এবং হস্তাগত করে নেই। (গায়াতুস সুব্বানী) স্বামী যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যতক্ষণ না অমুক আমাকে অনুমতি দেয়, কিংবা যতক্ষণ না অমুক আগমন করে, তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। বরং এটা কসম বলে গণ্য হবে। সুতরাং সে যদি এরপর স্ত্রী সন্তোগ করে তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় অমুক ব্যক্তি যদি মারা যায় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই এরপর সে যদি স্ত্রী সন্তোগ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর কসম যেহেতু বাতিল কাজেই তার ঈলা সহীহ হবে না। (শারহ তালখীসি জামিইল কাবীর) যদি বলে, আল্লাহর



কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আমার অমুক গোলামকে আযাদ করব অথবা যতক্ষণ না আমার অমুক স্ত্রীকে তালাক প্রদান করব অথবা যতক্ষণ না একমাস রোযা রাখব, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। যদি বলে, আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যতক্ষণ না আমি আমার গোলামকে হত্যা করব গোলামকে প্রহার করব অথবা অমুককে হত্যা করব কিংবা অমুককে প্রহার করব অথবা অমুককে গালি দিব ইত্যাদি। এরূপ বললে, সে ঈলাকারী হবে না। কেননা সাধারণতঃ সমাজে এ জাতীয় শব্দ দ্বারা কসম করা হয় না। (বাদায়ে)

৩১. মাসআলা : কেউ যদি নাবালিকা বা আয়িসা (যে মহিলার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে) স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম! তোমার স্রাব না আসা পর্যন্ত আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, তবে সে ঈলাকারী হবে। যদি সে জানে যে, এই মহিলার চার মাসের মধ্যে স্রাব আসবে না। (মুহীতঃ সারাখসী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর শপথ! এ মহিলা আমার স্ত্রী থাকা পর্যন্ত আমি তার সাথে সঙ্গম করব না। অতঃপর সে তাকে বায়িন তালাক দিয়ে যদি পুনরায় বিবাহ করে তাহলে সে তার সাথে ঈলাকারী হবে না। এবং সে যদি তার সাথে সঙ্গম করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না-এমতাবস্থায় যে, তুমি আমার স্ত্রী। তারপর সে তাকে বায়িন তালাক দিয়ে পুনরায় বিবাহ করল তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কেউ এ মর্মে শপথ করল যে, সে অমুক কাজ না করা পর্যন্ত নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না অথচ সে জানে যে, সে এ কাজ করতে সক্ষম নয়, যেমন আকাশ স্পর্শ করা ইত্যাদি, তাহলে সে ঈলাকারী হবে। (তাতারখানিয়া) কেউ যদি বলে, এই খালটি যতদিন পর্যন্ত প্রবাহমান থাকবে আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, তাহলে খালটি যদি এমন হয় যে তা কখনো বন্ধ হয় না। তবে সে ঈলাকারী হবে, অন্যথায় হবে না। (যহীরিয়া) মুনীব যদি পাগল হয়ে বাদীর সাথে সঙ্গম করে, তবে তার কসম শেষ হয়ে যাবে এবং ঈলা রহিত হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩২. মাসআলা : ঈলা যদি মুরসাল হয় (সময়ের সাথে নির্দিষ্ট না হয়) এবং ঈলাকারী ব্যক্তি ঈলা করার সময় সুস্থ থাকে এবং সে যদি স্ত্রী সন্তোগ করতে সক্ষম হয়, তাহলে ঈলা থেকে তার প্রত্যাবর্তন সহবাসের মাধ্যমে হবে, মৌখিকভাবে নয়। (মুহীতঃ সারাখসী) কেউ যদি ঈলাকৃত স্ত্রীকে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করে স্পর্শ করে বা কামোদ্দীপনার সাথে তার যৌনাঙ্গের বাইরে সহবাস করে, তাহলে তার এ প্রত্যাবর্তন সहीহ হবে না। (তাতারখানিয়া) ঈলাকারী ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয় সহবাস করতে সক্ষম না হয় অথবা তার স্ত্রী যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার প্রত্যাহার করার নিয়ম হল, সে বলবে 'আমি তোমাকে প্রত্যাহার করে নিলাম।' এভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া কসম পূর্ণ করার

ইকুম বাতিল করণের ব্যাপারে সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রীকে প্রত্যাহার করার মতই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে অসুস্থ থাকবে। (কাফী) কেউ যদি ঈলাকৃত নিজ স্ত্রীকে মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করে এবং বলে আমি তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম তাহলে এ অবস্থায় মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর কসম যদি মুতলাক হয় কোন শর্তের সাথে সংযুক্ত না হয়, তবে তা নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। এ অবস্থায় সে যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে কাফ্যারা ওয়াজিব হবে। আর কসম যদি চার মাস সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হয় এবং এর ভিতরে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর কাফ্যারা ওয়াজিব হবে না। (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)

৩৩. মাসআলা : 'জাওয়ামিউল ফিকহ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম না হয় তবে যৌনাঙ্গ এবং গুহ্য দ্বার মিলিত হওয়ার কারণে, ছোট হওয়ার কারণে, পুরুষাঙ্গ কর্তিত বা পৌরুষত্বহীনতার কারণে, দারুণ হরবে বন্দী হওয়ার কারণে, সহবাসে স্ত্রী কর্তৃক বাধাদানের কারণে, অবাধ্য স্ত্রীর এমন জায়গায় অবস্থানে কারণে যা স্বামীর নিকট অজ্ঞাত, স্বামী স্ত্রীর মাঝে চার মাসের ব্যবধান হওয়ার কারণে অথবা তিন তালাকের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে কাযী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়ার কারণে। উপরোক্ত অবস্থাসমূহের স্ত্রীকে প্রত্যাহার করতে হলে মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করতে হবে। যেমন স্বামী বলবে, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। রুজু করলাম অথবা আমি তার ঈলা বাতিল করে দিলাম। তবে শর্ত হল, মুদতপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর মধ্যে উক্ত অক্ষমতা বাকী থাকতে হবে। 'বাদায়ে' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। সেখানে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, অথবা বন্দী হওয়ার কারণে। 'শারহে মুখতাসারুত তাহাভী' গ্রন্থে কাযী (র) উল্লেখ করেছেন যে, স্বামী বন্দী অবস্থায় যদি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে অথবা স্ত্রী বন্দী অবস্থায় যদি তার সাথে ঈলা করে কিংবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চার মাসের কম ব্যবধান কিন্তু শত্রু ব বাদশাহু তাদেরকে একত্রিত হতে দিচ্ছে না, তবে তার প্রত্যাহার মৌখিকভাবে ঠিক হবে না। অবশ্য জেলখানায় বন্দী অবস্থায় মাসআলা সম্পর্কে উভয় বক্তব্যের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তার এর মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, কাযী (র) যা বর্ণন করেছেন এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রী তারা এমন স্থানে আছে যে, তাদের একজনের পক্ষে জেলখানায় পৌছা সম্ভব। আর শত্রু বা বাদশাহুর নিষেধাজ্ঞা এতো দুর্বল বিষয় কখনো হয়ে থাকে, আবার তা শেষও হয়ে যায়। এমনভাবে কোন হকের কারণে বন্দী করা মৌখিক প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তা ধর্তব্য নয়। অবশ্য যুলুমের কারণে বন্দী করা হলে তা ধর্তব্য হবে। যেমন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিষয়টি ধর্তব্য হয়ে থাকে। (গায়াতুস সুফজী)

৩৪. মাসআলা : অসুস্থ ব্যক্তি যদি মনে মনে রাযী থাকে তবে প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে কিনা, এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হাঁ যথেষ্ট



হবে। অতএব মহিলা যদি এ বিষয়টি সত্য বলে মেনে নেয় তবে তা প্রত্যাহার হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু কারো কারো মতে যথেষ্ট হবে না। এবং এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত কথা। উপরোক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী ঈলার সময় থেকে আরম্ভ করে চারমাস অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অক্ষম থাকে। সুতরাং স্বামী যদি সহবাসে সক্ষম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, তারপর কিছু দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হয় যে সময়ের মধ্যে সে তার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম ছিল। অতঃপর তার অক্ষমতা এল রোগের কারণে, সফরের কারণে কিংবা বন্দী হওয়ার কারণে অথবা তার পুরুষাঙ্গ কর্তিত বা সে নিজে জেলখানায় বন্দী হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা ঈলা করার সময় সে অক্ষম ছিল, অতঃপর ঈলার মুদতের মধ্যে তার এ অক্ষমতা দূরীভূত হয়ে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে তার মৌখিক প্রত্যাহার সহীহ হবে না। (ফাতহুল কাদীর) যদি ঈলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে শরয়ী কোন প্রতিবন্ধক থাকে যেমন কোন ব্যক্তি মুহরিম হজ্জ আদায় করা পর্যন্ত আরো চার মাস বাকী তাহলে সহবাসের মাধ্যমে তাকে ঈলা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্য কোনভাবে নয়। এ ক্ষেত্রে মৌখিক প্রত্যাহার সহীহ নয়। (তাতারখানিয়া) অসুস্থ ঈলাকারী ব্যক্তি যদি স্ত্রীর যৌনাস্রের বাইরে সঙ্গম করে তবে এতে প্রত্যাহার হবে না। আর যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রীর হায়িষের অবস্থায় সঙ্গম করে তবে প্রত্যাহার হয়ে যাবে। (যহীরিয়া) ঈলা করার সময় স্বামী অসুস্থ ছিল, তারপর স্ত্রীও অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতঃপর চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই স্বামী সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে ইমাম যুফার (র)-এর মতে, সে তার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে রুজু করে নিবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সহবাসের মাধ্যমে রুজু করা আবশ্যিক। (শারহুল জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

৩৫. মাসআলা : ঈলা যদি শর্তের সাথে মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত) হয়, তবে মৌখিকভাবে ঈলা প্রত্যাহার করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময়ই সুস্থতা ও অসুস্থতার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। শর্তারোপের সময় এ সব ধর্তব্য হবে না। কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, কখনো আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না এবং সে তাকে প্রত্যাহার না করে এ অবস্থায় স্ত্রী বায়িনা হয়ে যায়। অতঃপর সে সুস্থ হয়ে পুনরায় অসুস্থ হয়ে যায়। এরপর সে তাকে পুনরায় বিবাহ করে, তবে ঈলা থেকে তার প্রত্যাহার ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, সহবাসের মাধ্যমে হবে। (মুহীত : সারাখসী) এক অসুস্থ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। তারপর সে দশ দিন পর্যন্ত চুপ থাকল। এরপর বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, তাহলে সে দুইবার ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। এবং এর জন্য তার মুদত হিসাব করা হবে। এক মুদত প্রথমবার শপথ করার পর হতে এবং অপর মুদত দ্বিতীয়বার শপথ করার পর হতে। উভয় মুদত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে যদি তার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয় তবে তা সহীহ হবে এবং উভয় মুদতের পাবন্দী শেষ হয়ে যাবে। যেমন সঙ্গম করার অবস্থায় হয়ে থাকে।

উপরোক্ত অবস্থায় যদি স্বামীর অসুস্থতা দীর্ঘায়িত হয় এবং উভয় মুদত পূর্ণ হয়ে যায় তবে ঈলা প্রত্যাহার করা দৃঢ়তার সাথে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম কসমের মুদত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে যদি সুস্থ হয়ে যায়, তবে উক্ত প্রত্যাহার বাতিল হয়ে যাবে। এবং তখন তাকে সহবাসের মাধ্যমে ঈলা প্রত্যাহার কতে হবে। যদি মৌখিকভাবেও স্ত্রীকে প্রত্যাহার না করে তবে উভয় মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐ মহিলার উপর দুই তালাক পতিত হবে। প্রথম কসমের পর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার কারণে এক তালাক এবং এরপর আগে দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আরো এ তালাক পতিত হবে। এ অবস্থায় সে যদি নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে উভয় কসমে স্বামী হানিস হয়ে যাবে। এবং তার উপর দু'টি কাফফারা ওয়াজিব হবে। যদি উক্ত স্বামী স্থায়ী রোগ থেকে মুক্ত না হয় এবং স্ত্রীকে মৌখিকভাবে প্রত্যাহারও না করে এমনি করে প্রথম ঈলার মুদত অতিবাহিত হয়ে যায় তবে সে এক তালাকে বায়িনা হয়ে যাবে। যদি দ্বিতীয় ঈলার মুদতের শেষ দিনের মধ্যে সে সুস্থ হয়, তবে তাকে সহবাসের মাধ্যমে দ্বিতীয় ঈলা থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। যদিও সে সহবাসে সক্ষম নয়। আর যদি দ্বিতীয় ঈলার মুদতের শেষ দশ দিনের মধ্যেও সে সুস্থ না হয় এ অবস্থায় সে যদি মৌখিকভাবে স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে, তবে তার দ্বিতীয় ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে রুজু না করে তাহলে আরো একটি বায়িন তালাক তার উপর পতিত হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম ঈলার মুদতের মধ্যে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়, তবে প্রথম ঈলার ক্ষেত্রে তা সহীহ হবে। কাজেই প্রথম ঈলার মুদত অতিবাহিত হওয়ায় তার উপর তালাক পতিত হবে না। অতঃপর সে যদি দ্বিতীয় ঈলার মুদতের শেষ দশ দিন বাকী থাকতে সুস্থ হয়ে যায় তবে তার আগের প্রত্যাহার বাতিল হয়ে যাবে। নতুনভাবে সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রীকে প্রত্যাহার করা অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে সে যদি সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রীকে প্রত্যাহার না করে এবং স্ত্রী বায়িনা হয়ে যায়, তারপর অসুস্থ অবস্থায় তাকে পুনরায় বিবাহ করে তবে সে দ্বিতীয়বার ঈলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। এরপর সে যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে উভয় কসমের মধ্যে যে হানিস হয়ে যাবে এবং তার উপর দুই কাফফারা ওয়াজিব হবে। (শারহুল জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

৩৬. মাসআলা : যাওজিয়াত তথা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কেবল অসুস্থ ব্যক্তির জন্য স্ত্রীকে মৌখিকভাবে রুজু করে নেওয়া সহীহ হয়। বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এভাবে প্রত্যাহার করা আর সহীহ হয় না। সুতরাং কোন অসুস্থ স্বামী যদি নিজ স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, তারপর চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি রুজু না করে এবং এতে স্ত্রী এক তালাকে বায়িনা হয়ে যায়, এরপর স্বামী যদি স্ত্রীকে মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করে তাহলে তার ঈলা বাতিল হবে না। এমনকি স্বামী পূর্ববৎ অসুস্থ অবস্থায় যদি তাকে পুনরায় বিবাহ করে তারপর চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং স্বামী তাকে প্রত্যাহার করে না নেয়, তাহলে ঐ স্ত্রীর উপর আরেকটি বায়িন



তালাক পতিত হবে। উল্লেখ্য যে, সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া যেমনিভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সহীহ আছে, অনুরূপভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের পরও তা সহীহ আছে। সুতরাং কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীর সাথে ঈলা করে এবং চার মাস অতিবাহিত হয়ে তার উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হয়, তারপর সে তার সাথে সঙ্গম করে তবে তার ঈলা বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সে যদি তাকে পুনঃবিবাহ করে এবং এরপর সহবাস ব্যতীত আরো চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার উপর আর কোন তালাক পতিত হবে না। (মুহীত)

৩৭. মাসআলা : যদি মুদতের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হয়ে যায় তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে স্ত্রী যদি নিশ্চয় জানে যে, স্বামী এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী তবে এ অবস্থায় তার জন্য স্বামীর সাথে অবস্থান করা জায়েয নেই। বরং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য স্বামীর নিকট থেকে পলায়ন করা তার উপর অপরিহার্য অথবা টাকা পয়সা দিয়ে সে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। আর যদি ঈলার মুদত অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং স্বামী দাবী করে যে, চার মাসের ভিতরেই সে তার সাথে সহবাস করেছে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু স্ত্রী যদি তাকে বিশ্বাস করে, তবে গ্রহণযোগ্য হবে। (তাতারখানিয়া) যদি বলে, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি, তবে আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না। তাহলে সঙ্গম করার সময় সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। (মুহীত : সারাখসী) আর যদি বলে, তুমি যদি চাও তবে আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না, এ অবস্থায় স্ত্রী যদি ঐ মজলিসেই নিজের চাওয়ার কথা ব্যক্ত করে, তাহলে স্বামী ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি বলে, যদি অমুক চায় তবে এটিও মজলিসের সাথে সম্পর্কিত হবে। (ইতাবিয়া)

৩৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার জন্য হারাম এবং এ কথা যদি তালাক প্রসঙ্গে আলোচনার সময় না বলে অন্য সময় বলে থাকে এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে, তবে এতে বায়িন তালাক পতিত হবে আর যদি তিন তালাকের নিয়্যত কর তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি দুই তালাকের নিয়্যত করে তবে এ নিয়্যত সহীহ হবে না। কিন্তু দাসীর ক্ষেত্রে সহীহ হবে। যদি সে যিহারের নিয়্যত করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যিহার হবে। আর যদি কসমের নিয়্যত করে কিংবা কোন কিছু নিয়্যত না করে তবে ঈলা হবে। যদি মিথ্যা বলার নিয়্যত করে তবে তা মিথ্যা বলেই পরিগণিত হবে। এটি যাহিরী রিওয়ায়েতের বর্ণনা। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে আমি, তোমাকে আমার জন্য হারাম ঘোষণা করলাম অথবা, আমার জন্য বলল না কিংবা বলে أنت محرمة على (তুমি আমার উপর হারাম) অথবা আমার উপর ছাড়া বলে অথবা বলে, أنا

عليك حرام (তুমি আমার উপর হারাম) অথবা আমার উপর ছাড়া বলে অথবা বলে, أنا عليك محرم (আমি তোমার উপর হারাম) অথবা বলে, আমি আমার সত্তাকে তোমার উপর হারাম করে দিলাম। তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে, তবে নিজের সত্তাকে স্ত্রীর উপর হারাম বলার ক্ষেত্রে عليك (তোমার উপর) বলা শর্ত। কাজেই যদি 'তোমার উপর' (عليك) বলা ব্যতিরেকে শুধু বলে, আমি আমার নফস (সত্তা)-কে হারাম করলাম এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে এতে তালাক হবে না। বায়িন তালাকের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য মহিলার নফসকে হারাম করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ পুরুষ যদি মহিলাকে হারাম করে তবে 'আমার উপর' বলার প্রয়োজন নেই। এটি মুতাকাদিমীনের (পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম) অভিমত। (খুলাসা)

৩৯. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে أنت على حرام (তুমি আমার উপর হারাম) বলে তবে এ কথায় তার নিয়্যত কি ছিল তা জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি বলে, আমি মিথ্যামিথ্যি এরূপ বলেছি, তবে তার কথা অনুসারেই মাসআলার সমাধান হবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এটা যে কসম তা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর যদি বলে, আমি তালাকের নিয়্যত করেছিলাম, তবে এতে একটি বায়িন তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি সে বলে, এর দ্বারা আমি তিন তালাকের নিয়্যত করেছি তবে তিন তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, এর দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করার নিয়্যত করেছি অথবা সে কোন কিছুরই নিয়্যত না করে তাহলে এটা কসম হিসাবে গণ্য হবে। কোন কোন মাশাইখে কিরামের মতে, নিয়্যত ছাড়া অবস্থায় তালাক পতিত হবে। আল-কিতাবের গ্রন্থকার বলেন, কসম অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর উপরই ফাতওয়া। (গায়াতুস সুব্বানী) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার জন্য মৃতের ন্যায়, রক্তের ন্যায়, শূকরের গোশতের ন্যায় অথবা মদের ন্যায়, তাহলে বক্তাকে তার নিয়্যতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে মিথ্যামিথ্যি বলার নিয়্যত করে তবে তা তার নিয়্যত অনুসারেই হবে। যদি হারাম সাব্যস্ত করার নিয়্যত করে তবে তা ঈলা হবে। আর যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাকই পতিত হবে। (আস-সিরাজুল ওয়াহ্বাজ)

৪০. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে তুমি আমার জন্য হারাম। এতে সে যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে সমস্ত ইমামের মতে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি কসমের নিয়্যত করে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে সঙ্গে সঙ্গে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করা পর্যন্ত সে ঈলাকারী হবে না। (বাদায়ে) যদি বলে, যদি আমি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে তুমি তালাক। অতঃপর মুদত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সে বলল, ঈলার মুদতের মধ্যেই আমি



তার সাথে সঙ্গম করেছি, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। এবং মৌখিক স্বীকৃতির কারণে তার উপর আরেকটি তালাক পতিত হবে। (ইতাবিয়া) যদি বলে, তোমরা উভয়ে আমার উপর হারাম তাহলে সে তাদের উভয়ের সাথে ঈলাকারী হবে। এবং সহবাস করলে উভয়ের সাথে ঈলাকারী হবে। এবং সহবাস করলে সে হানিস হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর) এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বলল, তোমরা উভয়ে আমার উপর হারাম এবং এ বলে সে এক জনের জন্য তিন তালাক এবং অপর জনের জন্য এক তালাকের নিয়্যত করল, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তিন তালাক করে পতিত হবে। আর ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার নিয়্যত অনুসারে পতিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতেও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাদের অভিমতের উপরই ফাতওয়া। স্বামী যদি বলে, আমি একজনের জন্য তালাক এবং অপরজনের জন্য কসমের নিয়্যত করেছি তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে। আর ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে নিয়্যত অনুসারে পতিত হবে। কেউ যদি তার তিন স্ত্রীকে বলে তোমরা সকলেই আমার উপর হারাম এবং এর দ্বারা একজনের জন্য তালাক দ্বিতীয় জনের জন্য কসম এবং তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে মিথ্যামিথির নিয়্যত করে তাহলে তারা সকলেই তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ কথাটি ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মূলনীতির আলোকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এ অবস্থায় তাদের নিয়্যত অনুসারে ফয়সালা হবে। (আল-ফাতাওয়ায়ে কুবরা) স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি আমার উপর হারাম' কথাটি দুইবার বলল এবং প্রথমটির দ্বারা তালাক ও দ্বিতীয়টির দ্বারা কসমের নিয়্যত করল, তবে সমস্ত ইমামগণের মতে তার নিয়্যত অনুসারে ফয়সালা হবে। যদি বলে, তুমি আমার উপর অমুকের সামানের ন্যায় তবে সে হারাম হবে না। যদিও সে হারামের নিয়্যত করে। (মুহীত : সারাখসী) স্ত্রী তার স্বামীর ব্যাপারে বলল, সে আমার উপর হারাম অথবা বলল, আমি তোমার উপর হারাম তবে এতে শপথ সংঘটিত হবে। যদিও সে এর নিয়্যত না করে। যেমনটি স্বামীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং এরপর স্ত্রী যদি স্বামীকে তার সাথে সহবাস করার সুযোগ দেয়, তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। (যখীরা)

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

## খুলা' তালাকের বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : খুলার শর্ত, হুকুম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

১. মাসআলা : শরী'আতের পরিভাষায় খুলার সংজ্ঞা হল : **ازالة ملك النكاح** খুলা শব্দ প্রয়োগ করে কোন বস্তুর রিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা নিঃশেষ করে দেওয়াকে খুলা বলে। (ফাতহুল কাদীর)। বেচা (**بيع**) কেনা (**شراء**) শব্দ প্রয়োগ করে খুলা করাও সহীহ। ফারসী<sup>২</sup> শব্দ ব্যবহার করে খুলা করলেও তা শুদ্ধ হবে। (যহীরিয়া) খুলার শর্ত তালাকের শর্তের অনুরূপই। খুলার হুকুম হল, এর দ্বারা বায়িন তালাক পতিত হয়ে থাকে। (তাবয়ীন) খুলার মধ্যে তিন তালাকের নিয়্যত করাও শুদ্ধ আছে। কেউ যদি কোন মহিলাকে কয়েকবার বিবাহ করে এবং প্রত্যেক বিবাহের সময় একবার করে খুলা তালাক দেয়, তাহলে আমাদের ইমামগণের মতে তিনবারের পর অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ ব্যতীত এই মহিলা তার (প্রথম) স্বামীর জন্য আর হালাল হবে না। (শারহু জামিইস সাগীর : কাযীখান) অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে খুলা জায়েয হওয়ার জন্য রাষ্ট্র প্রধানের<sup>৩</sup> উপস্থিতি থাকা শর্ত নয়। তাদের এ অভিমতই সহীহ। (বাদায়ে)

২. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া বিবাহ হয় এবং তাদের মনে আশংকা সৃষ্টি হয় যে এখন আর তাদের পক্ষে আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলা সম্ভব

১. খুলা শব্দের আভিধানিক অর্থ : নামিয়ে দেওয়া, পরিহার করা ইত্যাদি। পরিভাষাগত অর্থ, কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে দেখা দেয় এভাবে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ হল স্বামী-স্ত্রীর আমরণ সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপন। কিন্তু মানুষের রুচি, স্বভাব, প্রকৃতির বিচিত্রের কারণে অনেক সময় উভয়ের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরে, কোনভাবে উভয়কে আর একত্রে জীবন যাপনে বাধ্য করা যায় না, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৩৫নং আয়াতে উভয় পক্ষের জ্ঞানী-গুণীজনকে একত্রে বসে মীমাংসা করে দিবার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যর্থ হলে, পুরুষকে সৈন্য সজ্জানে-ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে এক তালাক দিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার অধিকার প্রদান করেছেন। যাতে অনুশোচনা জাগলে উভয়ে আবার একত্রিত হতে পারে, পস্তান্তরে স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক অত্যাচারিতা হয়। আর স্বামী তালাক না দেয় তবে স্ত্রী বিচারকের কাছে নালিশ করে প্রদত্ত মহর বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। (সম্পাদক)
২. ফারসী ভাষার সাথে নির্দিষ্ট নয়। যে কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করে খুলা করা যাবে। তবে খুলা শব্দটি বা তার অর্থবোধক শব্দ ব্যহার করতে হবে। (সম্পাদক)
৩. অর্থীৎ সরকার।



নয়। তাহলে স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীকে কিছু অর্থ সম্পদ দিয়ে তার সাথে খুলা করে নিজেকে স্বামী থেকে মুক্ত করে নেওয়া জায়েয আছে। এরূপ করা হলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। এবং নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পয়সা পরিশোধ করা এই স্ত্রী উপরই ওয়াজিব হবে। (হিদায়া) যদি দুর্ব্যবহার বা অপরাধ স্বামীর পক্ষ থেকে হয় তবে খুলার বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট হতে কোন কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্য জায়েয হবে না। উপরোক্ত বিধান 'দিয়ানাতান' (ديانان) প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায়ও স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট হতে সম্পদ গ্রহণ করে তবে আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হবে এবং স্ত্রীর উপরও এটি পরিশোধযোগ্য দেয় বলে বিবেচিত হবে। কাজেই খুলার বিনিময় পরিশোধ করার পর স্ত্রী তা পুনরায় স্বামীর নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে না। (বাদায়ে) আর অপরাধ ও দুর্ব্যবহার যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে স্বামী তার স্ত্রীকে মহরানা হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ কড়ি দিয়েছে তার থেকে অধিক গ্রহণ করা স্বামীর মাকরুহ হবে। তা সত্ত্বেও খুলার বিনিময়ে মহরানা থেকে অধিক অর্থ-কড়ি গ্রহণ করলে তা জায়েয হবে, (কিন্তু মাকরুহ হবে)। এটি আইনের কথা (قضاء)। (গায়াতুল বয়ান)

৩. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে 'এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তুমি তোমার নফসকে আমার থেকে খুলা করিয়ে নিয়েছো।' এরপর স্ত্রী বলে হাঁ, আমি খুলা করিয়েছি, তাহলে কারো কারো মতে, এ খুলা সহীহ হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, কোন অবস্থাতেই এই খুলা সহীহ হবে না, ফকীহগণের পসন্দনীয় মতে এই খুলা সহীহ হবে না। তবে স্বামী যদি তার এই সংবাদ প্রদানে দ্বারা তাহকীক ও তাকরীরের নিয়্যত করে তবে খুলা সহীহ হবে। কেননা এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দর-দাম ঠিক করার মতই একটি ব্যাপার। (মুহীত : সারাখসী)। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, 'এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমি তোমাকে খুলা (তালাক) দিয়েছি এবং স্ত্রী বলে হাঁ, এতে কোন কিছুই হবে না। কেননা এই কথাটি 'হা, তুমি আমাকে দিয়েছো' বাক্যেরই অনুরূপ। পক্ষান্তরে স্বামীর উক্ত বক্তব্যের পর স্ত্রী যদি বলে, আমি রাজি আছি, অথবা বলে আমি অনুমতি দিলাম, তবে খুলা সহীহ হবে। এমনিভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, আমাকে এই পরিমাণ টাকা পয়সার বিনিময়ে তালাক দিয়ে দিন এবং স্বামী বলে হাঁ, তবে এতে কোন কিছু হবে না। কেননা এটি একটি অঙ্গীকার মাত্র। পক্ষান্তরের যদি মহিলা বলে, এক হাজার টাকার বিনিময়ে আমি তালাক। এরপর স্বামী বলে হাঁ, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। যেন সে এরূপ বলল যে, হাঁ, তুমি একহাজার টাকার বিনিময়ে তালাক। (গায়াতুস সুন্নাজী)

৪. মাসআলা : বিবাহের কারণে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যে হুকুম সংশ্লিষ্ট রয়েছে খুলা (خلع) ও মুবারা'আত (مباراة) এ জাতীয় সমুদয় হককে রহিত ও বাতিল করে দেয়। (কানযুদ্ দাকাইক)। মালের বিনিময়ে পতিত তালাক এর ব্যাপারে দুই

১. অর্থাৎ শুধুমাত্র সংবাদ প্রদানের নিয়্যত না করে বরং প্রদত্ত সংবাদকে দৃঢ় ও মযবুত করার নিয়্যত করে তবে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। (সম্পাদক)

২. মুবারা'আত অর্থ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর একের থেকে অপরকে দায়মুক্ত করে দেওয়া। 'বারা'আত' অর্থ দায় মুক্ত হওয়া। (অনুবাদক)

ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে, এর দ্বারা বারা'আত সাব্যস্ত হয় না। (খুলাসা)। যদি খুলা (خلع) শব্দ প্রয়োগ করে খুলা করা হয় তবে এতে মহর ছাড়া অন্যান্য দেনা-পাওনা থেকে বারা'আত হবে কিনা, এ সম্বন্ধে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এতে বারা'আত সাব্যস্ত হবে না। এটিই সহীহ মতামত। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মুবারা'আত শব্দ প্রয়োগ করা হলে এর দ্বারা সমস্ত দেনা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে কিনা এ ব্যাপারেও মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে, এর দ্বারা সমস্ত দায় থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। বেচা (بيع) কেনা (شراء) শব্দের ব্যাপারেও মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে, এ শব্দ দু'টোও খুলা এবং মুবারা'আত-এর অনুরূপ। (আল-ফাতাওয়াস সুন্নাজী)। খুলা, মুবারা'আত এবং মালের বিনিময়ে তালাক এর দ্বারা ইদ্দতের খোরপোষ থেকে বারা'আত সাব্যস্ত হয় না। তবে শর্ত করলে সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। এমনিভাবে শর্ত করা ছাড়া সন্তানের খোরপোষ এবং দুগ্ধদান থেকেও বারা'আত সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, বারা'আতের শর্ত করা অবস্থায় যদি এর জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে এরূপ করা সহীহ হবে। অন্যথায় সহীহ হবে না। যদি বারা'আতের নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সন্তান মারা যায়, তবে পূর্ণ মেয়াদ হতে যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং যে পরিমাণ সময় বাকী রয়েছে হিসাব করে হারাহারিভাবে বাকী রয়েছে পরিমাণ সময়ের পাওনা স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে উসূল করে নিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫. মাসআলা : যদি স্বামী তাঁর স্ত্রীর সাথে মহর ব্যতীত নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য কোন মাল বিনিময়ের শর্তে খুলা করে এবং এ মহিলা যদি মাদখুলা (তার সাথে স্বামীর বাধামুক্ত নির্জন বাস) হয়ে থাকে এবং বিবাহের মহরও উসূল করে থাকে তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট খুলার বিনিময় হস্তান্তর করে দিবে। আর তালাকের পর তাদের কেউ কারো কাছে কোন কিছুর দাবী করতে পারবে না। কিন্তু মহিলা যদি মহরের টাকা উসূল না করে থাকে, তবে স্ত্রী স্বামীকে খুলার বিনিময় পরিশোধ করে দিবে এবং স্বামীর নিকট থেকে মহরানার টাকা কিছুই পাবে না। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে যদি মহিলার সাথে তার স্বামীর বাধামুক্ত নির্জন বাস না হয়ে থাকে এবং সে মহরানার টাকা উসূল করে নিয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে স্বামী তার থেকে খুলার বিনিময় তা উসূল করবে; কিন্তু সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে স্বামী তার নিকট হতে অর্ধেক মহর ফেরৎ পাবে না। আর যদি উক্ত মহিলা মহরের টাকা উসূল না করে থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে স্বামী তার নিকট থেকে খুলার বিনিময় তা উসূল করবে; কিন্তু মহিলা তার স্বামীর নিকট হতে তার পাওনা অর্ধেক মহর ফেরৎ পাবে না। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে মহর ছাড়া অন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে খুলার ব্যাপারে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যে হুকুম এ ক্ষেত্রেও ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত)



৬. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর মহরের বিনিময়ে খুলা করে এবং সে স্ত্রী যদি সহবাসকৃত হয় এবং সে যদি তার পাওনা মহর স্বামীর থেকে উসূল করে নিয়ে থাকে তাহলে স্বামী তার নিকট থেকে প্রদত্ত মহরের টাকা ফেরৎ নিয়ে যাবে। আর যদি সে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে মহরের টাকা আদায় না করে থাকে, তবে তার পূর্ণ মহর স্বামীর উপর থেকে রহিত (ساقط) হয়ে যাবে। এবং তাদের একজন অপরজনের নিকট এ ব্যাপারে কোনরূপ দাবী দাওয়া করতে পারবে না। স্ত্রী যদি মাদখুলা (সহবাসকৃত) না হয় এবং সে যদি তার মহরের টাকা যেমন এক হাজার দিরহাম উসূল করে নিয়ে থাকে, তাহলে ইস্তিহসান-এর যুক্তি অনুসারে স্বামী তার নিকট হতে এই পূর্ণ এক হাজার দিরহাম ফেরৎ নিবে। আর যদি উক্ত মহিলা মহর উসূল না করে থাকে তবে ইস্তিহসান-এর যুক্তি অনুসারে পূর্ণ মহরই স্বামী থেকে রহিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে আর কিছু পাবে না। কারণ স্ত্রী খুলা করেছে মহরের বিনিময়ে, মহর আদায় ওয়াজিব হয় সহবাসের সাথে-।

৭. মাসআলা : স্ত্রীর মহর এক হাজার দিরহাম। এমতাবস্থায় স্বামী যদি তার মহরের এক দশমাংশের উপর তার সাথে খুলা করে এবং স্ত্রী যদি সহবাসকৃত হয় এবং মহরের টাকাও উসূল করে নিয়ে থাকে তাহলে স্বামী তার নিকট থেকে একশত দিরহাম ফেরৎ নিয়ে নিবে এবং বাকী দিরহামগুলো স্ত্রীরই থাকবে। এটিই ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত। আর স্ত্রী যদি মহর উসূল না করে থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে তার পূর্ণ মহর স্বামীর যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি সহবাসকৃত না হয় এবং সে যদি মহরের টাকা উসূল করে নিয়ে থাকে, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে অর্ধেক মহরের দশমাংশ ফেরৎ নিয়ে নিবে। আর তা হল পঞ্চাশ দিরহাম। কেননা তালাকের পর অর্ধেক মহরই স্ত্রীর প্রাপ্য। কাজেই স্বামী তার নিকট হতে তার অর্ধেক মহরের দশমাংশ ফেরৎ নিয়ে নিবে এবং বাকী দিরহাম সমূহ তথৈবচ তার নিকটই থাকবে। আর স্ত্রী যদি মহরের টাকা উসূল না করে থাকে তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে স্বামী তার স্ত্রীর পূর্ণ মহরের দায় দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে। (যহীরিয়াহ) যদি পূর্ণ মহর কিংবা আংশিক মহরের উপর খুলা করা হয় তবে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি পূর্ণ মহর বা আংশিক মহরের উপর মুবারা'আত (প্রত্যেকে প্রত্যেককে দায়মুক্ত) করা হয় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে খুলার যে হুকুম এ ক্ষেত্রেও ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। (মুহীত)

৮. মাসআলা : স্ত্রী স্বামীর নিকটে মহরানার টাকা পাওনা আছে ধারণায় স্বামী যদি ঐ টাকার বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খুলা করে এবং পরে জানতে পারে যে, এই মহিলা তার স্বামীর নিকট কিছুই পাবে না। কাজেই তার উপর অপরিহার্য হবে মহরের টাকা স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাদের যে গোলাম বা তোমার যে মালামাল আমার তত্ত্বাবধানে আছে, এর পরে দেখা গেল মহিলার কোন গোলাম বা

মালামাল স্বামীর নিকটে নেই। এ অবস্থায় খুলার হুকুম মহিলার মহরের বিনিময়ে ধর্তব্য হবে। যদি অনাদায়ের কারণে মহরের বিষয়টি এখনো স্বামীর যিম্মায়ই বাকী রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা স্বামীর দায়িত্ব থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট থেকে, মহর উসূল করে নিয়ে যেয়ে থাকে, তবে সে যা প্রাপ্ত হয়েছে তা পুনরায় স্বামীর নিকট ফেরৎ দিয়ে দিবে। স্বামী যদি মহরের বিনিময়ে স্ত্রীকে খুলা (তালাক) দেয় অথবা স্বামীর দায়িত্বে যে মহর রয়েছে এর বিনিময়ে এক তালাক দেয় এবং স্ত্রীও সেই তালাক কবুল করে নেয়, অথচ স্বামীর একথা জানা আছে যে, মহরের কোন পাওনাই তার নিকট আর বাকী নেই, তাহলে খুলার ক্ষেত্রে কোন দেয় অপরিহার্য হওয়া ছাড়াই স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে। আর মহরের বিনিময়ে তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৯. মাসআলা : স্ত্রী যদি মহরের কিয়দংশ উসূল করে বাকী অংশ স্বামীকে হিবা করে দেয়। তারপর অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে সাথে সাথে খুলা করে তাহলে সে যে পরিমাণ মহর স্বামীর থেকে প্রাপ্ত হয়েছে, স্বামী ঐ পরিমাণ মাল বা টাকা স্ত্রী থেকে নিয়ে নিবে; এর বেশী নয়। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে এই শর্তে খুলা করে যে, স্ত্রী স্বামী থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছে সবই সে তাকে ফেরৎ দিয়ে দিবে। অথচ স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে যা প্রাপ্ত হয়েছিল তা সবই অন্য কোন মানুষের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে কিংবা অন্য কাউকে হিবা করে দিয়েছে। ফলে তার পক্ষে এই মালামাল স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় প্রাপ্ত মালামাল যদি نوات الأمثال (যা মূল্য হিসাবে লেনদেন করা হয়) বস্তু হয় তাহলে স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে ঐ বস্তুর মূল্য স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া। আর যদি প্রাপ্তবস্তু نوات القيم (এমন বস্তু যার অনুরূপ বস্তু রয়েছে) জাতীয় কোন বস্তু হয় তাহলে প্রাপ্ত বস্তুর অনুরূপ বস্তু স্বামীর নিকট হাওয়ালা করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : পুরুষ যদি কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরের বিনিময়ে বিয়ে করে তাকে বায়িন তালাক প্রদান করে, তারপর আবার মহর ধার্য করে তাকে পুনরায় বিবাহ করে এবং এরপর মহরের বিনিময়ে তাকে খুলা (তালাক) দেয়, তাহলে স্বামী প্রথমে ধার্যকৃত মহর থেকে মুক্ত হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বারে ধার্যকৃত মহর থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) বিবাহের সময় স্ত্রীর জন্য মহর ধার্য করেনি এমতাবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তার সাথে খুলা করে, তবে কোনরূপ উল্লেখ ছাড়াই স্বামীর উপর থেকে মুত'আ (معتة) রহিত হয়ে যাবে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে তার স্ত্রীর সাথে খুলা করার পর তার স্ত্রী খুলার বিনিময়ের মধ্যে আরো বাড়িয়ে দেয় তবে এই বর্ধিত অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। (তাজনীস ও মাযীদ) কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে এই শর্তে খুলা করে যে, স্ত্রী তাকে একটি বিয়ে করিয়ে দিবে এবং সে বিয়ের মহরেরও ব্যবস্থা করে দিবে, তাহলে এই স্ত্রী যে পরিমাণ মহরপ্রাপ্ত হয়েছিল সে তাই তার স্বামীর নিকট ফেরৎ দিবে। এর অতিরিক্ত কিছু নয়। (আল-হাভী : আল-কুদসী) কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে প্রদত্ত মহরের



টাকা ফেরৎ দেওয়া এবং নিজ সন্তানকে দু'বছর দুধপান করানোর বিনিময়ের উপর খুলা করে তবে তা জায়েয হবে। এবং এ অবস্থায় মহিলাকে দুগ্ধদানের জন্য বাধ্য করা হবে। যদি সে তা না করে অথবা দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি সন্তান মারা যায় তাহলে মহিলার উপর দুধ পান করানোর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব।<sup>১</sup>

১১. মাসআলা : কোন মহিলা যদি নিজ মহর, ইদ্দতকালের খোরপোষ এবং এই স্বামীর থেকে তার গর্ভে যে সন্তান জন্মেছে তার খাওয়া-দাওয়া ও লালন-পালন তিন বা দশ বছর পর্যন্ত তার দায়িত্বে; এই বিষয়াবলীর বিনিময়ের উপর স্বামীর সাথে খুলা করে তবে এ খুলা সহীহ হবে। এবং উপরোক্ত বিষয়াদি পূর্ণ করার জন্য মহিলাকে বাধ্য করা হবে। যদিও সন্তান প্রতিপালনের খরচাদির বিষয়টি অনির্দিষ্ট পরিমাণ। মহিলা যদি স্বামীর নিকট সন্তান রেখে পালিয়ে চলে যায়, তবে স্বামী চাইলে সন্তানের খোরপোষের ব্যয় পরিমাণ টাকা পয়সা স্ত্রীর থেকে উসূল করে নিতে পারবে এবং স্ত্রীও স্বামীর নিকট সন্তানের পোষাক পরিচ্ছদের দাবী করতে পারবে। অবশ্য যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে সন্তানের খোরপোষ ও পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়ার শর্তের উপর খুলা করা হয় তাহলে স্ত্রী স্বামীর নিকট সন্তানের পোষাকের দাবী করতে পারবে না। যদি ও লেবাস পোষাকের মূল্যের পরিমাণ অনির্দিষ্ট। উপরোক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে সন্তান চাই দুগ্ধপোষ্য হোক কিংবা দুধ ছাড়ানো হয়ে যাক উভয় অবস্থাতে হুকুম একই। (খুলাসা) স্ত্রী নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের বিনিময়ে খুলা করার পর যদি উক্ত বদলে খুলার বিনিময়ে সন্তানকে দুধপান করার জন্য তার স্বামী তাকে মজুর হিসাবে নিয়োগ করে, তবে তা জায়েয আছে। আর স্বামী এই শর্তে তার স্ত্রীকে মজুর নিয়োগ করে যে, দুধের বয়স শেষে সন্তানের খোরপোষ এবং লেবাস-পোষাক স্বামীই বহন করবে এবং স্ত্রী কেবল তাকে স্বামীর বাড়ীতে বসে দেখাশুনা করবে, তবে এভাবে খুলা করা জায়েয হবে না। (ফাতহুল কাদীর)

১২. মাসআলা : সন্তানকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখবে এ কথার উপর স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে খুলা করে তাহলে তা সহীহ হবে। তবে এ বিধান কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা পুত্র সন্তান হলে তাকে পুরুষ লোকদের আমল আখলাক; রীতি-নীতি সম্পর্কিত বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। আর সন্তান যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত মায়ের সাথে থাকে, তাহলে সে তো মহিলাদের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, পুরুষদের রীতি-নীতির সাথে তার কোন সম্পর্কই গড়ে উঠবে না। এতে যে অপূরণীয় ক্ষতি রয়েছে তা কারোই অজানা নয়। সন্তান প্রতিপালনের শর্তের উপর খুলা হওয়ার পর মা যদি অন্য কোন ব্যক্তির বিবাহে আবদ্ধ হয়ে যায়, তবে পিতা সন্তানকে তার মায়ের নিকট থেকে নিয়ে নিবে। যদিও পিতামাতা উভয়ে এ ব্যাপারে একমত হয় তথাপিও সন্তানকে এ মহিলার নিকট রাখা যাবে না। কেননা এটা সন্তানের হক। আর তার এ হক কোনভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। কাজেই দেখতে হবে এই পরিমাণ সময় সন্তান প্রতিপালনের পারিশ্রমিক কত

১. অর্থাৎ সন্তানের পিতা অন্য কোন মহিলার দ্বারা বিনিময়ে নিজ সন্তানকে দুধ পান করাল; তাহলে এই দুধ পান করানোর বিনিময় স্ত্রীর নিকট থেকে আদায় করে নিবে। (সম্পাদক)

হতে পারে। সে পরিমাণ টাকা স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে নিয়ে নিবে। উল্লেখ্য যে, মুদত নির্ধারিত করলেই সন্তান প্রতিপালনের উপর খুলা সহীহ হবে। আর মুদত নির্ধারণ না করলে খুলা সহীহ হবে না। চাই সন্তান দুগ্ধপোষ্য হোক বা তার দুধ ছাড়ানো হয়ে থাকে। 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সন্তান যদি দুধ পানের মুদতের ভেতরে থাকে তাহলে তার লালন-পালনের উপর খুলা সহীহ হবে। আর মুদত নির্ধারণ না করলে খুলা সহীহ হবে না। চাই সন্তান দুগ্ধপোষ্য হোক বা তার দুধ ছাড়ানো হয়ে যাক। 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সন্তান যদি দুধ পানের মুদতের ভেতরে থাকে তাহলে তার লালন পালনের উপর খুলা সহীহ হবে। যদিও মুদত নির্দিষ্ট না করা হয়। এ অবস্থায় তাকে দু'বছর পর্যন্ত দুধ পা করানো হবে। (খুলাসা)

১৩. মাসআলা : ইবন সিম'আ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, কোন মহিলা যদি তার স্বামীর নিকট প্রাপ্ত মহর এবং তার গর্ভে যে সন্তান আছে সে সন্তান জন্মের পর তাকে দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করানোর বিনিময়ের উপর খুলা করে তবে তা জায়েয আছে। যদি বাচ্চা হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায় কিংবা ঐ মহিলার পেটে আদৌ কোন সন্তান না থাকে, তাহলে মহিলা তার স্বামীর নিকট দু'বছর পরিমাণ দুধ পান করানোর মূল্য পরিশোধ করে দিবে। সন্তান যদি এক বছর পরে মারা যায়, তবে এক বছরের দুধ পান করানোর মূল্য স্ত্রীর নিকট হতে ফেরত নেবে। এমনভাবে যদি মহিলা নিজে মারা যায় তাহলেও দুধের মূল্য তাকে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ওয়ারিসগণ পরিশোধ করবে। আর যদি মহিলা দশ বছর দুধ পান করানোর কথা বলে তাহলে স্বামী দুই বছর দুধপান করানো এবং আট বছর খোরপোষ দেওয়ার ব্যয় তার থেকে উসূল করে নিবে। কিন্তু খুলা করার সময় মহিলা যদি স্পষ্টভাবে বলে যে, যদি সন্তান মারা যায় কিংবা সে নিজে মারা যায় তাহলে আমার উপর কোন কিছু বর্তাবে না, তবে সে যেরূপ শর্ত করেছে ফয়সালা ঠিক অনুরূপই হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এ কথা বলেছেন। (ফাতহুল কাদীর) কোন অভাবী ও বিত্তহীন মহিলা যদি তার স্বামীর সন্তানকে দশ বছর খোরপোষ দিবে বলে এবং এর উপর যদি স্বামী তার সাথে খুলা করে, এরপর উক্ত মহিলা যদি স্বামীর নিকট সন্তানের খোরপোষ দাবী করে, তাহলে স্বামীকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। আর যে খোরপোষের কথা শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা স্ত্রীর উপর ঋণ হিসাবে থাকবে। এটিই নির্ভরযোগ্য অভিমত। অর্থাৎ স্বামী সন্তানের দশ বছরের খোরপোষের ব্যয় বহন করবে, আর স্ত্রী যে পরিমাণ খোরপোষের উপর খুলা করেছে, সেটা স্বামীকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। (গয়াতুস সুবুজী)

১৪. মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এই কথার উপর খুলা তালাক প্রদান করে যে, তাদের যে সন্তান রয়েছে সে সন্তান নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর্যন্ত তার পিতার নিকট থাকবে, তবে খুলা সহীহ হবে এবং শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা নাবালিগ সন্তান মায়ের কাছে থাকা এটা সন্তানের হক। এ হক পিতা-মাতা কর্তৃক বাতিল করণের কারণে বাতিল হবে না। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এই শর্তে তালাক দেয় যে, স্ত্রী তার সন্তানকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত নিজ খরচে লালন পালন করবে এবং এই শর্তে যে, স্ত্রী



তার পাওনা মহর ছেড়ে দিবে। যদি সন্তান নিজের কাছে রাখতে অস্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে। এরপরও সে যদি তা না করে তবে এ সন্তান বালিগ হওয়া পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণে যে পরিমাণ ব্যয় হবে তা পরিশোধ করা স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে। কোন মহিলা যদি এই শর্তের উপর খুলা করে যে, তার খোরপোষ এবং বাসস্থান লাগবে না, তাহলে খুলা হয়ে যাবে এবং স্বামী তাকে খোরপোষ প্রদান করার দায়িত্ব হতে মুক্তও হয়ে যাবে। কিন্তু বাসস্থান প্রদানের দায়িত্ব হতে মুক্ত হবে না। আর যদি মহিলা এই শর্তে খুলা করে যে, বাসস্থানের দায়দায়িত্ব মহিলার উপর থাকবে, তাহলে স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে স্বামী বা অন্য কারো নিকট থেকে একটি ঘর ভাড়া করে তথায় ইদ্দত পালন করা। স্ত্রী তার স্বামীর সাথে এই শর্তে খুলা করে যে, তার গর্ভ হতে তার স্বামীর যে সন্তান লাভ করেছে সে যতদিন বেঁচে থাকবে উক্ত মহিলা তত দিন পর্যন্ত তার ব্যয় নির্বাহ করবে। এ অবস্থায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে তার প্রাপ্ত মহরের টাকা স্বামীর নিকট ফেরৎ দিয়ে দেওয়া। স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে এই শর্তে খুলা করে যে, তার মহরানার যাবতীয় পাওনা তার সন্তান পাবে অথবা অমুক আত্মীয় ব্যক্তি পাবে। এ অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, এভাবে খুলা করলে খুলাতো জায়েয হবে কিন্তু মহরানার প্রাপ্য হক্কার স্বামী হবে, সন্তান বা অনাত্মীয় ব্যক্তি হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৫. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার নফসকে খুলা (তালাক) করে নাও। স্ত্রী বলল, আমি আমার নফসকে তোমার থেকে খুলা করে নিলাম। অতঃপর স্বামী এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দিল, তাহলে এ খুলা মাল অপরিহার্য হওয়া ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে 'তুমি তোমার নফসকে খুলা (তালাক) প্রদান কর।' বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি আমার নফসকে খুলা করে নিলাম, তাহলে মাল অপরিহার্য হওয়া ব্যতীত এই খুলা গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ খুলার বিনিময়ে মাল অপরিহার্য হবেই। কিন্তু মাল ছাড়া খুলা সম্পাদিত হওয়ার নিয়্যত করলে তা অবশ্য মাল অপরিহার্য হওয়া ছাড়াই সম্পাদিত হবে। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে খুলা (তালাক) প্রদান কর। তাহলে মাল ছাড়া ঐ মহিলাকে খুলা করা তার জন্য জায়েয হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) স্বামী তার স্ত্রীকে **اُخْلَعِي نَفْسَكَ** (তুমি তোমাকে খুলা করে নাও) বলার পর সে যদি বলে **طَلَقْتُ نَفْسِي** (আমি আমার নফসকে তালাক দিলাম) তাহলে খুলার বিনিময়ে মাল প্রদান করা স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে। কিন্তু স্বামী যদি মাল ছাড়া খুলা প্রদানের নিয়্যত করে তাহলে স্ত্রীর উপর মাল অপরিহার্য হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

১৬. মাসআলা : স্ত্রী তার স্বামীর নিকট 'আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করে দিন' বলার পর স্বামী যদি বলে 'তোমাকে তালাক', তাহলে এই অবস্থায় খুলা হবে না তালাক হবে? এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, স্বামীর বক্তব্য স্ত্রীর বক্তব্যের জওয়াব হিসেবে গৃহীত হবে এবং খুলা পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু কারো কারো মতে, এতে তালাক পতিত হবে খুলা হবে না। কিন্তু

স্বামীর বক্তব্যকে জবাব হিসেবে গণ্য করাই পসন্দনীয় অভিমত। কিন্তু স্বামীর বক্তব্যের পর সে নিজেই যদি বলে, এর দ্বারা জবাব প্রদানের ইচ্ছা করিনি। তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং এই তালাক কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া ব্যতীতই পতিত হবে। এমনিভাবে স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে, **اُخْلَعْتُ مِنْكَ** (আমি তোমার থেকে খুলা করলাম) এবং প্রতি উত্তরে স্বামী বলে **طَلَقْتُكَ** (আমি তোমাকে তালাক দিলাম) তাহলে কোন কোন ফকীহ-এর মতে স্বামীর এই বক্তব্য জবাব হিসেবে গ্রহীত হবে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে খুলা সংঘটিত হয়ে যাবে। কিন্তু অপরপন ফকীহগণের এক তালাকে রাজস্ট পতিত হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, এ অবস্থায় স্বামীর নিয়্যত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যদি বলে, এর দ্বারা আমি জবাব দানের নিয়্যত করেছি, তবে তা জবাব হিসাবে গৃহীত হবে। আর উক্ত ফকীহ-এর মতে পূর্বে উল্লেখিত অবস্থায় ও স্বামীর নিয়্যত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৭. মাসআলা : স্ত্রী **اُخْلَعْنِي بِكَذَا** (আমাকে এই পরিমাণ টাকার বিনিময়ে খুলা করে দিন) বলার পর জবাবে স্বামী যদি বলে, **طَلَقْتُكَ بِالسَّنَةِ** (আমি তোমাকে স্নাত তালাক দিলাম) তাহলে এতে তালাকই পতিত হবে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। (গায়াতুস সুবুহী) এক মহিলা তার স্বামীকে **اُخْلَعْنِي** (আমাকে খুলা করে দাও) বলল, অথবা বলল, আমি আমাকে খরীদ করে নিলাম। অতঃপর স্বামী তার কথার জবাব দিয়ে বলল, তুমি তালাক। তাহলে তার এ বক্তব্য 'আমি খুলা করে দিলাম' এ অনুরূপ বলে ধর্তব্য হবে। 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ফাতওয়া হুস্বে এই কথার উপর যে, স্বামী যদি তার উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা জবাব প্রদানের ইচ্ছা করে তবে তা জবাব হিসেবে গ্রহীত হবে। আর যদি স্বামী বলে যে, আমি এক তালাক বিক্রি করলাম তবে তার এ কথা নিয়্যত করা ছাড়াই জবাব হিসেবে গৃহীত হবে। উস্তাদ যহীরুদ্দীন (র.) বলেন, 'তোমাকে তালাক অথবা আমি তোমাকে এক তালাক দিয়ে মুক্ত করে দিলাম' বাক্যদ্বয় নিয়্যত ছাড়াই স্ত্রীর কথার জবাব হিসেবে গৃহীত হবে। 'মুহীত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শামসুল ইসলাম উয্জুনদী (র.) এর ফাতওয়া অনুরূপই। এটাই সহীহ অভিমত। (খুলাসা) এ অবস্থায় স্বামী মহর প্রদানের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে কিনা, এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, স্বামী মহর থেকে মুক্ত হবে না। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। (যখীরা)

১৮. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, মহর এবং ইদ্দতের খোরপোষের বিনিময়ে তুমি আমার থেকে তিন তালাক বিক্রি করেছে অথবা আমার নিকট থেকে তা খরীদ করে নিয়েছো। এ কথা শুনে স্ত্রী বলল, হাঁ আমি খরীদ করে নিয়েছি। তাহলে সহীহ মতে, স্ত্রীর বক্তব্যের পর স্বামী **بَعْتُ** (আমি বিক্রি করেছি) না বলা পর্যন্ত এতে তালাক হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কিন্তু স্বামী যদি তার বক্তব্যের দ্বারা তালাকের বিষয়টিকে মযবুত করার ইচ্ছা করে, দরদাম ঠিক করার ইচ্ছা না করে তবে **بَعْتُ** বলা ছাড়াও তালাক পতিত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তোমার মহর এবং ইদ্দত কালের খোরপোষের বিনিময়ে তুমি আমার নিকট হতে তিন তালাক খরীদ করে নাও', তারপর



স্ত্রী বলে, আমি খরীদ করে নিলাম, তবে তাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমার মহর এবং তোমার ইদ্দতকালের খোরপোষের বিনিময়ে আমি তোমার নিকট তিন তালাক বিক্রি করলাম। অতঃপর তার স্ত্রী প্রতি উত্তরে اشتریت (আমি খরীদ করলাম) না বলে بعث (আমি বিক্রি করলাম) বলল। তাহলে ফকীহ আবুল লায়স (র.) এর মতে, এতে তালাক হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া। স্ত্রী স্বামীকে বলল, আমি আমার মহর এবং ইদ্দতকালের খোরপোষ তোমার নিকট বিক্রয় করে দিলাম। অতঃপর স্বামী বল, আমি খরীদ করে নিলাম। সুতরাং তুমি উঠে যাও। এ কথার পর স্ত্রী উঠে চলে গেল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এতে তালাক হবে না। কিন্তু সতর্কতাবশতঃ বিবাহ দুহরিয়ে নেওয়া উত্তম। যদি এর পূর্বে ঐ মহিলার উপর দুই তালাক পতিত না হয়ে থাকে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমার মহর ও ইদ্দতের খোরপোষের বিনিময়ে আমি তোমার নিকট তালাক বিক্রি করলাম'। তারপর স্ত্রী বলল, আমি আমার রুহসহ তা খরীদ করলাম। তাহলে এতে স্ত্রীর উপর তালাক হয়ে যাবে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

১৯. মাসআলা : এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, আমি আমার তালাককে বিক্রি করে দিলাম, হিবা করে দিলাম অথবা বলল, আমি তোমাকে এর মালিক বানিয়ে দিলাম। তারপর স্বামী বলল, আমি তা কবুল করে নিলাম এবং সে এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করল, তবে এতে তালাক পতিত হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমার মহর এবং ইদ্দতের খোরপোষ এর বিনিময়ে আমি তোমার নিকট তালাক বিক্রি করলাম, যেমন নবী করীম (স)-এর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আ.) আগমন করেছেন। একথা শুনে স্ত্রী বলল, আমি তা কবুল করে নিলাম। এই মহিলার বিধান কি হবে? এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, যদি উক্ত মহিলা ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র থাকে এবং তার স্বামী তার এই পবিত্র অবস্থায় তার সাথে সহবাস না করে থাকে তবে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী বলল, তোমার মহরের বিনিময়ে আমি তোমার নিকট এক তালাক বিক্রি করলাম। এ কথা শুনে স্ত্রী যদি বলে طلاق (আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম) তবে সে তার মহরের বিনিময়ে স্বামী থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে طلاق শব্দটি اشتریت (আমি তা খরীদ করলাম) এর অনুরূপ বলেই গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, এতে রাজঈ তালাক পতিত হবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই বিশুদ্ধতম। আর স্বামী 'আমি তোমার নিকট এক তালাক বিক্রি করলাম' বলার পর স্ত্রী যদি বলে, আমি তা খরীদ করে নিলাম তবে এ অবস্থায় কোন কিছু অপরিহার্য হওয়া ছাড়াই স্ত্রীর উপর রাজঈ তালাক পতিত হবে। কেননা, এটি তালাকের ক্ষেত্রে সরীহ (স্পষ্ট) শব্দ। (মুহীতঃ সারাখসী)

২০. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমি তোমার নিকট এক তালাক বিক্রি করলাম এবং এ কথাটি সে তিনবার বলল। স্বামীর কথার পর স্ত্রী প্রত্যেকে বারই বলল, আমি তা ক্রয় করে নিলাম। এ অবস্থায় স্বামী যদি বলে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আমি যে কথা বলেছি এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্যে

হচ্ছে—প্রথমটি সম্পর্কে খবর দেওয়া এবং প্রথমটিকে তাকীদ করাও মযবুত করা, অহলে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে না। কাজেই মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে এবং তিন হাজার দিরহাম তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) খুলাসা এবং ইমাম কুরদুরী (র) কর্তৃক প্রণীত 'ওয়াজীয' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। ফকীহ (আবুল লায়স) (র) ও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। (ইতাবিয়া) স্বামী তার স্ত্রীকে قد خلعتك (আমি তোমাকে খুলা করে দিলাম) বলে, যদি এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাক পতিত হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে তিনবার বলল, তুমি মহরের যে মাল আমার কাছে পাবে তার বিনিময়ে আমি তোমাকে খুলা করে দিলাম। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি তা কবুল করে নিলাম অথবা বলল, আমি এতে রাযী আছি, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা স্ত্রী যেহেতু এ ব্যাপারে কথা বলেছে তাই তার কথার ভিত্তিতেই এই তিন তালাক পতিত হবে। স্বামী স্ত্রীকে বলল, আমি তোমার থেকে দায়মুক্ত, আমি তোমার থেকে দায়মুক্ত, আমি তোমার থেকে দায়মুক্ত। কিন্তু সে কোন কিছুর নাম খাসভাবে উল্লেখ করেনি। একথা শুনে স্ত্রী বলল, আমি এ ব্যাপারে রাযী আছি অথবা সে বলল, আমি এ বিষয়ের অনুমতি প্রদান করলাম, তাহলে কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া ব্যতিরেকেই তিন তালাক পতিত হবে। স্ত্রী বলল, এক হাজারের বিনিময়ে আমি আমার নফসকে তোমার থেকে খুলা করে নিলাম, এক হাজারের বিনিময়ে আমি আমার নফসকে তোমার থেকে খুলা করে নিলাম, এক হাজারের বিনিময়ে আমি আমার নফসকে তোমার থেকে খুলা করে নিলাম। এরপর স্বামী বলল, আমি এর অনুমতি প্রদান করলাম অথবা বলল, আমি এ ব্যাপারে রাযী আছি। তাহলে তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক পতিত হবে। (খুলাসা)

২১. মাসআলা : স্বামী স্ত্রীকে বলল, আমি এক হাজারের বিনিময়ে তোমার বিষয় (امر) কে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। অতঃপর স্ত্রী ঐ মজলিসেই বলল, আমি আমার নফসকে ইখতিয়ার করে নিলাম। তাহলে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক পতিত হবে। স্ত্রীর পরিধেয় কামীস ব্যতীত তার সমুদয় মহর এবং ঘরে রক্ষিত স্ত্রীর যাবতীয় মালামালের বিনিময়ে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট তার তালাক বিক্রি করল। তারপর স্ত্রী বলল, আমি তা খরীদ করে নিলাম। অথচ তার গায়ে মূল্যবান অলংকারাদি এবং বহু পোষাক পরিচ্ছদ রয়েছে। এমতাবস্থায় ঘরে রক্ষিত স্ত্রীর সমুদয় মালামাল ও মহরের বিনিময়ে বায়েন তালাক পতিত হবে এবং তার গায়ে যে সব পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি রয়েছে এ সবগুলো স্ত্রীর থাকবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট তালাক বিক্রি করল, তার নিকট স্ত্রীর পাওনা মহরের বিনিময়ে। অথচ স্বামী এ কথা জানে যে, স্ত্রীর কোন মহরই তার নিকটে বাকী নেই, তাহলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এর বিনিময়ে আমি আমার নফসকে আপনার থেকে খরীদ করে নিলাম।<sup>১</sup>

১. অথবা স্ত্রী বলল, اشترى نفسى منك بما اعطيت, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এর বিনিময়ে আমি আমার নফসকে আপনার থেকে খরীদ করে নিচ্ছি অথবা নিব। এর হকুমও পূর্বোক্ত বাক্যের অনুরূপ। (অনুবাদক)



কেননা ফারসী ভাষায় ঈজাবের শব্দ ভিন্ন। এবং ওয়াদার শব্দ ভিন্ন। ঈজাবের জন্য حمى শব্দ এবং ওয়াদার জন্য حزم শব্দ ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিষয়টি ধর্তব্য হবে। এ বক্তব্যের দ্বারা মহিলার ঈজাব (কোন কিছু ওয়াজিব করা) উদ্দেশ্য ছিল, ওয়াদা করা উদ্দেশ্য ছিল না। একথা শুনে স্বামী বলল, আমি দিয়ে দিলাম, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা আরবী ভাষায় বলে, اشترى نفسى (আমি আমার নফসকে খরীদ করে নিচ্ছি বা নিব)। কিন্তু যদি ফারসী ভাষায় حمى বলে এবং মাসআলা পূর্ববৎ থাকে, তাহলে কথা তো সহীহ হবে। কিন্তু মহিলার নিয়্যত ধর্তব্য হবে না। আর যদি حزم বলে তাহলে ঈজাবের জন্য এ কথা সহীহ হবে না এবং মহিলার নিয়্যতও ধর্তব্য হবে না। কিন্তু আরবী ভাষায় ঈজাব এবং ওয়াদা উভয়ের জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর তা হল اشترى نفسى। কাজেই এ ক্ষেত্রে মহিলার নিয়্যত ধর্তব্য হবে। এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, আমি আমার মরহর তোমাকে হিবা করে দিলাম। এপর বলল, আমাকে এর বিনিময় দাও। এ কথা শুনে স্বামী বলল, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে তিন তালাক প্রদান করলাম। তাহলে এ মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। (তাজনীস ও মাহীদ)

২২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ভূণাকৃত একটি মাথা খরীদ (গরু, খাসী ইত্যাদি হালাল জানোয়ারের আস্ত ভূণাকৃত মাথা খরীদ করতে, বলল) করার জন্য আদেশ করলে স্ত্রী তা খরীদ করল। অতঃপর স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করল, سرخریدی (মাথা খরীদ করেছো কী?) এ অবস্থায় স্বামী হয়তো তাকে ভূণাকৃত মাথা খরীদ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে মনে করে স্ত্রী বলল, خردم (হা, খরীদ করেছি) এবং স্বামী বলল فرختم (আমি বিক্রি করেছি) তাহলে এতে খুলা সহীহ হবে না। কিন্তু তালাকের নিয়্যত করলে তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) বৈঠকে উপস্থিত লোকেরা জনৈক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, মরহর, ইদ্দতের খোরপোষ ইত্যাদি হকের বিনিময়ে তুমি কি তোমার নফসকে এক তালাকের সাথে খরীদ করে নিয়েছি। অতঃপর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি তা বিক্রি করেছো। জবাবে সে বলল, হ্যাঁ, বিক্রি করেছি, তাহলে খুলা সহীহ হবে এবং স্বামী দায়িত্ব মুক্ত বলে গণ্য হবে। যদিও প্রশ্নকারীগণ তাকে এ কথা বলেনি যে, اشتریت (তুমি কি তোমার নফসকে তার থেকে খরীদ করে নিয়েছো?) কেননা মহিলা নফসকে ক্রয় করার বিষয়টি স্বামীর নিকট হতেই সাধারণত হয়ে থাকে। কাজেই তার থেকে (منه) শব্দটি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) এর উপরই ফাতওয়া। (খুলাসা) এক মহিলা তার স্বামীর সাথে খুলা করার ইচ্ছা করছে। এমতাবস্থায় সমাজের কতিপয় লোক উপস্থিত হয়ে প্রথমে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, স্বামীর উপর তোমার যে হক রয়েছে তার বিনিময়ে তুমি কি তোমার নফসকে খরীদ করে নিয়েছো? জবাবে সে বলল হ্যাঁ, খরীদ করে নিয়েছি। তারপর তারা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বিক্রি করেছো? উত্তরে স্বামী বলল হ্যাঁ, বিক্রি করেছি। অথচ তার মনে এ ধারণা

ছিল যে, সে তার নিকট ঘরের কিছু মাল সামান বিক্রি করেছে। তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তালাক হয়ে যাবে। জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে এক তালাকের জন্য খুলা করে দিল। পরে তার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করল, তুমি এরূপ করলে কেন? উত্তরে সে বলল, চলে যাও তিনবার। এরূপ কথাতে কিছুই পতিত হবে না। কেননা এ জাতীয় বাক্যে কোন কিছু ওয়াজিব করে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে খুলা করার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কতটির নিয়্যত করেছ? সে বলল, সে যতটি ইচ্ছা করে, এ অবস্থায় স্বামী যদি কোন কিছুর নিয়্যত না করে তবে এক তালাক পতিত হবে। এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, আমাকে খুলা করে দিন এবং সে এও বলল যে, আমি তিনটি চাই। এরপর স্বামী বলল, তিনবার। অতঃপর স্বামী তাকে এক তালাকের সাথে খুলা করে দিল। তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। কেননা স্বামীর কথা 'তিনবার' এর দ্বারা কিছুই পতিত হবে না। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যে যে বস্তু খুলার বিনিময় (বদল) হতে পারে এবং যে যে বস্তু খুলার বিনিময় হতে পারে না

১. মাসআলা : যে যে বস্তু বিবাহে মরহর হতে পারে সে সে বস্তু খুলার বিনিময়ও হতে পারে। (হিদায়া) যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হয়ে শরাব, শূকর, মরা জন্তু বা রক্তকে খুলার বদলা সাব্যস্ত করে এবং স্বামীও তা মেনে নেয় তবে এর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।<sup>১</sup> এ অবস্থায় স্ত্রীর উপর কোন কিছু দেয়া ওয়াজিব হবে না এবং যে মরহর সে উসূল করেছে এর থেকে সামান্য পরিমাণও স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া তার উপর জরুরী হবে না। (আল-হাভী : আল-কুদসী) যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সাথে নিজ গোলামের বিনিময়ে খুলা করে অথবা নিজ গোলামের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে স্ত্রীর উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না।<sup>২</sup> তবে তালাক পতিত হওয়ার কারণে স্বামীর পক্ষ হতে এ খুলা কবুল করে নেওয়া অপরিহার্য।

খুলার যে যে অবস্থায় মাল ওয়াজিব হয় না সে সে অবস্থায় খুলা যদি খুলা বা বেচাকেনা (بيع) প্রকাশক শব্দ দ্বারা সংঘটিত হয় তাহলে এ অবস্থায় বায়িন তালাক পতিত হবে। আর খুলা যদি 'তালাক' শব্দ দ্বারা সংঘটিত হয় এবং যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় রাজস্ তালাক পতিত হবে। সুতরাং শরাবের বিনিময়ে অথবা মরহর ছাড়া স্বামীর উপর স্ত্রীর যা পাওনা আছে তা থেকে মুক্ত করে দেওয়ার বিনিময়ে অথবা স্ত্রী স্বামীর কোন দেনাদারকে যথা সময়ে উপস্থিত করে দেওয়ার জামিন হয়েছিল, সেই ব্যক্তিকে হাজির করার দায় মুক্তের বিনিময়ে অথবা স্ত্রীর স্বামীর নিকট যা কিছু পাওনা রয়েছে তা বিলম্বে আদায় করার বিনিময়ে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে এ দায়মুক্ত করা এবং ঋণ বিলম্বে পরিশোধের অনুমতি প্রদান করা

১. অর্থাৎ এমন বস্তু যার মালিকানা লাভ, লেন-দেন করা কোন মুসলিমের পক্ষে বৈধ নয়। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ স্বামীর নিজের মালের বিনিময়ে খুলা করতে সম্মত হয়ে গেল, অথচ খুলা তো হয় স্ত্রীর পক্ষ হতে মালের বিনিময়ে বিচ্ছেদ লাভ করা। (সম্পাদক)



সবই সহীহ হবে। যদি এসব বিষয়াদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর এ অবস্থায় রাজস্বী তালাক পতিত হবে। (ইত্যবিয়া)

২. মাসআলা : যদি খুলার মধ্যে এমন বস্তুর নামকরণ করা হয় যা মাল হতে পারে; আবার নাও হতে পারে, যেমন—মহিলা তার ঘরে রক্ষিত বস্তুর উপর বা তার হাতে যে জিনিষ আছে এর উপর খুলা করল। তাহলে দেখতে হবে, যদি তার হাতে বা ঘরে ঐ মুহূর্তে কোন বস্তু থাকে তবে এর হকদার স্বামী হবে। আর যদি ঘরে বা হাতে কোন কিছু না থাকে তাহলে স্বামী কোন কিছুর হকদার হবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলা যদি তার বক্রীর পেটে যা আছে বা দাসীর পেটে যা আছে এর উপর খুলা করে এবং বাচ্চার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি মহিলা খুলার মধ্যে এমন বস্তুর কথা বলে যা মাল বটে; কিন্তু বর্তমানে মওজুদ নেই। ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে, যেমন মহিলা খুলা করল তার নিজের খেজুর বৃক্ষের ফলের উপর যা এ বছর নির্দিষ্ট সময়ে বৃক্ষের ফলবে ও পাকবে। অথবা এমন মালামালের উপর যা সে এ বছর উপার্জন করবে, তাহলে উক্ত মহিলার উপর ওয়াজিব হবে সে যে পরিমাণ মহর উসূল করেছে ঐ পরিমাণ মহর স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া। চাই উল্লেখিত বস্তু পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক। যদি মহিলা খুলার মধ্যে এমন বস্তুর কথা বলে যা মাল এবং তা মওজুদ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু এর পরিমাণ জানা নেই, যেমন মহিলা খুলা করল ঐ মালা মালের উপর যা তার ঘরে বা হাতে আছে অথবা খুলা করল গাছের ফল-ফলাদির উপর অথবা খুলা করল বক্রীর পেটের বাচ্চার উপর অথবা খুলা করল বক্রীর স্তনের দুধের উপর, তাহলে দেখতে হবে, যদি খুলাতে উল্লেখিত বস্তুসমূহ উপস্থিত ক্ষেত্রে মওজুদ থাকে তবে স্বামী এগুলোই প্রাপ্ত হবে। আর যদি এগুলো বাস্তবভাবে না থাকে তবে স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে যে মহর উসূল করেছে তা ফেরৎ দেওয়া স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে।

৩. মাসআলা : যদি মহিলা খুলার মধ্যে এমন বস্তুর কথা উল্লেখ করে যা মাল এবং যার পরিমাণ নির্দিষ্ট। যেমন—মহিলা খুলা করল তার হাতে রক্ষিত দারাহিম (دراهم) দিরহাম -এর বহুবচন), বা ফুলুস (فلوس) ফালসুন-এর বহুবচন) এর উপর। কেননা দারাহিম নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে তিন। এতে বুঝা যায় যে, দারাহিম বললে<sup>২</sup> এর পরিমাণ সুনির্দিষ্টই হয়ে থাকে। কাজেই যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে মহিলার হাতে তিন বা তিনের অধিক দিরহাম থাকে তবে স্বামী এগুলোই পাবে। আর যদি তার হাতে কোন কিছুই বা থাকে তবে দিরহাম বা দীনারের ক্ষেত্রে ওয়ন হিসাবে স্বামী তিন দিরহাম বা দীনার পাবে এবং ফুলুস ও পয়সার ক্ষেত্রে গণনার ভিত্তিতে তিন পয়সা পাবে। যদি মহিলার হাতে দুই দিরহাম থাকে তবে তিন পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য মহিলাকে হুকুম করা হবে। যদি মহিলা

১. আমাদের পরিভাষায় পয়সা।

২. অনুরূপভাবে দীনার, ফলমূল ব্যাপারেও, অর্থাৎ স্ত্রী এসব মুদ্রার বহুবচনের উল্লেখ করেছে, বহু বচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা তিন। (অনুবাদক)

খুলার মধ্যে এমন বস্তুর কথা উল্লেখ করে, যা মাল। কিন্তু ইশারা করে এমন বস্তুর দিকে যা মাল নয়, যেমন সে খুলা করল রক্ষিত এক মটকা সিরকার উপর এবং এ সময় সে এর দিকে ইশারাও করল। কিন্তু মটকায় শরাব পাওয়া গেল, তবে যদি স্বামীর জানা থাকে যে, এতে শরাব আছে, তাহলে সে কিছুই পাবে না। আর যদি জানা না থাকে তবে সে তার স্ত্রীকে যে মহর দিয়েছে তা ফেরৎ নিয়ে নিবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। (মুহীত)

৪. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার নির্দিষ্ট গোলাম প্রদানের শর্তে খুলা (তালাক) দেয় এবং এরপর প্রকাশ পায় যে, উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে গেছে বা মারা গিয়েছে, তাহলে স্বামী তাকে যা কিছু দিয়েছে তা তাকে ফেরৎ দিয়ে দিবে। যদি প্রকাশ পায় যে, ঐ গোলামের মালিক স্ত্রী নয় বরং অন্য কোন ব্যক্তি, তবে মহিলা স্বামীর নিকট গোলামের বাজার মূল্য প্রত্যর্পণ করবে। আর যদি একথা প্রকাশ পায় যে, উক্ত গোলাম **مُبَاحُ الدِّمِ** (যাকে হত্যা করা শরী'আতে বৈধ) তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে গোলামের বাজার মূল্য উসূল করে নিবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে এতে স্বামীর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর এক হাজার টাকা মূল্যের গোলামের বিনিময়ে এই শর্তে খুলা করে যে, স্বামী স্ত্রীকে এক হাজার টাকা প্রদান করবে; এমতাবস্থায় যদি অন্য কারো উক্ত গোলামের মালিকানার প্রকাশ পায় এবং সেজন্যই ব্যক্তি গোলাম নিয়ে যায়, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে এক হাজার দিরহাম ফেরৎ নিবে এবং গোলামের নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেক ফেরৎ নিবে। কেননা গোলামের অর্ধেক এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে। যেহেতু মালিকানার দাবীতে ঐ গোলাম নিয়ে গিয়েছে, কাজেই এর অর্ধেকের মূল্য অর্থাৎ এক হাজার স্বামী ফেরত পাবে। আর গোলামের বাকী অর্ধেক ছিল খুলার বিনিময়, কাজেই গোলামের বাজার মূল্যের অর্ধেকও স্বামী পাবে। (ইত্যবিয়া) যদি কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে ঘর ও ইন্দ্রতের খোরপোষের বিনিময়ে এই শর্তে খুলা করে যে, স্বামী তাকে বিশ দিরহাম প্রদান করবে, তবে খুলা সহীহ হবে এবং স্বামীর উপর বিশ দিরহাম পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৫. মাসআলা : মহিলা যদি পলাতক গোলামের বিনিময়ে এই শর্তে খুলা করে যে সে তার দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত তবে সে এর দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হবে না। কাজেই যদি এই গোলাম তার হাতে আসে, তাহলে এই নির্দিষ্ট গোলামই স্বামীর নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। আর যদি সে গোলাম পৌঁছাতে সক্ষম না হয়। তবে এর মূল্য স্বামীর নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে বিশেষ ধরনের জন্তুর বিনিময়ে খুলা করে এবং এর গুণাগুণ বর্ণনা করে দেয়, যেমন ঘোড়া, খচ্চর গাধা ইত্যাদি তবে খুলা জায়েয হবে এবং সে একটি মধ্যম ধরনের জানোয়ার পাবে। তবে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে তাকে ঐ ধরনের কোন পশু দিবে অথবা এর



মূল্য পরিশোধ করবে। আর স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন পশুর বিনিময়ে খুলা করে, কিন্তু পশুর গুণাগুণ বর্ণনা না করে, তবে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে এবং বিবাহের মাধ্যমে উক্ত মহিলা যে বস্তু (মহর) এর মালিকানা হাসিল করেছে তা স্বামীর নিকট ফেরৎ দিয়ে দিবে। (ইয়ানাবী) নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের উপর যদি পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে খুলা করে, কিন্তু পরে তার নিকট নষ্ট দিরহাম পায়, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে উত্তম ধরনের দিরহাম নিয়ে নিবে। অনুরূপভাবে হিরভী কাপড়ের বিনিময়ে খুলা করার পর যদি দেখা যায় যে সেগুলো হিরভী কাপড় নয় বরং মরভী কাপড় তাহলে স্বামী তার নিকট হতে মধ্যম ধরনের হিরভী কাপড় উসূল করে নিবে।<sup>১</sup> (মুহীত : সারাখসী) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে খুলা করে দিলাম। স্ত্রী বলল, আমি কবুল করে নিলাম। তাহলে এতে মহর রহিত হবে না। কিন্তু স্বামীর বক্তব্যের কারণে স্ত্রীর উপর বায়িন তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী এর নিয়্যত করে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কবুল করা না করার কোন দখল নেই। কাজেই স্বামী তালাকের নিয়্যত করার পর স্ত্রী যদি তা কবুল না করে তথাপিও বায়িন তালাক পতিত হবে। কিন্তু স্বামী যদি বলে, আমি তালাকের নিয়্যত করিনি, তবে তালাক পতিত হবে না এবং স্বামীর কথা দিয়ানাতান ও আইনের দৃষ্টিতে উভয়ভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে খুলা করে এবং বিনিময়ের কথা উল্লেখ না করে তবে সহীহ মতানুসারে তারা উভয়েই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যদি স্ত্রীর মহরানার হক স্বামীর উপর বাকী না থাকে; তবে যে মহর স্বামী তাকে দিয়েছে সে স্বামীকে ফেরৎ দিয়ে দিবে। কেননা সাধারণ নিয়ম অনুসারে খুলার কথা বললে সেখানে মালের কথাটিও এসে যায়। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী : খুলাসা)

৬. মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ মালের উপর খুলা করে দিলাম এবং এ সময় সে নির্ধারিত পরিমাণ মালের কথা বলে তাহলে স্ত্রী স্বামীর বক্তব্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না।<sup>২</sup> স্বামীর বক্তব্য স্ত্রী কবুল করার পর স্বামী যদি বলে, আমি এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করিনি, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না।<sup>৩</sup> (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী স্ত্রী পরস্পর খুলা করে এবং খুলার বিনিময় স্বামীর ফয়সালা অনুসারে হবে বলে সাব্যস্ত হয় অথবা স্ত্রীর ফয়সালা অনুসারে হবে বলে সাব্যস্ত হয় অথবা অপরিচিত অন্য কোন ব্যক্তির ফয়সালা অনুসারে হবে বলে সাব্যস্ত হয়, তবে মহরের পরিমাণ নির্ধারণের ন্যায় এখানেও জায়েয

১. তৎকালীন দু'টি স্থানে প্রস্তুত কাপড়, যেমন আমাদের দেশে মাধবদী, নরসিংদীতে প্রস্তুত লুঙ্গি বা শাড়ী এক পর্যায়ে পক্ষান্তরে শাহজাদপুরে প্রস্তুত লুঙ্গি-শাড়ী অন্য পর্যায়ে। (সম্পাদক)

২. ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, খুলার ব্যাপারে স্ত্রীর কবুল করা বা না করার কোন দখল নেই, অথচ এ মাসআলাটিতে স্ত্রীর কবুল করার উপর খুলা নির্ভর করছে। উভয় মাসআলার পার্থক্য এই যে, পূর্বের মাসআলায় স্বামী কোন বিনিময়ের উল্লেখ না করে খুলা করে দিলাম বলেছে, স্বামী স্ত্রীকে বিনিময় ছাড়া তালাক দিবার একক অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে এ মাসআলায় বিনিময়ের উল্লেখ করেছে, স্ত্রী এই পরিমাণ বিনিময়ে তালাক গ্রহণে, রাযী কিনা, সে ব্যাপারে অর্থাৎ বিনিময়ের পরিমাণের ব্যাপারে তার সম্মতি অবশ্য গ্রহণযোগ্য। (সম্পাদক)

৩. এখানেও উভয় মাসআলার পার্থক্য বিনিময়ের উল্লেখ ও অনুল্লেখ। বিনিময়ের উল্লেখ করাই সে যে খুলা করতে চাচ্ছে, সেটা সুস্পষ্ট। (সম্পাদক)

হবে। তবে মহরের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হল, মহরে মিসল। আর এক্ষেত্রে মাপকাঠি হল, মহরের ঐ পরিমাণ-যা স্বামী তাকে দিয়েছে, যেমন স্বামী স্ত্রী খুলা করল এবং খুলার বিনিময় স্বামীর ফয়সালা অনুসারে সাব্যস্ত হবে বলে সিদ্ধান্ত করা হল। অতঃপর স্বামী ফয়সালা দিল যে, খুলার পরিমাণ সে-ই পরিমাণ হবে যেই পরিমাণ সে তার স্ত্রীকে দিয়েছে কিংবা এর চেয়ে কম সাব্যস্ত করল, তাহলে এভাবে খুলা করা সহীহ হবে। কিন্তু স্বামী যদি তার দেওয়া পরিমাণ হতে অধিক পরিমাণ খুলার বদলা হিসাবে সাব্যস্ত করে, তবে অতিরিক্ত পরিমাণ স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে না। কিন্তু মহিলা যদি এর উপর রাযী থাকে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ পরিশোধ করে তবে সেটা ভিন্ন কথা। আর যদি স্ত্রীর ফয়সালা মুতাবিক খুলার বিনিময় সাব্যস্ত হয়, যেমন স্ত্রী ফয়সালা করল যে, স্বামী তাকে যে পরিমাণ প্রদান করেছে সে পরিমাণ অথবা এর চেয়ে অধিক পরিমাণ খুলার বিনিময় হবে তবে তা জাযিয় হবে। কিন্তু যদি স্বামীর প্রদত্ত পরিমাণ হতে কম দিবার কথা বলে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু স্বামী এর উপর রাযী থাকলে এই কম পরিমাণও খুলার বিনিময় হতে পারে। (মাবসূত) যদি ফয়সালাদাতা অন্য লোক হয় এবং সে যদি খুলার বিনিময় মহরের সম পরিমাণ বলে ফয়সালা দেয়, তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু যদি তদপেক্ষা কম-বেশী করে তবে বেশী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে তা জায়েয হবে না। আর কর্মধার্য করার ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতি ব্যতীত তা জায়েয হবে না। (বাদায়ে) স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে এই মর্মে খুলা করে যে, স্ত্রী তার স্বামীর পিতাকে (যে স্ত্রীর মালিকানাধীন আছে) আযাদ করে দিবে, অতঃপর সে তাই করল, তাহলে এই আযাদ করা স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে এবং এই (আযাদকৃত) পিতা তার স্ত্রীর মাওলা (আদায়কৃত গোলাম) বলে গণ্য হবে। আর যদি এই শর্তের উপর খুলা হয় যে, সে তার স্বামীর পিতাকে স্বামীর তরফ হতে আযাদ করবে এবং এর যার সে তা-ই করে, তাহলে, এই আযাদ করা স্বামীর পক্ষ হতে হবে। তবে প্রথমোক্ত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে মহরানা হিসেবে যা দিয়েছি তা ফেরৎ নিবে কি-না, এ সম্বন্ধে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, ফেরৎ নিবে। কিন্তু বিত্তমত মতানুসারে ফেরৎ নিবে না। (তাতারখানিয়া)

### তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মালের বিনিময়ে তালাক প্রদানের বিবরণ

১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের উপর তালাক দেয় এবং স্ত্রীও তা কবুল করে নেয় তবে তালাক পতিত হবে এবং স্ত্রীর উপর অপরিহার্য হবে স্বামীকে ঐ মাল পরিশোধ করে দেওয়া। আর এ তালাক বায়িন তালাক বলে গণ্য হবে। (হিদায়া) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে এক হাজারের বিনিময়ে তালাক দিল। অথচ এই মহিলার তার নিকট মহরানা বাবত তিন হাজার দিরহাম পাওনা রয়েছে। তাহলে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে দেড় হাজার দিরহাম স্বামীর উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর বাকী থাকবে দেড় হাজার। এই দেড় হাজারের মধ্যে এক হাজার



পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি হয়ে যাবে। তারপর বাকী থাকবে পাঁচশত। এই পাঁচশত দিরহাম ইমাম বলখী (র)-এর মতে, স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে ফেরৎ নিতে পারবে না। অন্যান্য মাশাইখে কিরামের মতে ফেরৎ নিতে পারবে। এর উপরই ফাতওয়া। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) স্বামী তার স্ত্রীর মরহর তিন অংশ করল। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ মরহরের উপর সে তার স্ত্রীকে তালাক দিল। তারপর এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দিল। তবে তিন তালাক পতিত হবে। তবে মরহরের এক তৃতীয়াংশ রহিত হবে এবং স্বামী দুই তৃতীয়াংশ মরহরের যামিন হবে। (আল-ফাতাওয়ায়াল কুবরা)

২. মাসআলা : স্ত্রী যদি বলে, আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করুন। তারপর স্বামী তাকে এক তালাক দিল, তবে মহিলার উপর এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে, আমাকে এক হাজার দিরহামের উপর তিন তালাক প্রদান করুন। তারপর সে তাকে এক তালাক প্রদান করল, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ অবস্থায় স্ত্রীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না এবং স্বামী তার স্ত্রীকে রুজু করে নিতে পারবে। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, এক হাজারের বিনিময়ে বা এক হাজারের উপর তুমি তোমার নফসকে তিন তালাক প্রদান কর। অতঃপর স্ত্রী তার নিজের নফসের উপর এক তালাক প্রয়োগ করল। তাহলে এতে কোন তালাকই পতিত হবে না। (হিদায়া) এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, 'আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করুন' অথচ স্বামী পূর্বেই তাকে দুই তালাক দিয়ে দিয়েছে। অতএব সে এখন তাকে এক তালাক প্রদান করল। তবে এক হাজার দিরহাম স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। (যহীরিয়া) এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, তুমি আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে এক তালাক দাও। অতঃপর স্বামী তাকে বলল, তোমাকে তালাক একটি একটি ও একটি। তবে সকলের মতে, তিন তালাক পতিত হবে। এক হাজারের বিনিময়ে এক তালাক হবে। আর বাকী দুই তালাক পতিত হবে কিন্তু এ দুই তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর উপর কোন পরিমাণ মাল ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে এক হাজারের বিনিময়ে চার তালাক এবং স্ত্রীও তার কথা গ্রহণ করে নিল। তবে এক হাজারে বিনিময়ে তিন তালাক পতিত হবে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর কথার উত্তরে হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক কবুল করে তাহলে কিছুই পতিত হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে চার তালাক প্রদান করুন। অতঃপর স্বামী তাকে তিন তালাক দিল, তবে এক হাজারের বিনিময়ে এই তিন তালাক পতিত হবে। আর এক তালাক দিলে, এই এক তালাক এক হাজারের এক তৃতীয়াংশের বিনিময়ে পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩. মাসআলা : স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে অথবা আমাকে এক হাজার দিরহামের উপর এক তালাক প্রদান করুন। অতঃপর স্বামী এক হাজারের কথা উল্লেখ না করে বলল, তোমাকে তিন তালাক। তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু জিনিয যে কিছুই ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে এবং এক

তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর উপর এক হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে। স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে অথবা এক হাজারের উপর এক তালাক প্রদান করুন। অতঃপর স্বামী বলল, এক হাজারের বিনিময়ে তোমাকে তিন তালাক। তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্ত্রী তা কবুল না করা পর্যন্ত তার উপর কিছুই পতিত হবে না। যদি সে পুরাটাই কবুল করে তবে এক হাজারের বিনিময়ে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর সাহিবাইনের মতে স্ত্রী তা কবুল না করলে এক তালাক পতিত হবে। বাকী দুই তালাক পতিত হবে না। মহিলা যদি স্বামীর বক্তব্য মেনে ও গ্রহণ করে নেয়, তবে তিন তালাকই পতিত হবে। এক তালাক পতিত হবে এক হাজারের বিনিময়ে। আর দুই তালাক পতিত হবে কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই। (কাফী) আবুল হাসান (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) সম্পর্কে একথা বর্ণনা করেছেন যে, এই মাসআলায় তিনি পরবর্তীতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইবন সি'মাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এ বিষয়ে তিনিও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতামতের প্রতি রুজু করেছেন। জামে' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। (গয়াতুস সুবুজী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক হাজারের উপর তালাক। তারপর স্ত্রী তা কবুল করে নেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে এবং স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে স্বামীর নিকট এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করা। উপরোক্ত বাক্যটি 'তোমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তালাক' এর মতই। তবে উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর পক্ষ হতে তা গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যিক। (হিদায়া)

৪. মাসআলা : স্বামী স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক এবং তোমার উপর এক হাজার দিরহাম ওয়াজিব। তারপর স্ত্রী তা কবুল করে নিল অথবা স্ত্রী বলল, আমাকে তালাক দিয়ে দিন এবং আপনি এর বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম পাবেন। অতঃপর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল। তাহলে ইমাম আবু আযম হানীফা (র)-এর মতে কোন মাল ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে, মালের বিনিময়ে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে। (মুহীত : সারাখসী) স্ত্রীর কথার জবাব দিতে গিয়ে স্বামী যদি একটু বাড়িয়ে এভাবে বলে, আমি তোমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করলাম, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই তালাক স্ত্রীর কবুল কার নেওয়ার উপর মওকুফ থাকবে। যদি কবুল করে নেয় তবে তিন তালাক পতিত হবে এবং এক হাজার দিরহামও তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি সে কবুল না করে তবে বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে স্ত্রী কবুল করুক বা না করুক তার উপর এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক পতিত হবে। (শারহ জামিইস সাগীর : কাযীখান) স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, আমাকে তালাক দিয়ে দিন এবং আপনি এক হাজার পাবেন। তারপর স্বামী বলল, তুমি যে এক হাজারের কথা বলেছো এর বিনিময়ে আমি তোমাকে তালাক দিলাম। এ কথা স্ত্রী যদি কবুল করে নেয় তবে তালাক পতিত হবে এবং মালও তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি কবুল না করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তালাকও পতিত হবে না এবং মালও ওয়াজিব হবে না। আর



সাহিবাইনের মতে, তালাক হবে এবং মালও ওয়াজিব হবে। (মুহীত : সারাখসী : আন নাহরুল ফায়িক) স্ত্রী বলল, আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করুন, আমাকে একশত দীনারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করুন। তারপর স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করল। তাহলে সে একশত দীনারের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি স্বামীর পক্ষ হতে উভয় প্রকার মালের (এক হাজার দিরহাম ও একশত দীনার) প্রদানের প্রস্তাব করা হয় এবং স্ত্রী তা মেনে নেয় তবে তার উপর উভয় প্রকার মাল ওয়াজিব হবে। (যহীরিয়া)

৬. মাসআলা : এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, তুমি আমাকে এ আমার সতীনকে এক হাজার দিরহামের উপর তালাক দিয়ে দাও। অতঃপর সে তার সতীনকে অথবা তাকে তালাক দিল। তাহলে প্রস্তাবকারিণীর উপর এক হাজার দিরহামের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। যদি তাদের উভয়ের মহের মিসল সমান-সমান হয়। যেমন 'তুমি আমাকে ও আমার সতীনকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দাও- বললে হয়ে থাকে। আর যদি তাদের মহের মিসল সম পরিমাণের না হয় তাহলে প্রত্যেকের মহের মিসল অনুসারে আনুপাতিক হারে এই এক হাজারের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তার উপর ওয়াজিব হবে। কোন কোন শাইখ বলেছেন, এটি সাহিবাইনের অভিমত। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেউ কেউ বলেন, এটি সমস্ত ইমামগণেরই অভিমত। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম। এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে, তারা তার নিকট আবেদন করল, যেন তাদের উভয়কে এক হাজার দিরহামের উপর অথবা এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে সে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর সে তাদের একজনকে তালাক দিল। তবে এই এক হাজার থেকে হারাহারিভাবে যা তার ভাগে পড়ে তা পরিশোধ করাই তার উপর ওয়াজিব হবে। তারপর যদি স্বামী দ্বিতীয়জনকেও তালাক দেয় তাহলে আনুপাতিক হারে তার উপরও দেয়, অপরিহার্য হবে। তবে শর্ত হল, যদি স্বামী তাকে সে-ই একই মজলিসে তালাক প্রদান করে থাকে। (যহীরিয়া) যদি তাদের একজনকে তালাক দেওয়ার আগে তারা সকলে ঐ মজলিস থেকে চলে যায়, তবে বিচ্ছিন্নতা কারণে তারা যে তালাক প্রদানের প্রস্তাব করেছিল, তা বাতিল হয়ে যাবে। এরপর যদি স্বামী তাদেরকে তালাক দেয়, তবে কোন মাল ওয়াজিব হওয়া ছাড়া তালাক পতিত হবে। (মাবসূত)

৭. মাসআলা : স্বামী এক স্ত্রীকে বলল, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমাকে তালাক। একথা শুনে স্ত্রী বলল, এই তালাকের অর্ধেক আমি কবুল করলাম। তাহলে এই মহিলার উপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে পূর্ণ এক তালাকই পতিত হবে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। আর যদি বলে, পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে আমি এর অর্ধেক কবুল করলাম, তবে তার একথা বাতিল বলে গণ্য হবে। মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে, আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এক তালাক প্রদান করুন, তারপর স্বামী বলে, তোমাকে অর্ধেক তালাক, তাহলে এক হাজারের বিনিময়ে তার উপরে এক তালাকই পতিত হবে। আর স্বামী যদি বলে, পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে পূর্ণ এক তালাকই তার

উপর পতিত হবে। (মুহীত) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে সুন্নাহ অনুসারে তোমাকে তিন তালাক এবং স্ত্রী যদি সে সময় শ্রাব থেকে পবিত্র থাকে তবে এক হাজার দিরহামের এক তৃতীয়াংশের বিনিময়ে এক তালাক পতিত হবে। তার পরবর্তী তুহরের অবস্থায় দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। এতে কোন মালামাল স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে না, কিন্তু যদি দ্বিতীয় তালাকের পূর্বে যে এই মহিলাকে বিবাহ করে নেয় (তবে মাল ওয়াজিব হবে<sup>১</sup>) এর পর তৃতীয় তালাকও এই নিয়মে পতিত হবে। আর স্বামী যদি বলে, তোমাকে সুন্নাহ অনুসারে তিন তালাক। তবে এক তালাক হবে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে, তাহলে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তৃতীয় তালাক পতিত হবে। যদি এই স্ত্রীর সাথে এখনও সহবাস না হয়ে থাকে, তবে কোন অর্থ অপরিহার্য হওয়া ছাড়াই এক তালাক পতিত হবে এবং এতে সে বায়িনা হয়ে যাবে। তারপর সে যদি আবার তাকে বিবাহ করে, তবে আর তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, তোমাকে পরশু তালাক এক হাজারের বিনিময়ে, আগামী দিন তালাক এক হাজারের বিনিময়ে এবং আজ তালাক এক হাজারের বিনিময়ে এবং স্ত্রীও তা কবুল করে নেয় তাহল তৎক্ষণাৎ এক হাজারের বিনিময়ে এক তালাক পতিত হবে। এরপর যখন আগামী দিন আসবে তখন কোন তালাক পতিত হবে না। অবশ্য এর পূর্বে যদি সে আবার তাকে বিয়ে করে নেয়, তবে আবার এক হাজারের বিনিময়ে আরেক তালাক পতিত হবে। পরশু দিনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

৮. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, তোমাকে দুই তালাক, তবে এর একটি হাজার দিরহামের বিনিময়ে। তবে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় তালাকটি স্ত্রীর কবুল করে নেওয়া উপর নির্ভরশীল থাকবে। যদি স্ত্রী তার স্বামীকে বলে, যদি তুমি আমাকে তালাক দাও তবে তোমার জন্য হাজার দিরহাম অথবা স্বামী বলে, যদি তুমি আমার নিকট হাজার দিরহাম নিয়ে এসো, কিংবা আমাকে হাজার দিরহাম প্রদান কর অথবা আমার নিকট হাজার দিরহাম আদায় কর, তাহলে তোমাকে এই (এক বা তিন তালাক) তবে এই কথা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। (ইতিবিয়া) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমাকে এক হাজার দিরহাম প্রদান কর অথবা বলল, তুমি যখন আমার নিকট এক হাজার দিরহাম প্রদান করবে তখন তোমাকে তিন তালাক। তাহলে এই মহিলা তার নিকট এক হাজার দিরহাম প্রদান না করা পর্যন্ত সে তারই স্ত্রী থাকবে। অতঃপর যখন তাকে এক হাজার প্রদান করবে, চাই ঐ মজলিসে হোক বা মজলিসের পরে হোক তখনই তার উপর তালাক হবে। আর স্ত্রী দিরহাম নিয়ে আসার পর স্বামী তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আবার কবুল করার জন্য তাকে বাধ্যও করা যাবে না। তবে স্ত্রী যখন টাকা এনে স্বামীকে সামনে রাখবে তখনই সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এটা ইস্তিহসান- এর কথা। (মাবসূত)

৯. মাসআলা : এ বিষয়ে মূলনীতি হল এই যে, যদি পুরুষ দুই তালাকের কথা উল্লেখ করার পর পরই মালের কথাও উল্লেখ করে তবে এই মাল তালাকের বিনিময়রূপে



গণ্য হবে। কিন্তু স্বামী যদি প্রথমোক্ত তালাকের সাথে এমন গুণাগুণের কথা উল্লেখ করে যা মালা সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। তখন মাল দ্বিতীয় তালাকের বিনিময় হিসাবে ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য যে, মহিলার উপর মাল ওয়াজিব হওয়ার শর্ত আরোপ করার মানেই হচ্ছে তার উপর বায়িন তালাক আরোপ করা। সুতরাং স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এখন এক তালাক, আগামী দিন এক হাজারের বিনিময়ে এক তালাক অথবা এরূপ বলে যে, তোমাকে আগামী দিন আরেক তালাক এক হাজারের বিনিময়ে অথবা বলে, আজ তোমাকে এক তালাক এবং আগামী দিন এক হাজারের বিনিময়ে এটি রাজস্ৱ তালাক এবং স্ত্রীও তা কবুল করে নেয়, তাহলে পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে এবং আগামী দিন কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া ছাড়া আরেক তালাক পতিত হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার আগে পুনরায় বিবাহ করে স্বীয় মালিকানা বা কর্তৃত্ব দুহরিয়ে নেয়, তবে সে অবস্থায়ও মালের বিনিময়ে তালাক হবে। (ফাতহুল কাদীর)

১০. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে আজ এমন এক তালাক যে, তাতে আমার রুজু করার ইখতিয়ার থাকবে এই শর্তে যে, তোমাকে আগামী দিন তালাক এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এবং একথা স্ত্রীও যদি কবুল করে নেয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার মাল ওয়াজিব হবে না। এরপর আগামী দিন যখন আসবে তখন তার উপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে আজ এক তালাকে বায়িন এই শর্তের উপর যে, আগামী দিন তোমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আরেক তালাক। তাহলে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে এবং এতে কোন মাল ওয়াজিব হবে না। তারপর যখন আগামী দিন আসবে তখন তার উপর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। তবে এ অবস্থায়ও তার উপর কোন মাল ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি আগামী দিন আসার আগেই সে তাকে বিয়ে করে নেয় এবং এরপর আগামী দিন আসে, তবে এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে এক তালাক এবং তোমাকে আরেক তালাক এক হাজার বিনিময়ে এবং স্ত্রী তা কবুল করে নেয় তবে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে উভয় তালাক পতিত হবে এবং উল্লেখিত বিনিময় উভয় তালাকের সাথেই সংযুক্ত হবে। এমনভাবে স্বামী যদি বলে, তোমাকে আজ এক তালাক এবং আগামীকাল এক হাজারের বিনিময়ে আরেক তালাক এবং স্ত্রীও তা কবুল করে নেয়, তাহলে আজ এক হাজারের অর্ধেকের বিনিময়ে এক তালাক পতিত হবে এবং আগামীকাল এক হাজারের বাকী অর্ধেকের বিনিময়ে অপর তালাকটি পতিত হবে। যদি আগামী দিন আসার পূর্বে সে তাকে বিবাহ করে নেয়।

১১. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, তোমাকে এই মূহূর্তে এমন তালাক যে, তাতে আমার রুজু'আতের অর্থাৎ ফেরৎ নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে এবং আগামীকাল এক হাজারের বিনিময়ে এমন এক তালাক যে, তাতেও আমার রুজু'আতের ইখতিয়ার থাকবে

অথবা যদি বলে, তোমাকে এখন বায়িন তালাক এবং আগামীকাল এক হাজারের বিনিময়ে অপর একটি বায়িন তালাক অথবা যদি বলে, এখন তোমাকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়া এক তালাক এবং আগামীকাল এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে অতিরিক্ত কোন বিনিময় ছাড়া এক তালাক, তাহলে উপরোক্ত বিনিময় উভয় তালাকের সাথে সম্পর্কিত হবে। কাজেই অর্ধহাজার দিরহামের বিনিময়ে এক তালাক পতিত হবে এবং তৎক্ষণাৎ পতিত হবে। আর দ্বিতীয় তালাকটি মাল ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই পতিত হবে। যদি আগামী দিন আসার আগেই সে তাকে বিয়ে করে নেয় তারপর আগামী দিন আসে তাহলে এ অবস্থায় বাকী অর্ধ হাজারের বিনিময়ে দ্বিতীয় তালাকটি পতিত হবে। যদি বলে, তোমাকে এই মূহূর্তে এমন এক তালাক যে, এতে আমার রুজু'আতের ইখতিয়ার থাকবে অথবা বলে, তোমাকে বায়িন তালাক অথবা বলে, তোমাকে বিনিময় ছাড়া তালাক এবং আগামীকাল এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আরেক তালাক, তাহলে উক্ত বিনিময় দ্বিতীয় তালাকের সাথে সম্পর্কিত হবে। যদি বলে, তোমাকে আজ এক তালাক এবং আগামীকাল এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এমন এক তালাক যাতে আমার রুজু'আতের মালিকানা থাকবে, তাহলে আলোচিত বিনিময় উভয় তালাকের সাথে সম্পর্কিত হবে। (মুহীত) কারো দুই স্ত্রী আছে। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের একজনকে এক হাজারের বিনিময়ে তালাক এবং অপরজনকে পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে তালাক। অতঃপর তারা তার কথা কবুল করে নিল। তা তাহলে তারা উভয়েই তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে এবং তাদের প্রত্যেকের উপর পাঁচশত দিরহাম পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। কেননা এর অতিরিক্ত পরিমাণ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সন্দেহযুক্ত। আর যদি বলে, এবং দ্বিতীয়জনকে একশ দীনারের বিনিময়ে তালাক তবে তাদের কারো উপরই কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা তাদের সকলের ক্ষেত্রেই সন্দেহ এসে গিয়েছে। (ইতাবিয়া)

১২. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে এই শর্তে তালাক দেয় যে সে তাকে অমুক ব্যক্তির উপস্থিতি করার জামিন হওয়ার দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত করে দিবে, তবে এতে রাজস্ৱ তালাক পতিত হবে। আর যদি এই শর্তে তালাক দেয় যে, স্ত্রী তাকে ঐ এক হাজার দিরহাম হতে মুক্ত করে দিবে যে এক হাজার আদায় করে দেবার দায়িত্ব সে তার স্ত্রীর জন্য অমুকের পক্ষ হতে গ্রহণ করেছিল, তবে এতে বায়িন তালাক পতিত হবে। (তাতারখানিয়া) স্ত্রী স্বামীকে বলল, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও তাহলে তোমার নিকট আমার যা গাওনা আছে তা আদায়ের ব্যাপারে আমি তোমাকে সময় দিয়ে দিব। অতঃপর স্বামী তাকে তালাক দিল। এ পর্যায়ে দেখতে হবে, যদি বিলম্বের শেষ সীমানা নির্দিষ্ট থাকে তবে সময় দেওয়া সহীহ হবে। আর যদি শেষ সীমা নির্দিষ্ট না থাকে তবে সময় দেওয়া সহীহ হবে না। আর সর্বাবস্থায় রাজস্ৱ তালাক পতিত হবে। (খুলাসা) খুলার বিনিময় বাকীতে পরিশোধ করার ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা সহীহ আছে। যদিও এ সময় সীমাতে এমন কিছু অস্পষ্টতা থাকে যার অস্পষ্টতা পরবর্তীতে দূর হয়ে যায়।



যেমন—ফসল কাটার সময় বা ধান মাড়াই করার সময় (খুলার-বিনিময় আদায় করবে বলে বলা হল, এভাবে মেয়াদান্তে পরিশোধের ভিত্তিতে বিনিময় নির্ধারণ করাও সहीহ আছে। কিন্তু সময়ের ব্যাপারে যদি অস্পষ্টতা এমন হয় যে, যা তাদের পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, যেমন বলা হল, যে দিন বাদশাহর পক্ষ হতে পুরস্কার পাওয়া যাবে, যেদিন বায়ু প্রবাহিত হবে, যেদিন খাদ্য গুদামজাত করা হবে ইত্যাদি। তাহলে খুলা সहीহ হবে না। যে ক্ষেত্রে মেয়াদী মুদত সहीহ হয় না সে ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ মাল ওয়াজিব হবে। সুতরাং স্ত্রীর যমীন চাষাবাদ করে দেওয়ার উপর, তার সাওয়ারীর জানোয়ারে আরোহন করার উপর মহিলার থেকে খিদমত গ্রহণের উপর এমনভাবে যে এ খিদমতের জন্য তার সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তির খিদমত করে দেওয়ার উপর খুলা করা জায়েয আছে। (ফাতহুল কাদীর)

১৩. মাসআলা : স্বামীর পক্ষ হতে খুলার প্রস্তাব করার মর্ম হচ্ছে, তালাককে স্ত্রীর কবুল-এর উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া। কাজেই প্রস্তাব করার পর পুরুষ তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং প্রস্তাবের মজলিস থেকে তার উঠে যাওয়ার কারণে সে প্রস্তাব বাতিলও হবে না। স্ত্রী যদি খুলার মজলিসে অনুপস্থিত থাকে তবুও খুলা সहीহ হবে। খুলার সংবাদ মহিলার নিকট পৌঁছার পর যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলা ঐ মজলিসে বসা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এ খুলা কবুল করা বা না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে। খুলাকে শর্তের সাথে যুক্ত করা এবং একে কোন বিশেষ সময়ের দিকে ইয়াফত (সম্বন্ধ) করা সहीহ আছে। যেমন আমরা বলে থাকি যে, যখন আগামী দিন আসবে অথবা যখন অমুক ব্যক্তি সফর থেকে আসবে তখন আমি তোমার সাথে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করলাম। এ অবস্থায় আগামী দিন আসার পর অথবা সফর থেকে অমুক ব্যক্তির আগমন করার পর মহিলা কবুল করার ইখতিয়ার প্রাপ্ত হবে। মহিলার পক্ষ হতে খুলার প্রস্তাব করার মর্ম হল, বেচা-কেনার মত কোন কিছু বিনিময়ে স্বামীকে এর মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং স্বামীর পক্ষ হতে তা কবুল করার আগে স্ত্রী তার ইজাব থেকে রুজু করতে পারবে এবং মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পর তার ইজাব বাতিল হয়ে যাবে।<sup>১</sup> স্বামীর অনুপস্থিতির অবস্থায় প্রস্তাব বাকী থাকবে না; আর এ পর্যায়ে খুলাকে শর্তের সাথে যুক্ত করা বা কোন বিশেষ সময়ের দিকে সম্বন্ধ করা জায়েয হবে না। (মুহীত : সারাখসী) খুলার মধ্যে মহিলার জন্য ইখতিয়ার থাকার শর্ত করা সहीহ আছে। কিন্তু পুরুষের জন্য এরূপ শর্ত করা সहीহ নেই। (কানযুদ দাকাইক) মালের বিনিময়ে তালাকের হুকুম খুলার অনুরূপ। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, খুলার বিনিময় বাতিল হয়ে গেলে তালাকের বায়িন থেকে যায়। আর তালাকের বিনিময় যখন বাতিল হয়ে যায় তখন রাজঈ তালাক পতিত হয়। কিন্তু তালাকের বিনিময় যখন ওয়াজিব হয়, তখন বায়িন তালাক পতিত হয়। (মুহীত সারাখসী)

১৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, এক হাজার দিরহামের উপর এই শর্তে তোমাকে তালাক যে, এ বিষয়ে আমার তিন দিনের খিয়ায় থাকবে। অতঃপর

মহিলা তা কবুল করে নিল। তাহলে খিয়ার বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তালাক পতিত হবে। আর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, এক হাজার দিরহামের উপর এই শর্তে তোমাকে তালাক যে, এ ব্যাপারে তোমার তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। অতঃপর মহিলা কবুল আমি তা কবুল করে নিলাম। এ অবস্থায় মহিলা যদি ঐ তিন দিন সময়ের মধ্যে তালাকের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তাহলে তালাক বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এ সময়ের ভিতরে সে তালাক ইখতিয়ার করে নেয়, তবে তার উপর তালাক পতিত হবে এবং স্বামীকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব হবে। (কার্ব) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পায়চারী করার সময় যদি পরস্পর খুলা করে এবং তাদের একজনের কথা যদি অন্যজনের কথার সাথে মিলিতভাবে হয়, তবে খুলা সहीহ হবে। আর যদি মিলিতভাবে না হয় তাহলে খুলা সहीহ হবে না এবং তালাকও পতিত হবে না। (খুলাসা) স্ত্রী স্বামীর নিকট দাবী করল যে, আমি তোমার নিকট একহাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাকের দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে এক তালাক দিয়েছ। প্রত্যুত্তরে স্বামী বলল, তুমি আমার নিকট এক তালাকের জন্য দরখাস্ত করেছিলে। এ অবস্থায় স্ত্রী বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। (বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে) এবং স্বামীর দাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ জরুরী হবে। স্বামী যদি বলে, গতকাল আমি তোমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক দিয়েছিলাম; কিন্তু তুমি তা কবুল করনি। আর স্ত্রী বলে, আমি কবুল করেছিলাম, তবে কসমের সাথে স্বামীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। (গায়াতুস সুরুজী)

১৫. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, আমি গতকাল একহাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার কাছে তোমার তালাক বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা কবুল করনি। জবাবে স্ত্রী বলল, আমি কবুল করেছিলাম। তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বিক্রির স্বীকারোক্তির অর্থ স্ত্রীর কবুলের স্বীকারোক্তিও বটে, কেননা কবুল করা বিক্রয়েরই অংশ<sup>২</sup> (ইতাবিয়া) স্ত্রী তার স্বামীর নিকট দাবী করল যে, আমি তোমার নিকট একশ দিরহামের বিনিময়ে তালাকের দরখাস্ত করেছিলাম। একথা শুনে স্বামী বলল, তুমি এক হাজারের বিনিময়ে দরখাস্ত করেছিলে? তাহলে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি উভয়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে স্বামীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি বলে, তুমি আমার সাথে কোন বিনিময় ছাড়াই খুলা করেছো। আর স্বামী বলে, না, বরং এক হাজারের বিনিময়ে খুলা করেছি, তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তার স্বামীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। (মাবসূত) স্ত্রী স্বামীর নিকট দাবী করল, আমি আপনার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাকের দরখাস্ত করেছিলাম। আর আপনি আমাকে এক তালাক দিয়েছেন। তখন স্বামী বলল না, বরং আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি। তবে যদি উভয়ে দরখাস্তের মজলিসে উপস্থিত থাকে তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অপর

১. অর্থাৎ বিক্রয় করতে ইজাব বা প্রস্তাব এক পক্ষ হতে এবং অপর পক্ষ হতে সেই ইজাবের কবুল অপারহার্য, ইজাব এবং কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব ও তা গ্রহণ করা বিক্রয়ের দু'টি বাহ। এই দুই বাহুর সমন্বয়ে বিক্রয় অন্তিম লাভ করে, কাজেই স্বামী কর্তৃক বিক্রয়ের স্বীকারোক্তির অর্থ স্ত্রী কবুলেরও স্বীকারোক্তি। (সম্পাদক)



যদি তারা মজলিস থেকে উঠে পৃথক হয়ে যায় তাহলে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্বামীকে এক হাজারের তিনভাগের এক ভাগ পরিশোধ করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। আর স্ত্রী যদি ইদ্দতের মধ্যে থাকে তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি বলে, আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করেছিলাম, যেন আপনি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমাকে এবং আমার সতীনকে তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু আপনি তা না করে কেবল আমাকেই তালাক প্রদান করেছেন। একথা শুনে স্বামী যদি বলে, না বরং আমি তোমাদের উভয়েই তালাক প্রদান করেছি। এ অবস্থায় দেখতে হবে যদি তারা উভয় ঐ মজলিসেই বসে থাকে যে মজলিসে ইজাব হয়েছে তাহলে, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মজলিস থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং এক হাজার দিরহাম হতে হারাহারিভাবে তার উপরও অর্ধেক ওয়াজিব হবে যা তার স্বামীর নিকট পরিশোধ করা তার জন্য অপরিহার্য হবে। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি স্ত্রী সে মজলিসেই বলে যে, আপনি আমাকে এবং আমার সতীন কাউকেই তালাক দেননি, তাহলে কসমের সাথে স্ত্রীর কথা গ্রহণীয় হবে। আর স্বামীর উপর অপরিহার্য হবে সাক্ষী প্রমাণের দ্বারা নিজের পাওনা মাল সাব্যস্ত করা। তবে স্বামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে স্ত্রীর উপর অবশ্যই তালাক পতিত হবে। (মাবসূত)

১৬. মাসআলা : মহিলা যদি মালের বিনিময়ে তার স্বামীর সাথে খুলা করে এবং পরে দলীল-প্রমাণ দ্বারা একথা সাব্যস্ত করে যে, স্বামী তাকে খুলা করার আগে তিন তালাক বা তালাকে বায়িন প্রদান করেছে, তাহলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং খুলার বিনিময়ে ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক বক্তব্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার থেকে প্রতিবন্ধক হবে না। অর্থাৎ এ কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে না। (খুলাসা) স্ত্রী যদি প্রমাণ পেশ করে যে, তার পাগল স্বামী সুস্থ থাকা অবস্থায় তাকে খুলা (তালাক) দিয়েছে। আর স্বামী ওলী বা স্বামী সুস্থ হওয়ার পর সে নিজে এ মর্মে প্রমাণ কয়েম করে, পাগল অবস্থায়ই সে তাকে খুলা দিয়েছে, তাহলে স্ত্রীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করাই উত্তম হবে। (কিনরা) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক দিয়েছি। অতঃপর স্ত্রী বলল, এটা আপনার পক্ষ হতে অতীত বিষয়ের স্বীকারোক্তি। আপনি যখন একথা বলেছিলেন, আমি তখন তা কবুল করে নিয়েছিলাম। তখন স্বামী বলল, এটা আমার পক্ষ হতে ভবিষ্যত বিষয়ের স্বীকারোক্তি। আর আমি যখন একথা বলেছি, তখন তুমি তা কবুল করনি। তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করে তাহলে স্ত্রীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। (তাতারখানিয়া) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে

১. অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক মালের বিনিময়ে খুলা করা প্রবৃত্ত হওয়া দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ইতোপূর্বে স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হইনি, পরবর্তীতে তিন তালাক বা বায়িন তালাক প্রদানের দাবী করাও তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা পরস্পর বিরোধী দাবী। এতদসত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলে তা এজন্য গৃহীত হবে যে, হতে পারে খুলার প্রস্তাবের সময় পূর্বে প্রদত্ত তালাকের কথা তার স্মরণ ছিল না। (সম্পাদক)

আগামী দিন তালাক তোমার এই গোলামের বিনিময়ে। তারপর স্ত্রী তা তৎক্ষণাৎ কবুল করে নিল এবং গোলামও বিক্রি করে দিল। এরপর যখন আগামী দিন আসবে তখন তার উপর ওয়াজিব হবে ঐ গোলামের মূল্য পরিশোধ করা। আর আগামী দিন আসার আগেই সে যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। (ইতাবিয়া) অর্থাৎ খুলা বাতিল হয়ে যাবে।

১৭. মাসআলা : শায়খুল ইসলাম আলী ইবন মুহাম্মদ আল-ইসবীজাবী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'স্বামী-স্ত্রী পরস্পর খুলা করল। এরপর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তোমাদের মধ্যে কতবার খুলা হয়েছে সে বলল, দুইবার হয়েছে। এ কথা শুনে স্ত্রী বলল, না আমাদের মধ্যে তিনবার খুলা হয়েছে।' এ অবস্থায় আর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। জবাবে শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। শায়খ নজ্জুদীন নাসাফী (র) বলেন, আমার নিকটও এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন আমি বলেছি, এই মতানৈক্য উভয়ের মধ্যে বিবাহের পর দেখা দিলে, যেমন মহিলা বলল, বিবাহ সহীহ হয়নি। কেননা এই বিবাহ তৃতীয় খুলার পর হয়েছে। আর এদিকে স্বামী বলল, যে এই বিবাহ সহীহ হয়েছে। কেননা, এটি দ্বিতীয় খুলার পর সুসম্পন্ন হয়েছে। এ অবস্থায় স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহের পূর্বে তাদের মধ্যে এ জাতীয় মতানৈক্য হয় তবে তাদের বিবাহ জায়েয হবে না। এ অবস্থায় কোন মানুষের জন্য জায়েয হবে না, তাদেরকে প্ররোচিত করে তাদের মধ্যে আবার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া। (যহীরিয়া) কোন মহিলা তার স্বামীর নিকট দরখাস্ত করল যে, আমাকে মালের বিনিময়ে খুলা করে দিন। তখন স্বামী দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী নির্ধারণ করল এবং বলল, যখন আমার স্ত্রী বলবে, আমি আমার নফসকে আপনার থেকে একটি পাত্রের বিনিময়ে খরীদ করলাম তখন আমি فروغتم (এটি ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত কোন শব্দ নয়। বরং مهمل শব্দ) বলব, কিন্তু فروختم (বিক্রি করলাম) বলব না। তারপর খুলা করার জন্য তারা সকলেই কাযী তথা বিচারকের নিকট উপস্থিত হল এবং কাযীর সামনে তা সম্পাদন করল। আর বিচারক তাদের সব কথাবার্তা শুনলেন। তারপর স্বামী বিচারকের সামনে বলল, আমি فروختم বলিনি, আমি فروغتم বলেছি। এ ব্যাপারে সাক্ষীগণও যদি সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু বিচারক যদি এর বিপরীত তথা فروختم শুনে থাকে তবে বিচারক খুলা সহীহ হয়েছে বলে ফয়সালা দিবে। এই সাক্ষ্যের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কাজেই এর প্রতি আদৌ কোন ভ্রক্ষেপ করবেন না। যদি বিচারক বলেন, যে, সে فروغتم বলেছে, না فروختم বলেছে তা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। অথচ সাক্ষীগণ বলে যে, فروغتم বলেছে, তাহলে সাক্ষীদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং খুলা বাতিল হয়ে যাবে। যদি মজলিসে উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বলে যে, সে فروختم বলেছে, তবে তাদের



সাক্ষ্য অনুসারে বিচারক ফয়সালা করবেন এবং খুলা সহীহ হয়েছে বলে রায় দিবেন। (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)

১৮. মাসআলা : যদি খুলা কোন নির্দিষ্ট বিনিময়ের উপর হয় এবং সে বিনিময় স্ত্রী তার নিকট দিয়ে দিয়েছে আর বলে যে ইহা খুলার বিনিময়। কিন্তু স্বামী বলে যে, খুলার বিনিময় হিসাবে নয় বরং অন্য কোন বাবত আমি তা গ্রহণ করেছি। এ অবস্থায় কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। শায়খ যহীরুদ্দীন মুরগিনানী (র) এভাবেই ফাতওয়া দিতেন। পক্ষান্তরে অপরপক্ষ মুফতীগণ বলেন, 'মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে'। কেননা মালের তামলীক (মালিক বানানো) মহিলার পক্ষ হতে সম্পাদিত হয়েছে। কাজেই মালিক বানানোর প্রক্রিয়া বা বাবত বর্ণনায় তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এটি এমন একটি মূলনীতি যার নবীর শরী'আতে অনেক রয়েছে। (মুহীত) যে বস্তুর উপর খুলা সংঘটিত হয়েছে যদি এর জিন্স (জাত), প্রকার, ধরণ, পরিমাণ বা গুণাগুণ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ হয় তাহলে স্ত্রীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং স্বামীর পক্ষ হতে গ্রহণযোগ্য হবে সাক্ষ্য-প্রমাণ। (বাদায়ে) এমনভাবে স্ত্রী যদি বলে, আমি বিনিময় ছাড়াই খুলা করেছি তাহলে এক্ষেত্রেও স্ত্রীর কথা এবং স্বামীর সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) যদি স্বামী স্ত্রী এই বলে দ্বিমত করে যে, স্ত্রী বলে, আমাদের খুলা সহীহ হয়েছে। আর স্বামী বলে, আমি মজলিস থেকে উঠে গিয়েছিলাম। এরপর খুলা করেছি, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তা খুলার অস্বীকৃতি বৈকি? (খুলাসা)

১৯. মাসআলা : যদি স্বামী নিজ স্ত্রীকে ফারসী ভাষায় **خریدم و فروختم** (আমি খরীদ করলাম ও বিক্রি করলাম) বলে খুলা করে এবং এরপর স্বামী বলে, এ সময় আমার মনে এই কথা ছিল যে, আমি বক্রীর মাথা বিক্রি করেছি অথবা বলে, আমি **فروختم** শব্দটি আলোকিত করার অর্থে ব্যবহার করেছি অথবা বলে আমি **فروفتم** বলেছি (বলিনি) তাহলে কোন কোন ফকীহ বলেন, এ অবস্থায় কসম সহ স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু সে যদি খুলার বিনিময় গ্রহণ করে থাকে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা বাহ্যিক অবস্থা তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, আইনের দৃষ্টিতে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে খুলার বিনিময় গ্রহণ না করে থাকে। কেননা এ কথা সে জবাব হিসাবেই বলেছে। আর জবাব প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েই থাকে এবং এখানে প্রশ্ন (سوال) হল, নফসের মালিকানা হাসিলের ব্যাপারে। কাজেই জবাবে নফসের তামলীকের সাথেই সম্পর্কিত হবে। উপরোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয় যে, যদি স্বামী বলে, আমার দিলে ছিল এই কথা যে, আমি আমার জামা বিক্রি করলাম, তাহলে কোন কোন মাশাইখের মতে, এ

১. অর্থাৎ **لأ** অক্ষর যার অর্থ বিক্রি করলাম, না বলে **لأ** অক্ষর বলেছে, যার কোন অর্থ হয় না। (অনুবাদক)

অবস্থায় স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ফাতওয়া এই কথার উপরই। স্বামী যা **فروختم** বলার সময় বক্রী মাথা বা জামার প্রতি ইংগিত করে, তবে উপরোক্ত মাশাইখে কেরামের মতে, এটি কোন বিষয়ই নয়। কাজেই এ অবস্থায়ও খুলা সহীহ হবে। কিন্তু স্বামী যদি স্পষ্টভাবে বলে, 'আমি জামা বিক্রি করিছি' তাহলে এ অবস্থায় খুলা সহীহ হবে না। স্বামী যদি এ মর্মে সাক্ষী কায়েম করে যে, সে বক্রীর মাথা বিক্রি করেছে এবং সাক্ষী গ্রহণ করা হবে। এমনভাবে সাক্ষীগণ যদি এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে **فروختم** শব্দটি আলোকিত করার অর্থে ব্যবহার করেছে, তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ বিপরীতে মহিলা যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে এবং তারা সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, সে মহিলাকে বা মহিলার নফসকে বিক্রি করেছে; তাহলে মহিলার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করাই উত্তম। মাসআলা এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে, এতে আপত্তি রয়েছে। তবে আমার মতে স্বামীর প্রমাণাদি গ্রহণযোগ্য হওয়াই উত্তম। (মুহীত) কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তি বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে খুলা করে দাও। তবে এ খুলা মালের বিনিময়েই সম্পাদিত করতে হবে। এটাই সহীহ অভিমত। (ইতাবিয়া)

২০. মাসআলা : কোন মহিলা এক ব্যক্তিকে এই জন্য উকীল নিয়োগ করল যে, সে যেন এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তার স্বামী থেকে খুলা করিয়ে দেয়। তখন যদি উকীল খুলার বিষয়টি 'মুতলাকা' (শর্তমুক্ত) রেখে দেয়, যেমন সে বলল, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তুমি তোমার স্ত্রীকে খুলা করে দাও অথবা বলল, এই এক হাজারের উপর খুলা করে দাও অথবা সে খুলার বিনিময়কে নিজের দিকে সম্পর্কিত করল, ইযাফতে মিল্ক (মালিকানার ভিত্তিতে সম্বোধন) বা ইযাফতে যিমান (যামিন হওয়ার ভিত্তিতে সম্বোধন) এর ভিত্তিতে। যেমন বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে খুলা করে দাও, এই শর্তে যে, এক হাজার দিরহাম আমি আমার মাল থেকে পরিশোধ করে দিব অথবা আমি এর যামিন থাকবো, তবে উকীলের কবুলের পর এই খুলা পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং মহিলার উপর বায়িন তালাক পতিত হবে। বিনিময়ের বিষয়টি যদি মুতলাক থাকে তবে এর দায়দায়িত্ব মহিলার উপর থাকবে এবং তার থেকেই এ পাওনা দাবী করা হবে। আর যদি বিনিময়টি উকীলের দিকে সম্বোধিত হয় তবে উকীলের নিকটেই এর দাবী করা হবে, মহিলার নিকটে নয়। তবে উকীল যা পরিশোধ করবে তা সে মহিলার নিকট থেকে উসুল করে নিবে। কোন মহিলা কাউকে উকীল নিয়োগ করে বলল, আমাকে আমার স্বামীর নিকট থেকে খুলা করিয়ে দাও। অতঃপর উকীল তাকে তার কিছু মালামালের বিনিময়ে খুলা করে দিল। তারপর সে মালামাল স্বামীর নিকট হস্তান্তর করা আগেই তা উকীলের হাত থেকে নষ্ট হয়ে গেল। তাহলে উকীল এই মালের মূল্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যাপারে দায়ী হবে এবং এই ক্ষতিপূরণ সে মহিলার স্বামীর নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। (মুহীত)



২১. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। অতঃপর সে (আদিষ্ট) ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মালের বিনিময়ে খুলা করে দিল কিংবা মালের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দিল। এ অবস্থায় সহীহ কথা হল, যদি মহিলা মাদখুলা (এমন স্ত্রী যার সাথে সহবাস করা হয়েছে) হয়, তবে এ কাজ জায়েয হবে না। আর যদি তার সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে জায়েয হবে। অনুরূপভাবে খুলা (তালাকে) উকীল যদি শর্তহীনভাবে (مطلقاً) তালাক প্রদান করে, তবে তা জায়েয হবে। কেউ কেউ বলেন যে, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা কোন কিছুর বিনিময়ে খুলা করা বা বিনিময় ছাড়া উভয় তরীকাই সুবিধিত খুলা করা। কাজেই উভয় অবস্থাতেই ওকালত সহীহ হবে। (যহীরিয়া : মুহীত : সারাখসী) এক মহিলা কাউকে খুলার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর সে এ থেকে রুজু করল। তাহলে উকীলের এ বিষয়ে অবগতি না থাকলে তার এ রুজু কোন কাজে আসবে না। আর যদি মহিলা খুলার জন্য নিজের স্বামীর নিকট কোন দূত পাঠায়। তারপর স্বামীর নিকট সংবাদ পৌছবার আগেই সে যদি এর থেকে রুজু করে, তবে তার এ রুজু সহীহ হবে। যদি দূত এ সম্বন্ধে অবহিত না থাকে। এক ব্যক্তি অপর দুই ব্যক্তিকে বলল, তোমরা উভয়ে আমার স্ত্রীকে বিনিময় ব্যতীত খুলা করে দাও। তারপর তাদের একজন তাকে খুলা করে দিল, তাহলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্বামী দুই ব্যক্তিকে এরূপ বলে যে, তোমরা উভয়ে আমার স্ত্রীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করে দাও। তারপর তাদের একজনে বলল, আমি ঐ মহিলাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করে দিলাম এবং অপর জন বলল, আমি এর অনুমতি দিলাম। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এরূপ করা জায়েয নেই। অবশ্য যদি একজন বলে, আমি তাকে একহাজার দিরহামে বিনিময়ে খুলা করে দিলাম এবং এরপর অপর জন বলে, আমিও তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করে দিলাম, তবে তা জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২২. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের উপর খুলা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল বলে যে, আমি অমুক মহিলাকে তার স্বামীর পক্ষ হতে এই পরিমাণ মালের উপর খুলা করে দিয়েছি, তবে তা জায়েয হবে। যদিও উকীল এই কথা ঐ মহিলার সামনে না বলে। ফকীহগণ বলেন, একই ব্যক্তি দুই দিক হতে উকীল হওয়া জায়েয নয়। অথচ উক্ত মাসআলা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ হওয়া জায়েয। হাকিম আবুল ফযল (র) বলেন, এটি 'আসল' গ্রন্থের রিওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং এটিই সহীহ অভিমত। (ইতাবিয়া) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বলল, যখন আমার স্ত্রী আমার জামাটি তোমার নিকট হস্তান্তর করবে, তখন তুমি তাকে খুলা তালাক দিয়ে দিবে। অতঃপর মহিলা উকীলের নিকট জামাটি দিয়ে দিল এবং উভয়ের মাঝে খুলাও সম্পাদিত হয়ে গেল। এরপর পুরুষ ব্যক্তি জামাটির প্রতি নজর করে দেখল যে, তাতে অন্তর নেই তবে খুলা

সহীহ হবে না। এমনভাবে যদি জামাতে আসতীন (হাতা) না থাকে এবং দু'। আসতীনই যদি না থাকে তবে খুলা সহীহ হবে না। আর যদি একটি আসতীন না থাকে তবে খুলা সহীহ হবে। (খুলাসা) যদি কতিপয় লোক কারো নিকট এসে বলল তোমার স্ত্রী আমাদেরকে তোমার নিকট হতে খুলা করিয়ে নেওয়া জন্য উকীল নিয়োগ করেছে। তারপর ঐ ব্যক্তি আগত লোকদের সামনে দুই হাজার দিরহামের উপর তার স্ত্রীকে খুলা (তালাক) দিয়ে দিল। অতঃপর তাদেরকে উকীল নিয়োগ করার কথা স্ত্রী অস্বীকার করল। এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, ঐ লোকেরা যদি স্বামীর মালের যামানত গ্রহণ করে থাকে তবে তালাক পতিত হবে। এবং খুলার বিনিময় পরিশোধ করা তাদের বিন্মায় অপরিহার্য হবে। আর তারা যদি যামানত গ্রহণ না করে থাকে এবং স্বামী এই দাবী না করে যে, মহিলা তাদেরকে উকীল নিয়োগ করেছিল তাহলে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু স্বামী যদি দাবী করে যে, মহিলা তাদেরকে উকীল নিয়োগ করেছিল, তবে তালাক পতিত হবে। মাল পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না। উপরোক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী খুলা করে দেয় আর যদি স্বামী তাদের নিকট দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে এক তালাক প্রদান করার অধিকার বিক্রি করে, তবে আবু বকর ইসহাক (র)-এর মতে এই বিক্রয় এবং খুলা উভয়ই সমান। ফাতওয়া এর উপরই। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

২৩. মাসআলা : 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার স্ত্রীকে খুলা করে দাও। যদি সে স্ত্রী এ বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে তাকে তালাক দিয়ে দাও। অতঃপর মহিলা খুলাকে অস্বীকার করলে উকীল তাকে তালাক দিয়ে দিল। এরপর মহিলা বলল, আমি খুলা করতে প্রস্তুত আছি এবং উকীল তখন তার সাথে খুলা করল। তাহলে খুলা জায়েয হবে, যদি উকীল তাকে রাজস্ব তালাক প্রদান করে থাকে। (মুহীত) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি ঐ গোলামের উপর অথবা ঐ এক হাজারের উপর অথবা ঐ বাড়ীর উপর তোমার স্ত্রীকে খুলা করে দাও। অতঃপর সে তাই করল। এ অবস্থায় খুলা গ্রহণ করার বিষয়টি মহিলার ইখতিয়ারে থাকবে। যদি সে খুলাকে কবুল করে নেয়, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। এবং আলোচিত বিনিময় স্বামীর নিকট প্রত্যাপণ করা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি অন্য কেউ মালিকানা দাবী করে তা নিয়ে যায়, তবে মহিলাকে উল্লেখিত মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি আর কোন ব্যক্তি মহিলার স্বামীকে বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে আমার ঐ গোলাম বা আমার ঐ বাড়ী অথবা আমার ঐ হাজার দিরহামের উপর খুলা করে দাও। তারপর স্বামী তাই করল। তাহলে খুলা সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং ঐ মহিলা কবুলের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে না। এ ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষ হতে خلعت (আমি খুলা করলাম) বলাতেই খুলা পূর্ণ হয়ে যাবে। আজনবী (اجنبی)-এর পক্ষ হতে আমি কবুল করলাম বলার প্রয়োজন হবে না।



২৪. মাসআলা : এক মহিলা নিজ স্বামীকে বলল, তুমি আমাকে অমুকের বাড়ী বা অমুকের গোলামের উপর খুলা করে দাও। অতঃপর স্বামী তাই করল। তাহলে মহিলার সামনে খুলা সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং এ পর্যায়ে বাড়ীর মালিক বা গোলামের মালিকের পক্ষ হতে তা কবুল করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মহিলার উপর অপরিহার্য হবে এই বাড়ী বা এই গোলাম স্বামীর নিকট সোপর্দ করে দেওয়া। সম্ভব না হলে স্বামীর নিকট এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। স্বামী যদি উদ্যোগী প্রথমে বলে, আমি তোমাকে অমুকের বাড়ীর বিনিময়ে তালাক দিলাম, বা খুলা দিলাম তবে কবুলের ইখতিয়ার স্ত্রীর প্রতি ন্যস্ত হবে। বাড়ীর মালিকের প্রতি নয়। স্বামী যদি স্ত্রীর উপস্থিতিতে গোলামের মালিককে সম্বোধন করে বলে তোমার এই গোলামের বিনিময়ে আমি আমার স্ত্রীর সাথে খুলা করলাম এবং স্ত্রীও তা কবুল করে নেয়, তাহলে গোলামের মালিক তা কবুল না করা পর্যন্ত খুলা পতিত হবে না। যদি অপর কোন ব্যক্তি উদ্যোগী হয়ে কথার সূচনা করে এবং খুলার উপর ন্যস্ত করে, যেমন কোন বেগানা ব্যক্তি বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে অমুকের এই গোলাম কিংবা অমুকের এই বাড়ী অথবা অমুকের এই এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করে দাও। তাহলে কবুলের ইখতিয়ার গোলামের মালিক বাড়ীর মালিক এবং দিরহামের মালিকের প্রতি ন্যস্ত হবে। মহিলার প্রতি ন্যস্ত হবে না। কোন বেগানা ব্যক্তি যদি বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে খুলা করে দাও যে, অমুক ব্যক্তি এর যামিন হবে। অতঃপর সে তাই করল। তাহলে এই আকদ কবুল করা যামিন ব্যক্তির ইখতিয়ারে থাকবে। যদি মহিলা নিজেই উদ্যোগী হয়ে কথার সূচনা করে এবং বলে, আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে খুলা করে দিন যে, অমুক ব্যক্তি এর যামিন হবে। অতঃপর স্বামী এভাবে খুলা করে দিল, তাহলে এ খুলা পতিত হবে। আর যদি আলোচিত অমুক ব্যক্তি মালের ব্যাপারে যামিন হয়ে থাকে, তবে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে, সে স্ত্রী বা অমুক ব্যক্তি যে কোন একজনের নিকট হতে মালের দাবী করতে পারবে। যদি অমুক ব্যক্তি মালের যামানত আদায় করতে অস্বীকার করে তবে মহিলাকে এই মালে দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি স্বামীকে বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে এই গোলামের উপর খুলা করে দাও। এরপর স্বামী বলে, আমি খুলা করে দিলাম। তারপর দেখা গেল যে, এই গোলাম অন্য কোন ব্যক্তির। কিন্তু গোলামের মালিক ব্যক্তি তার গোলামের বিনিময় হওয়ার বিষয়টিকে কবুল করে নিয়েছে, তাহলে তার কবুলের প্রতি ভ্রক্ষেপ করা হবে না। কেননা কবুলে বিষয়টি মহিলার ইখতিয়ারে রয়েছে। (শারহুল জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

২৫. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনে কোন বালক মতিভ্রম বা গোলামকে খুলা করার জন্য তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে, তবে তা জায়েয আছে (মাবসূত) যদি স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলে, খুলা দাও নিজ নফসকে অথবা বলে খুলা কর নিজ নফসকে তবে এই মাসআলার তিন অবস্থা হতে পারে। (১) স্বামী স্ত্রীকে বলল, মালের বিনিময়ে তুমি

তোমার নফসকে খুলা করে দাও। কিন্তু মালের পরিমাণ উল্লেখ করল না। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আপনার থেকে আমার নফসকে খুলা করে দিলাম। এ অবস্থায় স্বামী 'আমি অনুমতি দিলাম' না বলা পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত। কিন্তু ইবন সিম'আ (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ অবস্থায় খুলা সহীহ হবে। আমাদের কোন কোন মাশাইখ এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া) (২) স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার নফসকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা করে দাও। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি খুলা করলাম। তাহলে কোন কোন বর্ণনা মতে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খুলা পূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও 'আমি অনুমতি দিলাম' কথাটি স্বামীর পক্ষ হতে বলা হয়নি। এটিই সহীহ মতামত। (৩) স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার নফসকে খুলা করে দাও। এর অতিরিক্ত কিছু বলল না। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি খুলা করলাম। তবে 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এতে খুলা হবে না। ইবন সিম'আ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নফসকে খুলা করে দাও। অতঃপর স্ত্রী বলে, আমি খুলা করে দিলাম, তাহলে এতে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া বায়িন তালাক পতিত হবে। যেন স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার নফসকে বায়িনা করে নাও। অধিকাংশ মাশাইখে কিরাম এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। আর যদি কথা বলার সূচনা মহিলার পক্ষ হতে হয় এবং সে বলে, আমাকে খুলা করে দিন বা মুক্ত করে দিন, অতঃপর স্বামী বলে, করলাম। তাহলে স্বামীর দিক থেকে কথার সূচনা হওয়া বা মহিলার পক্ষ হতে কথার সূচনা হওয়া উভয়ই সমান। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৬. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার নফসকে মাল ছাড়া খুলা করে দাও। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমি খুলা করলাম। তবে মহিলার কথায়ই খুলা পূর্ণ হয়ে যাবে। স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, আমাকে মাল ব্যতীত খুলা করে দিন। স্বামী বলল, আমি খুলা করে দিয়েছি। তবে কথা বলে শেষ করতেই তালাক হয়ে যাবে। (মুহীত) কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে নিজের নফসকে খুলা করিয়ে নাও। তারপর স্বামী তাকে আরবী ভাষায় তালকীন করল এবং সে বলল, اختلفت (আমি খুলা করলাম) অথচ সে এর মর্ম বুঝে না, তাহলে সহীহ মতে, এ মহিলা উক্ত শব্দের মর্ম না বুঝা পর্যন্ত তার খুলা পূর্ণ হবে না। (মুহীত : সারাখসী) এক ব্যক্তি দাবী করল যে, আমি তোমার স্ত্রীর পক্ষ হতে তোমার নিকট এসেছি, হয় তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও অথবা ভালভাবে রাখার ব্যবস্থা কর। একথা শুনে স্বামী বলল, আমি তাকে রাখব না বরং তালাক দিয়ে দিব। তখন ঐ দূত (দাবীদার) ব্যক্তি বলল, তোমার নিকট তার যত পাওনা আছে সমস্ত পাওনা হতে তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলাম। তারপর স্বামী ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল। এ অবস্থায় যদি খরব বাহক ব্যক্তিকে পাওনা



মুক্ত করার অধিকার প্রদানের বিষয়টি মহিলা অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি অধিকার প্রাপ্তির বিষয়ে দাবী করে। এদিকে স্বামীও যদি সংবাদ বাহকের দূত বা উকীল হওয়ার বিষয়টির দাবী করে অর্থাৎ ঐ কথাটি স্বীকার করে নেয়, তবে তালাক পতিত হবে। এবং মহিলা তার হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।<sup>১</sup> আর স্বামী যদি এর দাবী না করে এবং দূত ব্যক্তি এরূপ বলে থাকে যে, আমি তোমাকে তার পাওনা হক থেকে এই শর্তে মুক্ত করলাম যে, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিবে, তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি সে ব্যক্তি *على ان تطلقها* (এই শর্তে যে, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিবে) না বলে, তবে তালাক পতিত হবে এবং মহিলাও তার হকের উপর পূর্ববৎ বহাল থাকবে। (ফাতহুল কাদীর)

২৭. মাসআলা : যদি কোন ফযূলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন) ব্যক্তি বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দাও। তাহলে তার এ তালাক মাওকুফ থাকবে। যদি মহিলা অনুমতি প্রদান করে, তবে তালাক পতিত হবে। অন্যথায় তালাক পতিত হবে না। (ইত্যবিয়া) এক ব্যক্তি তার নিজের কন্যাকে তার জামাতার নিকট হতে খুলা করিয়ে নিল। তবে কন্যা যদি বালিগা হয় এবং পিতা খুলার বিনিময়ের ব্যাপারে যামিন হয়, তাহলে খুলা পূর্ণ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কোন ব্যক্তি তার যদি বালিগা কন্যাকে তার পাওনা মহরের বিনিময়ে তার অনুমতিক্রমে তার স্বামীর হতে খুলা করায়, তবে এই খুলা কন্যার উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি কন্যার অনুমতি ছাড়া খুলা করা হয় এবং পিতা যদি মহরের যামিন না হয়, তবে খুলা জায়েয হবে না এবং তালাক পতিত হবে না। আর যদি বালিগা কন্যা এর জন্য অনুমতি দিয়ে থাকে তবে খুলা সহীহ হবে এবং তালাকও পতিত হবে। এ অবস্থায় স্বামী তার উপর পাওনা মহর থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। পিতা যদি খুলার বিনিময়ের জন্য যামিন হয়, তাহলে তার কন্যার উপর তালাক পতিত হবে। অতঃপর উল্লেখিত খুলার খবর কন্যার নিকট পৌছালে সে যদি এর প্রতি সম্মতি দিয়ে দেয়, তবে এ খুলা তার উপর কার্যকরী হবে এবং স্বামীও মহরের দাবী হতে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কন্যা যদি এ ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন না করে, তবে সে মহরানার এই টাকা স্বামীর নিকট হতে উসূল করে নিবে এবং স্বামী উসূল করে নিবে তার পিতার নিকট হতে। যেহেতু সে এ ব্যাপারে যামিন হয়েছিল। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

২৮. মাসআলা : পিতা যদি নিজ নাবালিগা কন্যার মালের বিনিময়ে খুলা করিয়ে নেয়, তবে তা নাবালিগার উপর প্রযোজ্য হবে না। তার পাওনা মহর স্বামী যিম্মা হতে রহিত হবে না এবং স্বামী তার মালের দাবীদারও হতে পারবে না। তবে এ অবস্থায় তালাক পতিত হবে কিনা এ সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে, তালাক

১. অর্থাৎ দায়মুক্ত করে দেবার অস্বীকৃতি বহাল থাকবে এবং মহিলা পাওনা আদায়ের অধিকার থাকবে। (অনুবাদক)

পতিত হবে। (হিদায়া) যদি পিতা নাবালিগা কন্যাকে খুলা করায় হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে যে, পিতা এক হাজার টাকার যামিন হবে, তাহলে খুলা পতিত হবে এবং পিতার উপর এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি এক হাজার দিরহাম কন্যার উপর আদায় করার শর্ত থাকে, তবে উক্ত খুলা কন্যার কবুল করার উপর মাওকুফ থাকবে। তবে শর্ত হল, তার মধ্যে কবুল করার আহলিয়াত (উপযুক্ততা) থাকতে হবে। অর্থাৎ সে একথা বুঝতে পারে যে, শরী'আতে খুলা প্রবর্তিত হয়েছে *سالب* (বিচ্ছিন্নকারী) হিসাবে আর বিবাহ প্রবর্তিত হয়েছে *جالب* (মিলন ও সংযোগ স্থাপনকারী) হিসেবে। যদি মহিলা তা কবুল করে নেয় তবে ইমামগণের সর্ববাদী, মতানুসারে তালাক পতিত হবে, কিন্তু মাল ওয়াজিব হবে না। আর যদি পিতা তার পক্ষ হতে কবুল করে, তবে এক বর্ণনা অনুযায়ী শুদ্ধ হবে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় শুদ্ধ হবে না। আর এটিই বিশুদ্ধতম মত। (কাফী) কেউ যদি তার বালিগা স্ত্রীকে খুলা (তালাক) দেয় এবং কেউ তার মহরের যামিন না হয়, তাহলে এই খুলা উক্ত নাবালিগার কবুলের উপর মাওকুফ থাকবে। যদি সে কবুল করে নেয়, তবে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মহর রহিত হবে না। আর যদি পক্ষ হতে তার পিতা কবুল করে নেয়, তবে তাতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। যদি পিতা মহরের ব্যাপারে যামিন হয় এবং তা এক হাজার দিরহাম হয় তবে উক্ত কন্যা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে এবং ইসতিহসান অনুসারে পিতার যিম্মায় পাঁচশত দিরহাম ওয়াজিব হবে। (হিদায়া) উপরোক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস না হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তার সাথে স্বামীর সহবাস হয়ে থাকে, তবে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে এবং এই পূর্ণ মহরই পিতা তার স্বামীর নিকট পরিশোধ করবে। (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)

২৯. মাসআলা : যদি নাবালিগা কন্যার স্বামী ও তার মাতার মধ্যে খুলা সম্পর্কে কথাবার্তা হয় এবং নাবালিগার মা যদি নিজের ব্যক্তিগত মালের দিকে খুলার বিনিময়ের ইযাফত (সম্বোধন) করে বা নিজে এর যামিন হয়, তাহলে খুলা পূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন বেগানার সাথে হলে তা হয়ে থাকে। যদি নাবালিগার মা নিজের মালের দিকে এর সম্বোধন না করে বা যদি নিজে এর যামিন না হয় তবে এর ক্ষেত্রে তালাক পতিত হবে কি না, যেমন পিতার সাথে খুলার কথাবার্তা হলে তালাক পতিত হয়ে থাকে, এ পর্যায়ে কোন রিওয়ায়েত নেই। তবে সহীহ কথা হল, এ অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। যদি খুলার আকদকারী<sup>১</sup> কোন বেগানা ব্যক্তি হয় এবং খুলার বিনিময়ের ব্যাপারে যামিন না হয়, তবে খুলা মাওকুফ থাকবে কিনা, এ সম্বন্ধে কোন কোন ফকীহ বলেন, যদি স্ত্রী খুলার বিষয়টি বুঝতে পারে এবং তা ব্যক্ত করতে পারে, তাহলে তার কবুলের উপর খুলা মাওকুফ থাকবে। অপরাপর ফকীহগণ বলেন, মাওকুফ থাকবে না। খুলার কথা বুঝতে

১. বেগানা অর্থ যে ব্যক্তি বর্তমানে উক্ত কন্যার ওলী হতে পারে না, আকদকারী অর্থে খুলার কথাবার্তা স্বামীর সাথে করছে, নাবালিগা স্ত্রী বা তার ওলীর সাথে নয়। (সম্পাদক)



পারে এবং তা ব্যক্ত করতে পারে। এ জাতীয় কোন নাবালিগা কন্যা যদি নিজ স্বামীর সাথে নিজ মহরের বিনিময়ে খুলা করে, তবে বায়িন তালাক পতিত হবে এবং মহর রহিত হবে না। যদি নাবালিগা কন্যা খুলা করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে এবং এরপর উকীল সে কাজ করে দেয় তবে এক্ষেত্রে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। এক রিওয়ায়েত মতে, উকীল নিয়োগ পূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন নাবালিগা কবুল করলে খুলা পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু অপর বর্ণনা অনুসারে উকীল যদি খুলার বিনিময়ের ব্যাপারে যামিন না হয়, তাহলে তালাক পতিত হবে না। যেমন কোন বেগানা ব্যক্তি খুলা করলে হয়ে থাকে। পিতা যদি নিজ নাবালিগা সন্তানের পক্ষ হতে খুলা করে তবে খুলা সহীহ হবে না। এবং এ খুলা তার অনুমতির উপরও নির্ভরশীল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)

৩০. মাসআলা : আমাদের মাযহাবে মাতাল এবং বল প্রয়োগে বাধ্য ব্যক্তির খুলা করা জাযিয়। অবশ্য নাবালিগ বালকের খুলা বাতিল বলে গণ্য হবে। মতিভ্রম এবং রোগব্যাধির কারণে বেহুশ ব্যক্তির হুকুম এক্ষেত্রে নাবালিগ বালকের হুকুমের অনুরূপ অর্থাৎ বাতিল বলে গণ্য হবে। (মাবসূত) যদি দাসী মহিলা নিজ স্বামী হতে খুলা গ্রহণ করে অথবা মালের বিনিময়ে স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে তালাক পতিত হবে। তবে অর্থ বিনিময়ের জন্য তখনই তাকে বাধ্য করা যাবে না। বরং আযাদ হওয়ার পর তাকে বাধ্য করা হবে। আর দাসী যদি মুনীবের অনুমতিক্রমে এ কাজ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিনিময় প্রদানের জন্য বাধ্য করা যাবে, এমনকি এর জন্য তাকে বিক্রিও করা যাবে। কিন্তু যদি মুনীব নিজের পক্ষ হতে বিনিময় পরিশোধ করে দেয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। আর দাসী যদি কারো মুদাব্বারা বা উম্মে ওয়ালাদ<sup>১</sup> হয় তবে এ ক্ষেত্রে তাদের হুকুমও দাসীর হুকুমের অনুরূপ। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, মুদাব্বারা এবং উম্মে ওয়ালাদকে বিনিময় উসূলের জন্য বিক্রি করা যাবে না। বরং তার বিনিময় নিজ নিজ রোজগার দ্বারা আদায় করবে। তবে শর্ত হল, যদি সে এ কাজ মুনীবের অনুমতিক্রমে করে থাকে। যদি মুকাতাবা<sup>২</sup> দাসী হয় তবে তাকে খুলার বিনিময়ের জন্য বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু আযাদ হওয়ার পর বাধ্য করা যাবে। চাই মুনীবের অনুমতি ব্যতীত খুলা কুরুক কিংবা মুনীবের অনুমতি সাপেক্ষে খুলা কুরুক। দাসী যদি মুনীবের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর সাথে নিজ মহরের বিনিময়ে খুলা করে, তবে তালাক পতিত হবে। কিন্তু মহর রহিত হবে না। (মুহীত) যদি দাসীর মুনীব তার সত্তার<sup>৩</sup> উপর খুলা করিয়ে নেয় এবং তার স্বামী আযাদ হয়, তবে কোন বিনিময় ওয়াজিব হওয়া ছাড়া খুলা পতিত হবে। স্বামী

১. এর অর্থ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সংক্ষেপে এই যে দাসীকে মালিক বলল, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ স্বাধীনা। যে দাসীর গর্ভে মালিকের ঔরশজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে 'উম্মু ওয়ালাদ' বলে। মালিকের মৃত্যুর সংগে সংগে যে স্বাধীন হয়ে যায়। (সম্পাদক)

২. নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে যাকে মুক্ত করার শর্তারোপ করা হয়েছে। (অনুবাদক)

৩. অর্থাৎ তাকে বিক্রয় করে বিক্রয় মূল্য দ্বারা খুলার বিনিময় প্রদান করে। (অনুবাদক)

যদি মুকাতাবা, মুদাব্বার বা সাধারণ গোলাম হয় তবে খুলা জায়েয হবে এবং এই দাসী ঐ মুদাব্বারা অথবা গোলামের মুনীব হয়ে যাবে।<sup>১</sup> এখন বাকী রইল মুকাতাব গোলামের বিষয়টি। এ পর্যায়ে দাসীর মধ্যে তার মালিকানা হক সাব্যস্ত হবে। দুই দাসী মহিলা এক আযাদ ব্যক্তির স্ত্রী। তাদের মুনীব তাদের স্বামীর নিকট হতে তাদের নির্দিষ্ট কোন একজনের সত্তার বিনিময়ে খুলা করাল, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট দাসীর খুলা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অপরের জনের খুলা সহীহ হবে। আর মূল্য উভয়ের মহরে উপর বণ্টন করা হবে। এ সময় যা কিছু ঐ দাসীর ভাগে আসে যার খুলা সহীহ হয়েছে, সে পরিমাণে স্বামীর হক অন্য দাসীর উপর সাব্যস্ত হবে। যদি মুনীব তাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সত্তার বিনিময়ে খুলা করায়, তাহলে কোন মাল ওয়াজিব হওয়া ছাড়া তাদের উপর এক একটি করে বায়িন তালাক পতিত হবে। আর স্বামী যদি তাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের رقبه-এর বিনিময়ে তালাক প্রদান করে তবে রাজস্ট তালাক পতিত হবে। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার)

৩১. মাসআলা : এক দাসী কোন এক গোলামের স্ত্রী ছিল, সেই দাসীকে তার মুনীব নিজ মালিকানাধীন এক গোলামের বিনিময়ে স্বামী গোলামের নিকট থেকে খুলা করাল এবং গোলাম স্বামী তা কবুল করে নিল, তবে এ খুলা জায়েয হবে। চাই গোলাম দাসী মুনীবের অনুমতিক্রমে এ কাজ করুক বা অনুমতি ছাড়া করুক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। এক্ষেত্রে দাসী কর্তৃক এই আকদ কবুল করা শর্ত নয়। এক্ষেত্রে যে গোলামকে বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়েছে কেউ যদি এর মালিকানা দাবী করে তা নিয়ে যায় তবে খুলা পূর্ববৎ জায়েয থাকবে এবং মুনীবের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। তবে মালিকানা দাবী করে যে গোলাম নিয়ে গেছে এর মূল্য পরিশোধ করা দাসীর ঘাড়ে অপরিহার্য সাব্যস্ত হবে এবং এ কারণে তাকে বিক্রি করা হবে। কিন্তু মুনীব নিজে যদি তার মূল্য পরিশোধ করে দেয় তবে সে তো উত্তম কথা। এ অবস্থায় দাসীকে আর বিক্রি করা হবে না। খুলার সময় মুনীব যদি বিনিময়ে যে গোলাম সাব্যস্ত করা হয়েছে তার যামিন হয় তাহলে যামিন হওয়ার কারণে ঐ গোলামের মূল্য মুনীবের নিকট হতে উসূল করা হবে। খুলার আগেকার সময়ের কোন ঋণ যদি দাসীর উপর থাকে তাহলে তাকে বিক্রি করে প্রথমে ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করা হবে। এরপর যদি কিছু বাকী থাকে তবে তা স্বামীর মুনীবের হকে বলে বিবেচিত হবে। যদি তার মূল্যের পূর্ণ না হয় তাহলে দাসী আযাদ হওয়ার পর তা পূর্ণ করে দিবে। যদি ঋণদাতা ব্যক্তিগণ দাসীকে বিক্রি করার আগে বা পরে তাকে ঋণের দায়-ভার হতে মুক্ত করে দেয়, তবে গোলামের মূল্য পরিশোধের জন্য দায়ী হয়ে থাকে। এ অবস্থায় বাদীর رقبه (সত্তা) কে স্বামীর মুনীবের

১. এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে আর বিবাহ সম্পাদিত হতে পারবে না। কারণ স্বামী বা স্ত্রী একে অন্যের মালিকানা লাভের সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। (সম্পাদক)



নিকট হস্তান্তর করা হবে না। যদি দাসীর মুনীব 'খুলার বিনিময়ে সাব্যস্ত' গোলামের ক্রটি পূরণ করে দেওয়ার ব্যাপারেও যামিন হয়, তাহলে ঋণ পরিশোধ করার জন্য দাসীকে বিক্রি করা হবে এবং মুনীব عبد مستحق (যে গোলামকে মালিকানার দাবীতে নিয়ে গিয়েছে) এর মূল্যের যামানত পরিশোধ করবে। কিন্তু দাসীর উপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না, আযাদ হয়ে যাওয়ার পরও আসবে না।

৩২. মাসআলা : দাসীর মুনীব যদি তাকে তার সত্তার বিনিময়ে তার স্বামীর নিকট হতে খুলা করায় এবং তার উপর যদি কোন ঋণ না থাকে আর এ অবস্থায় মুনীব যদি কোনরূপ যামিন না হয়ে থাকে, তাহলে এই দাসীকে স্বামীর মুনীবের নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। আর যদি তার উপর কোন প্রকার ঋণ থাকে, তাহলে এই ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। ঋণ পরিশোধের পর যদি কিছু অর্থ সম্পদ বাকী থাকে, তাহলে স্বামীর মুনীব তা নিয়ে নিবে। এ অবস্থায় দাসীর মুনীবের উপর ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হবে না। যদি (ঋণ পরিশোধের পর) এই অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ ঐ দাসীর পূর্ণ মূল্য না হয়। যদি ঋণদাতা ব্যক্তিগণ বিক্রির আগে দাসীকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেয় তবে দাসীর সত্তা স্বামীর মুনীবের নিকটে হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় দাসীর মুনীব কোন কিছুই পাবে না। যদি বেচাকেনার পর ঋণ মুক্তি ঘোষণা করা হয়, তবে তার পূর্ণ মূল্য স্বামীর মুনীবের নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হবে। যদি সামান (ثمن) কীমত (قيمة) এর তুলনায় বেশি হয়, তবে এ অতিরিক্ত পরিমাণ মুনীব দাসীর মুনীবের উপর বর্তাবে। যদি মুনীব কম হওয়ার অবস্থায় পূর্ণ করে দেওয়ার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ না করে থাকে, তবে দাসীর উপরই এর দায়িত্ব বর্তাবে। এবং আযাদ হওয়ার পর-তার থেকে ঐ পরিমাণ অর্থ উসূল করে নেওয়া হবে। (শারহ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

৩৩. মাসআলা : কোন মহিলা তার মুমূর্ষ রোগের অবস্থায় স্বামীর নিকট পাওনা মহরের বিনিময়ে খুলা করে যদি ইদতকালে মারা যায়, তাহলে স্ত্রী থেকে স্বামীর পাওনা মীরাস ও মহর এতদুভয়ের মধ্যে যেটি কম হবে স্বামী সেটিরই হকদার হবে। তবে শর্ত হল, যদি মহর তার এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে সম্পন্ন হয়ে যায়। যদি এ ছাড়া তার আর কোন মালই না থাকে তবে স্ত্রী থেকে তার পাওনা মীরাস ও তার মালের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে যেটি তুলনামূলক কম হবে স্বামী সেটিরই হকদার হবে। আর উক্ত মহিলা যদি ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর মারা যায়, তবে তার মালের এক তৃতীয়াংশের থেকে ঐ মহর লাভ করবে। স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে এবং স্ত্রী রোগের কারণে মুমূর্ষ অবস্থায় যদি নিজ মহরের বিনিময়ে খুলা করে, তবে সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে মহরের অর্ধাংশ তো স্বামীর থেকে এমনিই রহিত হয়ে গিয়েছে। আর

১. ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে আলোচিত নির্ধারিত মূল্যকে 'সামান' (ثمن) বলা হয়। আর বস্তুর বাজার মূল্যকে 'কীমত' (قيمة) বলা হয়। (অনুবাদক)

বাকী রয়েছে অর্ধেক। স্ত্রী মালামালের এক তৃতীয়াংশ হতে স্বামী তার এই অর্ধেক মহর উসূল করে নিবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি নিজ মহরের অতিরিক্ত টাকা-পয়সার উপর স্বামীর সাথে খুলা করে তবে অর্ধেক তো সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে স্বামীর উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। এরপর বাকী থাকবে মহরের অবশিষ্ট অর্ধেক এবং অতিরিক্ত পরিমাণ। স্বামী এর পুরোটাই স্ত্রীর মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে উসূল করে নিবে। যদি ঐ মহিলা সে রোগে না মরে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে স্বামী মহরে মুসাম্মা (বিবাহের সময় যে মহর নির্ধারণ করা হয়েছে) এর পুরোটাই হকদার হবে। স্ত্রী সুস্থ কিন্তু স্বামী অসুস্থ। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে খুলা করে, তবে এ খুলা মুসাম্মা (নির্ধারিত পরিমাণ মহর) বিনিময়ে জায়েয হবে। চাই তা পরিমাণে কম হোক বা বেশী হোক। তবে এ অবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে মীরাস পাবে না। কোন বেগানা ব্যক্তি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ দায়িত্বে অসুস্থ স্বামীর নিকট থেকে তার স্ত্রীকে কিছু মালের বিনিময়ে খুলা করিয়ে নেয় এবং স্বামী এই রোগে মারা যাওয়ার পর, তার এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে এ খুলা জায়েয হবে। বেগানা ব্যক্তি স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বামীর অসুস্থকালীন অবস্থায় যদি এ কাজ করে এবং স্ত্রীর ইদতের অবস্থায় স্বামী যদি মারা যায় তাহলে এই স্ত্রী তার স্বামীর থেকে মীরাস পাবে। (যাবসূত)

৩৪. মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীর চাচাত ভাই হয় এবং তার সাথে সহবাসও হয়ে থাকে, এ জাতীয় স্বামী যদি আত্মীয়তার ভিত্তিতে তার স্ত্রী থেকে মীরাস না পায়, যেমন—স্ত্রীর অপর কোন 'আসাবা' (عصبه) আত্মীয় রয়েছে যে, এই স্বামীর থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তাহলে এই স্বামী এবং (আগের) আত্মীয় নয় উভয়ই বরাবর। আর স্বামী যদি আত্মীয়তার ভিত্তিতে নিকট থেকে মীরাস পায় এবং স্ত্রী যদি ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর মারা যায়, তবে খুলার বিনিময় এবং স্ত্রীর থেকে স্বামীর পাওনা মহর উভয়ের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করা হবে। যদি পরিমাণে খুলার বিনিময় এবং মীরাস সমান সমান হয় কিংবা খুলার বিনিময় মীরাস থেকে কম হয়, তাহলে স্বামীকে খুলার বিনিময়ই প্রদান করা হবে। আর যদি খুলার বিনিময় মীরাসের তুলনায় বেশী হয়, তাহলে মীরাসের এই অতিরিক্ত পরিমাণ স্বামীর নিকট সোপর্দ করা যাবে না। অবশ্য যদি অবশিষ্ট ওয়ারিসগণ অনুমতি দেয় তবে জায়েয হবে। যদি উক্ত মহিলার সাথে তার স্বামী সহবাস না করে থাকে, তাহলে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া কারণে অর্ধেক মহর তো এমনিই রহিত হয়ে যাবে। কাজেই এই অর্ধেকের ব্যাপারে স্ত্রীকে متبرعة (ইহুসানকারিণী) গণ্য করা যাবে না। বরং অবশিষ্ট অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে তাকে متبرعة গণ্য করা যাবে। এ অবস্থায় সে তার ওয়ারিসদের উপর تبرع (স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে) কাজেই এই অর্ধেক এবং স্বামী তার থেকে কি পরিমাণ মীরাস পায় তার দেখতে হবে। দেখে এতদুভয়ের

১. পিতা-মাতা, কন্যা, ভগ্নি ইত্যাদি ব্যতীত রক্ত সম্পর্কীয় আপন জন যেমন—পুত্র অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দিভাও। (সম্পাদক)



মধ্যে যেটি পরিমাণে কম হবে, তাই তার স্বামীর নিকট সোপর্দ করা হবে। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্ত্রী এই রোগে মারা গিয়ে থাকে, কিন্তু স্ত্রী যদি এই রোগে মারা না গিয়ে সুস্থ হয়ে যায়, তবে খুলার বিনিময় হিসাবে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে সবই স্বামীর নিকট সোপর্দ করে দিতে হবে। স্ত্রী রুগ্ন অবস্থায় স্বামীকে কিছু মালামাল হিবা করার পর, স্ত্রী যদি সে রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যায়, তবে যা হয় এই ক্ষেত্রে ও ঠিক ভদ্রপই হবে। (মুহীত) এক মহিলার দুই চাচাত ভাই এবং তারা তার ওয়ারিসও বটে। এ জাতীয় দুই ব্যক্তির কোন একজন যদি তাকে বিয়ে করে এবং তার সাথে সহবাসও করে, তারপর এই স্ত্রী যদি তার মুহূর্ত অবস্থায় নিজ মহরের বিনিময়ে স্বামী সাথে খুলা করে অথচ এ ছাড়া তার আর কোনমাল নেই এবং উক্ত স্ত্রী যদি ইদত পালনকালে মারা যায়, তাহলে উক্ত মহর ঐ দুই ভাইয়ের মধ্যে সমান সমান করে ভাগ করে দেওয়া হবে। আর স্বামী যদি তাকে তার মহরের বিনিময়ে তালাক দেয় এবং সে ইদতের অবস্থায় মারা যায় তাহলে এতে রাজস্ তলাক পতিত হবে। এ অবস্থায় স্বামী তার স্বামীত্বের কারণে মহরের অর্ধেক অংশ মীরাস হিসাবে পাবে। আর বাকী অর্ধেক ঐ দুই ভাইয়ের মধ্যে সমান হারে ভাগ করে দেওয়া হবে। (কাফী) -

## নবম পরিচ্ছেদ যিহারের বিবরণ

১. মাসআলা : শরী'আতের পরিভাষায় যিহার হলো, নিজের স্ত্রীকে অথবা তার এমন কোন অঙ্গ যার দ্বারা গোটা শরীর বুঝা যায় চিরস্থায়ী হারাম মহিলার এমন কোন কিছুর সাথে তুলনা করা-যার প্রতি নযর করা জায়েয নয়। যদিও এই হারাম হওয়া দুগ্ধ পান বা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হোক।<sup>১</sup> (ফাতহুল কাদীর) চাই স্ত্রী আযাদ হোক অথবা দাসী হোক অথবা মুকাতাবা হোক অথবা মুদাব্বারা হোক অথবা উম্মে ওয়ালাদ হোক বা কিতাবিয়া হোক। সকলের ক্ষেত্রে এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) যিহার শুদ্ধ হওয়ার জন্য মহিলার দিক থেকে শর্ত হল, স্ত্রী হওয়া। অর্থাৎ সে যিহারকারী ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া। আর পুরুষের মধ্যে শর্ত হল, তার কাফ্‌ফারা প্রদানের তথা উপযুক্ত হওয়া। সুতরাং যিস্মী ব্যক্তির যিহার সহীহ হবে না। (ফাতহুল কাদীর) কেউ যদি কোন মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করার পর তার সাথে যিহার করে, অতঃপর ঐ মহিলা এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তাহলে উক্ত যিহার বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি গোলাম মুদাব্বার বা দাস তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে তবে তার যিহার সহীহ হবে। (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) কোন আযাদ ব্যক্তি যদি নিজ দাসীর<sup>২</sup> সাথে যিহার করে চাই সে সঙ্গমকৃত হোক বা না হোক, তার সাথে কৃত যিহার সহীহ হবে না। (ফাতহুল কাদীর) কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে এমন মুহাররমা মহিলার সাথে তুলনা

১. (যিহার, আরবী ظہر (যাহরুন) হতে নির্গত, অর্থ পিঠ। ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে চিরতরে হারাম করার উদ্দেশ্যে বলত, "انت على كظہر امی" তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মত"। অর্থাৎ আমার মা যেমন আমার জন্য হারাম, তুমিও ভদ্রপ। ফলে স্ত্রীকে চিরতরে বিদায় করে দিত। জাহেলী যুগের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী (যেহেতু তখনও এ বিষয়ে কোন বিধান নাথিল হয়নি, যেহেতু) সাহাবী আওস ইব্ন সামিত (রা) তাঁর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনত সালাবা (রা)-কে এরূপ বলে ফেলেন। হযরত খাওলা (রা) ক্রন্দনরস্থায় এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবহিত করলেন। তিনি শুনে বললেনঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি, কাজেই তুমি তোমার স্বামীর পক্ষে চিরতরে হারাম হয়ে গেছ। হযরত খাওলা (রা) কাঁদতে থাকলেন এবং বলতে লাগলেন, আপনি আল্লাহ কাছে এর সমাধান প্রার্থনা করুন! আমার যৌবন কাল তাঁর কাছে শেষ করেছি। এই বার্ষিক আমি কঁচিকঁচি বাচ্চা নিয়ে কোথা যাব? এই পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালা প্রথম অংশ (২৮শ পারার ১ম রুকু) নাথিল করেন। যার সারমর্ম হল, যে রমণী আপনার সংগে বাক বিভণ্ডা করছে। আল্লাহ তার আত্ননাদ শুনেছেন। স্ত্রী কখনও মা হতে পারে না। প্রসবকারিণীই হল মা, এটা একটি অসংগত উক্তি ও মিথ্যাকথন। এরপর সমাধান দান করেন। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ নিজ মাতা ব্যতীত দুগ্ধমাতা, শ্বশুড়ী, সৎমা ইত্যাদি। (অনুবাদক)



করে যার হরমত (হারাম হওয়া) নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত, যেমন তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে অন্য বিবাহিতা স্ত্রীকে তুলনা করল, তাহলে এই যিহার সহীহ হবে না। (মুহীত থেকে সংক্ষেপিত)

২. মাসআলা : যিহারের রুকন হল, স্বামী কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে বলা أنت على كظهم رأسي (তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত) অথবা অনুরূপ অর্থবোধক কোন কথা বলা (নিহায়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার মাথা আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত অথবা বলে তোমার চেহারা তোমার স্ত্রী বা অথবা তোমার যোনি (অনুরূপ) তাহলে সে যিহারকারী বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার দেহ আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত অথবা তোমার দেহের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধাংশ ইত্যাদি বলে তাহলেও সে যিহারকারী হিসাবে গণ্য হবে। (বাদায়ে) স্বামী যদি দেহের এমন কোন অঙ্গের কথা বলে, যার দ্বারা সারা অঙ্গ বুঝা যায় না বা গোটা দেহ বুঝায় না, যেমন হাত এবং পা এর কথা বলল, তবে যিহার সাব্যস্ত হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যদি বলে, তোমার পিঠ আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত অথবা বলে, তার পেট কিংবা তার যোনির মত তবে যিহার হবে না। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের হাঁটুর মত, তাহলে কিয়াস অনুসারে সে যিহারকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার উরু আমার উপর আমার মায়ের উরুর মত, তাহলেও যিহার হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার মায়ের এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে যার প্রতি নযর করা তার জন্য জায়েয নয়, তাহলে এই তুলনা নিজ স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করার মত বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে স্বামী যদি মা ব্যতীত অন্য কোন মুহাররাম আত্মীয়ের সাথে নিজ স্ত্রীকে তুলনা করে, যাদের সাথে কোন সময় তার বিবাহ-শাদী জায়েয নেই, যেমন বোন, ফুফু, দুধ মা অথবা দুধ বোন, তাহলে এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা) যদি নিজ স্ত্রীকে মুহাররাম মহিলার এমন কিছু সাথে তুলনা করা হয়, যার প্রতি নযর করা জায়েয, যেমন- চুল, চেহারা, মাথা, হাত বা পা, তাহলে যিহার হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার উপর তোমার মায়ের পিঠের মত, তাহলে সে যিহারকারী বলে গণ্য হবে। চাই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হোক বা না হোক। আর যদি বলে, তোমার কন্যার পিঠের মত তবে তার সাথে সহবাস হয়ে থাকলে সে যিহারকারী হবে, অন্যথায় হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি নিজ স্ত্রীকে পিতা বা পুত্রের স্ত্রীর সাথে তুলনা করা হয়, তবে যিহার হবে। চাই পিতা বা পুত্র নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক। কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে এমন মহিলার সাথে তুলনা করে যার সাথে তার পিতা বা পুত্র যিনা করেছে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এতে যিহার হবে। এটাই বিশুদ্ধ

১. অর্থাৎ যিহার শুধু বিবাহিত স্ত্রীর সাথে গণ্য করা হবে, দাসীর সাথে সহবাস বৈধ হলেও তার সাথে যিহার করলে শরীয়তে যিহার বলে গণ্য হবে না। (সম্পাদক)

অভিমত। স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে এমন মহিলার মা অথবা কন্যার সাথে তুলনা করে যার সাথে সে যিনা করেছে, তবে এ অবস্থারও যিহার হবে। (যহীরিয়া) কেউ যদি কোন বেগোনা মহিলাকে কামোদ্দীনপনার সাথে চুম্বন করে অথবা তার জননেন্দ্রীর প্রতি নযর করে, তারপর নিজ স্ত্রীকে তার কন্যার সাথে তুলনা করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে সে যিহারকারী হবে না। এবং উক্ত কাজগুলো সঙ্গমের সাথে তুলনীয়ও হবে না। (মুহীত)

৪. মাসআলা : যিহারের হুকুম হল, কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম এবং অন্য কোন যৌনাচার সম্পূর্ণ রূপে হারাম। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী যদি কাফ্ফারা আদায়ের আগে ঐ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।<sup>১</sup> এ অবস্থায় তার উপর উক্ত কাফ্ফারা ব্যতীত অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না এবং কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত আর কখনো এ জাতীয় কাজ করবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করে, অতঃপর তাকে বায়িন তালাক প্রদান করার পর যদি স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে তবে সাথে সঙ্গম করা এবং অন্য কোনভাবে তাকে যৌন সন্তোগ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না যিহারের কাফ্ফারা প্রদান করা হবে। এমনিভাবে কারো স্ত্রী যদি দাসী হয় এবং সে তার সাথে যিহার করে যদি তাকে খরীদ করে নেয় তবে 'মিলকে ইয়ামীন' (ক্রয়সূত্রে মালিক হওয়া)-এর কারণে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে আযাদ স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, অতঃপর বাদী হয়ে দারুল ইসলামে আসে, তারপর ঐ ব্যক্তি তাকে খরীদ করে, তাহলে এই ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। যদি স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করে নিজে মুরতাদ হয়ে যায় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে।<sup>২</sup> যিহারকৃত স্ত্রীকে তার স্বামী তিন তালাক প্রদান করার পর সে যদি অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং এর পর আবার প্রথম স্বামী বিবাহের জন্য আসে তাহলে যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। (বাদায়ে)

৫. মাসআলা : যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্রে মুরতাদ হয়ে আবার পুনরায় একত্রে মুসলমান হয়ে যায়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাদের যিহার বলবৎ থাকবে।<sup>৩</sup> (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) উক্ত হুকুম মুতালাক যিহার (যে যিহার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত নয়) এবং চিরকালের জন্য কৃত যিহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মেয়াদী যিহারের হুকুম এর থেকে ভিন্ন। যেমন কেউ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে যিহার করল, তবে এই সময়ের ভিতর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে তার উপর কাফ্ফারা

১. উল্লেখ্য যে, যিহার করার কারণে, বৈবাহিক সম্পর্ক ভিন্ন হয় না, শুধু স্ত্রীর সাথে যৌন সন্তোগ হারাম হয়। কাফ্ফারা হল, এই হারামকে হালাল করার পন্থা মাত্র। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রীরূপে থাকবে, তবে তার হক নষ্ট করার কারণে গোনাহগার হবে। স্ত্রীরূপে থাকল অর্থাৎ সে স্বামী সহবাস হতে বঞ্চিত হয়ে শূন্য লটকানোর মত পড়ে থাকল। কাজেই অবশ্যই কাফ্ফারা আদায় করে তাকে এ সংকট হতে মুক্ত করা ওয়াজিব। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায় ব্যতীত তার সঙ্গে সহবাস বা যৌন সঙ্গম করতে পারবে না। (অনুবাদক)

৩. অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।



ওয়াজিব হবে। আর যদি এই মেয়াদের মধ্যে সে তার সাথে সঙ্গম না করে এবং মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে যিহার বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উপর থেকে কাফ্ফারাও রহিত হয়ে যাবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা) মহিলা ইচ্ছা করলে যিহারকারী স্বামীর নিকট সঙ্গমের জন্য দাবী করতে পারবে। তবে তার উপর অপরিহার্য হল, স্বামী যৌন সন্তোগের ইচ্ছা করলে কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত তাকে এ ব্যাপারে বাধা দান করা। (ফাতহুল কাদীর) যিহারকারী স্বামী যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করলে এবং তার এ বিষয়টি কাযী তথা বিচারকের আদালতে উত্থাপিত হলে বিচারক তাকে বন্দী করে রাখবে, যতক্ষণ সে কাফ্ফারা আদায় না করবে অথবা তালাক প্রদানে বাধ্য করবে। (যহীরিয়া) যিহারকারী ব্যক্তি যদি বলে, আমি কাফ্ফারা আদায় করেছি, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে, যদি না সে মিথ্যা বলার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়। (আন নাহরুল ফায়িক)

৬. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত, তবে সে যিহারকারী হিসাবে গণ্য হবে। চাই সে যিহারের নিয়ত করুক অথবা আদৌ কোন নিয়ত না করুক। অনুরূপভাবে এ জাতীয় কথা বলে সে যদি সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে তুমি আর জন্য আমার মায়ের অনুরূপ অথবা এর দ্বারা সে যদি তালাক বা তাহরীমে ইয়ামীনের<sup>১</sup> নিয়ত করে তবুও যিহার হয়ে যাবে। স্বামী যদি বলে উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল অতীত কালের মিথ্যা বক্তব্য সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা, তবে আইনের দৃষ্টি এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বিচারকের জন্য যেমন এ কথা গ্রহণ করা সমীচীন নয়, অনুরূপভাবে স্ত্রীর পক্ষ হতেও এ কথা মেনে নেওয়া উচিত নয়। অবশ্য দিয়ানাতান (আল্লাহর নিকটে) এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে **أنا منك مظهر** (আমি তোমার থেকে যিহার করছি) অথবা বলে, **ظلمتلك** (আমি তোমার সাথে যিহার করেছি) তবে সে যিহারকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। চাই যিহারের নিয়ত করুক বা কোন নিয়ত না করুক। মোটকথা সে যে কোন ধরনের নিয়তই করুক না কেন এতে যিহার ছাড়া আর কিছুই পতিত হবে না। এ অবস্থায় সে যদি অতীত কালের মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের ইচ্ছা করে, তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পেটের মত অথবা আমার মায়ের রানের মত অথবা আমার মায়ের যোনির ন্যায় তাহলে এসব কথা এবং 'তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত' একথা সবই এক পর্যায়ে। (বাদায়ে) যদি বলে তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের মত, অথবা আমার পক্ষের স্থলে সে **عندي** (আমার নিকট) কিংবা **معي** (আমার কাছে) বলল, তবে এ কথা কারণেও সে স্বামী যিহারকারী বলে গণ্য হবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা)

৭. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার মা, তবে এতে যিহার হবে না। তবে এরূপ বলা মাকরুহ। এমনভাবে যদি স্ত্রীকে বলে, হে আমার কন্যা! হে আমার ভগ্নি! অথবা এ জাতীয় কোন কথা তবে এতেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি **أنت على مثل أمي** (তুমি আমার উপর আমার মায়ের অনুরূপ) অথবা **كأمي** (না

১. কসমের দ্বারা হারাম করা।

বলে **أفك** ব্যবহার করে) বলে এবং বিশেষ কোন কিছুর নিয়তও করে, তাহলে তালাকের নিয়ত করলে বায়িন তালাক পতিত হবে। আর যদি সম্মান মর্যাদা বা যিহারের নিয়ত করে তবে নিয়ত অনুরূপ হুকুম পতিত হবে। (ফাতহুল কাদীর) আর যদি তার মনে কোন প্রকার নিয়তই না থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। যেহেতু উক্ত বাক্যটিকে সম্মানের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (আল-জামিউস সাগীর) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতিই সহীহ। (গায়াতুল বয়ান) যদি তাহরীম (হারাম হওয়ার)-এর নিয়ত করে, তবে এ সম্বন্ধে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। সহীহ বর্ণনা অনুসারে এ ক্ষেত্রে ইমামগণের সকলে মতেই যিহার হয়ে যাবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে **على** (আমার উপর) না বলে শুধু **أنت مثل أمي** (তুমি আমার মায়ের মত) বলে এবং কোন কিছুর নিয়ত করে তবে কোন ইমামের মতেই তার উপর কিছু অপরিহার্য হবে না।<sup>১</sup> (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি বলে, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে আমি আমার মায়ের সাথে সঙ্গম করলাম তাহলে স্বামীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। (গায়াতুল সুরুজী) স্বামী যদি বলে, তুমি আমার উপর হারাম, আমার উপর হারাম আমার মায়ের মত এবং এর দ্বারা তালাক, যিহার বা ঈলার নিয়ত করে তবে নিয়ত অনুসারেই হুকুম হবে। আর যদি কোন কিছুর নিয়ত না করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যিহার হবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর নিকটও সহীহ ঐ কথাটিই যা ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে **أنت على حرام كظهر أمي** (তুমি আমার উপর হারাম, আমার মায়ের পিঠের মত) বলে, যদি তালাক বা ঈলার নিয়ত করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উভয় অবস্থাতেই যিহার পতিত হবে। আর যদি তাহরীমের (হারাম হওয়ার) নিয়ত করে অথবা কোন কিছুরই নিয়ত না করে তবে ইমামগণের ইজমা হল, এতে যিহার হবে। যদি বলে, তুমি আমার উপর আমার পিতার পিঠের অনুরূপ, অথবা আমার কোন আত্মীয়ের পিঠের ন্যায় অথবা কোন বেগানা পুরুষের পিঠের ন্যায় বলে, তবে এতে সে যিহারকারী হবে না। (মুহীত : সারাখসী) কিন্তু যদি বলে, তুমি আমার উপর আমার পিতার জনেন্দ্রীয়ার ন্যায় অথবা আমার পুত্রের জনেন্দ্রীয়ার ন্যায়, তবে সে যিহারকারী হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মহিলার পক্ষ হতে তার স্বামীর সাথে যিহার করা জায়েয নেই। এর উপরই ফাতওয়া। এটাই সহীহ অভিমত। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যিহারের শর্ত হল, স্বামীর মধ্যে কাফ্ফারা প্রদানের **أهلية** (উপযুক্ততা) থাকা। সুতরাং নাবালিগা এবং পাগলের ন্যায় যিম্মীর যিহারও সহীহ নয়। কেউ যদি যিহার করার পর পাগল হয়ে যায়, তারপর আবার সুস্থ হয় তবে সে তার কৃত যিহারের হুকুমের উপর বলবৎ থাকবে। একথা নয় যে সুস্থ হওয়ার কারণে তার উপর যিহারের হুকুম পুনরায় আপতিত হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) যিহারের শর্তাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হল, স্বামী মতিভ্রম, বেহুশ, বক্ষ ব্যধিতে আক্রান্ত রোগী এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি না হওয়া। কেননা উপরোক্ত ব্যক্তিদের যিহার সহীহ

১. অর্থাৎ যিহার বলে গণ্য হবে না।



নয়। যিহার সহীহ হওয়ার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যিহার করা শর্ত নয়। কাজেই ঠাট্টাচ্ছলে যদি কেউ যিহার করে তবে তাও যিহার বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে আমাদের ইমামগণের মতে, ইচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যিহার করাও শর্ত নয়। কাজেই বল প্রয়োগের পর চাপে পড়ে যিহার করলে এবং ভুলে যিহার করলে তাও সহীহ হবে, যেমন তাদের তালাক সহীহ হয়। এমনভাবে যিহার সহীহ হওয়ার জন্য থিয়ারে শর্ত হতে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। কাজেই 'থিয়ারের শর্ত' আরোপকারী ব্যক্তির যিহারও সহীহ হবে। (বাদায়ে) মাতাল ব্যক্তির যিহার কার্যকরী হবে। যদি কোন বোবা ব্যক্তি লেখার মাধ্যমে অথবা এমনভাবে ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যিহার করে যা বুঝা যায় এবং সে যিহারের নিয়ত রাখে তবে এ যিহার কার্যকরী হবে। যেমন তালাক কার্যকরী হয়ে থাকে। (তাতারখানিয়া) কোন অগ্নিপূজক নারীর স্বামী মুসলমান হওয়ার পর তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পূর্বে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে, তবে তার যিহার সহীহ হবে। কেননা তার মধ্যে কাফ্ফারা আদায়ের উপযুক্ততা বিদ্যমান আছে। (আল-বাহরুল রাযিক)

৯. মাসআলা : যিহারের সময় যত দীর্ঘই হোক না কেন এতে স্বামীর তালাক প্রদানে ক্ষমতা সংকুচিত হয় না<sup>১</sup> এবং যিহারের কারণে বায়িন তালাকও পতিত হয় না। (তাতারখানিয়া) নাবালিগা, রাতকা, (যার যোনির উভয় প্রান্তে এমনভাবে হাড় গজিয়ে উঠেছে যার ফলে সহবাস অসম্ভব হয়ে পড়েছে) কারণা, (যার গুহাঘার ও যোনিঘার একেবারে মিলিত হয়ে পড়েছে এমন মহিলা) হায়িয ও নিফাস ওয়ালী মহিলা, পাগলিনী এবং যে স্ত্রীর সাথে এখনো সহবাস করা হয়নি তাদের সকলের সাথেই যিহার করা সহীহ আছে। (গয়াতুস্ : সুরুজী) যদি স্ত্রীকে রাজসী তালাক দিয়ে ইদতকালে তার সাথে যিহার করে তবে এ যিহার সহীহ হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যে স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া হয়েছে যাকে বায়িন তালাক প্রদান করা হয়েছে অথবা যার সাথে খুলা করা হয়েছে, ইদতের মধ্যে থাকলেও তাদের সাথে যিহার করা শুদ্ধ নয়। (বাদায়ে) স্বামী যদি স্ত্রীকে যিহারের সাথে মিলিয়ে একত্রে তালাকও প্রদান করে তবে কোন ইমামেই মতেই তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এক্ষেত্রে হুকুম -প্রত্যাবর্তন করে না।<sup>২</sup> (গিয়াসিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আগামীকাল এবং পরশু তুমি আমার উপর মায়ের পিঠের মত তবে এতে যিহার একটিই হবে। কিন্তু যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত আগামীকাল এবং যখন আসবে আগামী দিনের পরের দিন তবে এতে দু'টি যিহার হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি আজই এর কাফ্ফারা আদায় করে দেয় তবে পরও যে যিহার পতিত হবে। এতে সে যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। (মুহীত) স্বামী যদি বলে, তুমি প্রত্যেক দিনই আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত, তবে এতে যিহার একটিই হবে এবং এক কাফ্ফারা দ্বারাই তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বলে أنت على كظهر أُمِّي في كل يوم (তুমি আমার উপর আমার

মায়ের পিঠের মত প্রত্যেক দিনে) তবে প্রত্যেক দিন আসার পর নতুন নতুন যিহার হতে থাকবে। তারপর যখন একদিন অতীত হয়ে যাবে, তখন ঐদিনে যিহার বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় দিনে নতুন যিহার বাতিল হয়ে যাবে। এইভাবে প্রত্যেক দিন হতে থাকবে। কাজেই স্বামী তার স্ত্রীর সাথে রাতে সঙ্গম করতে পারবে (কাফী)।

১০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, যিহার হিসাবে তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত প্রত্যেক দিন, তবে প্রত্যেক দিন নতুনভাবে যিহার হতে থাকবে। এবং যখনই নতুন দিন আসবে তখনই সে নতুনভাবে যিহারকারী বলে গণ্য হবে। এরপর ঐ দিন অতিবাহিত হতেই ঐ দিনের যিহার বাতিল হয়ে যাবে। এবং দ্বিতীয় দিনে নতুনভাবে সে যিহারকারী হবে। কাজেই রাতে সে তা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে। যদি ঐ দিনের কাফ্ফারা আদায় করে দেয় তবে ঐ দিনের যিহার বাতিল হয়ে যাবে। পরের দিন আসলে সে আবার নতুন করে যিহারকারী হয়ে যাবে। স্বামী যদি বলে أنت على كظهر أُمِّي كلما جاء يوم (তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত যখনই দিন আসবে) তাহলে দিন আসতেই সে যিহারকারী বলে গণ্য হবে এবং এই দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে এই দিনে যিহার খতম হবে না। এইভাবে যখন দিনের আগমন ঘটবে তখন সে নতুনভাবে যিহারকারী হয়ে যাবে। এদিকে প্রথম যিহারও বাকী থাকবে। কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়া এ যিহার বাতিল হবে না। (শারহ তালখীসিল জামিইল কাবীর) 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত পূর্ণ রমযান মাস বা পূর্ণ রজব মাস তারপর সে রজব মাসে কাফ্ফারা আদায় করে দিল, তাহলে তার থেকে রজব ও রমযান মাসের যিহার রহিত হয়ে যাবে। এটা ইস্তিসানের দাবী। আর এতে যিহার মাত্রটিই হবে। যদি সে শাবান মাসে এর কাফ্ফারা আদায় করে দেয় তবে তা জায়েয হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি সর্বদার জন্য আমার উপর মায়ের মত কিন্তু জুমু'আর দিন। এর পর সে যদি এর কাফ্ফারা আদায় করে দেয়, তাহলে استثناء (ব্যতিক্রম) এর দিনটিতে কাফ্ফারা আদায় করলে তা জায়েয হবে না। আর যে দিনে সে যিহারকারী সে দিন কাফ্ফারা আদায় করলে সকল দিনের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে, এমনতাবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করতে গিয়ে বলে, তুমি আমার উপর ঠিক তদ্রূপ যেমন অমুক ব্যক্তির উপর তার স্ত্রী তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিও যিহারকারী বলে গণ্য হবে। (মুহীত)

১১. মাসআলা : কেউ যদি নিজের কোন স্ত্রী সাথে যিহার করে তারপর ঐ স্ত্রীর সাথে অন্য স্ত্রীকেও শরীক করে অথবা যদি বলে, তুমি আমার উপর এর অনুরূপ<sup>১</sup> এবং এর দ্বারা যিহারের নিয়ত করে তবে যিহার সহীহ হবে। যে স্ত্রীর সাথে যিহার করা হয়েছিল, তার মৃত্যু বা তার সাথে কৃত যিহারে কাফ্ফারা আদায় করার পর যদি এরূপ তুলনা করে কথা বলা হয় তবে এ অবস্থায়ও যিহার সহীহ হবে। (ইতাবিয়া) কেউ যদি তার তৃতীয় স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে আমার দুই স্ত্রীর যিহারের মধ্যে শরীক করলাম তবে এই তৃতীয় স্ত্রীর সাথে সে যিহারকারী হিসাবে গণ্য হবে। (তাহযীব) কেউ যদি নিজ একাধিক স্ত্রীকে একসাথে বলে যে, তোমরা সকলেই আমার উপর আমার পিঠের মত তবে, স্ত্রীদের

১. এর দ্বারা এমন স্ত্রীর দিকে ইশারা করেছে যার সাথে যিহার করা হয়েছে। (অনুবাদক)

১. অর্থাৎ স্বামীর তিন তালাক প্রদানের (এক সাথে অবশ্য গর্হিত কাজ, বা এক এক করে) ক্ষমতা বহাল থাকে। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ যিহারের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : যিহার করে আবার যদি স্বামী স্ত্রীর কাছে গমন করতে চায় তবে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। তালাক প্রদান করার ফলে স্ত্রীর কাছে গমনে প্রশ্নই থাকে না, সম্ভবত : বায়িন তালাক। (সম্পাদক)



সকলের সাথেই তার যিহার হয়ে যাবে এবং তার উপর এক এক স্ত্রীর সাথে যিহার করার কারণে এক এক কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। (কাফী) কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে একই মজলিসে কয়েকবার অথবা একাধিক মজলিসে কয়েকবার যিহার কর তবে, তার উপর এক বারের যিহারের কারণে একেকটি করে কাফ্ফারা অপরিহার্য। যদি যিহারের নিয়্যত করে তবে একটি কাফ্ফারাই অপরিহার্য হবে। ফকীহ ইস্‌বীজাবী এবং অন্যান্য ফকীহগণ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অপরাপর ফকীহগণ বলেছেন, এক মজলিস এবং একাধিক মজলিসের মধ্যে হুকুমের দিক থেকে ব্যবধান রয়েছে। (আল-বাহরুর রাযিক) নিজ স্ত্রীর সাথে তালীক শর্তারোপ করে যিহার করাও জায়েয। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর অথবা বলল, তুমি যদি অমুকের সাথে কথা বল, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত। (বাদায়ে)

১২. মাসআলা : কেউ কোন বেগানা মহিলাকে বলল, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যিহারকারী বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি কোন বেগানা মহিলাকে প্রথমে বলল, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক। তারপর বলল, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে তার উপর তালাক ও যিহার উভয়টিই পতিত হবে। কেননা তালাক ও যিহার এক অবস্থাতে পতিত হতে পারে। স্বামী যদি বলে আমি, যখন তোমাকে বিবাহ করব, তখন তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত এবং তুমি তালাক। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল। তাহলে তালাক পতিত হবে এবং ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ অবস্থায় যিহার সাব্যস্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ যদি কোন বেগানা মহিলাকে বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত যদি তুমি ঘর প্রবেশ কর, তবে এ কথা সহীহ হবে না। এমনকি সে তাকে বিয়ে করার পর ঐ মহিলা যদি ঘরে প্রবেশ করে তথাপিও ফকীহগণের ঐকমত্যে সে ব্যক্তি যিহারকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। যদি ঘরে যিহারকে কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তারপর ঐ শর্ত পাওয়া যাওয়ার আগে যদি সে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বায়িনা করে দেয়, অতঃপর ইন্দতকালে শর্ত পাওয়া যায়, তবে যিহার পতিত হবে না। (বাদায়ে) কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার মায়ের পিঠের মত ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন) তবে এতে যিহার হবে না। আর যদি বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত যদি অমুক ব্যক্তি চায় অথবা বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত যদি অমুক তুমি চাও, তাহলে এটি তাদের চাওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে এবং এ চাওয়া ঐ মজলিসেই হতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী যদি বলে, আমি যদি তোমার কাছে গমন (সহবাস) করি তবে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত, তবে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। তার পর স্বামী যদি তাকে চারমাস পর্যন্ত দূরে রাখে তাহলে ঈলার কারণে সে বায়িনা হয়ে যাবে। আর যদি এই চার মাসের মাঝে সে তার নিকটে গমন করে অর্থাৎ সহবাস করে তাহলে এতে যিহার হয়ে যাওয়ার পর স্বামী যদি তাকে বিবাহ করে এবং পরে তার সাথে সঙ্গম করে তবে এ অবস্থায়ও সে যিহারকারী বলে সাব্যস্ত হবে। (মাবসূত)

## দশম পরিচ্ছেদ

### যিহারের কাফ্ফারার বিবরণ

১. মাসআলা : যিহার করার পর যিহারকারী যখনই নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করবে, তখনই তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। অবশ্য যিহারকারী ব্যক্তি যদি চায় যে যিহারের কারণে তার স্ত্রী তার উপর হারাম থাকুক এবং সে যদি তার সাথে সহবাস করার দৃঢ় সংকল্প না করে, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের দৃঢ়সংকল্প করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে এবং কাফ্ফারা আদায়ের জন্য তাকে বাধ্যও করা হবে। তারপর সে যদি আবার ইচ্ছা করে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না, তবে কাফ্ফারা প্রদানের হুকুম তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। এমনভাবে যদি ইচ্ছা করার পর স্বামী স্ত্রী দুইজনের মধ্য হতে কোন একজন মারা যায়, তাহলে কাফ্ফারার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। (ইয়ানাবী) যিহারের কাফ্ফারা হল, নিজের পূর্ণ মালিকানাধীন গোলামকে কোন বিনিময় ব্যতিরেকে কাফ্ফারার নিয়্যত করে আযাদ করে দেওয়া। (আল-জাওহরাতুন নায়্যারা) এক্ষেত্রে কাফির মুসলমান, পুরুষ, মহিলা, ছোট বড় সবই সমান। (শারহুন নিকায়) যদি প্রথমে অর্ধ গোলাম আযাদ করা হয়, তারপর সহবাসের পূর্বে বাকী অর্ধেক আযাদ করা হয়, তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য সহবাসের পর বাকী অর্ধেক আযাদ করলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। যদি এক গোলামের মধ্যে দুইজন শরীকদার হয় এবং তাদের কোন একজন নিজের অংশ কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না। চাই আযাদকারী ব্যক্তি ধনী হোক বা গরীব। কোন গোলাম আযাদ করার সময় যদি আযাদকারী ব্যক্তি কাফ্ফারার নিয়্যত না করে অথবা আযাদ করার পর যদি কাফ্ফারার নিয়্যত করে তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (আস্‌ সিরাজুল ওয়াহাজ)

২. মাসআলা : যদি দুই গোলামের মধ্যে দুই জন শরীকদার হয়, এমতাবস্থায় যদি একজনের কাফ্ফারা বাবত নিজের অংশ এক গোলামকে আযাদ করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে না। (মাবসূত) বধির গোলামকে কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ করা জায়েয আছে। যদি সে কিছু কিছু শুনতে পায়। আর যদি কিছুই না শুনতে পায়, এমতাবস্থায় তাকে আযাদ করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। এটি পসন্দনীয় অভিমত। (গায়াতুল

১. যিহার পরিচ্ছেদের শুরুতে টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, এটা গর্হিত কাজ, স্ত্রীকে তার যৌন চাহিদা হতে বঞ্চিত করা এখানে যা বলা হয়েছে, তা আইনের কথা, আর কাফ্ফারা আদায় করে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য ব্যবহার করা ইসলামের শিক্ষা। (সম্পাদক)



বয়ান) বোবা গোলামকে আযাদ করলে তাতে যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ সে কথা বলতে সক্ষম নয়। (কাফী) কারো দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টি যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়, তবে এ জাতীয় গোলামকেও কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ করা জায়েয আছে। সুতরাং কানা অথবা বিপরীত দিক থেকে এক হাত ও এক পা কাটা ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয। কিন্তু যদি একই দিকের এক হাত ও এক পা কতিত ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয নয়। (হিদায়া) উভয় হাত অবশ্য একরূপ গোলামকে যেহেতু সার্বিক কোন উপকারে আসে না তাই এ জাতীয় গোলাম আযাদ করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (মাবসূত) জননেদ্রীয় কতিত গোলাম আযাদ করা জায়েয। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয নয়।<sup>১</sup> এমনভাবে যার উভয় হাত বা উভয় পা কাটা তাকে আযাদ করাও জায়েয নয়। অনুরূপভাবে মুদাববার ও উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করাও জায়েয নয়। কেননা তারা এক হিসেবে আযাদ। যে মুকাতাব গোলাম বদলে কিতাবাতের কিছু আদায় করেছে তাকেও কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ করা জায়েয নয়। অবশ্য মুকাতাব গোলাম আযাদ করা জায়েয আছে। (কাফী) মুকাতাব গোলাম যদি বদলে কিতাবাত আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং এরপর তাকে যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ করা হয়, তাহলে তা জায়েয হবে। চাই সে বদলে থেকে কিছু পরিশোধ করুক অথবা না করুক। (শারহুত তাহাভী)

৩. মাসআলা : আমাদের মায়হাবে খাসী অর্থাৎ অণ্ডকোষ কতিত, উভয় কান কতিত এবং জননেদ্রীয় কতিত গোলামকে আযাদ করা জায়েয। অবশ্য উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কতিত গোলাম আযাদ করা জায়েয নয়। এমনভাবে যদি উভয় হাতের তিন আঙ্গুল কর কাটা গোলামকে আযাদ করা জায়েয নয়। (নিহায়া) কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া যদি প্রত্যেক হাতের দুই আঙ্গুল করে কাটা থাকে; তবে ঐ গোলামকেও আযাদ করা জায়েয। সমস্ত দাঁত পড়ে যাওয়ার কারণে যে গোলাম খানা খেতে অক্ষম তাকে আযাদ করা জায়েয নয়। (ফাতহুল কাদীর) রাতকা, কারনা, আমশা, রাবসা ও রামদা দাসীকে এবং হিজড়া বা নাক কাটা ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয। (আল-বাহরুল রাযিক) যার মাথায় চক্রর আসে এ জাতীয় দাসীকে এবং নাক ফোড়ানো দাসীকে আযাদ করা জায়েয। ইন্নীন অর্থাৎ পৌরুষত্বহীন ব্যক্তিকেও কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ করা জায়েয। ইন্নীন অর্থাৎ পৌরুষত্বহীন ব্যক্তিকেও কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ করা জায়েয। (গায়াতুস সুব্বানী) ক্র নেই এবং দাড়ি নেই ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয। এমনভাবে ঠোটকাটা ব্যক্তি যদি খানা খেতে সক্ষম হয় তবে তাকেও আযাদ করা জায়েয। পাগল ও মতিভ্রম ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি একবার পাগল হয় আবার ভাল হয়ে যায়, তবে সুস্থ থাকা কালে আযাদ করলে তা জায়েয হবে। যে ব্যক্তি মুমূর্ষ রোগে আক্রান্ত তাকে আযাদ করা জায়েয নেই। অবশ্য যদি সুস্থ হওয়ার আশা থাকে আবার আশংকাও থাকে, তবে এ জাতীয় ব্যক্তিকে আযাদ করলে তাতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কোন কোন মাশাইখের মতে মুরতাদ

১. অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায় হবে না। তা নাহলে সাধারণভাবে আযাদ করা অবশ্যই জায়েয, কাফ্ফারা আদায় জায়েয নয়। (অনুবাদক)

২. আমশা-দৃষ্টিশক্তি, দুর্বল ব্যক্তি, বারসা-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, রামদা-চক্ষু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, রাতকা, কারনার অর্থ একটু আগেই উল্লেখিত হয়েছে। (অনুবাদক)

ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয। কিন্তু কারো কারো মতে জায়েয নেই। অবশ্য ধর্মত্যাগী যদি মহিলা হয় তবে তাকে কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ করা জায়েয। এতে কারো দ্বিমত নেই। (মুহীত) ফকীহ ইব্রাহীম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে গোলামকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এ জাতীয় গোলামকে যদি যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ করা হয়, অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় তাহলে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (ফাতহুল কাদীর ও নিহায়া) 'মুখতার' গ্রন্থে ইমাম কারখী (র) বর্ণনা করেছেন যে, যে গোলামকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, এ জাতীয় গোলামকে যদি যিহারের কাফ্ফারা স্বরূপ আদায় করা হয় তবে তা আদায় হয়ে যাবে। (শারহুল মাবসূত : সারাখসী)

৪. মাসআলা : যদি কিছু অর্থের বিনিময়ে কাফ্ফারার নিয়্যতে কেউ তার কোন গোলাম আযাদ করে তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। যদিও সে পরে এ বিনিময়ের মাল রহিত করে দেয়। পলায়নকারী গোলাম সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, সে জীবিত আছে তবে তাকেও আযাদ করা জায়েয।<sup>১</sup> (মুহীত) অতি বৃদ্ধ অক্ষম ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয নেই। এমনভাবে নিরুদ্দেশ-যার কোন খোঁজ খবর নেই এমন ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয নেই। (গায়াতুস সুব্বানী) দুগ্ধপানকারী শিশুকে কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ করলে তা জায়েয আছে। বাদীর পেটে যে সন্তান রয়েছে তাকে যদি কাফ্ফার হিসাবে আযাদ করা হয়, তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) পক্ষাঘাতে আক্রান্ত, লোলা, পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে আযাদ করা জায়েয নেই।<sup>২</sup> কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি তার রোগের অবস্থায় নিজ গোলাম আযাদ করে এবং গোলামের মূল্য যদি তার মালের এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে না যায় আর সে ব্যক্তি যদি এই রোগে মারা যায়, তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। ওয়ারিসগণ অনুমতি দিলেও তা আদায় হবে না। অবশ্য সে ব্যক্তি যদি ঐ রোগ থেকে মুক্ত বা সুস্থ হয়ে যায় তবে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (তাতারখানিয়া) কেউ যদি তার হরবী গোলামকে যিহারে কাফ্ফারা হিসাবে দারুল হারবে আযাদ করে, তাহলে এতে যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। অবশ্য দারুল ইসলামে এসে আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (শারহুল মাবসূত : সারাখসী) কারো **زَوْ رَحْمَ مَحْرَم** অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় যদি তার মালিকানার মধ্যে তার কেবল প্রচেষ্টা ছাড়াই এসে যায়, তবে এর দ্বারা যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণ ইজমা সংগঠিত হয়েছে। আর যদি তার প্রচেষ্টার কারণে এরূপ হয় এবং ঐ প্রচেষ্টার সময়ই সে যদি যিহারের কাফ্ফারা আদায়ের নিয়্যত করে তাহলে কাফ্ফারা আদায় সহীহ হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) কেউ যদি নিজের ছিনিয়ে নেয়া গোলাম আযাদ করে, তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে, যদি পরে এ গোলাম তার হাতে এসে পৌঁছে। যদি জোরপূর্বক দখলকারী ব্যক্তি এ মর্মে দাবী করে যে, সে (মালিক) আমাকে এ গোলাম হিবা করে দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষী প্রমাণ দাঁড় করায় এবং এরপর বিচারকও তার পক্ষে রায় দিয়ে দেয় তবে এই গোলাম আযাদ করার দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না। (আল-বাহরুল রাযিক)

১. কাফ্ফারা আদায়ে, ২. কাফ্ফারা আদায়ে।



৫. মাসআলা : ঋণগ্রস্ত গোলামকে যদি কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ করে, তবে এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যদিও ঋণ পরিশোধের জন্য আয় উপার্জন করা ঐ গোলামের পক্ষে অপরিহার্য। অনুরূপভাবে রাহন (বন্ধক) হিসাবে রক্ষিত নিজের গোলামকে যদি আযাদ করা হয় তবে তা জায়েয আছে। যদিও বন্ধকদাতা ব্যক্তি অভাবী ও গরীব হয় এবং গোলাম মালিকের ঋণ হতে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য আয় উপার্জন করে।<sup>১</sup> (শারহুল মাবসূত : সারাখসী) কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির কাফ্ফারা আদায় করার জন্য তার অনুমতি ছাড়া নিজের গোলামকে আযাদ করে দেয় তবে ফকীগণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাতে যিহারকারী কাফ্ফারা আদায় হবে না। তবে আযাদকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে আযাদ করা সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি সেই ব্যক্তি তাকে গোলাম আযাদ করার জন্য হুকুম করে বলে, তুমি আমার পক্ষ হতে তোমার গোলাম আযাদ করে দাও এবং এ ক্ষেত্রে কোন বিনিময়ের কথা উল্লেখ না করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে আযাদকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে এ গোলাম আযাদ হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তুমি তাকে আযাদ করে দাও, তবে এ আযাদকারী হুকুমদাতা ব্যক্তির পক্ষ হতে সাব্যস্ত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে বলল, তুমি আমার পিতাকে খরীদ করে এক মাস পর আমার যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে তাকে আযাদ করে দিবে। অতঃপর উকীল তাকে খরীদ করার অবস্থায় হয়ে থাকে। উপরোক্ত অবস্থায় আদেশকারী ব্যক্তির যিহারের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তির উপর যিহারের দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার পর, সে এক কাফ্ফারা স্বরূপ দু'টি গোলাম আযাদ করল, কিন্তু কোনটি কোন যিহারের কাফ্ফারা তা নির্দিষ্ট করল না। এ অবস্থায় কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে সে চারমাস রোযা রাখে অথবা একশত বিশজন মিস্কীনকে আহাির করায়, তবে এও জায়েয আছে। যদি যিহার দু'টির কোন একটির বিনিময়ের একজন গোলাম আযাদ করে অথবা দুই মাস রোযা রাখে তবে এ কাফ্ফারা কোন যিহারের বিনিময়ে আদায় করা হল, তা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার তারই থাকবে। যদি যিহার ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার কারণে কারো উপর দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, এ অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি একটি গোলাম আযাদ করে, তাহলে একটির কাফ্ফারাও আদায় হবে না। (হিদায়া) এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি গোলাম মুসলমান হয়। কিন্তু গোলাম যদি কাফির হয় তবে যিহারের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।<sup>২</sup> (ফাতহুল কাদীর) এক ব্যক্তির চার স্ত্রী। সে

তাদের সকলের সাথে যিহার করল। তারপর একটি গোলাম আযাদ করল। অথচ এ ছাড়া তার আর কোন গোলাম নেই। অতঃপর সে একাধারে চারমাস রোযা রাখল। তারপর অসুস্থ হওয়ার কারণে ষাটজন মিস্কীনকে আহাির করল কিন্তু কোনটি কোন যিহারের কাফ্ফারা এর কোন নিয়্যত করল না, তাহলে ইস্তিসানের আলোকে তার সব কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যিহারকারী ব্যক্তি থেকে তার স্ত্রী বায়িনা হয়ে যাওয়ার পর সে এক কাফ্ফারা আদায় করে দিল। অথচ উক্ত মহিলা অন্য স্বামীর বিবাহে চলে গিয়েছে অথবা মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে গিয়েছে, তাহলে তার যিহারের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর স্বামী যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং এরপর যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে নিজের গোলামকে আযাদ করে দেয়। তারপর পুনরায় ঈমান এনে সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তবে এতে তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এটিই বিধুদ্ধতম অভিমত।<sup>২</sup> (শারহুল মাবসূত)

৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন গোলামকে বলল, আমি যদি তোমাকে খরীদ করি তবে তুমি আযাদ। অতঃপর যিহারের নিয়্যতে সে তাকে খরীদ করল, তবে এতে যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। আর সে যদি শর্তারোপের সময় এ কথা বলে, তুমি আমার যিহারের কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ হবে তবে এ অবস্থায় যিহারের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি কোন গোলামকে বলল, আমি তোমাকে খরীদ করি, তবে তুমি আমার কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ অথবা বলল, তুমি تطوعاً (নফলভাবে) আযাদ। এরপর সে তাকে যিহারের কাফ্ফারার নিয়্যতে খরীদ করল, তাহলে এতে যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। এমনিভাবে কেউ কোন গোলামকে বলল, আমি যদি তাকে খরীদ করি তবে সে تطوعاً (নফলভাবে) আযাদ। তারপর বলল, আমি যদি তাকে খরীদ করি তবে সে আমার যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে আযাদ। অতঃপর সে তাকে খরীদ করল। তাহলে সে تطوعاً (পূর্ণ লাভের হিসেবে) আযাদ হয়ে যাবে এবং প্রথমে যে হিসেবে আযাদ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে হিসেবেই সে আযাদ বলে গণ্য হবে। পরবর্তী উক্তির কারণে তার প্রথমোক্ত বাতিল হবে না। এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি যদি এই গোলামটি খরীদ করি তবে সে আমার যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে আযাদ। অতঃপর সে তাকে খরীদ করল। তাহলে

১. কাফ্ফারা আদায়ে নিয়্যত অপরিহার্য, নিয়্যত না করায় প্রথম অবস্থায় যিহার বা ভুলক্রমে হত্যাক কোনটিরও কাফ্ফারা আদায় হবে না, কারণ নির্দিষ্ট করেনি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় হবার কারণ হল, যিহারের কাফ্ফারা সূরা মুজাদালায় (২৮ পারার ১ম রুকু) গোলামকে মুসলিম বিশেষণে বিশেষত করেননি। মুসলিম, কাফির যে কোন গোলাম হতে অনিচ্ছাকৃত মুসলিম হত্যার কাফ্ফারা বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৯২নং আয়াতে (৫ম পারায়) কাফ্ফারা আদায়ে মু'মিন গোলামদের আযাদ করার শর্তারোপ করেছেন। যখন যিহারকারী কাফির গোলাম আযাদ করল, তখন এটা অনিচ্ছাকৃত হত্যার কাফ্ফারা হতে পারছে না, কাজেই যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। (সম্পাদক)

২. যিহারের কারণে নয়, বরং, স্বামী যিহার করার পরে স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদানের কারণে। (সম্পাদক)

৩. প্রশ্ন জাগে কাফ্ফারা আদায় একটি ইবাদত বা নেকীর কাজ অমুসলিম অবস্থায় আদায় করলে কী করে সহীহ হবে? উত্তর, ইবাদত এমন যে, যেটা পুণ্যের কাজ, কাফির অবস্থায় পুণ্য কর্ম করে ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনার কারণে পূর্বের পুণ্য কর্মের সাওয়াব দান করে দেন, বুখারী মুসলিমের হাদীসে আছে, এখানেও তো সে পরে ঈমান এনেছে। (সম্পাদক)

১. আয় উপার্জন করে মালিককে মুক্ত করলেই সে আযাদ হবে না, কাজেই পূর্ণ দাসত্ব অবস্থায় আযাদ করেছে। (অনুবাদক)

২. পিতা হয়ত জিহাদে বন্দী হয়ে গোলামে পরিণত হয়েছে, আর পুত্র হয়ত তাকে আযাদ করে দিয়েছে, আযাদীর পরে বিবাহ করে যিহার করে বসেছে। (সম্পাদক)



সে তার যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে আযাদ বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে কেউ যদি বলে ان اشتريته فهو حر عن ظهار من فلانة (আমি যদি এই গোলামটি খরীদ করি তবে সে আমার অমুক মহিলার সাথে কৃত যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে আযাদ) তারপর অপর এক মহিলা সম্পর্কেও অনুরূপ বলল। এরপর সে তাকে খরীদ করল। তাহলে এই গোলাম প্রথম মহিলার যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে আযাদ বলে গণ্য হবে। (মুহীত)

৮. মাসআলা : যিহারকারী ব্যক্তি যদি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখবে। এতে দুই ঈদের দিন এবং তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে থাকবে না। (গায়াতুল বয়ান) কাফ্ফারার রোযা আরম্ভ করে যিহারকারী ব্যক্তি যদি দিনে ভুলবশতঃ এবং রাতে ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশতঃ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এই ব্যক্তি পুনরায় আবার নতুনভাবে রোযা রাখবে। আর যদি দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সঙ্গম করে, তাহলে ইমামগণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত মতে সে আবার নতুনভাবে রোযা রাখতে আরম্ভ করবে। (শারহুত তাহাভী) পুরুষ ব্যক্তি যদি এই অবস্থায় যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে অন্য কোন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে দেখতে হবে যদি এই সঙ্গমের কারণে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে তবে এতে রোযার ধারাবাহিকতা বিঘ্ন হয়ে যাবে এবং ইমামগণের সকলের মতে তাকে আবার নতুন করে রোযা রাখতে হবে। আর যদি সঙ্গমের কারণে রোযা ফাসিদ না হয়, যেমন দিনের বেলা সে ভুলক্রমে সঙ্গম করল অথবা রাতে সঙ্গম করল (যেভাবেই হোক) তাহলে কোন ইমামের মতেই পুনরায় আবার শুরু হতে রোযা আরম্ভ করতে হবে না। (গায়াতুল বয়ান) রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় শুরু করে যদি কোন রোগ ব্যাধি বা সফরের ওয়ারে কারণে একদিনের জন্য রোযা ভঙ্গ হয়, তবে তাকে আবার নতুন করে রোযা শুরু করার পর দুই ঈদ অথবা আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো এসে যায়, তাহলে এইদিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় আবার নতুন করে রোযা আরম্ভ করতে হবে। অগত্যা সে যদি এই দিনগুলোতে রোযা রাখে, না ছাড়ে তাহলে নতুনভাবে পুনরায় দুই মাস রোযা রাখতে হবে। (আল-জাওরাতুন নায়্যারা) যিহারকারী ব্যক্তি যদি চাঁদের হিসাবে দুই মাস রোযা রাখে, তবে এতেই কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যদিও উভয় মাস উনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি চাঁদের হিসাবে রোযা না রেখে দিনের হিসাবে রোযা রাখে এবং উনত্রিশ দিন পরে রোযা ভঙ্গ করে তবে পুনরায় তাকে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। আর যদি পনের দিন রোযা রাখার পর চাঁদের হিসাবে একমাস তথা উনত্রিশ দিন রোযা রাখে তারপর আবার পনের দিন রোযা রাখে তবে এতেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এটা সাহিবাইনের অভিমত। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (মাবসূত)

৯. মাসআলা : কেউ যদি সফর অবস্থায় রমযান ও এর পূর্বে শাবান এই দুই মাস স্বীয় যিহারের কাফ্ফারা স্বরূপ রোযা রাখে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (তাতারখানিয়া) যিহারের রোযা অবস্থায় যদি ভুলে কেউ কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে এতে রোযা নষ্ট হবে না। (নিহায়া) দুই মাস একাধারে রোযা রাখার শেষ দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে গোলাম আযাদ করার উপর সক্ষম হয়, তাহলে

গোলাম আযাদ করা তার উপর অপরিহার্য হবে। আর যে রোযা সে রেখেছে, এগুলো নফল রোযা হিসাবে পরিগণিত হবে। কাজেই তার জন্য উত্তম হবে, এ দিনের রোযাটিও পূর্ণ করে নেওয়া। কিন্তু তা না করে সে যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে আমাদের মাযহাবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। যদি যিহারকারী ব্যক্তি দুই মাসের শেষ দিনে সূর্যাস্তের পর গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে সক্ষম হয়, তাহলে তার কাফ্ফারা আদায়ের জন্য রোযাই যথেষ্ট হবে। (শারহুত তাহাভী) যিহারকারী ব্যক্তির স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল হওয়ার বিষয়টি কাফ্ফারা আদায়ের সময়ে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ এ সময় সে স্বচ্ছল হলে তার উপর স্বচ্ছল ব্যক্তির বিধান আরোপিত হবে। আর অস্বচ্ছল হলে, অস্বচ্ছল ব্যক্তির বিধান আরোপিত হবে। এক্ষেত্রে যিহার করার সময়টি ধর্তব্য নয়। কাজেই কেউ যদি যিহার করার সময় স্বচ্ছল থাকে এবং পরে কাফ্ফারা আদায়ের সময় অস্বচ্ছল হয়ে যায়, তবে রোযাই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু অবস্থা এর বিপরীত হলে যথেষ্ট হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যিহারকারী ব্যক্তির মালিকানায় যদি কোন গোলাম থাকে তবে গোলাম আযাদ করাই তার জন্য অপরিহার্য। যদিও গোলাম তার খুব জরুরী। এমনিভাবে যদি কারো নিকট গোলাম খরীদ করার মত টাকাপয়সা থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। বাসস্থান এবং বাসস্থানে রক্ষিত প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় (এর মূল্য) এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না। অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তা ধর্তব্য হবে। (মুহীত) যিহারকারী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত। সে মানুষের কাছে কিছু টাকা-পয়সা পাবে। কিন্তু উসূল করতে পারছে না বলে, অর্থ সম্পদ-এর মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করতে সে অপারগ। এমতাবস্থায় তার জন্য রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয। অবশ্য পাওনা উসূল করতে সক্ষম হলে রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা তার জন্য জায়েয হবে না। কারো মাল আছে বটে, কিন্তু অনুরূপ পরিমাণ ঋণও আছে, তাহলে ঋণ পরিশোধ করার পর সে রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করবে। (আল-বাহরুর রাযিক)

১০. মাসআলা : যিহারকারী ব্যক্তি যদি গোলাম হয় তবে তাকে রোযার মাধ্যমেই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তার জন্য কেনন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। যদিও সে মুকাতাব গোলাম হয় যে বর্তমানে বদলে কিতাবাত আদায়রত। যদি মুনীব তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করে দেয় বা মিস্কীন আহ্বার করায় তবে তার নির্দেশ হলেও জায়েয হবে না। (আন্ নাহরুল ফায়িক) ফকীরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। যেমন তার পক্ষ হতে অন্য কেউ যদি গোলাম আযাদ করে দেয়, কিংবা আহ্বার করায় তবে তা জায়েয হবে। (বাদাই) যদি কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সে আযাদ হয়ে যায়, অতঃপর অর্থ সম্পদেরও মালিক হয়, তাহলে গোলাম আযাদ করে সে কাফ্ফারা আদায় করবে। (মাবসূত) যিহারের কাফ্ফারার রোযা রাখার ব্যাপারে মুনীব তার গোলামকে নিষেধ করতে পারবে না। (আন্ নাহরুল ফায়িক) মানত এবং কসমের কাফ্ফারার রোযা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এই জাতীয় রোযার ক্ষেত্রে মুনীব তার গোলামকে নিষেধ করতে পারবে। (বাদায়ে) যিহারের কাফ্ফারার রোযা গোলামের জন্যও একাধারে দুই মাস। (তাবয়ীন) আব্বাসী সারাখসী (র) 'শারহে মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যিহারকারী ব্যক্তি যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে ষাট মিস্কীনকে আহ্বার



করাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)<sup>১</sup> এ ক্ষেত্রে ফকীর ও মিস্কীন উভয়ই সমান (আল-বাহরুর রাযিক) যাদেরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া জায়েয নেই। তাদেরকে যিহারের কাফ্ফারা দেওয়াও জায়েয নেই। তবে যিম্মী ফকীরদের হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা ইমাম আযম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, তাদেরকেও যিহারের কাফ্ফারা প্রদান করা জায়েয। তবে মুসলমান ফকীরদেরকে দেওয়া আমাদের মতে উত্তম। হারবী ফকীরদেরকে যিহারের কাফ্ফারা দেওয়া জায়েয নেই। যদিও তারা আমাদের দেশে নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করে। (শারহুল মাবসূত) চিন্তা ভাবনা করে কাউকে যিহারের কাফ্ফারা প্রদান করার পর যদি একথা প্রকাশিত হয় যে, সে এর মাসরাফ (খাত) নয় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর রাযিক)

১১. মাসআলা : কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষ হতে যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে মিস্কীনদেরকে আহার করানোর জন্য নির্দেশ দেয় এবং সে তা করে তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে এবং যাহিরী রিওয়ায়েত মতে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশকারী ব্যক্তির নিকট থেকে এ বাবত যা খরচ হয়েছে তা ফেরৎ নিতে পারবে না। কেননা এ টাকা পয়সা হয়তো সে ঋণ বাবত দিয়েছে অথবা হিবা করেছে; উভয়ের সম্ভাবনাই এতে রয়েছে। কাজেই সন্দেহের অবস্থায় সে তার খরচকৃত টাকা-পয়সা ফেরৎ পাবে না। (কাফী) যদি আদেশকারী ব্যক্তি এরূপ বলে যে, তুমি এ টাকা আমার থেকে ফেরৎ নিয়ে নিবে, তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশকারী ব্যক্তির নিকট থেকে খরচকৃত টাকা ফেরৎ নিয়ে নিবে। (তাতারখানিয়া) যদি অপর কোন ব্যক্তি যিহারকারী ব্যক্তির আদেশ ছাড়াই তার পক্ষ হতে সাদাকা করে দেয়, তাহলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (শারহুল মাবসূত) যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে প্রত্যেক মিস্কীনকে অর্ধ সা' গম আহার করার জন্য দিবে এবং খেজুর বা যব হলে এক সা' করে দিতে হবে অথবা এগুলোর সম পরিমাণ মূল্য প্রদান করবে। কেউ যদি এক সা' গম এবং দুই সের খেজুর বা যব প্রদান করে তবে এতে যেহেতু উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। তাই এভাবে দেওয়াও জায়েয আছে। (কাফী) গমের আটা এবং গমের ছাতুও গমের মতই। অর্থাৎ এগুলো দিয়ে কাফ্ফারা দিলেও অর্ধ সা' প্রদান করতে হবে। এমনিভাবে যবের আটা এবং যবের ছাতুও যবের হুকুমে অনুরূপ। অর্থাৎ এগুলো দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করলে এক সা' প্রদান করতে হবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা)

১২. মাসআলা : কেউ যদি অর্ধ সা' পরিমাণ উন্নত মানের খেজুর সাদাকা করে যার মূল্য অর্ধ সা' গমের সমান তাহলে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। এমনিভাবে যদি উন্নত মানের গম অর্ধ সা' হতে কম পরিমাণ সাদাকা করে যার মূল্য এক সা' যব বা এক সা' খেজুরের সমান তাহলে ও কাফ্ফারা আদায় হবে না। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে মূলনীতি হল এই যে, কাফ্ফারা হিসাবে যে খাদ্য দানের কথা منصوب عليه অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে সে খাদ্যের একটি অপরটির বিনিময় হতে পারে না। যদিও যেটিকে বিনিময় ধরা হবে এর মূল্য বেশী। যিহারকারী ব্যক্তি যদি তিন সের চীনা বা বাজরা

সাদাকা করে যার মূল্য দুই সের গমের সমান তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। ফকীহ হিশাম (র) বলেন, এরূপ করা তখনই জায়েয হবে, যদি চীনা বা বাজরাকে গমের বদল সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু যদি গমকে চীনা বা বাজরার বদল সাব্যস্ত করা হয় তবে তার জায়েয হবে না। অর্থাৎ এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (মুহীত) যদি যিহারের সমুদয় কাফ্ফারা কোন এক মিস্কীনকে প্রদান করা হয় এবং প্রত্যহ অর্ধ সা' করে ষাট দিন প্রদান করে তবে তা জায়েয আছে। (আল-ফাতওয়ায়ে আম্ সিরাজিয়া) আর যদি যিহারের সমুদয় কাফ্ফারা একই মিস্কীনকে একই দিনে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে এতে শুধু এই দিনের কাফ্ফারা আদায় হবে। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কাফ্ফারার সমুদয় মাল একই সাথে প্রদান করা হয় এবং একই সাথে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত। আর যদি একই দিনে বিভিন্ন দফায় তা প্রদান করা হয়, তাহলে এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, এতে কেবলমাত্র এই দিনের কাফ্ফারাই আদায় হবে। এটিই সহীহ অভিমত। (তাবয়ীন) যদি ত্রিশজন মিস্কীনের প্রত্যেক জনকে এক এক সা' করে গম প্রদান করা হয়, তবে ত্রিশজনকে আহার করানোর বিষয়টি তো সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আরো ত্রিশজনকে আহার করানো তা দায়িত্বে রয়ে যাবে। কাজেই আরো ত্রিশ মিস্কীনকে অর্ধ সা' করে গম প্রদান করা তার উপর অপরিহার্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) কেউ যদি ষাট মিস্কীনের প্রতিজনকে এক মুদ (এক সা' এর চার ভাগের এক ভাগ) করে দেয়, তবে তাতে কাফ্ফার আদায় হবে না। কাজেই তাদের সকলকে আরো এক মুদ করে প্রদান করতে হবে। প্রথমে যে ষাট জনকে এক মুদ করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে না পেয়ে যদি অপর ষাট জনকে এক মুদ করে গম প্রদান করা হয়, তবে এতে যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। (মুহীত)

১৩. মাসআলা : যিহারকারী ব্যক্তি ষাটজন মুকাতাব গোলামের প্রত্যেককে এক মুদ করে গম প্রদান করল। তারপর বদলে কিতাবা আদায় করতে অক্ষম হওয়ার কারণে আবার তারা সম্পূর্ণরূপে গোলাম হয়ে গেল, তাদের মুনীবগণ সকলেই হল ধনী। এ অবস্থায় যদি তাদেরকে পুনঃ মুকাতাব বানানো হয় এবং তাদেরকে পুনরায় এক মুদ করে গম প্রদান করে, তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। মুকাতাব গোলামগণ কাফ্ফারা আদায়ে অক্ষম হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাদেরকে কাফ্ফার অর্থ প্রদান করা জায়েযই ছিল না। যেন তারা অন্য কোন ধরনের মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।<sup>১</sup> (আল-বাহরুর রাযিক) এক স্ত্রীর সাথে দুই যিহার অথবা দুই স্ত্রীর সাথে দুই যিহারের কাফ্ফার হিসাবে কেউ যদি ষাটজন মিস্কীনের প্রত্যেককে এক সা' করে গম প্রদান করে তাহলে এতে শুধু একটি যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। (কাফী) আর যদি দুই কাফ্ফারার কোন একটিও বিনিময়ে অর্ধ সা' প্রদান করে আবার অপরটির বিনিময়ে ঐ ব্যক্তিকেই পুনরায় অর্ধ সা' গম প্রদান করা হয় তা হলে ইমামগণের সকলের মতেই তা জায়েয

১. অর্থাৎ ভাল করে যাচাই বাছাই করার পর। (অনুবাদক)

২. একথা কুরআন মজীদে সূরা মুজাদালা (২৮ পারা) উল্লেখ আছে। (সম্পাদক)

১. যাদেরকে কাফ্ফারা দেওয়া যায় না।



হবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায় করলে তাতে উভয় কাফ্ফারাই আদায় হয়ে যাবে। (গায়াতুল বয়ান) যদি দু'টি কাফ্ফারা দুই রকমের হয়ে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে কাফ্ফারা প্রদান করা জায়েয। কোন ব্যক্তি যদি কাফ্ফারা স্বরূপ অর্ধেক গোলাম আযাদ করে এবং এক মাস রোযা রাখে অথবা ত্রিশজন মিস্কীনকে আহার করায় তাহলে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (শারহুত তাহাজী)

১৪. মাসআলা : যিহারকারী ব্যক্তি যদি ষাট জন মিস্কীনকে সকাল-সন্ধ্যায় দুই বেলা পেট ভরে আহার করায় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। চাই কম খাদ্যের দ্বারা পরিভূগ হোক অথবা বেশী খাদ্যের দ্বারা পরিভূগ হোক কোন পার্থক্য নেই। (শারহুন নিকায়া : আবুল মাকারিম) যদি কোন ব্যক্তি ষাট মিস্কীনকে দুই সকাল অথবা দুই বিকাল সাহরীর খানা খাওয়ায়, তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (আল-বাহরুর রায়িক) তবে উত্তম হল এক সকাল ও এক বিকাল আহার করানো। (গায়াতুল বয়ান) কেউ যদি সকালে ষাট জনকে আহার করায় এবং বিকালে অপর ষাটজনকে আহার করায় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না, হাঁ যদি তাদের কোন এক ষাট পুনরায় সকাল বা সন্ধ্যায় আহার করায় তবে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (তাবীন) রুটিও ও তরকারী দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় মিস্কীনদেরকে আহার করানো মুস্তাহাব। (শারহুন নিকায়া : আবুল মাকারিম (র)) যব ও বাজরার রুটির সাথে তরকারি থাকা অপরিহার্য। যাতে এর দ্বারা তৃপ্তি সহকারে আহার করা সম্ভব হয়। তবে গমের রুটির বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। এই ষাট মিস্কীনের মধ্যে যদি দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন কোন বাচ্চা থাকে তবে এ অবস্থায় কাফ্ফারা আদায় হবে না। অনুরূপভাবে যদি এই ষাট মিস্কীনের মধ্যে কারো অবস্থা এমন থাকে যে, খানা খাওয়ার আগেই তার পেট ভরে আছে, তবে এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে আহার করালেও কাফ্ফারা আদায় হবে না। (তাবয়ীন) মিস্কীনদের মধ্যে যদি এমন বাচ্চাও থাকে যাদের সমবয়স্ক বালকেরা শ্রম বিনিয়োগ করতে সক্ষম, তবে তাদেরকে আহার করালে কাফ্ফারা আদায় হবে। (মুহীত) কেউ যদি একই মিস্কীনকে ষাট দিন দু'বেলা পেট ভরে আহার করায় তাহলে এতেও যথেষ্ট হবে। আর কেউ যদি একশত বিশ জন মিস্কীনকে একবার আহার করায় তবে তার উপর ওয়াজিব হবে তাদের ষাটজনকে আবার পেট ভরে এক বেলা আহার করানো। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি মিস্কীনদেরকে সকালে আহার করিয়ে বিকেলে আহারের জন্য তাদেরকে এর মূল্য দিয়ে দেওয়া হয় অথবা বিকালে আহার করিয়ে সকালের আহারের জন্য টাকা পয়সা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাও জায়েয আছে। (আস্ ল) 'বাক্বালী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি ষাট মিস্কীনকে সকাল বেলা আহার করিয়ে বিকালের জন্য প্রত্যেককে এক মুদ পরিমাণ গম প্রদান করা হয় তবে তা জায়েয আছে কি না? এ বিষয়ে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। (মুহীত) উল্লেখ্য যে, যিহারকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল, স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বেই মিস্কীনদেরকে আহার করিয়ে দেওয়া। এতদসত্ত্বেও আহার করানো হচ্ছে এ অবস্থায় যদি উক্ত স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে আবার পুনরায় আহার করানো তার উপর অপরিহার্য হবে না। (ফাতহুল কাদীর)

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### লি'আন-এর বিবরণ

১. মাসআলা : লি'আন-এর সংজ্ঞা : স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হতে লি'আন ও গযব শব্দ উল্লেখপূর্বক আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদান করাকে শরী'আতের পরিভাষায় লি'আন বলা হয়। এটি পুরুষের ক্ষেত্রে হৃদে কবফের স্থলাভিষিক্ত এবং মহিলার ক্ষেত্রে হৃদে যিনার স্থলাভিষিক্ত। (কাফী) কেউ যদি তার স্ত্রীর উপর একাধিকবার যিনার অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার উপর একবারই লি'আন করা ওয়াজিব হবে। (মাবসূত) ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একবারই লি'আন হবে। (আত তাহরীর : শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) লি'আনের বিষয়টি ক্ষমা, মুক্তি এবং সমঝোতা করার মত কোন বিষয় নয় (অবশ্য স্বামী যদি স্ত্রীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে লি'আন করতে হবে না)। অপবাদের বিষয়টি বিচারকের নিকটে উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই মহিলা যদি অভিযোগকারী ব্যক্তিকে মাফ করে দেয় বা মালের বিনিময়ে তার সাথে আপোষ মীমাংসা করে নেয়, তবে তা সহীহ হবে না। তাই মহিলার জন্য অপরিহার্য হবে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে হাসিল করা অর্থ স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া। এরপর মহিলা তার স্বামীর নিকট লি'আনের দাবী করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে নিয়াবাত তথা প্রতিনিধিত্ব জায়েয নেই।

১. লি'আন : لعن 'লা'নুন' ধাতু হতে নিম্পন্ন باب مفاعلة এর مصدر অর্থ একে অপরকে ছুড়ে নিক্ষেপ করা। কুরআন মজীদের সূরা নূর (১৬শ পারা) এর ২-৯ আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে, কেউ যদি কোন পুরুষ বা নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু সে ছাড়া আর তিনজন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত স্বাক্ষী না থাকে, তবে মিথ্যা অপবাদের কারণে ৮০ দুরার ভয়ে নীরব থাকবে, এতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে তখন কি চুপ থাকতে পারবে? তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে, এই বিশ্বাসঘাতকীকে নিয়ে যে কী ভাবে দাম্পত্য জীবন কাটাতে? আর তিনজন স্বাক্ষী না থাকায় অভিযোগ করলে ৮০ দুরা, সে তো ক্ষমতা থাকলে সঙ্গেসঙ্গে হত্যা করতে উদ্যত হবে। কিন্তু হত্যার বদলে হত্যার আইনে তার বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে যাবে। শুধু স্বামীর দাবীতে স্ত্রীকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করলে যুলুম হবে কুচক্রী স্বামী তাকে জন্দ করার জন্য এ মিথ্যা অভিযোগ করেছে। এই ত্রিশংকু অবস্থা হবে পরিত্রাণের নিমিত্তে লি'আনের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হিলাল ইবন উমাইয়া (রা) তার স্ত্রীর উপর এ অভিযোগ আনলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : হয় আরো তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী পেশ কর, নয়ত তোমাকে ৮০ দুরা লাগাবো, হিলাল (রা) আল্লাহর কাছে দু'আ করলে লি'আনের বিধান নাযিল হয়। চিত্রের অপর দিক হল, কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারী এ অপবাদ হযম করে বংশের মুখে চুন-কালি লাগাতে কস্মিনকালেও রাখী হবে না, (তার ধারণাযায়ী) এ কুটিল স্বামীর মিথ্যা অভিযোগকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করাব। (সম্পাদক)



সুতরাং স্বামী স্ত্রীর কোন একজন যদি লি'আন করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে তবে তা সহীহ হবে না। সাক্ষী-প্রমাণের জন্য উকীল নিয়োগ করা ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জায়েয। (বাদায়ে)

২. মাসআলা : লি'আনের কারণ (سبب) হল, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর এমনভাবে অপবাদ আরোপ করা যা বেগানা ব্যক্তির ক্ষেত্রে হৃদকে ওয়াজিব করে। কাজেই এ জাতীয় অপবাদ আরোপ করার পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের উপর লি'আন করা ওয়াজিব। (নিহায়া) স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, হে ব্যভিচারিণী! তুমি ব্যভিচার করেছো অথবা আমি তোমাকে ব্যভিচার করতে দেখেছি, তবে এতে লি'আন ওয়াজিব হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে এবং সে মহিলা যদি এমন হয় যে, তার প্রতি অপবাদ আরোকারীর উপর হৃদ ওয়াজিব হয় না, তাহলে এ জাতীয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপবাদ আরোপের কারণে লি'আন হবে না। যেমন সন্দেহজনিত কারণে তার সাথে সহবাস করা হয়েছিল অথবা ইতিপূর্বে সে যিনা করেছে বলে মানুষ জানে অথবা তার এমন কোন সন্তান রয়েছে যার পিতা পরিচিত নয়। (গায়াতুল বয়ান) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, হারামভাবে তোমার সাথে সহবাস করা হয়েছে অথবা বলে, হারামভাবে তোমার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে (অর্থাৎ جماع বা وطى) শব্দ যাই ব্যবহার করুক না কেন) তবে এতে লি'আন আসবে না এবং হৃদ ওয়াজিব হবে না। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর গুহুদ্বারে সঙ্গমকৃত হওয়ার অপবাদ দেয়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক্ষেত্রেও লি'আনের হুকুম জারী হবে না। (বাদায়ে) লি'আন জারী হওয়ার জন্য শর্ত হল, উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হতে হবে এবং তাদের বিবাহও সহীহভাবে হতে হবে। চাই স্বামী তার (স্ত্রীর) সাথে সহবাস করুক বা না করুক। সুতরাং স্বামী যদি তার স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করার পর তাকে তিন তালাক বা বায়িন তালাক প্রদান করে, তবে এতে হৃদ এবং লি'আন কিছুই জারী হবে না। এমনভাবে বিবাহ যদি ফাসিদ তরীকায় সংঘটিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও লি'আনের হুকুম জারী হবে না। কেননা তাদের বৈবাহিক বিষয়টি সহীহ হয়নি। (গায়াতুল বয়ান) আর যদি তালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পুনঃবিবাহ করে, তারপর স্ত্রী পূর্বের অপবাদের কারণে স্বামীর নিকট লি'আন দাবী করে তবে এক্ষেত্রেও লি'আন এবং হৃদ জারী হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) রাজস্ তালাকের কারণে লি'আন রহিত হয় না। (যহীরিয়া) কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বায়িন তালাক বা তিন তালাক প্রদানের পর তার প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে, তাহলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে লি'আন ওয়াজিব হবে না। স্ত্রীকে রাজস্ তালাক প্রদানের পর যে যদি পুনরায় তার প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে, তাহলে এ অবস্থায় লি'আন ওয়াজিব হবে। স্ত্রীর ইনতিকালের পর তার প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করলে আমাদের মাযহাবে এ ক্ষেত্রে লি'আন জারী হবে না। (বাদায়ে)

৩. মাসআলা : আমাদের মাযহাবে সেই ব্যক্তিই লি'আন করার যোগ্য যে সাক্ষ্যদানের যোগ্য। সুতরাং যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদের

কারণে সাজাপ্রাপ্ত (৮০ দুররা) হয়ে থাকে অথবা তাদের কোন একজন সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে অথবা তারা উভয় যদি দাস-দাসী হয় কিংবা তাদের কোন একজন যদি গোলাম বা বাদী হয় অথবা তারা যদি কাফির হয় কিংবা তাদের একজন যদি কাফির হয় অথবা তারা উভয়ে যদি বোবা হয় কিংবা তাদের একজন বোবা হয় অথবা তারা উভয়ে যদি না বালিগ হয় কিংবা একজন না-বালিগ হয় অথবা তারা উভয়ে কিংবা তাদের একজন যদি পাগল হয়, তাহলে তাদের মধ্যে লি'আন জারী হবে না। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে লি'আন জারী হবে। (মুহীত) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করার কারণে তাকে (অপবাদ আরোপের) কিছু হৃদ লাগানো হয়েছে, তারপর সে আবার নিজ স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করল, তাহলে তার উপর লি'আন ওয়াজিব হবে না বরং পূর্বের ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করার কারণে তার উপর যে হৃদ অপরিহার্য হয়েছে তা পূর্ণ করা হবে। (মাবসূত) যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় ফাসিক কিংবা অন্ধ হয় তাদের উপরও লি'আন ওয়াজিব হবে। কেননা তারাও মোটামুটি সাক্ষী হওয়ার মানে উত্তীর্ণ। (মুযমারাত) কোন বধির ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করে, তবে তার উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। (ইতাবিয়া) সাক্ষ্যদানের শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ক্রটির কারণে যদি লি'আন রহিত হয়ে যায় তবে দেখতে হবে, এই ক্রটি যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তার উপর (ব্যভিচারের অপবাদের) হৃদ ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় তবে এতে হৃদ এবং লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। (শারহুত তাহাভী) স্বামী-স্ত্রী উভয় যদি অপবাদ আরোপের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে স্বামীর উপর অপবাদ আরোপের হৃদ ওয়াজিব হবে। (হিদায়া) স্বামী গোলাম এবং স্ত্রী সাজাপ্রাপ্ত। এমনতাবস্থায় স্বামী যদি অপবাদ আরোপ করে তবে তার উপর হৃদে কাযাফ ওয়াজিব হবে। আর স্ত্রী যদি যিনায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে সে আর লি'আন করার উপযুক্ত থাকবে না। (মাবসূত)

৪. মাসআলা : লি'আনের হুকুম : যখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে লি'আন করে ফেলবে তখন হতে তাদের পরস্পরের মধ্যে সহবাস ও ইস্তিমতা' অর্থাৎ সর্বপ্রকার যৌন সঙ্গোগ হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু লি'আনের কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে না। কাজেই এ অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদান করে তবে তা পতিত হবে। এমনভাবে এ অবস্থায় পুরুষ যদি এ ব্যাপারে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে নেয় তাহলে বিবাহ দুহরান ব্যতীতই এই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তার জন্য জায়েয হবে। (নিহায়া) ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, লি'আনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাতে এক তালাকে বায়িন পতিত হয়। কাজেই এ অবস্থায় বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা লি'আনের অবস্থায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের পরস্পরে সঙ্গম এবং বৈবাহিক সম্পর্ক

১. অবশ্য حلف অর্থাৎ ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি (৮০ দুররা) স্বামীর উপর পতিত হবে। (সম্পাদক)



পুনঃস্থাপন কোনটাই জায়েয হবে না। (বাদায়ে) লি'আনের শর্ত হল, মহিলা কর্তৃক লি'আন দাবী করা। স্বামী যদি লি'আন করতে অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক তাকে আটক করে রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে লি'আন করে বা নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (হিদায়া) যদি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তার উপর হদ্দে কাযাফ আরোপিত হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) পুরুষ ব্যক্তি লি'আন করার পর মহিলার উপর লি'আন করা ওয়াজিব। মহিলা যদি লি'আন করতে অস্বীকার করে তবে বিচারক তাকে গ্রেফতার করে রাখবে, যতক্ষণ না সে লি'আন করে বা স্বামীর কথা সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। (হিদায়া) মহিলার জন্য উত্তম হল, মামলা-মুকাদমা-এবং লি'আনের দাবী পরিত্যাগ করা। যদি সে তা বর্জন না করে এবং বিচারকের নিকট মুকাদমা দায়ের করে, তাহলে বিচারকের জন্য উত্তম হল, তাকে এ দাবী প্রত্যাহারের জন্য বলা। বিচারক তাকে বলবে, এ দাবী ছেড়ে দাও, এটি উপেক্ষা কর। তারপর সে যদি বিচারকের কথামত এ দাবী প্রত্যাহার করে এবং এর থেকে ফিরে আসে, তারপর পুনরায় সে যদি এ বিষয়ে মুকাদমা দায়ের করা ভাল মনে করে তবে সে তা করতে পারবে। যদিও ইত্যবসরে অনেক দিন কেটে যায়। কেননা এটি তার ব্যক্তিগত হক। আর বান্দার হক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে রহিত হয় না। (বাদায়ে)

৫. মাসআলা : লি'আনের পদ্ধতি : লি'আনের পদ্ধতি হল, বিচারক প্রথমে স্বামীর দ্বারা লি'আন করাবে। স্বামী চারবার এইভাবে সাক্ষ্য প্রদানে করবে, “আমি আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এই মহিলার ব্যাপারে যে অভিযোগ এনেছি, তাতে আমি সত্যবাদী। তারপর পঞ্চমবার বলবে, সে তার উপর যিনার যে অভিযোগ করেছে তাতে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত।” প্রত্যেকবার শপথের সময়ই স্বামী তার স্ত্রীর দিকে ইশারা করবে। এরপর অনুরূপভাবে মহিলাও চারবার সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং সে তার সাক্ষ্য প্রদান কালে বলবে, “আমি আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সে আমার উপর যিনার যে অভিযোগ এনেছে তাতে অবশ্যই সে মিথ্যাবাদী। তারপর পঞ্চমবার বলবে, সে আমার উপর যিনার যে অভিযোগ এনেছে এতে যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমার উপর আল্লাহর গযব।” (হিদায়া) লি'আনের সময় এসব কথা দাঁড়িয়ে বলা শর্ত নয়। অবশ্য দাঁড়িয়ে বলা মুস্তাহাব। (বিদায়ে) আমাদের মাযহারে লি'আনের সময় শাহাদাত (সাক্ষ্য) প্রদান করা শব্দ উচ্চারণ করা জরুরী। সুতরাং পুরুষ ব্যক্তি যদি বলে, আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যে, আমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত অথবা মহিলা এরূপ বলে, তাহলে লি'আন সহীহ হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে লি'আন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবেন। বিচারকের পক্ষ হতে বিচ্ছেদ ঘটানো ব্যতিরেকে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে না। বিচারক স্বামীকে তালাক প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলবেন। এতে যদি স্বামী অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে বিচারক নিজে তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিবেন। উল্লেখ্য যে, বিচারকের পক্ষ হতে বিচ্ছেদ ঘটানোর পূর্বে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে না। বরং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক

পূর্ববৎ কায়েম থাকবে। কাজেই এ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় বা তার যিহার কিংবা স্কা করে তাহলে তা পতিত হবে। এমনভাবে তাদের কোন একজন যদি মারা যায় তাহলে, তারা একে অপরের নিকট থেকে মীরাসও প্রাপ্ত হবে। লি'আন সাব্যস্ত হওয়ার পর, যদি তারা উভয়ে লি'আন করতে অস্বীকার করে অথবা তাদের কোন একজন অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক তাদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করবে। স্বামী লি'আন করার পর স্ত্রী লি'আন করার আগে স্ত্রী যদি কোন অন্যায় অপরাধ করে বসে তবে লি'আন রহিত হয়ে যাবে এবং হদ্দও সাব্যস্ত হবে না। যদি লি'আন করার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিচারকের নিকট এ মর্মে আবেদন করে যে, তাদের মধ্যে যেন বিচ্ছেদ না ঘটানো হয়, তবে বিচারক তাদের এ আবেদন গ্রাহ্য করবেন না। বরং তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিবেন। (আল জাওয়াহরাতুন নায্যারা)

৬. মাসআলা : লি'আনের পর বিচারক যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন তবে সন্তান তার মায়ের সাথে থাকবে। বিশ্র (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিচারকের জন্য অপরিহার্য হল, এই বলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যে, ‘আমি তোমাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিলাম এবং এই সন্তানের নসব এই পুরুষ থেকে ছিন্ন করে দিলাম’। বিচারক যদি একথা না বলে তবে সন্তানের নসব এই পুরুষ থেকে ছিন্ন হবে না। (মাবসূত), যদি লি'আন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বিচারক ভুলবশত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন, তবে দেখতে হবে, যদি পরস্পরের লি'আনের অধিকাংশ কাজ সুসম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে তবে বিচারক কর্তৃক এ বিচ্ছেদ কার্যকরী হবে। আর যদি তাদের উভয়ের লি'আনের অথবা তাদের কোন একজনের লি'আনের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে, তবে এই বিচ্ছেদ কার্যকরী হবে না। (বাদায়ে) স্ত্রীর লি'আনের আগে কিন্তু স্বামীর লি'আনের পর যদি বিচারক তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেন, তবে তার হুকুম কার্যকরী হবে। কেননা এটি একটি ইজ্‌তিহাদী বিষয়। (যহীরিয়া) বিচারক যদি ভুলবশতঃ স্বামীর আগে স্ত্রীর মাধ্যমে লি'আন শুরু করান, তবে স্ত্রীর মাধ্যমে আবার লি'আন করাতে হবে। বিচারক যদি তা না করিয়েই বিচ্ছেদের হুকুম দিয়ে দেন তবে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। (আল-ফাতাওয়ালা কারখী) তবে বিচারকের জন্য এরূপ করা ঠিক নয়। (আল-ইয়ানাবী) কোন হাকিমের নিকট স্বামী-স্ত্রী উভয় লি'আন করল, কিন্তু হাকিম এখনো তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের আদেশ জারী করেননি, এমনতাবস্থায় যদি হাকিম তার পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যান অথবা মারা যান তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে পরবর্তী বিচারক তাদের দ্বারা পুনরায় লি'আন করাবেন। (আল-ফাতাওয়ালা কারখী।)

৭. মাসআলা : লি'আনের পর বিচারক কর্তৃক বিচ্ছেদের আদেশ জারী করার পূর্বে যদি তাদের উভয়ের মধ্যে অথবা কোন একজনের মধ্যে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা লি'আনের পরিপন্থী, তবে লি'আন বাতিল হয়ে যাবে। যেমন—লি'আন সমাপ্ত করার পর



পরই স্বামী-স্ত্রী উভয় বা তাদের কোন একজন বোবা হয়ে গেল অথবা কোন একজন মুরতাদ হয়ে গেল অথবা কোন একজনে নিজেকে মিথ্যাবাদী স্বীকার করে নিল অথবা তাদের কোন একজন অপর কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করল এবং এ কারণে তার উপর হদ্দে কাযাফ প্রয়োগ করা হল অথবা মহিলার সাথে হারামভাবে সঙ্গম করা হল তাহলে লি'আন বাতিল হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে কারো উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদও ঘটবে না।<sup>১</sup> লি'আনের পর যদি স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজন পাগল হয়ে যায়, তাহলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবেন। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী-স্ত্রী উভয়ই লি'আন করেছে, কিন্তু বিচারক এখনো তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেননি, এমনতাবস্থায় যদি তাদের কোন একজন মতিভ্রম হয়ে যায়, তাহলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবেন। যদিও মতিভ্রম হওয়া লি'আন করার উপযুক্ততাকে বিনষ্ট করে দেয়। স্বামী লি'আন করেছে কিন্তু স্ত্রী এখনো লি'আন করেনি, এমনতাবস্থায় স্ত্রী যদি মতিভ্রম হয়ে যায় অথবা স্ত্রী লি'আন করতে ছিল কিন্তু লি'আন শেষ করার আগেই সে মতিভ্রম হয়ে গেল অথবা স্বামীর লি'আনের পর স্ত্রীর লি'আনের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর লি'আন করে, যদি বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য পুরুষের পক্ষ হতে অথবা স্ত্রীর পক্ষ হতে কাউকে উকীল নিয়োগ করা হয় এবং এরপর মু'আকিল (মক্কেল) নিজে গায়েব হয়ে যায়, তাহলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবেন। কেননা বিচ্ছেদের বিষয়টি লি'আনের পরেই সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এটি এমন একটি বিষয় যাতে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। (শারহু জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে লি'আন করে উভয়েই গায়েব হয়ে যায়, তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে উভয়ে মিলে উকীল নিয়োগ করে, তবে বিচারক তাদের ব্যাপারে বিচ্ছেদের ফয়সালা দিবেন। (আস্ সিরাসুল- ওয়াহাজ)

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির স্ত্রীর উপর অপবাদ দেওয়ার পর সে ব্যক্তি বলল, তুমি যা বলেছো সত্যই বলেছো সে (স্ত্রী) এরূপই, যে রূপ তুমি বলেছো। তাহলে উক্ত ব্যক্তি<sup>২</sup> অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে লি'আন করা অপরিহার্য হবে। আর স্বামী যদি শুধু ততটুকু বলে যে, তুমি সত্য বলেছো, তাহলে সে অপবাদদাতা বলে গণ্য হবে না। (যহীরিয়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক, হে ব্যভিচারিণী! তাহলে এ ক্ষেত্রে হদ্দ ওয়াজিব হবে, কিন্তু লি'আন ওয়াজিব হবে না। আর যদি বলে, হে ব্যভিচারিণী! তোমাকে তিন তালাক, তাহলে এ ক্ষেত্রে হদ্দ ও লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। (গায়াতুস্ সুরুজী) ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি এ জাতীয় স্ত্রীকে কেউ যদি বলে, তোমাকে তালাক, হে ব্যভিচারিণী! তাহলে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু এ অবস্থায় হদ্দ এবং লি'আন কিছুই আসবে না। (বাদায়ে : কসম অধ্যায়)

১. অবশ্য উল্লেখিত উদাহরণ সমূহে গোনাহ কবীরা হবে নিঃসন্দেহ। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ স্বামী।

স্বামী তার স্ত্রীকে হে ব্যভিচারিণী! বলার পর স্ত্রী বলল, তুমি আমার চেয়েও অধিক ব্যভিচারিণী, তাহলে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। কেননা মহিলার কথা স্বামীর ব্যাপারে অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ তার উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ হল, তুমি যিনা করার ব্যাপারে আমার থেকেও অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই কোন বেগানা ব্যক্তি এ জাতীয় বাক্য দ্বারা কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করলে, তাতে ঐ ব্যক্তির উপর হদ্দ অপরিহার্য হবে না। এমনভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি অমুক মহিলার থেকেও অধিক ব্যভিচারিণী অথবা বলে, তুমি সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক ব্যভিচারিণী, তাহলে তার উপর লি'আন এবং হদ্দ কিছুই জারী হবে না। (মাবসুত) স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে <sup>১</sup>یا زانیة না বলে <sup>২</sup>یا زانیة বাদ দিয়ে <sup>৩</sup>یا زانیة বলে তবে এটিও অপবাদরূপে গণ্য হবে। কেননা <sup>৪</sup>یا زانیة (তা) অক্ষরটি তারখীমের জন্য কখনো حذف করে দেওয়া হয়। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীকে <sup>৫</sup>یا زانیة বলে, তবে তা সহীহ হবে না। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে যিনাকারিণীর বেটি যিনাকারিণী! তবে এটি স্ত্রী ও তার মা উভয়ের উপর অপবাদরূপে গণ্য হবে। (ইতাবিয়া) তারপর যদি স্ত্রী ও তার মা উভয়ে একত্রিতভাবে হদ্দের দাবী করে তবে মহিলার মায়ের পক্ষ হতে প্রথমে ঐ ব্যক্তির উপরে হদ্দ জারী করা হবে।<sup>৬</sup> আর এ ক্ষেত্রে লি'আন রহিত হয়ে যাবে।<sup>৭</sup> যদি মহিলা মা হদ্দের দাবী না করে শুধু কেবল মহিলা হদ্দের দাবী করে তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লি'আন করানো হবে। তারপর স্ত্রীর মাও যদি হদ্দের দাবী করে তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে ঐ ব্যক্তির উপর স্ত্রীর মায়ের কারণে 'হদ্দে কাযাফ' ওয়াজিব হবে। স্ত্রীর মা তথা স্বাশুড়ীর ওফাতের পর স্বামী যদি বলে, হে ব্যভিচারিণীর কন্যা ব্যভিচারিণী! তাহলে স্ত্রী হদ্দে কাযাফের দাবী করতে পারবে। যদি মহিলা নিজের এবং মায়ের তথা উভয় অপবাদের বিচার চেয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করে তবে স্বাশুড়ীর উপর অপবাদের কারণে তার উপর হদ্দ জারী হবে এবং লি'আন তাদের থেকে রহিত হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি নিজের মায়ের উপর অপবাদের কারণে মুকাদ্দমা না করে কেবলমাত্র নিজের উপর অপবাদের কারণে মুকাদ্দমা দায়ের করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে লি'আন ওয়াজিব হবে। (শারহু তাহাজী)

৯. মাসআলা : পুরুষ যদি কোন বেগানা মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারপর তাকে বিবাহ করে তার প্রতি পুনরায় অপবাদ দেয়, এ অবস্থায় স্ত্রী যদি লি'আন এবং হদ্দের দাবী করে তবে স্বামীর উপর হদ্দ জারী হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে লি'আনের হুকুম জারী হবে না। আর যদি স্ত্রী হদ্দের দাবী না করে শুধু লি'আনের দাবী করে এবং সে প্রেক্ষিতে তাদেরকে লি'আন করানো হয় এরপর সে যদি হদ্দের দাবী করে তাহলে

১. প্রথমটি আরবীতে স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থ ব্যভিচারিণী,

২. পুংলিঙ্গ, অর্থ ব্যভিচারী।

৩. অর্থাৎ অপবাদের ৮০ দুরূরা।

৪. অপবাদের ৮০ দুরূরা লাগার পর স্বামীর সাক্ষ্য চির তরে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল। কাজেই সে লি'আন করার উপযুক্ত থাকল না, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (সম্পাদক)



তার উপর হদ্দ জারী হবে। কেননা একত্রে হদ্দ ও লি'আন জারী হওয়া শরী'আত স্বীকৃত (মুহীতঃ সারাখসী) এক ব্যক্তির চার স্ত্রী। সে তাদের সকলের উপর একই বাক্যে অথবা ভিন্ন ভিন্নভাবে যিনার অপবাদ আরোপ করল। এ অবস্থায় স্বামী এবং তার স্ত্রীগণ সকলেই যদি লি'আন করার উপযুক্ত হয়, তবে প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে তাদের উপর আরোপিত প্রতিটি অপবাদের পরিবর্তে পুরুষ লোকটিকে লি'আন করানো হবে। আর স্বামী যদি লি'আন করার উপযুক্ত না হয় তাহলে তার উপর কাযাফের হদ্দ জারী হবে এবং এক্ষেত্রে একাধিক অপবাদ আরোপ করা সত্ত্বেও একই হদ্দ যথেষ্ট হবে। স্বামী যদি লি'আন করার উপযুক্ত হয়, কিন্তু স্ত্রীদের কেউ কেউ লি'আন করার যোগ্য না হয়, তাহলে স্ত্রীদের থেকে যারা লি'আন করার যোগ্য শুধুমাত্র তাদের সাথেই স্বামীকে লি'আন করানো হবে। (বাদায়ে) যদি কোন আযাদ ব্যক্তি নিজ যিম্মী স্ত্রী বা স্বীয় দাসীর উপর অপবাদ আরোপ করে, তারপর যিম্মী মুসলমান হয়ে যায় অথবা দাসী আযাদ হয়ে যায়। তবে এ অবস্থায় স্বামীর উপর হদ্দ ও লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি দাসী স্ত্রী আযাদ হওয়ার পর স্বামী তার উপর অপবাদ আরোপ করে, তাহলে বিবাহ বাকী থাকার কারণে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। আর এ কাজটি আযাদ হওয়ার পর পর করতে হবে। পক্ষান্তরে আযাদ হওয়ার পর মহিলা যদি (খিয়ারে ইতকের ভিত্তিতে) নিজেকে স্বামীর থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নেয়, তবে লি'আন বাতিল হয়ে যাবে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস না করে থাকলে তার উপর মহরও ওয়াজিব হবে না। আর যদি স্ত্রী নিজেকে স্বামীর থেকে পৃথক করে না নেয় এবং এ অবস্থায় স্বামী তার সাথে লি'আন করে, তারপর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তাহলে স্বামীর উপর স্ত্রীর অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। এমনভাবে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর যদি লি'আনের কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তবে ইদ্দতকালে স্ত্রী খোরপোষ এবং বাসস্থান উভয়টি পাবে। (মাবসূত)

১০. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী উভয় কাফির ছিল। স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু স্বামী ইসলাম গ্রহণ করল না এবং তখনও বিচারক তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেনি। এমতাবস্থায় যদি স্বামী-স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, অথবা তার সন্তানের (ঔরসজাত বলে) অস্বীকার করে, তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। যদি কিছু হদ্দ প্রয়োগ করার পর সে ঈমান আনয়ন করে, তারপর আবার স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তার উপর অবশিষ্ট হদ্দ পূর্ণ করা হবে। তারপর তারা উভয়ে লি'আন করবে। (আল-ইয়ানবী) যদি শর্তের সাথে সংযুক্ত করে অপবাদ আরোপ করা হয়, তাহলে হদ্দ এবং লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। এমনভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যখন তোমাকে বিবাহ করব তখন তুমি ব্যভিচারিণী অথবা বলে, তুমি ব্যভিচারিণী যদি অমুক ইচ্ছা করে তবে একথা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে তোমাকে যিনা

করতে দেখিছি, তাহলে অদ্য তাকে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য করা হবে এবং স্বামীর উপর লি'আন করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি একথা বলে যে, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে তোমার প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করেছি, তবে এতে স্বামীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। কেননা তার স্বীকারোক্তির কারণে বিবাহের পূর্বে অপবাদ আরোপ করা যাহির হয়েছে। কাজেই এ অবস্থায় হদ্দ ওয়াজিব হবে। যেমন ওয়াজিব হয়ে থাকে সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা তা সাব্যস্ত হওয়ার অবস্থায়। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার যৌনাঙ্গ-যিনাকারী, তোমার শরীর (جسد) যিনাকারী অথবা তোমার শরীর (بدن) যিনাকারী, তবে এতে অপবাদ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি হাত বা পায়ের কথা উল্লেখ করে এ জাতীয় কথা বলে, তবে এতে অপবাদ সাব্যস্ত হবে না। যে কোন ভাষায় স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করলে তা কযফ (قذف) হিসাবে গণ্য হবে। কেউ যদি নয় বছরের কন্যার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে এবং বালিগ হওয়ার পর ঐ মহিলা লি'আনের দাবী করতে পারবে। আর যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার বয়স নয় বছর হতে কম হলে, অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ জারী হবে না। বরং তাকে তা'যীর (অনির্ধারিত সমুচিত শাস্তি-যা হদ্দ থেকে কম হবে) করা যাবে। (আইনী)

১১. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে বাকিরা অর্থাৎ কুমারী পাইনি, তাহলে জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে তার উপর হদ্দ এবং লি'আন কিছুই জারী হবে না। ইমাম চতুর্থ এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দ সকলে একথাই বলেন, এটিই বিদ্বজ্জনতম অভিমত।<sup>১</sup> (গায়াতুস সুকুজী) স্বামী যদি বলে, আমি তার সাথে এক ব্যক্তিকে সঙ্গম করতে পেয়েছি। তবে তাকে অপবাদদাতা বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, তোমার সাথে জোরপূর্বক যিনা করা হয়েছে অথবা বলে, তোমার সাথে কোন না-বালিগ যিনা করেছে তাহলে এতেও সে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে না। (মাবসূত) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি না-বালিগা অবস্থায় যিনা করেছে অথবা বলে, তুমি পাগল অবস্থায় যিনা করেছে এবং তার পাগলামি সম্পর্কে সকলেই অবগত আছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে হদ্দ ও লি'আন কিছুই জারী হবে না এবং এ অবস্থায় উপরোক্ত পুরুষ ব্যক্তিকে অপবাদদাতারূপেও গণ্য করা হবে না। (গায়াতুস সুকুজী) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যিনা করেছে এবং তোমার এ হামল (গর্ভ) যিনার দ্বারাই হয়েছে, তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা লি'আন করানো হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে স্বামী স্পষ্টভাবে যিনা শব্দ ব্যবহার করেছে এবং এতে 'কাযাফ' (অপবাদ) প্রতীয়মান হয়েছে। তবে লি'আনের পর বিচারক এ হামলকে তার স্বামী থেকে ছিন্ন করে দিবে না। অর্থাৎ সন্তানের নসব পিতার

১. অপবাদের ৮০ দূররা।

২. কারণ কুমারীত্ব যেমন সঙ্গমের মাধ্যমে নষ্ট হয়, তেমনি রোগ বা বা লক্ষ-বিক্ষেপের কারণেও নষ্ট হতে পারে, কাজেই একথা ব্যভিচারের অপবাদ আরোপিত হয়নি। (সম্পাদক)



থেকে ছিন্ন করে মায়ের সাথে জুড়ে দিবে না। (হিদায়া) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার এ গর্ভ আমার থেকে নয়, তবে লি'আন ওয়াজিব হবে না। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম যুফার (র)-এর অভিমত। কিন্তু সাহিবাইন বলেন, যদি বাচ্চা ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ট হয়, তবে লি'আন করতে হবে। আর যদি তদপেক্ষা অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে লি'আন করতে হবে না। এটিই সহীহ মতামত। (মুযমারাত ও মুতুল)

১২. মাসআলা : সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই অথবা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যখন মবারকবাদ দেওয়া হয় ও নবজাতকের জন্য জরুরী সামান খরীদ করা হয় সে, সময় যদি কেউ তার নিজের স্ত্রীর সন্তানকে অস্বীকার করে তবে তা সহীহ হবে এবং তাদেরকে লি'আন করানো হবে। এ সময়ের পর যদি অস্বীকার করা হয় তবে লি'আন করানো হবে এবং সন্তানের নসবও সাব্যস্ত হবে। স্বামী দূর সফরে কোথাও ছিল। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কথা তার জানা ছিল না, এমতাবস্থায় যতদিন পর্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যায়-(উরফে) ততদিন পর্যন্ত ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে তার সন্তানের বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারবে। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর হতে নিফাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্বামীর এই অস্বীকার প্রযোজ্য হবে। কেননা নসব তো সাব্যস্ত হবে তাকে জানার পর হতে। কাজেই সফর থেকে আগমনের অবস্থাটি ভূমিষ্ট হওয়ার অবস্থার মতই (কাফী) আর স্বামী যদি প্রকাশ্যভাবে অথবা আভাসে-ইংগিত একবার সন্তানের নসব স্বীকার করে নেয়, তবে এরপর আর সন্তানের নসব অস্বীকার করা সহীহ হবে না। চাই তা সন্তান প্রসবের অবস্থায় হোক বা পরে হোক। প্রকাশ্যভাবে স্পষ্টরূপে সন্তানের নসব স্বীকার করার পদ্ধতি হল, পিতা কর্তৃক একথা বলা যে, এই সন্তান আমার। আর আভাসে ইংগিত নসব স্বীকার করার পদ্ধতি হল, যখন তাকে মবারকবাদ দেওয়া হবে তখন তার চুপ করে থাকা। তবে তাকে লি'আন করানো হবে। (গায়তুল বয়ান) কারো স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সে যদি সন্তানের নসব অস্বীকার করে এবং বলে, এ সন্তান আমার নয় অথবা বলে, এটি যিনার সন্তান এবং কোন কারণে তার থেকে লি'আন রহিত হয়ে যায়, তবে এ সন্তানের নসব তার থেকে বিছিন্ন হবে না। চাই তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় লি'আন করার যোগ্য হয়, কিন্তু লি'আন না করে তবে এতেও নসব ছিন্ন হবে না। (শারহুত তাহাভী) স্বামী যদি তার আযাদ স্ত্রীর সন্তানের নসবকে অস্বীকার করে এবং স্ত্রী এ কথা মেনে নেয়, তবে এ অবস্থায় হদ্দ এবং লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর এ সন্তান তাদের বলেই গণ্য হবে। সন্তানের এসব অস্বীকার করার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য বিশ্বাস করা যাবে না। (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)

১৩. মাসআলা : স্বামী যদি নিজ স্ত্রীর সন্তানের নসবকে অস্বীকার করে এবং তাদের অবস্থা এমন হয় যে, তাদের উপর লি'আন ওয়াজিব নয়, তাহলে স্বামীর কথায় সন্তানের নসব ছিন্ন হবে না। এমনিভাবে যদি সন্তানের রক্তপিণ্ড গর্ভাশয়ে এমন সময় স্থান পায় যখন তাদের কারো উপরই লি'আন কার্যকরী হয় না, পরে তারা আবার এমন অবস্থায় পৌঁছে যখন লি'আন করতে তারা উপযুক্ত, যেমন রক্তপিণ্ড গর্ভাশয়ে স্থান পাওয়ার সময় স্ত্রী দাসী বা কিতাবিয়া ছিল, অতঃপর সে আযাদ হয়ে যায় অথবা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে স্বামী স্ত্রী কারো উপরই লি'আন করা ওয়াজিব হবে না এবং সন্তানের নসব অস্বীকার করার কারণে পিতা হতে নসব ছিন্ন হবে না। (মুহীত : সারাখসী) স্ত্রীর গর্ভ হতে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার পর স্বামী যদি এ সন্তানের নসব অস্বীকার করে তবে তাকে লি'আন করতে হবে এবং সন্তানের নসব তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলার গর্ভ হতে দুই সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং তাদের একজন মৃত হয় আর স্বামী তাদের একজনকে অস্বীকার করে, তবে তাদের দ্বারা লি'আন করানো হবে এবং উভয় সন্তানের নসবই তার থেকে সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর স্বামী যদি তার নসবকে অস্বীকার করে, তারপর লি'আন করার আগেই সন্তান যদি মারা যায়, তাহলে স্বামীর দ্বারা লি'আন করানো হবে এবং এই সন্তানের নসব তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। (বাদায়ে)

১৪. মাসআলা : একই গর্ভাশয় হতে কোন মহিলার দুই সন্তান ভূমিষ্ট হল। অতঃপর স্বামী একজনের নসবকে স্বীকার করল এবং অপরজনের নসবকে অস্বীকার করল, তাহলে এই স্বামী থেকে উভয় সন্তানের নসবই সাব্যস্ত হবে এবং স্বামীকে তার স্ত্রীর সাথে লি'আন করতে হবে। স্বামী যদি প্রথম সন্তানকে অস্বীকার করে এবং দ্বিতীয় সন্তানকে স্বীকার করে তাহলেও উভয় সন্তানের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। আর এই ব্যক্তির উপর হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে। স্বামী উভয় সন্তানকে অস্বীকার করার পর লি'আন করার আগে, যদি তাদের কোন একজন মারা যায়, তাহলে স্বামী জীবিত সন্তানের ব্যাপারে লি'আন করবে এবং তারা তার সন্তান হিসাবেই গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি সন্তান দুইজন একত্রে ভূমিষ্ট হয়, তাদের একজন মারা হয়, এমতাবস্থায় স্বামী যদি তাদের উভয়কে অস্বীকার করে, তবে সন্তানের নসবই তার থেকে সাব্যস্ত হবে এবং জীবিত সন্তানের ব্যাপারে তাকে লি'আন করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কোন মহিলা একটি সন্তান প্রসব করল, তারপর স্বামী তাকে অস্বীকার করল এবং এ ব্যাপারে লি'আন করল। তারপর পরের দিন আরেকটি সন্তান প্রসব করল, তাহলে উভয় সন্তানের নসবই তার থেকে সাব্যস্ত হবে এবং লি'আন অতীতে যেটি করেছে তাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। সে যদি বলে, তারা উভয়েই আমার সন্তান, তবে সে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে এবং তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। আর যদি বলে, তারা কেউই আমার সন্তান নয়, তবে তারা



তার সন্তান বলেই গণ্য হবে এবং এ অবস্থায়ও তার উপর হদ্দ জারী হবে না। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি বলে, আমি মিথ্যা লি'আন করেছি এবং তার উপর যে অপবাদ দিয়েছি তা মিথ্যা ছিল তবে তার উপর হদ্দ জারী হবে। (মাবসূত)

১৫. মাসআলা : বিবাহ মুবাহ হওয়া তথা সহীহ হওয়ার জন্য মহিলা কর্তৃক চারবার তাসদীক (সত্যায়ন) করা শর্ত। আর হদ্দ ও লি'আন রহিত হওয়ার জন্য একবার তাসদীক করাই যথেষ্ট। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাজস্ তালাক দিল। তারপর একদিন কম দুই বছরের মাথায় তার এক সন্তান ভূমিষ্ট এবং আবার দুই বছর এক দিন পর তার সে আরেক সন্তান ভূমিষ্ট হল এবং এ সন্তানের নসবের বিষয়টি সে স্বীকার করল। তাহলে এই মহিলা তার স্বামীর থেকে বায়িনা হয়ে যাবে এবং ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, তার উপর হদ্দ ও লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি স্বামী বায়িন তালাক দেয়, তারপর সন্তান প্রসবের ব্যাপারে এই বর্ণিত অবস্থা হয়, তবে স্বামীর উপর হদ্দ (৮০ দুররা) পতিত হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উভয় সন্তানের ঔরস এই স্বামী হতে বলে স্বীকৃত হবে। (ঈযাহ) হাসান (র)-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি একই গর্ভাশয় হতে কোন মহিলার তিন সন্তান প্রসবিত হয় এবং স্বামী প্রথম সন্তানের নসবের কথা স্বীকার করে দ্বিতীয়টি অস্বীকার করে, আবার তৃতীয়টি স্বীকার করে, তবে তাকে লি'আন করানো হবে এবং তারা সকলে এই ব্যক্তির সন্তান হিসাবেই গণ্য হবে। আর যদি প্রথম ও তৃতীয় সন্তানের নসব অস্বীকার করে এবং দ্বিতীয় সন্তানের নসব স্বীকার করে, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু তারা সকলে তার সন্তান বলেই গণ্য হবে। এমনিভাবে একই সন্তানের ব্যাপারে স্বামী যদি প্রথমে তার নসব স্বীকার করে, তারপর অস্বীকার করে এরপর আবার তা স্বীকার করে, তবে তাকে লি'আন করানো হবে এবং এ সন্তানের নসব তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। আর যদি প্রথমে অস্বীকার করে, তারপর স্বীকার করে, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে এবং এই সন্তানের নসব এই ব্যক্তি থেকেই সাব্যস্ত হবে। (মুহীত : সারাখসী) এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল। কিন্তু স্বামীর সাথে তার স্ত্রীর দেখা হয়নি এবং সহবাসও হয়নি; এমতাবস্থায় তার এক সন্তান ভূমিষ্ট হল, আর সাথে সাথেই সে তাকে অস্বীকার করল, তাহলে স্ত্রীর সাথে তাকে লি'আন করতে হবে। আর লি'আনের পর এ সন্তান তার মায়ের সাথে থাকবে এবং স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। (আত্ তাহরীর শারহ্ তালখীসিল জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। সে তাদের উভয়ের সাথে সহবাস করেছে। এ জাতীয় দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে সে যদি বলে, তোমাদের দুইজনের একজনকে তিন তালাক। কিন্তু এই দুইজনের কোন জন তালাকে তা বর্ণনা করল না। এমতাবস্থায়

১. অপবাদের ৮০ দুররা।

যদি তালাকের সময় হতে দুই বছরের অধিক অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের কোন একজনের বাচ্চা প্রসবিত হয়, তাহলে অপরজন তালাকের ব্যাপারে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর যার বাচ্চা প্রসবিত হয়েছে সে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। স্বামী-যদি বাচ্চার নসবকে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাদের উভয়ের দ্বারা লি'আন করাবে, কেননা তাদের মধ্যে লি'আনের কারণ বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, লি'আনের পর এই সন্তানের নসব তার থেকে ছিন্ন হবে না। স্বামী অনুপস্থিত এ অবস্থায় বাচ্চার জন্ম হল। তারপর দুগ্ধ পানের মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার পরে স্ত্রী তার দুধ ছাড়াল। এরপর মহিলা বিচারকের নিকট নিজের জন্য এবং সন্তানের জন্য খোরপোষ দাবী করল। আর এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণও পেশ করল। সে প্রেক্ষিতে বিচারক তাদের খোরপোষও নির্ধারণ করল। অতঃপর যদি সেই অনুপস্থিত স্বামী উপস্থিত হয় এবং সন্তানের নসব অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাদেরকে লি'আন করাবে এবং লি'আনের পর এ সন্তানের নসব এই স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর সন্তানের নসব যদি ফসালাকৃত বিষয় হয়, তবে বিচারক হুকুম জারী করে তাদেরকে লি'আন করাবে। সন্তান প্রসব করার পর এ প্রসবিত সন্তান যদি স্তন্যদানকারিণী মহিলার<sup>১</sup> দুগ্ধপোষ্য সন্তানের উপর গিয়ে পতিত হয় এবং তাতে ঐ দুগ্ধপোষ্য সন্তান মারা যায়, তারপর তার পিতার আকিলা (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়) এর উপর দিয়াত (জরিমানা) প্রদানের রায় প্রদান করা হয়, অতঃপর পিতা তার নসবকে অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক তাদের দ্বারা লি'আন করাবে এবং সন্তানের নসব তার পিতা থেকে ছিন্ন হবে না। (আত্ তানবীর : শারহ্ তালখীসিল জামিইল কাবীর)

১৭. মাসআলা : যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর বিবাহের সময় হতে ছয় মাস শেষে ঐ মহিলার সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে বিচারক সন্তানের নসব সাব্যস্ত হওয়ার এবং স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে বলে ফয়সালা দিবে। কাজেই ঐ মহিলা পূর্ণ মহর এবং ইদ্দত কালের পরিপূর্ণ খোরপোষ পাবে। এক্ষেত্রে স্বামী যদি সন্তানের নসবকে অস্বীকার করে তবে বিচারক স্বামী স্ত্রী উভয়কে লি'আন করাবে। এবং এই সন্তানের নসব এই পুরুষ ব্যক্তি ছিন্ন হয়ে যাবে। যদিও পূর্বে ঐ ফয়সালা হয়ে গেছে যে, এ সন্তান তারই। কেননা বিচারক তো তার মায়ের পূর্ণ মহর এবং খোরপোষ প্রদানের ফয়সালা দিয়েছে। এমনিভাবে রাজস্ তালাকপ্রাপ্ত কোন মহিলা যদি তালাকের পর হতে দুই

১. অর্থাৎ মাতা ছাড়া অন্য কোন মহিলা অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধপান করায়, উক্ত স্তন্যদায়িনী মহিলারও একটি দুগ্ধপানকারী সন্তান আছে। ঘটনাক্রমে প্রসবকারিণী মাতার সন্তান গড়িয়ে স্তন্যদায়িনীর শিশুর উপর পড়ে গেল, তাতে শিশুটি মারা গেল। এতে শিশুটির মৃত্যুর কারণে যে রক্তপণ দিতে হবে তাকে 'দিয়াত' বলে। যেহেতু এ মৃত্যু ইচ্ছাকৃত হত্যা নয় বরং অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারী যেহেতু যার দ্বারা মৃত্যু ঘটেছে, সে সদ্য প্রসূত দুগ্ধপানকারী শিশু, কাজেই এর মৃতশিশুর রক্তপণ। (হত্যাকারী অনিচ্ছায়) ঐ শিশুর পিতা, অবর্তমানের রক্ত সম্পর্কীয় বংশীয় লোকজনের উপর বর্তাবে। (সম্পাদক)



বছরের চেয়েও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে, তবে এতে রাজ'আত (স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ) সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় স্বামী যদি তার সন্তানের নসবকে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক তাদের উভয়ের থেকে লি'আন গ্রহণ করবে এবং সন্তানকে তার মায়ের সাথে সম্পর্কিত করে দিবে। (আত্ তাহরীর : শারহ্ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী)

১৮. মাসআলা : যদি সন্তানের দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হয়<sup>১</sup> তাহলে বিচারক এ সন্তানের নসব তার থেকে ছিন্ন করে তার মায়ের সাথে সম্পর্কিত করে দিবে। উপরোক্ত অবস্থায় যে লি'আন হবে এর অবস্থা হল নিম্নরূপ। অর্থাৎ বিচারক যখন পুরুষ ব্যক্তিকে লি'আন করার হুকুম করবে তখন সে বলবে, আমি আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সন্তানের নসব অস্বীকার করে আমি তার উপর যে অপবাদ আরোপ করেছি তাতে আমি সত্যবাদী। মহিলাও অনুরূপ বলবে। মহিলা বলবে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সন্তানের নসব অস্বীকার করে সে আমার উপর যে অপবাদ আরোপ করেছে, তাতে সে (স্বামী) অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আর স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যিনা এবং সন্তানের নসব অস্বীকার করার দ্বারা অপবাদ আরোপ করে, তাহলে এই অবস্থায় লি'আনের মধ্যেও দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করতে হবে। পুরুষ বলবে, “আমি আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি সন্তানের নসব অস্বীকার করার মধ্যে সে এবং সে (স্ত্রী) যিনায় লিপ্ত হয়েছে বলে তার উপর যে অপবাদ আরোপ করেছি তাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী”। আর মহিলা বলবে, “আমি আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে যিনার লিপ্ত হওয়ার কথা বলে এবং সন্তানের নসব অস্বীকার করে আমার প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছে তাতে অবশ্যই সে মিথ্যাবাদী”। (কাফী)

১৯. মাসআলা : লি'আনের পর বিচারক যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে, তখন সন্তান তার মায়ের দিকে সম্বোধিত হবে এবং সে তার সাথেই থাকবে। বিশ্ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিচ্ছেদ ঘটানোর সময় বিচারক বলবেন, আমি তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলাম এবং এই সন্তানের নসবকে তার থেকে ছিন্ন করে দিলাম। পক্ষান্তরে বিচারক যদি এভাবে না বলেন, তাহলে সন্তানের নসব এই ব্যক্তি থেকে ছিন্ন হবে না। এটিই সহীহ মতামত। (মাবসূত) ‘নিহায়া’ গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। বিচারক সন্তানের নসব ছিন্ন করে দেওয়ার পর সে তার মায়ের দিকে সম্বোধন করে নিজের পরিচয় পেশ করবে এবং তার সাথেই সে থাকবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, বিচারক এভাবে বলবেন যে, আমি তাকে তার পিতার বংশ সূত্র থেকে বের করে তার মায়ের সাথে বংশ সূত্র জড়িয়ে দিলাম। যদি এভাবে না বলে, তাহলে তার নসব ছিন্ন হবে না। (কাফী) ‘মাবসূত’ গ্রন্থে আছে যে, এটিই সহীহ

১. অর্থাৎ তুমি যিনা করেছো, এ জাতীয় কোন কথা না বলে, বলল, এ সন্তান আমার ঔরসজাত নয়। বরং অন্য কোন ব্যক্তির। (সম্পাদক)

অভিমত। (শারহ্ মাজমা'ইল বাহরাইন : ইবনুল মালিক) লি'আনের পর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের থেকে কিংবা তাদের কোন একজনের থেকে এমন কার্যকলাপ পাওয়া যায় যে, যদি এসব কার্যকলাপ লি'আনের পূর্বে পাওয়া যেত, তবে তারা লি'আন করতে পারতো না, তাহলে এই অবস্থায় তারা লি'আন করেছে বলে গণ্য থাকবে না। (যদিও বাস্তবে তারা লি'আন করেছে)। কাজেই উক্ত পুরুষ ও মহিলা পুনঃবিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে। যেমন লি'আন করার পর স্বামী নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং এ কারণে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হল অথবা স্ত্রী নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল অথবা তাদের কোন একজন অপর কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করল এবং এ কারণে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হল কিংবা তাদের কোন একজন বোবা হয়ে গেল অথবা স্ত্রী পাগল হয়ে গেল অথবা স্ত্রীর সাথে হারামভাবে সঙ্গম করা হল অথবা তাদের কোন একজন মুরতাদ হয়ে পরে আবার মুসলমান হল। উপরোক্ত বিষয়াদির কোন একটি পাওয়া গেলে ইমাম আযয আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এই পুরুষের জন্য এই মহিলাকে পুনঃ বিবাহ করা বৈধ হবে। (আল ইয়ানাবী : আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)

২০. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়ার পর স্ত্রী যদি মতিভ্রম হয়ে যায়, তবে যেহেতু মতিভ্রম অবস্থায়ও লি'আন করার যোগ্যতা থাকে এ কারণে তার সাথে উক্ত স্বামীর পুনঃবিবাহ জায়েয হবে না। (আত্ তাহরীর : শারহ্ জামিইল কাবীর : আল-হুসায়রী) যৌনাঙ্গ কর্তিত এবং খাসী (অণুকোষ কর্তিত) স্বামী যদি সন্তানের নসব অস্বীকার করে, তবে তার লি'আন করা শরী'আত সম্মত নয়। (আল-বাহরুর বায়িক) লি'আনকৃত মহিলার সন্তান যার নসব পিতা থেকে ছিন্ন এ জাতীয় সন্তানকেও কোন কোন হুকুমের ক্ষেত্রে নসবের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আলিমগণ বলেন যে, লি'আনকৃত মহিলার সন্তান যদি নিজের পিতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তি (পিতা) যদি লি'আনকৃত মহিলার সন্তানের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তার সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না। এমনভাবে লি'আনকৃত মহিলার এই জাতীয় সন্তান যদি তার উক্ত পিতাকে বা পিতা যদি তার উক্ত সন্তানকে স্বীয় যাকাতের মাল প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে না। অর্থাৎ এতে যাকাত আদায় হবে না। অনুরূপভাবে যদি লি'আনকৃত স্ত্রীর এই সন্তানের কোন পুত্র স্বামীর অন্য স্ত্রীর কোন কন্যাকে বিবাহ করে অথবা লি'আনকৃত মহিলার এই সন্তানের কোন কন্যাকে স্বামীর অন্য সংসারের কোন পুত্র যদি বিবাহ করে, তবে এ বিবাহ জায়েয হবে না। এমনভাবে অন্য কোন ব্যক্তি যদি এই সন্তানের নসবের দাবী করে, তাহলে তার এ দাবী সহীহ হবে না। যদিও সন্তান তার এই দাবী যে সত্য বলে মেনে নেয়। উল্লেখ্য যে, লি'আনকৃত মহিলার এই সন্তান কোন কোন হুকুমের ক্ষেত্রে আজনবী বা বেগানা লোকের সাথে সম্পর্কিত হবে। সুতরাং এ সন্তান তার লি'আনকৃত পিতা থেকে এবং পিতা তার থেকে ওয়ারিস হবে না এবং তাদের কেউ কারো থেকে কোনরূপ খোরপোষও পাবে না। (যখীরা)



২১. মাসআলা : যদি স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করে যে, সে আমার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে অপবাদ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে স্ত্রীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ না দুইজন বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এক্ষেত্রে শুধু মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনভাবে الشهادة على الشهادته উপর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনিভাবে কোন বেগানা ব্যক্তির ব্যাপারে অপবাদ সাব্যস্ত করার জন্য এই প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হয় না। (বাদায়ে) স্ত্রী দুইজন সাক্ষী পেশ করার পর স্বামীও যদি দুইজন পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে এবং তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বাদী মহিলা উক্ত পুরুষের অপবাদের কথা মেনে নিয়েছিল, তবে লি'আন রহিত হয়ে যাবে এবং এই পুরুষ ব্যক্তির উপর কোন হদ্দও ওয়াজিব হবে না। যদি স্ত্রীর পক্ষে কোন প্রমাণাদি না থাকে; এ অবস্থায় সে যদি তার স্বামীকে শপথ করাতে চায়, তাহলে একাজ সে করাতে পারবে না। কেননা এ ব্যাপারে তার কোন ইখতিয়ার নেই। (শারহুত তাহাজী) আর স্বামী যদি দাবী করে যে, স্ত্রী তার বক্তব্য মেনে নিয়েছে এবং সে যদি এ ব্যাপারে তার নিকট থেকে শপথ নিতে চায়, তবে স্ত্রীর উপর শপথ করা ওয়াজিব হবে না। (মাবসূত)

২২. মাসআলা : যদি কোন মহিলার যিনার ব্যাপারে চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে এক্ষেত্রে আর লি'আন ওয়াজিব হবে না। বরং তার উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি চার সাক্ষীর মধ্যে একজন তার স্বামী হয় এবং এর পূর্বে যদি স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ দেওয়া না হয়ে থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং আমাদের মাযহাবে স্ত্রীর উপর হদ্দ জারী হবে। আর স্বামী যদি আগেই তার উপর অপবাদ আরোপ করে থাকে এবং তাকে ছাড়া সে আরো তিন সাক্ষী নিয়ে, আসে তাহলে এই সাক্ষ্যদাতা লোকদেরকে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য করা হবে এবং তাদের উপর 'হদ্দে কাযাফ' ওয়াজিব হবে। আর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে লি'আন। যদি স্বামী এবং আরো তিন ব্যক্তি এসে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এই মহিলা যিনা করেছে, তবে এ সাক্ষ্যের ব্যাপারে যদি তাদেরকে বিশ্বাস না করা হয়, তাহলে মহিলা এবং সাক্ষী কারো উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং স্বামীর উপরও লি'আন ওয়াজিব হবে না। (বাদায়ে) যদি স্বামীর সাথে আরো তিনজন অন্ধ ব্যক্তি ঐ মহিলার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, তবে অন্ধদেরকে হদ্দ লাগানো হবে এবং স্বামীর নিকট হতে লি'আন গ্রহণ করা হবে। (মাবসূত)

২৩. মাসআল : যদি মহিলার দুই কন্যা মহিলার পক্ষে এবং স্বামীর বিপক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদানে করে যে, সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) উপর অপবাদ আরোপ করেছে তবে তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। এমনভাবে যদি মহিলার পিতা ও তার পুত্র সাক্ষ্য প্রদান

করে, তবে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি দুইজন সাক্ষীর একজনে বলে যে, সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) উপর যিনার অপবাদ দিয়েছে, আর অপরজন মহিলার সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে যিনার সন্তান, তবে এ সাক্ষ্য জায়েয হবে না। এমনভাবে দুইজন সাক্ষীর একজনে যদি বলে যে, সে তার উপর আরবী ভাষায় অপবাদ দিয়েছে, আর অপরজন বলে যে, সে ফারসী ভাষায় অপবাদ দিয়েছে, তবে তাদের এ সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সাক্ষী দুইজনের একজনে বলে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলেছে, তোমার সাথে অমুক যিনা করেছে। আর অপর জন সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলেছে, তোমার সাথে অপর কোন ব্যক্তি যিনা করেছে, তাহলে উক্ত স্বামীর উপর লি'আন করা ওয়াজিব হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে বলল যে, সে অমুকের সাথে যিনা করেছে। তারপর অমুক ব্যক্তি এসে স্বামীর উপর অপবাদের হদ্দ জারী করার দাবী করল। তাহলে অপবাদদাতা স্বামীর উপর 'হদ্দে কাযাফ' জারী হবে এবং তার থেকে লি'আন রহিত হয়ে যাবে। যদি দুইজন সাক্ষী এসে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করেছে, তাহলে বিচারক সাক্ষীদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখবে। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে না। যদি তারা বলে যে, আমরা এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে তার স্ত্রী ও দাসীর উপর একই বাক্যে অপবাদ দিয়েছে, তাহলে এ সাক্ষ্য জায়েয হবে না। এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে। তার এক স্ত্রীর দুই পুত্র যদি অপর স্ত্রী সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের পিতা তাদের সৎমায়ের উপর অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাদের মা এখনো এই স্বামীর বিবাহে আছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। কিন্তু তাদের পিতা যদি গোলাম বা অপবাদ আরোপের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য পিতার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ কারণে তার উপর হদ্দ জারী করা হবে। যদি দুইজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করেছে এবং সাক্ষীদের বিশ্বস্ততাও প্রমাণিত হয়, এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক কোন ফয়সালা দেওয়ার পূর্বেই যদি তারা মারা যায় বা তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তবে বিচারক ঐ ব্যক্তির উপর লি'আনের আদেশ জারী করবেন। কেননা মারা যাওয়া বা নিরুদ্দেশ হওয়া বিশ্বস্ততার পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে এহেন অবস্থায় উক্ত সাক্ষীগণ যদি অন্ধ বা মুরতাদ হয়ে যায় কিংবা ফাসিক হয়ে যায়, তবে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। (মাবসূত)

২৪. মাসআলা : যদি চারজন সাক্ষীর দুইজন সাক্ষী বলে যে, সে তার স্ত্রীর উপর বৃহস্পতিবার অপবাদ আরোপ করেছে। আর অপর দুইজন সাক্ষী দেয় যে, সে তার স্ত্রীর উপর শুক্রবার অপবাদ আরোপ করেছে, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে লি'আন করানো হবে। কিন্তু সাহিবাইন-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। (তাতারখানিয়া) স্বামী যদি দাবী করে যে, সে আমার অপবাদ আরোপের দিন

১. অর্থাৎ স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে।



দাসী বা যিন্মী ছিল, তবে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে না। কিন্তু স্ত্রীর আযাদী এবং মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যদি বিচারকের জানা থাকে, তবে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে না।<sup>১</sup> পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর দাসী হওয়া এবং কাফিরা হওয়ার উপর সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে এবং স্ত্রীও তার আযাদী এবং মুসলমান হওয়ার উপর সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে তবে মহিলার সাক্ষ্য প্রমাণই স্বামীর সাক্ষ্য প্রমাণের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু স্বামীর পক্ষের সাক্ষ্য দ্বারা যদি একথা সাব্যস্ত হয় যে, সে প্রথমে মুসলমান ছিল পরে মুর্তাদ হয়ে গিয়েছে, তবে স্বামীর সাক্ষ্য অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। (ইতাবিয়া)

২৫. মাসআলা : অপবাদ আরোপকারী স্বামী যদি এমন দুইজন সাক্ষী পেশ করে, যাদের সাক্ষ্য একথা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যিন্মী হওয়ার কথা স্বীকার করেছে, তাহলে স্বামীর উপর থেকে লি'আন রহিত হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর উপরও যিন্মার হদ ওয়াজিব হবে না। যেমন একবারের স্বীকারোক্তির কারণে হদ ওয়াজিব হয় না। যদি একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে ইস্তিহসানের আলোকে এ অবস্থায়ও লি'আন রহিত হয়ে যাবে। স্বামী যদি দাবী করে বলে যে, সে (তার স্ত্রী) ব্যভিচারিণী অথবা বলে তাকে হারামভাবে সঙ্গম করা হয়েছে, তবে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। তবে স্বামী যদি দাবী করে যে, আমি যে কথা বলেছি, এ ব্যাপারে আমার সাক্ষী-প্রমাণ আছে, তাহলে তাকে বিচারক তার ইজলাস থেকে উঠে যাওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে। যদি সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তা ভাল, অন্যথায় তাকে অবশ্যই লি'আন করতে হবে। স্বামী যদি বলে, আমি আমার স্ত্রীর উপর যখন অপবাদ আরোপ করেছি তখন সে নাবালিগ ছিল, আর স্ত্রী বলে, যখন সে আমার উপর অপবাদ আরোপ করেছে, তখন আমি বালিগা ছিলাম, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি এ ব্যাপারে উভয়েই নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে, তবে স্ত্রীর দলীল-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে অতীত যমানায় অপবাদ আরোপ করার দাবী করে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী-প্রমাণও পেশ করে, তবে তা জায়েয হবে। তারপর স্বামী যদি এ মর্মে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে এরপর রাজসী তালাক প্রদান করেছে এবং রাজসী তালাকের পর বিবাহের পয়গাম দিয়ে তাকে পুনরায় বিবাহও করে নিয়েছে, তাহলে তাদের উপর লি'আনের হুকুম আরোপিত হবে না এবং হদও জারী হবে না। (মাবসূত)

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### ইন্নীর বিবরণ

১. মাসআলা : ইন্নী (পৌরুষত্বহীন) এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার যৌনাঙ্গ খাড়া হওয়া সত্ত্বেও সে স্ত্রী সহবাস করতে সক্ষম হয় না। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি সধবা (ثيبه) নারীর সাথে সঙ্গম করতে পারে, কুমারীর নারীর সাথে সঙ্গম করতে না পারে অথবা কোন কোন মহিলার সাথে পারে আবার কোন কোন মহিলার সাথে পারে না, তাহলে মনে করতে হবে যে, হয়তো রোগ ব্যাধির কারণে অথবা সৃষ্টিগত কোন দুর্বলতার কারণে অথবা বার্ধক্যের কারণে অথবা জাদু-টোনার কারণে এমনটি হয়েছে, এ জাতীয় ব্যক্তি যে মহিলার সাথে সহবাস করতে সক্ষম নয় তার ক্ষেত্রে সে ইন্নী বলে গণ্য হবে। (নিহায়া) পুরুষ যদি তার জননেত্রীর অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে ঢুকাতে পারে, তবে সে ইন্নী বলে পরিগণিত হবে না। যদি কারো যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ কতিত হয়, তবে যৌনাঙ্গের বাকী অংশ ঢুকাতে তাকে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে। যদি পারে তাহলে সে ইন্নী হবে না। অন্যথায় ইন্নী হিসাবে গণ্য হবে। (আল-বাহরুর বায়িক)

২. মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামীকে বিচারকের আদালতে হাযির করে দাবী করে যে, সে ইন্নী এবং এ কারণে সে বিচারকের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করে, তবে বিচারক স্বামীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সে তার স্ত্রীর নিকট পৌছতে পারে কি পারে না? অর্থাৎ সহবাস করতে পারে কি পারে না? যদি পারে না বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে বিচারক তাকে এক বছরের জন্য সময় প্রদান করবে।<sup>১</sup> চাই স্ত্রী বাকেরা (কুমারী) হোক বা সায়িয়া (অকুমারী) যদি সে স্ত্রীর বক্তব্যকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি তার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম, তবে স্ত্রী-অকুমারী হলে কসমের সাথে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ সে কসম করে বলবে যে, আমি তার সাথে সহবাস করতে সক্ষম, তবেই তার কথা গ্রহীত হবে। (বাদায়ে) স্বামী কসম করার পর স্ত্রীর হক বাতিল হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাকে এক বছরের সময় দিবে। (কাফী) স্ত্রী যদি কুমারী হওয়ার দাবী করে, তাহলে মহিলাদের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করানো হবে। পরীক্ষার জন্য একজন মহিলাই যথেষ্ট। তবে দুইজন হলে ভাল, এতে সতর্কতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বেশী। যদি তারা বলে যে, সে (স্ত্রী) অকুমারী তবে স্বামীর কথাই কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। (আস্ সিরাজুল

১. অর্থাৎ এই এক বছরের মাঝে সে চেষ্টা করবে স্ত্রী সহবাসের জন্য যদি সক্ষম হয় তাহলে আর সমস্যা নেই। সক্ষম না হলে এবং স্ত্রী দাবী করলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। (সম্পাদক)



ওয়াহাজ) এ অবস্থায়ও স্বামী কসম করে নেয়, তাহলে মহিলার আর কোন হক থাকবে না। কিন্তু সে যদি শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাকে এক বছরের সময় প্রদান করবে। (হিদায়া) আর যদি তারা স্ত্রীর কুমারী হওয়ার দাবী করে, তবে কসম ছাড়াই তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি স্ত্রীর কুমারী হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের সন্দেহ হয় তবে স্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখা হবে। কেউ কেউ বলেন, মহিলা কুমারী না অকুমারী তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাকে দেয়ালের উপর পেশাব করার জন্য বলা হবে। যদি দেয়ালের উপর নিষ্ক্ষেপ করে পেশাব করা সম্ভব হয়, তবে সে কুমারী বলে গণ্য হবে। অন্যথায় অকুমারী বলে পরিগণিত হবে। কেউ কেউ বলেন, মুরগীর ডিম দ্বারা এ বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। যদি ডিমটি যৌনিদ্বার অভ্যন্তরে ঢুকে যায় তবে সে অকুমারী মহিলা বলে গণ্য হবে। আর যদি ডিম যৌনিদ্বার অভ্যন্তরে না ঢুকে তবে সে কুমারী বলে গণ্য হবে।<sup>১</sup> (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৩. মাসআলা : যদি দুইজন মহিলার একজন বলে যে, উক্ত মহিলা কুমারী, কিন্তু অপরজন বলে যে, সে অকুমারী তবে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য মহিলাদের দ্বারা তাকে পরীক্ষা করানো হবে। পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই স্বামী তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। (সঙ্গম করতে পারে না) তবে বিচারক তাকে এক বছরের সময় দিয়ে দিবে। চাই উক্ত ব্যক্তি সময় প্রার্থনা করুক বা না করুক। সময় দেওয়ার সময় কাউকে সাক্ষী রাখবে এবং কবে এ সময়টি দেওয়া হল, এর তারিখও লিখে রাখবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করার সময় হতেই ঐ সময়টি ধর্তব্য হবে। (মুহীত) এই সময় দেওয়ার বিষয়টি শহর বা রাষ্ট্রের যিনি বিচারক তার নিকটে সুসম্পন্ন হতে হবে। যদি মহিলা বা বিচারক ছাড়া অন্য কেউ সময় দেয়, তবে তা ধর্তব্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এই সময় দেওয়ার বিষয়টি চান্দ্র বছর হিসাবে ধর্তব্য হবে। (তাবয়ীন) এটিই সহীহ অভিমত। (হিদায়া) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সূত্রে হাসান (র) বর্ণনা করেন যে, এক্ষেত্রে সৌর বছর গ্রহণযোগ্য হবে। চান্দ্র বছরের তুলনায় সৌর বছর কয়েকদিন বেশী। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) 'শারহুল কাফী' গ্রন্থে সতর্কতার উপর আমল করার লক্ষ্যে ইমাম হাসান (র)-এর মতের অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'তুহফা' গ্রন্থ প্রণেতাও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর আমার নিকট এটিই অধিক পসন্দনীয়। (গায়াতুল বয়ান) শামসুল আইম্মা (র) ও এই মতটি পসন্দ করেছেন। (মাবসূত) ইমাম কাযীখান এবং ইমাম যহীরুদ্দীন (র)ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সময় দানের ক্ষেত্রে সৌর বছর ধর্তব্য হবে এবং এতেই অধিক সতর্কতা নিহিত রয়েছে। (কিফায়া) ফাতওয়া-এর উপরই (খুলাসা)

৪. মাসআলা : শামসুল আইম্মা হুলায়ানী (র) বলেন, সৌর বছর ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ১২ মিনিট এ হয়ে থাকে। আর চান্দ্র বছর ৩৫৪ দিনে হয়ে থাকে। (কাফী) 'মুজ্তাবা'

১. বর্তমানকালে এটি পরীক্ষা করার জন্য বহু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কাজেই বর্তমানে উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। (অনুবাদক)

গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি বছরের মাঝামাঝিতে এরূপ সময় দেওয়া হয়, তবে আলিমগণের ঐকমত্য (اجماع) অনুসারে দিনের হিসাবে বছর পূরা করা হবে। (আল-বাহরুর বায়িক) এই এক বছরের মধ্যে হায়িযের দিন সমূহ এবং রমযান মাসও ধর্তব্য হবে। (আল-জামিউল কাবীর : কাযীখান) অবশ্য স্বামী বা স্ত্রীর অসুস্থকালীন সময়টি বছর গণনার হিসাবে ধর্তব্য হবে না। (হিদায়া) বছরের এই সময়ের ভিতর কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, সে যতদিন অসুস্থ ছিল সে পরিমাণ সময় তার জন্য আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এর উপরই ফাতওয়া। (আল-ফাতওয়ায়াল কুবরা) উপরোক্ত মেয়েদের ভিতর স্বামী যদি হজ্জ করতে যায় অথবা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তবে এ সময়গুলোও গণনার মধ্যে ধর্তব্য হবে। কিন্তু যদি মহিলা হজ্জ করতে যায় কিংবা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে সময়গুলো হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে না। (তাবয়ীন) স্ত্রী বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করার সময় যদি ইহরামের অবস্থায় থাকে, তবে স্ত্রী হজ্জ-এর কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত বিচারক তার স্বামীকে সময় দিবে না। (নিহায়া) ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মহিলার মামলা দায়ের করার সময় স্বামী যদি ইহরামের অবস্থায় থাকে তবে স্বামী ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর বিচারক তাকে এক বছরের সময় দিবে। স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে, এই অবস্থায় স্ত্রী যদি বিচারকের আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং স্বামী যদি এই অবস্থায় গোলাম আযাদ করতে সক্ষম থাকে, তাহলে তাকে মুকাদদমা দায়ের করার সময় হতে এক বছরের সুযোগ দেওয়া হবে। আর এ সময় সে যদি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম না থাকে, তবে তাকে চৌদ্দ মাস সময় দেওয়া হবে। প্রথমে এক বছরের সময় দেওয়া হয়েছিল এবং সে সময় স্বামী যিহারকারী ছিল না। কিন্তু পরে এই এক বছরের মুদতের ভিতরে সে তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে, তাহলে তার সময় আর বাড়ানো হবে না। (বাদায়ে)

৫. মাসআলা : স্ত্রী/যদি তার স্বামীকে এমন অসুস্থ অবস্থায় পায় যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম নয়, তাহলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তাকে সময় দেওয়া হবে না। যদিও তার ওলী বিবাহ করাল। কিন্তু সে স্ত্রী সহবাস করতে সক্ষম হল না, তাহলে মতিভ্রম ব্যক্তির পক্ষের কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিচারক তাকে এক বছরের জন্য সময় দিয়ে দিবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামীকে জেলখানায় বন্দী করার পর স্ত্রী যদি জেলখানায় আসতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে এই সময়টি ঐ সুযোগ দানের সময়ের মধ্যে গণ্য হবে না। আর যদি সে এ ব্যাপারে কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ না করে এবং সেখানে তার জন্য বাধামুক্ত নির্জনবাসের সুযোগ থাকে, তবে এই সময়গুলোও ঐ মেয়েদের মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু বাধামুক্ত নির্জন বাসের সুযোগ না থাকলে এই সময়গুলো ঐ মেয়েদের মধ্যে গণ্য হবে না। মহর আদায়ের জন্য স্বামীকে বাদী করা হলে সে ক্ষেত্রেও উক্ত তাফসীল প্রযোজ্য হবে। (তাবয়ীন) মহিলার নিকট কারো হক পাওনা ছিল। সে প্রেক্ষিতে জেলখানায় আটক করা হয়। এ অবস্থায় যদি স্বামীর জন্য স্ত্রীর নিকট

১. অর্থাৎ সহবাসে অক্ষমতার নালিশ করে। (সম্পাদক)



পৌছার অবকাশ থাকে, আর স্ত্রীও যদি স্বামীকে তার সাথে নির্জনে একত্রে বাস করার সুযোগ দেয়, তবে এ সময়গুলোও উক্ত মেয়াদের মধ্যে গণ্য হবে। অন্যথায় গণ্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : বিচারকের পক্ষ হতে ইন্নীন স্বামীকে যে এক বছরের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা যদি বিচারকের নিকট এসে এ মর্মে দাবী করে যে, এই সময়ের মধ্যে আমার স্বামী আমার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি আর স্বামী দাবী করে যে, সে সক্ষম হয়েছে এবং স্ত্রী যদি পূর্ব হতেই অকুমারী হয়ে থাকে তাহলে কসমের সাথে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অতঃপর স্বামী হলফ করার সাথে সাথেই স্ত্রী হক বাতিল হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি শপথ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে বিচারক মহিলাকে ইখতিয়ার দিবে। সে ইচ্ছা করলে তার সাথে দাম্পত্য জীবন বাকী রাখবে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ অবলম্বন করবে। মহিলা যদি বলে, আমি কুমারী তাহলে অন্য মহিলার মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে একজন মহিলাই যথেষ্ট। তবে দুইজন মহিলা মিলে পরীক্ষা করে দেখাতে অধিক সতর্কতা রয়েছে। পরীক্ষাকারী মহিলাগণ যদি বলে, সে অকুমারী তবে স্বামীর কথা শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি পরীক্ষাকারী মহিলাগণ তাকে কুমারী বলে রিপোর্ট দেয় এবং স্বামীও যদি একথা স্বীকার করে যে, আমি তার সাথে সহবাস করতে সক্ষম হইনি, তাহলে বিচারক তাকে (স্ত্রীকে) বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়ে দিবে। (শারহু জামিইস্ সাগীর : কাযীখান)

৭. মাসআলা : এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীকে ইখতিয়ার করে নেয় অথবা স্ত্রী যদি ঐ মজলিস থেকে উঠে চলে যায় অথবা বিচারকের সাহায্যকারী পিয়াদাগণ যদি তাকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেয় অথবা মহিলা কোন একটি বিষয় অবলম্বনের আগেই বিচারক যদি ঐ মজলিস থেকে উঠে চলে যান, তাহলে মহিলার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। (মুহীত) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। আর ফাতওয়া এর উপরই। (তাতারখানিয়া) পক্ষান্তরে মহিলা যদি বিবাহ বিচ্ছেদকে ইখতিয়ার করে নেয়, তাহলে বিচারক স্বামীকে বলবে, তুমি তাকে এক তালাকে বায়িন দিয়ে দাও। এতে সে যদি অস্বীকৃতি ব্যক্ত করে, তবে বিচারক নিজে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'আসল' গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। (তাবয়ীন) এই বিচ্ছেদ এক তালাকে বায়িন হিসাবে গণ্য হবে। (কাফী) এ অবস্থায় স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে স্ত্রী পূর্ণ মহরের হকদার হবে এবং তার উপর ইদ্দতও ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। আর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকলে, স্ত্রীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না এবং তার মহর নির্ধারিত হয়ে থাকলে এখন সে অর্ধেক মহরের হকদার হবে। কিন্তু মহর নির্ধারিত না হয়ে থাকলে সে মুত'আ (مُتْعَا) পাবে।<sup>১</sup> (বাদায়ে নির্ধারিত সময় থেকে এক বছর পূর্ণ হয়ে যদি আরো অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং স্ত্রী কোনরূপ দরবার না ডাকে; তবে এতে তার দরবার

ডাকার হক বাতিল হবে না। যদিও এই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে স্বামীর সাথে নির্জন বাসে উক্ত মহিলা সম্মতি প্রদান করে থাকে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) আর ফাতওয়া এ কথার উপরই। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৮. মাসআলা : নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর স্বামী যদি বিচারকের নিকট আরো এক বছর সময় বা এক মাস কিংবা এক মাসের বেশী কিছু সময় বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করে, তবে মহিলার সম্মতি ব্যতীত এরূপ করা বিচারকের জন্য সমীচীন নয়। অবশ্য সম্মতি দিয়ে যদি আবার অসম্মতি প্রকাশ করে তবে তা তার অধিকার রয়েছে। কাজেই এ অবস্থায় প্রদত্ত সময় বাতিল হয়ে যাবে এবং মহিলার পুনরায় ইখতিয়ার হাসিল হবে। (নিহায়া) এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি বিচারক মারা যায় অথবা মহিলাকে ইখতিয়ার প্রদানের পূর্বে সে যদি তার চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়ে যায় এবং এ দায়িত্বে অন্য কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাহলে মহিলা তার স্বামীকে এই দ্বিতীয় বিচারকের আদালতে নিয়ে যাবে এবং সাক্ষীর মাধ্যমে একথা প্রমাণ করবে যে, অমুক বিচারক তার স্বামীকে এক বছরের সময় দিয়েছিল এবং সে সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাহলে এই নূতন বিচারক আগের বিচারকের রায়ের উপর ভিত্তি করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বিচারক কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের পর যদি দুইজন সাক্ষী এ মর্মে সক্ষম প্রদান করে যে, বিচারক কর্তৃক বিচ্ছেদের পূর্বে মহিলা এ কথা স্বীকার করেছে যে, তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে বিচারকের এ বিচ্ছেদ বাতিল হয়ে যাবে। আর বিচারক কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রী যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে তার এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (যহীরিয়া) একবার সঙ্গম করতে সক্ষম হয়ে পরে যদি অক্ষম হয়ে যায়, তবে স্ত্রী আর ইখতিয়ারপ্রাপ্ত হবে না। (তাবয়ীন)

৯. মাসআলা : বিবাহের সময় মহিলার যদি একথা জানা থাকে যে, এই ব্যক্তি ইন্নীন (পৌরুষত্বহীন)-স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম নয়, তাহলে এই মহিলা আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে না। আর যদি বিবাহের সময় তার একথা জানা না থাকে, পরবর্তীতে জানতে পারে তাহলে জানার পর আদালতে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করতে পারবে। মামলা দায়ের না করলেও তার হক বাতিল হবে না। যতক্ষণ না সে এ ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে। যদিও এভাবে তার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বিচারক যদি ইন্নীন ও তার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়ার পর এই মহিলা যদি অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয়, তাহলে এই মহিলার আর ইখতিয়ার বাকী থাকবে না। এ পর্যায়ে অপর কোন মহিলা যদি ইন্নীন ব্যক্তির অবস্থা জানা সত্ত্বেও তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে সে আর কোন ইখতিয়ার পাবে না এবং এর উপরই ফাতওয়া। (মুহীত : সারাখসী) কিন্তু সহীহ মতে উক্ত ব্যক্তি যদি তার এই দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেও সঙ্গম করতে সক্ষম না হয়, তবে সেও বিচারকের আদালতে তার বিরুদ্ধে মুকাদদমা করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) গায়াতুস্ সুন্নাজীতেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। বিবাহ



করে, একবার সহবাস করার পর কেউ যদি ইন্নীন হয়ে যায় এবং এরপর ঐ স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তারপর আবার বিবাহ করে; কিন্তু সহবাস করতে সক্ষম না হয়, তাহলে এই অবস্থায়ও উক্ত মহিলার ইখতিয়ার হাসিল হবে। (মুহীত : সারাখসী)

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে যৌনিদ্বার ছাড়া অন্য কোনভাবে সঙ্গম করত, এতে উভয়েরই বীর্যপাত ঘটতো। কিন্তু যৌনিদ্বার দিয়ে সে তার সাথে সঙ্গম করতে পারতো না। এভাবে মহিলা তার সাথে বহু দিন ঘর সংসার করল। এক্ষেত্রে উক্ত মহিলা কুমারী হতে পারে এবং অকুমারীও হতে পারে। তারপর সে যদি বিচারকের নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করে, তবে বিচারক উক্ত স্বামীকে এক বছরের জন্য সময় দিয়ে দিবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্ত্রীর বাহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করতে পারলে এতে স্বামী ইন্নীন হওয়া থেকে রেহাই পাবে না। (মি'রাজুদ দিরায়া) পুরুষের মধ্যে মনি না থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং এতে তার কোন বীর্যপাত না ঘটে, তাহলে এ মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করতে পারবে না। (নিহারা) কোন বালিগা স্ত্রী যদি তার নাবালিগা স্বামীকে ইন্নীন অবস্থায় দেখতে পায়, তবে সে তার বালিগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর যদি স্ত্রীও নাবালিগা হয় তবে ওলী তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। মহিলা যদি তার মতিভ্রম স্বামীকে ইন্নীন অবস্থায় পায়, তবে স্ত্রী মতিভ্রম স্বামীর ওলীর বিরুদ্ধে আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করবে এবং ওলী কর্তৃক মুকাদ্দমা পরিচালনার ভিত্তিতে বিচারক ঐ মতিভ্রম স্বামীকে এক বছরের জন্য সময় দিয়ে দিবে। (কাফী) দাসীর স্বামী যদি ইন্নীন হয়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে দাসীর মুনীব ইখতিয়ার প্রাপ্ত হবে। এর উপরই ফাতওয়া। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) যেমনিভাবে ইন্নীন ব্যক্তিকে এক বছরের সময় দেওয়া হয় অনুরূপভাবে অগকোষ কর্তিত ব্যক্তিকেও এক বছরের সময় দেওয়া হবে। বৃদ্ধ স্বামীর ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদিও সে নিজে বলে, আমার ভরসা হয় না যে, আমি আর তার সাথে সহবাস করতে পারব বলে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১১. মাসআলা : হিজড়া ব্যক্তির হুকুমও ইন্নীন ব্যক্তির অনুরূপ। অর্থাৎ যদি কোন মহিলা তার হিজড়া স্বামীকে সহবাসে অক্ষম পায় এবং এ ব্যাপারে আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করে, তবে বিচারক এক বছরের সময় দিবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) হিজড়া ব্যক্তি যদি পুরুষের পেশাবের স্থান দিয়ে পেশাব করে, তবে সে পুরুষ বলে গণ্য হবে এবং কোন মহিলাকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয হবে। এই অবস্থায় সে যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম না হয়, তবে তাকেও ইন্নীনের ন্যায় এক বছর সময় দেওয়া হবে। (মাবসূত) ইন্নীন ব্যক্তির স্ত্রী যদি রাতকা বা কারনা (যাদের সাথে সহবাস সম্ভব নয়) হয়, তবে ইন্নীন ব্যক্তিকে আর সময় দেওয়া হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যে পুরুষের জননেন্দ্রীয় চাউলের দানার মত একেবারেই ছোট, তবে এই ব্যক্তি যৌনাঙ্গ

কর্তিত ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার হুকুম ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হবে না যার যৌনাঙ্গ এমন ছোট যে, তা স্ত্রীর যৌনিদ্বারে ঢুকানো সম্ভব নয়। (আল-বাহরুর রায়িক)

১২. মাসআলা : স্ত্রী যদি বলে, আমার স্বামীর যৌনাঙ্গ কর্তিত। আর স্বামী বলে, আমার যৌনাঙ্গ কর্তিত নয়, আমি তো তার সাথে সঙ্গম করেছি, তাহলে বিচারক এ বিষয়টি কোন এক পুরুষ দ্বারা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি তাকে বেপর্দা না করে কাপড়ের উপর দিয়ে ধরে ও স্পর্শ করে তা বুঝতে পারে, তাহলে বেপর্দা না করে এভাবেই পরীক্ষা করে দেখবে। আর যদি কাপড় না খুলে এবং বাস্তবভাবে না দেখে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজনের কারণে বাস্তবভাবে দেখেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক ব্যক্তি প্রথমে সঙ্গম করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু পরে কোনভাবে তার জননেন্দ্রীয় কেটে যায়, তাহলে তার স্ত্রীর ইখতিয়ার হাসিল হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ) জননেন্দ্রীয় কর্তিত; পুরুষের স্ত্রী যদি বিবাহের সময় হতেই তার স্বামীর এ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে, তাহলে এই মহিলার আর ইখতিয়ার হাসিল হবে না। (শারহুত তাহাভী) স্বামীর জননেন্দ্রীয় কর্তিত; কিন্তু স্ত্রী এ সম্বন্ধে অবগত নয়। এমনতাবস্থায় যদি স্ত্রীর গর্ভ হতে কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং স্বামী এ সন্তানের পিতা বলে দাবী করে, তারপর বিচারকও এই সন্তানের নসব এই ব্যক্তি থেকে সাব্যস্ত করে দেয়, এরপর স্ত্রী স্বামীর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করে, তাহলে তার এই দাবী বলে গণ্য হবে। আর সহবাস ছাড়াই এই সন্তান তার সন্তানে পরিগণিত হবে। (মুহীত)

১৩. মাসআলা : জননেন্দ্রীয় কর্তিত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে নির্জন বাস করে এবং এরপর বিচারক স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, অতঃপর দুই বছরের মধ্যে যদি সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে এই সন্তানের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু বিচারক কর্তৃক কৃত বিচ্ছেদ বাতিল বলে গণ্য হবে না। আর ইন্নীনের ক্ষেত্রে নসব তো সাব্যস্ত হবেই, এমন কি স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে বলে দাবী করে, তাহলে বিচারক কর্তৃক কৃত বিচ্ছেদও বাতিল হয়ে যাবে। (যহীরিয়া) স্ত্রী যদি তার নাবালিগ স্বামীকে যৌনাঙ্গ কর্তিত অবস্থায় পায় এবং এ কারণে আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করে তবে বিচারক তৎক্ষণাৎ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। বালিগ হওয়ার অপেক্ষা করবে না। বরং ঐ নাবালিগকে বলা হবে, তুমি এখনই তাকে তালাক দিয়ে দাও। আর কোন কোন ফকীহ বলেন, এক্ষেত্রে তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। অবশ্য প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম। তবে বিচারক ঐ নাবালিগের পক্ষে কাউকে যেমন তার পিতা বা ওসীকে বিবাদী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবে না। যদি ঐ নাবালিগের কোন ওলী বা ওসী না থাকে তবে তার দাদা কিংবা তার পক্ষে বিবাদী বলে সাব্যস্ত হবে। আর তাও যদি না থাকে, তবে বিচারক তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষের বলে, সাব্যস্ত করে ফয়সালা দিবে। স্বামী যদি এমন সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে, যাতে স্ত্রীর হক বাতিল হয়ে যায়, যেমন সাক্ষীগণ বলল, এই মহিলা তার স্বামীর অবস্থার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ



করেছিল অথবা এ মর্মে সাক্ষী দিল যে, সে আক্দের সময়ই এ সম্বন্ধে অবগত ছিল, তাহলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবে না। সাক্ষী না থাকা অবস্থায় নাবালিগ স্বামী বা পক্ষের লোক যদি স্ত্রীর নিকট শপথ কামনা করে, তবে তাকে অবশ্যই শপথ করতে হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করা হবে না। কিন্তু শপথ করলে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। (গায়াতুস সুরুজী)।

১৪. মাসআলা : পিতা তার না-বালিগ কন্যাকে কারো নিকট বিবাহ দেওয়ার পর সে যদি তার স্বামীকে যৌনাঙ্গ কর্তিত অবস্থায় পায়, এ অবস্থায় পিতা যদি আদালতে মামলা করে তবে এ কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করা যাবে না, যতক্ষণ না সে নিজে বালিগ হয়। বালিগ হওয়ার পর সে চাইলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। বালিগ স্ত্রীর ক্ষেত্রে যদি উক্ত জটিলতা দেখা দেয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মুকাদ্দমা করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে, আর সে নিজে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এই উকীলের মুকাদ্দমা করার প্রেক্ষিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে কি না, এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁর কিতাবে কোন কথা উল্লেখ করেননি। এ ব্যাপারে আমাদের মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না বরং মহিলার উপস্থিতি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। (মুহীত) দাসীর স্বামীর যৌনাঙ্গ যদি কর্তিত থাকে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইখতিয়ার মুনীবের থাকবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মতিভ্রম ব্যক্তি যার সুস্থ হওয়ার কোন আশা-ভরসা নেই, এ জাতীয় কোন ব্যক্তিকে তার ওলী অথবা কোন বালিগা মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দিল। অতঃপর স্ত্রী তাকে যৌনাঙ্গ কর্তিত অবস্থায় পেল, তাহলে বিচারক তার ওলীর উপস্থিতিতে তাদের বিবাহ ছিন্ন করে দিবে। স্বামীর যৌনাঙ্গ আছে, কর্তিত নয়, কিন্তু সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম নয়, এ অবস্থায় এই স্বামীর যদি কোন ওলী না থাকে, তবে বিচারক তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষে বিবাদী সাব্যস্ত করে তার জন্য এক বছরের সময় দিয়ে দিবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের অক্ষম হয়, তবে বিচারক তৎক্ষণাৎ তাদের বিবাহ ছিন্ন করে দিবে। (যখীরা) যদি স্ত্রীর মধ্যে কোন দোষ পাওয়া যায় তবে এ বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে স্বামীর কোন ইখতিয়ার থাকবে না। অনুরূপভাবে যদি স্বামী পাগল হয়ে যায় কিংবা স্বেতরোগ অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে স্ত্রীর কোন ইখতিয়ার হাসিল হবে না। (কাফী) ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, স্বামী হঠাৎ করে পাগল হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তাকে ইন্নীর মত এক বছরের সময় দেওয়া হবে। এক বছরের পরও সে যদি সুস্থ না হয়, তাহলে মহিলাকে বিবাহ বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে ইখতিয়ার প্রদান করা হবে। আর যদি এ পাগলামী সর্বদার জন্য স্থায়ী হয়ে গিয়ে থাকে তবে যৌনাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ তার হুকুম হবে। আর আমরা এ অভিমতটিই গ্রহণ করেছি। (আল-হাভী : আল-কুদসী)

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### ইদতের বিবরণ

১. মাসআলা : ইদতের সংজ্ঞা : হাকীকী নিকাহ বা শিব্হে নিকাহ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত স্ত্রীর অপেক্ষা করা যা অপরিহার্য হয়, সহবাস অথবা (একজনের) মৃত্যু দ্বারা এই অপেক্ষা করাকে শরী'আতে ইদত বলা হয়। (শারহু নিকায়া : ইমাম আল্ বারজুনদী) এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ করল এবং এরপর সে তাকে সহবাসের পর কিংবা বাধামুক্ত নির্জন বাসের পরে তালাক দিল, তাহলে তার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ফাসিদ বিবাহের কারণে বিচারক যদি এ বিবাহ ছিন্ন করে দেয় এবং তা যদি সহবাসের আগে করা হয় তবে স্ত্রীর উপর ইদত ওয়াজিব হবে না। নির্জন বাসের পরে হলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি সহবাসের পর বিবাহ ছিন্ন করা হয়, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় হতে স্ত্রীর উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব। এমনিভাবে এ বিচ্ছেদ যদি বিচারকের পক্ষ হতে না হয় তবুও উক্ত হুকুম তথা ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। (যহীরিয়া) ফুযুলী কর্তৃক বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গম হলেও ইদত ওয়াজিব হবে না। (মুহীত : সারাখসী) যিনাকারী মহিলার উপর ইদত ওয়াজিব হয় না। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (শারহু তাহাভী)

১. ইদত অর্থ হিসাব করা ينصر-باب نصر এর مصدر কুরআন মজীদে সূরা তালাকের (২৮ শ পারা) ১নং ও ৪নং আয়াতে এই শব্দের উল্লেখ আছে, ২নং আয়াতে اجل নির্দিষ্ট সময়কাল দিয়ে ইদত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। সূরা বাকারার (২য় পারা) ২৩১, ২৩২, আয়াতে এই اجل শব্দেরও ২৩৪ নং আয়াতে تربص 'অপেক্ষা করা' শব্দ দিয়ে ইদতের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি সকল হাদীস গ্রন্থে ইদত পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইদত পালনের নির্দেশ রয়েছে, ফলে ইদত পালন করা ফরয। ইদতের নির্ধারিত সময় পালন না করে, দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে উক্ত বিবাহ বৈধ নয়। নারীর গর্ভাশয়ের অবস্থা জানা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ইদত পালনের উদ্দেশ্যে। এজন্য বিভিন্ন অবস্থায় ইদতের সময় কাল বিভিন্নভাবে কুরআন মজীদ ও হাদীসে নব্বীতে উল্লেখিত হয়েছে। যার বর্ণনা এ পরিচ্ছেদে আসবে। সূরা আহযাবের (১২ পারায়) ৪১ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর দেখা সাক্ষাতের পূর্বে তালাক দিলে কোন ইদত পালন করতে হবে না বলে উল্লেখ আছে। যে ধরণের নারীর যে ইদত পালন করার নির্দেশ রয়েছে, তাই পালন করা ফরয। যেমন ঋতুমতী রমণীর তালাক প্রদানে তিন মাসিক অতিবাহিত হওয়া, এর ব্যতিক্রম যেমন ৯০ দিন ধার্য করা হারাম ও আল্লাহর আইনের উপেক্ষা করা যা কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। কোন মানুষের কোন যুক্তিতে এর তারতম্য করার অধিকার নেই। (সম্পাদক)



২. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, 'যে মহিলাকেই আমি বিবাহ করব তাকে তালাক। তারপর সে এই কথা ভুলে গেল এবং এক মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাসও করল, তাহলে এ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে এবং সে দেড়গুণ মহর পাবে, তার উপর ইদত ওয়াজিব হবে আর সন্তানের নসবও তার এই স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে। (খুলাসা) এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাস করল। তারপর বলল, আমি শপথ করেছিলাম যে, আমি যদি কোন বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ করি তবে তাকে তিন তালাক। এ যে বিবাহিতা আমার তা জানা ছিল না, তাহলে এই ব্যক্তির স্বীকারোক্তি অনুসারে, তার উপর তালাক পতিত হবে। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীর কথা মেনে নেয়, তবে সহবাসের আগে তালাক দিলে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে। আর সহবাসের পর তালাক দিলে মহরে মিসল পাবে। এবং তার উপর ইদত ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইদতের খোরপোষ পাবে না। পক্ষান্তরে মহিলা যদি তার স্বামীর কসম সম্বলিত বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে সে একটি মহর পাবে এবং খোরপোষ আর বাসস্থানও পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : চার প্রকার মহিলা- যাদের উপর ইদত ওয়াজিব হয় না। (১) স্ত্রী যাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয়েছে। (২) হারবী মহিলা—যে দারুল হারবে তার স্বামীকে ফেলে রেখে আমান (নিরাপত্তা ভিসা) নিয়ে দারুল ইসলামে চলে এসেছে। (৩) দুই সহোদর বোন-যাদেরকে একই আক্কে বিবাহ করা হয়েছিল। অতঃপর সে বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। (৪) কারো বিবাহের চারজন স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় সে যদি আরো একজনকে বিবাহ করে এবং সে বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এই চার প্রকার মহিলার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব নয়। (তাতারখানিয়া) : খাযানার সূত্রে) মহিলার উপর ইদত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।<sup>১</sup> (তামারতানী) কেউ যদি তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদান করে অথবা রাজঈ তালাক প্রদান করে অথবা তিন তালাক প্রদান করে অথবা তালাক ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং সে যদি এমন আযাদ মহিলা হয় যার ঋতুস্রাব হয়, তাহলে তার ইদত হবে তিন হায়িয। চাই সে আযাদ মহিলা মুসলিম হোক বা কিতাবী হোক সর্বাবস্থায় তার জন্য এ হুকুম হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) নাবালিগা হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে যে মহিলার হায়িয আসে না অথবা যে মহিলা বয়সের হিসাবে বালিগ হয়েছে, কিন্তু এখনো তার হায়িয আসে নি তবে তাদের ইদত হবে তিন মাস। (নিকায়ী) অনুরূপভাবে যে মহিলা একদিন কেবল রক্তস্রাব দেখেছে, এরপর আর রক্ত দেখেনি তার ইদতও মাসের হিসাব অনুসারে হবে। অর্থাৎ তিনমাস। এটিই সহীহ অভিমত। যদি কোন মহিলা তিন দিন পর্যন্ত খুন দেখে, তারপর খুন বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার ইদতের হিসাব হায়িয দ্বারা করা হবে। যদিও এভাবে দীর্ঘ দিন অতীত হয়ে সে 'আইসা' (ائسأ) হয়ে যায়। অর্থাৎ এমন বৃদ্ধা

১. ইজমা দ্বারা অবশ্য প্রমাণিত, তবে শুধু ইজমা কেন? কুরআন মজীদে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ও সহীহ আযাদীস দ্বারাও প্রমাণিত, যা পরিচ্ছেদের প্রারম্ভের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। (সম্পাদক)

হয়ে যায় যার থেকে হায়িয জারী হওয়ার আর কোন আশা করা যায় না। (ইতাবিয়া) 'জাওয়ামি'উল ফিকহ' গ্রন্থে আছে, যদি কোন মহিলা তিন দিনের কম খুন দেখে তবে তার ইদতের হিসাব মাসের দ্বারা করা হবে। এটিই বিদ্বদ মতামত। আর কোন মহিলা তিন দিন খুন দেখলে তার হিসাব হায়িয দ্বারা হবে। (গায়াতুস সুক্কী)

৪. মাসআলা : কোন নাবালিগা স্ত্রী মাসের গণনা অনুসারে ইদত পালন করতেন, এমনভাবে যদি তার হায়িয জারী হয়ে যায়, তবে মাসের দ্বারা তার ইদত পালনের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে এবং সে পুনরায় হায়িযের মাধ্যমে ইদত সম্পন্ন করবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) তালাক বা ওফাতের কারণে কারো উপর মাসের গণনা অনুসারে ইদত ওয়াজিব হয়েছিল। অতঃপর ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে, এটি চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখ, তাহলে তাকে চন্দ্র মাসের হিসাব অনুসারে ইদত পালন করতে হবে। যদি মাস ত্রিশ দিনের কমে অতিবাহিত হয়। আর যদি এ সময়টি মাসের মধ্যবর্তী সময় হয়ে থাকে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দুই রিওয়ায়েতের এক রিওয়ায়েতে অনুসারে ইদত দিনের গণনা হিসাবে পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে ইদত হবে নব্বই দিনে এবং ওফাতের ইদত হবে একশত ত্রিশ দিনে। (মুহীত) কেউ যদি চাঁদের প্রথম তারিখ আসরের সময় নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে মহিলা যদি মাসের গণনা অনুসারে ইদত পালনকারী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তবে সে মাসের গণনার ভিত্তিতে ইদত পালন না করে চন্দ্র মাসের হিসাবে ইদত পালন করবে। উল্লেখ্য যে, দিনের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তার ইদত মাসের হিসাব অনুসারে ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে তালাক দেয় তবে তার হুকুম ভিন্ন ধরনের হবে। (আল-ফাতাওয়াস্ সুগরা)

৫. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে হায়িযের অবস্থায় তালাক দেয়, তবে পরিপূর্ণ তিন হায়িযের মাধ্যমে ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যে হায়িযের অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে তা হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য হবে না। (ইতাবিয়া) তালাক বা বিবাহ ফসখ (ভেঙ্গে দেওয়া) করার ক্ষেত্রে দাসী, মুদাব্বারা, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুকাতাবার ইদত হবে দুই হায়িয। আর যদি তারা ঋতুমতী না হয়, তবে তাদের ইদত হবে দেড় মাস। (কাফী) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে 'মুস্তা'আত' (مستأنة) অর্থাৎ মুকাতাবা দাসী যদি আযাদ হয়ে যায় এবং বদলে কিতাবাত আদায়ের লক্ষ্যে শ্রম বিনিয়োগ ব্যস্ত থাকে, তবে তার হুকুম মুকাতাবা দাসীর অনুরূপ হবে। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে, আযাদ রমণীর হুকুমের অনুরূপ হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) কোন পুরুষ যদি সন্দেহ জনিত অবস্থায় অথবা নিকাহে ফাসিদের ভিত্তিতে সহবাস করে তবে পুরুষ ব্যক্তির উপর মহর ওয়াজিব হবে এবং মহিলার উপর ওয়াজিব হবে ইদত। যদি সে আযাদ রমণী হয় তবে তিন হায়িয তার ইদত হবে আর যদি দাসী হয় তবে দুই হায়িয হবে তার ইদত। চাই পুরুষ ব্যক্তি মহিলাকে রেখে মারা যাক অথবা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হোক এবং ঐ মহিলা জীবিত অবস্থায় থাকুক। যদি



নাবালিগা বা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার হায়িয না আসে এবং সে আযাদ নারী হয়, তবে তার ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যদি দাসী হয়, তবে তার ইদ্দত হবে দেড় মাস (গায়াতুল বয়ান) কেউ যদি তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে খরীদ করে নেয়, তবে তার বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে এই খরীদের কারণে তার স্ত্রীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। এমনকি তার সাথে সঙ্গম করাও তার উপর হারাম হবে। কিন্তু অপর পুরুষের ক্ষেত্রে এই মহিলা ইদ্দত পালনকারী নারীর হুকুমে গণ্য হবে। কাজেই দুই হায়িয অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষ তাকে বিবাহ করতে পারবে না। (মুহীত : সারাখসী)

৬. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে (অন্যের দাসী) খরীদ করে এবং এই মহিলা থেকে তার ঔরসজাত সন্তানও থাকে, অতঃপর সে যদি তাকে আযাদ করে দেয় তবে তিন হায়িয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। দুই হায়িয সময় বিবাহিতা স্ত্রী যে যে বিষয়ে পরহেয করে থাকে এখানেও সে সে সব বিষয় থেকে পরহেয করবে আর এক হায়িয হবে আযাদ করার কারণে। এক্ষেত্রে ঐ জাতীয় বিষয় থেকে পরহেয করা আবশ্যিক হবে না (যহীরিয়া) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খরীদ করার পর তার শ্রাব আরম্ভ হল। তারপর সে তাকে আযাদ করে দিল। তাহলে আযাদ হওয়ার পর এই মহিলা দুই হায়িয দ্বারা ইদ্দত পালন করবে এবং আযাদ মহিলা এ জাতীয় জিনিস থেকে পরহেয করে থাকে সেও ঐ সব জিনিস পরহেয করে চলবে। যদি স্ত্রীকে এক তালাকে বায়িন প্রদান করার পর খরীদ করে, তবে মিলকে ইয়ামীনের (মালিকানার) ভিত্তিতে তার সাথে সঙ্গম করা স্বামীর জন্য জায়েয হবে। কিন্তু স্বামী যদি তাকে দুই তালাকে বায়িন প্রদান করে, তবে অন্য কোন স্বামীর সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মহিলা আর তার জন্য হালাল হবে না। দুই হায়িযের পর স্বামী যদি তাকে আযাদ করে, তবে বিবাহের কারণে তার উপর কোন ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। তবে ইত্বক তথা আযাদ হওয়ার কারণে তার উপর 'ইদ্দাতুল ইত্বক' ওয়াজিব হবে। কেননা এতেও এক জাতীয় কঠোরতা নিহিত রয়েছে। তবে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঐ মহিলার গর্ভ হতে তার কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে থাকে। (ইতাবিয়া) কোন মুকাতাব গোলাম যদি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে খরীদ করে মারা যায় এবং এ পরিমাণ মাল রেখে যায়, যার দ্বারা বদলে কিতাবাত আদায় করা সম্ভব। অতঃপর তা আদায়ও করা হয়, তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার বিবাহ ফাসিদ হয়ে গিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর তার উপর বিবাহ ফাসিদ হওয়ার ইদ্দত ওয়াজিব হবে এবং তা হবে দুই হায়িয। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঐ মহিলার গর্ভ হতে তার সন্তান ভূমিষ্ট না হয় এবং সে তার সাথে সহবাস করে থাকে। আর যদি তার গর্ভ হতে কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে থাকে, তবে তার উপর পূর্ণ তিন হায়িয ইদ্দত পালন করাও ওয়াজিব হবে। যদি উক্ত স্বামী 'বদলে কিতাবাত' আদায় করা যায় এই পরিমাণ মাল রেখে না যায় এবং তার গর্ভ হতে কোন সন্তানও প্রসবিত না হয় তবে তার ইদ্দত হবে দুই মাস পাঁচ দিন। স্বামী চাই তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। যদি মহিলার গর্ভ হতে মুকাতাব গোলামের কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে থাকে, তবে সন্তান এবং সন্তানের মা উভয়ই কিস্তি মুতাবিক তার 'বদলে কিতাবাত' পরিশোধ করার জন্য চেষ্টা করে যাবে। যদি তারা তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তবে তার ইদ্দত হবে দুই মাস পাঁচ দিন। যদি মা ও সন্তান উভয়ে মিলে তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তবে ঐ মহিলা

আযাদ হয়ে যাবে এবং মুকাতাব ব্যক্তিও আযাদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এ মর্মে হুকুম জারী করা হবে যে, সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আযাদ হয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। যদি বদলে কিতাবাত ইদ্দতের মধ্যেই আদায় করা হয়, তবে আযাদীর দিন হতে তিন হায়িয দ্বারা নতুনভাবে ইদ্দত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে—যার মধ্যে ঐ দুই মাস পাঁচ দিনও পূর্ণ হয়ে যাবে। আর এই দুই মাস পাঁচ দিন মুকাতাব ব্যক্তির মৃত্যুর দিন হতেই ধর্তব্য হবে। (বাদায়ে)

৭. মাসআলা : মুকাতাব গোলাম যদি তার মুনীবের অনুমতি সাপেক্ষে তার কন্যাকে বিবাহ করে, অতঃপর মুনীবের মৃত্যুর পর 'বদলে কিতাবাত' আদায় করা যায়, এই পরিমাণ মালামাল রেখে সেও যদি মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রীর ইদ্দত হবে চারমাস দশ দিন। চাই স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় স্ত্রী মহর এবং মীরাস সবই পাবে। কেননা তার স্বামী আযাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আর যদি মুকাতাব ব্যক্তি 'বদলে কিতাবাত' আদায় করা পরিমাণ মাল না রেখে মারা যায়, তবে তার বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা মহিলা তার স্বামীর আখিরী যিন্দেগীতে তার মালিক হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে মুকাতাব স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে, তবে মালিকানা পরিমাণ মহর তার থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং তিন হায়িয দ্বারা সে ইদ্দত পালন করবে। আর মুকাতাব তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকলে সে মহর পাবে না এবং তার উপর ইদ্দতও ওয়াজিব হবে না। (মুহীত : সারাখসী)

৮. মাসআলা : যে মহিলার শ্রাব হয় সে এর দ্বারাই ইদ্দত পালন করবে। যদি তার হায়িয দশ দিন হয়, তবে গোসল করতে তার যে সময় লাগবে এ সময়টি হায়িযের মধ্যে গণ্য হবে না। আর যদি দশ দিনের কম হায়িয আসে, তবে গোসল করার সময়টিও হায়িযের মধ্যে গণ্য হবে। কাকির মহিলার ক্ষেত্রে উক্ত দুই অবস্থার কোনটিই হায়িযের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং এ অবস্থায় স্বামীর জন্য তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে এবং এই মহিলাও ইদ্দতের শেষ সময়ে অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যে মহিলা হায়িযের মাধ্যমে সেই ইদ্দত পালন করেছে, তার যদি দশ দিন পর্যন্ত হায়িয আসে, তবে হায়িয বন্ধ হওয়ার পর গোসল করতে তার যে পরিমাণ সময় লাগবে এ সময়টি হায়িযের মধ্যে গণ্য হবে না। তৃতীয় হায়িযের রক্ত বন্ধ হতেই রাজ'আত (পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা)-এর হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। স্বামী যদি তাকে তালাক না দিয়ে থাকে, তবে তার সাথে সে এ সময় সহবাস করতে পারবে। আর তালাক দিয়ে থাকলে স্ত্রীও অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। যদি দশ দিনের কম হায়িয আসে, তবে হায়িযের খুন বন্ধ হওয়ার পর মহিলা গোসল না করা কিংবা পূর্ণ এক নামাযের ওয়াজু তার অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর রাজ'আতের অধিকার বাতিল হবে না এবং মহিলার জন্যও অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েয হবে না। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা মুসালিমা হয়। মহিলা যদি কিতাবী হয় তবে খুন বন্ধ হতেই রাজ'আতের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে এবং এ সময় মহিলাও ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। চাই তার হায়িয দশ দিন আসুক বা এর চেয়ে কম আসুক। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)



৯. মাসআলা : গর্ভবতী মহিলার ইদত হল, গর্ভ প্রসবিত হওয়া। অর্থাৎ গর্ভ প্রসবিত হলেই তার ইদতকাল পূর্ণ হয়ে যাবে। (কাফী) চাই সে ইদত ওয়াজিব হওয়ার সময় গর্ভবতী হোক বা ইদত ওয়াজিব হওয়ার পর গর্ভবতী হোক। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) চাই সে মহিলা আযাদ হোক বা দাসী হোক বা মুদাব্বারা হোক বা মুকাতাবা হোক বা উম্মে ওয়ালাদ হোক বা বদলে কিতাবাত আদায়ে সচেষ্ট এমন কোন মুসলিমা হোক বা কিতাবিয়া হোক। (বাদায়ে) আর এই ইদত চাই তালাকের হোক বা ওফাতের হোক বা শিরকজনিত কারণে হোক বা সন্দেহ জনিত সঙ্গমের কারণে হোক। (আন নাহরুল ফায়িক) এমনিভাবে চাই এ গর্ভজাত সন্তানের নসব সাব্যস্ত থাকুক বা না থাকুক। যেমন যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছে, এমন কোন মহিলাকে কেউ বিবাহ করল। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের ইদতের অবস্থায় কারো গর্ভ প্রকাশ পায় তবে এ অবস্থায় ইমাম কারখী (র)-এর মতে, এ মহিলার ইদতের সমাপ্তি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে হবে। বিগত মতে, এ অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দ্বারা ইদত সমাপ্ত হবে না। কেননা গর্ভাশয়ে সৃষ্ট রক্তপিণ্ড স্বামীর মৃত্যু পরকালের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এ কারণে মওতের পরও তার থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে গর্ভ স্বামীর মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয় তা ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে স্ত্রীর ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার কোনই সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে ইমামগণের কোনই দ্বিমত নেই। (ইতাবিয়া)

১০. মাসআলা : গর্ভবতী ইদত পালনকারী মহিলার ইদতের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর একদিন পর বা এর চেয়ে কম সময় পরেও ইদত শেষ হয়ে যেতে পারে। (আল-জাওয়াহিরাতুন নায়ারা) 'আসুল' এত্রে উল্লেখ আছে যে, স্বামী মারা যাওয়ার পর সে খাটিয়ার উপর আছে; এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী গর্ভ হতে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে এতেই ঐ মহিলার ইদত পূর্ণ হয়ে যাবে। এইভাবে ইদত শেষ হওয়ার জন্য শর্ত হল, বাচ্চা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন পরিদৃষ্ট হতে হবে। যদি প্রসবিত সন্তানের গঠন আকৃতি পরিদৃষ্ট না হয়, যেমন একটি রক্তপিণ্ড বা মাংস পিণ্ডের মত হল, তাহলে এর দ্বারা ইদত খতম হবে না। (বাদায়ে) ইদত পালনরত গর্ভবতী মহিলার যদি দু'টি সন্তান এক সাথে ভূমিষ্ট হয়, তবে দ্বিতীয় সন্তানের ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে ইদত শেষ হয়ে যাবে। (মুহীত) সন্তানের শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ বের হয়ে আসার সাথে সাথেই স্বামীর জন্য রাজ'আতের হুক বাতিল হয়ে যাবে। যদি সে তাকে রাজ'ঈ তালাক প্রদান করে থাকে। তবে স্ত্রী এ অবস্থায় অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। এটা احتياط তথা সতর্কতামূলক বিধান। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ইমাম মুহাম্মদ (র) সূত্রে হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ তার গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পর যদি তার সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং তার উভয় পা বের হয়ে আসে অথবা পা ব্যতীত মাথার দিক থেকে অর্ধেক শরীর বেরিয়ে আসে, তবে তার ইদত শেষ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সন্তানের শরীর হল, নিতম্ব হতে কাঁধ পর্যন্ত। (যখীরা)

১১. মাসআলা : আইসা (বার্ষিকের কারণে যার স্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে) মহিলা যদি আযাদ হয়, তবে তার ইদতকাল হবে তিন মাস। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কোন মহিলা যদি 'আইসা' হয় এবং সে মাসের হিসাবে ইদত পালন শুরু করে, এমতাবস্থায় সে যদি খুন দেখতে পায়, তবে ইদত হিসাব যে কয়েক দিন তার অতিক্রান্ত হয়েছে তা বাতিল

হয়ে যাবে এবং হায়িযের মাধ্যমে আবার নতুনভাবে ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ সে যদি তার অভ্যাস অনুযায়ী খুন দেখতে পায়, তবে উপরোক্ত হুকুম তার উপর প্রযোজ্য হবে এবং পুরাতন অভ্যাসে ফিরে যাওয়ার কারণে তার 'ইয়াস'-এর হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। এটিই সহীহ মতামত। (হিদায়া) সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, 'আইসা' হওয়ার পর সে যে খুন দেখেছে তা যদি খালিস হয় তবে এই খুন হায়িযের খুন বলে গণ্য হবে। কাজেই এতে তার 'আইসা' হওয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। তবে এ হুকুম ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আর যদি খুন খালিস না হয়, ধূসর বা সবুজ বর্ণের হয় তবে তা হায়িযের খুন বলে গণ্য হবে না। বরং খুন যেখান থেকে সৃষ্টি হয় সেখানে কোন রোগব্যাধি হয়েছে বলে মনে করা হবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত এবং এর উপরই ফাতওয়া। কোন মহিলা যদি হায়িযের খুন দেখতে না পায় এবং ইয়াসের বয়সে পৌঁছে যায়, তবে তার অতীত ইদত বাতিল না হওয়ার জন্য বিচারক কর্তৃক তার 'আইসা' হওয়ার ঘোষণা দেওয়া, শর্ত কিনা এ বিষয়ে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। উত্তম হল, এটিকে শর্ত হিসাবে গণ্য করা। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১২. মাসআলা : 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' এত্রে উল্লেখ আছে যে, আইসা মহিলা মাসের শেষ করে যদি কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারপর আবার খুন দেখতে পায়, তবে কোন কোন ফকীহ-এর মতে তার বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। বিচারক তার বিবাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কয়সালা দেওয়ার পর সে যদি খুন দেখতে পায় তবে তার বিবাহ ফাসিদ হবে না। বিগততম অভিমত অনুযায়ী তার বিবাহ জায়েয হবে এবং এতে বিচারকের পক্ষ হতে আদেশ জারী করাও শর্ত নয়। তবে পরবর্তী ইদত তার হায়িযের হিসাবে পালন করতে হবে। (খুলাসা) কোন 'আইসা' মহিলা যদি ইদতের কিছু অংশ মাসের হিসাবে পালন করে থাকে, ইতিমধ্যে সে হামেলা গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে গর্ভ প্রসবিত হতেই তার ইদত পূর্ণ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৩. মাসআলা : আযাদ মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদত হবে চার মাস দশ দিন। চাই সে সহবাসকৃত হোক বা না হোক, মুসলিমা হোক বা মুসলিম পুরুষের অধীনে কিতাবিয়া হোক, নাবালিগা হোক বা বালিগা হোক অথবা ঐ আইসা মহিলার স্বামী আযাদ হোক বা ক্রীতদাস হোক অথবা ঐ মুদতের মধ্যে তার হায়িয আসুক বা না আসুক এবং তার গর্ভ নজরে আসুক বা না আসুক সর্বাবস্থায় একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) কেবলমাত্র নিকাহে সহীহ এর ক্ষেত্রেই এই ইদত ওয়াজিব হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে দশ দিনের সাথে দশ রাতও যুক্ত হয়ে যাবে। (মি'রাজুদ দিরায়া) বিবাহিতা স্ত্রী যদি দাসী হয় এবং তার স্বামী মারা যায়, তাহলে তার ইদত হবে দুইমাস পাঁচ দিন। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুদাব্বারা, মুকাতাবা, উম্মে ওয়ালাদ এবং বদলে কিতাবাত আদায়ে চেষ্টারত মহিলার ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। (গয়াতুল বয়ান) স্বামী অনুপস্থিত (সফরের কারণে) মহিলাকে যদি কেউ সংবাদ দেয় যে, তোমার স্বামী মারা গেছে, অপর



দিকে অন্য দুই ব্যক্তি যদি বলে যে, সে জীবিত আছে। এ অবস্থায় ফকীহগণ বলেন, মৃত্যুর সংবাদদাতা ব্যক্তি যদি এ মর্মে সংবাদ দিয়ে থাকে যে, আমি তার মৃত্যু এবং জানাযা নিজ চোখে দেখে এসেছি এবং সে যদি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়, তাহলে মহিলা তার কথার উপর ভরসা করে ইদত পালন করতে পারবে এবং অপর কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পরের দুই সংবাদদাতা ব্যক্তি তারিখ উল্লেখ না করে থাকে। পক্ষান্তরে তারা যদি তারিখ উল্লেখ করে থাকে এবং সেই তারিখ যদি মৃত্যু সংবাদের পরবর্তী তারিখ হয়, তবে এই দুইজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করাই উত্তম। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৪. মাসআলা : শায়খ (র)-কে জিজ্ঞাসা, করা হল, এক মহিলার স্বামী সফরে নিখোঁজ হয়ে গেল। তারপর এক ব্যক্তি এসে তাকে তার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ দিল। এতে সে এবং তার পরিবারের লোকেরা শোক পালন করল। অতঃপর উক্ত মহিলা ইদত পালন করে অন্য স্বামী গ্রহণ করল। এরপর স্বামী তার এই স্ত্রীর সাথে সহবাসও করল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তাকে সংবাদ দিল যে, তোমার স্বামী জীবিত আছে। আমি তাকে অমুক শহরে দেখে এসেছি। এহেন অবস্থায় এই মহিলার দ্বিতীয় বিবাহের কি দশা হবে; তার জন্য এই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করা জায়েয হবে কিনা এবং তারা এখন কি করবে? এসব প্রশ্নের জবাবে শায়খ (র) বললেন, মহিলা যদি প্রথমে সংবাদদাতা ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে থাকে তবে, দ্বিতীয় সংবাদদাতার কথায় বিশ্বাস করা তার জন্য জায়েয হবে না। কাজেই তাদের বিবাহ বাতিল হবে না এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ঘর সংসার করাও তার জন্য জায়েয হবে। (তাতারখানিয়া : আল-বাহরুর বায়িক, নাসাফিয়ার সূত্রে) কারো দুই স্ত্রী ছিল এবং সে তাদের উভয়ের সাথেই সহবাস করেছে। আর তারা ঋতুমতীও বটে। এমতাবস্থায় স্বামী যদি তাদের কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে তালাক দেয় এবং পরে মারা যায়। কিন্তু কাকে নির্দিষ্ট করেছে তা জানা যায় নি, তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর স্বামী মারা যাওয়ার ইদত ওয়াজিব হবে এবং তাদের (প্রত্যেকের) ইদত হবে তিন হায়িয। এমনিভাবে কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় তার দুই স্ত্রীর কোন একজনকে অনির্দিষ্টভাবে তিন-তালাক প্রদান করে, এরপর কোনজনকে সে তালাক দিয়েছে তা বলার আগেই মারা যায়, তাহলে এই অবস্থায়ও তাদের উভয়ের উপর স্বামী মারা যাওয়ার পূর্ণ ইদত ওয়াজিব হবে এবং তা হল তিন হায়িয। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৪. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, আমি যদি আজ এই ঘরে প্রবেশ না করি তবে তোমাকে তিন তালাক। পরে এ দিনটি অতিবাহিত হয়ে গেলে সে মারা গেল। কিন্তু একথা জানা নেই যে, যে এ ঘরে প্রবেশ করেছে না করেনি, তাহলে তার উপর স্বামী মারা যাওয়ার ইদত ওয়াজিব হবে। তার উপর হায়িযের মাধ্যমে ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে না। (মাবসূত) কোন না বালিগ স্বামী যদি তার স্ত্রী রেখে মারা যায়, অতঃপর তার স্ত্রী গর্ভবতী বলে প্রকাশ পায় তবে সে মাসের হিসাবে ইদত পালন করবে। স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে স্বামী যদি মারা যায়, তবে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে গর্ভ

প্রসবিত হওয়ার সাথে সাথে তার ইদত পূর্ণ হয়ে যাবে। (মুহীত : সারাখসী) উপরোক্ত দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। (হিদায়া) স্বামীর মৃত্যুর সময়ই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান ছিল, তা এভাবে অবগত হওয়া যায় যে, নাবালিগ স্বামী যে দিন মারা গিয়েছে, সেদিন থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হলে মনে করতে হবে, স্বামীর মারা যাওয়ার আগেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান এসেছিল। আর যদি স্বামী মারা যাওয়ার ছয় মাস বা তাতোধিক সময় পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে মনে করতে হবে যে, এ সন্তান গর্ভে এসেছে স্বামীর মারা যাওয়ার পর। (আল-জামি'উস সাগীর)

১৬. মাসআলা : যদি খাসী (অণুকোষ কর্তিত) ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে রেখে মারা যায় এবং তখন সে গর্ভবতী হয় কিংবা স্বামী মারা যাওয়ার পর তার গর্ভ সঞ্চারিত হয়, তাহলে এই মহিলার ইদত পূর্ণ হবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দ্বারা। আর জননেদ্রীয় কর্তিত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে রেখে মারা যায় এবং তখন সে গর্ভবতী হয় অথবা স্বামী মারা যাওয়ার পর তার গর্ভ সঞ্চারিত হয়, তবে এক রিওয়ায়েত অনুসারে তার হুকুম সহবাসে সক্ষম যুবকের মত হবে। অর্থাৎ এই ব্যক্তির থেকে তার সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে এবং সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ইদত সমাপ্ত হবে। আর অপর রিওয়ায়েত অনুসারে তার হুকুম নাবালিগের হুকুমের অনুরূপ হবে। (আল জাওহারা তুন নায়্যারা) কোন পাগল ব্যক্তি যদি স্ত্রী রেখে মারা যায় তবে ইদত এবং সন্তানের ক্ষেত্রে তার হুকুম সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ হবে। (আল-বাহরুর বায়িক)

১৭. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মারা যায় এবং তালাক রাজঈ হয়, তবে তালাকের ইদত ওফাতের ইদতে পরিণত হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখন সে আর তালাকের ইদত পালন না করে ওফাতের ইদত পালন করবে। চাই ঐ ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় তালাক প্রদান করুক বা রুগ্ন অবস্থায় তালাক প্রদান করুক। মরে যাওয়া স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক বা তিন তালাক প্রদান করে থাকে এবং স্ত্রী যদি তার স্বামীর নিকট হতে মীরাসপ্রাপ্ত হয়, যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় তালাক প্রদান করেছিল, তাহলে তার পূর্ব ইদত পরিবর্তন হবে না। আর স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট হতে মীরাসের হকদার হয় যেমন-স্বামী তার স্ত্রীকে রুগ্ন অবস্থায় তালাক দিয়েছিল, অতঃপর তার ইদত সমাপ্তির পূর্বেই স্বামী মারা গেল, তাহলে স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে মীরাসপ্রাপ্ত হবে এবং চার মাস দশ দিনের দ্বারা এমনিভাবে ইদত পালন করবে যাতে তিন হায়িযের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে। সুতরাং যদি চার মাস দশ দিনের মধ্যে তিন হায়িয না আসে তবে পরে তা পূর্ণ করা হবে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। (বাদায়ে)

১৮. মাসআলা : যদি কোন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ব্যক্তিকে এই অবস্থায় হত্যা করা হয় এবং তার স্ত্রী তার ওয়ারিস হয় তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার ইদত **أبعد الاجلين** হবে। অর্থাৎ কুফর জনিত কারণে বিবাহ ভঙ্গের ইদত এবং ওফাতের ইদত এতদুভয় ইদতের মধ্যে যেটির মুদত দীর্ঘ হবে উক্ত মহিলা সেটিরই অনুসরণ করে ইদত পালন করবে। যদি উম্মে ওয়ালাদের মুনীব তাকে রেখে



মারা যায় অথবা তাকে আযাদ করে দেয়, তবে তার ইদত হবে তিন হায়িয। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি উম্মে ওয়ালাদ ইদত রত না হয় এবং কোন স্বামীর অধীনে না থাকে। এ অবস্থায় উম্মে ওয়ালাদ খোরপোষ পাবে না। আর যদি তার হায়িয না আসে তবে তার ইদত হবে তিন মাস। কেউ যদি এমন দাসীকে রেখে মারা যায় যার সাথে সে সঙ্গম করত কিংবা এমন মুদাক্কারাকে ছেড়ে মারা যায় যার সাথে সে সহবাস করত অথবা এমন কোন দাসী বা মুদাক্কারাকে ছেড়ে মারা যায় যাকে সে আযাদ করেছে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) কেউ যদি স্বীয় উম্মে ওয়ালাদকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে এমন অবস্থায় নিজে মারা যায় যে, সে ঐ স্বামীর বিবাহে আছে বা ঐ স্বামীর ইদতে আছে, তাহলে মুনীবের মৃত্যুর কারণে তার উপর কোন ইদত ওয়াজিব হবে না। বস্তুত মুনীব তাকে আযাদ করার পর স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে আযাদ মহিলাদের অনুরূপ ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার পর মুনীব যদি তাকে আযাদ করে, তবে দেখতে হবে যে, স্বামী তাকে কোন ধরণের তালাক প্রদান করেছে। যদি রাজস্ তালাক প্রদান করে থাকে, তাহলে তার ইদত পরিবর্তিত হয়ে আযাদ মহিলার অনুরূপ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বায়িন তালাক দিয়ে থাকে, তবে তার ইদত পরিবর্তিত হবে না। উম্মে ওয়ালাদের ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি মুনীব মারা যায়, তবে মুনীবের মাওতের কারণে তার উপর পুনরায় ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে এবং তা তিন হায়িয হবে। যদি উম্মে ওয়ালাদের মুনীব ও স্বামী উভয় মারা যায় এবং একথা জানা থাকে যে, প্রথমে তার স্বামী মারা গিয়েছে, তারপর মারা গিয়েছে তার মুনীব। আর এও জানা থাকে যে, তাদের উভয়ের মারা যাওয়ার মধ্যে দুইমাস পাঁচ দিনের অধিক ব্যবধান রয়েছে, তাহলে দাসীর স্বামী মারা গেলে তার যে ইদত হয়, উম্মে ওয়ালাদের অনুরূপ ইদত হবে। অর্থাৎ সে দুই মাস পাঁচ দিন ইদত পালন করবে। আর যদি মুনীর মারা যায়, তবে সে তিন হায়িয পরিমাণ সময় ইদত পালন করবে। যদি উভয়ের মারা যাওয়ার মধ্যে দুই মাস পাঁচ দিনের কম ব্যবধান হয়, তবে এ অবস্থায়ও তার ইদত হবে দুই মাস পাঁচ দিন। তার পর মুনীবের মারা যাওয়ার কারণে কোন ইদত অপরিহার্য হবে না। (বাদায়ে)

১৯. মাসআলা : যদি উম্মে ওয়ালাদের স্বামী এবং মুনীব উভয়ে মারা যায় এবং তাদের মধ্যে প্রথমে কে মৃত্যুবরণ করেছে তা জানা না থাকে এবং তাদের দুইজনের মারা যাওয়ার মাঝে যদি দুইমাস পাঁচ দিনের কম ব্যবধান হয়, তবে শেষের ব্যক্তির মৃত্যুর পর হতে চার মাস দশ দিন ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। এটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে হায়িযের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। আর যদি জানা যায় যে, তাদের উভয়ের মারা যাওয়ার মধ্যে দুই মাস পাঁচ দিন বা ততোধিক দিন হয়, তাহলে তার ইদত হবে চার মাস দশ দিন এবং এর মধ্যে তিন হায়িযও পূর্ণ করা হবে। আর যদি তাদের উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে কতদিনের ব্যবধান ছিল তা জানা না থাকে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে হায়িযের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে

এতে তিন হায়িযের ইদতও পূর্ণ করতে হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে রাজস্ তালাক দেয়, তবে এই অবস্থাতেও উপরেও বর্ণিত বিধান সমূহ প্রযোজ্য হবে এবং স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে কোন মীরাস পাবে না। (মাবসূত)

২০. মাসআলা : 'আদাবুল কামী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এখনো হায়িয জারী হয়নি এমন নাবালিগা স্ত্রীর সাথে তার স্বামী যদি সহবাস করে থাকে সে যদি এমন বয়সী হয় যে বয়সী বালিকাদের সাথে সচারচর সহবাস করা যায়, তবে তালাকের পর তার ইদত হবে তিন মাস। শায়খ আবু আলী নাসাফী (র) বলেন, এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে 'মুরাহাকা' তথা বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে না পৌঁছে থাকে, পক্ষান্তরে সে যদি বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছে তবে আবুল ফযল (র)-এর মতে, তার ইদত মাসের হিসাব অনুসারে সম্পন্ন হবে না। বরং উক্ত সহবাসে তার গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছে কিনা তা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তার বিষয়টি মুলতবী থাকবে। (তামারতানী) কোন নাবালিগাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দিল, তারপর একদিন কম তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অতঃপর তার হায়িয আসল। তাহলে তিন হায়িয না যাওয়া পর্যন্ত তার ইদত পূর্ণ হবে না। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাজস্ তালাক দেওয়ার পর সে একদিন কম তিন হায়িয ইদত পালন করল। অতঃপর তার স্বামী মারা গেল, তবে তার উপর চারমাস দশ দিনের ইদত পুনরায় ওয়াজিব হবে। (গায়াতুল বয়ান)

২১. মাসআলা : কোন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা হায়িয দ্বারা ইদত পালন করতে আরম্ভ করল। তারপর এক হায়িয বা দুই হায়িয এসে তার হায়িয বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে 'আইসা' হওয়া পর্যন্ত সে ইদত হতে মুক্ত হতে পারবে না। তারপর সে যখন 'আইসা' হয়ে যাবে, তখন পুনরায় প্রথম হতে মাসের হিসাব অনুসারে (তিন মাস দ্বারা) ইদত পালন করবে। (ফাতওয়ায়ে কামীখান) বিবাহিতা দাসীকে তার স্বামী যদি রাজস্ তালাক প্রদান করে তারপর তার ইদতের অবস্থায় মুনীব তাকে আযাদ করে দেয়, তাহলে আযাদীর সময় হতেই তার ইদত পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তা আযাদ মহিলাদের ইদতের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ সে যদি ঋতুমতী মহিলা হয়, তবে তার ইদত হবে তিন হায়িয। আর যদি সে ঋতুমতী না হয় তবে তার ইদত হবে তিন মাস। বস্তুতঃ স্বামী যদি তাকে বায়িন তালাক প্রদান করে বা তিন তালাক প্রদান করে অথবা স্ত্রীকে রেখে মারা যায় অতঃপর ইদতের অবস্থায় তাকে আযাদ করা হয় তাহলে তার ইদত পরিবর্তিত হয়ে আযাদ স্ত্রীর ইদতের অনুরূপ হবে না। কাজেই তার উপর ওয়াজিব হবে দুই হায়িয অথবা দেড় মাস অথবা দুই মাস, পাঁচ দিনের দ্বারা নিজের অবস্থা অনুসারে ইদত পালন করা। (গায়াতুল বয়ান) কোন নাবালিগ দাসীকে যদি সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়, তবে তার ইদত দেড় মাস হবে। যদি ইদত শেষ হওয়ার নিকটে পৌঁছে তার হায়িয এসে যায়, তবে তার ইদত পরিবর্তিত হয়ে তা হায়িযের ইদতে পরিণত হয়ে যাবে। অতএব সে দুই হায়িয দ্বারা ইদত পালন করবে। তারপর হায়িযের ইদত ঘনিরে আসলে যদি তাকে আযাদ করে দেওয়া হয়, তবে তার ইদত তিন হায়িয হয়ে যাবে। অতঃপর এই ইদত ঘনিরে আসবার পর যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে তার ইদত হবে চার মাস দশ দিন। (ইতাবিয়া)



২২. মাসআলা : তালাকের ক্ষেত্রে ইদত শুরু হবে তালাকের পর হতে। আর ওফাতের ইদত শুরু হবে ওফাতের পর হতে। ইদত তালাকের না ওফাতের একথা যদি কোন মহিলার জানা না থাকে, এমনকি ইদতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলেও তার ইদত পূর্ণ হয়ে যাবে। (হিদায়া) স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে যদি কোন মহিলা সন্ধিহান হয় তবে এ বিষয়ে যখন তার ইয়াকীন হাসিল হবে তখন হতে তার ইদত শুরু হবে। (ইতাবিয়া) নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ইদত শুরু হবে বিবাহ বিচ্ছেদের পর হতে অথবা সঙ্গমকারী ব্যক্তির সঙ্গম বর্জন করার ব্যাপারে সংকল্প করার পর হতে। (হিদায়া) স্বামী যদি এ মর্মে স্বাকারোক্তি প্রদান করে যে, সে অমুক তবে স্বীকারোক্তির পর হতে তার ইদত শুরু হবে। চাই স্ত্রী তার স্বামীর কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক অথবা বলুক যে, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। স্ত্রীর শেষোক্ত কথার দ্বারা তার স্বামীর বক্তব্যকে সত্যায়ন করা হয় না। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। 'আল-কিতাব' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) একথা উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রী যদি স্বামীর কথা বিশ্বাস করে নেয়, তবে ইদত তালাকের পর হতে শুরু হবে। কিন্তু পরবর্তীকালের ফকীহগণ বলেন, স্বীকারোক্তির পর হতে ইদত ওয়াজিব হবে। এমনকি এই ইদতের সময়ে স্বামী তার স্ত্রীর বোনকে এবং তাকে ছাড়া আরো চারজন মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয হবে না। যেহেতু উক্ত পুরুষ ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের বিষয়টি গোপন করেছে, এ কারণে তাকে শায়েস্তা করার নিমিত্তে এই কঠোর বিধান দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় স্ত্রী-খোরপোষ এবং বাসস্থান কিছুই পাবে না। তবে স্বামী যদি এ অবস্থায় সহবাস করে, তাহলে তার উপর আবার পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। যেহেতু সে তালাকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে এবং স্ত্রীও তার কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে। (গয়াতুল বয়ান : ইয়াতীমা ও আল-ফাতাওয়াস সুগ্রার সূত্রে)

২৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করার পর সে যদি তার সাথেই থাকে, তবে দেখতে হবে, স্বামী তালাকের বিষয়টি স্বীকার করে কিনা? যদি তালাকের বিষয়ে স্বামী স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তবে তার ইদত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তালাকের বিষয়টিকে অস্বীকার করে, তবে উভয়ের প্রতি শাস্তি হিসাবে স্বীকারোক্তির সময় হতে তার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। (ইতাবিয়া) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তালাকের বিষয়টি মানুষের থেকে গোপন করে রাখল। তারপর যখন তার দু'টি হায়িয অতিক্রান্ত হল, তখন সে তার সাথে সহবাস করল এবং এতে ঐ মহিলা গর্ভবতী হয়ে গেল। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীর তালাকের কথা স্বীকার করল, তাহলে এই মহিলা তার সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত খোরপোষ পাবে। কেননা সন্তান প্রসবের দ্বারাই তার ইদত পূর্ণ হবে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) এক ব্যক্তি তার মাদখুলা (সহবাসকৃত) স্ত্রীকে বলল, যখনই তোমার হায়িয আসবে এবং তুমি এর থেকে পবিত্র হবে তখনই তোমাকে তালাক। অতঃপর তাঁর তিনবার হায়িয আসল, তাহলে তার ইদত প্রথম তালাক পতিত হওয়ার পর হতে শুরু হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

কোন ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তা অস্বীকার করে, অতঃপর তার বিপক্ষে সাক্ষী প্রমাণ দাঁড় করানো হয় এবং এর প্রেক্ষিতে বিচারক বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা প্রদান করে, তাহলে তাঁর ইদত তালাকের পর হতে শুরু হবে। ফয়সালা পর হতে শুরু হবে না। (খুলাসা)

২৪. মাসআলা : আমাদের মাযহাব অনুসারে দুই ইদত একই-মুদতের মধ্যে খতম হতে পারে। চাই দুই ইদত এক জাতীয় বিষয়ের কারণে ওয়াজিব হোক বা দুই ধরনের বিষয়ের কারণে ওয়াজিব হোক। একই জাতীয় বিষয়ের কারণে দুই ইদত ওয়াজিব হওয়ার অবস্থা হল : যেমন কোন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার একবার হায়িয আসলে পর সে দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হল এবং এই স্বামী তার সাথে সহবাসও করল। তারপর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। অতঃপর তার আরো দুইবার হায়িয আসল। এ অবস্থায় প্রথম স্বামীর ইদত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে দ্বিতীয় স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। তবে দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ এখনো বহাল থাকার কারণে বিচ্ছেদের পর হতে তিন হায়িয অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ তাকে বিবাহ করতে পারবে না। যদি প্রথম স্বামী তাকে রাজস্ব তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ বিচ্ছেদের পর দুই হায়িয অতিবাহিত হওয়ার আগে প্রথম স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে রজু করে নিতে পারবে। আর যদি দ্বিতীয় বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিন-হায়িয অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে দুই ইদতই তার শেষ হয়ে যাবে। দুই জাতীয় বিষয়ের কারণে দুই ইদত ওয়াজিব হওয়ার অবস্থা হল : যেমন—স্বামী স্ত্রী রেখে মারা গেল। তারপর সন্দেহ জনিতভাবে তার সাথে সঙ্গম করা হল, তাহলে তার স্বামী মারা যাওয়ার ইদত চারমাস দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর শেষ হবে এবং সন্দেহজনিত সঙ্গমের ইদত তিন হায়িয অতিবাহিত হলে শেষ হবে। তবে হায়িযের ইদতের বিষয়টি মাসের ইদতের মধ্যেই পরগণিত হয়ে যাবে। ভিন্নভাবে তা ধর্তব্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৫. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাকে বায়িন প্রদান করে, তারপর ইদতের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করা হারাম, এ কথার প্রতি স্বীকারোক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও ইদতের অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে মহিলার উপর ওয়াজিব হবে প্রত্যেক সহবাসের পরিবর্তে নূতন করে ইদত পালন করা। আর এই ইদত প্রথম ইদতের সাথে তাদাখুল (অন্তর্ভুক্ত) হয়ে যাবে এবং প্রথম ইদত শেষ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইদত বাকী রয়ে যাবে, তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইদত সহবাসের কারণে হবে। সুতরাং কেউ যদি এ অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে তার উপর ভিন্ন আরেক তালাক পতিত হবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল এই যে, তালাকের কারণে ইদত পালনকারী মহিলার সাথে তালাক 'লাহিক' (সংযুক্ত) হতে পারে। কিন্তু সহবাসের কারণে ইদতপালনকারী মহিলার সাথে তালাক লাহিক হতে পারবে না। ইদতের মধ্যে সহবাস করা হারাম, একথা জানা সত্ত্বেও কেউ যদি তার তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তার ইদতের অবস্থায় সহবাস করে তবে পুনরায় নূতনভাবে ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে রজম করা হবে। এমনভাবে স্ত্রী যদি বলে, আমি হরমতের



কথা জানতাম এবং আমার মধ্যে 'ইহসান' (احسان) এর যাবতীয় শর্ত আছে, তাহলেও উক্ত হুকুম (রজম) প্রযোজ্য হবে। স্বামী যদি সন্দেহের কথা প্রকাশ করে, যেমন সে বলল; আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে আমার জন্য হালাল, তাহলে প্রত্যেকবার সহবাসের পরিবর্তে নূতনভাবে এক এক ইদত ওয়াজিব হবে এবং পরের ইদতগুলো প্রথমটির মধ্যে মুতাদাখিল (متداخل) অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম ইদতটি অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পরেরগুলো এটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি প্রথমটি শেষ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি বাকী থাকে, তবে এই দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ইদতটি সহবাসের ইদত বলে গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় স্ত্রী খোরপোষ পাবে না। এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান সত্ত্বেও স্বামী তার সাথে সহবাস করে। আর যদি স্ত্রীর তালাকের বিষয়টি অস্বীকার করা অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে স্ত্রীকে আবার নূতনভাবে ইদত পালন করতে হবে। (যখীরা)

২৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করার পর তৎক্ষণাৎ অপর কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল এবং এই দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসও করল। তারপর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হল, তবে ঐ দুই স্বামীর কারণে এই মহিলার উপর তিন হায়িযের মাধ্যমে ইদত পালন করা ওয়াজিব হবে। আর মহিলার খোরপোষ ও বাসস্থানের বিষয়টি প্রথম স্বামীর উপর বর্তাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী মারা যাওয়ার পর ইদত পালনরত অবস্থায় যদি কোন মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং এই দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসও করে, অতঃপর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তাহলে মহিলার উপর ওয়াজিব হবে প্রথম স্বামীর অবশিষ্ট ইদত পালন করে চারমাস দশ দিন পূর্ণ করা এবং তার উপর আরো ওয়াজিব হবে দ্বিতীয় স্বামীর ইদত হিসাবে তিন হায়িয ইদত পালন করা। অবশ্য ইদতে ওফাত পালন করার সময়ে যে হায়িয আসবে তাও হায়িযের ইদতের মধ্যে গণ্য হবে। (মি'রাজুদ দিরায়া) এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে মালের বিনিময়ে অথবা বিনিময় ছাড়াই খুলা করল। তারপর সে ইদতের অবস্থায় সহবাস করা হারাম একথা জানা সত্ত্বেও তার সাথে সহবাস করল। তাহলে প্রত্যেক সহবাসের পরিবর্তে একটি করে ইদত পালন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর প্রথম ইদতটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তীগুলো প্রথমটি মধ্যে মুতাদাখিল হবে। প্রথমটি শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ইদতটি সহবাসের ইদত বলে গণ্য হবে। এগুলো তালাকের ইদত হিসাবে পরিগণিত হবে না এবং মহিলার উপর তালাকও পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় স্ত্রী কোন খোরপোষ পাবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদূরী) যদি কোন কিতাবী মহিলা কোন মুসলমানের অধীনে থাকে তবে তার উপর ঐ বিধি-বিধানই বর্তাবে যা মুসলমান মহিলার উপর বর্তায়। অর্থাৎ কিতাবী মহিলা যদি আযাদ হয়, তবে মুসলমান দাসীর অনুরূপ হুকুম তার উপর বর্তাবে। যদি কিতাবী মহিলা কোন খিস্মীর অধীনে থাকে, তবে মৃত্যু বা বিচ্ছেদ কোন অবস্থাতেই তার উপর ইদত ওয়াজিব হবে না। তবে শর্ত হল, যদি সে তার ধর্মাদর্শের উপর থাকে। এটা ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহিবাইনের মতে, তার উপর ইদত ওয়াজিব হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

## তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামীহারা মহিলার শোক পালনের বিবরণ

১. মাসআলা : যে স্ত্রীকে তিন তালাকে বায়িন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে অথবা যার স্বামী মারা গিয়েছে, সে যদি বালিগা ও মুসলমান হয়, তবে ইদতের দিনগুলোতে শোক পালন করা তার উপর ওয়াজিব। (কাফী) শোক পালন করার অর্থ হল, সুগন্ধি, তেল, সুরমা, মেহদী, খিযাব ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকা। এমনভাবে সুগন্ধি যুক্ত কাপড়, কুসম বর্ণের কাপড়, লাল কাপড় এবং যাকরানী রংগের কাপড় ব্যবহার না করা। অবশ্য যাকরান লাগানো কাপড় যদি ধৌত করার পরও এর ঘ্রাণ থেকে যায় না, তবে তা পরিধান করাতে কোন দোষ নেই। শোক পালনের অবস্থায় মহিলা রেশমের কাপড় এবং অলংকারাধি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে সাজসজ্জা করা এবং চুল আঁচড়ানো থেকেও বিরত থাকবে। (তাতারখানিয়া) শামসুল আইম্মা (র) বলেন, উপরোল্লিখিত কাপড় সমূহের থেকে সেগুলোই নিষিদ্ধ হবে যা নতুন এবং যা দ্বারা সজ্জিত হওয়া উদ্দেশ্য থাকে। আর উক্ত কাপড় যদি পুরাতন হয় যে, এর দ্বারা সাজসজ্জা করা যায় না, তাহলে এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। (মুহীত) চিরুণীর যে অংশের দাঁতগুলো পাতলা সে অংশ দিয়ে মাথা আঁচড়ালে তাতে কোন দোষ নেই। আর যে অংশের দাঁতগুলো ঘন সে অংশ দ্বারা মাথা আঁচড়ালে মাকরুহ হবে। কেননা এ অংশের দ্বারা সাজের উদ্দেশ্যেই চিরুণী ব্যবহার করা হয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ইখতিয়ারী তথা স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলো বেঁচে থাকা মহিলার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে এগুলো ব্যবহার করলে কোন ক্ষতি নেই। যেমন কেউ মাথা ব্যথার কারণে মাথায় তেল ব্যবহার করল কিংবা চোখে কোন অসুখ থাকতে চিকিৎসার জন্য তাতে সুরমা ব্যবহার করল, তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে এসব করবে না। (মুহীত) কোন মহিলা যদি তেল ব্যবহারে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তেল ব্যবহার না করলে তার মাথা ব্যথা স্থায়ী হয়ে যাবে বলে আশংকা হয়, তাহলে তার জন্য ইদতের অবস্থায়ও তেল ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে এই আশংকাটি প্রবল হতে হবে। (কাফী)

১. শোক পালনের অর্থ স্বামী মারা যাবার কারণে অথবা স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হলে নির্ধারিত ইদতকালীন স্ত্রীর কী করণীয় তার বর্ণনা। (সম্পাদক)



২. মাসআলা : ইদত পালনকারী মহিলা ইদতের অবস্থায় রেশমের কাপড় ব্যবহার করবে না। কেননা এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার করাতে সাজসজ্জা উদ্দেশ্য থাকে। অবশ্য প্রয়োজন হলে, রেশমের কাপড় ও ব্যবহার করা জায়েয হবে। যেমন কোন মহিলার শরীরে খুজলি পাঁচড়া বা উকুন হয়েছে, তাহলে সে রেশমের কাপড় পরিধান করতে পারবে। গেরুয়া রঙ্গে রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা ইদত পালনকারী মহিলার জন্য জায়েয নেই। অবশ্য কালো রঙ্গে ছাপানো কাপড় পরিধান করাতে কোন দোষ নেই। (তাবয়ীন) ইদত পালনকারী মহিলা যদি এমন গরীব হয় যে, তার নিকট একটি রঙ্গীন কাপড় ব্যতীত আর কিছুই নেই, তাহলে সাজের উদ্দেশ্যে না করে ঐ কাপড় পরিধান করাতে কোন দোষ নেই। (শারহুত তাহাভী) না-বালিগা, বালিগা পাগলিনী, বা কিতাবিয়া মহিলার উপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। এমনিভাবে যে মহিলা নিকাহে ফাসিদের ইদতের মধ্যে আছে কিংবা রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার উপরও শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। এটাই আমাদের মায়হাব। (বাদায়ে) যদি কোন কাফির মহিলা ইদতের অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে ইদতের বাকী দিনগুলোতে শোক পালন করা তার উপর অপরিহার্য হবে। (আল-জাওয়াহারুতন নায্যারা) বিবাহিতা দাসীর স্বামী মারা গেলে কিংবা তাকে বায়িন তালাক প্রদান করা হলে, এ অবস্থায় তার উপর শোক পালন করা ওয়াজিব হবে। মুদাক্বারা, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাবা এবং বদলে কিতাবাত আদায়ে প্রচেষ্টারত মুকাতাবা দাসীর উপরও শোক পালন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি উম্মে ওয়ালাদ দাসীকে তার মুনীব আযাদ করে দেয় বা তাকে রেখে মারা যায়, তবে তার উপর শোক পালন করা ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে সন্দেহজনিতভাবে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে, তার উপরও শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। (ফাতহুল কাদীর)

৩. মাসআলা : যে মহিলা তালাকের কারণে কিংবা স্বামী মারা যাওয়ার কারণে ইদত পালনরত অবস্থায় আছে, তাকে সরাসরিভাবে বিবাহের পয়গাম দেওয়া কোন বেগানা পুরুষের জন্যই জায়েয নেই। (বাদায়ে) রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ইশারা-ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করাও কোন ইমামের মতে জায়েয নেই এবং এ ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে। আমাদের মায়হাবে বায়িন তালাকের ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অবশ্য স্বামী মারা যাওয়ার পর যে মহিলা ইদত পালনরত অবস্থায় থাকে তাকেই কেবলমাত্র ইশারা ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করা জায়েয আছে। (গায়াতুস সুফজী) ইশারা ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব এইভাবে করা হবে যে, পুরুষ ঐ মহিলাকে বলবে, আমি বিবাহ করতে চাই অথবা বলবে, আমি এরূপ গুণের মহিলাকে বিবাহ করতে চাই, এই বলে সে এমন গুণের কথা উল্লেখ করবে যা ঐ মহিলার মধ্যে আছে অথবা বলবে, তুমি খুব সুন্দরী অথবা বলবে, তোমাকে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে অথবা বলবে, তোমার মত আর কাউকে দেখেছি মনে হয় না অথবা বলবে; আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে একত্রিত করে দিবেন অথবা বলবে, যদি আল্লাহ আমার ভাগ্যে তা নির্ধারণ করে থাকেন তবে হয়েই যাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

৪. মাসআলা : সহীহ বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কোন মহিলা তালাক বা মৃত্যুর ইদত পালনরত থাকে এবং সে আযাদ, তালাকপ্রাপ্তা, বালিগা ও জ্ঞানবতী হয় আর তার হালাত হালাতে ইখতিয়ারী হয় (অপারগ অবস্থা না হয়) তাহলে এই মহিলা রাত্রে বা দিনে কোন সময়ই বাড়ী থেকে বের হবে না। চাই তাকে তিন তালাক, বায়িন তালাক কিংবা রাজঈ তালাক প্রদান করা হোক। (বাদায়ে) যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে দিনে বের হতে পারবে এবং রাতেরও কিছু অংশে পারবে, তবে এই ধরনের মহিলা নিজ গৃহ ছাড়া অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করতে পারবে না। (হিদায়া) ফাসিদ বিবাহের ইদতের মধ্যে যে মহিলা আছে সে ঘর হতে বের হতে পারবে। তবে স্বামী নিষেধ করলে পারবে না। (বাদায়ে)

৫. মাসআলা : দাসী যদি ইদতের মধ্যে থাকে, তবে সে মুনীবের খিদমতের জন্য বাইরে যেতে পারবে। চাই সে মৃত্যুর ইদতে হোক বা খুলার ইদতে হোক অথবা তালাকের ইদতে হোক। এমনিভাবে চাই উক্ত তালাক রাজঈ হোক বা বায়িন হোক। আর যদি ইদতের মধ্যে আযাদ করে দেওয়া হয়, তাহলে ইদতের অবশিষ্ট দিনগুলোতে বায়িন তালাকপ্রাপ্তা আযাদ মহিলার যা যা করণীয় তার তাই করণীয় বলে গণ্য হবে। 'কুদুরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মুনীব যদি তার দাসীকে তার স্বামীর সাথে বসবাস করার জন্য জায়গা ঠিক করে দেয়, তবে যতদিন পর্যন্ত সে ঐ অবস্থায় থাকবে বাড়ী থেকে বের হবে না। অবশ্য মুনীব যদি তাকে বের করে অন্যত্র নিয়ে যায়, তবে সেটি হবে স্বতন্ত্র কথা। বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে মুদাক্বারা, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুকাতাবা এর হুকুম সাধারণ দাসীর হুকুমের অনুরূপই। (মুহীত) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে 'মুসতা'আত' (বদলে কিতাবাত আদায়ে সচেষ্ট) মহিলার হুকুম মুকাতাবা মহিলার হুকুমের মতই। কিতাবী মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে বাইরে যাওয়া জায়েয। কিন্তু স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া জায়েয নেই। চাই তালাক রাজঈ হোক বা বায়িন হোক বা তিন তালাক হোক। এমনিভাবে স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদতের ক্ষেত্রেও মহিলা নিজ ঘর ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করতে পারবে। (মাবসূত) যদি কিতাবী (আইলে কিতাব) মহিলা ইদতের অবস্থায় মুসলমান হয়, তবে অবশিষ্ট ইদতের ক্ষেত্রে আযাদ মুসলিম মহিলার যা করণীয় তার করণীয়ও তাই।

৬. মাসআলা : আযাদ মুসলিম মহিলা কোন অবস্থাতেই বাড়ী থেকে বের হতে পারবে না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তো পারবেই না; স্বামীর অনুমতিতেও পারবে না। যদি কোন নাবালিগ কন্যাকে রাজঈ তালাক প্রদান করা হয়, তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার আগে যেমন স্বামীর অনুমতিতে বের হতে পারত এখনো বের হতে পারবে না। আর তখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া যেমন বের হতে পারত না, এখনো পারবে না। যদি না-বালিগ কন্যাকে বায়িন তালাক প্রদান করা হয়, তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে এবং অনুমতি ছাড়া উভয় অবস্থাতেই সে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু সে যদি বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া বের হতে পারবে না। মাশাইখে কিরামও এই মতটি পসন্দ করেছেন। (মুহীত) মুনীব যদি তার



উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করে দেয়, তাহলে সেও ইদ্দতের অবস্থায় বের হতে পারবে। (যহীরিয়া) পাগল ও মতিভ্রম মহিলাও কিতাবী মহিলার ন্যায় ইদ্দতের অবস্থায় বের হতে পারবে। (গায়াতুস সুরুজী) যদি কোন অগ্নিপূজক মহিলার স্বামী মুসলমান হওয়ার পরে মহিলা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকলে তার উপর ইদ্দত পালন করাও ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় সে ঘর থেকে বের হতে পারবে। কিন্তু স্বামী তার বীর্যকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে যদি তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বের হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার ইচ্ছা করে তাহলে মহিলা আর বাইরে যেতে পারবে না। যদি কোন মুসলিম মহিলা স্বামীর সাথে সহবাসের পর তার স্বামীর পুত্রকে চুষন করে, ফলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং স্ত্রীর উপর ইদ্দতও ওয়াজিব হয়, তাহলে ইদ্দতকালে মহিলা তার নিজ ঘর হতে বের হতে পারবে না। (বাদায়ে)

৭. মাসআলা : কোন মহিলা ইদ্দতকালীন খোরপোষ প্রদানের উপর স্বীয় স্বামীর সাথে খুলা করল। পরে যে কোন কারণে আরো খোরপোষ হাসিলের লক্ষ্যে তার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। এ অবস্থায় সে বাইরে বের হতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, স্বামী মারা যাওয়া ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ন্যায় সেও বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে। কেউ কেউ বলেন, না, এরূপ করার অধিকার তার নেই। এটিই পসন্দীয় অভিমত। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) এটিই বিগততম মতামত। (মুহীত : সারাখসী)।

৮. মাসআলা : স্বামীর মারা যাওয়ার সময় বা তালাক পতিত হওয়ার সময়ে যে ঘর বা কামরটি মহিলার বলে কথিত ছিল, ঐ ঘর বা কামরাতেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতপালন করা ওয়াজিব। (কাফী) মহিলা নিজ পিতা-মাতাকে দেখার জন্য গিয়েছিল অথবা অন্য কারো বাড়ীতে ছিল, এমতাবস্থায় তার স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে সে কাল বিলম্ব না করে নিজ গৃহে চলে যাবে এবং সেখানে ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদ্দতের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (গায়াতুল বয়ান) ইদ্দত পালনকারী মহিলা যদি নিজ বাসস্থান থেকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে পড়ে, যেমন—সে ঘরটি ভেঙ্গে পড়ার আশংকা করছে অথবা তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে আশংকা করছে অথবা এটি ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল এবং মহিলা তার মারা যাওয়া স্বামীর নিকট থেকে এমন কিছু পায়নি, যার দ্বারা সে তার ইদ্দতকালীন সময়ের ভাড়া পরিশোধ করতে পারে, এহেন অবস্থায় স্থান পরিবর্তন করাতে মহিলার কোন অসুবিধা নেই। আর যদি সে ভাড়া পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, তবে সে এ স্থান পরিবর্তন করবে না। স্বামী মারা যাওয়ার সময় মহিলা যে বাড়ীতে অবস্থান করছিল, তা যদি তার স্বামীর মালিকানাধীন বাড়ী হয়ে থাকে, তাহলে সে তার প্রাপ্য অংশে অবস্থান করবে, যদি তাতে অবস্থান করা যায়। আর এ অবস্থায় সে ঐ সমস্ত ওয়ারিসদের থেকে পর্দা করে চলবে যারা তার মাহররাম নয়। (বাদায়ে) মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সে যে অংশ পেয়েছে তা যদি তার থাকার জন্য যথেষ্ট হয় বটে কিন্তু স্বামীর ওয়ারিসগণ তাকে বাড়ী

থেকে বের করে দেয়, তাহলে সে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যেতে পারবে। (হিদায়া) আর যদি ওয়ারিসগণ তাকে ভাড়ার উপর থাকতে দেয় এবং মহিলাও মাসিক ভাড়া পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, তবে সে উক্ত স্থান ত্যাগ করবে না। (শারহ মাজমাইল বাহরাইন : ইবনুল মালিক)

৯. মাসআলা : যদি ওয়ারের কারণে মহিলা নিজ গৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় তবে যেখানে সে প্রস্থান করেছে সেখানেও তাকে ঐভাবেই ইদ্দত পালন করতে হবে, যেভাবে ইদ্দত পালন করতে সে নিজ গৃহে থাকাকালে। অর্থাৎ এ অবস্থায়ও ইদ্দতে পালনের ঘর ছেড়ে বাইরে বের হতে পারবে না। (বাদায়ে) ইদ্দত পালনকারী মহিলা গ্রামে বসবাস করছে। এ অবস্থায় তার যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা অন্য কারো পক্ষ হতে যুলুম বা অত্যাচারের আশঙ্কা হয়, তবে এদ্বন্দ্বেরে সে শহরের চলে যেতে পারবে। (মাবসূত) ইদ্দত পালনকারী মহিলা যদি এমন ঘরে থাকে যেখানে তার সাথে বসবাস করার মত আর কেউ নেই। কিন্তু চোর-ডাকাত বা প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে যুলুম বা অত্যাচারেরও কোন ভয় নেই। তবুও মহিলা একা হওয়ার কারণে এখানে থাকতে ভয় পায় তাহলে দেখতে হবে যদি ভয়-ভীতি খুব বেশী না হয় তাহলে ঘর বদলাবে না। আর যদি ভয় ভীতি খুব বেশী হয় তাহলে সে এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পারবে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) মহিলা ঘরের যে কামরায় ইদ্দত পালন করছে তা যদি ভেঙ্গে বা ধসে যায় এবং স্বামীও অনুপস্থিত থাকে, তবে মৃত্যুজনিত ইদ্দত এবং তালাকে বায়িনের ইদ্দতের ক্ষেত্রে এ অবস্থায় বাসা ঠিক করার ইখতিয়ার মহিলার প্রতি ন্যস্ত থাকবে। আর রাজসি তালাকের ক্ষেত্রে অথবা বায়িন তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী যদি বাড়ী উপস্থিত থাকে, তবে নুতন বাসা ঠিক করার বিষয়টি স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকবে। (মুহীত)

১০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক বা এক তালাকে বায়িন প্রদান করে এবং স্বামীর একটি মাত্র ঘর থাকে, তবে স্বামী ও স্ত্রীর অবস্থান স্থলের মাঝে পর্দা টানিয়ে নেওয়া অপরিহার্য। যাতে তাদের উভয়ের মধ্যে খালওয়াত (নির্জনবাস) না হয়ে যায়। স্বামী যদি ফাসিক (বদ-দীন) ধরণের মানুষ হয় এবং তার পক্ষ থেকে মহিলার উপর না জায়েয হস্তক্ষেপের কোন আশঙ্কা থাকে, তাহলে মহিলা এখান থেকে বের হয়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করবে এবং ইদ্দত পালন করবে। অবশ্য এরূপ অবস্থায় স্বামীর ঐ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকা এবং স্ত্রী সেখানে অবস্থান করা উত্তম। তাহলে আর ফিতনার কোন আশঙ্কা থাকে না। এ পর্যায়ে বিচারক বা আদালত যদি কোন নির্ভরযোগ্য মহিলাকে তার সাথে থাকার ব্যবস্থা করে যে তাদের দুইজনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসাবে থাকবে তবে তা ভাল। (মুহীত) বন-জঙ্গলে থাকা অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিল। অথচ স্ত্রীও স্বামীর সাথে জঙ্গলের কোন এক তাবুতে অবস্থান করছে। এদিকে স্বামীকে ঘাস-পানি আনার জন্য তাবু ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়। এ অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে ঘাস-পানি আনার জন্য সাথে নিয়ে যেতে পারবে কি না। এ সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, এ স্থানে মহিলার একা থাকতে যদি জানমালের কোন আশঙ্কা থাকে, তবে স্বামীর জন্য জায়েয আছে, তাকে সাথে নিয়ে যাওয়া। এরূপ আশঙ্কা না থাকলে স্ত্রীকে সাথে নেওয়া স্বামীর জন্য জায়েয হবে না। (যহীরিয়া)



১১. মাসআলা : আমাদের মাযহাবে ইদত পালনকারী মহিলার জন্য সফরে যাওয়া জায়েয নেই। হজ্জ বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে তার জন্য সফর করা জায়েয নেই। এমনকি স্বামীও সফরে তাকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নেই তা সত্ত্বেও স্বামী যদি তাকে সাথে নিয়ে সফরে বের হয়, তাহলে এর দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বাড়ী যদি বড় হয়, তবে ইদত পালনকারী মহিলা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় যেতে পারবে। এমনকি ঘরের ভেতর একাধিক তলা বা কামরা থাকে তবে সে যে কোন তলায় বা কামরায় রাত্রি যাপন করতে পারবে। কিন্তু উক্ত বাড়ীতে যদি অন্য কারো কোঠা বা ফ্ল্যাট থাকে, তাহলে মহিলা নিজ অবস্থান স্থল হতে বের হয়ে যে কোন কোঠা বা ফ্ল্যাটে রাত্রি যাপন করতে পারবে না। স্বামী স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সফরে বের হওয়ার পর সফরের অবস্থায়ই সে যদি তাকে বায়িন বা তিন তালাক প্রদান করে অথবা এ অবস্থায় স্ত্রীকে রেখে সে মারা যায় এবং তাদের আবাস ও গন্তব্যস্থানের মধ্যে যদি দূরত্ব مسافت سفر (যে পরিমাণ সফর করলে কেউ মুসাফির হয়) থেকে কম হয়, তবে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে সফর চালিয়ে যাবে অথবা ইচ্ছা করলে ফেরতও আসতে পারবে। চাই সে শহরে থাকুক বা অন্য কোথাও থাকুক। চাই তার সাথে কোন মাহররাম পুরুষ থাকুক বা না থাকুক। তবে ফিরে আসাই উত্তম। যাতে স্বামীর বাড়ীতেই ইদত পালনের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। যদি আবাস ও গন্তব্য স্থানের কোন একটির দূরত্ব সফরের দূরত্ব পরিমাণ হয় আর অপরটি এর থেকে কম হয়, তাহলে যেদিকে দূরত্ব কম হয় মহিলা সেদিকেই চলে যাবে। আর যদি উভয় দিকেই সফরের সম দূরত্ব হয়, তবে দেখতে হবে যদি সে মাঠের মধ্যে থাকে তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে গন্তব্যের দিকেও যেতে পারবে অথবা ইচ্ছা করলে বাড়ীতেও ফিরে আসতে পারবে। চাই তার সাথে কোন মাহররাম পুরুষ থাকুক বা না থাকুক। তবে গন্তব্যের দিকে না গিয়ে বাড়ী ফিরে আসাই উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় সে কোন শহরে থাকে, তবে মাহররাম ছাড়া শহর থেকে বের হতে পারবে না। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে মাহররাম থাকলেও সে শহর থেকে বের হতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এ অবস্থায় সে বের হতে পারবে। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এরই প্রথম পর্যায়ের অভিমত ছিল। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর শেষোক্ত অভিমতটি এর তুলনা অধিক সুস্পষ্ট। স্বামী যদি তাকে রাজস্ তালাক প্রদান করে এবং সে জীবিত থাকে তবে স্ত্রী স্বামীর সাথেই থাকবে। চাই স্বামী সামনে যাক বা শহরে ফিরে আসুক। কোন অবস্থায়ই সে তার স্বামীর থেকে পৃথক হবে না। (কাফী)

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## নসব সাব্যস্ত হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা : আমাদের ইমামগণ বলেছেন, নসব সাব্যস্ত হওয়ার তিনটি প্রক্রিয়া রয়েছে : (১) সহীহ বিবাহ এবং যা এর পর্যায়ভুক্ত; যেমন ফাসিদ বিবাহ। এই প্রক্রিয়ায় হুকুম হল : এই ক্ষেত্রে দাবী ছাড়াই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে এবং কেবলমাত্র অস্বীকার করলেই সন্তানের নসব বাতিল হয়ে যাবে না। বরং সন্তানের নসব বাতিল করতে হলে লি'আন অপরিহার্য হবে। যদি স্বামী-স্ত্রী এমন হয় যে, যার ফলে তাদের উপর লি'আন ওয়াজিব হয় না, তবে সন্তানের নসব বাতিল হবে না<sup>২</sup> (মুহীত) (২) নসব সাব্যস্ত হওয়ার দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হল, উম্মে ওয়ালাদ হওয়া। এই পর্যায়ের হুকুম হল, সন্তানের নসব দাবী ছাড়াই সাব্যস্ত হবে এবং অস্বীকার করার দ্বারা নসব বাতিল হয়ে যাবে। (যহীরিয়া) 'নিয়াহ' গ্রন্থে মাবসূতের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনীবের নসব অস্বীকার করার ইখতিয়ার তখন পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক বা আদালত নসবের ব্যাপারে ফয়সালা না দিবে অথবা এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হবে। আর বিচারক যখন নসবের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়ে দিবে, তখন সন্তানের নসব তার থেকেই অপরিহার্য হয়ে যাবে। এ অবস্থায় সে আর এ নসব বাতিল করতে পারবে না। এমনভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তাবয়ীন : পরিচ্ছেদ : উম্মে ওয়ালাদ বানানোর বিবরণ) ফকীহগণ বলেন, উম্মে ওয়ালাদের সন্তানের নসব তার মুনীব থেকে দাবী ছাড়া তখনই সাব্যস্ত হবে, যদি তার সাথে সহবাস করা মুনীবের জন্য জায়েয থাকে। পক্ষান্তরে তার সাথে সঙ্গম করা যদি মুনীবের জন্য জায়েয না থাকে, তবেও ক্ষেত্রে সন্তানের নসব এই মুনীব থেকে দাবী ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। যেমন মুনীব তার কোন উম্মে ওয়ালাদকে মুকাতাবা করে দিয়েছে অথবা দুই শরীকী কোন দাসীর সাথে কোন এক মুনীব সঙ্গম করে তাকে গর্ভবতী বানিয়ে দিয়েছে। তারপর সে এক সন্তান প্রসব করেছে। এ অবস্থায় দাবী ছাড়া মুনীব থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। (যহীরিয়া) মুনীবের পিতা বা পুত্র মুনীবের দাসীর সাথে সঙ্গম করায় যদি মুনীবের জন্য এই দাসীর সাথে সঙ্গম করা হারাম হয়ে যায় অথবা দাসীর মা বা কন্যার সাথে

১. অর্থাৎ মহিলার গর্ভ হতে ভূমিষ্ট সন্তান স্বামী বা মালিকের ঔরসজাত কিনা : তৎসম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান।

২. যেমন স্বামী একজনের দাস ও স্ত্রী আরেকজনের দাসী, উভয়ের মুনীবের সম্মতিতে বিবাহ হয়েছে, অথবা বায়িন তালাক বা তিন তালাকের পরে স্ত্রীর উপর ব্যতিচারের অপবাদ আরোপ করলে লি'আন হয় না।



মুনীবের সঙ্গম করার কারণে যদি এই দাসীর সাথে সঙ্গম করা মুনীবের জন্য হারাম হয়ে যায়, তাহলে এই দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান প্রসবিত হবে এই সন্তানের নসব এই মুনীব থেকে দাসী ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার) (৩) সন্তানের নসব সাব্যস্ত হওয়ার তৃতীয় প্রক্রিয়া হল, দাসী হওয়া।<sup>১</sup> আমাদের মায়হাবে দাসীর গর্ভজাত সন্তানের নসব তার মুনীব থেকে দাবী ব্যতিরেকে সাব্যস্ত হবে না। (যহীরিয়া) মুদাব্বারার হুকুমও সাধারণ দাসীর অনুরূপই। অর্থাৎ তার গর্ভজাত সন্তানের নসবও তার মুনীব থেকে মুনীবের দাবী ব্যতিরেকে সাব্যস্ত হবে না। (নিহায়া)।

২. মাসআলা : মুনীব যদি স্বীয় দাসীর সাথে সঙ্গত হয় এবং বীর্যপাত যৌনিদ্বারের বাইরে না ঘটায় তাহলে 'দিয়ানা তন' (دیانة تن) অর্থাৎ আল্লাহর নিকটে তার জন্য জায়েয নয় সন্তানের নসব অঙ্গীকার করা। বরং এ অবস্থায় তার জন্য অপরিহার্য হবে, সন্তানের নসব স্বীকার করে নেওয়া। আর সঙ্গম কালে মুনীব যদি যৌনিদ্বারের বাইরে বীর্যপাত ঘটায় এবং তার 'মুহসানা' (সতী-সাক্ষী) হওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদান না করে, তাহলে সন্তানের নসব অঙ্গীকার করা তার জন্য জায়েয আছে। কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখানে দু'টি জিনিষের মধ্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান রয়েছে। (ইখতিয়ার শারহিল মুখতার) মুনীব যদি তার দাসীকে কোন দুষ্কপোষ্য শিশুর নিকটে বিবাহ দেয়, তারপর তার থেকে সন্তান প্রসবিত হয়, তাহলে মুনীব এই সন্তানের দাবী করলে সন্তানের নসব এই মুনীব থেকে সাব্যস্ত হবে। কেননা এতো তারই গোলাম। আর তার সুপ্রমাণিত কোন বংশ ধারাও নেই। কাজেই এই মুনীব থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে। দাসীর স্বামী যদি জননেন্দ্রীয় কর্তিতও হয় তবে এ অবস্থায় মুনীবের থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। কেননা যদিও সে এই মুনীবের গোলাম। কিন্তু তার নসব জানা আছে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)

৩. মাসআলা : যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর বিবাহের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সে মহিলা সন্তান প্রসব করে, তবে ঐ পুরুষ থেকে এই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু যদি বিবাহের ছয় মাস বা ততোধিক পর সে সন্তান প্রসব করে, তবে স্বামী স্বীকার করুক বা চূপ থাকুক উভয় অবস্থাতেই এই স্বামী থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি সন্তানের জন্মকে অঙ্গীকার করে তবে এক মহিলার সাক্ষ্যে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে, যে তার জন্মের সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (হিন্দায়া) যদি কোন মহিলা দুই সন্তান প্রসব করে এবং তাদের একজন ছয় মাসের একদিন কমে আর অপর জন ছয় মাসের একদিন পরে প্রসব করে, তাহলে এই দু'সন্তানের কোন নসবই সাব্যস্ত হবে না। (ইতাবিয়া) সন্তানের নসব সাব্যস্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি হল এই যে, যে মহিলার উপর ইদত ওয়াজিব হয়নি তার সন্তানের নসব তার স্বামীর থেকে সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য যদি ইয়াকীনের সাথে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, এটি তারই সন্তান, তবে এ অবস্থায় স্বামীর থেকে এই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ বিবাহের পর হতে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করল। আর যে মহিলার উপর ইদত ওয়াজিব হয়েছে, তার সন্তানের নসব তার স্বামীর থেকে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ সন্তান

১. অর্থাৎ যে দাসীর গর্ভে এই মুনীবের গুরুসজাত কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

তার নয়, তবে তার থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। যেমন মহিলা বিবাহের দুই বছর পর সন্তান প্রসব করল। এই মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তালাকের পর হতে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে মহিলা সন্তান প্রসব করে, তাহলে এই সন্তানের নসব তার স্বামীর থেকে সাব্যস্ত হবে। আর যদি ছয় মাস বা ততোধিক সময়ের পর সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না।

৪. মাসআলা : কেউ যদি কোন রেগানা মহিলাকে বলে, আমি যখন তোমাকে বিবাহ করব তখন তুমি তালাক, অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। তারপর যদি সে মহিলা বিবাহের সময় থেকে ছয় মাস পর বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি বিবাহের পর থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে সহবাসের পর তালাক দেয় এবং তালাকের পর তার সন্তান হয়, তাহলে দুই বছরের মধ্যে সন্তান পয়দা হলে তার নসব সাব্যস্ত হবে এবং সন্তান পয়দা হওয়ার দ্বারা তার ইদতও পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি দুই বছর পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে রাজঈ তালাক হলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে এবং এতে স্ত্রীর রাজ'আত (ফের স্ত্রী হিসাবে বরণ করে নেওয়া) ও প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি তাকে বায়িন তালাক প্রদান করে থাকে, তবে স্বামী সন্তানের দাবী না করা পর্যন্ত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। যখন স্বামী সন্তানের দাবী করবে তখন তার থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। এ সত্যায়ন অপরিহার্য কিনা, এ সম্বন্ধে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, অপরিহার্য। আর অপর বর্ণনা মতে, অপরিহার্য নয়। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে থাকে।

৫. মাসআলা : যদি স্ত্রীর সাথে সহবাসের আগে যা পরে স্বামী মারা যায়, তারপর স্বামী মারা যাওয়ার সময় হতে এই বছরের ভেতরে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে সন্তানের নসব এই স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্বামীর মারা যাওয়ার সময় হতে দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার না করে। যদি মহিলা ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে এবং এমন সময়ের মধ্যে এ স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে সময়ের মধ্যে তালাক বা মৃত্যুজনিত ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। আর এ স্বীকারোক্তির সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে যদি সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় সাব্যস্ত হবে না। স্মর্তব্য যে, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা বালিগা (كبيرة) হয়। চাই তার শ্রাব আসুক বা না আসুক। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি নাবালিগা হয় এবং তার স্বামী সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করে থাকে; অতঃপর তালাকের সময় হতে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি ছয় মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সময় সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। আর স্বামী যদি তাকে সহবাসের পর তালাক প্রদান করে থাকে এবং স্ত্রী যদি গর্ভবতী হওয়ার দাবী করে তাহলে রাজঈ তালাকের ক্ষেত্রে সাতাশ মাস পর্যন্ত



সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর বায়িন তালাকের ক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে মহিলা যদি ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার স্বীকারোক্তি করে, তবে এই স্বীকারোক্তি সময় হতে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি ছয় মাসের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। মহিলা যদি কোনরূপ দাবী না করে একেবারে চুপ থাকে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার এ চুপ থাকাই স্বীকারোক্তি প্রদানের স্থলাভিষিক্ত বলে ধর্তব্য হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, তার এ চুপ থাকা গর্ভবতী হওয়ার দাবী করার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। (শারহুত তাহাজ্জী)

৬. মাসআলা : এক মহিলা স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদত পালনকালে বলল, আমি গর্ভবতী নই, তারপর পরের দিন বলল, আমি গর্ভবতী, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস দশ দিন পর বলে যে, আমি গর্ভবতী নই, তারপর আবার বলে, আমি গর্ভবতী তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য স্বামী মারা যাওয়ার সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হলে, তার একথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সে যে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) না-বালিগা স্ত্রী রেখে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর সে যদি গর্ভবতী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার হুকুম বালিগার অনুরূপ হবে। কাজেই দুই বছরের ভেতরে সন্তান পয়দা হলে, তার নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। আর মহিলা যদি চার মাস দশ দিন পর ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং এর ছয় মাস বা ততোধিক পর সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তার নসব এই স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে না। বস্তুত মহিলা যদি গর্ভবতী হওয়ার দাবী না করে এবং ইদত অতিবাহিত হয়ে গেছে বলেও স্বীকারোক্তি প্রদান না করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, যদি দশ মাস দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় নসব সাব্যস্ত হবে না। (তবয়ীন)

৭. মাসআলা : যে মহিলাকে বায়িন তালাক প্রদান করা হয়েছে তার গর্ভ থেকে যদি দু'টি সন্তান পয়দা হয়, একটি দুই বছরের কমে এবং অপরটি দুই বছর পরে আর যদি এই দুই সন্তানের মধ্যে এক দিনের ব্যবধান হয়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উভয়ের নসব সাব্যস্ত হবে। (যহীরিয়া) যদি দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তানের কিছু অংশ বের হয় এবং অবশিষ্ট অংশ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর বের হয়, তবে সন্তানের নসব তার পিতা থেকে সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য যদি দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তানের অর্ধেক বের হয়ে আসে অথবা যদি পায়ের দিক থেকে অধিকাংশ শরীর এ সময়ের মধ্যে বের হয়ে আসে আর বাকী অংশ বের হয় দুই বছর পর, তবে এ অবস্থায় সন্তানের নসব তার পিতা থেকে সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এ অভিমতটি উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল কাদীর)

কোন মহিলা তালাক বা স্বামী মারা যাওয়ার কারণে ইদত পালনরত অবস্থায় ছিল এবং দুই বছরের ভেতরে তার এক সন্তান পয়দা হল। এ অবস্থায় স্বামী বা স্বামীর (মারা যাওয়ার পর) তার ওয়ারিসগণ যদি সন্তান জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং স্ত্রী দাবী করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়ে স্বামী স্বীকারোক্তি প্রদান না করলে এবং মানুষের নিকট পরিষ্কার না হয়ে থাকলে, সাক্ষী ব্যতীত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য যদি দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করে অথবা যদি তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি মানুষের নিকট পরিষ্কার হয়ে থাকে, তবে সন্তান প্রসবের ব্যাপারে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও কোন ধাত্রী মহিলা এ ব্যাপারে তার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান না করে। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। আর মহিলা যদি রাজস্ তালাকের ইদতের মধ্যে থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে। (বাদায়ে) স্বামী যদি বলে, তুমি যে সন্তান প্রসব করেছো তা এ সন্তান নয়, বরং অন্য সন্তান; তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (গায়াতুস সুকুজী)

৮. মাসআলা : মহিলা যদি স্বামী মারা যাওয়ার পর ইদত পালনরত অবস্থায় থাকে এবং এ অবস্থায় তার সন্তান ভূমিষ্ট হয় আর এ বিষয়টি স্বামীর ওয়ারিসগণও সত্যায়ন করে, তাহলে এ ব্যাপারে অন্য কেউ সাক্ষ্য না দিলেও এই সন্তান ঐ মৃত স্বামীর সন্তান বলেই গণ্য হবে এবং সে তার ওয়ারিস হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। মীরাস পাওয়ার ক্ষেত্রে তো এ কথাটি খুবই স্পষ্ট। কেননা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তো তাদেরই হক। আর নসবের ক্ষেত্রে কথা হল, এই যে, যদি ওয়ারিসগণ সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হয় এবং তাদের দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে এই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম দেওয়া ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। কাজেই যারা তার ভূমিষ্ট হওয়াকে সত্যায়ন করে বা যারা তার ভূমিষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে তাদের সাথে সেও মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশীদার হবে। কোন কোন ফকীহ বলে, নসবের ব্যাপারে হুকুম প্রদানের মজলিসে শাহাদত (شهادت) শব্দ উচ্চারণ করা শর্ত। কিন্তু সহীহ 'শাহাদাত' শব্দ উচ্চারণ করা শর্ত নয়। (কাফী) ইদত পালনকারী মহিলা যদি অপর কোন ব্যক্তিকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে এবং পরেও তার কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে যদি প্রথম স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের সময় থেকে দুই বছরের কম এবং দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহের থেকে ছয় মাসের কমে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে প্রথম স্বামী এই সন্তানের পিতা বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি প্রথম স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর থেকে দুই বছরে অধিক অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহের থেকে ছয়মাস বা ততোধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে দ্বিতীয় স্বামীই এই সন্তানের পিতা হিসাবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় যে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে তা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের সময় থেকে দুই বছরের অধিক মুদত অতিবাহিত হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় স্বামীর



বিবাহের থেকে ছয় মাসের কমে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে এ সন্তান কারোই হবে না। প্রথমজনেরও নয় এবং দ্বিতীয় জনেরও নয়। এখন প্রশ্ন হল যে, মহিলার এ দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয হবে কিনা? ইমাম আযম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তা জায়েয হবে। আর এ হুকুম তখনই হবে যদি দ্বিতীয় স্বামী এ কথা না জানে যে, মহিলা ইদতের অবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে। যদি সে একথা জেনে ফেলে, তাহলে তার বিবাহ ফাসিদ হয়ে যেত। কাজেই এ অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ট হলে প্রথম স্বামীর থেকেই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। যদি তা তার থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়। যেমন প্রথম স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর থেকে দুই বছরের কম সময়ে এবং দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহের সময় থেকে ছয় মাস বা ততোধিক সময় পরে সন্তান ভূমিষ্ট হল। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যতদিন পর্যন্ত **فراش صحيح** (বৈধ সহবাস) এর সূত্রে নসব সাব্যস্ত করা সম্ভব, ততদিন পর্যন্ত তা এভাবে সাব্যস্ত করাই উত্তম। পক্ষান্তরে যদি প্রথম স্বামীর থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত করা সম্ভব না হয় বরং দ্বিতীয় স্বামীর থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়, তবে দ্বিতীয় স্বামীর থেকেই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। যেমন প্রথম স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের থেকে দুই বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এবং দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহের ছয় মাস বা তার চেয়ে অধিক সময় পরে সন্তান ভূমিষ্ট হল তবে দ্বিতীয় বিবাহ ফাসিদ হয়ে সংঘটিত হলেও যেহেতু সহীহ বিবাহের সূত্রে নসব সাব্যস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু ফাসিদ বিবাহের সূত্রেই তা সাব্যস্ত হবে। তা এই কারণে যে, যিনার সূত্রে গর্ভ সাব্যস্ত করার চাইতে ফাসিদ বিবাহের সূত্রে সন্তানের নসব সাব্যস্ত করা অনেক উত্তম (বাদায়ে)

৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার গর্ভপাত ঘটল এবং এমন ক্রম গর্ভপাত ঘটল যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন হয়েছিল। যদি বিবাহের চারমাস পর এ ঘটনা ঘটে তবে বিবাহ জায়েয হবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর থেকে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি চার মাসের একদিন কমেও এ ঘটনা ঘটে তবে বিবাহই জায়েয হবে না। (আল-বাহরুর রাযিক) এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল। তারপর সন্তান পয়দা হল। অতঃপর উভয়ের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। স্বামী বলল, আমি তোমাকে একমাস হয় বিবাহ করেছি এবং মহিলা বলল, না তুমি আমাকে এক বছর হয় বিবাহ করেছো। তাহলে এই স্বামী থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। (যহীরিয়া) সাহিবাইন বলেন, এক্ষেত্রে স্বামীর দ্বারা শপথ করানো ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। (কাফী) আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এ ব্যাপারে একমত হয় যে, সে তাকে একমাস হয় বিবাহ করেছে, তাহলে সন্তানের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে না। এই একমত হওয়ার পর মহিলা যদি পুনরায় একথার উপর সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে যে, সে তাকে এক বছর হয় বিবাহ করেছে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য যে, এ বক্তব্য তখনই সহীহ হবে, যদি সন্তান বড় হওয়ার পর সে এরূপ সাক্ষ্য উপস্থাপন করে। পক্ষান্তরে যদি সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় এরূপ সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে মাশাইখে কিয়ামের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহগণ

বলেন, আদালত বালকের পক্ষে কাউকে বাদী নিয়োগ না করা পর্যন্ত তার উপস্থাপিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কেউ কেউ বলেন, এভাবে কৃত্রিমতা অবলম্বনের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। বরং আদালত কাউকে বাদী নিয়োগ না করে সরাসরি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবে। (যহীরিয়া)

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করল এবং পাঁচ মাস পর একটি সন্তান হল। তারপর স্বামী বলল, এ বাচ্চা আমার। কেননা এ ব্যাপারে আমার কাছে যুক্তি এবং কারণ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মহিলা স্বামীর কথাকে অস্বীকার করে বলছে না, এ সন্তান ব্যভিচারের সন্তান। এক বর্ণনা মতে, এক্ষেত্রে পুরুষের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অপর বর্ণনা মতে, মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি বিবাহের সময় থেকে দুই বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান পয়দা হয় এবং মাসআলার ধরণ পূর্ববৎ হয়, তাহলে এক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (তাতার খানিয়া) কেউ যদি কোন দাসীকে বিবাহ করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তারপর আবার তাকে খরীদ করে নেয় এবং খরীদের সময় থেকে ছয় মাসের কমে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে এ সন্তান তার বলেই সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় হবে না। অবশ্য সে যদি সন্তানের পিতা হওয়ার দাবী করে, তবে এই ব্যক্তি থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সহবাসের পর এ ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে তালাক রাজঈ হোক বা বায়িন হোক তাতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। আর যদি এসব ঘটনা সহবাসের আগে ঘটে থাকে এবং সন্তান যদি তালাকের সময় হতে ছয় মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভূমিষ্ট হয়, তবে এ সন্তানের নসব তার থেকে অপরিহার্য হবে না। আর যদি এর থেকে কম সময়ে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে সন্তানের নসব তার থেকে অপরিহার্য হবে। যদি বিবাহের পর হতে পূর্ণ ছয় মাস বা তার থেকে অধিক সময়ের পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, পক্ষান্তরে যদি এর থেকে কম সময়ে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে এ সন্তানের নসব তার থেকে অপরিহার্য হবে না। কেউ যদি তালাক দেওয়ার আগে নিজ স্ত্রীকে খরীদ করে তবে সেক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তাবয়ীন)

১১. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে এমনভাবে দুই তালাক প্রদান করে যে, সে তার উপর হরমতে গলীয়ার সাথে হারাম হয়ে যায়, তবে তালাকের সময় থেকে দুই বছরের মধ্যে সন্তান হলে, এই সন্তানের নসব তার পিতা থেকে সাব্যস্ত হবে। কেউ যদি তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে খরীদ করে, তারপর তাকে আযাদ করে দেয়, এরপর তার সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে খরীদ করার সময় হতে ছয় মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান হয়ে থাকলে এই ব্যক্তির থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু স্বামী যদি সন্তানের নসবের দাবী করে তবে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে খরীদ করার সময় থেকে দুই বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হলে দাবী ছাড়াই এই পিতা থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে। এমনভাবে কেউ যদি তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে আযাদ না করে বিক্রি করে দেয় এবং তার থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং বিক্রি সময় থেকে ছয় মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে ইমাম আবু



ইউসুফ (র)-এর মতে দাবী করলেও সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি স্বামীর এই দাবীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ক্রেতার সত্যায়ন ছাড়া কোন অবস্থাতেই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। (কাফী)

১২. মাসআলা : যদি উম্মে ওয়ালাদকে রেখে মুনীব মারা যায় অথবা মুনীব-তাকে আযাদ করে দেয়, তাহলে আযাদ করার সময় থেকে দুই বছরের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। (ইতাবিয়া) কেউ যদি নিজ দাসীকে বলে, তোমার পেটে যদি কোন সন্তান থাকে তবে এ সন্তান আমার। তারপর কোন মহিলা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে এ দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। মাশাইখে কিরাম বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি স্বাকীরোক্তির পর থেকে নিয়ে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যদি ছয় মাস বা ততোধিক পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে এ সন্তানের নসব এই ব্যক্তি থেকে অপরিহার্য হবে না। তবে এই হুকুম তখনই হবে যদি মুনীব শর্ত এবং তালীকের শব্দ ব্যবহার করলে বলে, যদি তোমার পেটে বাচ্চা থাকে অথবা বলে, যদি তোমার হামল (গর্ভ) হয়, তবে সে আমার সন্তান। আর যদি মুনীব এরূপ বলে যে, এ আমার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে তবে তার নসব মুনীব থেকে সাব্যস্ত হবে। যদিও ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে দুই বছরের মধ্যে বাচ্চা পয়দা হয়। কিন্তু মুনীব যদি সন্তানের নসব অস্বীকার করে তবে, তার থেকে নসব সাব্যস্ত হবে না। 'আজনাস' গ্রন্থে কিতাবুল ইতাকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। (গায়াতুল বয়ান)

১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন যুবক সম্পর্কে বলল, এ আমার পুত্র। তারপর সে মারা গেল। অতঃপর যুবকের আযাদ মা এসে বলল, আমি ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, তাহলে এই মহিলা তার স্ত্রী বলে গণ্য হবে এবং তারা উভয়ে তার থেকে মীরাস পাবে। 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এটি হল, ইস্তিহসানের কথা এবং এ হুকুম তখনই হবে যদি জানা যায় যে, এ মহিলা আযাদ। পক্ষান্তরে যদি এ কথা জানা না যায় এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ দাবী করে যে, এ মহিলা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ অথচ সে বিবাহের দাবী করছে, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির থেকে মীরাস পাবে না। (আল-জামি'উস সাগীর : কাযীখান) কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, তারপর সে অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হালালা হওয়ার আগেই যদি উক্ত স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে এবং ঐ ব্যক্তির থেকে তার কোন সন্তান পয়দা হয়, অথচ তাদের দু'জনের কেউই জানে না যে, তাদের এ বিবাহ হচ্ছে ফাসিদ বিবাহ, তাহলে এই স্বামীর থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি তারা এ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে যে, এটি ফাসিদ বিবাহ তবুও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে সন্তানের নসব এই স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে। (তাতারখানিয়া, তাজনীস : নাসিরীর সূত্রে)

১৪. মাসআলা : এক মহিলা জনৈক পুরুষের অধীনে আছে। তার তত্ত্বাবধানে একটি সন্তানও আছে, সন্তানটি স্বামীর তত্ত্বাবধানে নয়। এ অবস্থায় মহিলা যদি বলে, আমার পূর্ববর্তী স্বামীর থেকে এ সন্তান জন্মগ্রহণের পর তুমি আমাকে বিবাহ করেছ।

একথা শুনে স্বামী বলল না, বরং আমার বিবাহের পরই এ সন্তান তোমার থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে। তাহলে এ সন্তান এই স্বামীর বলেই প্রমাণিত হবে। আর যদি সন্তান মহিলার তত্ত্বাবধানে না থেকে স্বামীর তত্ত্বাবধানে থাকে এবং স্বামী বলে যে, এটি আমার সন্তান; তবে তোমার গর্ভজাত নয় এবং স্ত্রী বলে, না এ সন্তান তোমার থেকে আমারই গর্ভজাত সন্তান। এক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। মহিলার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। (যহীরিয়া) সন্তান যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং স্বামী বলে, তুমি আমার পূর্বে যে স্বামীর নিকাহতে ছিলে তার থেকেই এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। তবে এই স্বামীর থেকেই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। (মুহীত)

১৫. মাসআলা : যদি কেউ কোন মহিলার সাথে যিনা করে এবং তাতে সে গর্ভবতী হয়ে যায়, তারপর সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করে এবং তার থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে যদি ছয় মাস বা ততোধিক সময় পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য যদি উক্ত ব্যক্তি সন্তানের নসবের ব্যাপারে দাবী করে এবং একথা না বলে যে, এ সন্তান যিনার মাধ্যমে হয়েছে, তাহলে তার থেকে এই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি এই কথা বলে যে, এই সন্তান আমার যিনার দ্বারা হয়েছে, তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না এবং সে তার থেকে মীরাসও পাবে না। (আল-ইয়ানাবি') এক ব্যক্তি একটি দাসী খরীদ করল। তারপর তার থেকে এক সন্তান ভূমিষ্ট হল। এরপর এক ব্যক্তি বলল, এ আমার স্ত্রী। তাকে তার মুনীব আমার নিকট বিবাহ দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সে সাক্ষী-প্রমাণও উপস্থাপন করে, তাহলে এই দাসী তার স্ত্রী বলে গণ্য হবে এবং এই সন্তান তার স্বামীর সন্তান বলেই গণ্য হবে। আর মুনীব যেহেতু এ সন্তানের নসবের দাবী করেছিল তাই সে আযাদ হয়ে যাবে।

১৬. মাসআলা : এক মহিলার কাছে একটি ছেলে আছে। তারপর কোন এক ব্যক্তি এসে ঐ মহিলাকে বলল, এ ছেলে আমার। তোমার সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে এ সন্তান পয়দা হয়েছে। অথচ স্ত্রী বলছে, এ সন্তান তোমার যিনার সন্তান, তাহলে এই সন্তানের নসব এই ব্যক্তি থেকে সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য এ কথার পর মহিলা যদি পুনরায় বলে যে, এ তোমারই ছেলে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রেই তার জন্ম হয়েছে তবে তাদের উভয়ের থেকেই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি তার মাহররাম<sup>১</sup> কোন মহিলাকে বিবাহ করল। তারপর তার থেকে কয়েকজন সন্তানও ভূমিষ্ট হল, তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, উক্ত স্বামী-স্ত্রী থেকে সন্তানদের নসব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইন এই মতভেদের ভিন্নমত পোষণ করেন। এই মতভেদের ভিত্তি হল এই যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ জাতীয় বিবাহ ফাসিদ বিবাহের অন্তর্ভুক্ত। আর সাহিবাইনের মতে এ বিবাহ হল, বাতিল বিবাহের অন্তর্ভুক্ত।<sup>২</sup> (যহীরিয়া)

১. এমন মহিলা, যাকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে বিবাহ করা যায় না (সম্পাদক)।

২. বাতিল-যা কোনভাবে বৈধ বা প্রমাণিত নয়, ফাসিদ-যা বিশেষ কারণে অবৈধ (সম্পাদক)।



১৭. মাসআলা : কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে খালওয়াতে সহীহা অর্থাৎ বাধামুক্ত নির্জনবাস করার পর তাকে স্পষ্ট শব্দে তালাক প্রদান করে এবং বলে, আমি তার সাথে সঙ্গম করিনি। এ অবস্থায় স্ত্রী তার কথা সত্যায়ন করুক বা না করুক স্ত্রীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে এবং সে পূর্ণ মহরের হক্কার হবে। তারপর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে রুজু করে নিয়েছি তবে তার এ রুজু করা সহীহ হবে না। আর যদি দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে ঐ মহিলা সন্তান প্রসব করে এবং এখনো সে ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার না করে থাকে, তবে ঐ স্বামীর থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে এবং তার পক্ষ থেকে স্ত্রীকে রুজু করে নেওয়া সহীহ হবে। উপরন্তু তালাকের পূর্বে সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) উম্মে ওয়ালাদ যদি কোন পুরুষের সাথে ফাসিদ বিবাহের আবদ্ধ হয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে এবং এতে সন্তানও পয়দা হয়, তবে স্বামীর থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। যদিও মুনীব এ সন্তান তার বলে দাবী করে তথাপি তার থেকে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)

১৮. মাসআলা : কথা বলার সামর্থ আছে তা সত্ত্বেও যদি যদি নসবের ব্যাপারে স্পষ্ট কথা না বলে ইশারা করে, তবে ইশারা দ্বারাও নসব সাব্যস্ত হবে। (নিয়াহা) কেউ যদি কোন মহিলার সাথে নিজের এমন নাবালিগ পুত্রকে বিবাহ করিয়ে দেয় যার পক্ষে সহবাস করা সম্ভব নয় এবং যার স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়াও সম্ভব নয়। যদি ঐ মহিলার থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে ঐ নাবালিগ স্বামীর থেকে এ সন্তানের নসব অপরিহার্য হবে না। তবে স্বামীর পিতা তার পুত্রের পক্ষ থেকে মহিলাকে যে খরচাদি প্রদান করেছে তা ফেরৎ দেওয়া মহিলার উপর অপরিহার্য নয়। অবশ্য মহিলা যদি স্বীকার করে যে, সে স্বেচ্ছায় এ বিবাহ আবদ্ধ হয়েছে, তাহলে মুদত হামলের ন্যূনতম সময় তথা ছয় মাসের খরচাদি স্বামীর নিকট ফেরৎ দেওয়া তার উপর অপরিহার্য। (যহীরিয়া) স্বামী যদি বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছে থাকে, তবে তার স্ত্রীর গর্ভ হতে কোন সন্তান প্রসবিত হলে সে সন্তানের নসব তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। (সিরাজিয়া) ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে যদি কোন গর্ভবতী মহিলা দারুল হারব থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে আসে এবং সেখানে তার সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে দারুল হারবের স্বামীর থেকে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না, (তামারতানী) গর্ভের সর্বোচ্চ মুদত দুই বছর এবং সর্বনিম্ন মুদত ছয় মাস। (কাফী) সহীহ মতে মুদতের বিষয়টি বিবাহের সময় থেকে ধর্তব্য হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, সহীহ বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাস শর্ত নয়। তবে খালাওয়াত তথা বাধামুক্ত নির্জনবাস হওয়া অত্যাৱশ্যক। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

### ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

### সন্তান প্রতিপালনের বিবরণ

১. মাসআলা : বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের পর তথা সকল অবস্থায়ই শিশু সন্তানকে লালন পালন করার ব্যাপারে অধিকতর হক্কার হল, তার মাতা। তবে মা যদি মুরতাদ বা ফাসিক হয় অথবা তার হাতে যদি সন্তানের লালন পালন নিরাপদ না হয় তবে এ অবস্থায় সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে সে হক্কার বলে গণ্য হবে না (কাযী) চাই সে মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যাক বা দারুল ইসলামেই থাকুক। অবশ্য এসব থেকে তাওবা করার পর পুনরায় সেই সন্তান লালন পালনের ব্যাপারে অধিক হক্কার বলে বিবেচিত হবে। (আল-বাহরুর রাযিক) যদি শিশুর মাতা চোর, গায়িকা বা নূহাকারী (যে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করার পেশায় নিয়োজিত) মহিলা হয় তবে সন্তান লালন পালনের জন্য সে হক্কার বলে গণ্য হবে না। (আনু নাহরুল ফাইক) শিশুর মাতা যদি তাকে লালন পালন করার ব্যাপারে অসম্মত হয়, তবে সহীহ মতে এ কাজের জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা তার কোন অক্ষমতাও থাকতে পারে। কিন্তু যদি মা ব্যতীত যুল-আরহাম অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয়তার কোন নিকট আত্মীয় না থাকে তবে তার মাকে লালন পালনের জন্য বাধ্য করা যাবে না। যাতে সন্তানের জীবন নাশের আশংকা দেখা না দেয়। পক্ষান্তরে লালন পালনের ব্যাপারে সন্তান মায়ের মুখাপেক্ষী না থাকা অবস্থায় পিতা যদি তার লালন পালনের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে তাকে বাধ্য করা হবে। (আইনী : শাহরুল কান্য়)

২. মাসআলা : সন্তান প্রতিপালনের হক্কার হতে পারে এমন কোন মা যদি শিশুর না থাকে-যেমন মা আছে কিন্তু তার মধ্যে সন্তান লালন পালন করার যোগ্যতা নেই অথবা সে গায়রে মাহররাম কোন ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কোথাও চলে গিয়েছে কিংবা সে মারা গিয়েছে তাহলে শিশুর মায়ের মা অর্থাৎ তার নানী সন্তানের লালন পালনের ব্যাপারে অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক হক্কার বলে গণ্য হবে। তার অবর্তমানে তার মা। এমনিভাবে তদুর্ধ্ব মহিলাগণ। যদি নানী না থাকে তবে অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক হক্কার হবে স্বাশুড়ী-শিশুর দাদী বা তদুর্ধ্ব মহিলাগণ। (ফাতহুল কাদীর) গাসসাফ (র) নাফাকাত (খোরপোষ)-এর আলোচনায় একথা উল্লেখ করেছেন যে, নানার মা নানীর মায়ের মত নয়। (আল-বাহরুর রাযিক) যদি নানীর মা বা নানার মা কেউই না থাকে বরং মারা যায় বা অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, তবে শিশুর সহোদর বোন তার প্রতি পালনের ব্যাপারে অধিক হক্কার বলে গণ্য হবে। যদি সে মারা যায় বা কোথাও বিবাহে আবদ্ধ হয়ে যায়, তবে শিশুর বৈপিত্র্য বোন তার



প্রতিপালনের ব্যাপারে হক্কার বলে গণ্য হবে। সেও যদি মারা যায় বা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তার সহোদর বোনের কন্যা তার প্রতিপালনের ব্যাপারে অধিক হক্কার বলে গণ্য হবে। সেও যদি মারা যায় বা অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয়ে যায়, তবে তার বৈপিত্র্যে বোনের কন্যা তার প্রতিপালনের ব্যাপারে অধিক হক্কার বলে বিবেচিত হবে। উপরে যে ধারাবাহিকতার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ফকীহগণের কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এর পরবর্তী ধারাবাহিকতার মধ্যে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। যেমন বৈমাত্র্যে খালা ও বৈমাত্র্যে বোন। তাদের সম্বন্ধে 'কিতাবুল নিকাহ'তে উল্লেখ রয়েছে যে, বৈমাত্র্যে বোন খালার তুলনায় অধিক হক্কার। আবার 'কিতাবুত তালাক' এ উল্লেখ রয়েছে যে, খালাই বৈমাত্র্যে বোনের থেকে অধিক হক্কার। সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামের মতে সহোদর বোনের কন্যা এবং বৈপিত্র্যে বোনের কন্যা সর্বপ্রকার খালার তুলনায় অধিক হক্কার। বৈমাত্র্যে বোনের কন্যা এবং খালার ব্যাপারে রিওয়ায়েতের মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে।। সহীহ মতে, খালা অধিক হক্কার বলে গণ্য হবে। আবার খালাদের মধ্যে প্রথমে সহোদর খালা, তারপর বৈপিত্র্যে খালা, তারপর বৈমাত্র্যে খালা পর্যায়ক্রমে সন্তান প্রতিপালনের হক্কার হবে। ভ্রাতৃপুত্রীগণ সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে সন্তানের ফুফুদের তুলনায় অধিক হক্কার। খালাদের ক্ষেত্রে যে তারতীব ও ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ফুফুদের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩. মাসআলা : খালা বা ফুফু না থাকলে মায়ের আপন খালা, তারপর মায়ের বৈপিত্র্যে খালা, এরপর বৈমাত্র্যে খালা পর্যায়ক্রমে শিশু প্রতিপালনের হক্কার বলে গণ্য হবে। মায়ের ফুফুদের ক্ষেত্রেও এই ধারাবাহিকতা কার্যকরী হবে। আমাদের মাযহাবে পিতার খালার তুলনায় মায়ের খালা সন্তান প্রতিপালনের অধিক হক্কার। মায়ের খালাদের পরে পিতার খালা ও ফুফুগণ পর্যায়ক্রমে সন্তান প্রতিপালনের হক্কার বলে গণ্য হবে। (ফাতহুল কাদীর) এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, সন্তান লালন পালনের অধিকার মূলতঃ মায়ের দিক থেকেই হাসিল হয়ে থাকে। কাজেই মায়ের দিকের লোকদেরকে পিতার দিকের লোকদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার) সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদের কোন হক নেই। (বাদায়ে)

৪. মাসআলা : সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের অধিকারের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের কেউ যদি আজনবী (বেগানা) কোন পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হয়ে যায়, তবে তাদের এক বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি শিশুর কোন মাহররাম আত্মীয়ের বিবাহে আবদ্ধ হয়, যেমন—শিশুর নানী তার দাদার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল অথবা উক্ত শিশুর মা তার চাচার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল, তবে তাদের হক বাতিল হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বিবাহের কারণে যার হক বাতিল হয়ে গিয়েছে সে যদি বিবাহ ভঙ্গ করে দেয়, তবে তার হক আবার ফিরে আসবে। (হিদায়া) স্বামী রাজঈ

তালাক দিলে তাতে হক দিয়ে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইদত অতিক্রান্ত হয়। কেননা এ অবস্থায়ও বিবাহ বাকী থেকে যায়। (আইনী : শারহুল কান্ব) যদি বাচ্চার মা অন্য কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং বাচ্চার নানী তার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে বাচ্চাকে সহ কন্যার দ্বিতীয় স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করে তবে বাচ্চার পিতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তার সন্তানকে শ্বাশুড়ীর নিকট থেকে নিয়ে আসবে। বাচ্চা যদি নানীর তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার দ্বারা বাচ্চার হকের কোন খিয়ানত হয়, তবে বাচ্চার ফুফু তাকে তার নানীর নিকট থেকে নিজ হিফাযতে নিয়ে আসতে পারবে। (কিন্য়া)

৫. মাসআলা : যদি স্বামী দাবী করে যে, বাচ্চার মা অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ স্ত্রী (বাচ্চার মা) তা অস্বীকার করছে, তাহলে বাচ্চার মায়ের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর বাচ্চার মা যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, সে অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হয়েছে বটে। তবে সে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। কাজেই বাচ্চা প্রতিপালনের আমার হক আবার ফিরে এসেছে। এক্ষেত্রে বাচ্চার মা যদি স্বামীর নাম নির্দিষ্ট করে না বলে, তবে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি নির্দিষ্ট করে বলে তবে তালাকের দাবী করার ক্ষেত্রে বাচ্চার মায়ের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্বামী এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। যে মহিলাকে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কোন কারণবশতঃ যদি সন্তানকে তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় অথবা বাচ্চার আপনজনের মধ্যে তাকে লালনপালন করার মত কোন মহিলা না থাকে, তবে তাকে আসাবা পুরুষের নিকট সমর্পণ করা হবে। আসাবার মধ্যে পিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তারপর দাদা এবং তদুর্ধ্ব পুরুষ। তারপর সহোদর ভাই। তারপর বৈমাত্র্যে ভাই। এরপর সহোদর ভাইয়ের ছেলে। তারপর বৈমাত্র্যে ভাই সন্তান প্রতিপালনের হক্কার বলে গণ্য হবে। এমনি করে তদনিন ব্যক্তি পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকবে। তারপর সহোদর চাচা। তারপর বৈমাত্র্যে চাচা। উল্লেখ্য যে, শিশু যদি পুত্র সন্তান হয় তবে তাকে চাচাত ভাইদের নিকট প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমে সহোদর চাচার পুত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তারপর বৈমাত্র্যে চাচার পুত্র হক্কার হবে। শিশু যদি কন্যা সন্তান হয় তবে তাকে তাদের নিকট প্রদান করা হবে না। যদি শিশুর কয়েক ভাই এবং কয়েক চাচা থাকে তবে তাদের মধ্যে যে নেক্কার হবে সে প্রতিপালনের ব্যাপারে প্রথমে হক্কার হবে। যদি তারা সকলেই পর্যায়ের নেক্কার হয়, তবে তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ হবে তার কাছেই সন্তানকে প্রতিপালনের জন্য প্রদান করা হবে। (কাফী)

৬. মাসআলা : 'তুহফাতুল ফুকাহা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি চাচাত ভাই ছাড়া নাবালিগা শিশুর আসাবা পর্যায়ে কোন আত্মীয় স্বজন না থাকে তবে তা আদালতের ইখতিয়ারে থাকবে। আদালত বা কাযী (বিচারক) ভাল মনে করলে চাচাত ভাইয়ের প্রতিও এ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে। আর সমীচীন মনে না করলে তাকে চাচাত ভাইয়ের হাওয়ালা না করে কোন বিশ্বস্ত মহিলার নিকটও প্রদান করতে পারবে।



(গায়তুল বয়ান) নাবালিগা কন্যার যদি কোন আসাবা আত্মীয়-স্বজন না থাকে, তবে তাকে বৈপিত্র্যে ভাইয়ের নিকট ন্যাস্ত করা হবে। তারপর তার ঐ ভাইয়ের সন্তানের নিকট। তারপর বৈপিত্র্যে চাচার নিকট। তারপর আপন মামার নিকট। তারপর সন্তানের মায়ের বৈমাত্র্যে ভাই, তারপর বৈপিত্র্যে ভাইয়ের নিকট সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। (কাফী) প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রদান করা সন্তানের নানা তার মামা এবং বৈপিত্র্যে ভাইয়ের তুলনায় অধিক হকদার। (আস্ সিরাজুল হওয়াহুজ) আযাদকৃত গোলামের নিকট পুত্র সন্তানকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কন্যা সন্তানকে দেওয়া যাবে না। সন্তান প্রতিপালনের অধিকারী বলে বিবেচিত হবে না। বাচ্চা যদি গোলাম হয় তবে তার লাল-পালনের অধিকার মুনীবের হাসিল হবে। বাচ্চা এবং বাচ্চার মা যদি মুনীবের তত্ত্বাবধানে থাকে, তবে মুনীব তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আর বাচ্চা যদি আযাদ হয়ে থাকে, তবে তাকে লালন পালনের অধিকার তার আযাদ আত্মীয়-স্বজনের থাকবে। দাসী এবং উম্মে ওয়ালাদ আযাদ হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের আযাদ সন্তানদের লালন পালনের অধিকার ফিরে পাবে। মুকাতাবা মহিলার মুদতে কিতাবাতের মধ্যে কোন সন্তান ভূমিষ্ট হলে সে এ সন্তানের লালন পালনের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। কিন্তু এ সময়ের পূর্বে যে সন্তান ভূমিষ্ট হবে সে তার লালন পালনের ব্যাপারে হকদার বলে গণ্য হবে না। (আইনী : শারহুল কান্য়) মুদাব্বারার হকুম সাধারণ দাসীর অনুরূপই। (তাবয়ীন)

৭. মাসআলা : না-বালিগা কন্যার লালন পালনের ব্যাপারে গায়রে মাহররাম ব্যক্তির কোন হক নেই। এমনিভাবে কোন আসাবা আত্মীয় যদি ফাসিক হয়, তবে নাবালিগাকে প্রতিপালন করার তারও কোন হক থাকবে না। (কিফায়া) যে মহিলা শিশুকে বাড়ীতে রেখে নিজে সর্বদা বাইরে ঘুরে বেড়ায় সেও সন্তান প্রতিপালনের হকদার বলে গণ্য হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক)

৮. মাসআলা : মা ও নানী পুত্র সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে ততদিন পর্যন্ত হকদার বলে গণ্য হবে যতদিন না ঐ সন্তান তাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যায়। ফকীহগণ এ সময় টিকে সাত বছর সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম কুদুরী (র) বলেন, সন্তান যতদিন পর্যন্ত একা পানাহার ও পেশাব-পায়খানা না করতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত তারা সন্তান প্রতিপালনের হকদার থাকবে। কিন্তু সন্তান যখন একাই এসব কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে, তখন আর তাদের হক থাকবে না। ইমাম আবু বকর রাযী (র) বলেন, নয় বছর পর্যন্ত মা ও নানীর প্রতিপালনের হক বাকী থাকবে। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটির উপরই ফাতওয়া। আর কন্যা সন্তান হলে স্রাব আসা পর্যন্ত মা ও নানী তার প্রতিপালনের হকদার থাকবে। এরপর আর প্রতিপালনের ব্যাপারে তাদের কোন হক থাকবে না। 'নাওয়াদিরে হিশাম' এ ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কামোদীপনার বয়সে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত মা ও নানী তার প্রতিপালনের হকদার থাকবে। আর কামোদীপনার বয়সে পৌছে যাওয়ার পর পিতা তার প্রতিপালনের হকদার বলে গণ্য হবে। এটিই সহীহ

অভিমত। (তারযীন) না-বালিগা কন্যা যদি কামোদীপনার বয়সে যা পৌছে এবং তার স্বামী থাকে তবে এ অবস্থায়ও তার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার বহাল থাকবে যতদিন না সে পূর্ণাঙ্গরূপে পুরুষের জন্য উপযুক্ত হয়। (কিন্য়া)

৯. মাসআলা : পুত্র সন্তান মায়ের তত্ত্বাবধান থেকে মুখাপেক্ষীহীন এবং কন্যা সন্তান বালিগা হয়ে যাওয়ার পর তার আসাবা আত্মীয় স্বজনই তার প্রতিপালনের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। আর এক্ষেত্রে لاأقرب فالأقرب (নিকটবর্তী আত্মীয় আগে এবং দূরবর্তী আত্মীয় পরে) এর নীতি অনুসৃত হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) উপরে যে সব আসাবা আত্মীয়-স্বজনের কথা বলা হয়েছে, তারা পুত্র সন্তান হলে তাকে বালিগা হওয়া পর্যন্ত নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখবে। তারপর যদি তার রায় ঠিক হয়ে যায় এবং তার উপর তার নিজের ব্যাপারে আস্থা রাখা যায়, তাহলে তাকে আর আটকিয়ে রাখা যাবে না। বরং তাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। আর যদি তার নিজের ব্যাপারে তার উপর আস্থা না করা যায় তবে পিতা তাকে নিজের কাছে এবং নিজের তত্ত্বাবধানে রাখবে। তবে তার খোরপোষ পিতার উপর ওয়াজিব হবে না। যদি প্রদান করে তবে তাও জায়য আছে। (শারহুত তাহাভী)

১০. মাসআলা : কন্যা সন্তান যদি সারিয়াবা (অকুমারী) হয় এবং তার নিজের ব্যাপারে যদি তার উপর আস্থা না রাখা যায়, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বরং পিতা তাকে তার নিজের কাছে রাখবে। আর যদি তার নিজের ব্যাপারে তার উপর আস্থা রাখা যায় তবে তার ব্যাপারে পিতার কোন হক থাকবে না। পিতা তাকে মুক্ত করে দিতে পারবে এবং সেও যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবে। (বাদায়ে) বালিগা কন্যা যদি কুমারী হয়, তবে ওলী-ওয়ারিসগণ তাকে তাদের নিজেদের কাছে রাখতে পারবে। যদিও তার ব্যাপারে কোন ভয় বা আশংকা নেই। এ হকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে কম বয়স্ক হয়। আর যদি সে ভালমন্দ পার্থক্য করার মত বয়সে পৌছে যায়, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় এবং নিজের সতীত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞাত থাকে, তবে ওলী তাকে নিজের কাছে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। সে যথায় ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবে, যদি তার সেখানে কোন আশংকা না থাকে। (মুহীত)

১১. মাসআলা : যদি কারো পিতা-দাদা বা আসাবা কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকে অথবা আসাবা আত্মীয়-স্বজন আছে, কিন্তু সে ভাল মানুষ নয়, তবে বিচারক (আদালত) তার বিষয়টি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখবে। যদি সে আশংকা মুক্ত হয় তবে তাকে স্বাধীনভাবে একা বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হবে। চাই সে কুমারী হোক বা অকুমারী। আর যদি সে আশংকা মুক্ত না হয় তবে তাকে কোন আমানতদার বিশ্বস্ত মহিলার নিকট রাখা হবে যে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম। কেননা বিচারক তো সমস্ত মুসলমানের জন্য কল্যাণকামীই হয়ে থাকে। আর এরূপ করাই হচ্ছে কল্যাণকামিতা। (আইনী : শারহুল কান্য়)

১২. মাসআলা : মহিলা একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে তার পিতার নিকট এসে খোরপোষ দাবী করে বলল, এ তোমার স্ত্রী আমার কন্যার পুত্র। তার মা মারা গেছে। সুতরাং আমার নিকট তুমি তার খোরপোষ দিয়ে দাও। একথা শুনে বাচ্চার পিতা বলল,



আপনি সত্যই বলছেন, এ বাচ্চা আপনার কন্যার ঔরসজাত আমারই সন্তান। তবে তার মা এখনো মরেনি। সে আমার বাড়ীতেই আছে। এই বলে সে যদি বাচ্চা নিয়ে নিতে চায় তবে সে তা করতে পারবে না। বরং বিচারক (আদালত) বাচ্চার মাকে এ সম্বন্ধে অবগত করবে এবং সে নিয়ে নিবে। আর যদি পিতা নিজেই মহিলা (স্ত্রী) কে হাজির করে, আগন্তুক মহিলাকে সম্বোধন করে বলে, এই আপনার কন্যা। আর এই বাচ্চা হল, তারই গর্ভজাত আমার ঔরসজাত সন্তান, এ কথা শুনে বাচ্চার নানী বলল, এ মহিলা আমার কন্যা নয়। এ বাচ্চার মা আমার কন্যা মারা গেছে। উপরোক্ত অবস্থায় পুরুষ এবং পুরুষের সাথে যে মহিলা রয়েছে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর বাচ্চাও তার পিতার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে নানী যদি কোন এক পুরুষের সামনে এসে বলে, এই বাচ্চা আমার কন্যার গর্ভজাত এই ব্যক্তির পুত্র। এই বাচ্চার মা মারা গেছে। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল, এই বাচ্চা আমার পুত্র ঠিক। তবে সে আপনার কন্যার গর্ভজাত নয়। বরং তার মা আমার স্ত্রী। এ অবস্থায় পুরুষ লোকটির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে বাচ্চাকে ঐ মহিলার থেকে নিয়ে নিবে। আর পিতা যদি নিজে (বাচ্চার মা) মহিলাকে হাজির করে এবং বলে, এই বাচ্চা আমার এই স্ত্রীর। আপনার কন্যার ঔরসজাত নয় এবং বাচ্চার নানী বলে, এই মহিলার তার মা নয়। বরং আমার কন্যাই তার মা। একথা শুনে উপস্থিত মহিলা যদি বলে, হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। আমি তার মা নই। এই লোক মিথ্যা কথা বলেছে, তবে আমি তার স্ত্রী। অবস্থায়ও উক্ত (পিতা) এই সন্তানের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। অতএব সে এই সন্তানকে তার নানীর নিকট থেকে নিয়ে নিবে। (যহীরিয়া)

১৩. মাসআলা : ‘সিরাজিয়া’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সন্তানের মা যদি তার পিতার বিবাহাধীন না তাকে এবং তার ইদ্দতের মধ্যেও না থাকে, তবে এ অবস্থায় সন্তান প্রতিপালনের বিনিময়ে দুধ পানের পারিশ্রমিক থেকে এটি ভিন্ন। (আল-বাহরুর রায়িক) পিতা যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং সন্তানের মা যদি পারিশ্রমিক ছাড়া সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, এ অবস্থায় সন্তানের ফুফু যদি বলে, আমি পারিশ্রমিক ছাড়াই তাকে লালন পালন করবো, তবে এক্ষেত্রে ফুফুই তাকে প্রতিপালন করার ব্যাপারে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে। এটিই সহীহ অভিমত। (ফাতহুল কাদীর) সন্তান তার পিতামাতার কোন একজনের কাছে থাকা অবস্থায় অপরজন তার প্রতি নয়র রাখতে পারবে এবং তাকে দেখাশুনা করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কেউ কাউকে ঠাট্টা দিতে পারবে না। (তাতারখানিয়া : হাভীর সূত্রে)

### অনুচ্ছেদ : লালন-পালনের স্থান

১. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রীর গৃহই সন্তান প্রতিপালনের স্থান, যদি তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকে। কাজেই স্বামী পূর্বে যে শহরে ছিল সে লালনকারী মহিলার নিকট থেকে সন্তানকেও নিয়ে যেতে চায়, তবে তার এ অধিকার থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান লালন পালনকারী মহিলার তত্ত্বাবধান থেকে মুখাপেক্ষীহীন না হয়।

এমনিভাবে মহিলাও যদি স্বামী যে শহরে আছে সে শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যেতে চায়, তবে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে। চাই তার সাথে সন্তান থাকুক বা না থাকুক। ইদ্দত পালনকারী মহিলার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তার জন্যও সন্তানসহ বা সন্তান ছাড়া অন্য শহরে চলে যাওয়া জায়েয নয়। অনুরূপভাবে স্বামীর জন্যও জায়য নয়, তাকে তার বসবাসের শহর হতে বের করে দেওয়া। (বাদায়ে) স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়া পর ইদ্দতের স্ত্রী যদি সন্তানকে সাথে নিয়ে নিজ শহরে চলে যেতে চায় এবং বিবাহও যদি ঐ শহরে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী তা করতে পারবে। আর যদি অন্য শহরে (তার নিজের শহরে নয়) বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী তা করতে পারবে না। অবশ্য যদি তালাকের স্থান এবং স্ত্রীর নিজের শহর এমন কাছাকাছি যে, বাচ্চার পিতা বাচ্চাকে দেখে রাত হওয়ার আগে দিনে দিনেই আবার নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে পারে। এই অবস্থায় উক্ত দুই শহর একই শহরের দুই মহল্লার অনুরূপ বলে গণ্য হবে এবং মহিলা স্বামীর মহল্লা ছেড়ে নিজ শহরে যেতে চায়, যা তার নিজস্ব শহরে নয় এবং যেখানে তার বিবাহও সম্পাদিত হয়নি, তাহলে সে ঐ শহরে যেতে পারবে না। অবশ্য শহর দু’টি যদি খুব কাছাকাছি হয় যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাহলে যেতে পারবে। (মুহীত)

২. মাসআলা : মহিলা যদি এমন শহরে যেতে চায় যা এতটা নিকটবর্তী নয় এবং তার নিজের শহরও নয়, তবে বিবাহের আকদ সেখানেই সম্পাদিত হয়েছে তাহলে মাবসূত গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে উক্ত মহিলা সেখানে যেতে পারবে না। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি গ্রামের বাসিন্দা হয় এবং স্ত্রী বাচ্চাকে নিয়ে নিজ গ্রামে চলে যেতে চায় এবং এই গ্রামেই তাদের বিবাহ সংঘটিত হয়েছে, তাহলে স্ত্রী তা করতে পারবে। আর যদি বিবাহ অন্য গ্রামে হয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় স্ত্রী বাচ্চাকে নিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসতে পারবে না। এমনিভাবে যে গ্রামে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে তা যদি অনেক দূরে হয়, তবে সে গ্রামেও মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে যেতে পারবে না। অবশ্য দুই গ্রামের দূরত্ব যদি এমন কাছাকাছি হয় যে, বাচ্চার পিতা বাচ্চাকে দেখে রাত হওয়ার আগে দিনে দিনেই নিজ বাড়ী ফিরে আসতে পারে, তবে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে সেই নিজ গ্রামে যেতে পারবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) বাচ্চার পিতা শহরের বাসিন্দা। এ অবস্থায় বাচ্চার মা যদি তাকে গ্রামে নিয়ে যেতে চায়, তবে এই গ্রাম যদি মহিলার নিজস্ব গ্রাম হয় এবং এখানেই তাদের বিবাহ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে ঐ গ্রামে চলে যেতে পারবে। যদিও গ্রামটি শহর থেকে অনেক দূরে। আর যদি ঐ গ্রামটি মহিলার নিজস্ব গ্রাম না হয় এবং তা যদি শহর থেকে কাছাকাছি হয় এবং তথায় যদি তাদের বিবাহ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে সে তা করতে পারবে। যেমন শহরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর যদি সেখানে বিবাহ সম্পাদিত না হয়ে থাকে, তবে উক্ত মহিলা নিজ সন্তানকে নিয়ে তথায় যেতে পারবে না। যদিও তা শহর থেকে খুব কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত হয়ে থাকে। (বাদায়ে)



৩. মাসআলা : মহিলা যদি বাচ্চাকে নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে জামিতে চলে যেতে চায় এবং এটি তার নিজস্ব শহরও না হয় এবং তথায় তাদের বিবাহও সম্পাদিত না হয়ে থাকে, তবে মহিলা নিজ সন্তানকে নিয়ে তথায় যেতে পারবে না। তবে শহর যদি ঐ গ্রামের খুব কাছাকাছি থাকে তবে যেতে পারবে। (মুহীত) মহিলার জন্য জায়েয নয় নিজ সন্তানকে নিয়ে দারুল হারবে চলে যাওয়া, যদিও তাদের বিবাহ সেখানে সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং সে হারবী হয়, আর তার স্বামী মুসলমান হোক বা যিম্মী যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হারবী হয় তবে মহিলা নিজ সন্তানকে নিয়ে দারুল হারবে চলে যেতে পারবে। (বাদায়ে) সন্তানের মা মারা যাওয়ার কারণে লালন পালনের দায়িত্ব যদি নানীর উপর বর্তায়, তবে সে সন্তানকে নিয়ে নিজ শহরে যেতে পারবে না, যদি সন্তানের মায়ের বিবাহ ঐ শহরে সংঘটিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে উম্মে ওয়ালাদ আযাদ হয়ে যদি সন্তানকে নিয়ে সন্তানের পিতা যে শহরে আছে ঐ শহর ছেড়ে অন্য শহরে যেতে চায়, তবে সে যেতে পারবে না। (গায়াতুল বরান) সন্তানকে নিয়ে নানী ছাড়া অন্য মহিলাও তা করতে পারবে না। (আল-বাহরুর রায়িক)

৪. মাসআলা : 'মুনতাকা' গ্রন্থে ইবন সিম'আ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এক ব্যক্তি বস্রায় এক মহিলাকে বিবাহ করল। তারপর তার এক সন্তান হল। এরপর সে তার শিশু বাচ্চাকে কুফা নিয়ে গেল এবং স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর মহিলা সন্তানের ব্যাপারে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মুকাদদমা দায়ের করল এবং স্বামী যেন সন্তানকে তার নিকট ফেরৎ দিয়ে যায় এর জন্য দাবী করল। এ ক্ষেত্রে করণীয় কি? এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, স্বামী যদি স্ত্রী অনুমতিক্রমে সন্তানকে কুফা নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে স্বামীর উপর অপরিহার্য হবে না বস্রায় এসে সন্তানকে তার নিকট ফেরৎ দেওয়া। বরং স্ত্রীকে বলা হবে, তুমি কুফায় গিয়ে তার থেকে তোমার সন্তানকে নিয়ে এসো। আর যদি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী তাকে তথায় নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে স্বামীর উপর অপরিহার্য হবে সন্তানকে নিয়ে স্ত্রীর নিকট আসা এবং তার নিকট হস্তান্তর করা। ইবন সিম'আ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে সন্তানসহ বস্রা থেকে কুফায় নিয়ে আসে এবং এরপর স্ত্রীকে পুনরায় বস্রায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়, তারপর তাকে তালাক দেয়, তবে স্বামীর উপর অপরিহার্য হবে স্ত্রীর সাথে সন্তানকেও ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া (যদি ফেরৎ না পাঠায় তবে) মহিলার পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। (যহীরিয়্যা) যদি তালাকদাতা স্বামী বাচ্চাকে তার মায়ের নিকট থেকে এ জন্য নিয়ে যায় যে, উক্ত মহিলা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তবে পিতা সন্তানকে নিয়ে যথায় ইচ্ছা সফর করতে পারবে, যতক্ষণ না তার মা সন্তান প্রতিপালনের হক পুনরায় ফিরে যায়। (আল-বাহরুর রায়িক : ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়্যার সূত্রে) আল্লাহ তা'আলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### খোরপোষের বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে ছয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

#### প্রথম অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর খোরপোষের বিবরণ

১. মাসআলা : স্বামীর উপর নিজ স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব। চাই স্ত্রী মুসলমান হোক বা যিম্মী হোক, ধনী হোক বা গরীব হোক, তার সাথে সহবাস হোক বা না হোক। এমনভাবে সে বালিগা হোক বা এমন না-বালিগা হোক যার সাথে সহবাস করা যায়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) চাই সে আযাদ হোক বা মুকাত্বা দাসী হোক। (আল-জাওহারুতন নায্যারা) কন্যা সহবাসের উপযুক্ত কখন হয় এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এ সম্বন্ধে পসন্দীয় অভিমত হল, কন্যা সন্তান নয় বছর বয়সে না পৌছা পর্যন্ত সে সহবাসের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় না। এর উপরই ফাতওয়া। (তাতারখানিয়্যা) বিজ্ঞ মতানুসারে এ ক্ষেত্রে বয়সের বিষয়টি ধর্তব্য নয়। বরং যার মধ্যে সহবাসের কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্য আছে সেই সহবাসের যোগ্য। (কাফী) স্ত্রী যদি এত ছোট হয় যে, তার সাথে সহবাস করা যায় না এবং তার মধ্যে এ কাজের যোগ্যতাও নেই, তবে আমাদের মাযহাবে তার খোরপোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। অবশ্য সহবাসের বয়সে পৌছলে তার খোরপোষ দেওয়া হবে। চাই সে স্বামীর বাড়ীতে থাকুক বা পিতার বাড়ীতে থাকুক। (মুহীত)

২. মাসআলা : বালিগা স্ত্রী যাকে এখানো পর্যন্ত স্বামীর গৃহে পাঠানো হয়নি, এ অবস্থায় সে যদি খোরপোষ দাবী করে, তবে তার এ দাবী যথার্থ হবে, যদি স্বামী তাকে বাড়ী প্রেরণ করার জন্য দাবী না করে থাকে। বলখের মাশাইখে কিরামের কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীকে যদি স্বামীর গৃহে প্রেরণ না করা হয়ে থাকে, তবে সে খোরপোষের অধিকারিণী হবে না। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটির উপর ফাতওয়া। (আল-ফাতাওয়াল গিয়াসিয়্যা) যদি স্বামী তাকে নিজ গৃহে নিয়ে যেতে বলে এবং স্ত্রী (তার বাড়ী) বেতে অস্বীকৃতি প্রকাশ না করে, তবে স্ত্রী খোরপোষ পাবে। কিন্তু স্ত্রী যদি তথায় যেতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং তা কোন হকের কারণে করে যেমন মহরানার হক আদায় করার জন্য স্ত্রী স্বামীর বাড়ী যেতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল, তবে সেও খোরপোষ পাবে না। আর যদি কোন হক উসূল করার উদ্দেশ্য ছাড়া এমনিই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে যেমন সে অনেক আগেই মহর পরিশোধ করে নিয়েছে বা মহর নগদ মহর ছিল অথবা স্ত্রী তাকে মহরের হক হিবা করে দিয়েছে ইত্যাদি। এক্ষেপ অবস্থায় স্ত্রী খোরপোষ পাবে না। (মুহীত)



৩. মাসআলা : স্ত্রী যদি 'নুশূয' (نُشُوز) তথা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তবে সে খোরপোষ পাবে না, যতক্ষণ না সে স্বামীর বাড়ী ফিরে আসে। 'নাশিয়া' (অবাধ্য) বলা হয়, ঐ মহিলাকে যে স্বামীর বাড়ী থেকে বের হয়ে যায় এবং স্বামীকে সহবাসে বাধা দান করে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি স্বামীর ঘরে থেকেই স্বামীকে সহবাস বাধা দান করে, তবে সে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে না। কেননা বাধা দেওয়ার কারণ এখনো বিদ্যমান আছে। ঘরটি যদি স্ত্রীর মালিকানাধীন হয় এবং স্ত্রী তাতে স্বামীকে প্রবেশ করতে নিষেধ করে তবে সে খোরপোষ পাবে না। কিন্তু স্ত্রী যদি তাকে বলে, 'তুমি আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাও অথবা বলে, তুমি আমার জন্য কোন ঘরভাড়া করে দাও, তবে এক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্ত্রী খোরপোষ পাবে। অবাধ্য স্ত্রী যদি 'অবাধ্যতা' (نُشُوز) পরিহার করে, তবে সে পূর্ববৎ খোরপোষ পাবে। স্বামী যদি অন্যের জায়গা জবরদখল করে তথায় থাকে এবং মহিলা থাকতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে এ অবস্থায়ও সে খোরপোষ পাবে (কাফী) স্ত্রী-স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করার পর মহর উসূল করার জন্য সে যদি স্বামীকে তার সাথে সঙ্গম করতে বাধা দেয়, তবে ইমাম আবু আযম হানীফা (র)-এর মতানুসারে সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় জায়গায় অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের জায়গায় বসবাস করছে এবং রাষ্ট্রপ্রধান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে থাকছে। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি বলে, আমি তোমার সাথে এই রাষ্ট্রীয় জমিতে থাকব না এবং তোমার এই মাল থেকে আহার করব না, তবে এর সমাধান সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, স্ত্রীর এরূপ বলার অধিকার নেই, এই অস্বীকৃতির কারণে সে গুনাহগার হবে এবং এই মহিলা অবাধ্য বলে গণ্য হবে। জনৈক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হল, স্বামী যদি নামায না পড়ে এবং এ কারণে স্ত্রী যদি তার সাথে থাকতে ও সঙ্গত হতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে তা জায়েয হবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, স্ত্রীর জন্য এমন করার অধিকার নেই। (যহীরিয়া) স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট থেকে উধাও হয়ে যায় অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে যে শহরে নিয়ে যেতে চায়, সে যদি তার সাথে তথায় যেতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, অথচ স্বামী তাকে তার মহর পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করে দিয়েছে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ পাবে না। পক্ষান্তরে যদি স্বামী তার মহর আদায় না করে থাকে আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয়, তবে স্ত্রী খোরপোষ পাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে। যদি সঙ্গম করে থাকে তবে এক্ষেত্রেও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে সে খোরপোষ পাবে না। স্ত্রীর পূর্ণ মহর পরিশোধ করে দেওয়া হোক বা না হোক। ইমাম আবুল কাসিম আস্ সাফ্ফার (র) বলেন, এই বিধান আমাদের মহামান্য ইমামগণের যুগে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে স্বামী তার স্ত্রীর মহর পরিশোধ করে দিয়ে থাকলেও সে তার স্ত্রীকে নিয়ে সফরে যেতে পারবে না। (মুহীত)

৫. মাসআলা : ঋণের কারণে যদি কোন মহিলাকে আটকে রাখা হয়, তবে সে খোরপোষ পাবে না। ইমাম কান্থী (র) বলেন, যদি স্ত্রীকে এমন ঋণের কারণে আটকে

রাখা হয়, যা আদায় করতে সে অক্ষম নয়, তবে এ ক্ষেত্রে সে খোরপোষ পাবে। আর যদি আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে খোরপোষ পাবে না। অবশ্য ফাতওয়া হল, এ কথার উপর যে, উপরোক্ত দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই সে খোরপোষ পাবে না। (আল-জাওয়ারাতুন নায়্যারা) উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি স্বামী জেলখানায় তার নিকট পৌছতে সক্ষম না হয়। আর যদি জেলখানায় তার নিকট পৌছতে পারে তবে ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে স্ত্রী খোরপোষ পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি কোন ছিনতাইকারী ব্যক্তি কারো স্ত্রীকে ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে চলে যায় অথবা যুলুম করে আটকিয়ে রাখে, তাহলে ইমাম খাসসাফ্ (র)-এর মতে সে খোরপোষ পাবে না। সাদরুশ শহীদ শায়খ হুসামুদ্দীন (র) বলেন, এর উপরই ফাতওয়া। (গিয়াসিয়া) ঋণের দায়ে যদি স্বামীকে বন্দী করে রাখা হয় চাই সে ঋণ আদায়ে সক্ষম হোক বা না হোক অথবা স্বামী যদি পালিয়ে চলে যায়, তবে এ অবস্থায়ও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। (গায়তুস সুকুজী) যদি যুলুম করে স্বামীকে রাষ্ট্রীয় জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয় তবে তার স্ত্রী খোরপোষ পাবে কি না এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে, সহীহ মতে এ অবস্থায়ও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : স্বামী এক শহরে এবং স্ত্রী অপর শহরে এবং তাদের উভয়ের মধ্যে সফর পরিমাণ দূরত্ব। এ অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তার নিকটে নেওয়ার জন্য যদি বাহন ও সামান পাঠায়। কিন্তু মাহররাম না পাওয়ার কারণে স্ত্রী তার নিকটে না যায়, তাহলেও সে খোরপোষ পাবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল এই যে, মহিলা যদি সহবাসের উপযুক্ত না হয় তবে সে খোরপোষ পাবে না, চাই স্বামী সহবাস করতে সক্ষম হোক বা না হোক। আর মহিলা যদি সহবাসে সক্ষম হয় তবে সে খোরপোষ পাবে, চাই স্বামী সহবাস করতে সক্ষম হোক বা না হোক। (মুহীত) যদি স্বামী না বালিগ এবং স্ত্রী বালিগা হয় তবুও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। কেননা মহিলা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়েছে। এমনভাবে যদি স্বামীর যৌনাঙ্গ কতিত থাকে বা সে যদি পৌরুষত্বহীন হয় কিংবা এমন অসুস্থ যে সহবাস করতে পারে না অথবা স্বামী হজ্জে চলে গিয়েছে তবে উপরোক্ত অবস্থা সমূহের স্ত্রী নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করার কারণে খোরপোষের অধিকারী হবে। (বাদায়ে) যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এমন ছোট হয় যে, তারা সহবাস করতে সক্ষম নয় তবে স্ত্রী খোরপোষের অধিকারী হবে না। কেননা অক্ষমতা স্ত্রীর তরফ থেকে পাওয়া গিয়েছে। তাই তার অবস্থা ঐ যৌনাঙ্গ কতিত স্বামী বা পৌরুষত্বহীন স্বামীর ন্যায় হবে যার অধীনে রয়েছে না-বালিগা স্ত্রী। অর্থাৎ এ অবস্থায় যেমন স্বামীর উপর খোরপোষ ওয়াজিব হয় না, অনুরূপভাবে উক্ত অবস্থায়ও স্বামীর উপর খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। (তারয়ীন)

৭. মাসআলা : স্ত্রী-স্বামীর বাড়ী পৌছার আগেই অসুস্থ। এমন অসুস্থ যে, সে সহবাস করতেই সক্ষম নয়। এই অসুস্থ অবস্থায়ই যদি তাকে স্বামীর বাড়ী উঠিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে উঠিয়ে নেওয়ার পর সে খোরপোষের অধিকারী হবে। আর উঠিয়ে নেওয়ার আগেও সে খোরপোষের অধিকারী হবে, যদি সে স্বামীর নিকট খোরপোষ-দাবী করে



এবং স্বামী নিজে তাকে উঠিয়ে না নেয়, অথচ স্বামীর বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারে সে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেনি। পক্ষান্তরে স্বামী যদি তাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে এবং এ ব্যাপারে সে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে খোরপোষ পাবে না, যেমন সুস্থ অবস্থায় এরূপ করলেন পায় না। (যাহিরুর রিওয়াযাত) কোন মহিলা সুস্থ অবস্থায় স্বামীর বাড়ী গিয়ে যদি এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, সে স্বামীর সাথে সহবাস করতে আপাততঃ সক্ষম হচ্ছে না তাহলেও খোরপোষ পাবে। এতে কোন ইমামের দ্বিমত নেই। (বাদায়ে) স্বামী-স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর স্বামীর বাড়ীতেই স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তারপর বাপের বাড়ী চলে আসে তবে সে খোরপোষ পাবে কিনা, এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, যদি এ অবস্থায় পাল্কি ইত্যাদি চড়ে তার পক্ষে স্বামীর বাড়ী যাওয়া সম্ভব হয় অথচ সে না যায় তবে সে খোরপোষ পাবে না। আর যদি তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে খোরপোষ পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. আসআলা : কোন মহিলা যদি 'রাতকা' (যৌনিদ্বারের মুখে গোশত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে, মহিলার সাথে সহবাস অসম্ভব হয়ে পড়েছে), 'কারনা' (যার যৌনাঙ্গ এবং গুহ্যদার এক সাথে মিশে গেছে) হয় বা পাগল হয়ে যায় কিংবা এমন রোগে আক্রান্ত হয় যে রোগের কারণে তার সাথে সহবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে অথবা এমন বৃদ্ধ হয় হয় যার সাথে আর সহবাস সম্ভব নয়, তবে তাকে খোরপোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। চাই সমস্ত রোগ তার স্বামীর বাড়ী যাওয়ার পর সৃষ্টি হোক বা এর আগে সৃষ্টি হোক। খোরপোষ পাওয়ার এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মহিলা স্বামীকে অন্যায়ভাবে সহবাসে বাধা প্রদান না করে। (মুহীত)

৯. মাসআলা : বিবাহের পরে স্বামীর বাড়ী যাওয়ার আগে যদি কোন মহিলা ফরয হজ্জ মাহররাম ও স্বামী ছাড়া আদায় করে তবে সে অবাধ্য হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি স্বামী ছাড়া কোন মাহররাম আত্মীয় সাথে নিয়ে হজ্জ করে তবে কোন ইমামের মতেই সে খোরপোষ পাবে না। বস্তুত যদি উক্ত মহিলা স্বামীর বাড়ী যাওয়ার পর এরূপ করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে খোরপোষ পাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে খোরপোষ পাবে না। (বাদায়ে) এটিই স্পষ্ট মতামত। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ) স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে একত্রে হজ্জ করে ইমামগণের ঐক্যমতে উক্ত মহিলা খোরপোষ পাবে এবং স্বামীর উপর সফরের খোরপোষ নয় বরং বাড়ীতে থাকাকালীন যে খরচা তাকে দিতে হবে এ ক্ষেত্রেও তা-ই দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, যাতায়াত খরচ স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। স্ত্রী যদি নফল হজ্জ করে এবং স্বামী তার সাথে না থাকে, তবে কোন ইমামের মতেই সে খোরপোষ পাবে না। (আল-জাওহারা তুন নায়্যারা) স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে নফল হজ্জ করে তবে সে খোরপোষ পাবে। তবে সফরের খোরপোষ নয়, বরং ইকামতের অবস্থা খোরপোষ পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নামায, রোযা (না পড়া) খোরপোষকে রহিত করে না। (গায়াতুস সুন্নাজী)

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তির উপর কোন এক মহিলার ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করা হল। আর বাস্তবেও দেখা গেল যে, ঐ মহিলা গর্ভবতী। অতঃপর মহিলার পিতা

তাকে ঐ পুরুষের নিকট বিবাহ দিয়ে দিল। কিন্তু স্বামী এই গর্ভকে অস্বীকার করছে। এ অবস্থায় বিবাহ জারী হবে। তবে তাকে খোরপোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা গর্ভবতী হওয়ার কারণে স্বামী কর্তৃক তার সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ। (মুহীত : সারাখসী) আর স্বামী যদি একথা স্বীকার করে যে, এ গর্ভ তার থেকেই তবে ইমামগণের সকলের মতেই বিবাহ সহীহ হবে এবং তার সাথে সহবাস করা যেহেতু নিষিদ্ধ নয়, এ কারণে সে খোরপোষ পাবে। (মুহীত) যদি এক ব্যক্তির কতিপয় স্ত্রী থাকে এবং তাদের কেউ আযাদ মুসলমান, কেউ দাসী, আবার কেউ যিম্মী, তবে তারা সকলেই সমানভাবে খোরপোষ পাবে। (ভাতারখানিয়া) সন্দেহজনিতভাবে যে সব মহিলার সাথে সহবাস করা হয়েছে তারাও খোরপোষ পাবে না। (খুলাসা)

১১. মাসআলা : ফাসিদ বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলা খোরপোষ পাবে না। এমনভাবে ফাসিদ বিবাহের ইদত পালনকালেও স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর খোরপোষ ওয়াজিব হয় না। অবশ্য বাহ্যিকভাবে বিবাহ যদি সহীহ হয় এবং সে কারণে বিচারক (আদালত) যদি মহিলার খোরপোষ প্রদানের ফয়সালা দিয়ে থাকে, এবং স্ত্রীও এক মাস পর্যন্ত তা নিয়ে থাকে, তারপর বিবাহ ফাসিদ হয়েছে বলে প্রকাশ পায় যেমন—সাক্ষীগণ বলল, যে, এই মহিলা উক্ত পুরুষের দুধ বোন। আর এ কারণে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে দেয়, তাহলে মহিলা খোরপোষ হিসাবে স্বামীর থেকে যা নিয়েছে তা তাকে ফেরৎ দিয়ে দিবে এবং স্বামীও তা নিয়ে নিবে। যদি বিচারকের সিদ্ধান্ত ছাড়া স্বামী নিজেই তাকে খোরপোষ প্রদান করে, তবে সে আর মহিলার থেকে কিছুই ফেরৎ নিতে পারবে না। 'আদাবুল কাযী'-এর শরহতে সাদরুশ শহীদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (যখীরা) ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সম্পাদিত হলেও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। (খুলাসা)

১২. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা বা যিহার করে, তবুও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। কেউ স্ত্রীর বোন, ফুফু বা খালাকে বিবাহ করল এবং একথা না জেনে তার সাথে সহবাস করল। ফলে তাদের (স্ত্রীর বোন এবং স্বামী) বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল এবং স্ত্রীর বোনের ইদতকালীন সময়ে স্ত্রীর থেকে পৃথক থাকা স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে গেল। এ অবস্থায় স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু তার বোনের খোরপোষ স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। যদিও ইদত পালন করা তার উপরও ওয়াজিব হয়েছে। (বাদায়ে) কোন মহিলার স্বামী যদি ধনী হয় এবং তার স্ত্রীর কোন খাদিম থাকে তবে স্ত্রীর সাথে ঐ খাদিমা (চাকরানী)-এর খোরপোষ প্রদান করাও স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রী আযাদ হলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর স্ত্রী যদি দাসী হয় তবে খাদিমার খোরপোষ সে পাবে না। যদি কোন মহিলার দুই জন খাদিমা থাকে বা এর চেয়ে বেশী থাকে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে একজনের বেশী খাদিমের খোরপোষের জন্য স্বামীর নিকট দাবী করতে পারবে না। ফকীহগণ বলেন, স্বামী স্বচ্ছল থাকলে খাদিমার ব্যাপারে তার উপর ঐ পরিমাণ দেয় ওয়াজিব হবে যে পরিমাণ ওয়াজিব হয় অভাবগ্ৰস্ত স্বামীর উপর তার স্ত্রীর ব্যাপারে। আর



এই পরিমাণই হল জীবিকা নির্বাহ করা খায় পরিমাণের ন্যূনতম পরিমাণ। (কাফী) খাদিমার ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, খাদিমাকে মহিলার অধীনস্থ দাসী হতে হবে। যদি সে তার অধীনস্থ দাসী না হয় তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে স্ত্রী খাদিমার খোরপোষ পাবে না। মহিলার স্বামী যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে খাদিমার খোরপোষ প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না, যদিও মহিলার নিকট কোন খাদিমা থাকে এবং সে তার খিদমত আঞ্জাম দেয়। এটি হাসান ইমাম আযম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই বিত্তমতম অভিমত। (তাবয়ীন)

১৩. মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি খাদিমা বাবত তোমাকে কোন টাকা-পয়সা দিব না। তোমার খিদমতের জন্য আমার নিজস্ব এক খাদিমাকে নিযুক্ত করে দিব। স্ত্রী-স্বামীর এ প্রস্তাব কবুল করল না; বরং অস্বীকার করল। এ অবস্থায় স্বামী তার নিজস্ব কোন খাদিমাকে এ কাজে নিয়োগ করতে পারবে না। বরং এক খাদিমার খরচা দেওয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। এক মহিলার বহু দাস-দাসী আছে। সে তার স্বামীকে বলল, আপনি আমার মহরানার টাকা থেকে তাদেরকে খোরপোষ প্রদান করুন। সে তা থেকে তাদের খোরপোষ প্রদান করল। অতঃপর স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, এ খরচা আমি গণনায় আনব না। কেননা আপনি তাদের থেকে খিদমত গ্রহণ করেছেন। এ অবস্থায় স্বামী বিধানমত তাদের জন্য খরচ করেছেন তা মহিলার মহরের পাওনা থেকে বাদ যাবে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) মহিলা যদি বিচারকের নিকট আবেদন করে যে, তিনি যেন তার খোরপোষ নির্ধারণ করেছেন, এ অবস্থায় স্বামী যদি উপস্থিত থাকে এবং সে যদি নিয়মিতভাবে তার খানা-পিনার ব্যবস্থা করে থাকে, তবে বিচারক তার খোরপোষ ধার্য করে দিবে না। যদিও মহিলা ভিন্ন চুলার দাবী করে। কিন্তু বিচারক যদি পরীক্ষারভাবে এ কথা জানতে পারে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করে এবং খচরা দেয় না তাহলে বিচারক তার খোরপোষ ধার্য করে দিতে পারবে। স্বামীর যদি ভিন্ন চুলা না থাকে তবে বিচারক তার জন্য মাসিক হিসাবে খোরপোষ ধার্য করে তাকে আদেশ করবে যেন, সে তাকে তা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করতে থাকে। (মুহীত)

১৪. মাসআলা : দিরহাম ও দীনারের মূল্য যাই হোক না কেন এর (দিরহাম ও দীনারের) মূল্য ভিত্তিতে মহিলার খোরপোষ নির্ধারণ করবে না। বরং এরূপ বলবে, এত মূল্য হলে এত দিরহাম বা দীনার তাকে প্রদান করা হবে।<sup>১</sup> তাহলে স্বামী-স্ত্রী কারো প্রতিই যুলুম হবে না। (রাদায়ে) মাসিক হিসাবে খোরপোষ ধার্য হলে তা মাসে মাসে পরিশোধ করে দিবে। আর যদি মাসিক হিসাবে না দেয় তবে মহিলা রোযানা স্বামীর নিকট খোরপোষ দাবী করবে এবং তা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় করবে। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) বিচারক যদি কোন মহিলার খোরপোষ নির্ধারণ করতে চায় এবং স্বামীর অবস্থা ভাল হয়, সে মিহিন আটার রুটিও ভূনা গোশ্ত দিয়ে আহার করে; আর মহিলা হয় গরীব অথবা স্বামী গরীব এবং স্ত্রী ধনী হয় তবে এ অবস্থায় মহিলার খোরপোষ নির্ধারণের

১. আমাদের বাংলাদেশে স্ত্রীর খোরপোষের বিষয়টি টাকার ভিত্তিতেও ধার্য করা যাবে। (অনুবাদক)

ক্ষেত্রে-ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে, খোরপোষ নির্ধারণের বেলায় উভয়ের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। (আল-ফাতাওয়াল গিয়াসিয়া) এর উপরই ফাতওয়া। কাজেই স্বামী-স্ত্রী উভয় যদি ধনী হয় তবে স্ত্রী স্বচ্ছল খোরপোষ পাবে। যদি উভয়েই গরীব হয় তবে স্ত্রী গরীবানা খোরপোষ পাবে। আর স্ত্রী ধনী এবং স্বামী গরীব হলে গরীবানা অবস্থার তুলনায় কিছু উত্তম মানের খোরপোষ পাবে। এ অবস্থায় স্বামীকে বলা হবে; তাকে গমের রুটি এবং এক দুই ধরনের তরকারি দিবে। স্বামী যদি অনেক ধনী হয় যেমন সে সর্বদা হালুয়া, ভূনা গোশ্ত এবং বক্রীর গোশ্ত ইত্যাদি দ্বারা আহার করে এবং স্ত্রী হয় গরীব যে সর্বদা যবের রুটি খায়, তাহলে স্বামী তাকে মধ্যম মানের খোরপোষ দিবে। অর্থাৎ সে নিজে যা খায় তা তাকে খাওয়ানো ওয়াজিব নয়, আবার স্ত্রী যা খায় তাও তাকে খেতে দিবেন। বরং রুটির সাথে তাকে আরো এক দুই প্রকারের তরকারি দিবে। যাহিরী রিওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রীর খোরপোষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা নির্ধারণ করতে হবে। সে স্বচ্ছল হলে স্বচ্ছলতার খোরপোষ আর অস্বচ্ছল হলে সে অনুপাতে খোরপোষ ধার্য করা হবে। (কাফী) অধিকাংশ মাশায়িখে কিরাম একথাই বলেছেন। 'তুহফা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এটিই সহীহ অভিমত। (ফাতহুল কাদীর)

১৫. মাসআলা : আমাদের মাশাইখে কিরাম অনেকেই বলেছেন যে, স্বামী যদি অনেক মালদার হয় এবং স্ত্রী গরীব হয় তবে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হল, নিজের খানার সাথে স্ত্রীকেও শরীক করে নেওয়া। অর্থাৎ উভয়ের জন্য কিতাবে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, খোরপোষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন স্বামী কিংবা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তেমনি স্ত্রীকে পোশাক দানের ক্ষেত্রে এই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। (যখীর) স্বামী যদি বিত্তহীন হয় এবং স্ত্রী হয় বিত্তশালী তাহলে স্বামী তাকে এ সময় গরীবানাভাবে খোরপোষ চালিয়ে যাবে এবং যা দিতে পারছে না তা তার যিম্মায় ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে, পরে তা পরিশোধ করে দিবে। (তাবয়ীন)

১৬. মাসআলা : স্বামী যদি বলে, আমি অভাবগ্রস্ত। আমার উপর অভাবগ্রস্তের অনুরূপ খোরপোষ ওয়াজিব হবে, এর বেশী নয়। তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু মহিলা যদি সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করতে পারে যে, তার স্বামী বিত্তশালী, তবে বিত্তশালী ব্যক্তির উপর যেরূপ খোরপোষ ওয়াজিব হয় তবে উপরন্তু অনুরূপ খোরপোষ ওয়াজিব হবে। অতএব এরূপ প্রমাণিত হলে বিচারক বিত্তশালীদের অনুরূপ খোরপোষ দেওয়ার জন্য স্বামীকে নির্দেশ দিবে। আর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে নিজ নিজ দাবীর পক্ষে সাক্ষী পেশ করে, তবে স্ত্রীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। যদি কারো পক্ষেই কোন প্রমাণ না থাকে এবং স্ত্রী বিচারকের নিকট দাবী করে তার স্বামীর অবস্থা যাচাই করার জন্য তাহলে স্বামীর অবস্থা যাচাই বিচারের উপর ওয়াজিব নয়। তা সত্ত্বেও সে যদি যাচাই করে তবে তা উত্তম হবে। এ অবস্থায় কোন একজন বিশ্বস্ত (عدل) ব্যক্তি যদি এ মর্মে সংবাদ দেয় যে ঐ মহিলার স্বামী বিত্তশালী, তবে বিচারক তার কথাগ্রহণ



করবে না। কিন্তু যদি দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সংবাদ দেয় যে, মহিলার স্বামী বিত্তশালী তবে বিচারক বিত্তশালীদের অনুরূপ খোরপোষ দেওয়ার জন্য স্বামীকে নির্দেশ দিবে।

যদিও সংবাদদাতা ব্যক্তিগণ সংবাদ প্রদানকালে 'শাহাদাত' (সাক্ষ্য প্রদান করছি) শব্দের উল্লেখ না করে। কেননা এ জাতীয় সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে সংখ্যা এবং বিশ্বস্ততা আবশ্যিক হলেও 'শাহাদাত' শব্দের উল্লেখ শর্ত নয়। সংবাদদাতা ব্যক্তিদ্বয় যদি একথা বলে যে, আমরা শুনেছি এবং আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে; সে বিত্তশালী তাহলে বিচারক একথা গ্রহণ করবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) বিচারকের পক্ষ হতে স্বামীর উপর গরীবানাভারে খোরপোষ প্রদানের নির্দেশ দানের পর স্বামী যদি মালদার হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মহিলা যদি আদালতে মামলা দায়ের করে, তবে বিচারক মালদারের অনুরূপ খোরপোষ প্রদানের জন্য স্বামীকে নির্দেশ দিবে। (কাফী)

১৭. মাসআলা : স্ত্রী যদি বলে, আমি খানা পাকাতে এবং রুটি তৈরী করতে পারব না, তবে 'আল-কিতাব' এ উল্লেখ রয়েছে যে, এ অবস্থায় স্ত্রীকে খানা পাক এবং রুটি তৈরি করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। বরং এ অবস্থায় স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে, তৈরি খানা এনে স্ত্রীকে দেওয়া অথবা স্ত্রীর খানা তৈরি করার জন্য কোন চাকরানী নিয়োজিত করা। ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (র) বলেন, কোন মহিলা যদি রুটি তরকারি (খানা) রান্না করতে অস্বীকার করে, তবে স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে তৈরি খানা স্ত্রীকে পরিবেশন করা, যদি সে এমন বড় ঘরের কন্যা হয় যে পরিবারের মহিলাগণ নিজেরা কাজ করে না অথবা সে বড় ঘরের কন্যা তো নয় কিন্তু তার শরীরে এমন কোন ওয়র আছে যার কারণে সে রান্নাবান্না করতে অক্ষম। অবশ্য এরূপ অবস্থা না হলে স্ত্রীর জন্য তৈরি খানা পরিবেশন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। (যহীরিয়া) ফকীহগণ বলেন, এ সব কাজ মহিলার উপর (আইনের দৃষ্টিতে (علاء) ওয়াজিব না হলেও) 'দিয়ানাতান' (ديانة) ওয়াজিব। যদিও বিচারক এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করার অধিকার রাখে না। (আল-বাহরুর রাযিক) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পারিশ্রমিক দিয়ে রুটি-তরকারি ইত্যাদি পাকানোর কাজে নিয়োগ করে তবে তা জাযিয় হবে না এবং এ কাজ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা স্ত্রীর জন্যও জাযিয় হবে না। (বাদায়ে) স্বামীর উপর অপরিহার্য হল, স্ত্রীকে আটা পিয়ার চাক্কী, খানা পিনার পাত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা। যেমন-লোটা, কলস হাড়ি-পাতিল, চামচ এবং প্রয়োজনীয় অনুরূপ আরোপ আসবাপত্র। (আল-জাওহরাতুন নায়্যারা) যাহিরী রিওয়ায়েত এর বর্ণনা মুতাবিক স্ত্রীর খোরপোষ এবং তার খাদিমার খোরপোষের পার্থক্য রয়েছে। কেননা, খাদিমা যদি উপরোক্ত কাজ আঞ্জাম দিতে অস্বীকার করে তবে সে তার মুনীবের স্বামীর নিকটে খোরপোষের অধিকারী হবে না। (যখীরা)

১৮. মাসআলা : স্বামীর উপর ওয়াজিব হল, স্ত্রীকে খাদ্য-দ্রব্য, লেবাস-পোষাক এবং থাকার জন্য বাসস্থান প্রদান করা। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে থাকবে আটা (চাউল) পানি, লবণ, লাকড়ি তেল ইত্যাদি। (তাতারখানিয়া) স্ত্রীর জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা

যেমনভাবে তাকে দিতে হবে, তেমনভাবে তাকে ঐ প্রয়োজন পরিমাণ তারকারি দিতে হবে। (ফাতহুল কাদীর) স্ত্রীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য যে সব প্রসাধনী প্রয়োজন তাও স্বামীকে সরবরাহ করতে হবে। যেমন চিরুনী, তেল, মাথা পরিষ্কারের জন্য খিতমী, কুলপাতা এবং শরীরের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য উশনান, সাবান ইত্যাদি। এগুলো দেশপ্রথা অনুসারে সরবরাহ করবে। সাজ-সজ্জা করার প্রসাধনী যেমন খেয়াব, সুরমা ইত্যাদি এগুলো স্ত্রীকে দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। বরং এসব কিছু দেওয়া স্বামীর ইচ্ছাভিত্তিক ব্যাপার। সে ইচ্ছা করলে দিবে আর ইচ্ছা না হলে দিবে না। তবে দিলে এগুলো ব্যবহার করা স্ত্রীর উপর অপরিহার্য। সুগন্ধী দ্রব্য স্ত্রীকে দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যে পরিমাণ সুগন্ধি প্রয়োজন তা প্রদান করা স্বামীর উপর অপরিহার্য। এর চেয়ে বেশী নয়। বগলের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যা প্রয়োজন তা স্ত্রীকে সরবরাহ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হলে তাকে ঔষধ দেওয়া ডাক্তারের ফি দেওয়া, স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। এমনভাবে শিংগা লাগানোর ব্যয় বহন করারও স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

১৯. মাসআলা : গোসল করা এবং কাপড় ধোয়ার পানির ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর অপরিহার্য। (আল-জাওহরাতুন নায়্যারা) ফকীহ আবুল লায়স (র)-এর ফাতাওয়াতে উল্লেখ আছে যে, গোসলের পানির টাকা স্বামীকে দিতে হবে। এমনভাবে উষ্ণ পানির টাকাও তাকেই দিতে হবে। চাই স্ত্রী ধনী হোক বা গরীব হোক। 'সায়রাফিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এর উপরই মাশাইখে বলখের ফাতাওয়া এবং সাদরুশ শহীদ (র)-এর ফাতওয়া অনুরূপই। ফকীহ কাযীখান এমতটিই গ্রহণ করেছেন। (তাতারখানিয়া : গোসল অধ্যায়) যদি মহিলা নিজে কোন ধাত্রী মহিলা টাকার বিনিময়ে আনে তবে তার পাওনা মহিলাকেই পরিশোধ করতে হবে। আর যদি স্বামী তাকে ভাড়া করে আনে, তবে এর টাকা-পয়সা স্বামীকেই দিতে হবে। যদি ধাত্রী মহিলা নিজে নিজেই উপস্থিত হয়ে থাকে তবে একথাও বলা যায় যে, এ ধাত্রী মহিলার পারিশ্রমিক স্বামীর উপর ওয়াজিব। কেননা স্বামীর সহবাসের কারণেই সন্তানের জন্ম। কাজেই এ খরচা স্বামীকেই দিতে হবে। আবার এও বলা যায় যে, ডাক্তারের খরচ না, যেমন মহিলার নিজের উপর ওয়াজিব অনুরূপভাবে ধাত্রীর ব্যয়ও তাকেই বহন করতে হবে। (ওয়াজিয় : আল-কুরদুরী) স্বামী যদি স্ত্রীকে শহরে রেখে নিজে গ্রামে চলে যায়, তবে বিচারক মহিলার জন্য খোরপোষ ধার্য করে দেওয়ার অধিকার রাখে। এ বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য স্বামীর অনুপস্থিতি হওয়াই যথেষ্ট। যে অনুপস্থিতির কারণে ব্যক্তি মুসাফির হয় ঐ পরিমাণ দূরে যাওয়া এ হুকুম প্রযোজ্য হওয়ার জন্য আবশ্যিক নয়। (কিন্যা : কাযীখান ও মুহীত এর সূত্রে)

২০. মাসআলা : কোন মহিলা বিচারকের আদালতে এসে আরখী করল যে, আমি অমুকের কন্যা অমুক এবং আমার স্বামী অমুকের পুত্র অমুক। সে আমাকে রেখে কোথাও চলে গিয়েছে। আমাকে কোন খোরপোষ দিয়ে যায় নি। এই বলে সে যদি বিচারকের নিকট তার খোরপোষ নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবী করে এবং অনুপস্থিত স্বামীর বাড়িতে যদি তাকে খোরপোষ দেওয়ার মত অর্থ বা মাল-সামান থাকে। যেমন দিরহাম দীনার



(টাকা-পয়সা) খাদ্য দ্রব্য বা এমন কাপড় চোপড় যা তার লেবাস-পোষাক হতে পারে এবং বিচারক একথা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এই মহিলা ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তিরই স্ত্রী তাহলে বিচারক প্রথমে মহিলার থেকে এ মর্মে কসম নিবে যে, সে তার স্বামীর থেকে পূর্ণ খোরপোষ পায়নি এবং তাদের মধ্যে এমন কোন কারণ সৃষ্টি হয়নি যেমন স্বামীর অবাধ্যতা ইত্যাদি যার ফলে তার খোরপোষ প্রাপ্তিতে কোন বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে কসম গ্রহণের পর বিচারক মহিলাকে আদেশ করবে যে; তুমি তোমার স্বামীর মালামাল হতে মধ্যমভাবে খরচ করে যাও, যা অপব্যয় এর মধ্যে গণ্য হবে না এবং কৃপণতার মধ্যেও शामिल হবে না। অতঃপর বিচারক মহিলার পক্ষের কোন একজনকে এ বিষয়ের যামিন নিয়োগ করবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটিই সহীহ অভিমত। (মুহীত) যদি স্বামীর মালামাল (হাযির) না থাকে তবে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে বিচারক এ মর্মে আদেশ দিবে না যে, তুমি তোমার পক্ষে ঋণ নিয়ে খরচ করতে থাক। পক্ষান্তরে যদি স্বামীর মাল থাকে কিন্তু তাদের বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার ব্যাপারে বিচারক নিশ্চিতভাবে কিছু না জানে, অপরদিকে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার অনুকূলে মহিলা যদি সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিচারক তার জন্য খোরপোষ ধার্য করে দিবে। যদিও এ মুহূর্তে বিবাহের পক্ষে চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়া বিচারকের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামী হাযির হওয়ার পর যদি বিবাহের বিষয়টি অস্বীকার করে, তবে বিচারক মহিলাকে দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করার জন্য বাধ্য করবে। যদি পুনরায় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত না করে তবে প্রদত্ত খোরপোষ ফেরৎ নিয়ে নিবে। (খুলাসা) বর্তমানকালে বিচারকগণ মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ইমাম যুফার এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে খোরপোষ ধার্য করবেন। (ওয়ারাজীয : আল-কুরদুরী)

২১. মাসআলা : এক ব্যক্তি স্ত্রীকে ফেলে রেখে কোথাও চলে গিয়েছে। তার কিছু মালামাল অপর এক ব্যক্তির নিকট রয়েছে। সে এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তিও প্রদান করছে। এবং একথাও বলছে যে, তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী। এ ক্ষেত্রে বিচারক ঐ অনুপস্থিত স্বামীর মালামাল হতে তার স্ত্রীর খোরপোষ ধার্য করে দিবে। অনুরূপভাবে বিচারক যদি নিশ্চিতভাবে জানে যে, ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তির কিছু মালামাল এই ব্যক্তির নিকট রয়েছে, কিন্তু সে এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে। তাহলে এক্ষেত্রেও বিচারক তার স্বামীর মালামাল থেকে তার খোরপোষ ধার্য করে দিবে। চাই এ মাল তার হাতে আমানত হিসাবে থাকুক বা ঋণ হিসাবে থাকুক বা মুদারাবার ভিত্তিতে থাকুক। এ অবস্থায় বিচারক মহিলার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে যামিন বানিয়ে নিবে। অধিকন্তু বিচারক এই মহিলা থেকে এভাবে হলফও নিবে যে, আল্লাহর কসম আমার স্বামী আমাকে কোন খোরপোষ দেয়নি এবং আমাদের মধ্যে এমন কোন কারণ যেমন অবাধ্যতা ইত্যাদি (জাতীয় কোন দুর্ঘটনা) ও ঘটে যায়নি, যার ফলে খোরপোষ প্রাপ্তি রহিত হয়ে যায়। (আল-জাওহারাতুন নায্যারা)

২২. মাসআলা : যদি বিবাহ সম্পাদিত হওয়া ও মাল থাকা এই দুইটির কোন একটির ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানে, অপরটির ব্যাপারে না জানে, তবে অজ্ঞাত বিষয়টির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বীকারোক্তি আবশ্যিক। এটিই সহীহ অভিমত। যার হাতে মাল রয়েছে সে যদি এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান না করে এবং বিচারকও এ সম্বন্ধে না জানে এ অবস্থায় মহিলা যদি দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে মাল বা বৈবাহিক সম্পর্ক অথবা উভয়টি সাব্যস্ত করতে চায় উদ্দেশ্য হল, যাতে বিচারক তার অনুপস্থিত স্বামীর মালামাল হতে তাকে খোরপোষ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন অথবা স্বামীর পক্ষে ঋণ গ্রহণের জন্য তাকে নির্দেশ করেন, তাহলে বিচারক তার পক্ষে এরূপ ফয়সালা দিতে পারবে না। কেননা এরূপ ফয়সালা দেওয়া অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ডিগ্রী জারী করার শামিল (যা জায়েয নয়।) ইমাম যুফার (র) বলেন, স্বামীর যদি মাল থাকে, তবে বিচারক স্ত্রীর আনীত সাক্ষীর বক্তব্য গুনবেন এবং তিনি বিবাহের পক্ষে ফয়সালা না দিলেও খোরপোষের পক্ষে ফয়সালা দিবেন। আর যদি ঐ অনুপস্থিত স্বামীর কোন মালামাল না থাকে তাহলে বিচারক তাকে ঋণ করে নিজের ব্যয় নির্বাহ করার নির্দেশ দিবেন। আমাদের ইমামত্রয়ও একথাই বলেন। বর্তমানকালের বিচারকগণের আমলও এর উপর এবং ফাতাওয়াও এরূপই প্রদান করা হয়। (আইনী : শারহুল কান্ব)

২৩. মাসআলা : অনুপস্থিত স্বামী ফিরে আসার পর দেখতে হবে সে তার স্ত্রীর খোরপোষ দিয়েছিল কিনা? যদি না দিয়ে থাকে তাহলে তো ঠিকই আছে। আর যদি দিয়ে থাকে এবং সে এ ব্যাপারে সাক্ষীও পেশ করে বা সাক্ষী পেশ করেনি কিন্তু মহিলার থেকে হলফ চাওয়ার পর সে হলফ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে, তাহলে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে স্ত্রীর থেকে তা (অতিরিক্ত খোরপোষ) ফেরৎ নিতে পারবে অথবা যামিন ব্যক্তির নিকট থেকেও ফেরৎ নিতে পারবে। আর স্ত্রী যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, তার স্বামী তাকে আগেই খোরপোষ দিয়ে গিয়েছিল, তাহলে স্বামী কেবলমাত্র তার থেকে ঐ খোরপোষ ফেরৎ গ্রহণ করবে, যামিন থেকে নয়। (বাদায়ে) অনুপস্থিত স্বামী ফিরে এসে যদি বিবাহের কথাই অস্বীকার করে বসে, তবে হলফের সাথে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। স্বামী হলফ করার পর দেখতে হবে তার মাল ঐ ব্যক্তির নিকট আমানত হিসাবে ছিল কি না? আমানত হিসাবে থেকে থাকলে সে ঐ মহিলার নিকট থেকেও তা উসূল করতে পারবে আবার তা আমানত গ্রহীতার নিকট থেকেও উসূল করতে পারবে। যদি ঋণ হিসাবে থাকে তবে সে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকেই তা উসূল করবে। আর সে ঋণ গ্রহীতা উসূল করবে ঐ মহিলার নিকট থেকে (তাতারখানিয়া)

২৪. মাসআলা : স্বামী বাড়ী আসার পর যদি তাকে তালাক দেওয়া এবং তার ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দাবী করে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী প্রমাণও উপস্থাপিত করে, তবে খোরপোষ গ্রহণকারী মহিলা এর ক্ষতিপূরণ দিবে। দাতা ক্ষতিপূরণ দিবে না। কিন্তু স্বামীর সাক্ষী যদি একথা বলে যে, দাতা ঐ মহিলার তালাক এবং ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে জানত, তবে এ অবস্থায় তাকেই ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।



(গিয়াসিয়া) যদি দাতা নিজেই বলে যে, আমি তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কথা তো জানি, কিন্তু তালাকের কথা জানি না, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হবে না। তবে হলফ করে তাকে বলতে হবে যে, সে তার তালাক সম্বন্ধে জানত (গায়াতুস সুকুজী) যদি সে ব্যক্তির নিকট স্বামীর আমানতে টাকা থাকে এবং ঋণের টাকাও থাকে, তবে ঋণের টাকা থেকে না দিয়ে আমানতের টাকা থেকে স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়াই ভাল। আমানতদার ব্যক্তিকে বিচারক এভাবে নির্দেশ দানের পর সে যদি বলে, আমি ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল তার স্ত্রীর খোরপোষ হিসাবে দিয়ে দিয়েছি, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি এ জাতীয় দাবী করে তবে সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। সাক্ষী প্রমাণসহ বললে গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

২৫. মাসআলা : আমানতদার ব্যক্তির নিকট বা স্বামীর বাড়িতে যে মাল আছে তা যদি স্ত্রীর প্রাপ্য হকের অনুকূলে না হয়, বিপরীত জাতীয় মাল হয়, তাহলে মহিল তার খোরপোষ নির্বাহ করার জন্য এই মালামাল থেকে কিছু বিক্রি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে বিচারক (আদালত) ও তা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। এ অবস্থায় বাড়ী ভাড়ার টাকা এবং গায়িব ব্যক্তির গোলাম যদি কোন উপার্জন করে তবে তা থেকে ঐ মহিলার ব্যয় নির্বাহ করা হবে। (মুহীত) হারানো ব্যক্তির হুকুমও অনুপস্থিত (غائب) ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) উল্লেখ্য, যে যে ক্ষেত্রে স্বামীর মাল থেকে খোরপোষ ধার্য করার বিচারকের অধিকার রয়েছে সে সে ক্ষেত্রে বিচারকের রায় ছাড়াও মহিলা বিধিসম্মতভাবে প্রয়োজন মাসিক খোরপোষ গ্রহণ করতে পারবে। মহিলা যদি বিচারকের আদালতে খোরপোষ ধার্য করার জন্য দাবী করে এবং স্বামী তার স্ত্রীর নিকট টাকা পয়সা পাওনা থাকে এবং সে বলে যে, তার খোরপোষ এই পাওনা টাকার থেকে কেটে নাও, তবে স্বামীর জন্য এরূপ বলা জায়েয আছে। (মুহীত) বিচারক মহিলার খোরপোষ ধার্য করে দেওয়ার পর জিনিষ পত্রের দাম যদি বেড়ে বা কমে যায়, তবে বিচারক তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নতুনভাবে খোরপোষ ধার্য করতে পারবে। (যহীরিয়া)

২৬. মাসআলা : স্বামী খোরপোষ দিতে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। বরং এ অবস্থায় স্বামীর পক্ষে ঋণ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য হুকুম দেওয়া হবে। (কানয) খোরপোষ প্রদানে অক্ষমতা তখন প্রতীয়মান হবে যদি স্বামী হাজির থাকে। কিন্তু স্বামী যদি দীর্ঘ দিনের জন্য উধাও হয়ে যায় এবং স্ত্রীর জন্য কোন খোরপোষ রেখে না যায় এ অবস্থায় স্ত্রী যদি আদালতে মামলা দায়ের করে এবং বিচারক এ ব্যাপারে এমন আলিমের নিকট ফাতাওয়া তলব করেন যিনি খোরপোষ দানে অক্ষমতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোকে জায়েয, বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয় তাহলে এতে প্রকৃতপক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কিনা, এ সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, হাঁ, বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। যদি প্রকৃতপক্ষেই তার অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু যখীরা গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, সহীহ মতে আইনের দৃষ্টিতে বিচারকের এ রায় কার্যকরী হবে না। এ

কারণেই এই রায় যদি অপর কোন বিচারকের আদালতে পেশ করা হয় এবং তিনিও এতে একমত পোষণ করেন, তথাপিও এই রায় আইনের দৃষ্টিতে কার্যকরী হবে না। কেননা, এ রায় (مختلف فيه) বিতর্কিত কোন বিষয়ে কোন বিষয়ের রায় নয়। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যে, স্বামীর উধাও হয়ে যাওয়ার কারণে অক্ষমতা সাব্যস্ত হয় না। উপস্থিত থাকা অবস্থায়ই অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। (নিহায়া)

২৭. মাসআলা : অতীত সময়ের খোরপোষের ব্যাপারে স্ত্রী যদি আদালতে মামলা দায়ের করে এবং এটি যদি বিচারক কর্তৃক খোরপোষের ফয়সালা দেওয়া বা স্বামী স্ত্রী পরস্পর সম্মত হয়ে স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খোরপোষ প্রদানের সিদ্ধান্ত করার আগে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মাসহাব অনুসারে এ অবস্থায় বিচারক উক্ত মহিলার অতীতকালের খোরপোষের ব্যাপারে কোন ফয়সালা দিতে পারবে না। (মুহীত) বিচারক কর্তৃক খোরপোষ প্রদানের ফয়সালা দানের অথবা পরস্পর সম্মত হয়ে খোরপোষ সাব্যস্ত করে নেওয়ার আগে স্ত্রী যদি ঋণ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, তবে এই টাকা পয়সা স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে ফেরৎ নিতে পারবে না। বরং এক্ষেত্রে তাকে متطورة (নফল ব্যয়কারিণী)<sup>২</sup> বলে গণ্য করা হবে। চাই স্বামী উপস্থিত থাকুক বা বে-খবর হয়ে উধাও হয়ে গিয়ে থাকুক। বিচারক কর্তৃক বা পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে খোরপোষ সাব্যস্ত হওয়ার পর স্ত্রী যদি নিজের মাল থেকে ব্যয় করে জীবিকা নির্বাহ করে তবে স্ত্রী খরচকৃত এই টাকা-পয়সা স্বামীর নিকট থেকে ফেরৎ নিতে পারবে। এমনভাবে স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষে ঋণ গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে চাই বিচারকের নির্দেশে করুক বা নিজের থেকেই করুক, তবে এ অবস্থায়ও সে এই টাকা-পয়সা স্বামীর নিকট থেকে চেয়ে নিতে পারবে। অবশ্য পার্থক্য শুধু এই যে, মহিলা যদি আদালতের ফয়সালা ছাড়া নিজে নিজেই ঋণ করে তবে ঋণদাতা ব্যক্তি তার পাওনার জন্য শুধুমাত্র এই মহিলার নিকটই তাগাদা করতে পারবে। স্বামীর নিকট টাকা-পয়সা চাইতে পারবে না। আর বিচারকের নির্দেশে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে মহিলা পাওনাদার ব্যক্তিকে স্বামীর হাওয়ালা করতে পারবে এবং সেও স্বামীর নিকট নিজের পাওনা দাবী করতে পারবে। (বাদারে)

২৮. মাসআলা : আদালত মাসিক হারে কোন মহিলার খোরপোষ সাব্যস্ত করে দিয়েছে অথবা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে মাসিক হারে স্ত্রীর খোরপোষ নির্ধারণ করে নিয়েছে। তারপর স্বামী তার স্ত্রীকে কয়েক মাস পর্যন্ত খোরপোষের ব্যয় নির্বাহ করে। এ অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী এই দুই জনের কোন একজন যদি মারা যায়, তবে আমাদের মাসহাবে স্ত্রীর খোরপোষের পাওনা রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে উপরোক্ত অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তাহলে ও স্ত্রীর পাওনা রহিত হয়ে

১. অর্থাৎ যে বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ থাকে, কাযী কোন এক ইমামের মতের স্বপক্ষে রায় দিলে তা কার্যকরী হয়, পক্ষান্তরে ইমামদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ফয়সালা দিলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। (সম্পাদক)

২. নফল ব্যয়কারিণী এই অর্থে যে, স্ত্রী যেন নিজেই স্বতঃস্বেচ্ছা হয়ে স্বামীর দায়িত্ব আদায় করেছে, এরূপ ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী স্বামীর কাছে দাবী করতে পারে না। (সম্পাদক)



যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বিচারক ঐ মহিলার জন্য খোরপোষ ধার্য করে কিন্তু তাকে ঋণ গ্রহণের নির্দেশ না দিয়ে থাকে। যদি স্বামীর পক্ষে ঋণ গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং এ নির্দেশের ভিত্তিতে মহিলা ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তারপর তাদের কোন একজন মারা যায়, তবে স্ত্রীর পাওনা বাতিল হবে না। হাকিম শহীদ (র) তৎপ্রণীত 'মুখতাসার' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সহীহ মতামত। তালাকের মাসআলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ জওয়াব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (মুহীত) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অগ্রিম খোরপোষ দিয়ে দেয় এবং তা খরচ হওয়ার আগেই যদি তাদের কোন একজন মারা যায় কিংবা স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এই টাকা-পয়সাও ফেরৎ দেওয়া হবে না। যদিও তা অব্যয়িত থাকে। ফাতওয়া এর উপরই। (আন্ নাহরুল ফাইক) লেবাস পোষাকের হুকুম অনুরূপ। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)

২৯. মাসআলা : এক মহিলাকে তার স্বামী তিন তালাক দেওয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে। তারপর দ্বিতীয় স্বামী ও তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় স্বামীর তালাকের পর যখন সে (মহিলা) ইদত পালন করছে তখনও প্রথম স্বামী যদি তাকে খোরপোষ প্রদান করে উদ্দেশ্য হল, ইদতের পর তাকে বিয়ে করা অথচ ইদতের পর সে তাকে বিবাহ করল না, এ অবস্থায় সে তার দেওয়া খোরপোষ টাকা-পয়সা ফেরৎ পাবে কি না, এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ফযল (র) বলেন, সে যদি তাকে দিরহাম (টাকা-পয়সা) দিয়ে থাকে তবে তা ফেরৎ নিতে পারবে। কিন্তু 'সিলাহ' (سِلَاح) তথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করার নিয়তে দিয়ে থাকলে ফেরৎ নিতে পারবে না। কিন্তু অপরাপর মাশাইখে কিরাম বলেন, যদি প্রথম স্বামী এই শর্তে টাকা-পয়সা দেয় যে, আমি তোমাকে খোরপোষ এই জন্য দিচ্ছি যে, তুমি ইদতান্তে আমাকে বিয়ে করবে। এরূপ শর্তারোপ করে টাকা-পয়সা দেওয়ার পর চাই সে তাকে বিয়ে করুক বা না করুক উভয় অবস্থাতেই স্বামী ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীর নিকট থেকে তার দেওয়া টাকা-ফেরৎ নিতে পারবে। আর যদি এরূপ শর্তের কথা উল্লেখ না করে থাকে কিন্তু উরফের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, সে বিয়ের জন্যই এভাবে টাকা-পয়সা খরচ করছে তবে ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, সে এই টাকা আর ফেরৎ পাবে না। উসুতাদ যহীরুদ্দীন (র) বলেন, স্বামী সর্বাবস্থায়ই তার দেওয়া টাকা ফেরৎ নিতে পারবে। কেননা প্রথম স্বামী তাকে যা দিয়েছে এতো স্পষ্ট ঘুষ। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩০. মাসআলা : স্বামী যদি অভাব অনটনের মধ্যে থাকে এবং বিচারকের একথা জানা থাকে তবে বিচারক (আদালত) তাকে বন্দী করবে না। পক্ষান্তরে বিচারক যদি তার অভাব, অনটনের কথা না জানে এবং তার স্ত্রী খোরপোষ না দেওয়ার কারণে আদালতে এসে তাকে বন্দী করার আবেদন করে, তাহলে প্রথমবারের নালিশের পর বিচারক তাকে বন্দী করবে না। বরং অবগতি নোটিশ দিয়ে তাকে জানিয়ে দিবে যে, স্ত্রীর খোরপোষ না দিলে তাকে বন্দী করা হবে। এরপর স্ত্রী যদি আরো দুই বা তিনবার এসে তার বিরুদ্ধে একই নালিশ করে তাহলে এ অবস্থায় বিচারক তাকে বন্দী করবে। খোরপোষ ছাড়া

অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রেও দুই তিন মাসের জন্য বন্দী করে, তবে এ সময় তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর লাগবে। কোন কোন কিতাবে চারমাস বন্দী করে রাখার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এক্ষেত্রে কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট নেই। বরং বিষয়টি বিচারকের মতামতের উপর ন্যস্ত থাকবে। বিচারকের যদি প্রবল ধারণা হয় যে, তার মালামাল থাকলে অবশ্যই এই চাপের অবস্থায় সে ঋণ আদায় করে দিত। যেহেতু আদায় করছে না তাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তার কোন মালামাল নেই। কাজেই বিচারক তাকে ছেড়ে দিবে। তবে ঋণদাতা ব্যক্তি তার পেছনে লেগেই থাকবে। সে যেখানে যাবে সেও সেখানে যাবে। অবশ্য ঋণদাতা ব্যক্তি তার পাওনার কারণে ঋণগ্রহীতাকে কোন এক জায়গায় বসিয়ে আটকিয়ে রাখতে পারবে না এবং তার লেনদেনে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না। আর ঋণ গ্রহীতা বন্দী ব্যক্তি যদি ধনী হয় তবে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। অবশ্য ঋণদাতা যদি সম্মত হয় তবে বিচারক তাকে ছেড়ে দিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩১. মাসআলা : হাকিম বা বিচারক স্বামীর উপর খোরপোষ ধার্য করার পর স্বামী যদি তা দিতে অস্বীকার করে অথচ সে ধনী, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তাকে আটক করার দাবী করে, তবে বিচারক তাকে আটক করতে পারবে। অবশ্য প্রথম দাবীতেই তাকে আটক করা সমীচীন নয় বরং দুইবার বা তিনবার পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেওয়া চাই। ইত্যবসরে যতবারই সে বিচারকের আদালতে আসবে বিচারক ততবারই তাকে ভর্তসনা করবে ও ধমক দিবে। এরপরও যদি সে তার স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান না করে, তবে অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে যেমন বন্দী করার বিধান রয়েছে অনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও তাকে বন্দী করা হবে। (বাদায়ে) স্বামীকে জেলখানায় বন্দী করার কারণে স্ত্রীর খোরপোষ রহিত হবে না। বরং এ অবস্থায় বিচারক স্ত্রীকে ঋণ গ্রহণ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করার হুকুম দিবে। অতঃপর স্বামীর হাতে টাকা পয়সা আসলে সে তার এ টাকা উসূল করে নিবে। স্বামী যদি বিচারকের নিকট দাবী করে যে, আমার সাথে তাকেও বন্দী করুন। জেলখানায় আমার কামরায় আরো জায়গা আছে। এ দাবীর কারণে বিচারক স্বামীর সাথে স্ত্রীকেও বন্দী করবে না। বরং সে স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করবে এবং তার কারণে স্বামীকে বন্দী করে রাখা হবে। (মুহীত)

৩২. মাসআলা : খোরপোষ উসূলের জন্য যেহেতু স্বামীকে বন্দী করা বিচারকের জন্য জায়য, সেহেতু স্বামীর নিকট যদি খোরপোষ জাতীয় কোন জিনিষ থাকে তবে বিচারক তার অনুমতি ছাড়াই তা তার স্ত্রীকে দিতে পারবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। খোরপোষ জাতীয় নয় এমন কোন জিনিষ যদি স্বামীর নিকট থাকে তবে বিচারক নিজে (বা প্রতিনিধির মাধ্যমে) তা বিক্রি করবে না। বরং স্বামীকে আদেশ করবে যেন সে নিজেই ঐ পণ্য বিক্রি করে স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা করে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিচারক তার পক্ষ হতে এসব মালামাল বিক্রি করে দিতে পারবেন এবং এ ক্রয়-বিক্রয় কার্যকরীও হবে।



(বাদায়ে) সাহিবাইনের মতে বিচারক প্রথম বিবাদী স্বামীর আস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা করবে। যদি এর দ্বারা ঋণ এবং স্ত্রীর খোরপোষ পূর্ণ না হয়, তাহলে স্বামীর জমা-জমি বিক্রি করে স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা করা হবে। (যহীরা) যদি কারো একটি মাত্র পাগড়ী থাকে তবে স্ত্রীর খোরপোষ পরিশোধ করার জন্য তার এ পাগড়ীটি বিক্রি করার জন্য তার প্রতি চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা ঋণ পরিশোধ করার জন্য শরীরে পরিহিত লেবাস-পোষাক বিক্রি করার জন্য কাউকে বাধ্য করার বিধান নেই। সুতরাং খোরপোষের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩৩. মাসআলা : বিচারক খোরপোষ নির্ধারণ করে দেওয়ার পর কতদিন সময় অতিবাহিত হয়েছে, সে এ বিষয়ে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হয়, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর স্ত্রীর সাক্ষী অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) বিচারক যদি স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য স্বামীর উপর নির্দেশ জারী করে এবং স্বামীর নিকট স্ত্রীর মহরের টাকাও পাওনা থাকে, এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে কোন কিছু প্রদান করার পর যদি স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়, স্বামী বলে, আমি মহরের থেকে দিয়েছি আর স্ত্রী বলে যে, না তুমি খোরপোষ বাবত দিয়েছো, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম খাহারযাদাহ (র) বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এমন কিছু প্রদান করে যা সাধারণত মহর হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। আর যদি এমন জিনিষ প্রদান করে যা সাধারণত মহর হিসাবে দেওয়া হয় না, যেমন সারীদ (এক প্রকার খাদ্য) বা রুটির পেয়লা, ফল-ফলাদির খাঞ্জা ইত্যাদি, এ অবস্থায় স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (মুহীত) খোরপোষ হিসাবে যে প্রজাতির জিনিষ বা যে পরিমাণ জিনিষ দেওয়ার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হয়েছিল অথবা বিচারক নির্ধারণ করে দিয়েছিল সে বিষয়ে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হয়, তাহলে স্বামীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্ত্রীর গ্রহণযোগ্য হবে সাক্ষী প্রমাণাদি। স্বামী-স্ত্রীর নিকট কোন কাপড় থেরণ করার পর স্ত্রী যদি বলে, এটি সে হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে, আর স্বামী বলে না, বরং এটি আমি তাকে পোষাক হিসাবে দিয়েছি, তাহলে কসমের সাথে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য স্ত্রী যদি এই কথার স্বামী তাকে এটি হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে, তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি উভয়েই সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে, তবে এ অবস্থায় স্বামীর বক্তব্য গ্রহণীয় হবে। এমনভাবে তাদের প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে অন্যের স্বীকারোক্তি প্রদানের উপর সাক্ষী পেশ করে তাহলেও স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপ স্বামী তার স্ত্রীর জন্য দিরহাম পাঠিয়ে সে যদি বলে, আমি এগুলো খোরপোষ বাবত দিয়েছি, আর স্ত্রী বলে, সে এগুলো আমাকে হাদিয়া বাবত প্রদান করেছে, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (মাবসূত)

৩৪. মাসআলা : স্বামী যদি দাবী করে যে, আমি আমার স্ত্রীকে খোরপোষ দিয়েছি, আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবে কসমের সাথে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীত)

এক মহিলা আদালতে এসে বলল, আমার স্বামী লাপাত্তা হয়ে যেতে চাচ্ছে। (এটি সে তার কথাবার্তা বা হাভভাব দ্বারা বুঝেছে); আমি আমার খোরপোষের ব্যাপারে তার পক্ষ হতে যামিন চাই, (যামিন ছাড়া আমি তাকে ছাড়ব না।) তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, স্ত্রীর এরূপ দাবী করার অধিকার নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, ইস্তিহসান হিসাবে এক মাসের খোরপোষের জন্য কাউকে যামিন করা যেতে পারে। (এর বেশী সময়ের জন্য করা যাবে না।)। এর উপরই ফাতওয়া। স্বামীর যদি নিশ্চিত জানা থাকে যে, সে সফরে এক মাসের অধিক থাকবে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে এক মাসের অধিক সময়ের জন্য একজন যামিন বানিয়ে সফরে যাবে। (খুলাসা) যদি সেচ্ছায় এক ব্যক্তি অপর কোন পুরুষের স্ত্রীর খোরপোষ এরং মহরের যামিন হয়, তবে খোরপোষের যামানত তার বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু মাসিক খোরপোষ কত হবে, কি পরিমাণ হবে তা যদি উল্লেখ থাকে, তাহলে বাতিল হবে না। অর্থাৎ যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরামর্শ করে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ খোরপোষের উপর আপোষ মীমাংসা করে নেয় এবং এরপর কাউকে যামিন বানায় তবে এ হুকুম হবে। (যহীরা)

৩৫. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন মহিলার প্রতি মাসের খোরপোষের ব্যাপারে কফীল (যামিন) হয়, তবে সে কেবল এক মাসেরই যামিন হতে পারবে। যদি যামিনদার ব্যক্তি (মহিলাকে লক্ষ্য করে) বলে, আমি তোমার স্বামীর পক্ষ হতে এক বছরের খোরপোষের যামিন হলাম, তবে সে এক বছরের যামিন হিসাবে স্বীকৃত হবে। আর যদি বলে, আমি সর্বদার জন্য অথবা যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ততদিনের জন্য তোমার স্বামীর পক্ষ হতে তোমার খোরপোষের যামিন, তাহলে এই মহিলা যতদিন পর্যন্ত সে পুরুষের বিবাহ বন্ধনে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সে মহিলার যামিন হিসাবে বলবৎ থাকবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির স্ত্রীর এক মাস বা এক বছরের জন্য যামিন হওয়ার পর স্ত্রীর স্বামী যদি তাকে বায়িন বা রাজঈ তালাক প্রদান করে, তবে ইদতকালের খোরপোষ যামিন ব্যক্তির থেকে উসূল করা হবে। খোরপোষের ব্যাপারে কোন মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিচারকের আদালতে নালিশ করল। স্বামীর পিতা বলল, আমি তোমার খোরপোষ আদায় করে দিচ্ছি। এ বলে সে তাকে খোরপোষ বাবত একশত দিরহাম প্রদান করল। এরপর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল। তাহলে স্বামীর পিতা তার বউমাকে খোরপোষ বাবদ যা প্রদান করেছে তা ফেরৎ নিতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৩৬. মাসআলা : কোন মহিলা তার স্বামীকে খোরপোষের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত ঘোষণা করল এবং বলল, যতদিন পর্যন্ত আমি তোমার স্ত্রী থাকব ততদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে খোরপোষ দেওয়া থেকে মুক্ত। এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, বিচারক যদি তার জন্য খোরপোষ নির্ধারণ না করে থাকে, তবে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দায় মুক্ত করে দেওয়া বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি বিচারক তার খোরপোষ নির্ধারণ করে থাকে এবং প্রত্যেক মাসে দশ দিরহাম হারে নির্ধারণ করে থাকে তাহলে প্রথম মাসের দায় মুক্তি সহীহ হবে। এ ছাড়া অন্যান্য মাসের দায়মুক্তি সহীহ হবে না। যদি বিচারক কর্তৃক



খোরপোষ নির্ধারিত হওয়ার এক মাস পর স্ত্রী বলে, আগে পিছের সমস্ত খোরপোষের দায় দায়িত্ব হতে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। তবে অতীত সময়ের এবং ভবিষ্যতের এক মাসেরও খোরপোষের দায়িত্ব থেকে স্বামী মুক্ত হবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের বাকী সময়ের খোরপোষের দায়িত্ব থেকে স্বামী মুক্ত হবে না। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা) তাজনীস এবং মাযীদ এহুও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৩৭. মাসআলা : স্ত্রী যদি খোরপোষ বাবত মাসিক তিন দিরহাম প্রাপ্তির উপর স্বামীর সাথে আপোষ মীমাংসা করে নেয়, তবে তা জায়েয হবে। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে এক বছরের খোরপোষের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে স্বামী শুধু কেবল এক মাসের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে। তবে বিচারক যদি তার জন্য প্রতি বছরের খোরপোষ ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে, তাহলে স্বামী এক বছরের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩৮. মাসআলা : খোরপোষের ব্যাপারে আপোষ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল এই যে, যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলে খোরপোষের ব্যাপারে এমন বস্তুর উপর আপোষ মীমাংসা করে যা বিচারকের জন্যও খোরপোষ হিসাবে ধার্য করা জায়েয আছে, তাহলে তাদের এ আপোষ মীমাংসাকে খোরপোষ ধার্য করা বলে গণ্য করা হবে। একে معاوضة (পরস্পরের মধ্যে বিনিময় বলে) গণ্য করা হবে না। চাই এ আপোষ মীমাংসা বিচারকের পক্ষ হতে খোরপোষ ধার্য করার আগে হোক বা স্বামী-স্ত্রী কর্তৃক সলা-পরামর্শ করে মাসিক নির্দিষ্ট হারে খোরপোষ প্রাপ্তির উপর রাযী হওয়ার আগে হোক কিংবা এই দুই অবস্থার পরে হোক। সব অবস্থাতে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর, যদি এমন জিনিষের উপর তারা আপোষ মীমাংসা করে যা বিচারকের পক্ষে খোরপোষ হিসাবে ধার্য করা জায়েয নেই, যেমন তারা গোলামের উপর বা কাপড়ের উপর আপোষ মীমাংসা করল। এক্ষেত্রে এ আপোষ মীমাংসা যদি বিচারক কর্তৃক খোরপোষের ফয়সালা দেওয়া বা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মাসিক নির্দিষ্ট হারে খোরপোষ প্রাপ্তির উপর রাযী হয়ে যাওয়ার আগে হয়, তাহলে এ আপোষ মীমাংসাকে (صلح) খোরপোষ ধার্য করা বলে গণ্য হবে। আর যদি এ আপোষ মীমাংসা বিচারকের খোরপোষ ধার্য করার বা স্বামী স্ত্রীর পরস্পর মিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ খোরপোষ প্রাপ্তির উপর রাযী হওয়ার পরে হয়ে থাকে, তাহলে এ আপোষ মীমাংসাকে (معاوضة) (পরস্পর বিনিময়) বলে গণ্য করা হবে। এভাবে খোরপোষ ধার্য করা اعتبار (গণ্য করা) করার মধ্যে ফায়দা হল, এরূপ গণ্য করা অবস্থায় কমবেশী করা জাযিয়। সুলেহ্ তথা আপোষ মীমাংসা জাতীয় যত মাসাইল আছে সব এই মূলনীতির ভিত্তিতেই উদ্ভাবিত হবে।

৩৯. মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে মাসিক তিন দিরহামের উপর সুলেহ্ তথা আপোষ মীমাংসা করে, তারপর স্ত্রী বলে, এর দ্বারা আমার খোরপোষ হয় না, তাহলে এই স্ত্রীর তার স্বামীর নিকটে এ ব্যাপারে নালিশ করতে পারবে। প্রয়োজনে মুকাদমা দায়ের করতে পারবে, যাতে সে তার খোরপোষ বাড়িয়ে দেয়। স্বামী বিত্তশালী হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীর সাথে খোরপোষ বাবত মাসিক তিন দিরহাম প্রাপ্তির

উপর আপোষ মীমাংসা করার পর স্বামী যদি বলে, আমি তা দিতে পারবো না, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। কাজেই তাকে তিন দিরহাম পুরাপুরিই দিতে হবে। 'আল-কিতাব' একথা উল্লেখ আছে যে, বিচারক যদি তাকে এর থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে এর হুকুম ভিন্ন। অর্থাৎ বিচারক যদি মানুষের নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে, সে পূর্ণ তিন দিরহাম দিতে অক্ষম, তবে তার অপারগতা অনুসারে খোরপোষের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে। আর যে পরিমাণ তার দেওয়ার সামর্থ্য আছে, ঐ পরিমাণ তার উপর বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হবে। যদি এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগে এই তিন দিরহামের পরিবর্তে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এমন জিনিষের বিনিময়ে সুলেহ্ তথা আপোষ মীমাংসা করে যা খোরপোষ হিসেবে সাব্যস্ত করা বিচারকের জন্য জাযিয়, যেমন স্বামী সেই তিন দিরহামের পরিবর্তে স্ত্রীর সাথে তিন নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট মাখতুম্-এর বিনিময়ে আপোষ মীমাংসা করল, এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর আপোষ মীমাংসাকে খোরপোষ ধার্য করা তুল্য বলে গণ্য করা হবে। আর যদি এমন জিনিষের উপর তারা সুলেহ্ করে যা খোরপোষ হিসাবে নির্ধারণ করা বিচারকের জন্য জায়েয নেই, তবে এ সুলেহ্কে معاوضة (পরস্পর বিনিময়) বলে গণ্য করা হবে। খোরপোষের ব্যাপারে আপোষ মীমাংসা করা সম্বন্ধে যে মাসআলা আমরা উল্লেখ করেছি হুবহু এই মাসআলাই লেবাস-পোষাক সম্বন্ধে আপোষ মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪০. মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে ওয়াজিব লেবাস থেকে শুধুমাত্র ইয়াহুদীদের তৈরি লৌহ বর্ম; যুত্তী চাদর এবং শামী উড়নির উপর আপোষ মীমাংসা করে নেয়, তবে তা জাযিয় হবে। (যখীরা) স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে এক বছরের খোরপোষের স্থলে শুধুমাত্র পোষাকের উপর আপোষ মীমাংসা করে নেয় এবং স্ত্রীকে সে কাপড় দিয়েও দেয়, তবে তা জায়েয হবে। এরপর অন্য কোন ব্যক্তি যদি মালিকানা দাবী করে ঐ কাপড় নিয়ে যায় তবে দেখতে হবে, যদি এই আপোষ মীমাংসা বিচারক কর্তৃক তার জন্য খোরপোষ নির্ধারণ করে দেওয়ার অথবা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলে এক এক নির্দিষ্ট পরিমাণ খোরপোষ প্রদান ও প্রাপ্তি সাব্যস্ত করে নেওয়ার পরে হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে ঐ পরিমাণ খোরপোষ উসূল করে নিবে যা বিচারক তার জন্য ধার্য করে দিয়েছিল অথবা প্রথমবারে তারা আপোষে পরামর্শ করে যা সাব্যস্ত করেছিল। আর যদি বিচারক কর্তৃক খোরপোষ ধার্য করা বা তাদের আপোষ মীমাংসার আগে এটাই হয় প্রথম বারের মত আপোষ মীমাংসা, তাহলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কাপড়ের মূল্য উসূল করে নিবে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে খোরপোষের স্থলে মধ্যম ধরণের একটি খাদিম দেওয়ার উপর সুলেহ্ করল। কিন্তু এর জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করল না বা নির্দিষ্ট করল। তাহলে দেখতে হবে, যদি এ সুলেহ্ বিচারক কর্তৃক খোরপোষ নির্ধারণ করার অথবা স্বামী-স্ত্রীর কর্তৃক পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে খোরপোষ নির্ধারণের আগে হয়ে থাকে, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি এ সুলেহ্ বিচারক কর্তৃক খোরপোষ নির্ধারণ করার অথবা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হয়ে খোরপোষ নির্ধারণ করার পরে হয়ে থাকে, তাহলে জায়েয হবে না। (মুহীত)



৪১. মাসআলা : এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। তাদের মধ্যে একজন আযাদ এবং একজন দাসী। দাসীর থাকার জন্য তার মুনীব আলাদাভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ অবস্থায় স্বামী যদি তাদের খোরপোষের ব্যাপারে তাদের সাথে আপোস মীমাংসা করে এবং দাসীর জন্য আযাদ স্ত্রীর তুলনায় অধিক খোরপোষ প্রদানের শর্ত কবুল করে নেয়, তবে তা জায়েয আছে। পক্ষান্তরে মুনীব যদি দাসীর থাকার জন্য আলাদা কোন ঘরের ব্যবস্থা না করে, দিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার খোরপোষের ব্যাপারে স্বামীর সাথে সুলেহ করে, তবে এ সুলেহ জায়েয হবে না। কাজেই স্ত্রী সুলেহ করা সত্ত্বেও স্বামীর নিকট থেকে ধার্যকৃত বা সাব্যস্তকৃত খোরপোষ উসূল করতে পারবে। এমনিভাবে ফাসিদ নিকাহের অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে তার খোরপোষের ব্যাপারে সুলেহ করে, তবে তাও জায়েয হবে না। (যখীরা) স্ত্রীর জন্য ধার্যকৃত খোরপোষ এবং লেবাস-পোষাক থেকে অধিক খোরপোষ এবং লেবাস পোষাকের উপর স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে সুলেহ করে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ যদি غبن فاحش (অনেক বেশী) না হয়, তবে জায়েয হবে। আর যদি عین فاحش তথা অনেক বেশী ঠকবাজী হয়ে যায় সচরাচর হয় না, তাহলে এই অতিরিক্ত পরিমাণ প্রত্যাখ্যাত হবে এবং স্বামীর যিম্মায় স্ত্রীর জন্য স্বাভাবিক খোরপোষ ওয়াজিব হবে। (খুলাসা)

৪১. মাসআলা : গোলাম যদি মুনীবের অনুমতি সাপেক্ষে বিবাহ করে থাকে, তবে স্ত্রীর খোরপোষ গোলামের উপরই ওয়াজিব হবে। গোলাম যদি পরিশোধ করতে না পারে তবে তাকে এই দায়ে বারবার বিক্রি করা হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) তবে মুনীব ইচ্ছা করলে তাকে বিক্রি না করে তার পরিবর্তে ফিদয়া দিয়ে তাকে বেচাকেনা থেকে মুক্তি দিয়ে দিবে। যদি গোলাম মারা যায় তাহলে তার উপর যে দেয় ওয়াজিব হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে গোলাম নিহত হলে সে ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এটিই সহীহ অভিমত। (আল-জাওহরাতুন নায়্যারা) কোন মুদাব্বার গোলাম যদি নিজ মুনীবের অনুমতি সাপেক্ষে বিবাহ করে, তবে স্ত্রীর খোরপোষের বিষয়টি তার উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত হবে। মুকাতাব গোলামের হুকুমও অনুরূপই, যদি সে খোরপোষ দিতে অক্ষম না হয়। যদি অক্ষম হয় তবে তাকে বিক্রি করে হলেও স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা করা হবে। উপরোক্ত গোলাম জাতীয় লোকেরা যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তবে তাদের উপর স্ত্রীর খোরপোষ এবং মহর কিছুই ওয়াজিব হবে না। (কাফী) যদি মুদাব্বার গোলাম আযাদ হয়ে যায়, তবে তার বিবাহ সহীহ থাকবে। তখন তার উপর মহরও ওয়াজিব হবে এবং তখন থেকে তাকে স্ত্রীর খোরপোষও দিতে হবে। এ জাতীয় গোলাম যদি আংশিকভাবে আযাদ হয়ে যায়, তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার হুকুম মুকাতাব গোলামের অনুরূপ হবে। (মুহীত) মুনীব যদি নিজ দাসীকে নিজ গোলামের সাথে বিবাহ করিয়ে দেয়, তবে তার খোরপোষ মুনীবের উপরই ওয়াজিব হবে। চাই মুনীব তার দাসীর বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকুক বা না দিয়ে থাকুক। (কাফী) মুনীব যদি বলে, আমি তাকে খোরপোষ দিব না, তবে তাকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। (তাতারখানিয়া)

৪২. মাসআলা : মুনীব যদি নিজ কন্যাকে স্বীয় গোলামের নিকট বিবাহ দেয়, তবে তার কন্যার খোরপোষ তার দাসের উপরই ওয়াজিব হবে। (বাদায়ে) বিবাহিতা স্ত্রী যদি দাসী হয় এবং মুনীব তার বসবাসের জন্য ঘর তৈরী করে দিয়ে থাকে, তবে সে স্বামীর নিকট খোরপোষের অধিকারী হবে, অন্যথায় হবে না। মুদাব্বারা ও উম্মে ওয়ালাদ মহিলার হুকুমও অনুরূপই। থাকার জন্য স্ত্রীকে তার স্বামীর নিকট পূর্ণ সপিয়ে দেওয়া এবং মুনীবের তার থেকে কোনরূপ খিদমত না নেওয়া। মুনীব বিবাহিতা দাসীর জন্য ঘর তৈরী করে দেওয়ার পর, যদি তার থেকে খিদমত নিতে চায়, তবে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যখন বিবাহিতা দাসী মুনীবের খিদমত করবে তখন তার খোরপোষ স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। মুনীব উক্ত মহিলাকে স্বামীর বাড়ী বসবাস করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার পর সে যদি স্বেচ্ছায় কখনো মুনীবের বাড়ী আসে এবং তার খিদমত করে অথচ মুনীব তার থেকে খিদমত চায়নি, এ অবস্থায় ফকীহগণের মতে তার খোরপোষ রহিত হবে না। (বাদায়ে) মুনীব বাড়ী ছিল না এমতাবস্থায় মহিলা যদি মুনীবের বাড়ী আসে এবং তার পরিবারের লোকদের খিদমত করে, অতঃপর মুনীবের পরিবারের লোকেরা তাকে স্বামীর বাড়ী যাওয়া থেকে বারণ করে, তবে সে আর স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ পাবে না। (মুহীত)

৪৩. মাসআলা : মুকাতাবা মহিলা যদি মুনীবের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের বিবাহে আবদ্ধ হয়, তবে তার হুকুম আযাদ মহিলার অনুরূপ হবে। তার খোরপোষ প্রাপ্তির জন্য মুনীব কর্তৃক দাসীকে তার স্বামীর নিকট থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া অপরিহার্য নয়। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আমার মরহুম পিতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কোন মুনীব তার এক দাসীকে অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়ে দিল। বিবাহের পর সে দিনে মুনীবের খিদমত করে আর রাতে স্বামীর খিদমত করে', এ অবস্থায় তার খোরপোষ বহন করে কে? জবাবে তিনি বললেন, দিনের খোরপোষ মুনীব বহন করবে আর রাতের খোরপোষ স্বামী বহন করবে। (তাতার খানিয়া : ইয়াতীমার সূত্রে) যদি গোলাম, মুদাব্বার (গোলাম) বা মুকাতাব (গোলাম) ব্যক্তি মুনীবের অনুমতিতে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং কয়েকজন সন্তান তার থেকে প্রসবিত হয়, তবে সন্তানদের খোরপোষ দেওয়ার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। চাই তাদের মা আযাদ মহিলা হোক বা দাসী হোক বা মুদাব্বারা হোক বা উম্মে ওয়ালাদ হোক কিংবা মুকাতাবা হোক। স্ত্রী মুকাতাবা হলে সন্তানদের খোরপোষের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। আর স্ত্রী মুদাব্বারা বা উম্মে ওয়ালাদ হলে সন্তানদের হুকুমও তাদের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তাদের খোরপোষ ও মুনীবের উপর বর্তাবে। এই মহিলা যদি অন্য কোন ব্যক্তির দাসী হয় তবে তার সন্তানদের খোরপোষের দায়িত্বও তার মুনীবের উপর বর্তাবে। আর মহিলা যদি আযাদ হয়, তবে তার সন্তানদের খোরপোষের তার উপরই বর্তাবে যদি সে মালদার হয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীর যদি কোন মাল না থাকে তবে সন্তানদের খোরপোষের দায়িত্ব ঐ সমস্ত লোকদের উপর বর্তাবে যারা তাদের ওয়ারিস হবে। এক্ষেত্রে নিকটবর্তী ওয়ারিসের উপর প্রথম দায়িত্ব বর্তাবে। তারপর তৎপরবর্তী ওয়ারিসের উপর দায়িত্ব বর্তাবে। অনুরূপ



আযাদ ব্যক্তি যদি কোন দাসী, মুকাতাবা, উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বারাকে বিবাহ করে তবে দাস মুদারবার ও মুকাতাব স্বামীর ক্ষেত্রে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে এ ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। (যখীরা)

৪৪. মাসআলা : যদি দাসী উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বারার মুনীব গরীব হয় এবং সন্তানদের পিতা ধনী হয় তবে পিতাকে তাদের খোরপোষ দেওয়ার জন্য হুকুম করা হবে কিনা এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা রয়েছে। সন্তান যদি দাসীর গর্ভ হতে প্রসবিত হয়ে থাকে, তবে তার পিতার উপর খোরপোষের দায়িত্ব আসবে না। আর সন্তান যদি উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বারার গর্ভ হতে প্রসবিত হয়ে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে পিতাকেই তাদের খোরপোষ দেওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হবে। (মুহীত) তারপর পিতা মুনীবের নিকট থেকে তার দেয় উসূল করে নিবে (কাযীখান) এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুকাতাব এবং দাসীকে মুকাতাবা বানিয়ে দেওয়ার পর যদি এই মুকাতাবা দাসীকে মুকাতাবা গোলামের নিকট বিবাহ দেয় এবং তাদের কোন সন্তান জন্ম লাভ করে, তবে সন্তানের খোরপোষ তার মায়ের উপর ওয়াজিব হবে, পিতার উপর নয়। পক্ষান্তরে মুকাতাবা গোলাম যদি স্বীয় দাসীর সাথে সহবাস করে এবং তাতে কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে এই সন্তানের খোরপোষ মুকাতাবা ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। এমনভাবে মুকাতাবা গোলাম যদি কারো দাসীকে বিবাহ করে এবং তার থেকে কোন সন্তান জন্ম লাভ করে বা এখানো কোন সন্তান হয়নি, এমনভাবে সে নিজে তাকে খরীদ করে নিল, তারপর সন্তান ভূমিষ্ট হল, তাহলে এক্ষেত্রে সন্তানের খোরপোষ মুকাতাবের উপর বর্তাবে। (মুহীত)

৪৫. মাসআলা : স্বামীর উপর অপরিহার্য হল, শীতেও গরমে স্ত্রীর যা যা পোষাক প্রয়োজন তা তাকে নিয়মিতভাবে দিয়ে যাওয়া। (তাঁতারখানিয়া : আল-ইয়ানাবি এর সূত্রে) স্ত্রীকে বছরে দুইবার পোষাক দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। অর্থাৎ প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর তাকে পোষাক দিতে হবে। (মাবসূত) ছয় মাসে একবার করে পোষাক দেওয়া সাব্যস্ত করা হলে, ছয়মাস পরই সে অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই পোষাক ছিড়ে যায় বা ফেটে যায় তবে দেখতে হবে, যদি সাধারণতঃ ছিঁড়া বা ফাটার সময় না হয়ে থাকে তাহলে ছয় মাসের আগে তাকে পোষাক দেওয়া স্বামীর উপর অপরিহার্য হবে না। আর যদি সাধারণভাবে ব্যবহার করলেও এ সময়ে ছিড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে পুনরায় স্ত্রীকে পোষাক দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। যদি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও স্ত্রীর পোষাক অক্ষুণ্ণ থেকে যায় এবং তা যদি এই কারণে হয় যে, স্ত্রী আদৌ কাপড় পরিধান করেনি, অথবা অন্যের কাপড় পরিধান করেছে অথবা একদিন কাপড় পরিধান করেছে কিন্তু অন্য দিন পরিধান করেনি, তাহলে এ অবস্থায়ও স্ত্রীকে পোষাক দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে ওয়াজিব হবে না। (আল-জাওহারাতুন নাযার্যা) যদি খোরপোষ বা পোষাক নষ্ট হয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য নুতন খোরপোষ ও পোষাক বরাদ্দ করা যাবে না। পক্ষান্তরে মাহররাম আত্মীয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। (গাযাতুস্ সুরুজী)

৪৬. মাসআলা : স্ত্রীর বসার জন্য ফরাশ বা বিছানা দেওয়াও স্বামীর উপর ওয়াজিব। আর তা তার সামর্থ অনুসারে দিবে। স্বামী যদি ধনী হয় তাহলে শীতের দিনে উলের চাদর দিবে এবং গরমের দিনে দিবে চামড়ার বিছানা। আর গরীব হলে গরমের দিনে চাটাই এবং শীতের দিনে সাধারণ চাদর দিবে। উল্লেখ্য যে, উলের চাদর এবং চামড়া চাটাইয়ের উপরই বিছানো হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) 'আল-কিতাব' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে যে অবস্থায় খাদিম খোরপোষ পাবে সে সে অবস্থায় খাদিমকে লেবাস-পোষাকও দিতে হবে। স্বামী গরীব হলে, শীতের দিনে খাদিমকে সস্তা দামের কিরবামের একটি জামা, একটি ইয়ার (লুঙ্গি) ও একট চাদর দিবে এবং গরমের দিনে শুধুমাত্র একটি জামা ও একটি ইয়ার দিবে। আর ধনী হলে শীতের দিনে একটি যুস্তী জামা, একটি কিরামের ইয়ার ও একটি দামী চাদর দিবে এবং গরমের দিনেও অনুরূপ পোষাক প্রদান করবে। উল্লেখ্য যে, গরমের দিনের তুলনায় শীতের দিনে তাকে কিছুটা দামী পোষাক প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রী যদি খাদিমা থাকে তবে তাকে উড়নী দেওয়া স্বামীর উপর অপরিহার্য হবে না। চামড়ার মোজা বা সাধারণ মোজা দেওয়াও অপরিহার্য। ফকীহগণ বলেন, উক্ত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) খাদিমার জন্য যে লেবাস-পোষাকের কথা বলেছেন তা তাঁর দেশের রেওয়াজ অনুসারে বলেছেন। বস্তুতঃ লেবাস-পোষাকের বিষয়টি প্রত্যেক দেশের প্রচলন এবং সে দেশের শীত-গরমের প্রচণ্ডতার ভিত্তিতেই নিরূপিত হবে। (সব দেশের এক হুকুম প্রযোজ্য হবে না) সুতরাং বিচারক এদিকে লক্ষ্য করেই খাদিমার লেবাস-পোষাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খাদিমার লেবাস-পোষাক স্ত্রীর লেবাস-পোষাকের সমপর্যায়ের না হয়ে যায়। (মুহীত) এ সম্বন্ধে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

### দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর বাসস্থানের বিবরণ

১. মাসআলা : স্বামীর উপর ওয়াজিব হল, স্ত্রীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। অর্থাৎ বসবাসের জন্য তাকে এমন একটি ঘর দেওয়া যাতে স্বামী ও স্ত্রীর পরিবার-পরিজনের অন্য কেউ থাকবে না। কিন্তু মহিলা যদি স্বেচ্ছায় তাদের মাঝে থাকা পসন্দ করে তবে তা হবে স্বতন্ত্র কথা। (আইনী : শারহুল কান্য়) স্বামী তার স্ত্রীকে একা কোন এক বাড়িতে রেখেছে। এ অবস্থায় যদি বিচারকের আদালতে এ মর্মে অভিযোগ করে যে, স্বামী তাকে প্রহার করে এবং কষ্ট দেয়, কাজেই আপনি তাকে আদেশ দিন যেন সে আমাকে নেক্কার ও ভাল মানুষের নিকটে রাখে, তারা তার ভাল মন্দ দেখে, তাকে এ জাতীয় কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারবে। এক্ষেত্রে বিচারক যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, মহিলার অভিযোগ যথার্থ, তাহলে সে তাকে সতর্ক করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এরূপ সীমালংঘন না করে সে জন্য তাকে নিষেধ করবেন। আর এ ব্যাপারে সে যদি নিশ্চিত না হতে পারে, তাহলে দেখতে হবে, যদি ঐ বাড়ীর পার্শ্ববর্তী লোকেরা দীনদার ও নেক্কার হয়, তাহলে ঐ মহিলাকে তাদের কাছেই রাখা হবে এবং ঐ



প্রতিবেশীদেরকে তার স্বামীর আচার-আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি স্বামীর প্রতিবেশীরাও মহিলার অনুরূপ রিপোর্ট দেয় তাহলে বিচারক তাকে ধমক দিয়ে এ সীমালংঘনমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবেন। আর তারা যদি বলে না সে তাকে প্রহার করে না ও কষ্ট দেয় না। তাহলে বিচারক তাকে সেখানেই থাকতে দিবে। যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য কোন লোক না থাকেন অথবা আছে কিন্তু তারা স্বামীর দিকে কিছুটা অনুরক্ত, তাহলে বিচারক স্বামীকে আদেশ দিবেন যেন সে তার স্ত্রীকে কোন ভাল মানুষের মধ্যে রাখে। তারপর বিচারক তাদের নিকট তার স্বামীর অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং এ খবরের উপর ভিত্তি করেই সে তার ব্যাপারে ফরসালা করবেন। (মুহীত)

২. মাসআলা : স্ত্রী যদি সতীন এবং স্বামীর আত্মীয় যেমন তার মা প্রমুখের সাথে এক ঘরে বসবাস করতে অস্বীকার করে তবে ঘরের মধ্যে যদি বিভিন্ন কামরা থাকে এবং এর একটি স্বামী যদি স্ত্রীর জন্য খালি করে তালা-চাবিসহ পৃথক করে দেয়, এ অবস্থায় স্ত্রী-স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ পৃথক ঘরের ব্যাপারে আর দাবী করতে পারবে না। আর যদি ঘরের মধ্যে একই কামরা থাকে, তবে স্ত্রীর দাবী বহাল থাকবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, আমি তোমার দাসীর সাথে থাকব না, তবে তার এ দাবী যথার্থ বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে, আমি তোমার উম্মে ওয়ালাদের সাথে থাকব না তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান কার্যকরী হবে। (খহীরিয়া) বুরহানুল আইম্মা (র) অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করতেন। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) স্বামী যদি স্ত্রীর মাতা-পিতা বা তার মাহররাম কোন আত্মীয়কে স্বামীর বাড়িতে তার নিকটে আসার ব্যাপারে বাধা দিতে চায় তবে তা যথার্থ হবে কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, কন্যাকে দেখার জন্য সপ্তাহে একবার আসার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে স্বামী বাধা দিতে পারবে না। অবশ্য থাকার ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে। আমাদের মাশাইখে কিরাম ও অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। আর ফাতওয়াও এর উপরই। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) আবার কেউ কেউ বলেন, সপ্তাহে একদিন বাপের বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারে স্বামী তার স্ত্রীকে বাধা দিতে পারবে না। ফাতওয়া এর উপরই। (গায়াতুস সুরুজী) পিতা-মাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় যদি কন্যাকে দেখার জন্য আসতে চায়, তবে তাদেরকে বাধা দেওয়া যাবে কিনা এ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, মাহররাম আত্মীয় যদি কন্যাকে দেখার জন্য আসতে চায় তবে মাসে একবার আসার তার অধিকার থাকবে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে বাধা দেওয়া যাবে না। আর বলখের মাশাইখে কিয়াম বলেন, বছরে একবার তারা এ সুযোগ পাবে। আর এ মতামতের উপরই ফাতওয়া। অনুরূপভাবে কোন মহিলা যদি তার মাহররাম আত্মীয় যেমন খালা, ফুফু, বোন প্রমুখকে দেখার জন্য যেতে চায় তবে এ ক্ষেত্রেও একাধিক অভিমত রয়েছে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) স্ত্রীর মাতা-পিতা, তার অন্য স্বামীর ঘরের সন্তান এবং তার মাহররাম কোন আত্মীয়কে স্ত্রীর প্রতি নয়র করা এবং তার সাথে কথা বলার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার স্বামীর কোন অধিকার নেই। তারা তার সাথে যে কোন সময় কথা বলতে পারবে। (হিদায়া)

৩. মাসআলা : 'মাজমু'উন নাওয়াযিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মহিলা যদি ধাত্রীর কাজ করে বা মৃতকে গোসল করানোর কাজ করে বা তার উপর অন্য কারো হক থাকে কিংবা অন্য কারো উপর যদি তার হক থাকে, তাহলে সে স্বামীর অনুমতি নিয়ে বা অনুমতি ছাড়া উভয় অবস্থায়ই বাড়ী থেকে বের হতে পারবে। ফরয হজ্জের বিষয়টিও অনুরূপই। এছাড়া কোন অনাত্মীয় ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া বা তাদের শুশ্রূষা করতে যাওয়া বা অলীমার দাওয়াতে যাওয়ার ব্যাপারে স্বামী তার স্ত্রীকে অনুমতি দিবে না এবং যাওয়ার তার জন্য বৈধ হবে না। যদি স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী এসব প্রোগ্রামে যায় তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই গুনাহগার হবে। স্ত্রীকে হাম্মাম খানায়<sup>১</sup> যেতেও বাধা দেওয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে কোন ওয়াযের মাহফিলে যেতে অনুমতি দেয় যেখানে কোন বিদ্'আত নেই, তবে এই মাহফিলে যাওয়াতে কোন বাধা নেই। মহিলা তার গোলামের সাথেও সফরে বের হবে না। যদিও সে খাসী হয়। বর্তমানকালে মহিলা তার অগ্নিপূজক পুত্রও দুধ ভাইয়ের সাথে সফর করবে না। এমনিভাবে অপর কোন মহিলার সাথে বা মাহররাম বালকের সাথে যে এখনো বালিগ হয়নি সফর করা জায়েয নয়। কিন্তু কোন বালক যদি বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের হয় অর্থাৎ বার বা তের বছরের হয় তবে তার সাথে সফর করা জায়েয। যে নাবালিগা কন্যার এখনো যৌন-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়নি সে মাহররাম ছাড়াও সফর করতে পারবে। মহিলা তার কন্যার স্বামী, স্বামীর পুত্র এবং মায়ের স্বামীর সাথেও সফর করতে পারবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) স্বামীর ঘর থেকে তার কোন মালামাল তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা স্ত্রীর জন্য জায়েয নেই। মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ফরয রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

### তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইদত পালনকারী মহিলার খোরপোষের বিবরণ

১. মাসআলা : তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ইদত পালনকালে খোরপোষ এবং বাসস্থানের অধিকারী হবে। চাই তালাক রাজস্ট হোক বা বায়িন হোক বা তিন তালাক হোক। চাই মহিলা গর্ভবতী হোক বা না হোক। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি বিচ্ছেদ স্বামীর পক্ষ হতে হয়, তবে স্ত্রী খোরপোষের অধিকার হবে। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে যথার্থ কারণে হয় তবুও সে খোরপোষ পাবে। যদি তা না হক পাপাচারের ভিত্তিতে হয় তবে সে খোরপোষ পাবে না। আর যদি অন্যের কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তবুও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। লি'আনকারী মহিলা খোরপোষ এবং বাসস্থান পাবে। খুলা বা ঈলার কারণে স্ত্রী যদি বায়িনা হয়ে তবে সে খোরপোষ পাবে। স্বামী মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা স্ত্রীর মায়ের সাথে সঙ্গম করার কারণে যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবে এ অবস্থায়ও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। এমনিভাবে উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বারা মহিলা যদি

১. সম্ভবতঃ তৎকালীন হাম্মামখানায় বহু লোকের সমাবেশ হত, সেজন্য এ বাধা দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, অন্যথায় গোসলখানা বা টয়লেটেই গোসল করতে বাধা দেবার প্রশ্নই উঠে না। (সম্পাদক)



আযাদ হয়ে যায় এবং তারা তাদের স্বামীর নিকট থাকে, অথচ মুনীব তাদের বসবাসের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, এমতাবস্থায় তারা যদি বিচ্ছেদ বরণ করে নেয় তবুও তারা খোরপোষ পাবে। অনুরূপভাবে নাবালিগা স্ত্রী যদি বালিগা হওয়ার পর স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে বরণ করে নেয়, তবে এ অবস্থায়ও সে খোরপোষ পাবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতা না হওয়ার কারণে যদি সহবাসের পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তবে এক্ষেত্রেও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। (খুলাসা)

২. মাসআলা : স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে যায় অথবা স্বামীর ছেলে বা পিতার সাথে সহবাস করে অথবা কামোদ্দীপনার সাথে তাদের কাউকে স্পর্শ করে তবে সে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে খোরপোষ পাবে না। কিন্তু বাসস্থান পাবে। যদি জোরপূর্বক তার সাথে ব্যভিচার করা হয়, তবে তার খোরপোষ বাতিল হবে না। (বাদায়ে) ইদত বাকী থাকা অবস্থায়ই মুরতাদ মহিলা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সে খোরপোষ পাবে না। পক্ষান্তরে অবাধ্যতার কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর সে যদি অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাহলে খোরপোষ পাবে। (মুহীত : সারাখসী) এ সম্পর্কেও বিশেষ মূলনীতি রয়েছে। আর তা হল, যে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে স্ত্রীর খোরপোষ রহিত হয় না, কিন্তু ইদতের মধ্যে অন্য কোন কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে তার খোরপোষ বন্ধ হয়ে যায়, তারপর ইদতের মধ্যেই ঐ কারণ দূরীভূত হয়ে যায় তাহলে সে পুনরায় খোরপোষের অধিকারী হবে। আর যে ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণে স্ত্রীর খোরপোষ বাতিল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কারণ দূরীভূত হওয়া সত্ত্বেও ইদতের অবস্থায় স্ত্রী খোরপোষ পাবে না। (বাদায়ে)

৩. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর সে (স্ত্রী) মুরতাদ হয়ে যায় (নাউযবিল্লাহ) তবে তার খোরপোষ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে নয়। বরং এ কারণে যে, অবস্থায় তাকে বন্দী করে রাখা হবে যতক্ষণ না সে তাওবা করে। এ অবস্থায় সে স্বামীর বাড়িতে থাকতে পারবে না। কাজেই সে খোরপোষও পাবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী মুরতাদ হওয়ার পর যদি তাকে বন্দী না করা হয় এবং তখনও সে স্বামীর বাড়ীই থাকে তাহলে সে খোরপোষের অধিকারী হবে। মুরতাদ মহিলা যদি জেলখানায় থাকা অবস্থায় তাওবা করে এবং পুনরায় স্বামীর বাড়ী ফিরে আসে তাহলে কারণ দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে স্ত্রী পুনরায় খোরপোষ পাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক বা বায়িন তালাক প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে রাজঈ তালাকের ইদতের অবস্থায় স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে যদি তাকে প্রথমেই বন্দী করে রাখা হয়, তবে এ অবস্থায় সে খোরপোষ পাবে না। (কাফী)

৪. মাসআলা : স্ত্রী যদি ইদতের অবস্থায় স্বামীর পুত্র বা পিতার সাথে সঙ্গম করে অথবা তাদের কাউকে কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করে এবং সে যদি তালাকে রাজঈ ইদতের মধ্যে থাকে তবে, সে কোন খোরপোষ পাবে না। আর যদি বায়িন তালাকের

ইদতের মধ্যে থাকে অথবা তালাক ব্যতীত অন্য কোন বিবাহ বিচ্ছেদের ইদতের মধ্যে থাকে, তবে সে খোরপোষ এবং বাসস্থান পাবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ইদতের অবস্থায় মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তারপর আবার দারুল ইসলামে ফিরে এসে মুসলমান হয় কিংবা তাকে বন্দী করে দারুল ইসলামে আনা হয়, তারপর তাকে আযাদ করা হোক বা না হোক সে খোরপোষ পাবে না। (বাদায়ে)

৫. মাসআলা : স্ত্রী রেখে যে স্বামী মারা গেছে তাদের স্ত্রীগণ কোন খোরপোষ পাবে না। চাই তারা গর্ভবতী হোক বা না হোক। অবশ্য সে মহিলা যদি উম্মে ওয়ালাদ হয় এবং গর্ভবতী হয় তবে সে মৃতের সমুদয় মাল থেকে খোরপোষ পাবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ) কোন মহিলার উপর ইদত ওয়াজিব হওয়ার পর তার উপর কারো হক পাওনা থাকার কারণে যদি তাকে বন্দী করা হয়, তবে সে খোরপোষের অধিকারী হবে না। ইদত পালনকারী মহিলা যদি ইদত পালনের ঘরে সর্বদা না থাকে বরং কখনো থাকে আবার কখনো বের হয়ে যায় তবে সেও খোরপোষের অধিকারী হবে না। (যহীরিয়া) স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে স্বামীর বাড়ী ফিরে আসতে পারবে এবং তার থেকে খোরপোষ গ্রহণ করতে পারবে। মহিলার হায়িয বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যদি তার ইদত দীর্ঘায়িত হয়ে যায় তবে সে আয়িসা (হায়িয সর্বদার জন্য বন্ধ) হওয়া পর্যন্ত খোরপোষ পাবে। 'আইসা' হওয়ার পর সে মাসের হিসাব অনুসারে ইদত পালন করবে। হায়িযের মাধ্যমে ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার কথা যদি মহিলা অস্বীকার করে তবে কসমের সাথে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী কর্তৃক ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির ব্যাপারে স্বামী যদি সাক্ষী প্রমাণ উপস্থাপিত করে, তবে স্ত্রীর খোরপোষ বাতিল হয়ে যাবে। মহিলার উপর ইদত ওয়াজিব হওয়ার পর সে যদি নিজেকে গর্ভবতী বলে দাবী করে, তবে সে তালাকের সময় থেকে দুই বছর পর্যন্ত খোরপোষ পাবে। যদি দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়া পরও তার কোন সন্তান না হয় এবং এ সময় সে বলে, আমি নিজেকে গর্ভবতী বলে ধারণা করেছিলাম এবং এ সময় পর্যন্ত আমার কোন হায়িয আসেনি, এমতাবস্থায় সে যদি তার স্বামীর নিকট খোরপোষ চায় তাহলে হায়িয দ্বারা ইদত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত বা আয়িসা হয়ে মাসের হিসাব অনুসারে ইদত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে খোরপোষ পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৬. মাসআলা : মাসের গণনা অনুপাতে ইদত অতিক্রমকালে যদি তিন মাসের প্রত্যেক মাসেই তার হায়িয আসে এবং হায়িযের ভিত্তিতে ইদত পালন তার উপর ওয়াজিব হয়, তবে উক্ত মহিলা খোরপোষ পাবে। অনুরূপভাবে যে বালিকার সাথে সহবাস করা যায় একরূপ কোন বালিকা স্ত্রীকে যদি সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়, তবে স্বামী তাকে তিন মাস পর্যন্ত খোরপোষ দিবে। যদি এই তিন মাস ইদত

১. অর্থাৎ খোরপোষের দাবী করার অধিকার তার থাকবে, অন্যথায় সে তো দু'বছর যাবত খোরপোষ পেয়ে আসছে। এর পরেও কিতাবে বর্ণিত দুই পন্থার এক পন্থার সময় সীমা পর্যন্ত পাবে। (সম্পাদক)



অতিক্রমকালে তার হায়িয এসে যায় এবং নূতনভাবে হায়িযের মাধ্যমে সে ইদ্দত পালন করা শুরু করে, তবে এই ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে স্বামী তাকে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী খোরপোষ দিতে থাকবে। (বাদায়ে) যদি হরবী স্বামী-স্ত্রী দুইজনের কোন একজন মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তারপর অপরজন চলে আসে তাহলে স্ত্রী খোরপোষ পাবে না। ইদ্দত পালনকারী মহিলা-যেমনভাবে খোরপোষ পেয়ে থাকে এমনভাবে সে লেবাস-পোষাকও পাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : ইদ্দকালীন খোরপোষের ক্ষেত্রে মহিলার জন্য যা প্রয়োজন সে পরিমাণ খোরপোষ তাকে দিতে হবে। অর্থাৎ মধ্যম মানের খোরপোষ-তাকে প্রদান করবে। আর এটি সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নয়। কেননা এ খোরপোষ বিবাহের খোরপোষের মতই। কাজেই বিবাহের ক্ষেত্রে যেসকল প্রদান করা হয় এক্ষেত্রেও সেসকল খোরপোষ প্রদান করা হবে। ইদ্দত পালনকারী মহিলা যদি খোরপোষের জন্য কোন দাবী-দাওয়া না করে এবং বিচারক ও তার জন্য কোন খোরপোষ নির্ধারণ না করে থাকে আর এ অবস্থায় তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে তবে সে আর খোরপোষ পাবে না। (মুহীত) বিচারক যদি ইদ্দত পালনকারী মহিলার ইদ্দতের মধ্যে তার জন্য খোরপোষ নির্ধারণ করে দেয়, অতঃপর সে স্বামীর পক্ষে ঋণ গ্রহণ করুক বা না করুক, এ অবস্থায় স্বামীর নিকট হতে খোরপোষ হস্তগত করার আগেই তার ইদ্দত যদি খতম হয়ে যায়, তাহলে দেখতে হবে সে যদি বিচারকের নির্দেশে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তাহলে সে স্বামীর নিকট থেকে এ পরিমাণ টাকা উসূল করে নিবে। আর যদি বিচারকের নির্দেশ ছাড়াই ঋণ গ্রহণ করে থাকে অথবা সে আদৌ কোন ঋণ গ্রহণ করিনি, তবে কোন কোন ফকীহ-এর মতে তার খোরপোষ বাতিল হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। (জাওয়াহিরুল আখলাতী)

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রেখে উধাও হয়ে গেল। তারপর সে অন্য স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ হল এবং সে তার সাথে সঙ্গতও হল। ইত্যবসরে প্রথম স্বামী ফিরে আসল, তাহলে বিচারক দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার যে বিবাহ হয়েছে তা ভঙ্গ করে দিবে। এ সময় তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কিন্তু সে কোন খোরপোষ পাবে না। প্রথম স্বামীর উপরও ওয়াজিব হবে না এবং দ্বিতীয় স্বামীর উপরও ওয়াজিব হবে না। এক ব্যক্তি সহবাসের পর তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। তারপর সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই অন্য স্বামী গ্রহণ করল এবং তার সাথে সহবাস করল। এরপর বিচারক এই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার যে বিবাহ হয়েছে তা ভঙ্গ করে দিল, তাহলে সে খোরপোষ এবং বাসস্থান পাবে এবং প্রথম স্বামীর উপর তা ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। কোন ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সাথে নূতনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং এই দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসও করেছে, অতঃপর এ সম্বন্ধে বিচারক অবগত হয়ে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিল। এরপর প্রথম স্বামী এ বিষয়ে জানতে পেরে তাকে তিন তালাক দিয়ে দিল, তাহলে ঐ মহিলার উপর উভয় স্বামীর দিক থেকে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে এবং তার জন্য কারো উপরই খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৯. মাসআলা : কেউ তার দাসী স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদান করল অথচ সে তার দাসীকে তার স্বামীর সাথে থাকার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ফলে স্বামীর উপর খোরপোষও ওয়াজিব হয়েছিল। তারপর মুনীব তাকে তার নিজের খিদমতের জন্য ঐ ঘর থেকে বের করে দিল, তাহলে স্বামীর উপর থেকে খোরপোষ দেওয়ার যিম্মাদারী রহিত হয়ে যাবে। এরপর মুনীব যদি তাকে পুনরায় তার স্বামীর খিদমতে দিয়ে দিতে চায় যাতে সে তার থেকে খোরপোষ গ্রহণ করে, তবে মুনীবের এরূপ করার ইখতিয়ার থাকবে। আর মুনীব যদি তার বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে দিয়ে থাকে, এ অবস্থায় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, এ সময় মুনীব যদি চায় যে, সে ইদ্দতের অবস্থায় তার স্বামী বাড়িতে থাকুক যাতে খোরপোষের ব্যয়ভার সেই বহন করে, তাহলে স্বামীর উপর খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে মহিলা তালাকের দিন খোরপোষের অধিকারী হয়, তারপর আবার এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়-যে, সে আর খোরপোষের হক্কার থাকে না। এ জাতীয় মহিলার জন্য স্বামীর নিকটে পুনরায় ফিরে এসে খোরপোষ লাভ করা জায়েয হবে। আর যে মহিলা তালাকের দিন খোরপোষের অধিকারী হয় না তার জন্য এরূপ করা জায়েয নয়। অবশ্য অবাদ্য স্ত্রী হলে হবে। (বাদায়ে)

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন দাসীকে বিবাহ করল। কিন্তু তার মুনীব এখনো পর্যন্ত তাকে ভিন্নভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়নি অর্থাৎ স্বামীর সাথে বসবাসের সুযোগ করে দেয়নি। এ স্বামী যদি তাকে রাজঈ তালাক প্রদান করে, তবে মুনীব স্বামীকে হকুম করবে যেন সে তার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দেয় এবং তাকে খোরপোষ প্রদান করে। আর বায়িন তালাক দিয়ে থাকলে মুনীবের জন্য জায়েয হবে না তাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং খোরপোষের চাওয়া ও তার জন্য ঠিক হবে না। এটিই সহীহ অভিমত। কেননা স্বামীর সাথে বসবাসের ব্যবস্থা না করা অবস্থায় বায়িন তালাকের পূর্বেই সে খোরপোষের অধিকারী ছিল না কাজেই বায়িন তালাকের পর সে কোনভাবেই খোরপোষের অধিকারী হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) স্বামী রাজঈ তালাক দেওয়ার পর মুনীব যদি তাকে আযাদ করে দেয়, তবে স্ত্রী স্বামীর নিকট খোরপোষের চাইতে পারবে এবং বাসস্থানের দাবী করতে পারবে। কেননা সে এখন নিজের নফসের নিজেই মালিক মুনীব নয়। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদান করে থাকে, তবে স্বামী তার স্ত্রী সাথে একঘরে বসবাস করতে পারবে না এবং সে বাসস্থানও পাবে না। তবে খোরপোষ পাবে কিনা এ সম্বন্ধে সহীহ মত হল, খোরপোষ পাবে না। মুনীব যদি তার উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করে দেয়, তবে সে ইদ্দতের অবস্থায় খোরপোষ পাবে না। অনুরূপভাবে মুনীব মারা যাওয়ার পর তার উম্মে ওয়ালাদ যদি এ কারণে আযাদ হয়ে যায়, তবে সে মৃত মুনীবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে খোরপোষ পাবে না। কিন্তু যদি উম্মে ওয়ালাদের কোন সন্তান থাকে তবে তার মায়ের খোরপোষের অংশটি সে পাবে। (মুহীত)

১১. মাসআলা : খাসসাফ (র) তৎপ্রণীত 'কিতাবুন নাফাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী বিচারকের আদালতে উপস্থিত করে তার নিকট খোরপোষ



দাবী করল। তখন স্বামী বিচারককে বলল, আমি এক বছর পূর্ব তালাক দিয়ে দিয়েছি এবং এ সময়ের মধ্যে তার ইদতও শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্ত্রী তার তালাকের কথা অস্বীকার করছে। এ অবস্থায় বিচারক স্বামীর কথা গ্রহণ করবে না। যদি স্বামীর পক্ষে দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে অথচ বিচারক তাদেরকে চিনে না, তথাপিও বিচারক স্বামীকে হুকুম করবে যে যেন তার স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদান করে। যদি সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় বা মহিলা নিজেই এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এ বছরই তার তিন হায়িয শেষ হয়ে গিয়েছে, তবে স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে না। কিছু নিয়ে থাকলে তাও তাকে ফেরৎ দিতে হবে। (যখীরা) স্ত্রী যদি বলে, এ বছর আমার হায়িয আসেনি তবে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে খোরপোষ পাবে। স্বামী যদি বলে, আমার স্ত্রী আমাকে এ মর্মে জানিয়েছে যে, তার ইদত অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, তবে স্ত্রীর খোরপোষ বাতিল করার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (বাদায়ে)

১২. মাসআলা : যদি দুইজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে চাই স্ত্রী তালাকের দাবী করুক বা তালাকের কথা অস্বীকার করুক, এ অবস্থায় বিচারক তার স্বামীকে তার সাথে সহবাস করতে এবং বাধামুক্ত নির্জন বাস করতে নিষেধ করতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা যাচাই করার কাজে মশগুল থাকবে। এ ক্ষেত্রে বিচারক ঐ মহিলাকে তার স্বামীর বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারবে না। 'জামি' গ্রন্থে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এজন্য বিচারক কোন একজন বিশ্বস্ত মহিলাকে তার সাথে নিযুক্ত করে দিবে। সে তার স্বামীকে তার সাথে সহবাস করা থেকে নিবৃত্ত রাখবে। যদিও স্বামী বিশ্বস্ত পুরুষ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ঐ বিশ্বস্ত মহিলার খোরপোষ বায়তুল মাল বহন করবে। মহিলা যদি বিচারকের নিকট খোরপোষ দাবী করে এবং বলে যে, সে আমাকে দেয়নি অথবা বলে, সে আমাকে তালাক দিয়েছে কি দেয়নি তা আমি জানি না, তাহলে উক্ত মাসআলার নিম্নোক্ত অবস্থা হতে পারে।

স্বামী যদি তার সাথে সহবাস না করে থাকে তবে বিচারক তাকে খোরপোষ দেওয়ার ফয়সালা দিবে না। আর যদি সহবাস করে থাকে তবে বিচারক তাকে ইদতের খোরপোষ পরিমাণ খাদ্য প্রদানের জন্য ফয়সালা দিবে, যারত না সাক্ষীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে অবগত হবে। যদি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অনেক সময় চলে যায় এবং এতে ইদত অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে বিচারক ইদতের খোরপোষের অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার জন্য ফয়সালা দিবে না। যদি সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় এবং বিচারক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, তবে স্ত্রী যা গ্রহণ করেছে তা তাই থাকবে। আর যদি সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত না হয় তাহলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে যে খোরপোষ নিয়েছে, তা স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেওয়া স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। (মুহীত) স্বামী যদি স্ত্রীকে **مَالِكًا** (মালিক না বানিয়ে) কিছু দেয়, তবে তা ফেরৎ দিবে না। (তাতারখানিয়া)

১৩. মাসআলা : কোন মহিলা যদি অপর পুরুষের সাথে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার উপর সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপিত করে, তবে সাক্ষীদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ে স্ত্রী কোন খোরপোষ পাবে না। তা সত্ত্বেও বিচারক যদি ঐ মহিলার জন্য **مَصْلَحَة** (আপোষ মীমাংসার নিমিত্তে) খোরপোষ সাব্যস্ত করে দিতে চায়, তবে সে এভাবে বলবে, তুমি যদি তার স্ত্রী হও তবে আমি তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে এই পরিমাণ খোরপোষ সাব্যস্ত করলাম এবং এ ব্যাপারে সাক্ষীও রাখবে। যদি মাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং (এদিকে) মহিলা ঋণ করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর এ সময় সাক্ষীদের বিশ্বস্ততাও প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে বিচারক কর্তৃক খোরপোষ ধার্য হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে সে স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ নিয়ে নিবে। যদি স্বামী বিবাহের দাবীদার হয় এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তারপর স্বামী নিজ দাবীর উপর সাক্ষী কায়েম করে, তবে বিবাহ সাব্যস্ত হওয়ার পরও ঐ মহিলা খোরপোষ পাবে না। দুই বোনের প্রত্যেকেই দাবী করেছে যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করেছে, অথচ ঐ ব্যক্তি তা অস্বীকার করেছে। এমতাবস্থায় তারা উভয়ে যদি নিজ নিজ বিবাহ এবং স্বামীর সাথে সদ্ভত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী উপস্থাপন করে তবে সাক্ষীদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ে তারা উভয়ে শুধুমাত্র একজনের খোরপোষ পাবে। ইমাম খাসসাফ (র) বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এক মহিলা নিজ স্বামী থেকে এক মাসের খোরপোষ নিল। তারপর দুইজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, তারা দুইজন দুধ ভাইবোন তাহলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে এবং স্ত্রী যা নিয়েছে স্বামী তা তার থেকে ফেরৎ নিয়ে নিবে। (যহীরিয়া) আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

### চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নাবালিগ সন্তানের খোরপোষের বিবরণ

১. মাসআলা : নাবালিগ সন্তানকে খোরপোষ দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব। এতে অন্য কেউ তার সাথে শরীক থাকবে না। (আল-জাওহরাতুন নায়্যারা) বাচ্চা দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং শিশুর মা তখনও তার পিতার বিবাহ বন্ধনেই আছে, এ অবস্থায় শিশু যদি অন্য কারো দুধ পান করে, তবে তার মাকে দুধ পান করানোর জন্য বাধ্য করা যাবে না। সন্তান যদি অন্য মহিলার দুধ পান না করে, তাহলে শামসুল আইম্মা হলওয়ানী (র) বলেন, যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এক্ষেত্রেও সন্তানের মাকে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, মাকে বাধ্য করা যাবে। আর এক্ষেত্রে তিনি কোন দ্বিমতের কথা উল্লেখ করেন নি। এর উপরই ফাতওয়া। যদি পিতা এবং সন্তানের কোন মাল না থাকে তবে সকল ইমামের মতেই এ অবস্থায় সন্তানের মাকে স্তন্য দানের উপর বাধ্য করা যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এটিই সহীহ অভিমত। সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য যদি (পারিশমিকের বিনিময়ে) অন্য কোন মহিলা পাওয়া যায় এবং সন্তানের কোন মাল না থাকে তবে পারিশমিকের বিনিময়ে সন্তানকে দুধ পান করানো পিতার উপর ওয়াজিব। আর যদি সন্তানের মালামাল থাকে তবে স্তন্য দানের ব্যয় সন্তানের মাল থেকেই বহন করা হবে। (মুহীত)



২. মাসআলা : সন্তানকে তার মায়ের নিকটে রেখে দুধ পান করানোর জন্য কোন ধাত্রী তালাশ করা পিতার দায়িত্ব। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্তন্য দানকারী মহিলা পাওয়া যায়। যদি স্তন্য দানকারী কোন মহিলা না পাওয়া যায়, তবে স্তন্যদানের জন্য তার মাকেই বাধ্য করা হবে। কেউ কেউ বলেন, যাহিরী রিওয়ায়েত মতে, মাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। প্রথমোক্ত অভিমতটির প্রতি ইমাম কুদুরী এবং শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) গুরুত্ব আরোপ করেছেন (কাফী)। স্তন্যদানকারী মহিলাটির উপর অপরিহার্য নয় স্তন্য দানকালে সন্তানের মায়ের ঘরে অবস্থান করা, যদি এমনটির শর্ত না করা হয় এবং সন্তানও এর থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়। পক্ষান্তরে স্তন্যদানকারী মহিলা যদি মায়ের নিকটে দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং চুক্তিতেও মায়ের নিকটে দুধপান করানোর শর্ত আরোপ না করা হয়ে থাকে, তাহলে স্তন্যদানকারী মহিলা ইচ্ছা করলে তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে দুধ পান করাতে পারবে। অথবা সে বলবে, তোমরা সন্তানটিকে ঘরের দরজার নিকটে বের করে নিয়ে এসো, আমি তাকে তার মায়ের ঘরের আঙ্গিনায় দুধপান করাবো। তারপর পিতা সন্তানকে তার মায়ের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। আর যদি দুধদানের চুক্তিতেই একথা উল্লেখ থাকে যে, স্তন্যদানকারী মহিলা সন্তানের মায়ের নিকটেই তাকে দুধপান করাবে তবে শর্ত অনুসারে দুধপান করানো তার উপর অপরিহার্য। (শারহু জামিইস সাগীর : কাযীখান)

৩. মাসআলা : যদি কারো দাসী বা উম্মে ওয়ালাদের গর্ভ হতে সন্তান প্রসবিত হয় তবে মালিক সন্তানের স্তন্য দানের জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে পারবে। কেননা তাদের দুধ ও মানাফি (লাভালাভ) সবই মুনীবের। মুনীব যদি সন্তানকে অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করে দিতে চায় এবং সন্তানের মা চায় তাকে নিজে দুধপান করাতে তবে এ ক্ষেত্রে মুনীবের ইখতিয়ারই গ্রহণযোগ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একমাস পর্যন্ত বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য কোন মহিলাকে নিয়োগ করল। কিন্তু এই নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে ঐ বাচ্চাকে দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল। অথচ বাচ্চা এ মহিলার স্তন্য ছাড়া অন্য কারো স্তন্যই গ্রহণ করছে না, তাহলে দুধ পান করানোর চুক্তি বহাল রাখার জন্য উক্ত মহিলাকে বাধ্য করা হবে। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

৪. মাসআলা : কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে বা রাজস্ ইন্দত পালনকারী স্ত্রীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজ সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য নিয়োজিত করে তবে তা জায়েয হবে না। (কাফী) তালাকে বায়িনের ইন্দত পালনকারী স্ত্রী বা তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে স্তন্য দানের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করে, তবে ইব্ন যিয়াদ (র)-এর মতে সে দুধপান করানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিকের হক্কার হবে। (ফাতাওয়ায়ে জাওয়াহিরুল আখলাতী) রাজস্ পর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে তার সন্তানের স্তন্য দানের জন্য নিয়োগ করা হলে তা জায়েজ হবে। সন্তানের পিতা যদি তার মা সম্বন্ধে বলে, আমি তাকে স্তন্য দানের জন্য নিয়োগ করব না এবং সে অন্য কোন স্তন্যদানকারী

মহিলাকে নিয়ে আসে, এ অবস্থায় মা যদি বেগানা মহিলাকে দেয় পারিশ্রমিকের পরিমাণের উপর রাযী হয়ে যায় অথবা পারিশ্রমিক ছাড়াই দুধ পান করানোর জন্য রাযী হয়ে যায়, তবে সে স্তন্যদানের জন্য অধিক হক্কার বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে মা যদি বেগানা মহিলার তুলনায় অধিক পারিশ্রমিকের দাবী করে, তবে স্বামী তাকে দুধ পান করানোর জন্য বাধ্য করবে না। (কাফী)

৫. মাসআলা : স্বামী যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধ পান করানোর জন্য নিজের অপর কোন স্ত্রী বা ইন্দত পালনকারী স্ত্রীকে নিয়োগ করে তবে তা জায়েয আছে। (হিদায়া) স্ত্রী যদি তার স্বামীর সাথে সন্তানকে স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের পরিবর্তে অন্য কোন জিনিষের উপর সুলেখ (আপোষ মীমাংসা) করে এবং এ সুলেখ যদি বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বা তালাকে রাজস্ ইন্দতের অবস্থায় হয় তাহলে জায়েয হবে না। আর যদি তালাকে বায়িন বা তিন তালাকের ইন্দতের মধ্যে হয়, তবে দুই রিওয়ায়েতের কোন এক রিওয়ায়েত মতে জায়েয হবে। সুলেখ যদি নির্দিষ্ট বস্তুর উপর করে তবে তা জায়েয হবে। আর যদি অনির্দিষ্ট বস্তুর উপর করে, তাহলে জায়েয হবে না। কিন্তু ঐ অনির্দিষ্ট বস্তুটি যদি মজলিসেই হস্তান্তর করে দেওয়া হয়, তবে জায়েয হবে। উল্লেখ্য যে, যে যে অবস্থায় স্ত্রীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করা জায়েয এবং সে সে অবস্থায় স্বামী মারা যাওয়ার কারণে স্ত্রীর পাওনা রহিত হবে না। কেননা এটি পারিশ্রমিক-খোরপোষ নয়, কাজেই তা রহিত হবে না। (যখীরা)

৬. মাসআলা : সন্তানের দুধ পান শেষ হওয়ার পর তার খোরপোষের পরিমাণ বিচারক তার পিতার সঙ্গতি অনুসারে ধার্য করে দিবে এবং তা সন্তানের মায়ের নিকট হস্তান্তর করে দিবে। সে সন্তানের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় করতে থাকবে। যদি সন্তানের মা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি না হয়, তবে অন্য কোন মহিলার নিকট তা হস্তান্তর করবে এবং সে তার থেকে সন্তানের জন্য খরচ করবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল এবং ঐ স্ত্রীর আরো কয়েকজন না বালিগ সন্তানও রয়েছে। তখন স্ত্রী তাদের খোরপোষ সম্বন্ধে বলল, আমি তাদের পাঁচ মাসের খোরপোষ বুঝে পেয়েছি। তারপর স্ত্রী আবার বলল, আমি মাত্র বিশ দিরহাম বুঝে পেয়েছি। অথচ পাঁচ মাসে তাদের খোরপোষ হয় একশত দিরহাম। এ অবস্থায় উক্ত মাসআলার সমাধান কি হবে? এ সম্বন্ধে 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তারা 'নাফাকায়ে মিসল' (نفقه مثل) পাবে। অর্থাৎ সাধারণত এ পর্যায়ের লোকদের খোরপোষ যে মানের হয়ে থাকে তারাও সে মানের খোরপোষ পাবে। আর বিশ দিরহাম বুঝে পেয়েছি বলে, মহিলা যে কথা বলেছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। খোরপোষ বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদানের পর মহিলা যদি বলে যে, খোরপোষ সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাহলে সন্তানেরা তাদের পিতার নিকট থেকে পুনরায় নাফাকায়ে মিসল (সচরাচর তারা যে খোরপোষ পেয়ে থাকে অনুরূপ পরিমাণ খোরপোষ) পাবে। কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির যদি ছোট বাচ্চা থাকে এবং তার পিতা নিঃস্ব হলেও সে যদি উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তবে সে উপার্জন করে সন্তানের খোরপোষের ব্যবস্থা করবে।



(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যদি সে উপার্জন করে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করতে অস্বীকৃতি ব্যক্ত করে, তবে এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হবে, প্রয়োজন বন্দী করা হবে। (মুহীত)

৭. মাসআলা : গরীব পিতা যদি উপার্জন করতে সক্ষম না হয়, তবে বিচারক সন্তানের জন্য খোরপোষ নির্ধারণ করে দিবে এবং সন্তানের মাকে হুকুম করবে যেন সে তার স্বামীর পক্ষে ঋণ করে সন্তানের খোরপোষের ব্যবস্থা করে। তারপর যখন স্বচ্ছল হবে তখনও এ ঋণের (টাকা) স্বামীর নিকট হতে উসূল করে নিবে। অনুরূপভাবে পিতা সন্তানের খোরপোষ দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সন্তানকে না দেয়, তাহলে বিচারক তার জন্য খোরপোষ নির্ধারণ করে দিবে। মা ঋণ নিয়ে তার খোরপোষ চালিয়ে যাবে। তারপর ঋণের টাকা সন্তানের পিতার নিকট থেকে উসূল করে নিবে। এমনভাবে বিচারক সন্তানের খোরপোষ বাবদ কিছু দেয়া পিতার উপর ধার্য করে দিয়েছিল। কিন্তু পিতা খোরপোষ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। এ অবস্থায় সন্তানের মা যদি বিচারকের নির্দেশে ঋণ করে, সন্তানের ব্যয়ভার বহন করে তাহলে সে তার খরচকৃত টাকা সন্তানের পিতার নিকট থেকে উসূল করে নিবে। সন্তানের খোরপোষ অনাদায়ের কারণে পিতাকে বন্দী করা হবে। যদিও অন্যান্য ঋণের কারণে কাউকে বন্দী করা যায় না। যদি বিচারক পিতার উপর সন্তানের খোরপোষ ধার্য না করে থাকে এবং সন্তানের মাও ঋণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ না করে থাকে এবং বরং তারা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে, তবে মা পিতার নিকট থেকে কোন টাকা-পয়সা উসূল করতে পারবে না। যদি সন্তান ভিক্ষা করে অর্ধেক রুজির ব্যবস্থা করে, তবে পিতার উপর থেকে খোরপোষের অর্ধেক দেয় রহিত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বাকী অর্ধেকের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সহীহ হবে। অনুরূপভাবে বিচারক কারো উপর মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের খোরপোষ ধার্য করার পর তারা যদি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে, তবে এ অবস্থায়ও তারা যার উপর দেয় ধার্য করা হয়েছে তার থেকে কোন কিছু আর উসূল করে নিতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৮. মাসআলা : সন্তানের জন্য খোরপোষ নির্ধারণ করার পর বিচারক যদি সন্তানের মাকে তার ভরণ পোষণের জন্য ঋণ নেওয়ার জন্য আদেশ করে এবং মহিলাও ঋণ গ্রহণ করে তাকে ভরণপোষণ করে, তবে সন্তানের মা তার পিতা থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা উসূল করে নিতে পারবে। উল্লেখ্য এ খোরপোষের টাকা স্ত্রীকে পরিশোধ করার আগেই স্বামী যদি মারা যায়, তবে স্ত্রী-স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তা উসূল করতে পারবে কি না এ সম্বন্ধে 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সে তা করতে পারবে। এটিই সহীহ অভিমত। আর সন্তানের মা যদি বিচারকের আদেশ ছাড়াই ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তারপর স্বামী এই ঋণ পরিশোধ করার আগেই যদি মারা যায়, তাহলে স্বামী মালামাল রেখে গেলেও স্ত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার যে পাওনা উসূল করে নিতে পারবে না, এ বিষয়ে ফকীহগণ সকলেই একমত। (যখীরা)

৯. মাসআলা : দুধ ছাড়ার পর যদি সন্তানের কোন মালামাল থাকে, তবে এই মালামাল থেকেই তার খোরপোষের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। (মুহীত) আর যদি নাবালিগের মাল থাকে এবং তা অনুপস্থিত থাকে, তবে পিতাকে আপাতত খরচ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম করা হবে এবং পরে সে তার মাল থেকে ঐ পরিমাণ অর্থ নিয়ে নিবে। সন্তানের পিতা যদি আদালতের নির্দেশ ছাড়াই ব্যয় করে, তবে সে এ টাকা আর ফেরৎ পাবে না। কিন্তু খরচ করার সময় পিতা যদি কাউকে সাক্ষী রাখে যে, সে এ টাকা ফেরৎ নিয়ে নিবে, তাহলে ۱۰ (আল্লাহর নিকটে) সে এ টাকা উসূল করে নিতে পারবে। আর যদি সাক্ষী না রাখে কিন্তু ফেরৎ লওয়ার নিয়তে সন্তানকে খোরপোষ প্রদান করে, তবে এ অবস্থায়ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সাক্ষী রাখা ব্যতীত প্রদত্ত খরচা ফেরৎ নিতে পারবে না। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ) যদি না বালিগ সন্তানের যমীন, চাদর বা অন্য কোন কাপড় থাকে এবং তার খোরপোষের চালানোর জন্য পিতার এগুলো বিক্রি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সে এগুলো বিক্রি করেও তার খোরপোষ চালাতে পারবে। (যখীরা)

১০. মাসআলা : নাবালিগের পিতা ও দাদা আছে। পিতা গরীব আর দাদা হল ধনী। নাবালিগের ও মাল আছে। কিন্তু তা তার কাছে নেই। তাহলে বর্তমানে দাদাকে হুকুম করা হবে, তার খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আর এ খরচা পিতার উপর ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। পরে পিতা এ টাকা-পয়সা তার (অর্থাৎ নাবালিগের) মালামাল থেকে উসূল করে নিবে। আর যদি নাবালিগের কোন মালামালই না থাকে, তবে এ টাকা পিতার উপর ঋণ হিসাবেই থাকবে। সে নাবালিগের টাকা-পয়সা থেকে তা উসূল করে নিতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) 'কুদুরী' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধতম অভিমত হল, গরীব পিতা মৃত ব্যক্তির হুকুমে পরিগণিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ অবস্থায় খোরপোষ দাদার উপর ওয়াজিব হবে। (যখীরা) নাবালিগের পিতা যদি পঙ্গু হয় এবং নাবালিগের কোন মালামাল না থাকে, তবে দাদাকে খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রায় দেওয়া হবে। কিন্তু দাদা এ দেয় কারো থেকেই ফেরৎ নিতে পারবে না। এমনভাবে যদি নাবালিগের মা বা দাদী ধনী হয় এবং তার পিতা গরীব হয়, তবে তাদেরকে হুকুম করা হবে নাবালিগের খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের দেওয়া এ ব্যয় পিতার উপর ঋণ হিসাবে গণ্য হবে, যদি সে পঙ্গু না হয়। কিন্তু পঙ্গু বলে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। কাফিরের সন্তান যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে এই সন্তানের খোরপোষ দেওয়ার জন্য কাফির পিতাকে বাধ্য করা হবে। এমনভাবে মুসলিম ব্যক্তিকে বাধ্য করা হবে তার কাফির পঙ্গু সন্তানকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১. '۱۰' এর সঠিক অর্থ আইনের আওতায় পড়ে না, কিন্তু নৈতিকতা বা মানবতাবোধের প্রেরণায় কাজটি করণীয়। অনুবাদক 'আল্লাহর নিকটে' লিখেছেন, সম্ভবতঃ এই অর্থে যে, আইনের আওতায় না আসলেও আল্লাহ তায়ালার কাছে কাজটি অনুমোদনযোগ্য বা প্রশংসনীয়। (সম্পাদক)



১১. মাসআলা : পিতা ছাড়া সন্তানের যত আত্মীয় আছে তাদের মধ্যে সন্তানের মা-ই তার খোরপোষের ব্যয় বহন করার জন্য উত্তম। সুতরাং কোন সন্তানের পিতা যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার মাতা ও দাদা যদি বিত্তশালী হয়, তাহলে সন্তানের মাকে তার নিজস্ব মালামাল থেকে সন্তানের খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম করা হবে। তারপর সে সন্তানের পিতার নিকট থেকে তার খরচকৃত টাকা-পয়সা ফেরৎ নিয়ে নিবে।<sup>১</sup> দাদাকে এ হুকুম করা হবে না। (যখীরা) মা যদি সন্তানদের অর্ধেক খরচা বহন করে তবে এ পরিমাণই সে ফেরৎ নিতে পারবে। (খুলাসা) গরীব পিতার যদি বিত্তশালী কোন ভাই থাকে, তবে তাকে হুকুম করা হবে সন্তানের খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর সে এ টাকা সন্তানের পিতার নিকট থেকে ফেরৎ নিয়ে নিবে। (মুহীত : সারাখসী)

১২. মাসআলা : পুত্র সন্তান যদি উপার্জন করার বয়সে পদার্পণ করে কিন্তু এখনো বালিগ না হয় তবে পিতা ইচ্ছা করলে তাদেরকে কোন কাজে নিয়োগ করতে পারবে। অতঃপর তারা যা উপার্জন করবে তা তাদের জন্য ব্যয় করবে। কিন্তু এ বয়সী কন্যা সন্তানকে কোন কাজে বা খিদমতে নিয়োগ করা পিতার জন্য জাযিয় নেই। (খুলাসা) পুত্র সন্তানদেরকে কাজে নিয়োগ করার পর তারা যা কামাবে বা উপার্জন করবে পিতা তা তাদের জন্য ব্যয় করবে। অতঃপর যদি এর থেকে কিছু বেঁচে যায়, তাহলে পিতা তাদের জন্য সেগুলো হিফাযত করে রাখবে। তারা বালিগ হলে তা তাদের নিকট হস্তান্তর করবে, যেমন অন্যান্য মালামালের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। পিতা যদি অপচয়কারী ও অপব্যয়ী হয় এবং এমন হয় যে তার উপর আস্তা করা যায় না, তাহলে বিচারক এ টাকা-পয়সা তার থেকে নিয়ে অন্য কোন আমানতদার ব্যক্তির নিকট রাখবে, যে তাদের পক্ষে এ টাকা পয়সা সংরক্ষণ করবে। তারপর তারা বালিগ হলে তা তাদের নিকট হস্তান্তর করবে। (মুহীত) ইমাম হুওয়ানী (র) বলেন, যদি সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান হয় এবং তাকে কেউ শ্রমিক নিয়োগ করতে না চায়, তবে সে অপারগ বলে গণ্য হবে। এমনভাবে তালিবুল ইল্ম-শিক্ষার্থী যারা উপার্জন করতে অপারগ এবং যাদের উপার্জনের কোন সুযোগ নেই তারা যতদিন পর্যন্ত ইল্মে দীন হাসিলে মশগুল থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের পিতার উপর থেকে তাদের খোরপোষ প্রদানের দায়িত্ব রহিত হবে না। অবশ্য তাদের মধ্যে এই ইল্ম হাসিলের যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। কিন্তু যারা ফালসাফা ও দর্শনের জ্ঞান হাসিলে নিয়োজিত, তাদের পিতার উপর তাদের খোরপোষ প্রদান করা অপরিহার্য নয়; বরং মুস্তাহাব। আর সন্তান যদি ইল্মে দীন হাসিলের কাজে মশগুল থাকে এবং তাদের উপার্জনের পথও উন্মুক্ত থাকে, তবে তাদের খোরপোষ দেওয়া ও পিতার উপর ওয়াজিব নয়। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

১৩. মাসআলা : কন্যা সন্তানের যদি নিজস্ব কোন মালামাল না থাকে, তবে তাদের বিবাহ-শাদী না হওয়া পর্যন্ত তাদের খোরপোষ প্রদান করা পিতার উপর ওয়াজিব। (খুলাসা) বালিগ পুত্র সন্তানকে খোরপোষ দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু তারা

১. যদি পরবর্তীতে পিতা মালের মালিক হয়। (সম্পাদক)

যদি রোগ-ব্যাধি বা পঙ্গুত্বের কারণে উপার্জন করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের খোরপোষ প্রদান করা পিতার উপর ওয়াজিব। সে সন্তান কাজ করতে সক্ষম বটে কিন্তু ভালভাবে কাজ করতে সক্ষম নয় সেও অক্ষম হিসাবেই গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) নাবালিগ সন্তান যদি গরীব বা পঙ্গু হয় তবে স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়াও তার পিতার উপরই বর্তাবে। কেননা তাকে খোরপোষ দেওয়াও নাবালিগ পুত্রকে প্রতিপালন করার অন্তর্ভুক্ত। 'মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নাবালিগ পুত্রের স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য তার পিতাকে বাধ্য করা যাবে না। (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার) বালিগ ব্যক্তি যদি পঙ্গু বা লুলা হয় অথবা তার উভয় হাত যদি এমন অবশ হয় যার দ্বারা কোন কাজ করা যায় না অথবা যদি মতিভ্রম বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং তার যদি মালামাল থাকে, তবে তার মালামাল থেকেই তার ব্যয় নির্বাহ করা হবে। আর যদি তার কোন মালামাল না থাকে এবং তার পিতা বা মাতা বিত্তবান হয়, তবে তার পিতার উপরই তার খোরপোষ ওয়াজিব হবে। এ জাতীয় ব্যক্তি যদি বিচারকের নিকট আবেদন কর যে, তিনি যেন তার জন্য তার পিতার উপর খোরপোষ ধার্য করে দেন, তাহলে বিচারক তার জন্য খোরপোষ ধার্য করে দিবেন এবং পিতা তার জন্য ধার্যকৃত খোরপোষ তাকে নিয়মিতভাবে দিতে থাকবে। (মুহীত)

১৪. মাসআলা : নাবালিগ সন্তানের মা যদি তাদের পিতার সাথে সন্তানদের খোরপোষের পরিবর্তে অন্য কিছুর উপর সুলেহ করে নেয়, তবে তা সহীহ হবে। চাই পিতা ধনী হোক বা গরীব হোক। সুলেহ হওয়ার পর দেখতে হবে, যদি খোরপোষের তুলনায় সুলেহকৃত মালামালের পরিমাণ অধিক হয় এবং এ অতিরিক্ত পরিমাণ যদি লঘু ঠকবাজি (غبن يسير) -এর অন্তর্ভুক্ত হয় তবে عفو (ধর্তব্য নয়) বলে গণ্য হবে। আর যদি গুরু ঠকবাজি (غبن فاحش) এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে এ বেশী পরিমাণ বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে মালের উপর সুলেহ করা হয়েছে তা যদি খোরপোষের পরিমাণ থেকে কম হয় যেমন তারা এমন পরিমাণের উপর সুলেহ করল যার দ্বারা সন্তানের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হয় না, তাহলে বিচারক দেয় বস্তুর পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিবে যাতে তাদের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হয়। (যখীরা)

১৫. মাসআলা : কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির মালামাল যদি বাড়ীতে থাকে তবে বিচারক কাউকে এ মালামাল থেকে খরচ করার জন্য রায় জারী করতে পারবে না। অবশ্য কয়েক ব্যক্তিকে তার মালামাল থেকে খরচ করার জন্য হুকুম দিতে পারবে। তারা হল, গরীব পিতামাতা, অভাবগ্রস্ত না বালিগ সন্তান চাই তারা পুত্র হোক বা কন্যা।

অভাবগ্রস্ত বালিগ পুত্র যারা উপার্জন করতে অক্ষম, অভাবগ্রস্ত বালিগ কন্যা সন্তান এবং স্ত্রী। ঐ ব্যক্তির মালামাল যদি তাদের নিকট মজুদ থাকে এবং বংশধারা সুপ্রসিদ্ধ হয় অথবা বিচারক যদি তাদের বংশ ধারা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে, তাহলে বিচারক তাদেরকে ঐ ব্যক্তির মালামাল থেকে খোরপোষ বাবত ব্যয় চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে হুকুম দিবে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি তাদের বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে এবং তাদের



কেউ যদি বিচারকের নিকট আবেদন করে যে, যে সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা তার বংশধারা প্রমাণ করতে পারবে তাহলে আদালত তার সাক্ষ্য প্রমাণ গুনবে না। অর্থাৎ গ্রহণ করবে না। যদি সে অনুপস্থিত ব্যক্তির মালামাল তাদের নিকট মজুদ না থাকে বরং অন্য কারো নিকট আমানত থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তিও প্রদান করে থাকে, তাহলে বিচারক তাদেরকে ঐ ব্যক্তির মালামাল থেকে খোরপোষের ব্যয় নির্বাহ করার আদেশ জারী করবে। এমনিভাবে কারো নিকট যদি তার পাওনা থাকে এবং সে তা স্বীকার করে তবে এক্ষেত্রে ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যার নিকট মাল গচ্ছিত রাখা হয়েছে সে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি এ বিষয়টি অস্বীকার করে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন যদি এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত করতে চায়, তবে তাদের কথার প্রতি কোন জরফত করবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য, হবে যদি উক্ত ব্যক্তির মালামাল খোরপোষ তথা দিরহাম দীনার বা খাদ্য-দ্রব্য জাতীয় বস্তু হয়। (বাদয়ে)

১৬. মাসআলা : অনুপস্থিত ব্যক্তির মালামাল যদি তার পিতামাতা, সন্তান বা স্ত্রীর নিকট থাকে এবং তা যদি তাদের প্রাপ্য বস্তুর সম ধরণের হয় এবং তা থেকে তারা নিজেদের খোরপোষের জন্য ব্যয় করে; তাহলে তা জাযিয হবে। এতে তাদের উপর যামানত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি মালামাল তাদের ব্যতীত অন্য কোন মানুষের নিকট থাকে এবং সে যদি ঐ মাল বিচারকের নির্দেশে তাদেরকে প্রদান করে অতঃপর তারা নিজেদের জন্য তা থেকে খরচ করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে কোনরূপ যামানত দিতে হবে না। আর সে যদি কাযীর নির্দেশ ছাড়া তাদেরকে মালামাল প্রদান করে থাকে তাহলে তাকে এ মালের যামানত দিতে হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির রেখে যাওয়া মালামাল তাদের হুকুক জাতীয় মালামাল হয়। পক্ষান্তরে তা যদি তাদের হুকুক জাতীয় মালামাল না হয় এবং আত্মীয়গণ যদি ঐ মাল বিক্রি করে নিজেদের খোরপোষের ব্যয় চালিয়ে যেতে চায়, তবে এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত যে, অভাবগ্রস্ত পিতা ব্যতীত অন্য কেউই অনুপস্থিত ব্যক্তির জমা-জমি বিক্রি করতে পারবে না এবং খোরপোষের বিনিময়ে তার মাল-সামান ও বিক্রি করতে পারবে না। অবশ্য পিতা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সে খোরপোষের বিনিময়ে স্থানান্তরযোগ্য মালামাল বিক্রি করতে পারবে। এটি ইস্তিহাসনের কথা। কিন্তু যমীন বিক্রি করতে পারবে না। অবশ্য অনুপস্থিত সন্তান যদি না বালিগ হয় তবে বিক্রি করতে পারবে। এটি 'কিতাবুল মাফকুদ' এ বর্ণিত ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। আর এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত যে, যে ব্যক্তির উপর অন্য কারো খোরপোষের ওয়াজিব সে যদি হাযির থাকে তবে তার জমা-জমি বা মাল সামান বিক্রি করার কারো ইখতিয়ার নেই। (মুহীত)

১৭. মাসআলা : পিতা যদি নাবালিগ সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তবে সন্তানদের খোরপোষ তাদের পাওনা অংশ থেকে নির্বাহ করা হবে। অন্যান্য ওয়ারিসদের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ওয়ারিসদের খোরপোষ তাদের পাওনা মীরাসের অংশ থেকে নির্বাহ করা হবে। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর খোরপোষ

ও তার পাওনা অংশ থেকে প্রদান করা হবে। চাই সে গর্ভবর্তী হোক বা না হোক। এরপর দেখতে হবে, যদি কাউকে অসী (অসিয়াত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত) নিয়োগ করে যায় তবে ঐ 'অসী' ব্যক্তিই তার নাবালিগ সন্তানদের খোরপোষ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাহী ব্যক্তি হিসাবে কাজ করে যাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে অসী না বানিয়ে যায়, তবে বিচারক তাদের সম্পত্তি অনুপাতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রত্যেকের খোরপোষ নির্ধারণ করে দিবে। এমনি বিচারক নাবালিগ সন্তানের জন্য প্রয়োজন হলে একজন গোলামও খরীদ করে দিবে, সে তার খিদমত করবে। কেননা গোলাম খরীদ করে দেওয়া ঐ সন্তানের কল্যাণ কামিতার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও যে সব বিষয় ঐ সন্তানের জন্য কল্যাণকর বলে, বিবেচিত হবে, বিচারক তার মাল থেকে ঐসব বিষয়াদি তাকে সংগ্রহ করে দিবে। কোন ব্যক্তি অসী নিয়োগ না করে মারা যাওয়ার অবস্থায় যদি তার দুই ধরনের সন্তান থাকে, অর্থাৎ কতক সন্তান বালিগ এবং কতক সন্তান নাবালিগ থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের খোরপোষ তাদের নিজ নিজ অংশ থেকে নির্বাহ করা হবে। যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এক্ষেত্রে বিচারক একজনকে অসী নিয়োগ করে দিবে। সে তার মালামাল থেকে তাদের জন্য ব্যয় করে যাবে। যদি সে শহরে কোন বিচারক না থাকে, এ অবস্থায় যদি বালিগ সন্তানেরা নাবালিগদের অংশ থেকে তাদের খোরপোষ চালিয়ে যায়, তবে তারা এ খোরপোষের জন্য যামিন হবে। এটি আইনের কথা। কিন্তু দিয়ানাতান-মানবিক দিক থেকে তাদের উপর কোনরূপ যামানত ওয়াজিব হবে না। (যখীরা)

১৮. মাসআলা : আমাদের মাশাইখে কিয়াম বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে ছিল। হঠাৎ করে তাদের একজন বেহুশ হয়ে যায়। তখন সুস্থ সাথী ঐ বেহুশ ব্যক্তির মালামাল থেকে তার জন্য ব্যয় করে; তাহলে ইস্তিহাসানের ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তির উপর যামানত ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যদি দুইজনের একজন মারা যায় এবং অপর জন মৃত ব্যক্তির মালামাল থেকে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে, তবে এক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যে গোলামকে ব্যবসা করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সে যদি মুনীবের সাথে নিজ শহর ছাড়া অন্য কোন শহরে থাকে এবং সেখানে মুনীব মারা যায়। অতঃপর সে যদি মুনীবের জন্য তার টাকা-পয়সা থেকে খরচ করে, তবে তার উপরও যামানত ওয়াজিব হবে। (খুলাসা) মৃত পিতার বালিগ সন্তান তার নাবালিগ সন্তানদেরকে খরচা দিয়েছে। কিন্তু তারা তা স্বীকার করছেন। শুধু কেবল নাবালিগদের পাওনা অংশের কথা স্বীকার করছে, এ অবস্থায় আশা করা যায় যে, তাদের উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ব্যক্তি অসীমকালে কাউকে অসী না বানিয়ে নাবালিগ সন্তান রেখে মারা যায় এবং অপর কোন ব্যক্তির নিকট তার মালামাল আমানত স্বরূপ থাকে, তবে আইনের দৃষ্টিতে مودع (যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে) ব্যক্তির এ ইখতিয়ার নেই যে, সে মৃত ব্যক্তির সন্তানদের জন্য ঐ মাল থেকে খরচ করবে এবং সে অনুপাতে মৃত ব্যক্তির মাল থেকে উক্ত পরিমাণ কর্তন করে দিবে। সে যদি মৃত ব্যক্তির মাল থেকে তাদেরকে খোরপোষ প্রদান করে এবং পরে কসম করে বলে যে, আমার নিকট তার কোন মাল আর নেই তবে আমি আশাবাদী যে, এ ব্যাপারে হয়তো তাকে আর পাকড়াও করা হবে না। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী) আল্লাহই এ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।



পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ذوالرحم - নিকটাত্মীয়-স্বজনের খোরপোষের বিবরণ

১. মাসআলা : স্বচ্ছল বিত্তশালী সন্তানের উপর তার অভাবগ্রস্ত পিতামাতার খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব। কাজেই এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যাবে। চাই তারা মুসলমান হোক বা যিম্মী হোক, উপার্জন করতে সক্ষম হোক বা না হোক। তবে তারা যদি হারবী হয় এবং আমান নিয়ে দারুল ইসলামে এসে থাকে, তাহলে তাদের হুকুম ভিন্ন হবে। উল্লেখ্য যে, মালদার পুত্র অভাবগ্রস্ত পিতামাতাকে খোরপোষ দেওয়ার ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে না। (ইতাবিয়া) ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে মালদার বা বিত্তশালী হওয়ার মানে হল, নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া, এর উপরই ফাতওয়া। আর মালের মালিক মালের মালিক হওয়ার অর্থ হল, যে পরিমাণ মাল থাকলে সে সাদাকা গ্রহণের উপযুক্ত আর থাকে না। (হিদায়া) পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তান উভয় প্রকার সন্তানই যদি মালদার হয়, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে পিতামাতাকে খোরপোষ দেওয়া উভয়ের উপর সমান সমান হারে ওয়াজিব হবে। ফকীহ আবুল লায়স (র)-এ মতটি গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতেই তিনি ফাতওয়া দিতেন। (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

২. মাসআলা : এক অভাবগ্রস্ত পিতার দুই পুত্র। তাদের একজন অধিক মালদার আর অপরজন শুধুমাত্র নিসাব পরিমাণ মালের মালিক, তাহলে এ অবস্থায়ও সমান সমান হারে পিতাকে খোরপোষ দেওয়া উভয়ের উপর ওয়াজিব। যদি দুই ভাইয়ের একজন মুসলমান এবং অপরজন যিম্মী হয় তবুও দুইজনে সমান সমান হারে খোরপোষ প্রদান করবে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান) শায়খুল ইমাম শামসুল আইম্মা (র) বলেন, আমাদের মাশাইখে কিরাম বলেন, যদি দুই ভাইয়ের মালে সামান্য ব্যবধান থাকে তবেই কেবল উভয়ের উপর সমান হারে খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের মালে অনেক বেশী ব্যবধান থাকে তাহলে তাদের খোরপোষ প্রদানের পরিমাণেও ব্যবধান হবে। (যখীর) বিচারক কর্তৃক উভয় সন্তানের উপর খোরপোষ প্রদানের রায় জারী করার পর, একজন যদি খোরপোষ দিতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক অপরজনকে সম্পূর্ণ খোরপোষ প্রদানের নির্দেশ দিবে। তারপর সে তার পাওনা টাকা অপরজন থেকে উসূল করে নিবে। যদি কোন অভাবী ব্যক্তি স্ত্রী থাকে এবং এ স্ত্রী যদি উক্ত ব্যক্তির বালিগ মালদার পুত্রের আপন না হয়, তবে এই পুত্রকে তার পিতার স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানের জন্য বাধ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে পিতার উম্মে ওয়ালাদ এবং দাসীর ক্ষেত্রেও সন্তানকে তাদের খোরপোষ দেওয়ার জন্য ধার্য করা যাবে না। অবশ্য পিতা যদি এমন রুগ্ন বা মায়ুর হয় যে, নিজের কাজ নিজে আঞ্জাম দিতে পারে না, বরং কোন খাদিমার মুখাপেক্ষী হয় যে, সর্বদা তার অবস্থা দেখাশুনা করবে এবং তার প্রয়োজনীয় খিদমত আঞ্জাম দিবে, তাহলে এ অবস্থায় সন্তানকে পিতার খাদিমার খোরপোষ প্রদানের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে। চাই যে, সন্তানের পিতার বিবাহিতা হোক বা দাসী হোক। (মুহীত)

৩. মাসআলা : পিতা যদি অভাবগ্রস্ত গরীব হয় এবং তার না-বালিগ সন্তানগণও অভাবগ্রস্ত হয় এবং বালিগ সন্তান বিত্তশালী হয় তবে বিত্তশালী পুত্রকে পিতার খোরপোষ প্রদানের সাথে নাবালিগ ভাইদের খোরপোষ প্রদান করার জন্যও বাধ্য করা যাবে। (মুহীত : সারাখসী) মা যদি অভাবী হয় তবে তাকে খোরপোষ দেওয়া সন্তানের ওয়াজিব, যদিও সে (সন্তান) নিজে ফকীর এবং মাও পঙ্গু নয়। পুত্র যদি আব্বা-আম্মা দুইজনের কোন একজনের খোরপোষ দিতে সক্ষম হয়, উভয়ের খোরপোষ দিতে সক্ষম না হয়, তবে এক্ষেত্রে আম্মাকে খোরপোষ দেওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। যদি কোন মালদার পুত্রের অভাবী পিতা এবং ছোট ভাই থাকে এবং সে একজনের খোরপোষ দিতে সামর্থ্য রাখে, তবে ছোট ভাই খোরপোষ-পাওয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। যদি কারো অভাবগ্রস্ত পিতামাতা থাকে এবং সে তাদের একজনকেও খোরপোষ দিতে সক্ষম না হয়, তবে সে যা খাবে তারাও তার মানে তাই খাবে। যদি পিতার বিয়ে করার দরকার হয় এবং সন্তান বিত্তশালী হয়, তাহলে সন্তানের উপর ওয়াজিব হবে পিতাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া, তাকে কোন দাসী খরীদ করে দেওয়া। যদি অভাবগ্রস্ত পিতার দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকে তবে শুধুমাত্র এজনের খোরপোষ দেওয়া সন্তানের উপর ওয়াজিব হবে এবং সে তা পিতার নিকট হস্তান্তর করে দিবে। আর পিতা তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। (আল-জাওহারা তুন নায্যারা)

৪. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, পুত্র যদি গরীব কিন্তু উপার্জন ক্ষমতা সম্পন্ন হয় এবং পিতা পঙ্গু হয় তবে সে বিধিমনত ছেলের উপার্জনে তথা খাদ্য খাবারে শরীক থাকবে। কেননা সে যদি তার খানায় শরীক না হয় তবে তার মারা যাবার আশংকা রয়েছে। ইমাম খাসসাফ (র) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, পিতা গরীব এবং উপার্জন ক্ষমতা সম্পন্নও নয় এবং পুত্র গরীব কিন্তু উপার্জন ক্ষমতা সম্পন্ন। এমতাবস্থায় পিতা যদি বিচারকের আদালতে এ বলে নালিশ করে যে, আমার ছেলের উপার্জন এ পরিমাণ যে সে আমার খোরপোষ দিতে সক্ষম, তাহলে বিচারক সন্তানের উপার্জনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে দেখবে। যদি তার উপার্জন এই পরিমাণ হয় যে, তার জীবিকার পরও কিছু অতিরিক্ত থেকে যায়, তাহলে পুত্রকে পিতার খোরপোষ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। আর যদি তার জীবিকার পর অতিরিক্ত কিছু না থাকে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে পুত্রের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে 'ديانة' তাকে হুকুম করা হবে যেন, সে তার পিতার খোরপোষ চালিয়ে চায়। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পুত্র একা হয়, তার কোন পরিবার-পরিজন না থাকে। যদি তার পরিবার, পরিজন এবং না বালিগ সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে তাকে বাধ্য করা হবে যেন সে তার পিতাকে নিজের খাওয়া দাওয়ার সাথে শরীক করে নেয় এবং তাকে যেন নিজ সন্তানদের একজনের মত ধরে নেয়। এ পর্যায়ে পিতাকে ভিন্নভাবে খোরপোষ দেওয়ার জন্য উক্ত পুত্রকে বাধ্য করা যাবে না। যদি অভাবগ্রস্ত পিতা উপার্জন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়, তবে এ ক্ষেত্রে উপার্জন করে পিতার খোরপোষের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে পুত্রকে বাধ্য করা যাবে



কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তাকে এ অবস্থায়ও বাধ্য করা যাবে। আবার কেউ বলেন, বাধ্য করা যাবে না। (মুহীত : সারাখসী)

৫. মাসআলা : যাহিরী রিওয়ায়েত মতে দাদা তখনই খোরপোষ পাবে যদি সে গরীব হয়। এটিই তার খোরপোষের হক্কার হওয়ার কারণ, অন্য কিছু নয়। যেমন পিতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। নানার বিষয়টি দাদার মতই। এমনভাবে নানী এবং দাদীগণ ও খোরপোষ পাবে। দাদা ও নানাগণের খোরপোষ পাওয়ার ব্যাপারে যা ধর্তব্য দাদী ও নানীগণের ক্ষেত্রেও তাই ধর্তব্য হবে। (মুহীত) প্রত্যেক মাহ্‌হরাম আত্মীয় এই শর্তে খোরপোষ পাবে, যদি সে নাবালিগ ও অভাবগ্রস্ত হয় অথবা যদি সে বালিগা ও অভাবগ্রস্ত মহিলা হয় অথবা যদি সে অভাবগ্রস্ত পক্ষু কিংবা অন্ধ পুরুষ হয়। তারা মীরাস অনুপাতে খোরপোষ এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে। (হিদায়া) এক্ষেত্রে মীরাস পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই ধর্তব্য। হাকীকতে মীরাস ধর্তব্য বিষয় নয়। (নিকায়্যা) মাহ্‌হরাম আত্মীয়-স্বজন যদি ধনী হয় তবে তাদের জন্য খোরপোষ ধার্য করা যাবে না। মাহ্‌হরাম আত্মীয় যদি বালিগ ও সুস্থ হয়, তবে তারা গরীব হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য কারো উপর খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার ফয়সালা দেওয়া যাবে না। যদি মাহ্‌হরাম আত্মীয় বালিগা হয় এবং তাদের জন্য খোরপোষের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তারা সুস্থ ও সবল হলেও খোরপোষ পাবে। (যখীর)

৬. মাসআলা : স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। কোন মহিলার স্বামী যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং এই মহিলার অন্য স্বামীর ঘরের পুত্র সন্তান যদি ধনী হয় অথবা পিতা কিংবা তার ভ্রাতা যদি ধনী হয় তাহলে স্বামীর উপরই খোরপোষ ওয়াজিব হবে। পিতা, পুত্র এবং ভাইয়ের উপর খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। তবে পিতা, পুত্র বা ভাইকে এ মর্মে হুকুম দেওয়া যাবে যে, তারা এখন তার খোরপোষ চালিয়ে যাবে এবং পরে স্বামী যখন স্বচ্ছল হবে তখনও তারা তার থেকে তাদের খরচকৃত টাকা পয়সা উসূল করে নিবে। (বাদায়ে) কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা ও পুত্র যদি বিত্তশালী হয় তবে তার খোরপোষ পিতার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি গরীব ব্যক্তির কন্যা এবং নাতি মালদার হয় তবে তার খোরপোষ কন্যার উপরই ওয়াজিব হবে। যদি মীরাস তাদের মাঝে সমান সমান হারে বন্টন করা হয়। যদি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির নাতনী বা নাতি এবং তার সহোদর ভাই মালদার হয় তবে তার খোরপোষ কন্যার সন্তানের উপর ওয়াজিব হবে। চাই সে নর হোক বা নারী হোক যদিও ভাই মীরাসের হক্কার হয়, কন্যার সন্তান মীরাসের হক্কার হয় না। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা ও পুত্র উভয়েই যদি মালদার হয় তবে তার খোরপোষ তার সন্তানের উপরই ওয়াজিব হবে। যদিও আত্মীয়তার ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান সমান। এতদসত্ত্বেও পুত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই কারণে যে, হাদীসে 'পুত্রের মালকে পিতারই মাল' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির দাদা এবং নাতি উভয়েই মালদার হয়

তবে তার খোরপোষ মীরাস অনুপাতে তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ দাদা এক ষষ্ঠাংশ খোরপোষ এবং অবশিষ্ট খোরপোষ দাদী বহন করবে। যদি কোন গরীব ব্যক্তির এক কন্যা এবং এক সহোদর বোন থাকে এবং তারা উভয়েই মালদার হয় তবে তার খোরপোষ কন্যার উপর ওয়াজিব হবে। যদিও তারা সমান সমান হারে মীরাস পেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির এক খ্রিস্টান পুত্র এবং এক মুসলমান ভাই থাকে এবং উভয়েই মালদার হয় তাহলে তার খোরপোষ পুত্রের উপরই ওয়াজিব হবে যদিও ভাই-ই কেবলমাত্র মীরাসের অধিকারী হয়ে থাকে। যদি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির এক কন্যা এক এক আযাদকারী মুনীব থাকে এবং তারা উভয়ে মালদার হয় তবে তার খোরপোষ কন্যার উপর ওয়াজিব হবে, যদিও মীরাস প্রাপ্তিতে তাদের অধিকার সমান সমান। অনুরূপভাবে অভাবগ্রস্ত কোন মহিলার যদি এক কন্যা এবং এক সহোদর বোন থাকে তবে তার খোরপোষ কন্যার উপরই ওয়াজিব হবে। যদিও মীরাসের ব্যাপারে তারা উভয়েই সমান অংশীদার হয়ে থাকে। (মুহীত)

৭. মাসআলা : যদি অভাবগ্রস্ত কোন ব্যক্তির মা এবং দাদা উভয়েই স্বচ্ছল থাকে তবে তার খোরপোষ তাদের উপর মীরাস অনুপাতে ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ মায়ের উপর তিন ভাগের একভাগ এবং দাদার উপর দুই ভাগ খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির মা এবং সহোদর ভাই বা সহোদর ভাইয়ের পুত্র কিংবা সহোদর চাচা অথবা আসাবা আত্মীয়ের কেউ থাকে এবং তারা মালদার হয় তবে তাদের উপর মীরাস অনুপাতে তাকে খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ মার উপর তৃতীয়াংশ এবং অপরের দুই তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির যদি মালদার দাদা ও দাদী থাকে তবে তার খোরপোষ তাদের দুইজনের উপরই ওয়াজিব হবে। দাদীর উপর এক ষষ্ঠাংশ এবং দাদার পাঁচ ষষ্ঠাংশ ওয়াজিব হবে। যদি কারো বিত্তশালী এক চাচা এবং এক ফুফা থাকে তাহলে চাচার উপর তার খোরপোষ ওয়াজিব হবে। ফুফুর উপর ওয়াজিব হবে না। কোন বিত্তহীন ব্যক্তির যদি এক সহোদর চাচা এবং এক সহোদর মামা থাকে এবং তারা মালদার হয় তবে চাচার উপর খোরপোষ ওয়াজিব হবে। মামার উপর নয়। যদি কারো এক সহোদর ফুফু এবং এক সহোদর মামা থাকে এবং তারা স্বচ্ছল হয় তবে দুই তৃতীয়াংশ ফুফুর উপর এবং এক তৃতীয়াংশ মামার উপর ওয়াজিব হবে। কারো যদি আপন খালা ও আপন মামা থাকে এবং তারা স্বচ্ছল হয় তবে তার খোরপোষ তাদের দু'জনের উপরই ওয়াজিব হবে। মামার উপর দুই তৃতীয়াংশ এবং খালার উপর এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির এক সহোদর মামা এবং সহোদর চাচার এক পুত্র থাকে এবং তারা মালদার হয় তবে খোরপোষ মামার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু মীরাস পাবে চাচার পুত্র। কেননা খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল, রক্ত সম্পর্কীয় যে মাহ্‌হরাম আত্মীয় উত্তরাধিকারদের অন্তর্ভুক্ত তার উপর কেবল খোরপোষ ওয়াজিব হবে। কেউ যদি রক্ত সম্পর্কীয় হয় কিন্তু মাহ্‌হরাম



না হয় যেমন চাচার পুত্র কিংবা মাহ্‌হরাম হয়-কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় না হয় যেমন দুধ ভাই এবং দুধ বোন অথবা রক্ত সম্পর্কীয় কিন্তু আত্মীয়তার ভিত্তিতে মাহ্‌হরাম নয়, যেমন চাচাত ভাই যে তার দুধ সম্পর্কীয় ভাইও বটে, এ জাতীয় লোকদের উপর খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। (শারহুত তাহাজী)

৮. মাসআলা : কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বিভিন্ন শ্রেণীর ভাই থাকে কেউ সহোদর, কেউ বৈমাত্রেয় এবং কেউ বৈপিত্রেয়, তাহলে তার খোরপোষ সহোদর ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের উপর মীরাসের অনুপাতিক হারে ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ বৈপিত্রেয় ভাইয়ের উপর এবং বাকী অংশ সহোদর ভাইয়ের উপর ওয়াজিব হবে। কারো যদি চাচা, ফুফু এবং খালা থাকে, তবে তার খোরপোষ বাকী দুইজনের উপর ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে উত্তরাধিকার ব্যক্তি আসাবা হওয়ার কারণে পূর্ণ মীরাসের অধিকারী হয়ে থাকে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাকে মৃততুল্য বলে সাব্যস্ত করা হবে। তারপর বাকী আত্মীয়-স্বজনগণ তার মাল থেকে যে পরিমাণ মীরাস পাবে সে অনুপাতে তাকে খোরপোষ দেওয়া তাদের উপর ওয়াজিব হবে। আর যে উত্তরাধিকার ব্যক্তি পূর্ণ মীরাসের হক্‌দার হবে না বরং মীরাসের কিয়দাংশের হক্‌দার হবে তাকে মৃততুল্য গণ্য করা হবে না। সুতরাং এই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিসহ অন্যান্য আত্মীয়গণ অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে যে পরিমাণ মীরাস পাবে তার জন্য তাদের উপর ঐ পরিমাণ খোরপোষ ওয়াজিব হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন, এক ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত এবং সে উপার্জন করতেও অক্ষম। তার এক ছেলে আছে সেও অভাবগ্রস্ত এবং উপার্জন করতে অক্ষম বা নাবালিগ। আর তার বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েক ভাই রয়েছে। কেউ সহোদর, কেউ বৈমাত্রেয় এবং কেউ বৈপিত্রেয়। তাহলে এই পিতার খোরপোষ তার সহোদর ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের উপর ওয়াজিব হবে। বৈপিত্রেয় ভাইয়ের উপর এক ষষ্ঠাংশ আর সহোদর ভাইয়ের উপর পাঁচ ষষ্ঠাংশ ওয়াজিব হবে। আর সন্তানের খোরপোষ শুধুমাত্র সহোদর ভাইয়ের উপর ওয়াজিব হবে। যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের তিন বোন থাকে, তবে তার খোরপোষ তাদের উপর ওয়াজিব হবে। সহোদর বোনের উপর তিন পঞ্চমাংশ, এক পঞ্চমাংশ বৈমাত্রেয় বোনের উপর এবং অপর এক পঞ্চমাংশ বৈপিত্রেয় বোনের উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ মীরাস অনুপাতে তাদের উপর তার খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর সন্তানের খোরপোষ তার সহোদর চাচার উপরই ওয়াজিব হবে। আর যদি উপরোক্ত মাসআলায় পুত্রের স্থলে কন্যা হয় (অর্থাৎ গরীব পিতার কন্যাও যদি গরীব হয়) এবং তার বিভিন্ন শ্রেণীর ভাই থাকে তবে উক্ত ব্যক্তির খোরপোষ তার সহোদর ভাইয়ের উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি তার বিভিন্ন স্তরের বোন থাকে তবে তার খোরপোষ তার সহোদর বোনের উপর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কন্যার খোরপোষ তার সহোদর চাচা বা ফুফুর উপর ওয়াজিব হবে। (বাদায়ে)

৯. মাসআলা : যদি পিতা ও পুত্রের মধ্যে মতভেদ হয়। পিতা বলে, আমি অভাবগ্রস্ত এবং পুত্র বলে, আপনি বিত্তশালী। কাজেই আপনার খোরপোষ আমার উপর ওয়াজিব নয়, এ অবস্থায় সমাধান কি হবে এ সম্বন্ধে 'মুনতাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক্ষেত্রে পুত্রের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর-পিতার সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। পিতার রক্ত 'আমি অভাবগ্রস্ত' গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং প্রত্যাখ্যাত হবে; যদিও বাহ্যিক অবস্থা পিতার অনুকূলে সমর্থন করে। পুত্র যদি একথা স্বীকার করে যে, প্রথমে সে গোলাম ছিল পরে তাকে আবাদ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে তার উপর খোরপোষ ওয়াজিব হবে। পিতা যদি পুত্রের মাল থেকে নিজের জন্য খরচ করে নেয়, তারপর পুত্র-পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং বলে যে, আপনি মালদার হওয়া সত্ত্বেও আমার মাল খরচ করেছেন এবং পিতা বলে, আমি অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে খরচ করেছি তাহলে পিতার বিরুদ্ধে যেদিন আদালতে নালিশ করা হয়েছে, সেদিন তার অবস্থা কেমন ছিল তার প্রতি লক্ষ্য করা হবে। যদি সে সেদিন অভাবগ্রস্ত থেকে থাকে তবে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে নাফাকায়ে মিসলের<sup>১</sup> ক্ষেত্রে পিতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যেদিন সে যদি বিত্তশালী থেকে থাকে তবে পুত্রের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি পিতা পুত্র উভয়েই সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে থাকে তাহলে পুত্রের সাক্ষী প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। ইতলাকুল মুনতাকাতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। (খুলাসা)

১০. মাসআলা : পুত্রের উপর পিতার জন্য খোরপোষ এবং লেবাস-পোষাক ধার্য করার পর পুত্র তাকে এক মাসের খোরপোষ এবং এক বছরের লেবাস পোষাক দিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, পিতা সত্যই বলছে তাহলে পুনরায় খোরপোষ এবং লেবাস পোষাক দেওয়ার জন্য পুত্রকে বাধ্য করা হবে। অন্যান্য মাহ্‌হরাম আত্মীয়ের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তাতারখানিয়া) পিতা খুবই অভাবগ্রস্ত এমতাবস্থায় পুত্র যদি তাকে খোরপোষ দিতে অস্বীকার করে এবং সেখানে যদি কোন আদালত বা বিচারক না থাকে, তবে পিতার জন্য জায়েয আছে নিজের পুত্রের মালামাল চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করা। কিন্তু সেখানে যদি আদালত বা বিচারক থাকে তবে সন্তানের মাল চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করলে পিতা গুনাহগার হবে। পুত্র যদি পিতাকে এই পরিমাণ মাল প্রদান করে যার দ্বারা তার জীবিকা নির্বাহ হয় না তাহলে পিতা প্রয়োজন পরিমাণ মাল সন্তানের মাল থেকে চুরি করে হলেও নিতে পারবে। চুরি করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করলে সে গুনাহগার হবে। এমনিভাবে পিতা যদি অভাবগ্রস্ত না হয় এবং তার খোরপোষ সন্তানের উপর ওয়াজিব না হয় তাহলে সন্তানের মাল থেকে চুরি করা তার জন্য জায়েয হবে না। (আল-বাহরুর রাযিক)

১১. মাসআলা : যদি পিতার বাড়ী বা সাওয়ারী থাকে তবুও আমাদের মাযহাবে পিতার জন্য সন্তানের উপর খোরপোষ ধার্য করা যাবে। কিন্তু বাড়ীতে যদি অতিরিক্ত

১. নাফাকায়ে মিসল অর্থ হল, পিতা যে স্তরের লোক এ স্তরের লোকদের সাধারণতঃ যে পরিমাণ খোরপোষ প্রদান করা হয়ে থাকে তাকেই নাফাকায়ে মিসল বলে। (সম্পাদক)



জায়গা থাকে অর্থাৎ সে এক প্রান্তে বসবাস করার পরও যদি আরো অতিরিক্ত জায়গা থাকে তবে পিতার হুকুম করা হবে। যাতে সে অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করে নিজের জীবিকার ব্যয় চালিয়ে যায়। যদি তার খরচ হয়ে যায়। এবং সে পুনরায় রিক্ত হস্ত হয়ে যায় তবে পিতাকে খোরপোষ দেওয়া পুত্রের উপর পুনরায় ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে পিতার নিকট যদি উন্নতমানের কোন সাওয়ারী থাকে তবে তাকে হুকুম করা হবে যেন সে এটি বিক্রি করে একটি নিম্নমানের বাহন কিনে নেয়। এতে যা বাঁচবে তা নিজের জন্য খরচ করবে। যদি এ টাকাও খরচ হয়ে শেষ হয়ে যায় তবে পুনরায় পুত্রের উপর পিতাকে খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে পিতামাতা, সন্তান সন্ততি এবং অন্যান্য মাহ্‌রাম আত্মীয় সকলের হুকুম একই। এটিই সহীহ মায়হাব। (যখীরা)

১২. মাসআলা : যদি দুই ব্যক্তির ধর্ম ভিন্নভিন্ন হয় তবে তাদের একজনের জন্য অপর জনের মাতা; দাদা-নানা ও দাদী-নানী এবং সন্তানের সন্তান হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। খ্রিষ্টান ব্যক্তির উপর মুসলমান ভাইয়ের খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব নয়। এমনিভাবে মুসলিম ব্যক্তিও খ্রিষ্টান ভ্রাতার খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব নয়। (হিদায়া) মুসলিম বা যিম্মী ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে না তার হারবী পিতামাতাকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য, যদিও তারা আমান (নিরাপত্তা ভিসা) নিয়ে দারুল ইসলামে আগমন করে থাকে। এমনিভাবে যে হারবী আমান নিয়ে দারুল ইসলামে চলে এসেছে তাকেও বাধ্য করা যাবে না তার পিতা-মাতাকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য, যদি তারা মুসলিম বা যিম্মী হয়ে থাকে। (মুহীত)

১৩. মাসআলা : যিম্মী লোকদের পারস্পরিক খোরপোষের ব্যাপারে সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যদিও তাদের ধর্মাদর্শ বিভিন্ন। (মুহীত : সারাখসী) জনৈক যিম্মী ব্যক্তির স্ত্রী কিতাবী মহিলা ছিল না। এ ক্ষেত্রে যিম্মী স্বামী মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করায় যদি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তাহলে ইদতের অবস্থায় এ মহিলা খোরপোষ পাবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী মুসলমান হওয়ার পর স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং এ কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হয় তবে স্ত্রী যতদিন পর্যন্ত ইদত পালনরত অবস্থায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাকে খোরপোষ এবং বাসস্থান দাবী দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। (মাবসূত) যদি হারবী স্বামী স্ত্রী আমান নিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তারপর স্ত্রী-স্বামীর নিকট খোরপোষ দাবী করে তবে বিচারক তার খোরপোষ ধার্য করবে না। 'আস্ সিয়াকুল কাবীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, জনৈক মুসলমান দারুল হারবে বন্দী অবস্থায় আছ। তার মাল থেকে বিচারক বা আদালত যদি তার স্ত্রী, পিতা-মাতা এবং সন্তানের খোরপোষ ধার্য করে দেয়, তারপর সাক্ষী প্রমাণে একথা সাব্যস্ত হয় যে, বিচারক কর্তৃক তার স্ত্রীর জন্য খোরপোষ ধার্য করার আগেই সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে তাহলে স্ত্রী খোরপোষ বাবত যা নিয়েছে

তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। স্ত্রী যদি বলে, আমার ইদতের খোরপোষ থেকে দেয় কেটে নেওয়া হোক তাহলে বিচারক বলবে, তুমি কোন খোরপোষই পাবে না। (মুহীত) যিম্মী ব্যক্তি যদি তার মাহ্‌ররাম কোন আত্মীয়কে বিবাহ করে যে রকম বিবাহ তাদের মধ্যে সহীহ আছে, তারপর সে যদি স্বামীর নিকট বিবাহের খোরপোষ দাবী করে তবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর কিয়াস অনুসারে একমত যে, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সম্পাদিত হলে এ অবস্থায়ও স্ত্রী খোরপোষ পাবে। (যখীরা) আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

### ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : দাস-দাসীদের খোরপোষের বিবরণ

১. মাসআলা : মুনীবের উপর ওয়াজিব হল, নিজ দাস-দাসীদের খোরপোষের ব্যয় নির্বাহ করা। চাই এ দাসদাসী সাধারণ গোলাম ও বাদী হোক বা মুদাক্বার-হোক বা উম্মে ওয়ালাদ হোক। চাই ছোট হোক বা বড় হোক। চাই তারা পঙ্গু হোক বা সুস্থ, অন্ধ হোক বা চক্ষুগ্ধান, রাহেন-এর গোলাম হোক বা ইজারার। সর্বাবস্থায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ) যদি মুনীব খোরপোষ দিতে অস্বীকার করে তাহলে যে দাস দাসীকে ইজারা (টাকার বিনিময়ে কাজে নিয়োগ) দেওয়া সম্ভব তাদেরকে ইজারা দিয়ে এ পয়সা দ্বারা তাদের খোরপোষ চালাবে। (মুহীত) যদি তাদের উপার্জন দ্বারা খোরপোষ নির্বাহ করা সম্ভব না হয় তবে বাকী খোরপোষের দায়-দায়িত্ব মুনীবকেই বহন করতে হবে। আর যদি তাদের উপার্জন দ্বারা খোরপোষ নির্বাহ করার পর কিছু অর্থ বেঁচে যায়, তবে মুনীবই এর হক্‌দার বলে গণ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ) কম বয়সী বা অনুরূপ অন্য কারণে যদি তাদের কাউকে ইজারা দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সাধারণ গোলাম দাসীর ক্ষেত্রে মুনীবকে হুকুম করা হবে যেন সে তাদের খোরপোষ চালিয়ে যায় বা তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। আর মুদাক্বার বা উম্মে ওয়ালাদ হলে তাদেরকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য কেবলমাত্র মুনীবকেই বাধ্য করা হবে; অন্য কাউকে নয়। (মুহীত) যদি দাসী খুব সুন্দরী হয় যে, তাকে ইজারা দেওয়া যায় না, ইজারা দিলে ফিতনার আশংকা করেছে তাহলে তাকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য বা বিক্রি করার জন্য মুনীবকে বাধ্য করা হবে। (ফাতহুল কাদীর)

২. মাসআলা : দাস-দাসীর জন্যও পরিমাণ খোরপোষ নির্ধারণ করবে যাতে এলাকার সাধারণ খানা ও তরকারি খেয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। লেবাস-পোষাকের ক্ষেত্রে এই মানের কাপড় তাদেরকে প্রদান করতে হবে। শুধু সতর ঢাকা যায় পরিমাণ কাপড় দেওয়ার জায়েয নয়। মুনীব যদি উত্তম মানের খাদ্য ও তরিকারী খান এবং উন্নত মানের লেবাস-পোষাক পরিধান করে তবে গোলামকে ও অনুরূপ খানাপিনা এবং লেবাস পোষাক দেওয়া অপরিহার্য নয়। বরং গোলামকে মুনীবের অনুরূপ খাদ্য ও লেবাস পোষাক দেওয়া মুস্তাহাব। মুনীব যদি কৃপণতার বশীভূত হয়ে বা সাধনার নিমিত্তে স্বাভাবিক খাদ্য হতে নিম্নমানের পোষাক পরিধান করে তবে এ



অবস্থায়ও এলাকায় সাধারণ মানুষের পোষাক ও খাদ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাস-দাসীকে খাদ্য ও পোষাক দেওয়া অপরিহার্য। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক গোলাম থাকে তবে তাদেরকে সমান মানের খাদ্য তৈরি তরকারি ও লেবাস ও পোষাক দেওয়া মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেন, উত্তম গোলামকে উত্তম এবং নিম্নমানের গোলামকে নিম্ন মানের পোষাক এবং খাদ্য দেওয়া জায়েয। প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম। দাসীর হুকুমও গোলামের মতই। গোলাম যদি খানা পাকানোর দায়িত্ব পালন করে, তবে তাকে সাথে বসিয়ে খানা খাওয়ানো উত্তম। গোলাম যদি মুনীবের সম্মানার্থে একত্রে বসে খানা খেতে অস্বীকার করে, তবে মুনীবের জন্য উচিত হবে এই খাদ্য থেকে তাকেও কিছু দেওয়া। তবে একত্রে বসিয়ে খানা খাওয়ানো উত্তম। এতে বিনয় এবং উন্নত চরিত্র মাধুরীর বাস্তবায়ন ঘটে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)

৩. মাসআলা : মুনীব যে দাসীকে যৌন সন্তোগের জন্য সাব্যস্ত করে রেখেছে, তাকে দেশ রেওয়াজের ভিত্তিতে অতিরিক্ত কিছু পোষাক দেওয়া জায়েয আছে। (গয়াতুস সুক্কী) গোলামের তাহারাতের জন্য পানি খরীদ করা মুনীবের উপর ওয়াজিব। (আল-জাহুওয়াতুন নায়্যারা) মুকাতাব গোলামের খোরপোষ দেওয়া মুনীবের উপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে যে গোলামের কিয়দংশ আবাদ করা হয়েছে, তাকে খোরপোষ দেওয়াও মুনীবের উপর ওয়াজিব নয়। (বাদায়ে) কারো একটি গোলাম আছে। কিন্তু সে তাকে খোরপোষ দেয় না। এ অবস্থায় দেখতে হবে, গোলাম উপার্জনক্ষম কিনা? যদি সে উপার্জনক্ষম হয়, তবে মুনীবের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া মুনীবের মাল থেকে আহার করা তার জন্য জায়েয হবে না। আর যদি সে উপার্জনক্ষম না হয় তবে জায়েয হবে। গোলাম উপার্জনক্ষম কিন্তু মুনীব তাকে উপার্জন করতে দেয় না। তাহলে গোলাম তার মুনীবকে বলবে; হয়তো আপনি আমাকে উপার্জন করার অনুমতি দিন অথবা আপনি আমার প্রয়োজনীয় খোরপোষ দিন। এরপরও মুনীব যদি তাকে অনুমতি না দেয় তবে গোলামের জন্য জায়য হবে, মুনীবের মাল থেকে খরচ করা। (তাতারখানিয়া : আল-ওয়ালজিয়া এর সূত্রে)

৪. মাসআলা : যে গোলাম বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিক্রেতার তত্ত্বাবধানেই রয়েছে, ক্রেতা তাকে হস্তগত করেনি, তাকে খোরপোষ দেওয়া বিক্রেতার উপর ওয়াজিব, যতদিন পর্যন্ত সে তার তত্ত্বাবধানে থাকবে; এটিই সহীহ মতামত। আর থিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করার অবস্থায় মালিকানা যার হবে তাকেই তার খোরপোষ দিতে হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, বিক্রেতাকেই তার খোরপোষ দিতে হবে। কেউ কেউ বলেন, এখন আপাততঃ ঋণ করে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করা হবে। পরে যে মালিক হবে তার থেকে এ টাকা উসূল করে নেওয়া হবে। (শারহুল নিকায়া আল-বারজুনদী) যে গোলাম কারো নিকট আমানত রাখা হয়েছে, তার খোরপোষ আমানতকারীর উপর ওয়াজিব হবে। কেউ যদি কোন গোলাম ঋণ স্বরূপ এনে থাকে

তবে যে ধরে এনেছে তার উপরই এর খোরপোষ ওয়াজিব হবে। (বাদায়ে) কেউ যদি কারো গোলাম জোর করে ছিনিয়ে এনে যাকে, তবে মুনীবের নিকট তাকে ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত তাকেই তার খোরপোষের দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। যদি গসবকারী (জোরপূর্বক দখলকারী) বিচারকের আদালতে আবেদন করে, তিনি যেন তার জন্য খোরপোষের রায় দিয়ে দেন বা বিক্রি করে দেওয়ার অনুমতি দেন, তবে বিচারক তার আবেদন গ্রহণ করবেন না, কিন্তু গসবকারীর পক্ষ হতে গোলামের উপর কোন যুলুমের আশংকা করলে বিচারক তাকে তার থেকে নিয়ে নিজে তাকে বিক্রি করে দিবে এবং মূল্য নিজের কাছে জমা রাখবে। কেউ যদি গোলাম কারো নিকট আমানত রেখে নিজেই উধাও হয়ে যায়, তারপর আমানতকারী ব্যক্তি বিচারকের আদালতে এসে দাবী করল যে, আপনি আদেশ জারী করে দিন যেন তাকে (গোলামকে) খোরপোষ দেওয়া হয় অথবা বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাহলে বিচারক তাকে ইজারা দিয়ে সে বাবত যে টাকা পয়সা আসবে তা তার খোরপোষের জন্য ব্যয় করার আদেশ জারী করবেন। আর যদি তাকে বিক্রি করে ফেলা সমীচীন মনে করেন, তবে তাও করতে পারবেন। যদি কোন গোলাম সম্বন্ধে একথা প্রমাণিত হয় যে সে রাহনের গোলাম, তবে আমানতের গোলামের যে বিধান এ ক্ষেত্রেও সে বিধান কার্যকরী হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৫. মাসআলা : এক নাবালিগ গোলাম কারো তত্ত্বাবধানে আছে। যে অপর ব্যক্তিকে বলল, এটি তোমার গোলাম, আমার নিকট আমানত স্বরূপ আছে। একথা শুনে সে তা অস্বীকার করল। তবে তার থেকে এ মর্মে শপথ নেওয়া হবে যে, আমি তোমার নিকট কোন গোলাম আমানত রাখিনি। এ অবস্থায় বিচারক ঐ ব্যক্তির উপর খোরপোষ অপরিহার্য করে দিবে যার তত্ত্বাবধানে এ গোলাম রয়েছে। আর গোলাম যদি বালিগ হয়, তবে কারো থেকেই শপথ নেওয়া হবে না এবং তার খোরপোষ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে যে তার থেকে ফায়দা ভোগ করছে তাই সে মালিক হোক বা অন্য কেউ হোক। (গয়াতুস সুক্কী) কেউ যদি নিজ গোলামকে অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে দিয়ে দেওয়ার অসিয়্যত করে যায়, আবার অন্য এক ব্যক্তির খিদমত করার জন্য ওসিয়্যত করে যায়, তবে এ গোলাম যার খিদমত করবে তাকেই তার খোরপোষ বহন করতে হবে। কেননা গোলামের লাভালাভ তো তারই, কাজেই খরচাও তাকেই দিতে হবে। উপরোক্ত গোলাম যদি এমন কম বয়স্ক হয় যে সে খিদমতের উপযুক্তই নয়, তাহলে গোলামের মালিকের উপরই তার খোরপোষ ওয়াজিব হবে, যতদিন পর্যন্ত না সে বালিগ হবে। বালিগ হওয়ার পর পর যার খিদমত করা হবে সেই তার খোরপোষ দিবে। কেননা সে বিনিময় ছাড়াই তার থেকে ফায়দা হাসিল করার সুযোগ লাভ করেছে। যদি উক্ত গোলাম অসিয়্যতকৃত ব্যক্তির খিদমতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে দেখতে হবে, যদি সে এ অসুখ নিয়ে খিদমত করতে সক্ষম না হয় যেমন সে পক্ষাঘাত বা এ জাতীয় অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাহলে যার জন্য অসিয়্যত করা হয়েছে তাকেই তার



খোরপোষ বহন করতে হবে। আর যদি অসুখ নিয়ে খিদমত করা সম্ভব হয় তবে যার খিদমতের জন্য অসিয়াত করা হয়েছে তাকেই তার খোরপোষ বহন করতে হবে। রোগ যদি দীর্ঘায়িত হয়ে যায় এবং বিচারক তাকে বিক্রি করে দেওয়া সমীচীন মনে করেন, তাহলে তাকে বিক্রি করে এ টাকা দিয়ে এমন গোলাম খরীদ করবে যে, তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে খিদমত আঞ্জাম দিবে। তবে গোলামের নফসের মালিক ঐ ব্যক্তিই হবে যার মালিকানার অনুকূলে মুনীব অসিয়াত করে গিয়েছে। কেউ যদি নিজ দাসীর মালিকানার ব্যাপারে কারো জন্য অসিয়াত করে যায় এবং তার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তার ব্যাপারে অন্য কারো জন্য অসিয়াত করে যায়, তবে তার খোরপোষ ঐ ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে যার মালিকানা অনুকূলে মুনীব অসিয়াত করে গেছে। (মুহীত : সারাখসী)

৬. মাসআলা : দুই ব্যক্তি কোন গোলামের মালিকানায় শরীক থাকে তবে তার খোরপোষ তাদের উপর নিজ নিজ অংশ অনুসারে ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন গোলাম দুই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তারা প্রত্যেকেই এর মালিকানার দাবী করে অথচ তাদের কারো নিকটই এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই তাহলে তার খোরপোষ তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। ফকীহগণ বলেন, যদি দুই শরীকদারের একটি দাসী থাকে এবং তার বাচ্চা পয়দা হয়, আর দুই জনেই বলে যে, বাচ্চা আমার তবে ঐ বাচ্চার খোরপোষ তারা উভয়েই বহন করবে। যদি এ বাচ্চা বালিগা হয়ে যায় এবং তারা দুইজনই অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তার উপর তাদেরকে খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে। (বাদায়ে) দুই ব্যক্তির এক গোলাম ছিল। হঠাৎ মুনীবদের কোন একজন কোথাও উধাও হয়ে যায়। তখন দ্বিতীয়জন বিচারক বা তার অপর সঙ্গীর অনুমতি ছাড়াই তার খোরপোষ চালিয়ে যায়, তবে তার এ ব্যয় নফল হিসাবে সাব্যস্ত হবে। (ফাতহুল কাদীর) দুই ব্যক্তির এক গোলাম ছিল। শরীকদের একজন এই গোলামকে অপরজনের নিকট রেখে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তি এই বিষয়টি বিচারকের আদালতে উত্থাপন করে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণও পেশ করে। এ অবস্থায় বিচারক ইচ্ছা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে অথবা গ্রহণ করবে না। বিচারক তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করলে সে তাকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য হুকুম করবে এবং এই ক্ষেত্রে সেই হুকুমই প্রযোজ্য হবে। যা আমানতের গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে, (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

৭. মাসআলা : কেউ যদি নাবালিগ গোলাম বা দাসীকে আযাদ করে দেয় তাহলে আযাদকারীর উপর তাদের খোরপোষ আর ওয়াজিব হবে না। যদি তাদের নিজস্ব মালামাল না থাকে তবে বায়তুল মাল থেকে তার খোরপোষ বহন করা হবে। অনুরূপভাবে অতিশয় বৃদ্ধ, পঙ্গু ও অসুস্থ ব্যক্তির যদি কোন মালামাল না থাকে এবং তার কোন আত্মীয়ও না থাকে তবে তাদের খোরপোষ ও বায়তুল মাল থেকেই বহন করা হবে। (মুয়মারাত) কেউ যদি নিজ বালিগ ও সুস্থ গোলামকে আযাদ করে দেয় তবে সে

উপার্জন করে স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করবে। (বাদায়ে) জনৈক ব্যক্তি এক পলায়নকারী গোলামকে পেয়ে তাকে নিয়ে গেল মুনীবের নিকট পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য। ইত্যবসরে আদালতের নির্দেশ ছাড়াই সে তার খোরপোষও চালিয়ে গেল, তাহলে তার এ ব্যয় নফল হিসাবে গণ্য হবে। সে এ টাকা পয়সা আর ফেরৎ পাবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) জনৈক ব্যক্তি এক পলায়নকারী গোলামকে পেয়ে তুলে নিল। তারপর সে তার মুনীব তালাশ করেও তার কোন সন্ধান পেল না। অবশেষে সে বিষয়টি নিয়ে বিচারককে খুলে বলল, এবং সে বিচারকের নিকট দাবী করল যেন সে তাকে তার খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তাহলে বিচারক সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণ করবে না। বরং প্রত্যাখ্যান করে দিবে। আর সাক্ষী প্রমাণ উপস্থাপন করার পর বিচারকের ইচ্ছায্য থাকবে। সে ইচ্ছা করলে সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ বা গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করে দিবে। যেমন লুকুতা (হারানো প্রাপ্ত বস্তু) ও লাকীত (হারানো প্রাপ্ত শিশু) এর ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। বিচারক তার সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ করার পর যদি তাকে খোরপোষ দেওয়া সমীচীন মনে করেন তবে যে পেয়েছে তাকে খোরপোষ দেওয়ার আদেশ জারী করবে। আর যদি খোরপোষ না দেওয়া গোলামের জন্য কল্যাণকর মনে করে, যেমন তার মনে এ আশংকা দেখা দিয়েছে যে, এভাবে খোরপোষ চালিয়ে গেলে একদিন গোলামেই গ্রাস করে ফেলবে, তাহলে সে তাকে গোলাম বিক্রি করে তার বিক্রি মূল্য সংরক্ষণ করে রাখার আদেশ করবে। (যখীরা)

৮. মাসআলা : জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এক দাসী আছে। কয়েক ব্যক্তি এসে বলল, দাসী নয় বরং এ হচ্ছে আযাদ রমণী, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচারক অবগত হাতে না পারেন, তাহলে সে তাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অন্তর্বর্তীকালীন এ সময়ে বিচারক ঐ মহিলার জন্য খোরপোষ ধার্য করে দিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার খোরপোষের জন্য বাধ্য করবে। এ সময় উক্ত মহিলাকে কোন বিশ্বস্ত মহিলার হিফায়তে রাখবে। আর উক্ত বিশ্বস্ত মহিমার পারিশ্রমিক বায়তুল মাল থেকে বহন করা হবে। যদি জিজ্ঞাসাবাদ করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং তার খোরপোষ বিবাদী ব্যক্তি চালিয়ে যায়, তারপর সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় এবং এতে বিচারক ঐ মহিলাকে আযাদ বলে ঘোষণা করে তাহলে বিবাদী ব্যক্তি মহিলাকে যে পরিমাণ খোরপোষ দিয়েছে সে তার থেকে সে পরিমাণ উসূল করে নিবে। চাই মহিলা একথা দাবী করুক যে, সে আসলেই আযাদ ছিল অথবা প্রথমে দাসী ছিল পরে তাকে তার মুনীব আযাদ করে দিয়েছে, অথবা আযাদীর ব্যাপারে আদৌ কোন দাবী না করুক। (এতে মাসআলায় কোন পার্থক্য হবে না।) কেননা সে যে অন্যায়ভাবে খোরপোষ নিয়েছে তা স্পষ্ট। এমনিভাবে আলোচ্য মহিলা যদি ঐ তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তির মাল থেকে কোন কিছু তার অনুমতি ছাড়া খেয়ে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তাকে জরিমানা দিতে হবে। আর সাক্ষ্য যদি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়, তবে তাকে



তার মুনীবের নিকট ফেরৎ দেওয়া হবে এবং মুনীব তার ব্যয়িত টাকা পরিস্রা কোন কিছুই তার থেকে ফেরৎ নিতে পারবে না। অনুরূপভাবে সে যদি মুনীবের অনুমতি ছাড়া তার মাল থেকে কিছু খেয়ে থাকে, তাহলে তাও ফেরৎ পাবে না। এক ব্যক্তির অধীনে এক দাসী আছে। সে বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করল যে, আমার মুনীব আমাকে খোরপোষ দেয় না, তাহলে বিচারক তাকে হুকুম করবেন, হয়তো তার খোরপোষ দাও অথবা তাকে বিক্রি করে ফেল। বস্তুতঃ বিচারক যদি উক্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করে ঐ মহিলার খোরপোষ দেওয়ার জন্য এবং বাধ্য হয়ে সেও তাকে খোরপোষ দেয়, তারপর ঐ মহিলা সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে যে সে মূলতঃ আযাদ, দাসী নয় এবং বিচারকও তার আযাদীর পক্ষে রায় দেয়, তাহলে মুনীব (কথিত) তাকে যে খোরপোষ দিয়েছে সে তা তার থেকে ফেরৎ নিয়ে নিবে, আর ঐ মাল ফেরৎ নিয়ে নিবে যা ঐ মহিলা তার মালামাল থেকে তার অনুমতি ছাড়া নিয়েছে তবে সে তার অনুমতি সাপেক্ষে তার মাল থেকে যা ভক্ষণ করেছে তা ফেরৎ নিবে না।

৯ মাসআলা : জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এক দাসী আছে। তার সম্পর্কে এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, এ দাসী আমার। একথা শুনে সে তা অস্বীকার করল। তারপর বাদী ব্যক্তি তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে করল। এ অবস্থায় বিচারক উক্ত দাসীকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হিফায়তে রেখে সাক্ষী দেয় অবস্থা যাচাই করে দেখবে। আর বাহিক্যভাবে দাসীর উপর যেহেতু বিবাদীর কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই বিচারক তাকে হুকুম করবেন, দাসীর খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। বিবাদী ঐ মহিলাকে খোরপোষ দেওয়ার পর যদি সাক্ষ্য প্রত্যাক্ষাত হয়ে যায়, তাহলে বিবাদী ব্যক্তিই এই দাসীর মালিক হিসাবে বহাল থেকে যাবে এবং কোন কিছু প্রত্যাপণ করা মহিলার উপর ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি যাচাইয়ের পর সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় এবং বিচারক বাদীর পক্ষে রায় দেন তাহলে বিবাদী ঐ দাসীর জন্য যা খরচ করেছে সে তা আর ফেরৎ পাবে না। কেননা সাক্ষ্য প্রমাণে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কথিত মুনীর ব্যক্তি তাকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে এনেছিল এবং সে ঐ জোরপূর্বক দখলকারী ব্যক্তির মাল থেকে খেয়েছে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে ছিনতাইকৃত ব্যক্তি যদি ছিনতাইকারীর উপর কোন 'জিনায়াত' (অপরাধ) করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ ধর্তব্য হয় না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১০. মাসআলা : আলোচ্য মাসআলায় যদি দাসীর স্থলে গোলাম হয় তবে বিচারক তাকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হিফায়তে রাখবেন। কিন্তু বিবাদী যদি নিজের এবং গোলামের কোন কফীল (যামিন) খুঁজে না পায় এবং বাদীও তার (গোলামের) সাথে থাকতে সক্ষম না হয় অধিকন্তু বিবাদীর উপর যদি আশংকা হয় যে, হয়তো সে গোলামের কোন ক্ষতি করে ফেলতে পারে। তাহলে বিচারক এই গোলামকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হিফায়তে রাখবে। বাদীর বিষয়টি তার থেকে ব্যতিক্রম। অনুরূপভাবে বিবাদী যদি ফাসিক হয় এবং দাসদের সাথে সমকাম করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়, তবে এ অবস্থায় ও বিচারক উক্ত গোলামকে তার কাছে না রেখে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হিফায়তে রাখবে। এ হুকুম দাবী ও

সাক্ষী-প্রমাণের সাথে খাস নয়। বরং সর্বাবস্থায় এ হুকুম হবে। অর্থাৎ মুনীব যদি গোলামের সাথে সমকামিতা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়, তবে বিচারক সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে বাধা দেওয়া নিমিত্তে তাকে ঐ ব্যক্তির হাত থেকে বের করে এনে কোন বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যক্তির হিফায়তে রাখবে। গোলামকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যক্তির হিফায়তে রাখার পর বিচারক তাকে হুকুম করবে এই বলে যে, তুমি নিজে উপার্জন করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে, যদি সে উপার্জনে সক্ষম হয়। দাসীর বিষয়টি তার থেকে ব্যতিক্রম। কেননা সে তো উপার্জন করতে সক্ষম নয়। কিন্তু কোন দাসী যদি উপার্জন করতে সক্ষম হয় এবং তার উপার্জনের বিষয়টি সকলেরই জানা থাকে যেমন সে রুটি তৈরি করা, বা মৃত্ত ব্যক্তিকে গোসল করানোর কাজে প্রসিদ্ধ, তাহলে তাকেও কামাই রুজি করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আদেশ দেওয়া হবে। শায়খ আবু বকর বালখী এবং হাকিম ফকীহ আবু ইসহাক (র) অনুরূপ বলেছেন, অসুস্থতা বা কমবয়স্ক হওয়ার গোলাম যদি উপার্জন করতে সক্ষম না হয় অক্ষম হয় তাহলে বিবাদীকে তার খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ হবে। যদি গোলামের স্থলে চতুষ্পদ প্রাণীর ব্যাপারে এমন জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিবাদী ব্যতীত কোন কফীল খুঁজে না পায়, অধিকন্তু তার হাতে এ প্রাণীটির ক্ষতি হয়ে যাওয়ারও আশংকা থাকে আর বাদী ব্যক্তিও এটিকে নিজের সাথে রাখতে সক্ষম না হয় তবে বিচারক বাদীকে বলবেন, আমি বিবাদী ব্যক্তিকে এর খোরপোষ দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারব না। তুমি যদি চাও, তবে আমি এটিকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হিফায়তে রাখতে পারি, তবে তুমি এর খোরপোষ বহন করবে। অন্যথায় আমি এটিকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে রাখতে পারব না। দাস-দাসীর হুকুম-এর থেকে ব্যতিক্রম। (মুহীত)

১১. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি চতুষ্পদ প্রাণীর মালিক হয়, তবে তাকে এর ঘাস পানি দিতে হবে। সে যদি তা দিতে অস্বীকার করে তবে তাকে ঘাস পানি দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না এবং বিক্রির জন্যও বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য নসীহত স্বরূপ এবং সৎকাজের আদেশও অসৎ কাজে বাধা দানের নিমিত্তে তাকে একথা বলা যাবে যে, হয়তো তুমি একে ঘাস পানি দিবে, তা না হলে বিক্রি করে দাও; এটিই বিশ্বুদ্ধতম মত। দুধেল পশু দোহন করার ক্ষেত্রে একেবারে শেষ করে দোহন করা মাকরুহ, যদি দানা-পানির কমীর কারণে এভাবে দোহন করা জীবের জন্য ক্ষতিকর হয়। অনুরূপভাবে দুধ দোহন না করে এভাবে রেখে দেওয়াও মাকরুহ। মুস্তাহাব হল, দুধ-দোহনকারী ব্যক্তির নখ কেটে নেওয়া যাতে জীবের কোন কষ্ট না হয়। পশুর বাচ্চা শুধুমাত্র দুধ খায়, এখনো ঘাস ধরেনি এ অবস্থায় পশুর দুধ দোহন না করা মুস্তাহাব। অবশ্য অতিরিক্ত পরিমাণ দোহন করাতে কোন দোষ নেই। পশুর ক্ষমতার বাইরে মালামাল বহন করানো বা অবিরত এর উপর চড়ে ভ্রমণ করা ইত্যাদি মাকরুহ। (আল-জাওহরাতুন নায্যারা) দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ারের মালিক। তাদের একজন এর ঘাস পানি দিতে অসম্মত।



এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তি যদি বিচারকের নিকট আবেদন করে যে, বিচারক যেন তাকে খোরপোষ দেওয়ার জন্য আদেশ করেন, যাতে সে নফল ব্যয়কারী বলে গণ্য না হয়। এ অবস্থায় বিচারক খোরপোষ দানে অসম্মত ব্যক্তিকে বলবেন, তুমি হয়তো তোমার অংশ বিক্রি করে দিবে না হয় নিয়মিত: খোরপোষ দিবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (মুহীত) যদি কারো মালিকানাধীন জায়গায় মধুমক্ষিকা বাসা করে, তবে তার জন্য মুস্তাহাব হল, মধুমক্ষিকার জন্য কিছু মধু রেখে বাঁকীটা কেটে আনা। গরমের দিনের তুলনায় শীতের দিনে কিছুটা বেশী করে রাখাও মুস্তাহাব। যদি মধু ছাড়া অন্য কিছু এদের খাদ্য হিসাবে চলে তবে মধু রেখে দেওয়া মুস্তাহাব নয়। (আল-জাওহারা তুন নায়্যারা) আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তিনিই হলেন প্রত্যাবর্তন স্থল।

*pdf By Syed Mostafa Sakib*

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবাঃ—২০০০-২০০১—অঃসঃ—৪৪০৬ (উ) ৩২৫০



pdf By Syed Mostafa Sakib



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফাতাওয়ায়ে  
আলমগীরী  
দ্বিতীয় খণ্ড



ইসলামিক  
ফাউন্ডেশন  
বাংলাদেশ

# ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

বাসনাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আজহারুল আলমগীরী (র)